শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

সটীক

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত তদন্তর্গত

বৈরাগ্য প্রকরণ

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দের অনুমত্যনুসারে

গৌড়ীয় ভাষায় প্রতিভাষিত

করিয়াছেন।

কলিকাতা।

চিৎপুররোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইষ্ট নিষ্ঠ বিশিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ ধন্যতম সাধনপরায়ণ জনগণ সন্নিধানে বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোকসমন্বিত মহারামায়ণ, যাহাকে যোগবাশিষ্ঠ বলিয়া সকলে বিখ্যাত করেন, তাহার টীকাকার শ্রীমদানন্দবোধেন্দ্র সরস্বতী, যিনি শ্রীরামচন্দ্রেন্দ্র সরস্বতীর প্রশিষ্য, পূজ্যপাদ পরিব্রাজক শ্রীমদগঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য হয়েন, তিনি এই বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া জগতীতলে মহা বিখ্যাত হইয়াছেন, বস্তুতঃ এই বাশিষ্ঠ রামায়ণ অতি দুর্লভ, পূর্ব্বে এতদ্দেশে ইহার প্রচার ছিল না, সংপ্রতি কেহ কেহ ইহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ দেখিয়া যোগবাশিষ্ঠ যে মান্যগ্রন্থ ইহা বিজ্ঞাত হইয়াছেন, এই গ্রন্থ মুমুক্ষুদিগের কণ্ঠভূষণ প্রায়, সংসারিজনে সংসারধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কি রূপে পরমাত্ম চিন্তা করিয়া মুক্ত হইতে পারেন, তাহার সুন্দর উপায় শ্রীরাম প্রশ্নে বশিষ্ঠ উক্তি ব্যাজে ইহাতে প্রকাশিত আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের কি রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, আর বিষয় হইতে চিত্তকে অন্তর করতঃ কিরূপ বৈরাগ্য লাভ করা যায়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানীই বা কাহাকে বলা যাইতে পারে? এতত্তাবৎ প্রশ্নোত্তর চ্ছলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাঁহারা একালে পরমাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাদিগের ভবরোগ নিবারণ ভেষজস্বরূপ এই মহাগ্রন্থ হয়, এদেশে ইহার প্রচার বাহুল্য না থাকা প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সটীক যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের স্বরূপার্থ তাৎপর্য্যাভাস সম্বলিত গৌড়ীয় ভাষায় গদ্যচ্ছন্দে প্রতিভাষিত করিয়াছেন; জনহিতান্বেষণ জন্য দেশোপকারার্থ এই মহারামায়ণ মুদ্রাঙ্কিত করণে আমি যত্নবান্ হইয়াছি, সংপ্রতি সাধুদিগের বৈরাগ্যসম্পত্তি লাভের কারণ উক্ত গ্রন্থের বৈরাগ্যপ্রকরণ একখণ্ড, যাহা বিশ্বামিত্র সন্নিধানে শ্রীরামচন্দ্রের বদনাম্ভোজ গলিত সুন্দর প্রশ্নরূপ মকরন্দ প্রস্রবিত হইয়াছে, অগ্রে সেই খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি, বিচক্ষণ সুরসিক গ্রাহকগণের দৃষ্টিগোচর করিলে অবশ্যই গ্রহণাকাঙ্ক্ষী হইবেন, এমত প্রত্যাশা করি, যেহেতু দেশহিতৈষিজনের স্বতঃ স্বভাব এই যে যাহাতে দেশের হিত হয় তাহাতে যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার অপেক্ষা দেশোপকার বস্তুই বা কি আছে? এতদ্গ্রন্থালোচনায় বৈচক্ষণ্য ও পরলোকে জীবের পরমপদ লাভের সম্ভাবনা, আমি সাহঙ্কৃত নির্ভর হইয়া কহিতেছি, তাঁহাদিগের উচিত এমত বিষয়ে সাহস প্রদান করা, কেন না জনসাহায্য লাভাভাবে এরূপ দুরূহ বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে না, বিশেষতঃ এমন দুর্লভগ্রন্থ প্রকাশিত থাকিলে অশেষবিধ প্রকারে দেশের হিতসাধন হইতে পারে, আমরাও সজ্জন গ্রাহক দিগের সাহস প্রাপ্ত হইলে এতদ্রূপ অনেকানেক প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশে যত্নবান হইতে পারি, অলমতি বিস্তরেণ। শকাব্দাঃ ১৭৮৫।

শ্রীবেণীমাধব দে দাসঃ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

ইতি যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্য প্রকরণের নির্ঘণ্ট পত্র সম্পূর্ণ।

ওঁ তৎসৎ।

টীকাকারের উক্তি।

ওঁ নমো গণেশায়। শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বিদ্যা সম্প্রদানকর্ত্তৃ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বাল্মীকি শুকাদি ব্রহ্মবিদ্ভ্যো নমঃ। পরমহংসপরিব্রাজক সরস্বতি পরিবারেভ্যো নমঃ ॥

ওঁ অজমজরমনাদ্যন্তং নিজসুখবোধসদদ্বিতীয়পূর্ণং শিবমখিল হৃদিস্ফুরৎ স্বমায়াবিকশিত বিশ্ববিলাসমানতাঃ স্মঃ ॥ ১ ॥

অজ, অজর, অনাদি অনন্ত নিজ সুখার্ব বোধ স্বরূপ আত্মারাম, নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব মঙ্গল স্বরূপ অখিলজনান্তর্যামী, নিজমায়া বিকশিত বিশ্ববিলাস অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্বকল্যাণদায়ক পরাৎপর পরম শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

স্মৃতিফলিত সমস্তাভীষ্ট মুদ্যদ্দিনেশ প্রতিভট নিজশোভাশান্ত-বিঘ্নান্ধকারং। কমপিশিবশিবান্যোরঙ্ক সৌভাগ্যবন্তং সুরমণিমবলম্বোচারুলম্বোদরাখ্যং ॥ ২ ॥

সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন গণপতির স্মরণ মাত্র সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়, একারণ বিঘ্নান্ধকার প্রশমন, হর হৈমবতী ক্রোড়সৌভাগ্যবান পরিপূর্ণব্রহ্ম, সর্ব্বদেবচূড়ামণি, নবোদিত দিনকরদ্যুতি নিন্দিত কান্তি শোভা বিশিষ্ট, সর্ব্বাধার সর্ব্বাবলম্বক, মনোজ্ঞ মূর্ত্তি, লম্বোদরাখ্য গণপতি দেবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মুগ্ধস্মিতাঙ্কিতমনোজমুখেন্দুবিম্বং স্নিগ্ধামৃতপ্রতিমচারু কৃপা-কটাক্ষং। অগ্রেসরৈরনুবৃতং মুনিভির্মুনীনাং ন্যগ্রোধমূলবসিতং গুরুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৩ ॥

জগন্মোহন মনোহর হাস্যযুক্ত সুপূর্ণ শারদশশীমণ্ডল সদৃশ বদনারবিন্দ, পীযূষ সদৃশ সুচারু স্নিগ্ধ কটাক্ষযুক্ত, সমস্ত অগ্রেসর তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, মুনিগণশ্রেষ্ঠ ন্যগ্রোধমূলাবস্থিত শিবরূপ শ্রীমদ্গুরুকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ত্রিভুবনাচলকৃত্যকৃতোদয়ঃ সদভয়ামল বোধসুখাদ্বয়ঃ।
সুজনহৃদ্গিরিগহ্বরকেশরী শরণমস্তুসদানরকেশরী ॥ ৪ ॥

এতত্রিভুবন স্থিরতয়করণ নিমিত্ত যাঁহার উদয়, যিনি সৎ স্বরূপ, এবং নির্ম্মল বোধ স্বরূপ, ও নিত্যসুখ স্বরূপ, অখণ্ডাব্যয় অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, যিনি সাধুদিগের হৃদয়গিরি গহ্বরশায়ী কেশরী স্বরূপ, সেই নৃসিংহরূপী ভগবানকে আমি নমস্কার করি, তিনি আমার সর্ব্বদা আশ্রয়ভূত হউন ॥ ৪ ॥

দক্ষেকরাক্ষবলয়াবভয়ঞ্চবামে যা. পুস্তকং বিদধতীবিধিনেত্র-পেয়া। সা শারদাব্জনয়না শরদিন্দুশোভা ভাসা স্বয়ং হরতুমে হৃদয়ান্ধকারং ॥ ৫ ॥

শারদীয় শশধরসদৃশ ধবলা, দক্ষিণভুজদ্বয়ে বরাক্ষমালা, যিনি বামভুজে অভয় পুস্তক ধারণ করেন. বিকশিত শরদম্বুজনয়নী বাণী বিধি ভব বন্দনীয়া সরস্বতী দেবী, তাঁহাকে নমস্কার করি। জগন্মাতা জ্ঞানপ্রদায়িনী বাণী স্বীয় কান্তি জ্যোতি বিস্তার করতঃ আমার হৃদয়স্থিত অজ্ঞান ধ্বান্তরাশিকে বিনাশন করুন ॥ ৫ ॥

যে নেত্রাণিহরস্যযৈর্জগদিদং প্রদ্যোতিতং চেষ্টতে যত্রৈবায়ত তে শ্রুতি স্মৃতিনুতোধর্ম্মঃ সশর্ম্মোদয়ঃ। যেকালং কলয়ন্তি যেচ পরম স্বজ্যোতিরাত্মোপমাস্তে সূর্য্যেন্দ্বনলাভবন্তুহৃদিমে বোধা-ব্জিনীভানবঃ ॥ ৬ ॥

দেবাধিদেব ভবানীপতি মহাদেবের নয়নত্রয়রূপে প্রতিষ্ঠিত যে দেবত্রয়, অর্থাৎ সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র যাঁহারা সর্ব্বলোকে ধর্ম্ম প্রেরয়িতা হয়েন, যাঁহাদিগের দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্মা-দিতে লোকে যত্নবান হয়, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে যাঁহাদিগকে পরম ঈড্য বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, লোকের কল্যাণের নিমিত্ত যাঁহাদিগের উদয় হয়, যাঁহারা নিয়ত কালের কলনা করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগের দ্বারা নিরন্তর কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে, আত্মস্বরূপ, পরম জ্যোতি স্বরূপ, সেই সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, এই দেবত্রয় এক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরূপ হইয়া আমার বোধস্বরূপ সরোজানন্দ প্রদায়ক হউন ॥ ৬ ॥

বক্ত্রেন্দুভির্দ্দিক্ষুতমোহরদ্ভির্বেদার্থসারামৃতমুদ্গিরন্তং।
বাণীভুজাশ্লিষ্টমভীষ্টসিদ্ধ্যৈতংব্রহ্মবিদ্যাদিগুরুং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

যিনি সুনির্ম্মল চন্দ্র বদন চতুষ্টয় ধারণ করতঃ বদন শোভা বিস্তারে দিক্ চতুষ্টয়ের অন্ধকার হরণ করেন, যাঁহার নির্ম্মল চন্দ্র বদন হইতে নিরন্তর বেদার্থ উদ্গীর্ণ হইতেছে, মহাদেবী সরস্বতীর ভুজযুগলে যাঁহার আলিঙ্গিত দেহ নিত্যা-

ভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সেই অনাদিনিধন ব্রহ্মবিদ্যার আদিগুরু জগৎ কর্ত্তা, জগৎ পিতা জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

যদ্বাক্যামৃতপায়িনাংপ্রতিপদং সদ্যঃ সুধানীরয়াযদ্বাক্যার্থবিচা-রণাদভিমতঃ স্বর্গোপিকারাগৃহং যদ্বাণীবিশদাত্মপূর্ণমনসং ভুচ্ছং জগত্তুলবত্তস্মৈ শ্রীগুরবেবশিষ্ঠমুনয়ে নিত্যং নমস্কুর্ম্মহে ॥ ৮ ॥

নির্ম্মল সলিল ধারার ন্যায় যাঁহার বাক্যামৃত ধারা বহিতেছে, যদ্বাক্যামৃত পানশীল ব্যক্তিদিগের সমস্ত শরীর ও মন সুশীতল হয়। যাঁহার বাক্যের অর্থ বিচার করিলে সংপূর্ণ সুখাকর স্বর্গকেও কারাগৃহরূপে পরিগ্রহ হয়, যাঁহার সুশোভন বাক্য, শ্রোতাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল করে, যাঁহার বাক্যের স্বরূপার্থ পরিগ্রহ হইলে এতজ্জগন্মণ্ডলকে অণুপ্রায় অতিতুচ্ছ জ্ঞান হয়, সেই উপদেষ্টা মহামুনি বশিষ্ঠ গুরুকে আমি নিত্য নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

যস্যার্ষপ্রথিতাজগত্ত্রয়হিতা সা বেদমাতাপরা যশ্চক্রেতপসাবশে সুরগণানন্যান্‌সিসৃক্ষুর্জগৎ। তংবোধাম্বুনিধিং তপস্বিমুকুটাল-ঙ্কারচিন্তামণিং বিশ্বামিত্রমুনিং শরণ্যমনঘং ভূয়োনমঃস্যাম্যহং । ৯ ।

যে বিশ্বামিত্র ঋষি স্বীয় ক্ষমতাতে জগৎহিতৈষিণী বেদমাতা সাবিত্রী দেবীকে তপোবলে সাক্ষাৎকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত দেবগণকে নিজবশে আনিয়াছিলেন ও বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিকে স্বাধীন করতঃ নূতন সৃষ্টিকর্ত্তারূপে প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানসমুদ্র তপস্বিদিগের মুকুটস্বরূপ অলঙ্কার চিন্তামণি, নির্দ্দোষ, শরণ্য বরদবরেণ্য বিশ্বামিত্র ঋষিকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বাব্রহ্মৈবরামঃ প্রকটিতমহিমা যেন তস্মৈবশিষ্ঠো যঃ সীতাং ব্রহ্মবিদ্যামিবসদসিপুনঃ সত্ত্বশুদ্ধাং কিলাদাৎ। যদ্বাণামোহমূলং শময়তি জগদানন্দসন্দোহদোগ্ধ্রী তস্মৈ বাল্মীকয়ে শ্রীগুরুতম-গুরবেভূরিভাবৈর্নতাঃ স্মঃ ॥ ১০ ॥

অপ্রকটিত মহিমা পরব্রহ্ম রাম যৎকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছেন, যে বাল্মীকি বশিষ্ঠ সন্নিধানে শ্রুত হইয়া শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সভায় সত্ত্ব শুদ্ধা অর্থাৎ নির্ম্মল পবিত্র-রূপা পরমাত্মশক্তি ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপা সীতাকে প্রদান করেন, যে বাল্মীকির বাক্য সমস্ত প্রকার মোহমূলকে উন্মূলন করেন, এবং যাঁহার বাণী জগতের আনন্দ সন্দোহকে দোহন করেন। সেই গুরুতম গুরু শ্রীবাল্মীকি মুনিকে আমি সম্যক্ ভক্তি ভাব সহকারে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

পূর্ণানন্দস্বভাবং স্বজনহিতকৃতেমায়য়োপাত্তকায়ঃ কারুণ্যাদ্বুদ্ধি-
ধীষুর্জনমবিরতং মোহপঙ্কেনিমগ্নং। আবিশ্যান্তর্বশিষ্ঠং বহি-
রপিকলয়ৎ শিষ্যভাবংবিতেনে যঃ সংবাদেনশাস্ত্রামৃতজলধিমমুং
রামচন্দ্রং প্রপদ্যে॥ ১১॥

পূর্ণানন্দৈক রস অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, ভক্তজন হিতকারী কারুণ্য বশতঃ স্বমায়াঙ্গীকারে নরশরীর ধারণ করতঃ মোহজালে নিবিষ্টজনগণকে অবলোকন করিয়া অবিরত জনোপকারার্থে জন্ম নিবারণ সর্ব্বজ্ঞানোপদেষ্টা বশিষ্ঠ হৃদয়ে প্রবেশন পূর্ব্বক আচার্য্য ভাবে জ্ঞানোপদেশ দিবার নিমিত্ত, বাহিরে আপনি শিষ্য-ভাবে পরিণত শ্রোতা হইয়া সংবাদদ্বারা মোহ সন্তাপহরণার্থ যোগবাশিষ্ঠাখ্য শাস্ত্রামৃত সমুদ্র সঞ্চালন করেন। অর্থাৎ এই অমৃতরস যিনি ভূলোকে বিতরণ করেন সেই, অখিলগুরু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল সরসিরুহে আমি শরণাপন্ন হই॥ ১১॥

বিদ্যাভিঃসহবিশ্রুতাশ্রিতবতী যেষাং মুখে ভারতী সত্তোৎকর্ষ
শমাদিভিঃ স্থিরমহোতত্ত্বজ্ঞ্যেষাং হৃদি। পাদাম্ভোরুহমাশ্রিতাশ্চ
সততং তীর্থৈঃ সমংসম্পদঃ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ সরস্বতীতিবিদিতান্ শ্রীম-
দ্গুরূং স্তান্ভজে॥ ১২॥

সমস্ত বিদ্যা ও সমস্ত শাস্ত্রের সহিত সরস্বতী দেবী যাঁহাদিগের বদন কমলে সমাশ্রিতবতী হইয়াছেন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শমাদি সত্ত্বগুণের সহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহা-দিগের হৃদয়াগারে স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন, তীর্থাদি সহিত সমস্ত পরমার্থ সম্পদ যাঁহাদিগের চরণতলে নিয়ত সমাশ্রয় করিয়াছেন, এবম্ভূত শ্রীসর্ব্বজ্ঞ সরস্বতী পরিবার বিদিত পরমগুরুগণকে আমি নমস্কার রূপ ভজনা করি॥ ১২॥

শ্রীঃ সংশ্রিতৈবচরণৌহৃদয়ঞ্চরামঃ চন্দ্রোমুখং গুণভরেণ সর-
স্বতীচ। যেষামতস্তদভিধাঙ্কিতনামধেয়ান্ শ্রীমদ্গুরূন্গুরুতরান্
প্রণতোস্মিনিত্যং॥ ১৩॥

শ্রীসম্প্রদায় চারণশীল প্রাধান্যরূপ গুণশীল সম্পন্নবিশিষ্টাদ্বৈতমতানুযায়িনী বাণী, তদভিধানাঙ্কিত নামধেয় গুরুগণ এবং গুরুতরগণকে আমি নিত্য নমস্কার করি॥ ১৩॥

বিশ্বেশোপিহরিঃ শরণ্যচরণৌযান্মানয়ন্ সৌহৃদা চ্ছান্তান্নিত্যা-
মনুব্রজাম্যিরজসাপূয়েয়চেত্যব্রবীৎ। যদ্ভাজাং বিদধেশ্রুতিস্মৃতি-

মতাং সর্ব্বেষ্টসিদ্ধে সদাজীবন্মুক্তসুখাত্মপূর্ণমনসস্তান্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্-
ভজে॥ ১৪ ॥

সমস্ত বিশ্বের এক ঈশ্বর নারায়ণ; যাঁহার পাদপদ্মযুগল সকলেরই এক আশ্রয়, সেই নারায়ণ যে শুক নারদাদিকে মান্য এবং যাঁহাদিগের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রকাশ করেন, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ শান্তগণের চরণযুগলে আমি শরণাপন্ন হই, এবং সাধুগণেরা কহিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের পাদরজে নিত্য দেহ পবিত্র হয়, এবং যৎপাদরজ ভাগ মতিমানদিগের অনুকম্পায় শ্রুত্যর্থ ধারণার ক্ষমতা জন্মে, এবম্ভূত পরিপূর্ণ নিত্য সুখাত্মমনা সেই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মঋষিগণকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

কৃতিভিরতিসুখকরাঃকনুপ্রবন্ধাঃকচবতবালিশবুদ্ধিরেষজন্তুঃ।
তদপিবিরচনেত্রসদ্গুরূণাংসদয়নিরীক্ষণমেবমেবলম্বঃ॥ ১৫ ॥

এই বাশিষ্ঠ গ্রন্থানুপ্রবন্ধ কেবল পারদর্শি পণ্ডিতগণেরই সুখকর অর্থাৎ আশু বোধগম্য হইতে পারে, অপারদর্শি বালিশবুদ্ধি জনগণের কোনক্রমেই বোধগম্য হইবার বিষয় নহে। কেবল সদ্গুরুদিগের কৃপাবলোকন মাত্রকে অবলম্বন করিয়া আমি এই দুর্ব্বিগাহ শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতে সাহসিক হইতেছি ॥ ১৫ ॥

অশেষবিদ্যাম্বুধিপারগানামপাস্তগারাদিমনোমলানাং।
কৃপানিধীনাং কৃতিনাং মমাস্মিন্সতাং পদাব্জস্মরণংসহায়ঃ॥ ১৬ ॥

শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ভিন্ন আর অন্য কোন সাহস নাই, অপার জ্ঞানসমুদ্র পারদর্শি মহাত্মাগণ, শুদ্ধ পরমার্থকরী বিদ্যাচর্চা দ্বারা যাঁহাদিগের অনাত্ম দেহ গেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মানসমল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, এবম্ভূত কৃপাসাগর সম্যক্ জ্ঞানকুশল সাধুদিগের পাদপদ্মদ্বয় স্মরণকে সহায় করিয়া আমি এই বাশিষ্ঠসাগর পারেচ্ছু হইয়াছি॥ ১৬ ॥

যৎকৃপালেশমাত্রেণতীর্ণোস্মিভবসাগরং।
শ্রীমদ্গঙ্গাধরেন্দ্রাখ্যান্শ্রীগুরূংস্তানহংভজে॥ ১৭ ॥

যাঁহাদিগের কৃপালেশ মাত্র প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে সুদুস্তর জন্মরূপ মহাসমুদ্র পার হইতে পারা যায়, সেই গঙ্গাধরেন্দ্র সংজ্ঞক শ্রীমদ্গুরুগণকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ১৭ ॥

আনন্দবোধপতিনা শ্রীমদ্গুরুবচোমৃতৈঃ।
বাশিষ্ঠার্থ প্রকাশোয়ং যথামতিবিতন্যতে॥ ১৮ ॥

সেই গুরু বাক্যামৃতানুপানে শ্রীআনন্দ বোধপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই "বাশিষ্ঠার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থে আমি যথাবুদ্ধি বাশিষ্ঠার্থ বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেছি॥ ১৮॥

প্রশংসন্তুস্বৈরংমতিভিরথনিন্দন্তুসুধিয়ঃ। প্রবৃত্তির্মেযস্মান্নভবতি-
জনারাধনকৃতে। অনেনব্যাজেনামৃতরসবশিষ্ঠোক্তিভিরিতি।
বিহর্ত্তুং বাঞ্ছামিপ্রতিদিবসমানন্দজলধৌ॥ ১৯॥

সুপণ্ডিতগণেরা এজন্য আমার প্রশংসা করুন্ অথবা বুদ্ধিমান জনেরা নিন্দাই করুন্ কিন্তু তাহাতে আমি হর্ষ বিষাদিত নহি, যেহেতু জনসন্নিধানে প্রতিপত্তি লাভার্থে আমার প্রবৃত্তি জন্মে নাই, কেবল বাশিষ্ঠ টীকা রচনাচ্ছলে বশিষ্ঠোক্ত পরমামৃত রস পরিপূরিত যোগবাশিষ্ঠরূপ পরমানন্দসাগরে জলক্রীড়ার্থ বাঞ্ছা করিতেছি এই মাত্র॥ ১৯॥

যথামতিবুভুৎসুভ্যঃসাহায্যংসংকটেষ্বিব।
দুরূহশ্লোকভাবেযুদর্শয়িষ্যে পরিশ্রমং॥ ২০॥

আমার যেমন বুদ্ধি তেমনই ব্যাখ্যা করিব, কেবল সুপণ্ডিতদিগের নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা করি যে যোগবাশিষ্ঠের শ্লোক সকল দুরূহ ভাবে অন্বিত, তদ্ব্যাখ্যার্থে আমি উৎকট পরিশ্রম দর্শন করাইতেছি, পণ্ডিতগণেরা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবলোকন করিবেন, তাহাতেই আমার অনেক সাহায্য হইবে, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২০॥

স্থিত মেকরসেযুক্ত্যা নানারসবিজৃম্ভনং।
বাশিষ্ঠং রোচয়ত্যেতৎসুভোগ্যং লবণং যথা॥ ২১॥

স্থির একরসে সংযুক্ত করিলে দ্রব্যান্তর সকল নানা রসে বিজৃম্ভিত হয়, রন্ধন সামগ্রি নানারস সমন্বিত ব্যঞ্জন কিন্তু স্থিতরস এক লবণে সংযুক্ত করিলে যেমন সুভোগ্য হয়, তদ্রূপ নানাবিধ প্রবন্ধে রচিত মোক্ষশাস্ত্রও অনেক প্রকার আছে, কিন্তু এক বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহাতে যুক্ত করিলেই সে সকল শাস্ত্র পরম সুশ্রাব্য হইতে পারে॥ ২১॥

অপ্যল্পমতিদুর্ব্বোধংস্ফুটংব্যাখ্যাস্যতেপদং।
দ্বিত্রিব্যাখ্যাতপূর্ব্বন্তুদুরূহমপিমোক্ষ্যতে॥ ২২॥

এই যোগবাশিষ্ঠের পদ সকল অল্প বুদ্ধিজনের অতিশয় দুর্ব্বোধ, অতএব অনায়াস বোধের নিমিত্ত স্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি, দুই তিন প্রকার ব্যাখ্যা করণ পূর্ব্বক শাস্ত্রের দুরূহতাকে পরিমোচন করিতে মানস হইয়াছে॥ ২২॥

প্রতিজ্ঞা।

সদ্বিবেচকাগ্রগণ্য ধন্যতম মহানুভাব জনগণ সন্নিধানে মদীয় নিবেদন মেতৎ। সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রোপবিশ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ, ইহার নিয়ত আলোচনা করিলে এতদ্বিশ্বস্থ সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এবং দুরবগাহ এই জন্মজলধি সন্তরণ করতঃ জীব অনায়াসে নিরতিশয় পরমানন্দ সন্দোহ তদ্বিষ্ণুর পরম পদে অধিগমন করিতে পারে। অতএব যোগবিৎ সাধকদিগের পক্ষে এই বাশিষ্ঠ গ্রন্থ অমূল্য রত্ন স্বরূপ হয়েন। এতদ্গ্রন্থের আলোচনাতে আশু হৃদয়গ্রন্থিভেদ, ও সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদ হয়, এবং অসংশয়চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। মায়া বিলসিত সমস্ত বাসনার উন্মূলন হইয়া যায়। এবং অনির্ব্বচনীয় বিশ্বপাতা পরাৎপর পরম পিতা পরমেশ্বরে সুদৃঢ়া ভক্তি জন্মে। সুতরাং তদ্ভক্ত্যুদয়ে সংসারবন্ধন মূল সমস্ত কর্ম্মের পরিক্ষয় হয়। একারণ আহীরীটোলা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে মহাশয়ের আদেশানুসারে সাধারণ জনগণের উদ্বোধন জন্য এই সুপুণ্য ধন্য গ্রন্থাগ্রগণ্য বশিষ্ঠরাম সংবাদ সমন্বিত যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ সটীক মূলার্থ বিস্তার পূর্ব্বক গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতিভাষিত করতঃ গদ্যচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম। যদিস্যাৎ ভ্রান্তিবশতঃ কি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অর্থগত, কি ভাবগত, বা অনন্বিত শব্দ বিন্যাসাদিতে অলঙ্কার গত, অথবা প্রণালীগত, কোন দোষোদ্ভাবন হয়, তন্নিমিত্ত গুণিগণসন্নিধানে সাতিশয় বিনয় সহকারে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে সুধীসাধুগণেরা এলঘুস্বভাব নির্ব্বিদ্য জনপ্রতি বিরক্ত না হইয়া পরিশোধন করিয়া লইবেন। অসাধুগণে দোষধৃত করিলেও তাদৃক্ দুঃখী হইব না, যেহেতু অসজ্জনের স্বতঃ সিদ্ধস্বভাব এই যে লোকের সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দোষমাত্রেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সাধুমহাশয়েরা গুণগ্রহণ ব্যতীত কদাপি দোষ গ্রহণ করেন না। মক্ষীধর্ম্মিখলপুরুষেরা মনুষ্যের নিয়তই দোষান্বেষণ করে। যেমন মক্ষিকাকুলে জীব শরীরের সমস্তাবয়ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ক্ষতাবয়বেরই অনুসন্ধান মাত্র করে। যথা "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি দোষ মিচ্ছন্তি বর্ব্বরা ইতি।" যথা। "শূর্পবদ্দোষ মুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্নন্তিসাধবঃ। গুণত্যাগী দোষগ্রাহী হ্যসাধুস্ত্রিতয়ুর্যথা।" শূর্পবৎসাধুগণেরা দোষবর্জ্জন পুরঃসর গুণমাত্রই গ্রহণ করেন। চালনীর ন্যায় অসাধুগণেরা গুণভাগের পরিত্যাগ পূর্ব্বক দোষ মাত্রেরই পরিগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিতজন প্রতি পুনঃপুনঃ এই নিবেদন যে স্বীয় মহত্ত্বোপরি নির্ভর পূর্ব্বক অস্মৎ প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া এই মৎপ্রণীত গ্রন্থপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। ইতি শকাব্দাঃ। ১৭৮৩॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

অনন্যপূর্ব্বব্যাখ্যাতংগ্রন্থং মেব্যাচিকীর্ষতঃ। সন্তঃশ্রমজ্ঞাঃকৃপয়া-
ক্ষমধ্বংগলিতংক্কচিৎ।। ২৩ ।।

শ্রমজ্ঞ সাধুদিগের প্রতি এই নিবেদন, যে গ্রন্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে যদি আনু-পূর্ব্বিক পদ বিন্যাসে কোন দোষস্পর্শ হয়, অথবা প্রণালীগত, বা অভিপ্রায় যদি কুত্রাপি গলিত হয়, তবে কৃপাবলোকন করতঃ গুণিগণেরা আমার সেই দোষ ক্ষমা করিবেন ॥ ২৩ ॥

নত্বা ত্রিলোকেশ্বর রামচন্দ্রং কবীশ্বরেণাপি পুরাকৃতঞ্চ যৎ।
বাশিষ্ঠশ্লোকার্থ প্রকাশভাষয়া প্রকুর্ব্বতে শ্রীনন্দকুমারশর্ম্মা ॥

—oo—

ভূমিকা।

ওঁ অথজগদিদমনাদিমহামোহনিশাসুপ্তমনবরতদুঃখময়পরম্প-রাকম্পিতেজন্মজরাময়মরণহর্ষামর্ষশোকবিষাদাদিকোটিসহস্রস-ঙ্কুলেগ্রহাতিগ্রহব্যাঘ্রভীষণে তাপত্রিতয়দাবানলজ্বালমালাকুলে ষড়ূর্ম্মিজালেহরিষড়র্গব্যাধবধ্যমানপ্রাণিনিকায়ে সংসারমহারণ্যে মুমুক্ষুমানং বিবেকান্ধং প্রবোধোপায়দৌর্লভ্যাদ্বিষীদন্তং সমুদ্বীক্ষ্য শাস্ত্রভানূদয়েন তৎ প্রবোধনায়ভগবতঃ পদ্মজন্মনঃ শাসনাৎ স্বতশ্চ প্রবর্ত্তমানঃ পরমকারুণিকো ভগবানবাল্মীকিঃ প্রারিপ্সিতস্যমহতঃ শাস্ত্রস্যনির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি প্রচয়গমনাদিসিদ্ধয়ে বক্ষ্যমাণশ্রুতি স্মৃতি সদাচার প্রাপিতং সর্ব্ববিঘ্নমূলোচ্ছেদক্ষমং সচ্চিদানন্দাদ্বয় প্রত্যগাত্ম পরব্রহ্ম প্রণতি লক্ষণং মঙ্গলমাচরন্ অর্থাৎ শাস্ত্রস্য বিষয় প্রয়োজনে তটস্থ স্বরূপ লক্ষণাভ্যাং সংক্ষিপ্যাদিদর্শয়িসুঃ প্রথমং যতোবাইমানিভূতানিজায়ন্তে যেন জাতানিজীবন্তিযৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তিতদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতিশ্রুত্যুক্ততটস্থলক্ষণ-সিদ্ধসদদ্বয়স্বভাবং তৎ পদার্থং নমস্যতি যতইতি।

অনাদি মহামোহ রজনীতে এই জগন্মণ্ডল নিদ্রাভিভূতপ্রায় রহিয়াছে। পরম্পরা কল্পিত অনির্ব্বচনীয় অনাদি বাসনা ও জনন মরণ জরা রোগ শোক হর্ষামর্ষ বিষাদ রূপ কোটি কোটি সহস্র সহস্র গ্রহাতিগ্রহ সঙ্কুল পরিবেষ্টিত দুঃখময় সংসারারণ্যে জীবসকল অহরহ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রাদিবৎ তাপত্রয়ে পরিশঙ্কিত, লজ্জা মান কুলাদি দাবানলে নিরন্তর দন্দহ্যমান এবং রিপু ষড়্‌বর্গ ব্যাধকুল কর্ত্তৃক মৃগের ন্যায় ষড়ূর্ম্মিজালে বধ্যবান্ মোক্ষোপায় বিহীন বিবেকান্ধ বোধোপায় শূন্য, প্রায় দিন দিন অশেষ ক্লেশভার বহনে অশান্ত প্রাণী নিকর নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেছে। তদবলোকনে মহাকারুণিক মহর্ষি বাল্মীকি কারুণ্য রসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া মোক্ষ শাস্ত্র স্বরূপ দিবাকরোদয়ে ঐ অদান্ত ভ্রান্ত একান্ত সংসারৈকনিষ্ঠ বিবেকান্ধ জনগণের অজ্ঞান ধ্বান্ত বিধ্বংসন জন্য ভগবান্ পদ্মযোনির অনুশাসনে এই যোগবাশিষ্ঠ শাস্ত্র প্রকাশ করণে প্রবর্ত্তমান হইলেন। কিন্তু এই মহচ্ছাস্ত্র আরম্ভাবধি পরিসমাপ্তিকালপর্য্যন্ত প্রচুরতর বিঘ্ন ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ পরি সমাপ্তি হওয়া অতি সুকঠিন, এতদাশঙ্কা প্রযুক্ত সমস্ত বিঘ্ন বিনাশন জন্য সর্ব্ববিঘ্ন মূলোচ্ছেদক সর্ব্ব বেদ বেদ্য পরব্রহ্ম, যিনি শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধ সদাচারাদি দ্বারা এক লভ্য, সেই সচ্চিদানন্দ প্রত্যাগাত্ম স্বরূপ অদ্বয় নিত্য সত্য পরমেশ্বরের প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ করণ পূর্ব্বক এতদ্বাশিষ্ঠ শাস্ত্র বিষয় প্রয়োজন হেতুক ৬৫ প্রতিপাদ্য পরাৎপর পরব্রহ্মের তটস্থ স্বরূপ লক্ষণত্রয় দ্বারা স্বীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিজ্ঞাপনার্থে শ্রুত্যুদিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির এক কর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বরূপোপদেশার্থ প্রথমতঃ তত্ত্বমস্যর্থ প্রতিপাদন জন্য শ্লোকত্রয়ে সত্যাত্মা পরমেশ্বরকে কায়িক বাচিক মানসিক এতত্রিবিধ প্রকার নমস্কার করিতেছেন। যথা।—(যতইতি)।

—oo—

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ।

ওঁ যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানিচ।
যত্রৈবোপশমংযান্তি তস্মৈসত্যাত্মনেনমঃ ॥ ১ ॥

যতোযস্মাৎ পরমার্থস দদ্বিতীয়াত্মবস্তুনঃ প্রকৃতিভূতাৎ সর্ব্বাণ্যাকাশাদীনি মহা-ভূতানি ভৌতিকানিচ সর্গাদিকালেচ। যৎ সত্তয়ৈবসত্তাং প্রতিলভ্য ভান্তিপ্রথন্তে আবির্ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাস্থিতিকালেচ যৎসত্ত্বয়ৈবস্থিতানি। তথা প্রলয়কালেঽপি যত্রৈব যৎ সত্তামাত্র পরিশেষেণোপশমং তিরোভাবং যান্তি। তস্মৈসত্যাত্মনে ...-ধ্যারোপিত সর্ব্বভাবানাং পারমার্থিকস্বরূপভূতায় সর্ব্বপ্রাণিনাং বান্তরাত্মভূতায় চ পরব্রহ্মণেনমঃ। তন্নমস্কারেচ যত্রদেবাঃ সর্ব্বএকী ভবন্তীতি শ্রুতেরনন্যস্কৃতস্যদৈব-তান্তরস্যাপরিশেষাৎ সর্ব্বনমস্কার সিদ্ধস্যমঙ্গলস্য সর্ব্বোৎকর্ষাৎ সর্ব্ববিঘ্নোচ্ছেদাদি ফলসিদ্ধিঃ। অত্রযতোভূতানীতি পদাভ্যাংযতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে জন্মাদ্যস্য যতইতিতদ্ঘটিতশ্রুতি সূত্রোক্ত লক্ষণ প্রত্যভিজ্ঞানাদস্যতন্মূলকত্ব মিতি। নসাং-খ্যাদি কল্পিত মহদাদি কারণেষ্বপদর্শিতাবান্তরকারণেষুচাতিব্যাপ্তিঃ। অত্র প্রকৃতি পঞ্চম্যৈবোপাদানত্ব লাভাত্রিতয়োপাদানং লক্ষণত্রয় প্রদর্শনায়েতি। কেচিৎ। নিমিত্তেঽপি পঞ্চমীদর্শনাত্রয়াধারত্বোক্তিরুপাদানত্বলাভায় স্থিতিহেতুত্বোক্তিস্তুচে তনানামেক পালকত্বদর্শনাচ্চেতনা লাভেনকত্রন্তর নিরাসায়েতি। ত্রিতয়লক্ষমভিন্ন নিমিত্তোপাদানত্বমেকমেব লক্ষণমিত্যন্যে। বস্তুতস্তুসত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতিশ্রুতৌ। জ্ঞেয়ত্বেনোপক্রান্তাদ্বিতীয়সন্মাত্রবস্তু পরিচিয়ায়ত-স্মাদ্বাএতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতস্তত্তেজো সৃজতেত্যাদিনাতটস্থলক্ষণাবতারাং

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মতজ্জলানীতি শান্তউপাসীতেতিশ্রুত্যুপদর্শিত দিশোৎপত্ত্যাদিকাল ত্রয়েঽপি সদব্যভিচারাৎ কার্য্যস্যকারণব্যতিরিক্ত সত্বান্নুলম্ভাচ্চ পরত্বোপজীবিত্বাদ ধ্যারোপিতং কার্য্যজাতমাবিদ্যকমনৃতং কারণত্বমেবব্রহ্ম বস্তুসত্যমিতঅধ্যারোপা-পবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চ বিষয় প্রয়োজনসিদ্ধি প্রতিপাদনায়াব্রিতয়ঘটিত লক্ষণো-পাদানং নত্বেকৈকো পাদানে কার্য্যস্যাবিবর্ত্তত্বসিদ্ধিরিতি। অতএবহিশ্রুতৌ জায়ন্তে অভি সং বিশন্তীতি পদে প্রতিভাস। প্রতিভান লক্ষণাবির্ভাবতিরোভাবপরেনবিকা রপরেইতিসূচনায়প্রতিভান্তিউপশমংগান্তী ত্যুক্তং বৃদ্ধি বিপরিণাময়োরাবির্ভারেঽ পক্ষয়স্যচতিরোভাবেঽন্তর্ভাবাৎস্থিতে স্বাধিষ্ঠানসত্তানুরোধমাত্ররূপত্বান্নাধ্যারোপা-তিরিক্ত বিকারসিদ্ধিরূপপাদয়িষ্যতেচ ইত্থমেবজগদ্বিরচনং বিস্তরেণোৎপত্তি প্রক-রণে ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহাহইতে সকল ভূতের উৎপত্তি, যাঁহাতে অবস্থিতি, পরিণামে যাঁহাতে লীন হয়, সেই সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থঃ। স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ সিদ্ধ সৎস্বভাব তৎপদার্থকে নমস্কার করি। যথা শ্রুতিঃ।—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি।" প্রকৃতি ভূত পরমার্থ অদ্বিতীয় বস্তু হইতে সর্জ্জনকালে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশাদি পঞ্চ মহাভুত যাঁহার সত্তাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভাব হইয়া সত্যবৎ প্রতীয়-মা[illegible]হয়। এবং স্থিতিকালে যাঁহার সত্তাকে সমাশ্রয় করতঃ সংস্থিত হইয়া অনাশ্যবৎ প্রতিভাত থাকে। তথা প্রলয়কালে যাঁহার সত্তামাত্রের পরিশেষ দ্বারা যে সত্যাত্মাতে লয়ভাব প্রাপ্ত হয়, তিনিই সত্যাত্মা, যিনি আপনা হইতে উৎপন্ন বস্তু সমুচ্চয়কে আপনাতেই অধ্যারোপিত করেন। সেই স্বরূপভূত পরমাত্মা সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যদি কাহারও এমত আশঙ্কা হয় যে গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিনাশন জন্য বিঘ্ননায়ক প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম না করিয়া এক পরমাত্মাকেই প্রণাম কেন করেন? ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তথাপি এতদাশঙ্কার পুনর্ব্বার নিরাস করিতে বাধিত হইলাম। অন্যান্য দেববৃন্দের প্রত্যেকে প্রণাম করিতে হইলে নমস্কার সূত্রেই গ্রন্থ বিপুলতর হইয়া উঠে। একারণ সর্ব্ব দেবময় এক পরমাত্মাকে নমস্কার করাতেই সমস্ত দেবগণকেই নমস্কার করা সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বোৎকর্ষ সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মার প্রণামেই সর্ব্ববিঘ্ন মূলচ্ছেদন ফল সিদ্ধি হয়। যথা বেদান্ত সূত্রং। "জন্মাদ্যস্যযতঃ" যাঁহাহইতে সকলের উৎপত্তি তাঁহার নমস্কারেই সর্ব্বদেবের

নমস্কার সিদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চমীর অর্থে আত্মাকে উপাদান কারণ বুঝায়, আত্মাই সকলের আধার, ফলিতার্থ ঐ পঞ্চম্যর্থে উপাদান ও নিমিত্ত দুই কারণই ঐ আত্মা হয়েন, আধার আধেয় উভয়ই এক পরমাত্মা অর্থাৎ কেহ পুরুষ ব্রহ্ম বলেন, অন্যে সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার কেহই মিথ্যাবাদী নহেন, প্রকৃতি.পুরুষ রূপদ্বয় বটে, ফলে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহেন। কোন কোন বেদবিৎ আধার আধেয় ব্যাখ্যায় চৈতন্য ব্যতীত উপাদানের আধারত্ব অস্বীকার করিয়া চৈতন্যই সকলের স্থিতি হেতু বলিয়া থাকেন। সুতরাং চৈতন্যসত্তা লাভে আর অন্য কর্ত্তান্তর সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি" শ্রুতি সংবাদ আছে। এবং সন্মাত্র পরিচয়ের নিমিত্ত—"সদেব সৌম্যেদ মগ্র আসীদিতি" শ্রুতি অনুসাশন করিয়াছেন। অর্থাৎ সন্মাত্রই সকলের অগ্রে ছিলেন। তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব উপক্রমে তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই ইহা জানাইবার জন্য—"একমেবা দ্বিতীয়ং" শ্রুতি কহিয়াছেন। একারণ আত্মাহইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহান্, মহত্তত্ত্ব হইতে অহং তত্ত্ব, অহং তত্ত্ব হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দর্শন দ্বারা পরমাত্মার তটস্থ লক্ষণে—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি" শ্রুতি-প্রমাণ দর্শন করাইয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলই ব্রহ্ম, যেহেতু তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতেই লয় হইতেছে। এবং দিক্ কালাদি ত্রয় সৃষ্টি বিষয়ে সদব্যভি-চার হেতুক কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অনুৎপত্তি বিধায়, পূর্ব্বোক্ত সৃষ্ট্যাদি বিষয়ই নশ্বর, কেবল আত্মার সত্তাতেই সত্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়াছে, ফলিতার্থ জীবিদ্যাধ্যা-রোপিত কার্য্যবর্গ আবিদ্যক, অর্থাৎ অবিদ্যা বিষয়, বস্তুতঃ দৃষ্টজাত বস্তু মাত্রই মিথ্যা, কেবল নিষ্প্রপঞ্চ বস্তু ব্রহ্মই সত্য হয়েন। প্রয়োজন সিদ্ধার্থে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা কার্য্যবর্গের প্রতিপাদন জন্য কারণত্রয় ঘটিত লক্ষণাতে এক পরমাত্মাকেই সকল কারণ মান্য করিয়াছেন। কেবল এক উপাদান কারণ মান্য করিলে, এই বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে না। এজন্য উপাদান কারণ, ও নিমিত্ত কারণ, এবং সমবায়ি কারণ, এই কারণত্রয়রূপে এক পরমাত্মা বিশ্বকার্য্যের উদ্ভাবন করেন। উপাদান কারণ প্রকৃতি, নিমিত্ত কারণ পুরুষ, সমবায়ি কারণ উভয়ের সংযোগ, ফলিতার্থ এই কারণত্রয় এক আত্মাই হয়েন। যথা—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চেত্যাদি" শ্রুতিসংবাদ আছে। যেমন এক মাকড়সা, জাল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে মিলিত থাকে, পরিণামে সেই জাল আপনিই গ্রাস করে, কিন্তু জালের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ এবং সমবায়ি কারণ এক মাকড়সাই হয়। এবিধায় যাঁহাতে উৎপত্তি, যাঁহাতে স্থিতি, যাঁহাতে নিধনাদি হইতেছে, তিনিই মূলকারণ, সত্য স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা, তাঁহাকেই নমস্কার করি ॥ ১ ॥

সামান্যতঃ প্রতিভাত বিশ্বোৎপত্ত্যাদি সুচিত এক জ্ঞান মাত্র সর্ব্বকারণ; ইহার অনুভব সিদ্ধির নিমিত্তে সেই জ্ঞানাত্মাকে দ্বিতীয় শ্লোকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিতেছেন। যথা—(জ্ঞাতেতি)।

জ্ঞাতাজ্ঞানং তথাজ্ঞেয়ং দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য ভূঃ।
কর্ত্তাহেতুঃ ক্রিয়া যস্মা তস্মৈজ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ। ২॥

প্রতিভান্তীতি সামান্যতঃ সূচিতং তস্যচিদেকরসত্বং সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বেনোপপাদয়ং স্তুং পদার্থতত্ত্ব ভুতং তমেবপুনর্নমস্যতিজ্ঞাতেতি। অনেনজীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যনামরূপে ব্যাকরবাণীতিশ্রুতের্যস্মাদ্বিম্বভূতাৎ কুটস্থচিদেকরসাৎ স্বতঃ স্বয়মেব প্রতিবিম্বভাবেন সমষ্টিব্যষ্টিবিজ্ঞান মনোময়কোষদ্বয়াত্মকান্তঃকরণোপাধ্যনুপ্রবেশেন প্রতপ্তায়ঃ পিণ্ডপ্রবিষ্টবহ্নিরিবাধ্যাস্তৈক্যেন তজ্জাডামভিভূয়তদভিজ্বলয়নজ্ঞাতাবিস্ফুলিঙ্গমিবতদ্বৃত্তিভিরবজ্বলয়নজ্ঞানাহংত্তোবিষয়াকারাপন্নায়াং। স্বয়মপিতদ্দ্বারাতদাকারস্তদ্ভাবমিবাপন্নোজ্ঞেয়ং পরোক্ষসাধারণ্যেনোক্তমেবার্থং প্রত্যক্ষে স্ফুটীকর্ত্তুমাহদ্রষ্টেতি সএবজ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যুপাদায়দ্রষ্টাতৎ সংপ্রয়োগজন্য বৃত্তীরুপাদায়দর্শনং। তজ্জ্ঞানাত্মনাবিষয়ান্‌ব্যাপ্যানুরঞ্জনাৎ স্বয়মপিদৃশ্যইব ভবতীতিদৃশ্যাভূঃ। তথাসএব কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণশরীরাণ্যুপাদায় কর্ত্তাফলভোক্তৃ ভাবেনক্রিয়োৎপাদননিমিত্তত্বাদ্ধেতুঃ ক্রিয়াসাকল্যবৈকল্যয়োরহমেব সকলোবিকলইতি ক্রিয়াভিমানাচ্চ ক্রিয়াএষহিদ্রষ্টাশ্রোতামন্তাকর্ত্তাবোদ্ধাবিজ্ঞানাত্মাপুরুষঃ। প্রাণন্নেবপ্রাণোনাম ভবতি বদন্বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুরিত্যাদিশ্রুতেঃ এবং সর্ব্বব্যবহারেষুপ্রতীতেঃ স্বপরস্ফুর্ত্তিনির্ব্বাহকত্বাচ্চিদ্রূপতয়াসর্ব্বানুভবসিদ্ধোপি বিচিত্রোপাধ্যনুরঞ্জনব্যামোহাচ্চিত্রপটেপ্রভাক্তৌক্রামিবনবিবিচ্যানুভূয়তইতি পৃথক্করণায়যস্মাদিতিনিমিত্তপঞ্চম্যানির্দ্দেশঃ। যৎসন্নিধাননিমিত্তকমেবকর্ত্রাদিস্ফুরণং নতুযৎস্বভাবভূতংব্যভিচারিত্বাদ্দৃশোদৃশ্যস্বভাবত্বানুপপত্তেশ্চেতিভাবঃ। অতস্তস্মৈজ্ঞাত্রাদিসাক্ষিণে পরমার্থতোজ্ঞপ্ত্যাত্মনেজ্ঞপ্তিমাত্রত্বেন পরিশিষ্টায় প্রত্যগাত্মনেনমইত্যর্থঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

ত্রিবিধ প্রকার সৃষ্টির কারণ একমাত্র পরব্রহ্ম। যথা-জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা. দর্শন, দৃশ্য, কর্ত্তা, হেতু, ক্রিয়া, এক পরমাত্মাই হয়েন, একাণ সেইজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি॥ ২॥

তাৎপর্য্যার্থ। যে ব্যক্তি জানে সে জ্ঞাতা, যাহাতে জানা যায় সেইজ্ঞান, যাহাকে জানিতে হয়সেই জ্ঞেয়। তদ্রূপ যে দেখে সে দ্রষ্টা, যাহাতে দেখি সেই দর্শন,

যাহাকে দেখিতে হয়, সে দৃশ্য। যে কার্য্য করে, সে কর্ত্তা, যেহেতু, সেই কারণ, যে ক্রিয়া, সেই কার্য্য, অর্থাৎ জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা, কার্য্য, কারণ, কর্ত্তা এক মাত্র পরমাত্মা, সেই অব্যাকৃত পরমাত্মা, সমস্ত বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপে ব্যাকৃত করেন। কূটস্থ চিৎস্বরূপ জ্ঞান ঘন পরমাত্মা প্রতিবিম্বভাবে ব্যষ্টি সমষ্টিতে বিজ্ঞানময় কোষ ও মনোময় কোষাত্মক হয়েন। এতৎ কোষদ্বয়াত্মক পরমাত্মা অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে অনুপ্রবেশ দ্বারা জীবমাত্রকে চৈতন্যবৎ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদ্রূপ অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহপিণ্ড অগ্নিরূপে প্রতিভাত হয়, ফলিতার্থ লৌহপিণ্ড শীতলবস্তু তাহাতে দাহিকা শক্তির অবস্থান নাই, তদ্রূপ পরমাত্মা অনু প্রবেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিগণকে সচেতন বৎ সর্ব্বকার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, অর্থাৎ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ প্রাণাদির কার্য্য কারণ কর্ত্তা পরমাত্মা হইয়াছেন, আত্মার সত্তার অভাবে এসমস্তই জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাই সকলের কারণ হয়েন। বিশ্বরঞ্জনার্থ যে পরমাত্মা বিশ্বরূপে প্রতিভাত হই-য়াছেন, সেই জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ২॥

এই শ্লোক দ্বয়ে সত্যস্বরূপ, ও জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করিয়া, অনন্তর যাঁহার সত্তাকে সমাশ্রয় করিয়া জগজ্জীবিত আছে, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান হইবার জন্য তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে তৃতীয় শ্লোকে নমস্কার করিতেছেন। যথা—(স্ফুরন্তীতি)।

স্ফুরন্তিশীকরাযস্মা দানন্দ স্যাম্বরেবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥ ৩ ॥

এবং পদার্থে পরিশোধ্যতটস্থলক্ষণপর্য্যবসানস্থানমানন্দোব্রহ্মেতিবিজ্ঞানাদিতি শ্রুতিদর্শিতনিরতিশয়ানন্দরূপং পরমপুরুষার্থভূতমখণ্ডবাক্যার্থং নমস্যতিস্ফুর-ন্তীতি। যস্মাৎপ্রত্যগাত্মনোঽবিদ্যাবরণকামাদিবিক্ষেপাতিরস্কৃত নিরতিশয়ানন্দ সমুদ্রাদম্বরেআকাশেব্রহ্মলোকান্তেস্বর্গেদেবেষ্বিতিযাবৎতথাঅবনৌভূমৌমনুষ্যাদি স্তম্বপর্য্যন্তেষুতত্তদুচ্চাবচবিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিতান্তঃকরণবৃত্তিবৈষম্যতারতমোনা-বরণাভির্ভাবতারতম্যাৎ সরোমুকুরমণ্যাদিষু গিরিপ্রতিবিম্বইবোপাধিকভেদতারত মেন বিভাব্যমানত্বাদানন্দস্যশীকরাঃ কণাইবশীকরাঃ স্ফুরন্তিসর্ব্বৈর্ভ্রান্ত্যাত্মনাত্মত্বে নাত্মশেষত্বেন পরিচ্ছেদভেদবৈচিত্রদুঃখসংভেদক্ষয়িষ্ণুত্বাদিভিঃ স্বানুভূয়ন্তইতিযাবৎ পরমার্থস্তুনতথা। কিন্তুতদেবনিষ্কৃষ্টোপাধিভেদংসর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং জীব্যতেঽনেনেতিজীবনং সারভূতমাত্মতত্ত্বং নপ্রাণেননাপানেনমর্ত্ত্যোজীবতিকশ্চন। ইতরেণতুজীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানিমাত্রামুপ-

জীবন্তিকোহ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাৎযদেষ আকাশেআনন্দোনস্যাদিত্যাদিশ্রুতেঃ অতএবভেদকাভাবাৎ স্বরূপলক্ষণোক্তাচ্চ সএব যতোবাচোনিবর্ত্তন্তেঅপ্রাপ্যমনসাসহ আনন্দব্রহ্মণোবিদ্বান্নবিভেতিকুতশ্চনেতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধাপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দআত্মা-নান্যআত্মানাস্কশ্চিদস্তিনান্যোহস্তি দ্রষ্টানান্যোহস্তি বিজ্ঞাতেত্যাদিশ্রুতেঃ তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনেপরমপুরুষার্থরূপায় নমইত্যর্থঃ ইহমঙ্গলাচরণং শাস্ত্রনির্ম্মাণারম্ভার্থং উত্তরসর্গেতুশিষ্যোভ্যস্তদুপদেশস্যারম্ভার্থমিতিনপৌনরুক্ত্যং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রখরতর রবিকিরোত্তপ্তজনগণেরা সলিলকণা সেচনে যদ্রূপ সুস্নিগ্ধ হয়, তদ্রূপ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদিস্থ খরতর সংসারোত্তাপে উত্তপ্তজনগণেরা আনন্দময়ের আনন্দকণামাত্রকে লাভ করিয়া সন্তোষচিত্ত হয়, অতএব সর্ব্বজীবের জীবন স্বরূপ সেই আনন্দময় পরব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞানাত্মা পরমপুরুষ, সকলের পর্য্যবসান স্থান, নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, বিক্ষেপাবরণ শক্তিযোগে নানা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া পরমাত্মা বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, বস্তুতঃ এক পরব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপক তদ্ভিন্ন অন্য বস্তু কিছুমাত্র নাই। ব্রহ্মলোকাদি মনুষ্যলোক পর্য্যন্ত উচ্চাবচ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তি বৈষম্য তারতম্য দ্বারা আবরণ শক্ত্যাবির্ভাব তারতম্যে নানাবিধ বস্তুর ভেদ প্রদর্শন হইতেছে, যদ্রূপ সরোবির ও মুকুরাদিতে পর্ব্বতাদি প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ বিক্ষেপাবরণ শক্তিতে প্রতিবিম্বিত এক আনন্দময় পরব্রহ্ম নানা উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। আনন্দময়ের আনন্দকণা ব্যাপ্ত এই বিশ্ব, ইহা ভাবনা করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়, কেবল পরিচ্ছেদ ভেদ বৈচিত্রে নানা প্রকার ভেদ দর্শন হইতেছে, অনাত্মা শরীরাদিতে আত্ম বুদ্ধির নাম মায়া, সেই মায়ার মহিমায় ভেদ প্রদর্শন হয়, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎবোধে নানা প্রকার কল্পিত সুখ দুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান হইলে আর পৃথক্ জ্ঞান থাকে না, তখন সমস্ত দুঃখের উপশমে জীব অখণ্ড আনন্দময় হয়, কেবল ভ্রান্তি বশতঃ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃষ্ট ভেদ প্রযুক্ত উত্তমাধম রূপে পরিচিত হওয়া যায় এই মাত্র। ফলে এক আনন্দাশ্রয়ে জীব জীবিত রহিয়াছে, শ্রুতি সংবাদ আছে। যথা—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা মুপজীবন্তি কোহ্যেবান্যাৎকঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দোনস্যাৎ। ইতি"। সর্ব্বত্র ব্যাপক আত্মাকে অবলম্বন করিয়া সকল জীব জীবিত থাকে প্রাণাপানাদি দ্বারা যে জীবিত রহিয়াছে এমত নহে, যেহেতু আকাশাদিতেও আনন্দের অবস্থান আছে, যাঁহার

স্বরূপ তত্ত্ব কথনে মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য আর এক জন আত্মা আছেন, ইহা কোন শাস্ত্রেই কহেন না। সেই এক আত্মা সর্ব্বানন্দময় সর্ব্বাশ্রয় সকলের সম্ভজনীয়, তিনিই জ্ঞাতা স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়স্বরূপ হয়েন, সেই সচ্চিদানন্দ বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তদাশ্রয়েই সকলে জীবিত রহিয়াছে, তদভাবে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদিরা কাঁহাকেও অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না, অতএব সেই পরম পুরুষার্থরূপ আনন্দময় পরব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

প্রকৃতোপদেশঃ।

এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন নিমিত্তে বশিষ্ঠরাম সংবাদ ঘটিত প্রস্তাবে উপোদ্ঘাতপাদে শিষ্যোপদেশ নিমিত্ত বর্ণন করিতেছেন। অর্থাৎ এই পরম মঙ্গল সাধন বিষয় প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রার্থ সুখবোধের নিমিত্তে, এবং শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাস দৃঢ়তার নিমিত্তে, ব্রহ্মবিৎ ঋষিদিগের প্রাপ্ত জীবন্মুক্তির ফল প্রদর্শন জন্য, বিস্তাররূপ ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যায় উপোদ্ঘাতভূতা রামের অজ্ঞানিতা খণ্ডন নিমিত্তক বশিষ্ঠোক্তি ব্যাজে এই আখ্যায়িকা কহিতে আরম্ভ করেন। যথা—(সুতীক্ষ্ণ ইতি)।

সুতীক্ষ্ণো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সংশয়াবিষ্টমানসঃ।
অগস্তেরাশ্রমং গত্বা মুনিং পপ্রচ্ছ সাদরং ॥ ৪ ॥

অত্রার্ষেদৈবসংবাদঃ সংপ্রদায়বিশুদ্ধয়ে। রামাজ্ঞাননিমিত্তশ্চাপ্যুপোদ্ঘাতায়বর্ণ্যতে ॥ ইত্থংমঙ্গলবিষয়াদিপ্রদর্শনমুখেনশাস্ত্রার্থংসুখপ্রবোধায়সংক্ষেপতঃ প্রদর্শ্যাস্মুশাসনোপপত্ত্যাদিভির্বিস্তরেণতমেবার্থং ব্যুৎপাদয়িতুং শাস্ত্রমারভমাণস্তস্মিন্ শ্রোতৃণাং বিশ্বাসদার্ঢ্যায়বহুতরব্রহ্মবিন্মুনিমহর্ষিজুষ্টব্রহ্মাদিসম্প্রদায় প্রাপ্তজীবন্মুক্তিফলব্রহ্মবিদ্যোপবৃংহনরূপত্বপ্রদর্শনায় শ্রীবশিষ্ঠরামসংবাদাবতারণোপোদ্ঘাতভূতামাখ্যায়িকামারভ্যতে সুতীক্ষ্ণইত্যাদিনা সুতীক্ষ্ণঃতপঃকর্ম্মোপাসনাশোধিতত্বাচ্ছোভনাদ্দুরূহার্থ গ্রহণপটীয়স্ত্বাচ্চতীক্ষ্ণাবুদ্ধির্যস্যেতিযোগরূঢ্যর্থনামধেয়ং ব্রাহ্মণ গ্রহণং ব্রাহ্মণনাম্মৈবব্রহ্মবিদ্যায়াং মুখ্যাধিকারইতিদ্যোতনার্থং সংশয়েনজিজ্ঞাসায়ৈআকৃষ্টং মানসংযস্যেতিজিজ্ঞাসুরিত্যর্থঃ। সাদরং বিধ্যুক্তসমিৎপাণিত্বপ্রণিপাতপ্রযত্নাদ্যাদর সহিতং যথাস্যাত্তথা ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

সুতীক্ষ্ণ * নামক কোন এক ব্রাহ্মণ, সংশয়াবিষ্টমনা হইয়া, চিত্তস্থ সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অগস্ত্যাশ্রমপদে গমন করতঃ সমাদর পূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্যকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪ ॥

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

ভগবন্ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্ব শাস্ত্র বিনিশ্চিত।
সংশয়োঽস্তি মহানেক স্তুমেতং কৃপয়াবদ ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মংতত্ত্বংচজানাসীতি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞসর্ব্বেষুশাস্ত্রেষুবিশিষ্টং নিশ্চিতং নিশ্চয়োযস্য-সতথা পরস্পরবিরুদ্ধার্থানেক শ্রুতিস্মৃতিরাদিবিপ্রতিপত্তিজটিলত্বাৎ সহসাদুরুচ্ছেদতয়ামহান্তমেতং সংশয়ংতদপনোদকং তত্ত্বমিতিযাবৎ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্ কুম্ভসম্ভব! আপনি সম্যক্ ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ যথার্থ ধর্ম্ম মর্ম্মজ্ঞাতা, এবং তত্ত্ববিৎ, সমস্ত শাস্ত্রের পর পারদর্শী, হে প্রভো! আমার চিত্তে এক মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কৃপা কটাক্ষপাত পূর্ব্বক আমার সেই অনপনীয় সন্দেহ নিরসনার্থে আপনি উপদেশ করুন্ ॥ ৫ ॥

মোক্ষস্যকারণং কর্ম্ম জ্ঞানং বা মোক্ষ সাধনং।
উভয়ং বা বিনিশ্চিত্য একং কথয়কারণং ॥ ৬ ॥

কারণং উৎপাদকং সাধনং ব্যঞ্জকং অত্রমোক্ষোহিপরমপুরুষার্থরূপত্ব্যপ্রসিদ্ধেরিত্য নিরতিশয়ানন্দরূপোবাচ্যঃ সচস্বর্গএব যন্নদুঃখেনসংভিন্নং নচগ্রস্তমনন্তরং অভিলাষোপনীতঞ্চতৎসুখং স্বঃপদাস্পদমিতি শ্রুত্যাসঃস্বর্গঃস্যাৎ সর্ব্বানুপ্রত্যবিশিষ্টত্বাদিতি। জৈমিনিবচনাচ্চতস্যতত্ত্বত্বসিদ্ধেঃনচজন্যত্বেননাশানুমানং শ্রুতিবিরুদ্ধেঽর্থেঽনুমানানুদয়াৎতস্যাজন্যত্বেসাধনোপদেশানর্থক্য প্রসঙ্গাদিতি কর্ম্মমীমাংসকমতানুসারেণ কারণং কর্ম্মেতি প্রথমঃ কল্পঃ। নকর্ম্মণা প্রজয়াপ্লবন্তোতেঅদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ইত্যাদিশ্রুতিভিঃকর্ম্মফলানিত্যত্বপ্রতিপাদনাৎজ্ঞাত্বাতং মৃত্যমত্যেতি নান্যঃ পন্থা-

---

* সুতীক্ষ্ণ নামের অর্থ, শোভন তপঃ কর্ম্মাদি দ্বারা দুরূহার্থ গ্রহণ পটু, এবং অতি সুন্দর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, এনিমিত্ত যৌগিক শব্দে সুতীক্ষ্ণ নাম, অথবা রূঢ়্যর্থে তাহার নামই সুতীক্ষ্ণ হয়। আর ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্যাধিকারী প্রকাশার্থে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

বিমুক্তয়ইত্যাদি শ্রুত্যামুক্তৌজ্ঞানাতিরিক্তসাধননিষেধাৎ জ্ঞানস্যচপ্রমাণজন্যস্যবস্তুভিব্যক্ত্যতিরিক্ত ফলাসিদ্ধেরিত্যৌপনিষদমতমবলম্ব্যদ্বিতীয়ঃ কল্পঃ। বাজসনেয়িনাংমন্ত্রোপনিষদিকুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণিজিজীবিষে চ্ছতং সমাইতিযাবজ্জীবানুষ্ঠেয়ত্বেন কর্ম্মঅসূর্য্যানামতেলোকাঅন্ধেনতমসাবৃতাইত্যাদিনাঅবিদ্যান্নিন্দাপূর্ব্বকং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রস্তুত্যতয়োরেকৈকস্য মোক্ষসাধনতাং অন্ধতমঃপ্রবিশন্তি যেবিদ্যামুপাসতে ততোভূয়ইবতেতমোময়. অবিদ্যায়াংরতাইতি নিন্দিতত্বাৎবিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চযস্তদ্বেদোভয়ং সহ অবিদ্যয়ামৃত্যুং তীর্ত্বাবিদ্যযামৃতমশ্নুতইতি সমুচ্চিতযোরাত্যন্তিকানর্থ নিবৃত্তিনিরতিশয়ানন্দাবাপ্তি লক্ষণোমোক্ষহেতুত্বাভিধানাৎতৃতীয়ঃ কল্পইতিকাণ্ডিক সংশয়োদর্শিতঃতেম্বেকং নির্ণয়কারণং কথয়েত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! মোক্ষ-সাধনের প্রতি কারণ-কর্ম্ম, কি কেবল জ্ঞানানুষ্ঠান মাত্রই মোক্ষের কারণ হয়? অথবা জ্ঞান কর্ম্ম এতদুভয় অনুষ্ঠানই মুক্তির হেতুভূত হয়? ইহার এক কারণ নিশ্চয় করিয়া আমাকে উপদেশ করেন॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কারণশব্দে এখানে উৎপাদক বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে মোক্ষোৎপাদক কে হয়? মোক্ষের অর্থ নিরতিশয় আনন্দ, অর্থাৎ সমস্তপ্রকার বন্ধনরহিত সেই চরম পরমপুরুষার্থ লাভ। ইহাকেও স্বর্গ বলে, স্বর্গের অর্থ সুখাকর স্থান, অতএব তদ্বিষ্ণুর পরম পদ পরম সুখস্থান, সেখানে কোন দুঃখেরই অবস্থান নাই। এবং জৈমিনি বাক্যে জ্ঞান কর্ম্মের অনপেক্ষ জ্ঞানের জন্যত্ব স্বীকার করা শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ জন্যত্ব সিদ্ধে সাধনোপদেশের অনর্থকতা হয়। এবিধায় কর্ম্মমীমাংসক মতানুসারে, মোক্ষের কারণ কর্ম্ম বলিয়াছেন, ইহা প্রথম কল্প। শ্রুতিতে বলেন—" কর্ম্মদ্বারা ও প্রাজ্ঞাপিত্যদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, যেহেতু যাগ যজ্ঞাদিরূপা ক্রিয়া অদৃঢ়া হয়। অর্থাৎ কর্ম্মাদি অনিত্য, সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরিক্ত মুক্তির অন্যপথ নাই এজন্য শ্রুতিতে জ্ঞানব্যতীত অন্য সাধনার নিষেধ করিয়াছেন। এই উপনিষৎমতে দ্বিতীয়কল্প। বাজসনেয়ীমতে অবিদ্যারূপা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন। যে—" কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি ইত্যাদি " যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানে অন্ধতম প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ কর্ম্মফলে সুরলোকে সুখানুভব করতঃ ভোগান্তে পুনর্ব্বার মহান্ধতম মাতৃগর্ভে পুনঃ প্রবেশ করিতে হয়। এবং কর্ম্ম বিনা কেবল জ্ঞানানুষ্ঠানেও অন্ধতম প্রবিষ্ট হয় শ্রুতি কহেন,—" অন্ধংতম প্রবিশন্তি যে বিদ্যামুপাসতে " ইতি। যাহারা কেবল জ্ঞানানুষ্ঠান করে, তাহারাও অন্ধতমঃ প্রবিষ্ট হয়. অতএব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই শ্রুতি নিন্দা করিয়াছেন. এই হেতু আমার

মহান্‌ সংশয় জন্মিয়াছে, আপনি সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, এই সংশয় ছেদন করতঃ কৃতার্থ করেন॥ ৬ ॥

সংশয়াখ্যা সুতীক্ষ্ণের, এই প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ মহর্ষি অগস্ত্য তৎসন্দেহ ভঞ্জন করিতে মনোযোগী হইয়া উত্তর করিতেছেন। যথা—(উভাভ্যামিতি)।

অগস্তিরুবাচ।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথাখেপক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈবজ্ঞান কর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদং।
সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা। ইতিবাপাঠঃ॥ ৭ ॥

যন্নদুঃখেনেতি শ্রুতের্বহুতরশ্রুত্যাদিবিরোধেনাপেক্ষিকনিত্যত্ব পরত্বাত্তেষুপ্রথম কল্পস্যাসংভবং দ্বিতীয়তৃতীয়কল্পয়োঃ কর্ম্মণাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারাজ্ঞানাঙ্গত্বেপিশ্রুতিতাৎ পর্য্যাবিরোধাদভেদঞ্চমন্যমানোগস্তি প্রতিবচনমুবাচউভাভ্যামিত্যাদিনা। যথাখে আকাশেপক্ষিণাং উভাভ্যাং পক্ষাভ্যামেবগতিরভিমতদেশপ্রাপ্তির্জ্জায়তেনৈকৈকেন তথৈবতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং সংসারাধ্বনঃ পারংকৈবল্যং অধিকা-রিণাং আত্মনিজ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তেনৈকৈকেন কর্ম্মণাং পূর্ব্বভাবস্তুপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যো-র্যুগদপদসম্ভবাদ্বিরুদ্ধাধিকারিবিশেষণকত্বাচ্চার্থসিদ্ধি বিতিনযৌগপদ্যাংশেদৃষ্টান্তঃ। যথা দর্পণেপ্রতিবিম্বোদয়েমার্জ্জনালোকৌদ্বাবপ্যাবশ্যকৌতদ্বৎ কর্ম্মকৃতচিত্তশুদ্ধিঃ প্রমাণজন্যবৃত্তিশ্চ অবিদ্যানিবৃত্তাবাবশ্যকেহশুদ্ধাচিত্তৈঃশতশঃ শ্রুতেহপিজ্ঞানফলাদ-র্শনাদিতিভাবঃ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

অরে বৎস সুতীক্ষ্ণ! মোক্ষের কারণ তোমাকে কহিতেছি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ। যেমন পক্ষীগণেরা উভয় পক্ষকে অবলম্বন করিয়া গগনা-ন্তরালে উড্ডীয়মান হয়, সেই রূপ পক্ষি ধর্ম্মি জীব উভয়পক্ষ, স্বরূপ জ্ঞানকর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া গগন সদৃশ তদ্বিষ্ণুর পরম পদে অভিগমন করে। অর্থাৎ এক পক্ষ-দ্বারা যেমন পক্ষীগণে গমন করিতে অশক্ত হয়, তদ্রূপ এক কর্ম্ম; কি এক জ্ঞানানু-ষ্ঠান দ্বারা জীবেরা মোক্ষ পদে গমন করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ানুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত কল্পদ্বয়ে জ্ঞানকর্ম্মের নিরাশ করিয়া, এক্ষণে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানদ্বারা পরে মোক্ষ হয়, অতএব উভয়েরই কর্ত্তব্যতা। শ্রুতি তাৎপর্য্যার্থে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ

কেহই কাহারও বিরোধী নহে, কিন্তু সহেতুক কর্ম্মক সর্ব্বদাই জ্ঞান বিরোধী হয় নিত্যকর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী। ইহাই সুতীক্ষ্ণপ্রশ্নে অগস্ত্য উত্তর করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রুতিতেও অনুশাসন করিয়াছেন, "অবিদ্যয়ামৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। কর্ম্ম রূপা অবিদ্যা, জ্ঞানস্বরূপা বিদ্যা, বিনা কর্ম্মে জ্ঞান জন্মে না, বিনা জ্ঞানেও মোক্ষ হয় না, অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু পার হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। অতএব ফল প্রেপ্সু না হইয়া নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্ম করিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা জীব মুক্তিপদ পায়, সুতরাং পরম্পরা জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েরই মুক্তিদাতৃত্ব ক্ষমতা আছে। কেবল জ্ঞান কি কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হয় না তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কেবলাদিতি)।

কেবলাৎ কর্ম্মণোজ্ঞানান্নহিমোক্ষোহভি জায়তে।
কিন্তুভাভ্যাং ভবেন্মোক্ষ সাধনন্তুভয়ং বিদুঃ ॥ ৮ ॥
তস্মিন্নর্থে পুরাবৃত্ত মিতিহাসং বদামিতে।
কারুণ্যাখ্যঃ পুরাকশ্চিদ্ব্রাহ্মণোহধীত বেদকঃ ॥ ৯ ॥
অগ্নিবেশ্যস্যপুত্রোঽভূদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
গুরাবধীতবিদ্যঃসন্নাজগাম গৃহং প্রতি ॥ ১০ ॥

তদেবদ্রঢয়ন্পুনরাহ কেবলাদিতিসাধনংব্যঞ্জকং বিদুর্ব্রহ্মবিদইতিশেষঃতথাচবিদুষামনুভবসিদ্ধেনাত্রবিপ্রতিপত্তব্যমিতিভাবঃ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চেতিশ্রুতি সূপাসনকর্ম্ম-সমুচ্চয়পরানব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মসমুচ্চয়পরাতদঙ্গত্বেনোপক্রমেতেনত্যক্তেনভুঞ্জীথাইতি সন্ন্যাসবিধিবিরোধাদিতি প্রপঞ্চিতং ভাষ্যকৃদ্ভিরিতি নকশ্চিদ্বিরোধঃনত্বত্র যথা শ্রুত মাপাততো গৃহীত্বাজ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়পক্ষএবৈতদ্গ্রন্থাভিমতইতিভ্রমিতব্যং অলব্ধজ্ঞানদৃষ্টীনাং ক্রিয়াপুত্রপরায়ণং। যস্যনাস্ত্যম্বরং পট্টং কম্বলং কিংত্যজত্যসৌ। ইত্যাদিনা মণিকাচোপাখ্যানে ন চোত্তরত্র কেবলজ্ঞানেনৈবমুক্তিরিতিব্যবস্থাপনেন পূর্ব্বোত্তরবিরোধাপত্তেঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

কর্ম্মশূন্য জ্ঞান দ্বারা, কি জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। শ্রুতিতে এই মীমাংসা করিয়াছেন যে কর্ম্ম সম্বলিত জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয়, হে সুতীক্ষ্ণ! কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়কেই মোক্ষের কারণ মান্য করিতে হইবেক ॥ ৮ ॥

হে সুতীক্ষ্ণ, তোমাকে এ বিষয়ের আরো এক আখ্যায়িকা কহিতেছি তুমি সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ করহ। যথা।—(তস্মিন্নিতি)।

ইহাতে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, সেই পুরাবৃত্তেতিহাস তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ করহ। পূর্ব্ব যুগে বেদ বিদ্যায় বিচক্ষণ কারুণ্য নামক এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন॥ ৯ ॥

তাঁহার পিতার নাম অগ্নিবেশ্য, ঐ কারুণ্য উপনয়নানন্তর গুরুকুলে বাস করতঃ বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তদর্থ ধারণার পারগামী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ গুরু হইতে অধীত বিদ্য হইয়া কারুণ্য যৌবনকালে স্বগৃহে আগমন করিলেন॥ ১০ ॥

গুরুকুলে থাকিয়া যখন বেদাধ্যয়ন করেন, তখন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান মাহাত্ম্যকে অবধারণা করিয়া, কর্ম্ম প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তজ্জন্য সংশয়াত্মা হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে নিবৃত্ত হয়েন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(তস্থাবিতি)।

তস্থাবকর্ম্মকৃৎতূষ্ণীং সংশয়ানোগৃহেতদা।
অগ্নিবেশ্যো বিলোক্যাথ পুত্রং কর্ম্মবিবর্জ্জিতং॥
প্রাহ এতদ্বচোনিন্দ্যং গুরুঃ পুত্রং হিতায়চ॥ ১১॥

প্রাহএতদিতি অসন্ধিঃ সংহিতায়া অনিত্যত্বাৎ নিন্দ্যমবিধিনাকর্ম্মপরিত্যাগা-ন্নিন্দার্হং পুত্রং॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

কারুণ্য সংশয়াবিষ্ট চিত্তে কর্ম্মকে অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া তদনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইয়া মৌনভাবে গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকিলেন। একদা তৎপিতা অগ্নিবেশ্য, কর্ম্ম পরিত্যাগী নিন্দার্হ পুত্রকে অবলোকন করতঃ তাঁহার হিতেচ্ছু হইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ১১ ॥

অগ্নিবেশ্য কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া কারুণ্য পুত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কিমেতদিতি)।

অগ্নিবেশ্যউবাচ।

কি মেতৎ পুত্রকুরুষে পালনং ন স্বকর্ম্মণঃ॥ ১২॥
অকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং কথং প্রাপ্স্যসিতদ্বদ।
কর্ম্মণোহস্মান্নিবৃত্তেঃ কিং কারণংতন্নিবেদ্যতাং॥ ১৩॥

সিদ্ধিং প্রত্যবায় পরিহারংস্বর্গং মোক্ষং বা॥ ১২॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

অগ্নিবেশ্য পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অরে কারুণ্য! তুমি এ কি কর্ম্ম করিতেছ, তোমার এ কি কুৎসিত স্বভাব জন্মিল, তুমি অধীতবিদ্য হইয়া স্বকর্ম্মের অনুপালন কেন করিতেছ না। অকর্ম্মেতে রত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিবে, তাহা আমাকে বল, আমার শ্রবণেচ্ছা জন্মিয়াছে। এবং কি কারণেই বা তোমার এই স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্ম করণে নিবৃত্তি জন্মিল ইহাও আমাকে বলহ আমি চমৎকৃত হইয়াছি॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ম্ম সন্দিহান্ কারুণ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(যাবজ্জীবমিতি)।

কারুণ্যউবাচ।

যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং নিত্যং সন্ধ্যামুপাসয়েৎ।
প্রবৃত্তি রূপোধর্ম্মোয়ং শ্রুত্যা স্মৃত্যাচ চোদিতঃ॥ ১৪॥

অগ্নিহোত্রং জুহোতীতিবাক্যশেষঃ চোদিতোবিহিতঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে তাত! শ্রুতি স্মৃতি বিহিত সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম, আদি পদে অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস চাতুর্ম্মাস্য যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে শাস্ত্রে যে কহিয়াছেন; সে প্রবৃত্তিমার্গ মাত্র, বস্তুতঃ বেদের এই মর্ম্ম, যে জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মের দ্বারা জীবের মুক্তি হইতে পারে না॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মার্থ কাম কর্ম্ম দ্বারা বরং পুনঃপুন জন্ম বন্ধনেরই সম্ভাবনা আছে, কদাচ মুক্তি হইতে পারে না। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নধনেনেতি)।

নধনেনভবেন্মোক্ষঃ কর্ম্মণাপ্রজয়ান বা।
ত্যাগমাত্রেণ কিন্ত্বেকে যতয়োশ্নন্তিচামৃতং॥ ১৫ ॥

একেমুখ্যাঃচকারোহনর্থ নিবৃত্তিসমুচ্চয়ার্থঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে পিতঃ! ধনদ্বারা মোক্ষ হয় না এবং স্বধর্ম্মানুপালন ও কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানদ্বারা, কিম্বা পুত্র পৌত্রাদি উৎপত্তি দ্বারাও মোক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু এক ত্যাগ

মাত্রে অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মে যত্নশীল যতিগণেরা ইন্দ্রিয়াদি জয় করতঃ কর্ম্মাদি ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব সন্ন্যাসযোগে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব মোক্ষ বিষয়ে কর্ম্মমার্গে চলা বিফল, জ্ঞানমার্গই মুক্তির কারণ হয়॥ ১৫ ॥

ইতিশ্রুত্যোর্দ্দ্বয়োর্ম্মধ্যে কিং কর্ত্তব্যময়াগুরো।
ইতিসন্দিগ্ধতাং গত্বাতূষ্ণীং ভূতোস্মিকর্ম্মণি॥ ১৬॥

দ্বয়ো র্বিরুদ্ধার্থয়োরিতিযাবৎ সন্দিগ্ধতাং সন্দিগ্ধানতাং অকর্ম্মকত্বাৎগত্যর্থ্য কর্ম্মকেতিকর্ত্তরিক্তঃ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে পিতঃ! অতএব জ্ঞানমার্গ, ও কর্ম্মমার্গ এই শ্রুতিদ্বয় আছে, তন্মধ্যে আমার কি কর্ত্তব্য এই সন্দিগ্ধতা প্রযুক্ত আমি কর্ম্মমার্গে তুষ্ণীভূত হইয়াছি, অর্থাৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত হইয়াছি॥ ১৬॥

অগস্তিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাতবিপ্রোহসৌ কারুণ্যো মৌনমাগতঃ।
তথাবিধন্ততং দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রাহগুরুঃ সুতং॥ ১৭॥

অসৌ কারুণ্য ইত্যুক্ত্বা মৌনমগমৎ তথাবিধং মৌনাবলম্বিনং পুত্রং দৃষ্টা তাতো গুরুরগ্নিবেশ্যঃ পুত্রং পুনঃ প্রাহ ইতি॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর অগস্ত্য ঋষি সুতীক্ষ্ককে কহিতেছেন। এই কথা পিতাকে কহিয়া কারুণ্য পুনর্ব্বার মৌনাবলম্বন করিলেন। এবম্ভূত সন্দিগ্ধচিত্ত ও কর্ম্মে বিতৃষ্ণ, ও মৌনাবলম্বি দেখিয়া পুত্রকে অগ্নিবেশ্য পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

অগ্নিবেশ্যউবাচ॥

শৃণু পুত্রকথামেকাং তদর্থং হৃদয়েখিলং।
মত্তোঽবধার্য্যপুত্রত্বং যথেচ্ছসি তথাকুরু॥ ১৮॥

একাংসর্ব্বসন্দেহ মূলাজ্ঞানোচ্ছেদিত্বান্মুখ্যাং কথাং বক্ষ্যমাণমহারামায়ণরূপাং মুখ্যত্বঞ্চাস্যাঃ প্রসিদ্ধমাদিত্যপুরাণেপঞ্চদশাধ্যায়ে। জ্ঞানংনচাত্মনোধর্ম্মো ন গুণো-বাকথঞ্চন। জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। অহমাত্মাসমস্তানাং ভূতানাং পরমেশ্বরঃ। একএবপদার্থাশ্চ কল্পিতাভূরিষম্মুখ। বিজ্ঞানমেতদখিলং বিশ্ব-

কারং সুবুদ্ধয়ঃ। পশ্যন্তিজ্ঞানিনস্তেকমাত্মরূপমিদং জগৎ। তুর্ব্বিজ্ঞেয়বশিষ্ঠেন রামায়কথিতং পুত্রেতিষন্মুখং প্রতিশিবেনাবিদ্যাস্বরূপং ব্রহ্মতত্ত্বঞ্চবিস্তরেণোপ-দিশ্যস্ববাক্যেবিশ্বাসদার্ঢ্যায়বিশ্বসনীয়তমত্বেন প্রসিদ্ধস্যব্রহ্মবিদাম্মূর্দ্ধন্যস্যাস্যগ্রন্থস্য স্বমতিত্বেনোদাহরণাৎ দ্বিতীয়ং পুত্রেতিসম্বোধনং কথার্থলক্ষণ পিতৃধনগ্রহণ যোগ্যত্বদ্যোতনার্থং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

অরে পুত্র কারুণ্য! আমি তোমাকে এবিষয়ের একটি উদাহরণ কহিতেছি, তুমি আমার স্থানে সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সম্যক অর্থ স্বহৃদয়ে অবধারণা করতঃ পশ্চাৎ তোমার যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিহ॥ ১৮॥

অগ্নিবেশ্য পুত্রকে সুরুচি নাম্নী অপ্সরার আখ্যায়িকা কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(সুরুচিরিতি।)॥

সুরুচির্নামকাচিৎ স্ত্রী অপ্সরোগণ উত্তমা।
উপবিষ্টাহিমবতঃ শিখরেশিখিসংবৃতে॥ ১৯॥
রমন্তে কামসন্তপ্তা কিন্নর্য্যো যত্র কিন্নরৈঃ।
স্বর্ধুন্যৌ যেন সংসৃষ্টে মহাঘৌঘবিনাশিনী॥ ২০॥

ভগবাবিদ্যাধিকারিবিশেষণসংপন্নত্বাৎশ্রেষ্ঠা॥ ১৯॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

সমস্ত অপ্সরোগণের মধ্যে উত্তমা, অসাধারণ গুণ শীল সম্পন্না সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা, সুরুচি নাম্নী কোন এক যুবতি স্ত্রী ময়ূর গণমণ্ডিত উত্তুঙ্গ হিমালয়ের শৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া আছেন॥ ১৯॥

হিমালয়ের যে শৃঙ্গে নিয়ত কামসন্তপ্তা হইয়া কিন্নরীগণেরা কিন্নরগণের সহিত কাম ক্রীড়াপরায়ণা হয়েন। গিরিরাজ হিমালয় কিম্ভূত, না মহাপাপি-দিগের পাপ নাশক, যেহেতু সম্যক্ অঘনাশিনী যমুনা ও গঙ্গা এই স্বর্গ নদীদ্বয় তৎ-শৃঙ্গে সংসৃষ্টা আছেন॥ ২০॥

তাৎপর্য্য। গঙ্গা ও যমুনা এই দেবনদীদ্বয় অর্থাৎ দুই সুরনদী যে হিমালয়কে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ হিমালয় হইতে প্রসৃতা হইয়া সমস্ত ভারত-বর্ষকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই হিমালয়ের শৃঙ্গে উপবিষ্টা আছেন॥ ২০॥

দেবরাজের দূতকে তথায় সমাগত দেখিয়া সুরুচি যাহা কহিয়াছেন তাহা এই শ্লোক অবধি বর্ণিত হইতেছে যথা।—(দূতমিতি)।

দূতমিন্দ্রস্য গচ্ছন্তমন্তরীক্ষে দদর্শসা।
তমুবাচ মহাভাগা সুরুচিঃ শাপ্সরোবরা॥ ২১ ॥

জ্ঞাতোপদেশফলভাগিনীত্বমহাভাগাচকারেণকেবলং নাম্নৈব কিন্তুশোভনানাং ব্রহ্মবিদ্যায়াং রুচিং সংজাতা অস্যাইত্যর্থতোপি সুরুচিরিতিসমুচ্চয়ার্থঃ। ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানসমর্থত্বা চ্চেতরাপ্সরোভ্যোবরা॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্বাপ্সর প্রধানা * সুরুচি আকাশপথে দেবরাজ ইন্দ্রের একজন দূত গমন করিতেছেন দেখিয়া বিজ্ঞানোপদেশ ফলপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২১ ॥

সুরুচিরুবাচঃ।

দেবদূতমহাভাগ কুত আগম্যতেত্বয়া।
অধুনাকুত্রগন্তাসি তৎ সর্ব্বং কৃপযাবদ॥ ২২ ॥

সুরুচিরুবাচেতি অর্থাদেযাগ্যতয়াভ্যুত্থানাভিবাদনোপায়নাহরণ পূজনোপগমন পূর্ব্বকমিতি গম্যতে স্বাভিলষিত ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্নত্বমিতিদ্যোতনায় মহাভাগেতি সম্বোধনং প্রকৃতোপযোগযোগ্যোপ্যোপিকৈষতদাভূৎকুতঃ প্রাগাদিতোঘ্নিচ্যমানঃ কঃ গমিষ্যসীতিশ্রৌত প্রশ্নসাম্যাদিহৌপাধিকজীবভাবেন কস্মাদাগম্যতেউপাধ্যপ-গমেনচ কস্মিন্‌স্বরূপেগন্তাসিত্বমিতি সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়এব প্রশ্নাভিপ্রেতইতি গম্যতেতৎসর্ব্বং পূর্ণং কৃপয়াবদেতি যদাপ্যায়মেবপ্রশ্নার্থইতিগম্যতে॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাভাগ দেবদূত! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন, সংপ্রতি কোথায় বা গমন করিবেন, আমার প্রতি কৃপান্বিত হইয়া এতদ্বৃত্তান্ত কহিতে আজ্ঞা হয়॥ ২২ ॥

* কেবল নাম মাত্র সুরুচি নহে, সু শব্দে শোভনা ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাতে রুচি, অর্থাৎ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে যার, তাহার নাম সুরুচি, অথবা শোভন দীপ্তিমতি ইত্যর্থে সুরুচি নাম।

তাৎপর্য্য। দেবদূত প্রশ্ন উপলক্ষ মাত্র, বস্তুতঃ জীবোদ্দেশে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, অর্থাৎ জীবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার পুজনোপগমনাদি যোগ্যতা কি?, তুমি কোথা হইতে কাহারদ্বারা এ যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থান কোথা ও সেই ব্যক্তিইবা কে, তুমি কোথায় ছিলে, কোথায় যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিতেছ, এক্ষণে ঔপাধিক জীব ভাবধারী কি কারণে আগমন করিতেছ, অতএব সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় এই প্রশ্নাভিপ্রায় জানাইয়াছেন, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ অভিলষিত তত্ত্বজ্ঞান আমাকে কৃপাকরিয়া বলহ॥ ২২॥

এই গূঢ়াভিপ্রায়বিশিষ্ট প্রশ্ন শ্রবণে দেবদূত সুরুচিকে হে সুভ্রু! এই সম্বোধন করিয়া উত্তর করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা—(সাধু পৃষ্টমিতি)।

দেবদূতউবাচ।

সাধুপৃষ্টং ত্বয়াসুভ্রু যথাবৎকথয়ামিতে।
অরিষ্টনেমীরাজর্ষির্দত্বারাজ্যং সুতায়বৈ॥ ২৩॥
বীতরাগঃ সধর্ম্মাত্মা নির্যযৌতপসেবনং।
তপশ্চরত্য সৌ রাজা পর্ব্বতেগন্ধমাদনে॥ ২৪॥

গূঢ়াভিসন্ধির্মহান্ প্রশ্নার্থোভ্রূবিলাসেনসূচিতঃ স্বেনপরিজ্ঞাতইতিস্বাভিপ্রায়ং সূচয়ং স্তথৈবসম্বোধয়তিসুভ্রিতি যথাবদযথাবৃত্তং যথার্থমাত্মতত্ত্বঞ্চ॥ ২৩। ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে সুভ্রু! হে বরাপ্সরে! এতৎ সাধু প্রশ্ন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমার আগ্রহতা দেখিয়া আমি ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ॥ ২৩॥

দেব দূত কহিতেছেন, হে সুন্দরি! অরিষ্টনেমি নামে এক রাজা প্রভুত বয়স প্রাপ্তে বিষয়ে বিগতস্পৃহ হইয়া পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ তপস্যার্থে বন গমন করেন। সেই বীতরাগী অরিষ্টনেমি রাজা সম্প্রতি সুরম্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে দুশ্চর তপোধর্ম্মে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন॥ ২৪॥

কার্য্যং কৃত্বাময়াতত্র তত আগম্যতেধুনা।
গন্তাস্মিপার্শ্বেশক্রস্য তং বৃত্তান্তং নিবেদিতুং॥ ২৫॥

কার্য্যমবশ্যসংপাদ্যমাত্মজ্ঞানে নন্তৃতার্থত্বং তস্যস্বস্যচকৃত্বাপ্রাদাবুক্তঃ সম্পন্নঃ অস্তুঃসংশারসীমায়ত্তং তথাভূতং রাজানমিতিচার্থঃ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

ইন্দ্রাজ্ঞানুসারে যৎ কার্য্যার্থে আগমন করিয়াছিলাম, রাজার নিকট তৎকার্য্য সম্পাদন করতঃ এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত নিবেদনার্থ দেবরাজ ইন্দ্র সন্নিধানে পুনর্ব্বার গমন করিতেছি।। ২৫ ।।

দূত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে তিনি রাজাকে লইয়া বাল্মীকির আশ্রমে গিয়া প্রসঙ্গাধীন মুনি বাক্য শ্রবণে, তত্ত্বজ্ঞানে কৃতকার্য্য হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিবেন, তাহাই সুরুচিকে কহিলেন। ইহা উত্তর শ্লোকাদিতে ব্যক্ত হইবে ।। ২৫ ।।

সুরুচিরুবাচ।

বৃত্তান্তঃ কোভবৎ তত্র কথয়স্বমমপ্রভো।
প্রষ্টুকামাবিনীতাস্মি নোদ্বেগং কর্ত্তু মর্হসি ।। ২৬ ।।
দেবদূতউবাচ। শৃণুভদ্রেযথাবৃত্তং বিস্তরেণ বদামিতে। ২৭।

অতএবহিতত্তথাবিধং জিজ্ঞাসমানাসোবাচ বৃত্তান্তঃ প্রাপ্তসংসারান্তঃ সরাজাকোভবৎকীদৃক্ স্বরূপেণাবস্থিতইতি নিগূঢ়ঃ প্রশ্নঃ বহুম্নবক্তব্যং নাল্পেনতদসংভাবনাদি দোষশান্তিরিত্যনুদ্বেগপ্রার্থনাদেবানাং পরোক্ষপ্রিয়ত্বাচ্চস্ফুটোক্ত্যাপ্রশ্নোত্তরয়োঃ স্বায়ত্তয়োপি নিগূঢ়োক্তএতে ।। ২৬ ।। ২৭ ।।

অস্যার্থঃ।

দেবদূতের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরুচি কহিলেন, হে প্রভো। যে স্থানে কি কার্য্য হইয়াছিল অর্থাৎ রাজার সহিত আপনার কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল সেই বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আমি বিনীতভাবে প্রশ্ন করিতেছি, আমার প্রতি ঔদাস্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বরূপ বৃত্তান্ত কহেন, যাহাতে আমার মনের উৎকণ্ঠা দূর হয় ।। ২৬ ।।

সুরুচির এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসানন্তর দেবদূত বলিতেছেন, হে ভদ্রে! সে স্থানে যে সকল বৃত্তান্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ রাজার সহিত আমার যে রূপ কথোপকথন হইয়াছিল তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব তোমাকে আমি সেই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করহ। ২৭ ।।

তস্মিন্রাজ্ঞিবনেতত্র তপশ্চরতিদুশ্চরং।
ইত্যহং দেবরাজেন স্বক্রবাজ্ঞাপিতস্তদা।
দূতত্ত্ব তত্রগচ্ছাশুগৃহীত্বেদং বিমানকং ।। ২৮ ।।

ইতিবক্ষ্যমাণপ্রকারেণ তত্রগন্ধমাদনেবিবিক্তশ্চেত্তদ্দৃষ্ট্বাল্পং কুৎসিতং শ্চেত্ত্বা-পেক্ষার্হমিতি সূচনায়বিমানকমিতিকন্‌প্রযুক্তঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সুভ্রু! রাজা অরিষ্টনেমি সেই গন্ধমাদনের শৃঙ্গে মনোহর বনে ঘোরতর তপস্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এই আজ্ঞা করিলেন, হে দূত! তুমি এই বিমান লইয়া অতি শীঘ্র সেই স্থানে শীঘ্র গমন করহ, অরিষ্টনেমি রাজা যথা তপস্যা করিতেছেন, অর্থাৎ তথায় শীঘ্র যাও ইত্যভিপ্রায় ॥ ২৮ ॥

অপ্সরোগণসংযুক্তং নানাবাদিত্র শোভিতং।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধযক্ষৈশ্চ কিন্নরাদ্যৈশ্চশোভিতং ॥ ২৯ ॥

শোভিতান্তানি বিমানবিশেষণানি ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

এই বিমান কিম্ভূত, না অপ্সরগণ সংযুক্ত বহুবিধ বাদ্যভাণ্ডে শোভিত, আর সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ দ্বারা পরম শোভনীয় ॥ ২৯ ॥

তালবেণুমৃদঙ্গাদি পর্ব্বতেগন্ধমাদনে।
নানাবৃক্ষগণাকীর্ণে গত্বাতস্মিন্ গিরৌশুভে ॥ ৩০ ॥
অরিষ্টনেমি রাজানং দূতারোপ্যবিমানকে।
আনয়স্বর্গভোগায় নগরীমমরাবতীং ॥ ৩১ ॥

বিমানাদ্বহিরপিসৈনিকৈস্তালবেণুমৃদঙ্গাদি গৃহীত্বেতানুষঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে শুভে! এবং বিমানের বাহিরে বেণু বীণা মৃদঙ্গাদি তালে সংযুক্ত গীত বাদ্য পরিনাদিত, অথবা উক্ত তালাদি নাদিত পর্ব্বতবর গন্ধমাদন, পুনঃ কিম্ভূত, না শাল তাল তমাল হিন্তাল করল শরল আম্র আম্রাতক পিচুমর্দ্দক হরিতকীত্যাদি নানাবিধ তরুবরনিকর পরিশোভিত শুভ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি সেই শুভ স্থানে রাজার নিকট তুমি ঝটিতি গমন করহ ॥ ৩০ ॥

হে দূত! তুমি তথায় গমন করতঃ অরিষ্টনেমি রাজাকে এই মনোরম রথোপরি আরোহণ করাইয়া অনুত্তম স্বর্গ সুখভোগের নিমিত্ত আমার অমরাবতী পুরীর মধ্যে শীঘ্র আনয়ন করহ ॥ ৩১ ॥

দূতউবাচ।

ইত্যাজ্ঞাং প্রাপ্যশক্রস্য গৃহীত্বাতদ্বিমানকং।
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তং তস্মিন্নদ্রাবহং যযৌ ॥ ৩২ ॥
আগত্যপর্ব্বতেতস্মি ন্ রাজ্ঞোগত্বাশ্রমংময়া।
নিবেদিতামহেন্দ্রস্য সর্ব্বাজ্ঞাহরিষ্টনেময়ে ॥ ৩৩ ॥
ইতিমদ্বচনং শ্রুত্বাসংশয়ানোবদচ্ছুভে। রাজোবাচ।
প্রষ্টুমিচ্ছামি দূতত্বাং তন্মেত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩৪ ॥

উপস্করাণিগুণ ত্রয়োপকল্পিতানি ভোগসাধনানি উপাং পতিপলেতিস্ফুটসং-প্রতিস্বস্যতত্ত্বজ্ঞত্বাদজ্ঞদৃশাভিমতে দেহাদিদ্বারকেস্বগমনে উন্মাদাদিকৃতেইবপা-রোক্ষ্যারোপান্মত্তোহং বিললাপেতিবৎযথাবিতিলিট্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

দেবদূত সুরুচিকে কহিতেছেন, হে সুভগে! আমি ইন্দ্রের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপকরণ সংযুক্ত মনোহর বিমানবর গ্রহণ করতঃ সেই অচলবর গন্ধমাদনাদ্রি শিখরে গমন করিলাম ॥ ৩২ ॥

হে অপ্সরবরে! আমি সেই পর্ব্বতে আসিয়া রাজা অরিষ্টনেমির আশ্রমে গমন করতঃ মহেন্দ্র আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই আদেশানুসারে সকল বৃত্তান্ত অরিষ্টনেমি রাজাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৩৩ ॥

হে শুভে! রাজা অরিষ্টনেমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধমনাঃ হইয়া কহিলেন, হে দেবদূত! আমি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অগ্রে সেই প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত হউন্ ॥ ৩৪ ॥

গুণাদোযাশ্চ কেতত্র স্বর্গেবদমমাগ্রতঃ।
জ্ঞাত্বাস্থিতিং তু তত্রত্যাং করিষ্যেহং যথারুচি ॥ ৩৫ ॥

স্থিতিং গুণদোষন্যূনাধিক্যব্যবস্থিতিং তত্রত্যাং স্বর্গস্থাং ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! অগ্রে আমার নিকট স্বর্গে রাকি গুণ, ও দোষ বা কি আছে, তাহা আজ্ঞা করেন, জ্ঞাত হইয়া পরে স্বর্গে অবস্থিতি করা বা না করা আমার যেমন ইচ্ছা হইবে তখন আমি তেমনি করিব ॥ ৩৫ ॥

দূতউবাচ।

স্বর্গেপুণ্যস্যসামগ্র্যা ভুজ্যতেপরমং সুখং।
উত্তমেনচ পুণ্যেনপ্রাপ্নোতিস্বর্গমুত্তমং ॥ ৩৬॥

সামগ্র্যাসমগ্রতয়াক্ষুদ্রপুণ্যানামপি প্রাচুর্য্যেণেত্যর্থঃ পরমমল্পপুণ্যেভ্যোঽধিকং একৈকেনাপ্যুৎকৃষ্টতমেনতৎক্ষয়াবধিউৎকৃষ্টসুখং লভ্যমিত্যাহউত্তমেনেতি। ৩৬।

অস্যার্থঃ।

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদূত কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! পুণ্য সঞ্চয় থাকিলেই স্বর্গ ভোগ হয়, তাহার মধ্যে পুণ্য যদি উত্তম থাকে তবে উত্তম রূপ সুখ ভোগ হয়॥ ৩৬॥

মধ্যমেনতথামধ্যঃ স্বর্গোভবতিনান্যথা।
কনিষ্ঠেনতুপুণ্যেন স্বর্গোভবতিতাদৃশঃ॥ ৩৭॥

এবং মধ্যমনিষ্ঠত্বে অপিপ্রাচুর্য্যোৎকৃষ্টত্বাভ্যাং বোধ্যং॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।

এবং পুণ্য মধ্যম রূপ থাকিলে মধ্যম রূপ সুখ ভোগ হয় ও অল্পপুণ্য থাকিলে অল্প সুখ ভোগ হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বং স্পর্দ্ধাচৈবসমৈশ্চতৈঃ
কনিষ্ঠৈষুচসন্তোষোযাবৎ পুণ্যক্ষয়োভবেৎ॥ ৩৮॥

অমুত্তমপুণ্যফলেষুদোষান্তরাণ্যাহ পরেতিতৈরুৎকৃষ্টৈঃ স্পর্দ্ধমানৈশ্চসহেতি-শেষঃ তুচ্ছতত্প্রযুক্তং দুঃখং দুঃসহমিতিভাবঃ যাবদিতি সর্ব্বসাধারণ্যমিদং॥৩৮।

অস্যার্থঃ।

যখন পরোৎকর্ষা সহ্য করিতে না পারে, অর্থাৎ আপনার হইতে উৎকৃষ্ট সুখ ভোগি মহদ্ব্যক্তির উন্নতি দৃষ্টে মনোমধ্যে দুঃখোপস্থিত হয়, আর আত্মশ্লাঘী হইয়া সমান ব্যক্তির প্রতিস্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, এবং আপনা হইতে হীন ব্যক্তির হীনতাদৃষ্টে যখন সন্তোষতা লাভ করে, তখনি তাহার পুণ্য ক্ষয় হয়॥ ৩৮॥

ক্ষীণেপুণ্যেবিশন্ত্যেতং মর্ত্যলোকঞ্চমানবাঃ।
ইত্যাদিগুণদোষাশ্চস্বর্গে রাজন্নবস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

মানবাশ্চভবদ্ভিরমণীয়কর্ম্মাবশেষেতুচ্চদুর্লভমিতিসূচনায়চকারঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ।

পুণ্যক্ষয় হইলে পর আর স্বর্গ লোকে থাকিতে পারে না, পুনর্ব্বার মর্ত্যলোকে আসিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, হে মহারাজ! স্বর্গের এই সুখ, এই দুঃখ, তোমার প্রশ্নমতে আমি কহিতেছি, এই প্রকার নানাবিধ গুণদোষবিশিষ্ট স্বর্গভূমি হয়। ৩৯।

ইতিশ্রুত্বাবচোভদ্রে সরাজাপ্রত্যভাষত।
রাজোবাচ। নেচ্ছামি দেবদূতাহং স্বর্গমীদৃগ্বিধং ফলং ॥ ৪০ ॥

স্বর্গফলমিত্যভেদান্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ।

দেবদূত সুরুচিকে কহিতেছেন। হে ভদ্রে সুরুচি! রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবদূতকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয়! আমি এতাদৃশ ফলযুক্ত যে স্বর্গভূমি, তাহাতে গমন করিতে বা বাস করিতে ইচ্ছা করি না, এবং স্বর্গের এরূপ অপকৃষ্ট ফল শ্রবণে আমার স্বর্গভোগের বাসনাও হয় না ॥ ৪০ ॥

অতঃপরং মহোগ্রন্তুতপঃকৃত্বাকলেবরং।
ত্যক্ষাম্যহমশুদ্ধং হি জীর্ণত্বচমিবোরাগঃ ॥ ৪১ ॥

পাপানাং তপসানিঃশেষং ক্ষপণাৎসুকৃতানামসতিরাগেজন্মহেতুত্বাৎবিরক্তস্য মমদেহপাতইবমোক্ষোভবিষ্যতীতি রাজাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজোক্তি, অনন্তর আমি আরো ঘোরতর তপস্যা করিয়া এই বিষ্ঠা মূত্রাদি মলপুরিত কলেবরকে পরিত্যাগ করিব, যেমন সর্পগণেরা স্বদেহস্থ জীর্ণ ত্বচকে পরিত্যাগ করে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য। যাহাতে নিপাত আছে, এবং মর্ত্যলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, এমত কর্ম্মে প্রবৃত্তি না করিয়া জন্মবন্ধ নিবারণোপায় মহত্তপ করিয়া এই দেহকে ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিব ॥ ৪১ ॥

দেবদূতবিমানেদং গৃহীত্বাত্বং যথাগতঃ।
তথাগচ্ছমহেন্দ্রস্যসন্নিধৌত্বং নমোস্তুতে॥ ৪২॥

বিমানঞ্চতদিদঞ্চেতিকর্ম্মধারয়ঃ। অথবাস্বাগমনপ্রত্যাখ্যানেন বিগতোমানো হস্যেতি দেবদূতবিশেষণং বিমানেতি পৃথক্‌পদং অতএবতৎক্ষমাপণায়নমোস্তুত ইত্যুক্তিঃ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ।

হে দেবদূত! আমি আপনাকে *নমস্কার করি, আমার স্বর্গ ভোগের কামনা নাই, আপনি যে মহেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়াছেন, বিমান লইয়া সেই মহেন্দ্র নিকটে পুনর্ব্বার গমন করুন্॥ ৪২॥

ইন্দ্রদূত রাজার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রলোকে প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রকে যে সংবাদ করিয়াছিলেন। সুরুচিকে দেবদূত সেই সকল কথা কহিতে লাগিলেন। যথা—(ইতীতি)।

দেবদূতউবাচ।

ইত্যুক্তোহহং গতোভদ্রে শক্রস্যাগ্রেনিবেদিতুং।
যথাবৃত্তং নিবেদ্যাথ মহদাশ্চর্য্যতাংগতঃ॥ ৪৩॥

মহতাং শক্রসভাগতানাং আশ্চর্য্যতাং বিস্ময়হেতুতাং॥ ৪৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ভদ্রে! রাজা আমাকে যে রূপ কথা কহিয়াছিলেন, আমি ইন্দ্র সমীপে সেই রূপ রাজ বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিয়াছিলাম, স্বর্গ ভোগে বিতৃষ্ণ অরিষ্টনেমির বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৪৩॥

পুনঃ প্রাহমহেন্দ্রোমাং শ্লক্ষ্ণাং মধুরযাগিরা।
ইন্দ্রউবাচ। দূতগচ্ছপুনস্তত্র ত্বং রাজানং নয়াশ্রমং॥ ৪৪॥

অবিষয়নিয়োগদুঃখিতদূতাশ্বাসনায়মধুরয়াবাচা আশ্রমং বাল্মীকেরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥৪৪॥

* নমস্কার করিবার কারণ আগত দেবদূত মুখে দেববাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বাক্য হেলন করিলেন, তদ্দোষ ক্ষমাপনার্থে নমস্কার করেন।

অস্যার্থঃ।

মদ্বাক্য শ্রবণান্তর ইন্দ্র স্নেহ রসযুক্ত মধুর বচনে আমাকে পুনর্ব্বার কহিলেন। হে দূত! তুমি পুনর্ব্বার রাজার নিকট গমন করতঃ বিষয় বিমুখ সেই রাজা অরিষ্টনেমিকে সমভিব্যাহারে বরিয়া সর্ব্বতত্বজ্ঞ বাল্মীকি ঋষির আশ্রমে যাও ॥ ৪৪ ॥

বাল্মীকেজ্ঞাততত্ত্বস্য স্ববোধার্থং বিরাগিনঃ।
সন্দেশং মমবাল্মীকে মহর্ষেস্তং নিবেদয় ॥ ৪৫ ॥

স্ববোধার্থমাত্মতত্ত্বজ্ঞানায় স্বপদাশ্লেষাত্তুবাক্যিস্যাত্মবোধোভবতীতি নিশ্চিতং সন্দেশং বাচিকং ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ।

জ্ঞাততত্ব অর্থাৎ সর্ব্বতত্বজ্ঞ বাল্মীকির নিকটে আমার সন্দেশ বাক্য কহিয়া ঐ বিরাগি রাজার আত্মতত্ত্ব বোধার্থ নিবেদন করিহ ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য। ইহাতে স্বপদাশ্লেষে ইন্দ্র দূতকে ইহাও আদেশ করিয়াছেন, যে বাল্মীকির সহিত অরিষ্টনেমির তত্ববিষয়িকা কথার আলোচনা হইলে শ্রবণ করতঃ তোমারও তত্বজ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষেস্তং বিনীতায় রাজ্ঞেঽস্মৈবীতরাগিনে।
ন স্বর্গমিচ্ছতেতত্ত্বং প্রবোধয়মহামুনে ॥ ৪৬ ॥

রাগিনোরাগমূলাঃ কাম্যপ্রবৃত্তয়োরাগাপগমাদেববীতাগত্বাযস্যেত্যর্থঃ স্বর্গং নেচ্ছতে ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে দূত। তুমি ঋষিবরকে আমার এই সন্দেশ কহিবে। হে বাল্মীকি মহর্ষি মহাশয়! এই রাজা বিবেকযুক্ত হইয়া স্বর্গভোগে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, অতএব এই বিনয়ান্বিত রাজাকে আপনি তত্বজ্ঞানোপদেশ করুন্ ॥ ৪৬ ॥

তেন সংসারদুঃখার্ত্তো মোক্ষমেষ্যতি চ ক্রমাৎ।
ইত্যুক্তোদেবরাজেন প্রেষিতোহং তদন্তিকে ॥ ৪৭ ॥

তেন [illegible]বোধেন উপক্রমাদুপদিষ্টার্থন্যাস্থিত্তে ক্রমান্মনোনাশাস্ত্র মননাদিক্রমাদ্ধা ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে দূত! তুমি মহর্ষিকে এই কথা কহিবে। যে হে মুনে! আপনার নিকট উপদেশ পাইলে সেই উপদেশদ্বারা সংসার দুঃখ ভীরু এই রাজা অরিষ্টনেমি ক্রমে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দেবদূত সুরুচিকে সেই কথা কহিতেছেন. হে সুভ্রু! দেবরাজ আমাকে এই আদেশ করিয়া বাল্মীকি ঋষির নিকট প্রেরণ করেন আমিও দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া আসিয়াছি ॥ ৪৭ ॥

ময়াগত্য পুনস্তত্র রাজাবল্মীকজন্মনে।
নিবেদিতোমহেন্দ্রস্য রাজ্ঞামোক্ষস্যসাধনং ॥ ৪৮ ॥

ময়ামহেন্দ্রস্যসংদেশেন সহরাজ্ঞানিবেদিতঃ রাজ্ঞাস্বমোক্ষস্যসাধনং স্বাভিলষিতং নিবেদিতমিতি বিপরিনামেনসম্বন্ধঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ।

আমি সেই স্থানে পুনর্ব্বার গমন করিয়া মহেন্দ্রের হিতোপদেশসূচক বাক্য রাজাকে কহিয়া এবং রাজার সহিত মুনিবরাশ্রমে আসিয়া ভগবান্ বাল্মীকিকে ইন্দ্রবাক্যানুসারে রাজার মোক্ষসাধনার্থ নিবেদন করিলাম ॥ ৪৮ ॥

বল্মীকজন্মাসৌরাজানং সমপৃচ্ছত।
অনাময়মতিপ্রাত্যা কুশলং প্রশ্নবার্ত্তয়া ॥ ৪৯ ॥

আদেশাকাশপুত্রতপঃ প্রভৃতীনাং কুশলপ্রশ্নবার্ত্তয়ৈবার্থাদনাময়ং সমপৃচ্ছতে-ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর বাল্মীকি মহাশয় অতি প্রীতিপূর্ব্বক নিরবদ্য রাজা অরিষ্টনেমিকে প্রশ্ন বার্ত্তাদ্বারা ইন্দ্রাদেশ কারণও তপস্যাদির সমস্ত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞাতজ্ঞেয়বিদাম্বর।
কৃতার্থোহং ভবদ্দৃষ্ট্যা তদেবকুশলং মম ॥ ৫০ ॥

আদ্যোনবিশেষণেন কর্ম্মকাণ্ডরহস্যজ্ঞতা দ্বিতীয়েন ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞতা, তৃতীয়েন লোক-তত্ত্বজ্ঞতাচদর্শিতা, ভবদ্দৃষ্ট্যাভবতোদর্শনেনভবদীয়কৃপয়াদৃষ্ট্যাচতৎ ভবদ্দৃষ্টিপ্রযুক্ত-কৃতার্থমেব ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজাও মহর্ষিকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, ও বেদবিৎ সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ, এবং লোক ব্যবহারজ্ঞ, আপনার কৃপাবলোকনেই আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনার যে কৃপা হওয়া, সেই আমার পরম কুশল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর রাজা বাল্মীকিকে আপন অভিলষিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ভগবন্নিতি)।

ভগবন্ প্রষ্টুমিচ্ছামি তদবিঘ্নেন মেবদ।
সংসারবন্ধদুঃখার্ত্তৈঃ কথং মুঞ্চামি তদ্বদ ॥ ৫১ ॥

প্রষ্টুমিচ্ছামীতি দূতসন্দেশে দেব প্রশ্নবিষয়পরিজ্ঞানেপিনাপৃষ্টঃ কস্যচিৎক্রিয়াদিতি প্রসক্তোপেক্ষতাবারণায় পরিজ্ঞাতন্তত্রশ্রেয়েরূপেশ্রেয়াংসিবহুবিঘ্নানীতিপ্রবাদপ্রসক্তাং বিঘ্নসংভাবনাং নিবারয়তি অবিঘ্নেনেতি তস্মাদেষাংতৎনপ্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যাবিদ্যুরিতিশ্রুতের্দেবানাং প্রাতিকূল্যোহি বিঘ্নসংভাবনাস্যান্নতুতদস্তি দেবরাজ্ঞয়ৈবাহংযতঃ পৃচ্ছামীতিভাবঃ। সংসারবন্ধপ্রযুক্তদুঃখৈরার্ত্তিঃ পুনঃপুনর্নাশঃতস্মামুঞ্চামি মুক্তোভবামি আদ্যোমোক্ষস্বরূপস্যপ্রশ্নঃ দ্বিতীয়োমোক্ষসাধনস্য ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! আমি আপনাকে অস্মৎ মনোগত এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার সদুত্তর করেন। অর্থাৎ এই * সংসার বন্ধনরূপ দুঃখসমূহে আবদ্ধ হইয়া আমি ঘোরতর যাতনা ভোগ করিতেছি, সেই দারুণ যাতনা হইতে নির্ব্বিঘ্নে কিরূপে পরিমুক্ত হইব তাহার উপায় বলুন্ ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য। রাজাভিপ্রায় এই যে, আমি দেবরাজাজ্ঞাতে তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থে আপনার নিকট আসিয়াছি, তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে আমার কোন বিঘ্ন জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানে দেবতারা প্রতিকূলতাচরণ করেন, কিন্তু যখন ইন্দ্রদেব আমাকে পাঠাইয়াছেন, তখন তাহাতে আর কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৫১ ॥

* সংসাররূপ বন্ধন জ্বালা পদে।—সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম নাশ রূপ দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়, তদ্দুঃখ পরিমোচন কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হইতে পারে, অতএব আমি মুক্তীচ্ছায় সেই তত্ত্ব জানিতে অভিলাষ করিতেছি।

বাল্মীকিরুবাচ।

শৃণুরাজন্ প্রবক্ষ্যামি রামায়ণমখণ্ডিতং।
শ্রুত্বাবধার্য্যযত্নেন জীবন্মুক্তোভবিষ্যসি ॥ ৫২ ॥

কৈকেয়ীবরাপদেশাৎ স্বরূপাৎ প্রচ্যুতস্য রামস্য রাক্ষসান্‌বিজিত্যপুনঃ স্বস্থানাপনাভ্যুদয় প্রাপ্তিবচ্ছায়াপদেশাৎ স্বরূপাৎ প্রচ্যুতস্যবশিষ্ঠোপদেশাদজ্ঞানাদিরাক্ষসান্নিহত্যপুনঃ স্বরূপাবাপ্ত্যভ্যুদয়প্রতিপাদকত্বাদিন্বর্থনামকং গ্রন্থরামায়ণং যত্নেননিদিধ্যাসনেন বিপরীত ভাবনাপ্রন্নিরস্য সাক্ষাৎকারেণেতিশেষঃ॥ ৫২ ।

অস্যার্থঃ।

এতৎ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর বাল্মীকি কহিতেছেন, হে মহারাজ! শ্রবণ করহ, অখণ্ডিত তত্ত্ব উত্তর রামায়ণ কথা আমি তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করহ, ইহা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণাবধারণ করিলে তুমি অসংশয় জীবন্মুক্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম কৈকেয়ীর বরদান ছলে রাজ্য প্রচ্যুত হইয়া বনে গিয়া রাবণাদি রাক্ষস সমূহকে বধ করেন্। ইহা ছল মাত্র, কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। ফলিতার্থ, বশিষ্ঠোপদেশে তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা মহামোহাদি স্বরূপ রাবণাদি রাক্ষসকে নিবারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞানাবরোধক মহামোহাদিকে নিরস্ত করিতে পারিলে জীব আত্ম স্বরূপাবস্থাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে ইহাই জানাইয়াছেন। কৈকেয়ী মায়া ইত্যভিপ্রায়। সুতরাং রামায়ণ গ্রন্থের স্বরূপার্থ বোধ করিলে অসংশয় সংসার বন্ধনে পরিমুক্ত হয়॥ ৫২ ॥

বশিষ্ঠরামসংবাদং মোক্ষোপায় কথাং শুভাং।
জ্ঞাতস্বভাবোরাজেন্দ্র বদামিশ্রূয়তাংবুধ ॥ ৫৩ ॥

বশিষ্ঠরামযোঃসংবাদরূপেণপ্রবৃত্তাং মোক্ষোপায়কথাং। নন্বরেণাবরেণপ্রোক্তএষসুবিজ্ঞেয়োবহুধাচিন্ত্যমান ইতিশ্রুতে র্নাতত্ত্বজ্ঞোপদেশাচ্ছিষ্যস্যকৃতার্থতেতি স্বস্যতত্ত্বজ্ঞতামাহজ্ঞাতস্বভাবইতি ॥ ৫৩ ॥

হে মহারাজেন্দ্র! বশিষ্ঠরামসংবাদ যে মোক্ষোপায় শুভ উপদেশ অর্থাৎ বশিষ্ঠ ঋষি শিষ্যভাবাপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যে মোক্ষোপায় কহিয়াছিলেন, আমি জ্ঞাতস্বভাবপ্রযুক্ত সেই সকল কথা বিশেষ বিদিত আছি, তুমি অতি বুদ্ধিমান্, অতএব তোমাকে সেই সকল মোক্ষোপায়ের কথা বলিতেছি শ্রবণ করহ ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর রাজা অরিষ্টনেমি রামতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া বাল্মীকিকে প্রশ্ন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কোরাম ইতি।)

রাজোবাচ।

কো রামঃ কীদৃশঃ কস্য বদ্ধো বা মুক্তএব বা।
এতন্মেনিশ্চিতংব্রূহি জ্ঞানং তত্ত্ববিদাম্বর॥ ৫৪॥

বশিষ্ঠরামসংবাদমিত্যত্রদ্বন্দ্বেহল্পাচাপ্পিপরনিপাতাদ্রামস্যশিষ্যতাসূচিতা অনাত্মজ্ঞস্যৈবসং ভবতিনেশ্বরস্য। রামস্তু ভগবদবতারত্বাৎসর্ব্বজ্ঞএবোপচিতইতিসন্দিহানঃ পৃচ্ছতিকোরামইতি কিমন্যএব কশ্চিদ্রামনামাউৎপ্রসিদ্ধোনিত্যমুক্তোরিষ্কুরিত্যর্থঃ জ্ঞায়তেহনেনেতিজ্ঞানং নিশ্চয়কারণমিত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

অস্যার্থঃ।

এতদ্বাল্মীকি বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিতেছেন, আপনি যে রামচন্দ্রের কথা কহিতেছেন সেই রাম কে, এবং তিনি কীদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন, আর কোন বিষয় সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠোপদেশে কিরূপে পরিমুক্ত হইয়াছিলেন, হে সর্ব্ব জ্ঞান সম্পন্ন! সর্ব্বতত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি সেই সকল কথা আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলুন॥ ৫৪॥

তাৎপর্য্য।—রাজার প্রশ্নাভিপ্রায়, এই যে নিত্য সত্য জ্ঞান স্বরূপ রামচন্দ্র, তাঁহার বশিষ্ঠের শিষ্যত্ব প্রাপ্তিবিষয়ে সন্দিহানতা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অজ্ঞ জীবেরই অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত শিষ্যত্ব স্বীকার করা উচিত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে এভাব সংলগ্ন হয় না, যেহেতু রাম ভগবদবতার তাঁহার অজ্ঞনতা কি? ইত্যর্থে প্রশ্ন করেন, কে রাম। তাঁহার অজ্ঞানত্বের কারণ কি?॥ ৫৪॥

বাল্মীকিরুবাচ।

শাপব্যাজবশা দেব রাজবেশধরোহরিঃ।
আহৃতাজ্ঞানসম্পন্নঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞোসৌভবৎপ্রভুঃ॥ ৫৫॥

তদেবাহশাপেতিব্যাজোপদেশঃ আহৃতেনস্বভক্তবাক্য সত্যতাসংপাদনায়েচ্ছয়া স্বীবৃতেনাজ্ঞানেনাজ্ঞপ্রায়ঃ সংপন্নঃ ভবৎঅভবৎঅৎভাবশ্ছান্দসঃ॥ ৫৫॥

অস্যার্থঃ।

রাজার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বাল্মীকি কহিতেছেন, হে বৎস! ভগবান্ রামচন্দ্র ভক্তবৎসল স্বয়ং নারায়ণ, জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও অভিশাপ ব্যাজ বশতঃ রাজবেশধারী

রামরূপে অবতার হইয়াছিলেন, অর্থাৎ ভক্তবশ্যতা প্রযুক্ত ভক্তবাক্য সত্য করিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞানাবস্থের ন্যায় কিঞ্চিৎকাল রাজরূপে সামান্য জীবের সদৃশ ক্রিয়াপর হইয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

এতৎশ্রবণে আরো অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া রাজা রামবিষয়ের পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চিদানন্দেতি।)

রাজোবাচ।

চিদানন্দস্বরূপেহি রামেচৈতন্যবিগ্রহে।
শাপস্যকারণং ব্রূহি কঃ শপ্তাচেতি মে বদ ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষিভিরপরাধিনোহিশপ্যন্তে অপরাধোহি অপূর্ণকামস্যাজ্ঞস্যস্যাৎ নচানাবৃত চিদানন্দস্বরূপত্বাৎতথাভূতস্যরামস্যতদসম্ভবঃ শাপাদেবতদুক্তৌদ্বন্যোন্যাশ্রয়ইত্যভি প্রেত্যাহচিদানন্দেতিপরমার্থতঃ চিদানন্দস্বরূপেব্যবহারেপিচৈতন্যমেবভক্তানুক-ম্পয়াবিগ্রহাৎপরিণতং যস্যতস্মিন্ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ।

মহর্ষি বাল্মীকির এতদ্বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রাজা কহিতে লাগিলেন। হে প্রভো! সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি যে অভিশাপ হয় ইহাও আশ্চর্য্য, অতএব ইহার কারণ কি? এবং কোন ব্যক্তিইবা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহা বলেন ॥ ৫৬ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

সনৎকুমারো নিষ্কামঃ অবিসদ্ব্রহ্মসদ্মনি।
বৈকুণ্ঠাদাগতোবিষ্ণু স্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৫৭ ॥

নিষ্কামঅবসদিতিছান্দসংযত্বংনির্গতঃ কামরাগাদয়োযত্রেতি নিষ্কামেব্রহ্মসদ্ম-নীতিবা ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজার সংশয় ছেদনার্থে বাল্মীকি উত্তর করিতেছেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার সমস্তপ্রকার বিষয়াভিলাষবর্জ্জিত, পরমজ্ঞানী কদাচিৎ তিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসদনে উপবেশন করিয়াছিলেন। এমত সময়ে ভগবান্ ত্রৈলোক্যাধিপতি নারায়ণ প্রভু বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোকে আগমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মণাপূজিত স্তত্র সত্যলোকনিবাসিভিঃ।
বিনাকুমারং তং দৃষ্ট্বা প্র্যুবাচ প্রভুরীশ্বরঃ।। ৫৮ ।।

কমারংসনৎকুমারং বিনান্যৈঃসত্যলোকবাসিভিঃপূজিতইত্যনুষঙ্গঃ ।। ৫৮ ।।

অস্যার্থঃ।

ভগবানকে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মলোকবাসিদিগের সহিত ব্রহ্মা যথেষ্ট সম্মান পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথা বিধি পূজাও করিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেখিলেন, যে ব্রহ্মলোকবাসী সকলেই পূজা বন্দনাদি করিলেন, কেবল বাহ্যপূজাবিরত সনৎকুমার মাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবানের পূজাদি কিছুই করিলেন না। তখন ভগবান্ পরাৎপর প্রভু নারায়ণ তাঁহার হিতেচ্ছু হইয়া স্বরূপ জ্ঞানোপদেশের জন্য সনৎকুমারকে কহিতে লাগিলেন ।। ৫৮ ।।

সনৎকুমারস্তব্ধোসি নিষ্কামোগর্ভচেষ্টয়া।
অতস্তুং ভবকামার্ত্তঃ শরজন্মেতিনামতঃ ।। ৫৯ ।।

কামেনঋতঃ বাপ্তঃঋতেনতৃতীয়াসমাসইতিবৃদ্ধিঃ ।। ৫৯ ।।

অস্যার্থঃ।

হে সনৎকুমার! তুমি অতি স্তব্ধ অর্থাৎ অতি মূর্খ, কেবল গর্ব্ভযাতনার আশঙ্কায় অর্থাৎ পাছে গর্ব্ভযাতনা ভোগ করিতে হয় এই ভয়জন্য সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু সংসারে অধিষ্ঠান করিয়াও সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে সংসারে লিপ্ত না হয় সে মূর্খ, সেই রূপ তুমি সংসারধর্ম্মে লিপ্ত হইতে চাহ না, অর্থাৎ পরিব্রাজকের ন্যায় বাহ্যপূজাদি ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব সেই অভিলাষে মৎসন্নিধানে যেমন অজ্ঞানি জড়ের ন্যায় কার্য্য করিলে, তজ্জন্য তুমি শরজন্মা নামে বিখ্যাত হইয়া বিষয়াভিলাষী হইবে। অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় রূপে জন্মগ্রহণ করতঃ সংসারধর্ম্মে বিলক্ষণ লিপ্ত হইবে।। ৫৯ ।।

অনন্তর ভগবদ্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, সনৎকুমার তাঁহার ভক্তবৎসলতা পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকেও অভিশপ্ত করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা-(তেনেতি)

তেনাপিশাপিতোবিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞ ত্বং তথাস্তি যৎ।
কঞ্চিৎকালং হি তৎত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি ।। ৬০ ।।

কঞ্চিৎকালমিতিকর্ম্মধারয়ঃ কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগইতিদ্বিতীয়া।। ৬০ ।।

অস্যার্থঃ।

সনৎকুমার ভগবানকে ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, হে প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা পরাৎপর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমার অন্তঃস্থ ভাব জানিয়াও যখন ভক্তকে এরূপ অভিশপ্ত করিলেন, কিন্তু তদ্ভক্তিবিষয়ে যদি আমার দৃঢ়তা থাকে, হে নারায়ণ! তবে আমার বাক্যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঈশ্বরধর্ম্ম আপনার যাহা আছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য মায়িক জীবের ন্যায় মর্ত্ত্যলোকে আপনাকেও কিঞ্চিৎকাল থাকিতে হইবেক॥ ৬০॥

এই সনৎকুমারের শাপের পর ভগবানে প্রতি ভৃগ্বাদির শাপ আছে তাহাও পর পর উক্ত হইতেছে। যথা—(ভৃগুরিতি)।

ভৃগুর্ভার্য্যাং হতাং দৃষ্ট্বা প্রাবাচক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিষ্ণোতবাপি ভার্য্যায়া বিয়োগো হি ভবিষ্যতি॥ ৬১॥

ক্রোধেনমূর্চ্ছিতোমোহিতঃ সমুচিতশ্চ॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ।

এবং ভৃগু মুনিও স্বীয় ভার্য্যাকে বিষ্ণুহইতে নিহতা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে ভগবান্ বিষ্ণুকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যে হে বিষ্ণো! যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগ জন্য দুঃখানুভব করিতে হইল, তেমন তোমারও ভার্য্যাবিয়োগ হইবে॥ ৬১॥

বৃন্দয়া শাপিতোবিষ্ণুশ্ছলনং যৎত্বয়াকৃতং।
অতস্তং স্ত্রীবিয়োগস্তু বচনান্মমযাস্যসি॥ ৬২॥

বৃন্দয়াজলন্ধরভার্য্যয়াছলনং পতিবেশেনমোহয়িত্বা পাতিব্রত্য ভঙ্গরূপং বঞ্চনং শাপিতঃশপ্তঃ অধ্যারোপিপ্রেষণপাণিত॥ ৬২॥

অস্যার্থঃ।

আর জলন্ধর ভার্য্যা বৃন্দার পতি বেশে বিষ্ণু সতীত্বধ্বংসন করাতে বৃন্দাও বিষ্ণুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, হে বিষ্ণো! যেমন তুমি আমাকে ছলনা করিলে, ইহার প্রতিফল স্ত্রীবিয়োগ জন্য তোমাকেও কখন কষ্ট পাইতে হইবেক॥ ৬২॥

ভার্য্যাহি দেবদত্তস্য চযোষ্ণীতোরসংস্থিতা।
নৃসিংহ বেশধৃগ্বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা পঞ্চত্বমাগতা॥ ৬৩॥

বেশধৃগ্বিষ্ণুমিতিকর্ম্মধারয়ঃ॥ ৬৩॥

অস্যার্থঃ।

এবং বিষ্ণু যখন নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, গর্ব্ভবতী দেবদত্ত ভার্য্যা তাহাকে দেখিয়া ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

তেন শপ্তোহি নৃহরির্দুঃখার্ত্তঃ স্ত্রীবিয়োগতঃ।
তবাপিভার্য্যয়াসার্দ্ধং বিয়োগোহি ভবিষ্যতি ॥ ৬৪ ॥

দুঃখৈর্দুঃখসাধ্যৈঃস্বকৃতৈঃস্বতঃ সাক্ষাৎকৃতোপিনৃহরিস্তেন শপ্তঃ ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ।

তন্নিমিত্ত দেবদত্ত স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া ভগবানকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন, হে ভগবন্! যেমন ভয়ঙ্কর বেশ ধারণে আমার স্ত্রীকে নিধন করিয়া আমাকে কাতর করিলে, তেমনই কিছু কাল তুমিও সামান্য জীবের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইবে ॥ ৬৪ ॥

ভৃগুণৈবং কুমারেণ শাপিতোদেবশর্ম্মণা।
বৃন্দয়াশাপিতো বিষ্ণুস্তেনমানুষ্যতাংগতঃ ॥ ৬৫ ॥

আদ্যশাপেনসাক্ষাদিতরৈরাক্ষেপাদপ্রাপ্তিঃ। অতএবঙ্গিরামসান্নিঃ সীতাবিয়োগোরাবণাপহারেণমিথ্যাপবাদেনভূতলপ্রবেশেনচেতি। নচিরংবৎসাতীতিভারায়াবচনং ত্বধিক্ষেপমাত্রংনশাপঃ। তস্যাঃজীবত্যপিবালিনিস্বগ্রীবেনোপভুক্তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যযোভার্য্যাং জীবতোমহিষীংপ্রিয়াংধর্ম্মতোমাতরং স্বীকরোতিজুগুপ্সিতইত্যঙ্গদবাক্যেনপ্রসিদ্ধত্বাৎপাতিব্রত্যভঙ্গেন নিকৃষ্টযোনিতয়াচোৎকৃষ্টায়রামায়শাপপ্রদানেঽসামর্থ্যাৎ মানুষ্যমনুষ্যতাং মনুষ্যএবমানুষাস্তদ্ভাবং ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ।

এই রূপ সনৎকুমার, ভৃগু, বৃন্দা ও দেবদত্ত ইহারা ভগবানকে অভিশপ্ত করেন অতএব রাম মনুষ্যরূপে শাপানুযায়ি কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তবৎসল ভগবন্ ঐশ্বরীশক্তিদ্বারা তাহাদিগের শাপ নিবারণে সমর্থ হইলেও ভক্তমর্য্যাদা প্রতিপালনার্থ ভক্তবাক্যে তত্তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কাহার শাপে স্ত্রীবিয়োগ, কাহার শাপে আত্মবিস্মৃতি, এবং দেবদত্ত শাপে গর্ব্ভবতী সীতাবিয়োগ হয় এই কারণত্রয়। অঙ্গদমাতা আক্ষেপে কহিয়াছিলেন, হে রাম! তোমার নিকট সীতা চিরকাল থাকিবেন না। বিশেষতঃ দেবদত্ত শাপে আত্মবিস্মৃতি হয়েন ॥ ৬৫ ॥

এতত্তেকথিতং সর্ব্বং শাপব্যাজস্যকারণং।
ইদানীং বচ্মিতৎসর্ব্বং সাবধানমতিঃ শৃণু॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে সূত্রপাতনকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

তৎপূর্ব্বেপৃষ্টং মোক্ষসাধনং সর্ব্বং সানুবন্ধং তন্মহারামায়ণং সর্ব্বং গ্রন্থ-তাদ্বাত্রিংশৎ সহস্রমিতং সংপূর্ণম্‌॥ ৬৬॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশেবৈরাগ্যপ্রকরণে প্রথমঃ সর্গঃ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ। ভগবানের প্রতি অভিশাপের যে সে কারণ, তাহা সকলি তোমাকে কহিলাম, এক্ষণে তুমি যে মোক্ষোপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছ তন্নিমিত্ত দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোক পরিমিত যোগবাশিষ্ঠ নামক রামায়ণ গ্রন্থ প্রস্তাব করিব তুমি সাবধানে শ্রবণ করিহ॥ ৬৬॥

এই বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে রামায়ণের সূত্রপাতন নামে
প্রথম সর্গ সমাপন॥ ১॥

—০০—

দ্বিতীয় সর্গঃ ।

প্রথম সর্গানন্তর দ্বিতীয় সর্গারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে এতৎশাস্ত্রের পরিসমাপ্তি নিমিত্তে অর্থাৎ আদিতে মঙ্গল, ও মধ্যে মঙ্গল, অন্তেও মঙ্গল হইবার কামনায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত চিৎস্বরূপ বহিরন্তর্ব্ব্যাপী প্রত্যগাত্ম স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রণতিরূপ পুনর্ম্মঙ্গলাচরণ করিয়া এতৎশাস্ত্রের বিষয় প্রয়োজন দর্শন করাইতেছেন। যথা—(দিবীতি)।

দিবিভূমৌতথাকাশে বহিরন্তঃশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥

অথ প্রারিপ্সিতস্যমহতঃ শাস্ত্রস্যনির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্তিপ্রচয় গমনাদিসিদ্ধয়েমঙ্গলাদীনিমঙ্গলমধ্যানিমঙ্গলান্তানি প্রথন্তে বীরপুরুষকাণ্যা পুষ্যৎপুরুষকাণিভবন্তীতিমহাভাষ্যোপদর্শিতশ্রুতিদর্শিতকর্ত্তব্যতাকং সর্ব্বাবভাসকচিদেকরসং সর্ব্বপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মপ্রণতিলক্ষণংমঙ্গলমাচরন্নর্থাচ্ছাস্ত্রস্যবিষয়প্রয়োজনংদর্শয়তিদিবীতি। দিবিদ্যুলোকে ভূমৌ ভূর্লোকেতথাকাশে অন্তরীক্ষলোকেবহির্ধিভূতং অন্তরধ্যাত্মং চকারাদপিদৈবতঞ্চমে মমযোবিভাতি বিবিধরূপেণপ্রথতেস্মাবিদ্যয়া। পরমার্থতঃ স্বাবভাসাত্মানির্ব্বিকার চিন্মাত্রস্বরূপভাবঃ। তস্মৈসর্ব্বেষামাত্মনেনমইত্যর্থঃ। অথবাপৃথিবীপূর্ব্বরূপং দ্যৌরুত্তররূপমিতিশ্রুতাবিবাত্রাপিদিবিব্রহ্মাণ্ডস্য ঊর্দ্ধকপালেস্বর্ণময়েভূম্মাবধঃকপালেরজতময়েআকাশেতয়োঃ সন্ধৌসূক্ষ্মাকাশেব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরন্তশ্চ যোহবিশেষেণ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিবায়্বাদিভ্যোপ্যতিশয়েন স্বপ্রকাশপরিছিন্নস্বভাবত্বাদ্ভাতি। তৎকুতঃ যতোয়মবভাসাত্মা সূর্য্যাদীনামপি অবভাসক আত্মাচ। যেনসূর্য্যস্তপতিতেজসেদ্ধঃ আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতিজ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতিরিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ তস্মৈসর্ব্বাত্মনেসর্ব্ববস্তূনাংপারমার্থিকস্বরূপভূতায়নমইত্যর্থঃ ॥১॥ অথবাদিবিদ্যোতনৈকরসেভূয়ানন্দাত্মকেতূর্য্যস্বরূপেতথা অবস্থাদ্বয়োৎপত্তিভূমাবব্যাকৃতাকাশেবহিঃবহিঃপ্রজ্ঞাভোগ্যেজাগরে। অন্তঃঅন্তঃপ্রজ্ঞাভোগ্যেস্বপ্নেচকারাত্তৎ সন্ধৌমরণমুর্চ্ছাদ্যবস্থাসুচ যোবিবিধোভাতিস্থূলসূক্ষ্মকারণাভিমানিতয়াতত্তদ্ভোক্তৃতয়াতৎসাক্ষিতয়ানিষ্প্রপঞ্চপূর্ণানন্দচিন্মাত্রস্বভাবেনচেত্যর্থঃ। তর্হিকিং নানারস এব নেত্যাহ অবভাসাত্মেতি। চিন্মাত্র স্বভাবইত্যর্থঃ। তস্মৈদৃশ্যাদৃগব্যতিরেকাৎসর্ব্বশ্চাসাবাত্মাচ সাবিদ্যত্বনির্বিদ্যত্বাভ্যাংমিতিসর্ব্বাত্মনেনমইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ অথবাদিবিসর্ব্বসাদিসম্পন্নত্বাৎদ্যোতমানে

কারণোপাধৌতথাকর্ম্মবীজোদ্ভবভূমৌকার্য্যোপাধৌতথাকাশেঽন্তরালে আসন্তাৎ-কাশতইতিবুৎপত্ত্যাস্বরূপপ্রকাশবহুলেবাজীবন্মুক্তিদশায়াংবহির্নিরুপাধিকস্বরূপেস্তঃ কার্য্যকারণোপাধ্যন্তর্গতংমায়ান্তঃকরণবৃত্তিভেদেষুচ যঃ অবভাসৈকস্বভাবোবিভাতিত স্মৈসর্ব্বোপাধিনির্ম্মুক্তায়াত্মনেনমইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ অথবাদিবিদ্যোতিনাত্মকেতেজসি ভূমৌপৃথিব্যাংআকাশেব্যোম্নি অন্তরান্তরান্তরালিকয়োঃ সলিলপবনয়োর্বহির্ভূতে অব্যাকৃতেচকারান্নিরুপাধিকত্বাচ্ছন্দাদ্যযোগেপারমার্থিকরূপেচযোঽনুবৃত্তঃ সন্মাত্রস্ব ভাবোবিভাতিসএবাবভাসমানঃ প্রত্যগাত্মাতস্মৈসর্ব্বাত্মনেপূর্ণানন্দস্বরূপায়মেমহ্যং নমইত্যর্থঃ॥ ৪ ॥ অথবাদিবিদ্যুবেলোকেবহিঃ তটস্থতয়াপূজ্যদেবতেশ্বরাদ্যাত্মনা-ভূমৌভূর্লোকেঅন্তঃদেহান্তর্বর্ত্তিতয়াপূজকাত্মনাআকাশেঽন্তরালেচ ক্রিয়াফলসাধনা-দ্যাত্মনামেকস্বরূপাবভাসদশায়াংপরিচ্ছেদেনান্যথাভাতোঽপিযঃসংপ্রতিতত্ত্ব দৃশ্যা দয়াং স্পষ্টমবভাসমানাত্মা বিভুস্ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্যোবিস্পষ্টং ভাতিতস্মৈসর্ব্বা-ত্মনে সর্ব্বশব্দপূর্ণেপরস্তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবদিতিবৎপূর্ণানন্দস্বরূপায় নম ইত্যর্থঃ। ৫। অথবাদিবিউপরিষ্টাৎভূমাবধস্তাৎ আকাশেঽন্তরালে বহিঃ প্রাগাদি দিক্ষুবিদিক্ষুচ অন্তঃশরীরান্তঃচকারাত্তৎ পূর্ব্বোত্তরকালয়োর্য অবভাসাত্মা চিদেকরসোবিভাতিতত্ত্ব দৃশোনম আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদিত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মৈসর্ব্বাত্মনে আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি সর্ব্বপ্রপঞ্চবাধেনপরিশেষিতায় পরমাত্মনেনম ইত্যর্থঃ॥ ৬ ॥

এবমর্থান্তরাণ্যপি যথা বুদ্ধিবৈভবং মৃহনীয়ানি অত্রার্থাত্তথাবিধং ব্রহ্মৈবাজ্ঞাতং শাস্ত্রস্যবিষয়ঃ। জ্ঞানাত্তদ্ভাবস্থিতিশ্চ পরমনির্ব্বাণরূপং প্রয়োজনমিতিসূচিতং উত্তরোত্তরাপ্যেত দেবস্পষ্টংদর্শয়িষ্যতে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

যে পরমেশ্বর দিবি, স্বর্গে, ভূমৌ মর্ত্ত্যলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষ লোকে, অপরিসীম রূপে সকলের বহিরন্তরে প্রকাশিত আছেন, এবং আমার বাহিরে ও অন্তরেও সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছেন। সেই অবভাসাত্মা অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকাশক সর্ব্বাত্মা বিভুকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থঃ।—যিনি অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিদৈব রূপে আমাতে স্বীয় বিদ্যা যোগে নিরন্তর অবভাসিত হইয়াছেন। অথবা তৈত্তিরীয়শ্রুতি প্রসিদ্ধ। পৃথিবী পূর্ব্বরূপ, স্বর্গ উত্তররূপ, অন্তরীক্ষ সন্ধিরূপ, বায়ু সন্ধানরূপ। যথা।—অগ্নি পূর্ব্বরূপ, সূর্য্য উত্তররূপ, জলসন্ধিরূপ, বিদ্যুৎ সন্ধানরূপ ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ স্বর্ণময় কপাল, অধঃভূমিতে রজতময় কপাল তাহারি সন্ধি সূক্ষ্মাকাশে অর্থাৎ অন্তঃস্থ, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতি হইতে অধিকরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে এবং মধ্যে সূক্ষ্মাকাশে

পরিচ্ছিন্নরূপে যে বিভু নিরন্তর অবিশেষে প্রকাশিত আছেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকাশক। যেহেতু সূর্য্যাদি সকলের অবভাসক তিনিই হয়েন।—"যদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ।" ইতি শ্রুতিঃ। যৎসত্তাকে সমাশ্রয় করিয়া সূর্য্যাদিরা দীপ্তিমান্ হইতেছেন, অর্থাৎ আত্মাই সকলের অন্তঃজ্যোতি হয়েন। সমস্ত জ্যোতিষ্মানদিগের জ্যোতি আত্মা ইহা শ্রুতিসংবাদ আছে, এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ তেজঃস্বরূপ হয়েন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব সমস্ত বস্তুর পারমার্থিক স্বরূপভূত সেই সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম তাঁহাকে নমস্কার করি॥ ১॥ অথবা, দিবি দ্যোতনাত্মক এবং আনন্দাত্মক তূর্য্যাবস্থাস্বরূপ অর্থাৎ আত্মাস্বরূপ কিম্বা জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুসুপ্তি তুরীয় ইত্যাদি অবস্থা চতুষ্টয়ে আত্মা স্বীয় মন অহঙ্কারাদি চতুষ্টয় রূপে ব্রহ্মপুচ্ছস্বরূপ আছেন ভূমি ও আকাশের বহিরন্তর অব্যাকৃত স্বপ্নাকাশে বুদ্ধিভোগ্য এবং বুদ্ধিভোগ্য জাগ্রৎ অবস্থাদির অন্তর সন্ধি মরণ মূর্চ্ছাদি অবস্থা ভেদে, স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি ত্রয়রূপে, যে বিভু বিবিধ রূপে ভাসমান আছেন। অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূতরূপে প্রকাশমান এবং জীব পরম রূপে ভোক্তা দ্রষ্টা অর্থাৎ জীব ভোক্তা, পরমাত্মা দ্রষ্টা, সাক্ষিত্বপ্রযুক্ত নিষ্প্রপঞ্চ চৈতন্য স্বরূপ ও পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ হয়েন। তাহাতে তন্মহিমা কি? না, তিনি সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, এবং অরূপ অরস অগন্ধ ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনিই সকল, অথচ কিছুই নহেন, শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র হয়েন। তিনিই দৃশ্য দৃক্ দ্রষ্টা ত্রিবিধ, চিন্মাত্র সর্ব্বাবভাসাত্মা, তিনি সাবিদ্য নির্ব্বিদ্য উভয়াত্মক হয়েন, অর্থাৎ যিনি নিত্য সদসৎ পদার্থ রূপ হয়েন সেই সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার করি॥ ২॥ অথবা, সকলের আদি দিবি দ্যোতমান্ কারণোপাধি বিশিষ্ট হয়েন। এবং কর্ম্ম বীজোদ্ভব ভূমিতে কার্য্যোপাধি বিশিষ্ট হয়েন। আকাশ স্বচ্ছস্বরূপ,—(আসমন্তাৎকাশত ইতি) দৃষ্টপ্তি লভ্য তিনি স্বরূপ প্রকাশ বাহুল্যে জীবন্মুক্তি দশাতে বাহিরে নিরুপাধি স্বরূপ, অন্তরে কার্য্য কারণ উপাধিবিশিষ্ট হয়েন, অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে, মুক্তামুক্ত উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান আছেন। কার্য্য ব্রহ্মা হিরণ্য গর্ভ, কারণ ব্রহ্ম আত্মা, এই কার্য্য কারণ রূপে অবভাসিত সেই সর্ব্বোপাধিবিশিষ্ট পরমাত্মাকে নমস্কার করি॥ ৩॥ অথবা দিবি দ্যোতনাত্মক অগ্নিতে ও পৃথিবীতে ও আকাশে, জল এবং বায়ু প্রভৃতির অন্তরে ও বাহিরে অব্যাকৃতরূপে নিরুপাধিক পরমাত্মা শব্দাদির অতীত পারমার্থিক রূপে অনুবৃত্ত চৈতন্য স্বরূপে যে বিভু অবভাসমান্, সেই প্রত্যগাত্ম স্বরূপ পূর্ণানন্দ সর্ব্বাত্মাকে আমি নমস্কার করি॥ ৪॥ অথবা। তটস্থ লক্ষণদ্বারা বাহিরে দিবি লোকে দেবতাদি ঈশ্বর রূপে পূজ্য, পৃথিবীতে মনুষ্য লোকের অন্তর্বর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত পূজকরূপে প্রকাশমান যে বিভু, যিনি পূজ্য পূজক উভয় রূপে ক্রিয়াফল সাধনাদির বিস্পষ্ট স্বরূপের অবভাসকত্ব প্রযুক্ত পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন রূপে দীপ্যমান হয়েন অর্থাৎ স্পষ্ট বিস্পষ্টরূপে ব্যাপ্ত এবং ক্রিয়াফল সাধনাদির

আত্মক হয়েন, যিনি পরিপূর্ণাত্মা শব্দ রূপে আকাশে ভাসমান হইয়াছেন। সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপ, সর্ব্বত্রে দীপ্তিমান, পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ অথবা দিবি প্রভৃতি ভূলোককে অধস্থ আকাশের মধ্যে এবং বাহিরেতে পূর্ব্বাদিদিক্ চতুষ্টয়ে ও উপরস্থ বিদিক্ চতুষ্টয়ে, সকলের শরীরান্তরে যিনি এক আত্মারূপে অবভাসিত, সর্ব্বদৃক্ পরমাত্মা তত্ত্ববিৎদিগের এবং আমার অন্তর্ব্বহি ঊর্দ্ধাধঃ সর্ব্বদিকেই অবস্থিত আছেন, সেই নিষ্প্রপঞ্চ বিরাটরূপ নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। ৬ ॥ এই ছয় প্রকার অর্থ স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে আনীত হইল, অতঃপর নির্ব্বাণ বৈভব ব্রহ্ম বিজ্ঞাত বিষয় এই শাস্ত্রের যে প্রয়োজন, উত্তর শ্লোকে তাহা বর্ণন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

এতৎ শাস্ত্রের অধিকারী কে হয়, ইহা জানাইবার নিমিত্ত মহামুনি দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত কহিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি বাল্মীকি অধিকারী কথার উপায় সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনায় নির্ব্বাণ মুক্তি, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অতএব যাহাতে জীব সংসার বন্ধনে মুক্ত হইতে পারে, সেই অনুষ্ঠান কহিতেছেন। এবং জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, এই গ্রন্থের অধিকারী হয়, অর্থাৎ এতদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উদয় যাহার হয় তাহারি এই মুমুক্ষা সম্পত্তিতে অধিকার তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অহমিতি)।

বাল্মীকিরুবাচ।

অহং বদ্ধোবিমুক্তঃস্যামিতি যস্যাস্তিনিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তমজ্ঞোনোতজ্ঞঃ সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান ॥ ২ ॥

অধিকারাকথোপায় সম্বন্ধোধাতৃশাসনাৎ নির্ব্বাণমস্যগ্রন্থস্যমুক্ত চর্যাচকোর্ত্তিতে অথাস্মিন্‌প্রশ্নে কোঽধিকারীকিমজ্ঞউতজ্ঞঃ নাদ্যঃ তস্যদেহাদা বাত্মবুদ্ধিদার্ঢ্যেন বাধিতত্বাচ মুমুক্ষাবিরহাৎনচ বিষয়দোষদর্শনাজ্জননমরণাদি দুঃখদর্শনাচ্চতস্যৈব বৈরাগ্যোদয়োমুমুক্ষা সম্পত্তাবধিকারইতিবাচ্যং। রাগিনামুৎকট বিষয়বিবক্ষিষা দর্শনেন সৎস্বেববিষয়েষু তদ্দোষনির্হণোপায়ান্বেষিতয়া বিশিষ্টবিষয়ান্বেষিতয়াচৈহি কামুষ্মিকতদুপায়েষু তয়াপ্রবৃত্তেঃ নাপিজ্ঞঃ তস্যকৃতকৃত্যতয়াগ্রন্থ সাধ্যপ্রয়োজনা-লিপ্সতয়াগ্রন্থে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্য বিশিষ্টাধিকারিণাং দর্শয়তি অহমিতি উত্তইত্যাপ্যর্থেসত্যং নাত্যন্তমজ্ঞোনাপিজ্ঞোঽস্মিন্ সংসারে অনাদিকালাদারভ্যাকারা নিগড়ৈর্দিবদ্ধইব পরিচ্ছেদপারবশ্য জন্মমরণাদিদুঃখমনুভবংশোচামি আত্যন্তিক শোকতয়ানৈবাত্ম জ্ঞানমেবোপায় স্তরতি শোকমাত্মবিদিতিশ্রুতেঃ তেনাত্মজ্ঞানে-নাহং বিমুক্তঃসদামিত্যুৎকৃষ্ট জিজ্ঞাসাসহিতোনিশ্চয়োঽস্তিসবিনয়োপাসনাদিনা-

গুরুমুপগতোহস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্ শাস্ত্রশ্রবণাদি ফলভাগিত্যর্থঃ তথাচাজ্ঞস্যৈ-ববহুতর সুকৃতৈঃ ক্ষীণরাগাদিদোষস্য বিবেকোদয়াৎ জিজ্ঞাসোরধিকার ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

আমি বদ্ধ হইয়াছি কি সে বিমুক্ত হইব এমন নিশ্চয় যাহার আছে। সেই এই শাস্ত্রের অধিকারী হয়। অত্যন্ত অজ্ঞানী, বা অত্যন্ত জ্ঞানী এই উভয়ের কি ইহাতে অধিকার নাই ? ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—আমি কারাগার স্বরূপ সংসারে জন্ম মরণাদি দোষ দূষিত বিনস্বর বাসনা রজ্জু তে বদ্ধ আছি, কি প্রকারে এই দুঃখ যন্ত্রণায় পরিমুক্ত হইব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য প্রভাবে বিষয় বাসনাদি দোষ কষায় ক্ষয় পুরঃসর বিবেকোদয় হইয়া গুরু সমীপে নিস্তার পথ জানিতে যাহার বাসনা হইবে, সেই ব্যক্তিই এই তত্ত্ব জ্ঞানোপায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারে। যাহারা অত্যন্ত বিষয় ভোগানুরাগী, যাহাদিগের মুক্তির ইচ্ছাই হয় না, সুতরাং তারা কি প্রকারে এতৎশাস্ত্রে অধিকারী হইবে, যদিও তত্ত্বজ্ঞানিদিগের জ্ঞান চর্চ্চা দেখিয়া তত্ত্বাজ্ঞানেচ্ছায় গ্রন্থালোচনা করে, সে কেবল স্থূল তুষাবঘাতের ন্যায়, তাহাতে ফল লাভ করিতে পারে না, কেবল নিরন্ন পরিশ্রম মাত্র, অথবা জ্ঞানীগণেরা কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আর গ্রন্থানুশীলনের অপেক্ষা নাই। ফলিতার্থ কৈমুতিক ন্যায়ে কি অজ্ঞ এবং কি জ্ঞানী উভয়েরই প্রয়োজন বিধায় সকলেরই অধিকার আছে, অর্থাৎ মুক্ত মুমুক্ষু বিষয়ি এতৎ ত্রিবিধ লোকেরই অধিকার হয়। বিষয়ি অজ্ঞানিদিগের শ্রোত্র রঞ্জনার্থে, মুমুক্ষুদিগের ভবরোগের ঔষধ স্বরূপে, মুক্ত জ্ঞানিদিগের গান স্বরূপে, এই বাশিষ্ঠ গ্রন্থ প্রয়োজনীয়, এবিধায় ইহাতে বিতৃষ্ণ কেহই নহে ॥ ৩ ॥

কথোপায়ান্বিচার্য্যাদৌ মোক্ষোপায়ানিমানথ।
যো বিচারয়তি প্রাজ্ঞো নস ভূয়োভিজায়তে॥ ৩ ॥

নমুক্ষীণরাগাদিদোষ ত্রৈবর্ণিকশ্চেৎসসন্ন্যাসপূর্ব্বক বেদান্তশ্রবণএবাধিকারী পূর্ব্বকাণ্ডার্থানুষ্ঠানস্য চিত্তশুদ্ধিদ্বারোত্তর কাণ্ডেঽধিকার প্রাপকত্বস্যতমেতৎ বেদানুবচনেনেত্যাদিশ্রুতি সিদ্ধত্বাৎ। নচাত্রৈবর্ণিকস্যাত্রাধিকারঃ। তস্যনাবেদবিন্মনুতেতৎ বৃহন্তমিত্যধিকার নিষেধাৎ তস্মান্নাধিকারীসুলভইতিচেন্ন। স্মার্ত্তকর্ম্মবদুপপত্তেঃ। যথা ত্রৈবর্ণিকস্য ত্রেতাগ্নিসাধ্যকর্ম্মণ্যধিকারেপি অনাহিতাগ্নিসাধারণঃ

স্মার্ত্তকর্ম্মাধিকারেঽপ্যস্ত্যেবতথাশ্রৌতজ্ঞানাধিকারিণোপ্যসন্ন্যাসি মুমুক্ষুসাধারণো ইস্মিন্নপিগ্রন্থে অস্ত্যেবাধিকারঃ অস্যাপিস্মৃতিবদ্বেদোপবৃংহণত্বাৎ। তথাচোক্তং বেদোপরে পুংসিজ্ঞাতে রামে দশরথাত্মজে। বেদঃপ্রাচেতসাদাসীৎসাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনেতি। তত্রপূর্ব্বকাণ্ডস্যরামচরিতকথাব্যাজেনোপবৃংহণং ষটুকাণ্ডং সোত্তরং পূর্ব্ব রামায়ণমুত্তরকাণ্ডস্য ষট্ প্রকরণমিতি। যথাকেষুচিৎ স্মার্ত্তকর্ম্মসুস্ত্রীশূদ্রসাধারণোধিকারঃ তথাস্যাপিশ্রবণে পুরাণবৎ শ্রাবয়েচ্চতুরোবেদান্কৃত্বাব্রাহ্মণমগ্রতঃ। ইদিত্যাদি বচনলিঙ্গাৎ ন বেদবিন্মনুতেতং বৃহন্তং। তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদিবচনং ত্ব বেদবিদঃ শ্রৌতজ্ঞানাধিকারমিতি কেচিৎ অপরোক্ষজ্ঞানাপর্য্যবসানমিত্যন্যেবেদ পূর্ব্বকত্বপ্রাশস্ত্য পরমিত্যপরে। সর্ব্বথাপ্যস্ত্যেবান্যেষামপিপৌরাণিক সাধারণেজ্ঞানেঽধিকারঃ সর্ব্বৈর্বিবিজিজ্ঞাস্য আত্মাবর্ণৈস্তথাশ্রমৈরিত্যাদি বচনেভ্যঃ তত্রশ্রৌতজ্ঞানে পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্যা চিত্তশুদ্ধিরিবেহাপি পূর্ব্ব রামায়ণোপদর্শিতস্বস্ববর্ণাশ্রমোচিত নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানজাচিত্তশুদ্ধির্জিজ্ঞাসোৎপাদনদ্বারা হেতুরিতি পূর্ব্বোত্তর রামায়ণয়োর্হেতুমদ্ভাব সঙ্গতিং দর্শয়ন্ সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনান্তরমাহ কথোপায়ানিতি। যথাএব ধর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানেশ্বর প্রসক্তিযুক্তানাধিকারপ্রায়কেষু উপায়োযস্মিন্গ্রন্থে সপূর্ব্বরামায়ণ গ্রন্থঃ কথোপায়ঃ কাণ্ডভেদাভিপ্রায়ং বহুবচনং। জ্ঞানাদৌবিচার্য্য তদনুষ্ঠানপ্রাপ্তাধিকারঃ সন্যোঽধিকারী। ইমানবক্ষ্যমাণ ষট্ প্রকরণরূপান্মোক্ষোপায়ান্বিচারয়তিপ্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞাপ্লুষ্টকামকর্ম্মবাসনাঽজ্ঞানবীজঃ সভূয়োনাভিজায়তে জন্মাদি দুঃখ ভাক্নভবতি মুচ্যতইত্যর্থঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

যিনি সদসদ্বিবেচনা দ্বারা অজ্ঞান জন্য কাম্য কর্ম্মাদি বাসনাকে দূরীকৃত করিয়া পূর্ব্বখণ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কথা শ্রবণানুরাগযুক্ত হন, এই উত্তরকাণ্ড রামায়ণ, যাহাতে মোক্ষোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই মোক্ষোপায় কথার বিচারে তিনিই সম্পন্ন হইবেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই এতৎশাস্ত্র প্রভাবে পরিমুক্ত হইবেন, আর ইহ সংসারে পুনর্ব্বার জনন মরণজ দুঃখের অনুভব তাঁহাকে করিতে হইবে না॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—শুদ্ধ বেদান্ত বিচার যুক্ত, এই উত্তর রামায়ণ বাশিষ্ঠ গ্রন্থ, ইহাতে ত্রৈবর্ণিকের অধিকার, ইহাতে কেবল মোক্ষাকাংক্ষি পরমহংসেরই যে অধিকার এমন নহে, রাগাদি দোষহীন মুমুক্ষু ব্যক্তি পূর্ব্ব কাণ্ডানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া বেদান্ত ন্যায়ে উত্তরকাণ্ডাদিতে অধিকার করিবেন। যথা" অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।" পূর্ব্ব কাণ্ডোক্ত যথা বিধি কর্ম্ম কাণ্ডানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা

করিবার অধিকার হয়। যথা শ্রুতিঃ।—তমেতং বেদানুবচনেন ইত্যাদি। তথা—"ন এতদচীর্ণ ব্রতোধীতে" ইত্যাদি। অপরিসমাপ্ত কর্ম্মকাণ্ড এমত ব্যক্তির এতদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়নে অধিকার নাই। অতএব এতদ্বিষয়ে অধিকারী দুর্ল্লভ। যদি বল যে এতদগ্রন্থের অধিকারী, কোন ক্রমে কোন ব্যক্তিই হইতে পারে না, তবে বাল্মীকি মিথ্যা পরিশ্রম কেন করিয়াছেন। উত্তর, স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মবৎ উপপত্তি হেতু অধিকারী হয়। ত্রৈবর্ণিকের ত্রেতাগ্নি সাধ্য কর্ম্মাধিকারে অর্থাৎ আহিতাগ্নি সাধ্য কর্ম্মাধিকারে অনাহিতাগ্নি সাধারণ গৃহস্থের স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মে যেমন অধিকার, তদ্রূপ অসংসারি সন্ন্যাসি পরমহংসের শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানাধিকার সত্ত্বেও অসন্ন্যাসি সংসারি মুমুক্ষু সাধারণেরও অধিকার হয়, তদ্বৎ এতদগ্রন্থ অধ্যয়নে জন সাধারণেরই অধিকার আছে। যথা।—"বেদ্যে পরে পুংসি জ্ঞাতে রামে দশরথাত্মজে। বেদঃ প্রাচেতসা দাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনেতি।" পূর্ব্ব ছয়কাণ্ডে রামায়ণ শ্রবণানন্তর বেদ বেদ্য পরম পুরুষ দশরথনন্দন শ্রীরাম যাহার সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েন, সেই ব্যক্তিই এই উত্তর রামায়ণ শ্রবণাধ্যয়ন করিবার যোগ্য হয়, ব্রহ্মা হইতে অবতরিত সাক্ষাৎ বেদ এই রামায়ণ, ইনি নূতন রচিত নহেন নিত্যই আছেন। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রে যাহার সংপূর্ণ বিশ্বাস হয়, সে সন্ন্যাসী হউক্ বা সন্ন্যাসী না হউক্ বাশিষ্ঠগ্রন্থে তাহার সর্ব্বথাই অধিকার হয়॥ ৩॥

অস্মিন্ রামায়ণে রাম কথোপায়ান্মহাবলাৎ।
এতাংস্তু প্রথমং কৃত্বাপুরাহমরিমর্দ্দন॥ ৪॥

অস্মিনসাম্প্রতিকে ষট্‌পঞ্চাশৎসহস্রসম্মিত রামায়ণে আদিকালাভ্যস্তরাগাদি দোষোচ্ছেদক্ষমত্বান্মহাবলাৎ রামায়ণরূপাংশ্চতুর্ব্বিংশতিসহস্রমিতান্ ষট্‌খানহং কৃত্বা ভরদ্বাজায়দত্তবানিত্যুত্তরেণসম্বন্ধঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

হে শত্রু মর্দ্দন! হে অরিষ্টনেমে! এই ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোক পরিপূর্ণ দুই খণ্ড রামায়ণ মধ্যে চিত্ত শুদ্ধি জনক চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক পরিমিত রামায়ণে * মহাবলবান উপদেশ সকল প্রথম প্রস্তুত করি যাহার বলে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সেই রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া প্রিয়শিষ্য ভরদ্বাজকে আমি পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। ইহা উত্তর শ্লোকে অন্বয়॥ ৪॥

* মহাবল, অর্থাৎ অনাদিকাল অভ্যস্ত রাগদ্বেষাদি দোষ উচ্ছেদক্ষম পূর্ব্ব রামায়ণোক্ত উপায় সকলকে মহাবলবান কহিয়াছেন। পূর্ব্বরামায়ণ রূপ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র পরিমিত ছয় কাণ্ড রচনা করতঃ ভরদ্বাজকে প্রদান করিয়াছিলাম।

শিষ্যায়াস্মৈ বিনীতায় ভরদ্বাজায়ধীমতে।
একাগ্রদত্তবাং স্তস্মৈমণিমব্ধিরিবার্থিনে ।। ৫ ।।

শিষ্যবিশেষণানাধিকার সম্পত্তিদ্যোতকানি একত্রব্রু গ্রহণধারণপ্রচারপটুঃ প্রধানশিষ্যোযস্যসতথা অনুগ্রহপ্রেমসমাহিত চিত্তো বা অর্থিনইতি ভরদ্বাজস্যাপি বিশেষণং ।। ৫ ।।

অস্যার্থঃ।

একাগ্র * বিনীত প্রিয় শিষ্য বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজকে আমি এই রামায়ণ গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম। অর্থাৎ যদ্রূপ রত্নার্থি ব্যক্তি রত্নাকর সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিলে জলনিধি সেই রত্নার্থিকে মহামণি রত্ন প্রদান করেন, সেই রূপ ভরদ্বাজকে আমি মণিস্বরূপ রামায়ণ গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম ।। ৫ ।।

তত্রৈবৈতে কথোপায়া ভরদ্বাজেন ধীমতা।
কস্মিংশ্চিন্মেরুগহনে ব্রহ্মণোঽগ্রেউদাহৃতাঃ ।। ৬ ।।

এতেমত্তঃপ্রাপ্তাঃ পূর্ব্বরামায়ণরূপাঃ উদাহৃতাঃ কীর্ত্তিতাঃ ।। ৬ ।।

অস্যার্থঃ।

বুদ্ধিমান ভরদ্বাজ আমা হইতে এই পূর্ব্ব খণ্ড রামায়ণ প্রাপ্ত হইয়া কোন সময়ে সুমেরু শৃঙ্গোপরি গহনকাননে † ব্রহ্মার সম্মুখে কহিয়াছিলেন ।। ৬ ।।

অথাস্যতুষ্টো ভগবান্ ব্রহ্মালোকপিতামহঃ।
বরং পুত্রগৃহাণেতি তমুবাচ মহাশয়ঃ ।। ৭ ।।

বরব্যাজেনজগদুদ্ধারসাধনং মোক্ষশাস্ত্রং করণীয়মিতিমহানাশয়োঽভিপ্রায়োযস্যসতথা ।। ৭ ।।

---

* একাগ্রপদে, শিষ্য বিশেষণ অধিকার সম্পত্তি দ্যোতক, এই রামায়ণ গ্রন্থ গ্রহণ করণ ও ধারণক্ষম এবং প্রচার করণে পটু এক ভরদ্বাজই হয়েন। তাঁহাকেই আমি দিয়াছি এই কথা বাল্মীকি কহিলেন।

† ব্রহ্মার সম্মুখে কহিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভরদ্বাজ সুমেরুপর্ব্বতের বন মধ্যে ব্রহ্মার তপস্যা করেন, তদভিপ্রায় এই যে আমি ব্রহ্মবরে রামায়ণ গ্রন্থের সম্যক্ অর্থ বোধ করিতে যোগ্য হই ইত্যভিপ্রায়ে ব্রহ্মার নিকট কহিয়াছিলেন।

অস্যার্থঃ।

অনন্তর সর্ব্ব লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভরদ্বাজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, হে পুত্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ করহ ॥ ৭ ॥

ভরদ্বাজউবাচ।

ভগবন্ভূতভব্যেশ বরোঽয়ংমেদ্যরোচতে।
যেনেয়ং জনতাদুঃখান্মুচ্যতে তদুদাহর ॥ ৮ ॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ। গুরুংবাল্মীকি মত্রাশু প্রার্থয়স্ব প্রযত্নতঃ।
তেনেদং যৎসমারব্ধং রামায়ণ মনিন্দিতং ॥ ৯ ॥

ভূতংপূর্ব্বমুৎপন্নং ভব্যমুৎপৎস্যমানং আদ্যপূর্ব্বারামায়ণার্থানুষ্ঠানজন্যচিত্তপরিশুদ্ধিকালেজনতাঅধিকারি জনসমূহঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রযত্ন ভক্তি সহকারে বিনীতভাবে ভরদ্বাজ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি * ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এতৎ কালত্রয়ের এক ঈশ্বর, পূর্ব্বরামায়ণ শ্রবণাধিকারি জনসকলের তৎ শ্রবণাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া কালে ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ ঘোর যাতনা হইতে যেন তাহারা পরিমুক্ত হয়, এইক্ষণে এই বরগ্রহণে আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় বলুন্ ॥ ৮ ॥

ভরদ্বাজের এই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা কহিলেন। তোমার গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এখানে আছেন তুমি তাঁহার নিকট গিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রার্থনা করহ, তৎকর্ত্তৃক সমারব্ধ হইয়াছে যে রামায়ণ, সেই সর্ব্বদোষরহিত অনিন্দিত উত্তর রামায়ণ তিনি সংপূর্ণ করুন্। ইতি উত্তরান্বয় ॥ ৯ ॥

তস্মিঞ্শ্রুতে নরোমোহাৎসমগ্রাৎ সংতরিষ্যতি।
সেতুনেবাম্বুধেঃ পারমপার গুণশালিনা ॥ ১০ ॥
শ্রীবাল্মীকিরুবাচ। ইত্যুক্ত্বাস ভরদ্বাজং পরমেষ্ঠীমমাশ্রমং।
অভ্যাগচ্ছৎসমংতেন ভরদ্বাজেন ভূতকৃৎ ॥ ১১ ॥

---

* ভূত ভবিষ্যতের কর্ত্তা, অর্থাৎ ভূত, পূর্ব্বোৎপন্ন জীব এবং বর্ত্তমান, ভব্য উৎপৎস্যমান, যাহারা হইবে, সেই সকল জীবেরই এক ঈশ্বর আপনি হয়েন।

শ্রুতেঅর্থাৎ কৃষ্ণস্বসিদ্ধান্তরমিতিগম্যতেসেতুং দৃষ্ট্বাসমুদ্রস্যব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতীত্যাদিস্মৃতিসিদ্ধানন্তগুণশালিনা ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

অরে বৎস! সর্ব্বসন্তাপহরণ সেই রামায়ণ শ্রবণ করিলে জন্ম ভীরুজনগণেরা অসংশয় দুস্তর অজ্ঞান সাগরকে সম্যকরূপে পার হইতে পারিবেক, যেমন অপার গুণশালী শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক সেতুবন্ধনদ্বারা সকলেই অপার লবণোদধির পর পারে গমন করিয়াছিল। অথবা স্মৃতি প্রসিদ্ধ রামকর্ত্তৃক যে সেতুবন্ধ হইয়াছে তদ্দৃষ্টে মনুষ্যেরা যেমন ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ রামায়ণার্থ ধারণে সমস্ত মোহহইতে জীব নিস্তীর্ণ হইবে ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি অরিষ্টনেমি রাজাকে এই কথা কহিতেছেন, হে রাজন্! সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভরদ্বাজকে এইরূপ উপদেশ কথা কহিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, অনন্তর সেই জগৎকর্ত্তা স্বয়ং ভরদ্বাজকে সঙ্গে লইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

তূর্ণং সংপূজিতোদেবঃ সোর্ঘ্যপাদ্যাদিনাময়া।
অবোচন্মাং মহাসত্ত্বঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ ॥ ১২ ॥

যদ্যপিসৃষ্টেরজঃ প্রধানস্তথাপিজগদুদ্ধারোদ্ভূতকারুণ্যত্বান্মহাসত্ত্বঃ সত্ত্বগুণসম্পন্নঃ অতএবসর্ব্বভূতহিতেরতঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

আমি সেই জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রযত্ন সহকারে অতি সত্বরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলাম মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া * সত্ত্ব গুণাবলম্বী সর্ব্বপ্রাণির হিতৈষী ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২ ॥

রামস্বভাব কথনাদস্মাদ্বরমুনেত্বয়া।
নোদ্বেগাৎ স পরিত্যাজ্য আসমাপ্তেরনিন্দিতাৎ ॥ ১৩ ॥

* সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রজগুণ, যেহেতু রজ না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না তাহাতে ব্রহ্মাকে মহাসত্ত্ব বলিয়া কেন উল্লেখ করেন। উত্তর। সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদনে ব্রহ্মা রজোধিক বটেন কিন্তু, এখানে জীব নিস্তারণার্থ সত্ত্বগুণের কার্য্য করিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহাকে সত্ত্ব বলায় দোষোৎপত্তি হয় না।

ত্যল্লোপেপঞ্চমী। রামস্বভাবকথনং প্রস্তুতোঽর্থঃ উদ্বেগাদ্ধিস্ম্যতগ্রন্থনির্ম্মাণ-ক্লেশপ্রযুক্তাৎসগ্রন্থঃ আসমাপ্তের্নপরিত্যাগঃ অবশ্যং সমগ্রোনির্ম্মাতব্যইতি-যাবৎ॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! অনিন্দনীয় এই রামায়ণ গ্রন্থ বিস্তার রূপে প্রস্তুত করণার্থে তোমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে বটে, তন্নিমিত্ত তোমার এতদ্বিষয়ের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, আসমাপ্তি পর্য্যন্ত তুমি এই শ্রেষ্ঠ বিষয়ে যত্নবান্ থাকহ, উদ্বেগযুক্ত হইয়া এই অনিন্দিত রাম চরিত বর্ণনা করিতে বিরত হইওনা, যাহাতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় এমত চেষ্টা করহ॥ ১৩॥

গ্রন্থেনানেন লোকোয়মস্মাৎ সংসার সংকটাৎ।
সমুত্তরিষ্যতি ক্ষিপ্রং পোতেনেবাশুসাগরাৎ॥ ১৪॥

সংসারসঙ্কটাদিত্যপাদানপঞ্চম্যাসমুত্তীর্ণস্যাত্যন্তিকং সংসারবিশ্লেষং দর্শয়তি। ক্ষিপ্রংক্ষেপঃ প্রেরণঃ তৎস্বভাবেনপোতেনব্যত্যয়েন প্রথমাঅন্যথাআশুপদেনপুন-রুক্ত্যাপত্তেঃ। আশুজ্ঞানোদয়সমকালানন্তপোতেন সাগরসন্তরণমেবপ্রসিদ্ধমিতি কথংদৃষ্টান্তঃএবং তর্হিসাগরেপতিতস্যপোতেনোদ্ধরণমেবাত্রসমুত্তরণং বিবক্ষিতং আশুপদস্যাবশ্যাৎ। অতএবাপাদানপঞ্চমোবকৃতেতি॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

যেমন বৃহন্নৌকাদ্বারা লোক সকল দুল্লংঘ্য সাগর অনায়াসে পার হইয়া যায়, তদ্রূপ জীবলোক এই রামায়ণ গ্রন্থ শ্রবণ দ্বারা এতজ্জন্ম সংসারসঙ্কট হইতে সত্বরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেক॥ ১৪॥

রাজা অরিষ্টনেমিকে বাল্মীকি কহিতেছেন, হে ভূপতে! পরে ব্রহ্মা আমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন। যথা—(বক্তুমিতি)।

বক্তুং ত দেবমেবার্থ মহমাগতবানয়ং।
কুরুলোকহিতার্থং ত্বং শাস্ত্রমিত্যুক্তবানজঃ॥ ১৫॥

তত্তস্মাদ্ধেতোঃ ভরদ্বাজদ্বারাআজ্ঞাসন্দেশসম্ভবেপিএবমর্থং বক্তুময়ংজগন্মান্যো হমেবাগতবানিতিসম্বন্ধঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! আমি কেবল এই কথা তোমাকে কহিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি লোক হিতসাধনার্থে এই মহৎ শাস্ত্র রামায়ণ প্রকাশ করহ॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—তোমার নিকট আসিবার আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই কেবল এই মাত্র প্রয়োজন, যদি বল ভরদ্বাজকে এবিষয় কহিয়াছেন, তথাপি পুনর্ব্বার আসিবার কারণ কি?" উত্তর আমি ভরদ্বাজকে কহিয়াও সন্দিগ্ধ হইয়াছিলাম, পাছে তদুক্তিমতে গৌরব না করিয়া তাচ্ছিল্য কর, এই হেতু তোমাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আইলাম ॥ ১৫ ॥

মমপুণ্যাশ্রমাত্তস্মাৎ ক্ষণাদন্তর্দ্ধিমাগতঃ।
মুহূর্ত্তাভ্যুত্থিতঃ প্রোচ্চৈস্তরঙ্গইববারিণঃ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মপাদস্পর্শেনপুণ্যতমত্বমাশ্রমস্য ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন! অনন্তর ব্রহ্মা আমার এই * পুণ্যতমাশ্রম হইতে ক্ষণমাত্রে অন্তর্হিত হইলেন। যেমন জলের তরঙ্গ মুহূর্ত্তমাত্রে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণ মাত্রেই লীন হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥

তস্মিন্‌প্রযাতে ভগবৎ পদং বিস্ময়মাগতঃ।
পুনস্তত্রভরদ্বাজ ম পৃচ্ছং সুস্থয়াধিয়া ॥ ১৭ ॥
কিমেতদ্ব্রহ্মণাপ্রোক্তং ভরদ্বাজবদাশ্রমে।
ইত্যুক্তেন পুনঃপ্রোক্তং ভরদ্বাজেনতেন মে ॥ ১৮ ॥

সুস্থয়াধিয়েত্যুক্তেঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাগমনহর্ষবিস্ময়ব্যগ্রচিত্তত্বাদ্ব্রহ্মবাক্যমর্থতোনাবধারিতমিতিগম্যতে। অতএবাপৃচ্ছমিত্যাহ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলে পর আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, ব্রহ্মার আগমনে আনন্দে বিস্ময়াগত ব্যগ্রচিত্ত প্রযুক্ত তখন ব্রহ্মার বাক্যের অর্থাবধারণা করিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থচিত্ত হইয়া ভরদ্বাজকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ১৭ ॥

* আমার পুণ্যতমাশ্রম বলাতে বাল্মীকির আহঙ্কার্য্য প্রকাশ পায় অর্থাৎ আপনি আপন আশ্রমকে পুণ্যতম বলা হয় না, সত্য, ইহাতে বাল্মীকির দীনতাই প্রকাশ হইয়াছে, কেননা পূর্ব্বে পুণ্যতম থাকুক্ বা না থাকুক্ কিন্তু তৎকালে তদাশ্রম পুণ্যতম হইয়াছিল, যেহেতু জগৎপাবন জগৎপিতা ব্রহ্মার পাদস্পর্শন জন্য তদাশ্রম পবিত্র হইয়াছিল।

হে ভরদ্বাজ! মদাশ্রম গত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এ কি উক্ত হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মা আমার আশ্রমে আগমন করিয়া আমাকে কি কথা কহিলেন। আমি তাঁহার বাক্যের অর্থাবগতি করিতে পারি নাই, অতএব তুমি আমাকে তদ্বাক্যের অর্থ বিস্তার করিয়া বল। আমি ভরদ্বাজকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র ভরদ্বাজকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার উক্ত হইল॥ ১৮॥

ভরদ্বাজউবাচ।

এতদুক্তং ভগবতাতথা রামায়ণং কুরু।
সর্ব্বলোক হিতার্থায় সংসারার্ণবতারকং॥ ১৯॥

যথাপূর্ব্বং কথোপায়রামায়ণং কৃতং তথামোক্ষোপায়রামায়ণমিতিশেষঃ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

ভরদ্বাজ কহিতেছেন। হে ঋষে! ভবদাশ্রমাগত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে এই কথা কহিলেন, যে যেমন পূর্ব্বে তুমি চিত্তশুদ্ধিজনক রামায়ণ রচনা করিয়াছ, তদ্রূপ সকলের হিতসাধন করিবার কারণ মোক্ষোপায় অর্থাৎ সংসারার্ণব তারণ উত্তররামায়ণ গ্রন্থ রচনা করহ॥ ১৯॥

মহ্যঞ্চ ভগবন্ব্রূহি কথং সংসারসঙ্কটে।
রামোব্যবহৃতোহস্মিন্ ভরতশ্চমহামনাঃ॥ ২০॥

রামঃ কথং ব্যবহৃতোব্যবহৃতবানকিমজ্ঞঃ শোকমোহান্বিতইতরলোকবদুতজীবন্মুক্তবৎ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কহেন, মহামতি শ্রীরামচন্দ্র ও ভরত এই সংসার সঙ্কটে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন॥ ২০॥

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রও ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ইহারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। বাসুদেবাখ্য আত্মারাম, সংকর্ষণাখ্য জীব লক্ষ্মণ, প্রদ্যুম্নাখ্য মনো ভরত। অনিরুদ্ধাখ্য অহংকার শত্রুঘ্ন। ইঁহারা আবার সংসার সঙ্কটে আপন্ন হইয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহাঁরা পরমেশ্বর হইয়া সামান্য জীববৎ রোগশোক ভ্রম মোহাদিতে অভিভূত হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন? না, জীবন্মুক্তের ন্যায় সর্ব্ববন্ধরহিত হইয়াছিলেন, তাহা কহিতে আজ্ঞা হয়॥ ২০॥

শত্রুঘ্নোলক্ষ্মণশ্চাপি সীতাচাপি যশস্বিনী।
রামানুযায়িন স্তে বা মন্ত্রিপুত্রামহাধিয়ঃ ॥ ২১ ॥

চকারাদ্দশরথপরিগ্রহঃ। চকারাপিশব্দদ্বয়ং তৎপরিবারসমুচ্চয়ার্থং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

এবং শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী সীতা এবং দশরথ ও রামচন্দ্রের অনুগত মহাশয় মন্ত্রিপুত্রগণেরাই বা কিংরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

নির্দ্দুঃখতাং যথৈতে তু প্রাপ্তাস্তদ্‌ব্রূহি মে স্ফুটং।
তথৈবাহং ভবিষ্যামি ততোজনতয়াসহ ॥ ২২ ॥

স্ফুটং মদ্বোধপর্য্যবসিতং। জনতয়াভবদুপদেশশ্রবণকৃতার্থ জনসমূহেন ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! ইঁহারা যে প্রকারে আত্যান্তিক দুঃখ হইতে নির্দুঃখতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনি আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমিও জনসকলের সহিত সেইরূপ আপনার উপদেশানুসারে ব্যবহার করিয়া সংসারে পরিমুক্ত হইব ॥ ২২ ॥

ভরদ্বাজেন রাজেন্দ্র বদেত্যুক্তোস্মিসাদরং।
তদাকর্ত্তুং বিভোরাজ্ঞামহং বক্তুং প্রবৃত্তিমান্ ॥ ২৩ ॥

সাদরমুপায়নাহরণোপগমনপ্রণতিপ্রার্থনাদ্যাদরসহিতং ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

বাল্মীকি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন হে মহারাজ! যখন ভরদ্বাজ আমাকে সাদরপূর্ব্বক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বিভু ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবারজন্য ভরদ্বাজকে কহিতে প্রবৃত্তমান হইলাম ॥ ২৩ ॥

শৃণুবৎস ভরদ্বাজ যথাপৃষ্টং বদামিতে।
শ্রুতেন যেন সম্মোহ মলং দূরে করিষ্যসি ॥ ২৪ ॥

সংমোহঃ আত্মতত্ত্বাপরিজ্ঞানং তদ্রূপং মলং পঙ্কং ত্বলমিতিবাচ্ছেদঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বৎস ভরদ্বাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা আমি যথার্থতঃ তোমাকে বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে তুমি শ্রবণ করহ, যাহা শ্রবণ করিলে

অজ্ঞান স্বরূপ মানসমলকে অর্থাৎ মনের মালিন্যকে তুমি দূরীকৃত করিতে সংপূর্ণ শক্তিমান হইবে॥ ২৪॥

তথাব্যবহরপ্রাজ্ঞ যথা ব্যবহৃতঃ সুখী।
সর্ব্বাসংসক্তয়া বুদ্ধ্যা রামোরাজীবলোচনঃ॥ ২৫॥

অসংসক্তয়ামিথ্যেতি নিশ্চয়াদনভিনিবিষ্টয়া॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! হে প্রাজ্ঞ! রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি দ্বারা যেরূপ ব্যবহার করিয়া সুখী হইয়াছিলেন, তুমিও বিজ্ঞতম বট, সেইরূপ ব্যবহার করহ॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—হে ভরদ্বাজ! তুমিও অনাসক্ত বুদ্ধিরদ্বারা তদ্রূপ ব্যবহার করিলে মানসমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ে পরিমুক্ত হইতে পারিবে॥ ২৫॥

লক্ষ্মণোভরতশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহামনাঃ।
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ সীতাদশরথস্তথা॥ ২৬॥

মহামনাঅপরিচ্ছিন্নবস্তুনিবেশাত্তথাবিধচিত্তঃ চকারাঃ পূর্ব্ববৎ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

লক্ষ্মণ, ও ভরত, ও শত্রুঘ্ন, ও কৌশল্যা, ও সুমিত্রা, ও সীতা এবং রাজা দশরথ॥ ২৬॥

কৃতাস্ত্রশ্চা বিরোধশ্চ বোধপার মুপাগতাঃ।
বশিষ্ঠোবামদেবশ্চ মন্ত্রিণোঽষ্টৌ তথেতরে॥ ২৭॥

কৃতাস্ত্রাবিরোধৌরামসখ্যৌবোধপারং চরমং বোধং যদুত্তরং বোদ্ধব্যান্তরাপরিশেষঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

কৃতাস্ত্র ও অবিরোধ এই দুই জন শ্রীরামের সখা; ইঁহারা দুইজনে ও উপরোক্ত সকলে বুদ্ধির পারগামী হইয়া বোধের সীমান্তে গমন করিয়াছিলেন। এবং বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি অষ্ট রাজ মন্ত্রী॥ ২৭॥

ধৃষ্টির্জয়ন্তোভাসশ্চ সত্যোবিজয় এবচ।
বিভীষণঃ সুষেণশ্চ হনুমানিন্দ্রজিত্তথা॥ ২৮॥

সত্যঃ যথার্থবক্তাইন্দ্রজিদাদয়ঃ অন্যএবসুগ্রীবামাত্যঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

বৃষ্টি, জয়ন্ত, ভাস, বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান, সত্য প্রভৃতি এই অষ্ট জন শ্রীরামের মন্ত্রী এবং এতদরিক্ত ইন্দ্রজিৎ সুগ্রীবামাত্য কয়েকজন ইঁহারাও সকলে * সমদর্শী, জিতেন্দ্রিয় অভিলাসশূন্য চিত্ত হইয়াছিলেন॥ ২৮॥

এতেষ্টৌমন্ত্রিণঃ প্রোক্তাঃ সমনীরাগচেতসঃ।
জীবন্মুক্তা মহাত্মানো যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তিনঃ॥ ২৯॥

অন্তঃ সমনীরাগচেতসঃ। বহিস্তুযথাপ্রারব্ধং প্রাপ্তমনুবর্ত্তমানাঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

এই অষ্টজন শ্রীরামের মন্ত্রী লোকবিখ্যাত, ইঁহারা সকলেই সকলেরপ্রতি সমভাব ও বিষয় বাসনাশূন্য, মহাপুরুষ ও জীবন্মুক্ত, মহাত্মা পদবাচ্য, বিধি বশতঃ প্রাপ্তি বিষয়ের লাভানুবর্ত্তী হয়েন, অর্থাৎ ইহাদিগের অন্তঃস্থ বৈরাগ্য, বাহ্যে বিষয়াসক্তের ন্যায় ব্যবহার॥ ২৯॥

এতৈর্যথাহুতং দত্তং গৃহীতমুষিতং স্মৃতং।
তথাচেদ্বর্ত্তসে পুত্র মুক্তএবাসিসঙ্কটাৎ॥ ৩০॥

হুতং দত্তমিতিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মোপলক্ষণং। স্মৃতমিতিউভয়গোচরঃ। গৃহীত-মুষিতমিতিতত্তৎকালোচিত লৌকিকসদ্ব্যবহারোপলক্ষণং। স্মৃতমিত্যুভয়গোচর-পূর্ব্বাপরপ্রতিসন্ধানোপলক্ষণং॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ।

হে পুত্র ভরদ্বাজ! ইহারা যেভাবে হোম, দান, গ্রহণ, বাস ও ইষ্টচিন্তনাদি শ্রুতি স্মৃতি বিহিত কর্ম্ম করিয়াছেন, তুমিও যদি তদ্রূপ ব্যবহার কর, তবে সংসার সঙ্কট হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৩০॥

---

* সমদর্শী পদে লাভালাভ মানাপমান হর্ষ দ্বেষ বিষাদাদি শূন্য।

অপারসংসার সমুদ্র পাতী লব্ধাপরাং মুক্তিমুদারসত্বঃ।
নশোকমায়াতি ন দৈন্যমেতি গতজ্বরস্তিষ্ঠতিনিত্যতৃপ্তঃ॥ ৩১ ॥

ইতি বাশিষ্ঠসূত্রপাতনিকোনাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২ ॥

মুক্তিং তত্ত্বনিশ্চয়াদন্তঃ সমরসত্বং,উদারসত্বং স্বীকৃতোৎকৃষ্টজ্ঞানবলঃ। ইষ্টবিয়োগজংদুঃখং শোকঃ দীনঃকৃপণস্তদ্ভাবোদৈন্যং তয়োর্মূলমভিমানসজ্বরঃ। সগতোযস্যনিরতিশয়ানন্দাত্মনাস্থিতঃ সনুনিত্যতৃপ্তঃ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে রামায়ণ সূত্রপাতনিকো
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

এই সংসাররূপ অপার ঘোরসমুদ্রে আপতিত উদারসত্ব অর্থাৎ সর্ব্ব দ্বন্দ্ব বিনির্মুক্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও পরমামুক্তিকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটে শোক দুঃখাদি আগমন করিতে পারে না, আগত হইলেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিভূত করিতে শক্ত হয় না। সর্ব্বচিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া সেই ব্যক্তি নিত্য আনন্দ রসে পরিতৃপ্ত থাকে॥ ৩১ ॥

এই যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে রামায়ণের সূত্রপাতনিক নামে
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২ ॥

——00——

তৃতীয় সর্গঃ।

দৃষ্টান্তর দ্বারা দৃশ্য মলমার্জ্জনের উপায় অর্থাৎ বাসনারূপ মনের মল ও তাহার ভেদলক্ষণ এবং শ্রীরামের তীর্থযাত্রাদি বিস্তারিতরূপে এই সর্গে বর্ণন করিতেছি।

ভরদ্বাজকে বাল্মীকি উপদেশ দিতেছেন যে রামাদি জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করহ, এই জীবন্মুক্তি স্থিতির অভিপ্রায় এবং রামেরও তৎপ্রাপ্তির ক্রমবর্ণন শ্রবণ দ্বারা ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসমান হইয়া বাল্মীকির নিকট প্রশ্ন করিতেছেন। যথা—(জীবন্মুক্তেতি)।

ভরদ্বাজউবাচ।

জীবন্মুক্তস্থিতিং ব্রহ্মন্ কৃত্বারাঘবমাদিতঃ।
ক্রমাৎকথয়মেনিত্যং ভবিষ্যামি সুখীযথা॥ ১॥

ণ্যসংমার্জনোপায়োবাসনাভেদ লক্ষণং। রামস্যতীর্থযাত্রাচ বিস্তরেণাত্রবর্ণ্যতে॥ যথারামাদয়োজীবন্মুক্তাব্যবহৃতবন্তস্তথাত্বং ব্যবহরেত্যুক্তোজীবন্মুক্তস্থিতিপ্রাপ্ত্যুপায়ং রামস্যতৎপ্রাপ্তিক্রমোপবর্ণনশ্রবণদ্বারৈব জিজ্ঞাসমানোভরদ্বাজঃপৃচ্ছতি জীবনমুক্তেতি। রাঘবমাদিতঃ কৃত্বাবর্ণ্যত্বেন প্রধানীকৃত্যজীবন্মুক্তস্থিতিং কথয়েতি সম্বন্ধঃ। অথরাঘবং ক্রমাজ্জীবনমুক্তস্থিতিং জীবনমুক্তাবস্থং কৃত্বাকল্পয়িত্বামে-আদিতঃ কথয় যথা যেন ক্রমেণাহং নিত্যসুখীভবিষ্যামীতি সম্বন্ধঃ। অথবারাঘবং সংবাদকথায়াং আদিতঃ প্রষ্টৃত্বেনবশিষ্ঠঞ্চবক্তৃত্বেনকৃত্বেত্যর্থঃ। তথাচজনকযাজ্ঞবল্ক্যৌকল্পয়িত্বাযথাশ্রুতিঃ স্বয়মেবসম্বাদকথয়াতত্ত্বং বোধয়তিতথাত্বমপিবোধয়েত্যর্থঃ তথাচাত্রতত্ত্বেনকল্পিতানাং দশরথাদীনাং পূর্ব্বরামায়ণেমূঢ়চর্য্যামুক্ত্যাভাবদর্শনে। নিত্যমুক্তস্যচ রামস্যতস্যতুমাভূদিত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধশাপনিমিত্তাত্তত্ত্বাদিবর্ণনেচনক্ষতিরনাদের্জীবস্যব্রহ্মাভেদ বোধনায়শ্রুতৌব্রহ্মণ এবকার্য্যোপাধি প্রবেশেনাগন্তুক জীবভাবকল্পনবদবিরোধোপপত্তেঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

ভরদ্বাজ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! হে গুরো! রামচন্দ্রের কথা প্রস্তাব করিয়া জীবন্মুক্তের লক্ষণ আমাকে উপদেশ করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া আমি নিত্য সুখী হইতে পারি॥ ১॥

অথবা। হে ঋষি বাল্মীকে! শ্রীরামচন্দ্রের আদ্যলীলাবধি বর্ণনাকে প্রাধান্য করতঃ জীবন্মুক্তের স্থিতি কহেন, কিম্বা, রঘুকুলোদ্ভব শ্রীরামের প্রথমাবধি জীবন্মুক্ত স্থিতিক্রমে জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত অবস্থা কহেন, অর্থাৎ রঘুনাথ যে প্রকারে ক্রমে জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনুক্রমে তাহা আমাকে বলুন, যৎশ্রবণে আমি নিত্য সুখে সুখী হইব। অথবা শ্রীরাম সংবাদ কথাতে অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্রীরাম শ্রোতা, বক্তৃত্বে বশিষ্ঠ ঋষিকে কল্পনা করিয়া যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, আমাকে তাহাই বলেন। এবং জনকসংবাদে, যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনিও তত্ত্বকথা আমাকে উপদেশদ্বারা বোধ দেউন্, অপর এতত্তত্ত্বে কল্পিত দশরথাদি প্রভৃতির মূঢ়চর্য্যা যাহা পূর্ব্ব রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত মুক্তির অভাব অনুভব হয়, পূর্ব্বরামায়ণে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। নিত্যমুক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সামান্য জীববৎ লীলা মাত্র, ইহাতে শাপ নিমিত্তত্ব সামান্য অজ্ঞলোকের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হওয়াতেও তাঁহার ঈশ্বরতা বিষয়ক বিশেষ ক্ষতি নাই, যেহেতু অনাদি জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ বোধ নিমিত্ত কার্য্য উপাধি প্রবেশদ্বারা আগন্তুক জীবভাবাপন্ন হয়েন, এই হেতুক ব্রহ্মের একত্ব সত্বেও বিবিধোপপত্তি হয়। অতএব আপনি সেই সন্দেহনিরাসন পূর্ব্বক যথার্থ তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন্॥ ১॥

ভরদ্বাজ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বিবক্ষমাণ বাল্মীকি প্রথমতঃ সুখ প্রতিপত্তির নিমিত্তে মুক্তি লক্ষণের স্বরূপ প্রকৃতি প্রদর্শন করাইতেছেন। যথা—(ভ্রমস্যেতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ভ্রমস্যজাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণংবরং॥ ২॥

এবং বাল্মীকিঃ পৃষ্টোলক্ষণস্বরূপসাধনফলৈর্জীবন্মুক্তিস্থিতিং বিস্তরেণবিবক্ষয়া প্রথমং সুখপ্রতিপত্তয়েমুক্তিলক্ষণস্বরূপেদর্শয়তিভ্রমস্যেতি। হেসাধোআকাশনৈল্যবদত্যন্তাসংভাবিতস্যজাগতস্যজগৎসম্বন্ধিনোহধ্যাসলক্ষণস্যভ্রমস্যতন্মূলাবিদ্যাবামনোচ্ছেদেনাপুনঃস্মরণং যথাভবতিতথাবিস্মরণং যথাতত্তদেববরং সর্ব্বোৎকৃষ্টংমুক্তিলক্ষণং স্বরূপঞ্চমন্যেপ্রমাণানুভবাভ্যাং নিশ্চিতবানস্মীত্যর্থঃ। যদ্যপিপরোক্ষজ্ঞানিনোপিসুষুপ্তৌনির্ব্বিকল্পসমাধৌদৃশ্যবিস্মরণমস্তি তথাপিতত্রাপুনঃ স্মরণং। অথবা-পুনঃ স্মর্য্যতে যেনান্তঃকরণেন তৎপুনঃ স্মরণং নবিদ্যতেপুনঃ স্মরণং যস্মিন্‌তত্তথাবিস্মরণং স্মরণাভাবঃদ্বৈতপ্রতিভাসমাত্রাভাবোপলক্ষণমেতৎ। অথবাবিস্মরণমিববিস্মরণংযথাবিস্মৃতবিষয়স্যসতোবানুভবস্য প্রতীতিস্তথাসত্যেচৈতন্যেদৃশ্যপ্রতীতিরি-

তার্থঃ। তর্হিকিং পরমার্থসত্যস্যৈবদৃশ্যস্য সাংখ্যাভিমতমুক্তাবিবপ্রতীতিমাত্রং তন্নেত্যাহভ্রমস্যেতি। অধ্যস্তস্যেত্যর্থঃ কথং তস্যভ্রমত্বং সংস্কারাজন্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহজাগতস্যেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বজগদ্ব্যবহারজন্য সংস্কারপরিনিশ্চিতস্যেত্যর্থঃ। নম্বতর্হিদোষজত্বাভাবান্নিরধিষ্ঠানত্বাচ্চনভ্রমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহআকাশবর্ণবজ্জাতস্যেতি যথাদূরত্বাদিনর্শদোষজত্বাদাকাশেবর্ণভ্রমঃ তত্ত্ববিদ্যাদোষাদ্ব্রহ্মণেজগদ্ভ্রমইত্যর্থঃ। তথাচাত্যন্তিকদৃশ্যোচ্ছেদস্তল্লক্ষণতদুপলক্ষিতচিন্মাত্রাবস্থিতিঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

বাল্মীকি কহিতেছেন। হে সাধো! হে ভরদ্বাজ! যেমন আকাশে অনিত্য নীলাদি বর্ণের স্থিতি ভ্রম জন্মে, তদ্রূপ জগতেও চিরস্থায়িত্ব ভ্রম হয়, তাহার কারণ কেবল অজ্ঞান মাত্র অর্থাৎ নশ্বর যে জাগতবস্তু এতদ্বোধের অভাবপ্রযুক্তই চিরস্থায়ী জ্ঞান হয়, অতএব জগতের পুনঃ পুনঃ স্মরণ না করিয়া একেবারে বিস্মরণ হওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তির লক্ষণ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—জগত ভ্রমপদে পরব্রহ্মে জগৎ রূপ ভ্রান্তি, যদ্রূপ স্বচ্ছ বিয়ন্মণ্ডলে নীলবর্ণাদি ভ্রম, তদ্রূপ পরব্রহ্মে জগৎ ভ্রমণ ইহার মূল অবিদ্যা। অতএব এই জগৎকে পুনঃপুনঃ স্মরণ যাহাতে না হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তি লক্ষণ। অর্থাৎ প্রমাণানুভবদ্বারা ইহাই নিশ্চিত রূপ অবধারণ করিতে হইবে, যে জগৎ ভুল আত্মাই সত্য। যদি বল এতাদৃশ বিস্তীর্ণ জগৎবস্তুকে কিরূপে বিস্মৃত হইতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে পরোক্ষ জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে সুষুপ্ত্যবস্থাতে দৃশ্য বস্তু মাত্রই বিস্মরণ হয়, তদ্রূপ এস্থানেও অপুনঃ স্মরণ হইতে পারিবে। দৃশ্যবস্তুতে সত্যবৎ প্রতীতি না করার নাম অপুনঃ স্মরণ, দ্বৈত প্রতিভাস রহিত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের নাম জগৎবিস্মরণ। আর চৈতন্যস্বরূপ সত্যে অপ্রতীতির নাম জগতের স্মরণ। এ অর্থে জগৎকে একপ্রকার ব্রহ্ম ভিন্ন বলা হইল, যে ব্যক্তি জগৎকে দেখে, সে তাঁহাকে দেখে না, যে সেই সত্যকে দেখে, সে এই অসত্য জগৎকে দর্শন করে না। এই তত্ত্বমস্যর্থে নিশ্চয় করিয়াছেন, "যে জীব সেই আত্মা" "যে আত্মা সেই জীব" সাংখ্যমতানুসারে মীমাংসা করিয়াছেন, যে, জগৎ মিথ্যা কেবল বৈষ্ণবীশক্তি প্রভাবে সত্যের ন্যায় প্রতীতি মাত্র। ফলিতার্থ ভ্রান্তি বশতঃ ব্রহ্মে জগৎ অধ্যাস হয়, ব্রহ্মভিন্ন জগৎ স্বতন্ত্র বস্তু নহে। যদি বল তবে এ ভ্রম হয় কেন? উত্তর। সংস্কারজন্য ভ্রমোৎপত্তি হয়, পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মাদিতে অনিত্যত্বপ্রযুক্ত জগদ্ব্যবহার করণজন্য সংস্কার জন্মিয়াছে, যে জগৎ সত্য, অর্থাৎ সত্যাত্মার দূরধিষ্ঠানজন্য জগতে সত্য ভ্রম হয়, যদ্রূপ নভোমণ্ডলের দূরত্বাধিষ্ঠান জন্য তাহাতে বর্ণ ভ্রম হয়। সেইরূপ অবিদ্যা দোষে সত্যের দূরধিষ্ঠানজন্য ব্রহ্মেতে

জগৎ ভ্রম হয়। মায়া দৃষ্টির অভাবে দৃশ্যোচ্ছেদ সম্ভাবনায় এই জগৎকে নির্ম্মল চিন্মাত্র রূপে দর্শন হয়। অতএব চিত্তে সত্যের উদয় করিয়া জগৎকে বিস্মৃত হওয়াই কর্ত্তব্য॥ ২ ॥

—আত্মার সত্যত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব শুদ্ধ স্বীয় অনুভব দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা দর্শন করাইয়াছেন। যথা—(দৃশ্যেতি)।

দৃশ্যাত্যন্তাভাববোধং বিনাত্রাতন্নুভূয়তে।
কদাচিৎ কেনচিৎ নায়ং স্ব বোধোন্বিষ্যতামতঃ॥ ৩।

মনোইত্যনেনৈতয়োঃ স্বানুভবেসিদ্ধত্বং দর্শিতং তর্হ্যস্মাভি র্নানুভূয়তে তত্রাহ দৃশ্যেতি। দৃশ্যস্যাত্যন্তা ভাববোধোবাধ স্তং বিনাতদুক্তং লক্ষণং স্বরূপঞ্চ। অননুভবশ্চকালতোদেশতশ্চ ব্যাপকত্বপ্রদর্শনায় কদাচিৎ কেনচিদিতি দৃশ্যবাধস্তর্হিকেন হেতুনাতমাহ স্ববোধইতি সর্ব্বজগদধিষ্ঠানপ্রত্যগভিন্নাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারাদেব স ইতিততস্তং সাক্ষাৎকারোহন্বিষ্যতাং উপায়েন সাধ্যতামিত্যর্থঃ॥ ৩॥

দৃশ্য পদার্থমাত্র কিছুই নাই, এমন জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন কালেই কোন ব্যক্তি আত্মানুভব করিতে পারিবে না, এই যে জগতের দর্শন হইতেছে ইহা সর্ব্বই মিথ্যা এ সমস্তই আত্মা, কেবল আত্মাই সকলের কারণ, অতএব উপায় সাধন দ্বারা যাহাতে আত্ম সাক্ষাৎকার করিতে পার, হে ভরদ্বাজ! তাহারই অন্বেষণা করহ॥ ৩॥

যদি বল এ ভ্রম নিবারণের উপায় কি? তদর্থে বাল্মীকি কহিতেছেন। যথা—(সচেতি)।

সচেহ সম্ভবত্যেব তদর্থমিদমাততং।
শাস্ত্রমাকর্ণয়তিচেত্তত্ত্বমাপ্স্যাসিনান্যথা॥ ৪॥

তর্হিতস্য ক উপায়স্তত্রাহ। সচেতি। ইহাস্মিনশাস্ত্রে অধিগতে সতীতিশেষঃ॥ আকর্ণয়সিচেৎ যাবত্তত্ত্বনির্ণয়মিতিশেষঃ॥ ৪॥

হে ভরদ্বাজ! আমি তাহার উপায় বিস্তার করিয়া বলিতেছি, যে এই মোক্ষ শাস্ত্রের অর্থ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিলে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপায় হইবে, নচেৎ কোন রূপেই জগতে ভ্রান্তি দৃষ্টির বাধ হইতে পারিবেক না, সেই নিমিত্তই আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করা, যদি তত্ত্ব নির্ণয় পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ শ্রবণ করহ, তবে তুমি নিশ্চয় তত্ত্বজ্ঞানোপায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে॥ ৪॥

অনন্তর দুই শ্লোকে তত্ত্বনির্ণয় করিয়া ভ্রম নিরাসোপায় কহিতেছেন। যথা—(জগদিতি)।

জগদ্ভ্রমোঽয়ং দৃশ্যোপি নাস্ত্যেবেত্যনুভূয়তে।
বর্ণোব্যোম্নইবাখেবদ্বিচারেণামুনানঘ ॥ ৫ ॥

উক্তমেবস্ফুটতরমাহ জগদিতিদ্বাভ্যাং। অমুনাএতদগ্রন্থোপদর্শিতেন ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে অনঘ! নির্দ্দোষ ভরদ্বাজ! যদিও আকাশের বর্ণাদি নাই বটে, তথাপি চাক্ষুষ ভ্রম বশতঃ নীলাদিবর্ণবৎ আকাশ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মিথ্যা হইলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবৎ জাগতী ভ্রান্তি থাকিবে, যখন এই মোক্ষশাস্ত্র বিচার করিবে, তখন তাহার অনুভব সিদ্ধ করিতে পারিবে যে জগৎ কিছুই নহে ॥ ৫ ॥

দৃশ্যং নাস্তীতিবোধেন মনসোদৃশ্যমার্জ্জনং।
সংপন্নং চেত্তদুৎপন্নাপরানির্ব্বাণনির্বৃতিঃ ॥ ৬ ॥

অনুভূয়তইত্যুক্তোঽনুভবঃ কিমাত্মচৈতন্যমেবউতান্যঃ। নতাবদন্যঃ চিদ্ব্যতিরিক্তস্যজড়তয়াচঅনুভবত্বাযোগাৎ। আত্মৈবচেৎ সপূর্ব্বমেবাসীতি কিং শাস্ত্রেণ-ইত্যাশঙ্ক্যাহ দৃশ্যমিতি। সত্যমাত্মৈবানুভবঃ তথাপ্যসৌদৃশ্যসহকৃতোনতদনুভবঃ কিন্তুমনসোবৃত্তিরূপেণাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারবোধেনাবিদ্যানাশাত্তদ্রূপানকদৃশ্যমার্জ্জনং দৃশ্যাং কালত্রয়েপিনাস্তীত্যেবং রূপং সম্পন্নং চেন্নিত্যসিদ্ধাত্মরূপাপিপরানির্ব্বাণ নির্বৃতিস্তস্মাত্তত্ত্বজ্ঞানাদুৎপন্নেবভবতীতি কেবলন্তদ্দ্বারা স্বরূপভূতোপ্যনুভবঃ শাস্ত্র ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

দৃশ্যবস্তুজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের আবরক হয়, বস্তুতঃ দৃশ্যজাত বস্তু কিছুমাত্রই নাই, পরিপূর্ণ আত্মাই সর্ব্বত্র ভাসমান আছেন, চিৎব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রই জড়, এই জ্ঞানসম্পন্ন হইলেই মায়া মার্জ্জন পুরঃসর পরমা নির্ব্বাণনির্বৃতি উৎপন্না হয় ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্যঃ।—আত্মা ভিন্ন বস্তু নাই, আত্মাই সকলের অগ্র ছিলেন, শ্রুতিপ্রমাণে আত্মাইসত্য, অনুভব সিদ্ধ হয়, এতন্মনোবৃত্তিরূপদ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বোধে অবিদ্যা নাশ হয়, সেই অবিদ্যা নাশে দৃশ্যরূপ ভ্রম মার্জ্জন হয়, অর্থাৎ ভূতভব্য ভবৎ কোন কালেই আর দৃশ্য ভ্রান্তি থাকে না। এবম্ভূত চিত্ত শুদ্ধি হইলেই নিত্যসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে পরানির্বৃতি যে নির্ব্বাণমুক্তি, তাহা জীবের প্রাপ্তি হয়, ইহাই মোক্ষ শাস্ত্রের ফল জানিবে ॥ ৬ ॥

মোক্ষশাস্ত্রোপদর্শিত উপায় দ্বারাই জীবের মুক্তি, অন্যান্যশাস্ত্রোপদেশে মুক্তি হয় না। ইহা জানাইবার জন্য এই উপদেশ করিতেছেন। যথা—(অন্যথেতি)।

অন্যথাশাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানাং কল্পৈরপিননির্বৃতিঃ॥ ৭॥

নম্নুশাস্ত্রান্তরোপদর্শিতোপায়ৈরেবমুক্তিঃ কিং নস্যাত্তত্রাহ অন্যথেতি। উক্তোপায়াপরিগ্রহেঅকৃত্রিমা অজন্যাজ্ঞানাদিরজ্ঞাঅজ্ঞানঃযেষাংঅনাত্মশাস্ত্রগর্ত্তেষুলুঠতাং রাগান্ধপতনহেতুগর্ত্তপ্রায় তত্তচ্ছাস্ত্রবোধিতোপায়ৈরৈহিকামুষ্মিক বিষয়াসক্ত্যাপ্রবর্ত্তমানানাং অতএবতদুপভোগায় পুনঃ পুনরিহ সংসারেভবতাং জন্মগৃহ্লতাং পুরুষাপসদানামনন্তৈব্র্হ্মকল্পৈরপিনির্বৃতি বিশ্রান্তিসুখং নাস্তি অনাদ্যজ্ঞানস্যজ্ঞানাতিরিক্তসাধন সহস্রৈরপ্যনির্বৃতেরিতিভাবঃ॥৭॥

অস্যার্থঃ।

এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র আলোচনা ভিন্ন অজ্ঞানান্ধকার পরিপূর্ণ অনাত্ম শাস্ত্ররূপ গর্ত্তে লুঠিত হইলেও প্রকৃত জ্ঞানরহিত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বহুকল্প শাস্ত্রালোচনাতেও * নির্বৃতি হয় না॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—হে ভরদ্বাজ! তোমরা অকৃত্রিমাজ্ঞ অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞানে আবৃত, বাসনা রূপ রজে অন্ধীভূতনেত্র, তোমরা মোক্ষোপায় পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া চিরকাল মহান্ধকার অনাত্ম শাস্ত্রগর্ত্তে লুঠিত হইয়াছ, বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়া কেবল ঐহিক আমুষ্মিক বিষয়ভোগে প্রবর্ত্তমান রহিয়াছ, উপভোগার্থ ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছ, অনন্ত ব্রহ্মকল্পাবসানেও তোমাদিগের বিশ্রান্তি সুখ নাই, অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্তসাধন সহস্রেও নির্বৃতি লাভ হইবেক না॥ ৭॥

উপসনাদির উপায়ান্তর সাধ্য যেসকল সালোক্যাদি মোক্ষ, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সকল প্রসিদ্ধ উপাসনাতেও কি জীবের নির্বৃতি হয় না? অর্থাৎ কখনই হয় না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অশেষেণেতি)।

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষইত্যুচ্যতেব্রহ্মন্‌সএববিমলঃক্রমঃ॥ ৮॥

---

* নির্বৃতি পদে, কর্ম্মসাধিত ফলে সুখসম্ভোগ জন্য ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ রূপ যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখের বিশ্রামের নাম নির্বৃতি।

যে শুদ্ধবাসনাভূয়ো নজন্মানর্থভাজনং।
জ্ঞাতজ্ঞেয়া স্ত উচ্যন্তে জীবন্মুক্তামহাধিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ফলেনসহপ্রস্তুতজীবন্মুক্তিসাশ্রয়েন লক্ষয়তি যইতি তথাচতত্ত্বজ্ঞান সুষ্টজন্মাঙ্কুর শক্তিকবাসনামাত্রধৃতশরীরত্বং জীবন্মুক্তলক্ষণং ফলিতং॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহাদিগের কেবল শরীরযাত্রা সিদ্ধির নিমিত্ত শুদ্ধ বাসনা মাত্র আছে, তাঁহাদিগকে মহামতি, জ্ঞাতজ্ঞেয় এবং জীবন্মুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কখনো জন্মরূপ অনর্থের পাত্রভূত হয়েন না॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভ্রষ্টাঙ্কুর বীজবৎ শরীর ধারণ নিমিত্ত নাম মাত্র বাসনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারদিগকে শরীরী, এই মাত্র বলা যায়, ফলে তাঁহাদিগের কৃতকর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত উত্তরকালে অবশিষ্ট কর্ম্মফল থাকে না। অর্থাৎ জীবন্মুক্তের এই লক্ষণ, যে ইহজন্মেই ইহজন্ম কৃত প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যায়॥ ১৫ ॥

অনন্তর বাল্মীকি ভরদ্বাজকে তৎসাধন নিরূপণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি সাধন প্রকার জানাইতে কহিতেছেন। যথা—(জীবন্মুক্তিপদমিতি)।

জীবন্মুক্তিপদং প্রাপ্তো যথারামোমহামতিঃ।
তত্তেহং শৃণুবক্ষ্যামি জরামরণ শান্তয়ে॥ ১৬ ॥

তৎসাধমনিরূপণং প্রতিজানীতেজীবন্মুক্তীতিতথাবিধং জীবন্মুক্তিপদং রামোযথাযেনসাধনক্রমেণপ্রাপ্ত স্তদ্বক্ষ্যামিজরামরণোপলক্ষিত সর্ব্বানর্থনিরৃত্তিস্তৎ ফলমিত্যর্থঃ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! মহামতি শ্রীরামচন্দ্র, যে প্রকারে জীবনন্মুক্তিপদকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জরামরণ শান্তির নিমিত্তে আমি তোমাকে সেই সাধন প্রকার বলিতেছি, শ্রবণ করহ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—যে প্রকারে সাধনাদ্বারা মহাবুদ্ধিমান শ্রীরামচন্দ্র জীবন্মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সাধনার ক্রম তোমাকে কহিতেছি, অর্থাৎ এ সাধনায় এই ফল, যে জন্ম জরা মরণাদি সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয়॥ ১৬ ॥

বাল্মীকি পূর্ব্ব উক্ত সকল সাধনফল স্ফুটীতকৃত করিয়া, কহিয়া অনন্তর শিষ্যবোধার্থ রামলীলা শ্রবণের ফলান্তর ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন। যথা।—(ভরদ্বাজেতি)।

ভরদ্বাজমহাবুদ্ধে রামক্রমামিমং শুভং।
শৃণুবক্ষ্যামিতেনৈব সর্ব্বং জ্ঞাস্যসি সর্ব্বদা॥ ১৭॥

উক্তার্থমেব স্ফুটয়নৃফলান্তরমাহ। ভরদ্বাজেতি একবিজ্ঞানেনসর্ব্ববিজ্ঞানমপিফলমিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! যে রামলীলা জীবের শুভদায়িনী হন সেই শুভা রাম কথা শ্রবণ করহ, আমি বিস্তার করিয়া কহিতেছি, যাহা শ্রবণে তুমি সর্ব্বতঃপ্রকারে সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে। অর্থাৎ এই রাম চরিত্র শ্রবণ করিলে মুক্তির উপায় সকলি জানিতে পারা যায়॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—যেমন এক বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞান ফল লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রীরামের পূর্ব্ব চরিত শ্রবণ করিলে উত্তর চরিতের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ব্ব রামায়ণাশ্রিত কথা সকল অধ্যাত্ম ঘটিতা বোধ যাহার হয়, তাহার আর উত্তর রামায়ণের ফলানুসন্ধান করিতে হয় না। যথা—"বেদ্যে পরে পুংসিরামে জাতে দশরথাত্মজে" ইত্যাদি উত্তর রামায়ণ বাক্যে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। বেদ বেদ্য পরমাত্মা রাম, ইঁহাকে জানিলে জীবের মুক্তি সুদুর্ল্লভা নহে। আত্মার শ্রবণ মননে মহামোহ মহাতম প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, তাহাতে মহামোহ মহাতমস্বরূপ রাক্ষসাধিপতি রাবণ কুম্ভকর্ণাদি বধ বিষয়কে স্বরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা জানিলেই মোক্ষ হয়॥ ১৭॥

বিদ্যাগৃহাদ্বিনিষ্ক্রম্য রামোরাজীবলোচনঃ।
দিবসান্যন্বয়গেহে লীলাভিরকুতোভয়ঃ॥ ১৮॥

বিদ্যাগৃহাদ্ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত গুরুকুলবাসাদ্বিনিষ্ক্রম্যেত্যর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যাস্থানগ্রহণোত্তরমিতিগম্যতেকুতোভয়ং তস্যসতথোক্তঃ॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্র, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া অনন্তর বিদ্যাগ্রহণোত্তর বিদ্যাগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা লীলা প্রসঙ্গে অকুতোভয়চিত্তে, গৃহস্থাশ্রমে অধিবাস করতঃ বহুকালযাপন করিয়াছিলেন॥ ১৮॥

প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামের রাজ্য পালন কালের কথা সংক্ষেপে কহিতেছেন। যথা—(অথেতি)।

অথগচ্ছতিকালেতু পালয়ত্যবনিং নৃপে।
প্রজাসু বীতশোকাসু স্থিতাসু বিগতজ্বরং॥ ১৯॥

বিগতজ্বরমিতি পৌরাআত্মজানাং প্রজানাং জ্বরাদিপীড়ানাস্তি কিং বাচ্যমন্যাঃ পীড়া নসন্তীতিদ্যোতনার্থং॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

কালক্রমে শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়া যখন পৃথিবীর পরিপালন করিয়াছিলেন, তখন প্রজাদিগের রোগ শোক জ্বরাদি কিছু মাত্র ছিল না॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—জ্বরাদি পীড়ার কথা কি? অন্য কোন পীড়াই ছিল না। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ইত্যাদি ত্রিতাপঘটিত উৎপাত মাত্র ছিল না, এবং বিগতজ্বর হইয়া, কুশলাবস্থায় সকল প্রজাই বাস করিয়াছিল॥ ১৯॥

তীর্থপুরাশ্রমশ্রেণী দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতং মনঃ।
রামস্যাভূদ্ভৃশংতত্র কদাচিদ্গুণশালিনঃ॥ ২০॥

রামস্য মনঃ তীর্থপুরাশ্রমশ্রেণী দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতমভূদিতি সম্বন্ধঃ পূর্ব্বশ্লোকস্থ-সপ্তম্যর্থান্তানামত্রৈবান্বয়ঃ নম্বধ্যাত্ম শাস্ত্রেঽস্মিন তীর্থযাত্রোপবর্ণনস্য বক্ষ্যমাণ মৃগয়োপবর্ণনস্যচ কঃ সম্বন্ধঃ নচ রামচরিত্রত্বাদেবাত্রোপবর্ণনং রামজন্মাদেরত্রৈব-বর্ণনীয়ত্বাপত্তেঃ পূর্ব্বরামায়ণবৈয়র্থ্যাচ্চেতি চেদত্রোচ্যতে কথোপায়াদ্বিচার্য্যোত্যত্র স্বস্ব বর্ণোচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিতচিত্তশুদ্ধির্ব্রহ্মবিদ্যাধিকারে উপযুজ্যত ইত্যুক্তং যস্য বয়োবিদ্যাদ্যা সংপত্ত্যাযজ্ঞাদ্যসম্ভাবনীয়ং তীর্থযাত্রাদিনাপি যজ্ঞাদিফলশুদ্ধ্যাধিকারঃ সিদ্ধ্যতি এতেভ্যোগানয়া যজ্ঞাস্তীর্থরূপেণনির্ম্মিতা ইতি বচনাদিতি সূচনায়তীর্থ-যাত্রোপবর্ণনং অতএবহি ন রামং বৃদ্ধবয়স্কং পরিকল্প্যাত্মজিজ্ঞাসোপবর্ণনং কৃত মুক্তার্থ সূচনাপত্তেঃ মৃগয়োপবর্ণনংতু দৃষ্টকৌতুকদর্শনোৎকণ্ঠায়ামপ্যাত্ম জিজ্ঞাসা-প্রতিবন্ধকত্বাদযদিতৎ কৌতুকানুভবমন্তরেণ সোৎকণ্ঠানাপৈতি তর্হিতদনুভূয়ৈব বা-তদসারতানিশ্চয়েনতদুৎকণ্ঠাময়োজনিঃ প্রত্যূহং শ্রবণাদিপ্রতিষ্ঠোভবেদিতিশিষ্য-বোধনার্থমিতিসর্ব্বং সমঞ্জসং॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

কদাচিৎ কোন এক সময়ে সর্ব্ব গুণনিধি শ্রীরামচন্দ্রের মন, তীর্থ, পুরী, দেবায়তন এবং সিদ্ধাশ্রমাদি সকল সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল॥ ২০॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই আপত্তি হয়, যখ আত্মতত্ত্ব বোধার্থ এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র প্রকাশে বাল্মীকি শ্রীরামের তীর্থযাত্রা উপবর্ণন এবং মৃগয়াদি উপবর্ণন কেন করেন? বিশেষতঃ তাহার সহিত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সম্বন্ধই বা কি? তদুত্তর, পূর্ব্বে কথোপাখ্য পূর্ব্বরামচরিত্র বর্ণনাদিতে যেসকল রামলীলা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিফল নহে, এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি কারণ চিত্তশুদ্ধি, কিন্তু বিনা যাগ যজ্ঞাদি অগ্নিহোত্র কর্ম্ম, এবং স্বস্ববর্ণোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, শ্রীরাম ক্ষত্রিয়বর্ণ, একারণ স্বধর্ম্ম রক্ষণার্থে মৃগয়াদি করিয়াছেন, যজ্ঞাদি সাধনে বয়স, বিদ্যা সম্পত্তির অপেক্ষা করে, সুতরাং শ্রীরামের বাল্যাবস্থায় যজ্ঞাদির অধিকার পিতৃসত্ত্বে সম্ভাবনা নাই, এজন্য বেদোক্ত (অনাশকায়ন অরণ্যায়ন তীর্থ দর্শনস্পর্শন অগ্নিহোত্রাদি সর্ব্বএবযজ্ঞঃ।) বেদবাক্যে তীর্থাদি দর্শনে সর্ব্ব যজ্ঞফল সিদ্ধি হয়, এ বিধায় রঘুনাথ তীর্থপর্য্যটনে মন করিয়াছিলেন। যথা—(যজ্ঞাস্তীর্থরূপেণ নির্ম্মিতাঃ। ইতিশ্রুতিঃ।) যজ্ঞ সকল ঈশ্বরকর্ত্তৃক তীর্থরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শাস্ত্র প্রমাণে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানাঙ্গ বলিয়া শ্রীরামের তীর্থযাত্রার উপবর্ণন করেন, অথবা শ্রীরাম যৌবনকালে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হওয়াতে বৃদ্ধতর গুরুগণেরা তাঁহার উদাসীনতা দৃষ্টে তৎপ্রতি বিমতাচরণ করিতে পারেন, এই উৎকণ্ঠায় শ্রীরাম বাহ্যে ভাক্তরূপে কৌতুক দর্শনোৎকণ্ঠা জানাইয়াছিলেন, এবং স্বজাতিবৃত্তি রক্ষার্থ মৃগয়াও করিয়াছিলেন, অথবা তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুগণে পাছে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের ও যাগ যজ্ঞ তীর্থ দর্শনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, এজন্য শিষ্য বোধার্থ স্বধর্ম্মের দৃঢ়তা জানাইয়া সাবধান করিয়া গিয়াছেন।। ২০ ।।

রাঘবশ্চিন্তয়িত্বৈব মুপেত্যচরণৌ পিতুঃ।
হংসঃ পদ্মাবিবনরৌ জগ্রাহ নখকেশরৌ।। ২১ ।।

রাঘবএব উপযুক্তমর্থং চিন্তয়িত্বাপিতুঃ চরণৌজগ্রাহজীবৎপিতৃকস্যপিতৃসন্নিধৌ পিত্রাজ্ঞাপূর্ব্বমেব ধর্ম্মাধিকারাদিতিভাবঃ।। ২১ ।।

অস্যার্থঃ।

রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজহংস পদ্ম দুইটিকে গ্রহণ করিলে মনুষ্যের যাদৃশ শোভা হয়, তাদৃশ শোভা করিয়া পিতার চরণযুগলে পতিত হইয়া পাদদ্বয় হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিলেন।। ২১ ।।

তাৎপর্য্য।—রাজা দশরথের চরণদ্বয় হংস পদ্মের ন্যায়, অর্থাৎ চরণদ্বয় পদ্মাকার, নখ সকল হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, শ্রীরাম করদ্বয়ে পদ্ম কেশর স্বরূপ পিতার

পদাঙ্গুলী সকল ধারণ করিলেন, তাহাতেই তাদৃশ শোভা হইল, যাদৃশ একত্র হংস পদ্মদ্বয় ধারণে নর সুশোভিত হয়॥ ২১ ॥

অথবা, জীবমাত্রের উচিত, জীবিত পিতা সত্বে, তদাজ্ঞা ব্যতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেনা, সুতরাং যাহার যে কিছু ধর্ম্মাচরণ করিতে বাঞ্ছা হইলে, পিতার নিকট গিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইবে তবে তাহার তৎকর্ম্মের অধিকার হয়, তদ্ভিন্ন অধিকার নাই, বলপূর্ব্বক অধিকার করিলে তৎকর্ম্ম বিফল হয়, কেননা পিতা হইতে প্রাপ্ত এই দেহ, ইহাতে পিতার সর্ব্বতঃপ্রকারে অধিকার, সুতরাং পিতা বিদ্যমানে পুত্রের স্বীয় দেহেও অধিকারাভাব। ইহাই মূঢ়তম লোকদিগকে জানাইয়াছেন॥ ২১ ॥

শ্রীরামচন্দ্র উপযুক্ত অর্থ চিন্তা করিয়া পিতৃ আজ্ঞা লইবার নিমিত্ত পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন, অর্থাৎ জীবৎ পিতৃক ব্যক্তি পিতার নিকট গিয়া তদাজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকল সমাচরণ করিবেন, একারণ শ্রীরাম পিতার অনুমতি লইবার নিমিত্ত কহিতেছেন। যথা—(তীর্থানীতি)।

শ্রীরামউবাচ।

তীর্থানিদেবসদ্মানি বনান্যায়তনানিচ।
দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতং তাত মমেদংনাথমানসং॥ ২২ ॥

নাথেতিস্বস্যপারতন্ত্র্যসূচনার্থকং॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে পিতঃ! হে নাথ। তীর্থাদি ও দেবালয়াদি এবং বন, উপবন, পুণ্যাশ্রমাদি সকল সন্দর্শন করিতে, আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে॥ ২২ ॥

তদেতামর্থিতাং পূর্ব্বাং সফলাং কর্ত্তুমর্হসি।
নসোস্তিভুবনে নাথ ত্বয়াযোর্থীনমানিতঃ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বাং প্রাথমিকীং নমানিতঃ অভিলষিতার্থসম্পাদনেনতোষিতঃ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নাথ! হে মৎ প্রতিপালক! আপনি আমার এই প্রাথমিক অভিলাষ সকল সফল করিতে যোগ্য হউন। হে পৃথিবীপতে! এতদ্ভুবন মধ্যে এমন ব্যক্তি কেহই

নাই যে, আপনি তাহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন নাই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছে, তোমা কর্ত্তৃক তাহার সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে॥ ২৩॥

ইতি সংপ্রার্থিতো রাজা বশিষ্ঠেন সমংতদা।
বিচার্য্যামুঞ্চদেবৈনং রামং প্রথমমর্থিতং॥ ২৪॥
শুভেনক্ষত্রদিবসে ভ্রাতৃভ্যাং সহরাঘবঃ।
মঙ্গলালঙ্কৃত বপুঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোদ্বিজৈঃ॥ ২৫॥
বশিষ্ঠপ্রহিতৈর্বিপ্রৈঃ শাস্ত্রজ্ঞৈশ্চ সমন্বিতঃ।
স্নিগ্ধৈঃ কতিপয়ৈরেব রাজপুত্রবরৈঃ সহ॥ ২৬॥
অম্বাভির্বিহিতাশীর্ভিরালিঙ্গালিঙ্গ ভূষিতঃ।
নিরগাৎস্ব গৃহাত্তস্মা তীর্থ যাত্রার্থমুদ্যতঃ॥ ২৭॥

অমুঞ্চদেবনপত্রবিশ্লেষদুঃখানাস্থমেনে॥ ২৪॥ ২৫॥ ২৬॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামচন্দ্র রাজার নিকট এই রূপ প্রার্থনা করিলে পর, রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ঋষির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথম অর্থিত অর্থাৎ রাজার অভিনব আদেশাভিলাষি রামচন্দ্রকে, রাজা তীর্থ দর্শনার্থে অনুমতি প্রদান করিলেন॥ ২৪॥

শ্রীরামচন্দ্র, ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা কৃত স্বস্ত্যয়ন হইয়া, শুভক্ষণে, শুভনক্ষত্রে, শুভ দিনে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মঙ্গলসূচক অলঙ্কারাদি ধারণ করিলেন॥ ২৫॥

অনন্তর বশিষ্ঠকর্ত্তৃক প্রেরিত সুপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণবর্গের সহিত ও স্নিগ্ধ স্বভাব এমত কতকগুলিন সমবয়স্ক রাজপুত্রের সহিত একত্রিত হইয়া॥ ২৬॥

মাতৃগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও তাঁহাদিগের চরণরজে ভূষিত কলেবর হইয়া তীর্থযাত্রার্থ উদ্যত রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র, মাতৃগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ অযোধ্যা নগরী হইতে বহির্গত হইলেন॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—পুত্রপ্রিয় রাজা দশরথ কখন রামবিশ্লেষ দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু এসময় রাম বিশ্লেষ দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই গ্রহণ না করিয়া বিদায় দিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে এক্ষণে শ্রীরাম কৃতি হইয়াছেন, তীর্থদর্শনচ্ছলে স্ববিষয়

অবলোকন করিতে চলিলেন, সুতরাং তাহাতে রাজা হর্ষমনা হইয়া রামকে বিদায় করিলেন ॥ ২৭ ॥

নির্গত্য স্বপুরাৎ পৌরৈ স্তূর্য্যঘোষেণবাদিতঃ।
পীয়মান পুরস্ত্রীণাং নেত্রৈর্ভৃঙ্গৌঘভঙ্গুরৈঃ ॥ ২৮ ॥

ভৃঙ্গৌঘভঙ্গুরৈর্ভ্রমরসমূহবচ্চঞ্চলৈঃ অর্থাৎ কুসুমেম্বিবতে। ইতিগম্যতে ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামের স্বরাজধানী হইতে বহির্নির্গমনকালে পুরবাসি জনগণেরা তুরী ভেরী প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য সকল বাজাইতে লাগিলেন এবং অযোধ্যাবাসিনী কুলবধূগণ সকল মধুকরনিকর ন্যায় চঞ্চলনয়নদ্বারা রামচন্দ্রের বদনারবিন্দের শোভারূপ মধুরিমা পান করিতে উৎসুকা হইয়া পুরী হইতে বহির্দ্বারে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

তীর্থ গমনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকোপরি কামিনীগণেরা মঙ্গলসূচক লাজ বর্ষণ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (গ্রামীনেতি)।

গ্রামীনললনালোল·হস্ত পদ্মায়নোদিতৈঃ।
লাজবর্ষৈর্বিকীর্ণাত্মা হিমৈরিব হিমাচলঃ ॥ ২৯ ॥

অয়নোদিতৈঃ প্রেরিতৈঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হিমালয় যেমন হিমসমূহ বর্ষণদ্বারা শোভাযুক্ত হন, অযোধ্যাবাসিনী বধূগণের চঞ্চল করকমলক্ষিপ্ত লাজ বর্ষণদ্বারা রাম শরীরও সেইরূপ বিকিরণে আকীর্ণ হইয়া সুশোভিত হইল ॥ ২৯ ॥

আবর্জয়ন্ বিপ্রগণান্ পরিশৃণ্বন্ প্রজাশিষঃ।
আলোকয়ন্ দিগন্তাশ্চ পরিচক্রাম জঙ্গলান্ ॥ ৩০ ॥

আবর্জয়নদানমানাদিনাবশীকুর্ব্বন্‌জঙ্গলান্যেবজঙ্গলাজীর্নারণ্যানি ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

সম্মানপূর্ব্বক দানে ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিয়া ও প্রজাবর্গের আশীর্ব্বাদ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে করিতে শ্রীরাম বন দর্শনার্থে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

অথারভ্যস্বকাত্তস্মাৎ ক্রমাৎ কোশলমণ্ডলাৎ।
স্নান দান তপো ধ্যান পূর্ব্বকং সদদর্শহ ॥ ৩১ ॥

দদর্শহইত্যস্যপাবনাশ্রমাং শ্চ্ভাং শ্চ্ভানিত্যন্তে সর্ব্বত্রসম্বন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় রাজধানী অযোধ্যাবধি দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্নান দান ধ্যান তপস্যাদি পূর্ব্বক ঋষিদিগের পুণ্যাশ্রম সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৩১ ॥

অর্থাৎ সপ্ত মোক্ষপুরীর মধ্যে অযোধ্যা পরিগণনীয়া, সুতরাং তদ্দর্শন প্রথমেই করিলেন॥ ৩১ ॥

নদীতীরাণি পুণ্যানি বনান্যায়তনানিচ।
জঙ্গলানি জনান্তেষু তটান্যব্ধি মহীভৃতাং॥ ৩২ ॥

আয়তনানিদেবপুণ্যাযতনানিজনান্তেষুলক্ষণয়াজনপদান্তেষু॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

এইরূপ লোকালয় পুণ্য নদীতীর ও বন, উপবন, দেবায়তন, প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া লোকালয়ের পর, সমুদ্রতীরস্থ নদী পর্ব্বত অরণ্যাদির শোভা সন্দর্শন করিয়া চলিলেন॥ ৩২ ॥

মন্দাকিনী মিন্দুনিভাং কালিন্দীচোৎপলামলাং।
সরস্বতীং শতদ্রুঞ্চ চন্দ্রভাগামিরাবতীং॥ ৩৩ ॥
বেণীঞ্চ কৃষ্ণবেণাঞ্চ নির্বিন্ধ্যাং সরযূন্তথা।
চর্ম্মণ্বতীং বিতস্তাস্তু বিপাশাং বাহুদামপি॥ ৩৪ ॥

বেণীং কেরলাং কৃষ্ণবেণীং কৃষ্ণয়াসংভিন্নাং তাং॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণা গঙ্গা, উৎপলের ন্যায় শোভাবিশিষ্টা যমুনা, নির্ম্মলজলা সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী॥ ৩৩ ॥

গঙ্গা যমুনার মিলন স্থান ত্রিবেণী ও নির্বিন্ধ্যা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, বিপাশা, বাহুদা অর্থাৎ এই সকল পুণ্যনদীকে ক্রমে দর্শন করিয়া চলিলেন॥ ৩৪ ॥

প্রয়াগং নৈমিষঞ্চৈব ধর্ম্মারণ্যঙ্গয়াস্তথা।
বারাণসীং শ্রীগিরিঞ্চ কেদারং পুষ্করং তথা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীগিরিং শ্রীশৈলং ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, ধর্ম্মারণ্য, গয়া, বারাণসী, শ্রীশৈল, কেদার, পুষ্কর ॥ ৩৫ ॥

মানসঞ্চ ক্রমসর স্তথৈবোত্তরমানসং।
বড়বাবদনঞ্চৈব তীর্থং বিন্ধ্যং সসাগরং ॥ ৩৬ ॥

ক্রমপ্রাপ্তংসরঃ বড়বাবদনং হয়গ্রীবতীর্থং ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

মানস সরোবর, ক্রমপ্রাপ্ত সর, উত্তর মানস সরোবর ও বড়বাবদন অর্থাৎ জলস্থ অগ্নিবদন তীর্থ, হয়গ্রীব তীর্থ ও বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং সাগর ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য।—তীর্ব্বত দেশস্থ ব্রহ্মার মানস সরোবর, তাহার উত্তর কুরুবর্ষে উত্তর মানস সরোবর, চন্দ্রশেখর জলস্থ অগ্নিতীর্থকে বড়বাবদন বলে অর্থাৎ তৎ-পর্ব্বতোপরি চন্দ্রনাথ ও বড়বা কুণ্ড আছে। বিন্ধ্য পর্ব্বতস্থ তীর্থ সকল অর্থাৎ যোগ মায়া ভোগমায়া দর্শন এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম কপিলাশ্রম, ইত্যাদি দক্ষিণে পঞ্চাপ্সর সরঃ তাহার নাম ক্রমপ্রাপ্ত সরোবর ॥ ৩৬ ॥

অগ্নিতীর্থং মহাতীর্থ মিন্দ্রদ্যুম্ন সরস্তথা।
সরাংসি সরিতশ্চৈব তথানদ হ্রদাবলীং ॥ ৩৭ ॥
স্বামিনং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ শালগ্রাম হরিং তথা।
স্থানানিচ চতুঃষষ্টি হরেরথ হরস্যচ ॥ ৩৮ ॥

মহাতীর্থমিতীন্দ্রদ্যুম্নসরোবিশেষণং ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

অগ্নিতীর্থ জ্বালা মুখী প্রভৃতি ও মহাতীর্থ পুরুষত্তমস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এবং অন্যান্য নদ নদী হ্রদ শ্রেণী। ৩৭ ॥

কার্ত্তিকেয় স্বামীতীর্থ, শালগ্রাম তীর্থ অর্থাৎ পুলহাশ্রম গণ্ডকী তীর্থ, আর হরির এবং হরের চতুঃষষ্টি স্থান দর্শন করিয়া চলিলেন ॥ ৩৮ ॥

নানাশ্চর্য্য বিচিত্রাণি চতুরব্ধিতটানিচ।
বিন্ধ্যমৎ হরকুঞ্জাংশ্চ কুলশৈলস্থলানিচ ॥ ৩৯ ॥

কুঞ্জান্‌লতান্‌লতাগৃহান্‌কুলশৈলাহিমধদাদ্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ।

নানাপ্রকার আশ্চর্য্য বিচিত্র স্থান এবং পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে চতুঃসাগর তীরস্থ তীর্থ, বিন্ধ্যমান ও হরকুঞ্জ অর্থাৎ হিমালয়স্থ মহাদেবের লতাবিতান বিহার গৃহ প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পৃথিবীর চারিদিকে যত তীর্থ, আর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারি সাগরকূলের যত তীর্থ, দর্শন করিলেন, ইহাতে বোধ হইল যে সমস্ত স্বম্বুদ্বীপ মাত্র প্রদক্ষিণ করিলেন। কুলশৈলপদে সুমেরু হিমালয় প্রভৃতি অষ্টকুলাচল, যথা। (সুমেরুশ্চৈব কৈলাসং মলয়ঞ্চ হিমালয়ং। উদয়ঞ্চ তথাস্তঞ্চ সুবেলং গন্ধমাদনং ॥ ইতি।) সুমেরু, কৈলাস, হিমালয়, মলয়, উদয়, অস্ত, সুবেল, গন্ধমাদন, এই অষ্ট কুল পর্ব্বত ॥ ৩৯ ॥

রাজর্ষীণাঞ্চমহতাং ব্রহ্মর্ষীণাং তথৈবচ।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাবন্নানাশ্রমাং শুভান্ ॥ ৪০ ॥

চকারোহনুক্তত্তৎস্থানসমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজর্ষিদিগের, ব্রহ্মর্ষিদিগের, দেবতাদিগের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ বর্গের শুভ পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

অর্থাৎ।—পুনঃ২ চকার প্রয়োগ করাতে বলা হইল, যাহা অনুক্ত হইল, তাহাও দর্শন করিলেন, ইত্যর্থে কোন তীর্থই অপেক্ষা থাকিল না ॥ ৪০ ॥

ভুয়োভুয়ঃ সবভ্রাম ভ্রাতৃভ্যাং সহমানদঃ।
চতুর্ষ্বপিদিগন্তেষু সর্ব্বানেব মহীতটান্ ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বদৃষ্টানামপিপরাবৃত্তৌসন্নিহিতানাং কৌতুকান্মহিমাতিশয় প্রকটনায়বাভূয়োভূয়োগমনং ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্বসম্মানদাতা শ্রীরাম, দুইভ্রাতার সহিত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের স্থান সকল পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কৌতুকে পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করিলেন ॥ ৪১ ॥

অমরকিন্নরমানবমানিতঃ
সম্যগবলোক্য মহী মখিলামিমাং।
উপাযযৌস্বগৃহং রঘুনন্দনো
বিহৃত্যাদিক্ শিব লোকমিবেশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে তীর্থযাত্রা প্রকরণং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

তত্রতত্রসন্নিহিতৈরমরাদিভির্মানিতঃ পূজিতো রঘুনন্দনঃ অখিলাং জম্বুদ্বীপান্বিকাং মহীং সম্যগবলোক্যস্বগৃহমযোধ্যামুপাযযাবিতিসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরঃশিবঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে রামতীর্থযাত্রা প্রকরণং
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরাম যেখানে যেখানে গমন করিলেন সেই খানে সেই খানেই দেব কিন্নর ও নরগণের পূজিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যেমন সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করতঃ দেব দেব মহাদেব দেবাদির পূজিত হইয়া কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রও সম্যক্ মহী পর্য্যটন করিয়া দেবাদির পূজিত হইয়া অযোধ্যায় পুনরাগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

এই যোগবাশিষ্ঠে শ্রীরামের তীর্থপর্য্যটন নামে তৃতীয় সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৩ ॥

—co—

চতুর্থ সর্গঃ।

অনন্তর চতুর্থ সর্গে তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত শ্রীরামচন্দ্রের আখেট চরিত্র ব্যবহার ও সুহৃৎদিগের আনন্দ প্রকাশ, উপবর্ণন করিতেছেন।—যথা (রামইতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

রামঃ পুটাঞ্জলিব্রাতৈ র্বিকীর্ণঃ পুরবাসিভিঃ।
প্রবিবেশগৃহং শ্রীমানজয়ন্তোবিষ্টপং যথা ॥ ১ ॥

তীর্থযাত্রাগতস্যাত্র সুহৃদানন্দনং গৃহে। রামস্যাখেটচর্য্যাদি ব্যবহারশ্চবর্ণ্যতে॥ রামইতিব্রাতৈঃ সমূহৈঃ মঙ্গলাচারার্থং বিকীর্ণঃ বিষ্টপং ত্রিবিষ্টপং নামৈকদেশে নামগ্রহণাৎ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

বাল্মীকি ভরদ্বাজকে কহিতেছেন। হে বৎস হে ভরদ্বাজ! মঙ্গলাচারার্থে পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক লাজপুষ্প অক্ষতাদি বিকীর্ণ সকল বিকীরিত হইতে লাগিল, শ্রীমান্ রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে পুরবাসিবর্গ বেষ্টিত হইয়া, তদ্রূপ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন, যদ্রূপ স্বর্গে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবগণে বেষ্টিত হইয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করেন॥ ১ ॥

প্রননামাথপিতরং বশিষ্ঠং ভ্রাতৃবান্ধবান্।
ব্রাহ্মণান্ কুলবৃদ্ধাংশ্চ রাঘবঃ প্রথমাগতঃ॥ ২ ॥

প্রথমাগতঃ প্রথমং প্রবাসাদাগতঃ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রবাস হইতে আগমন করিয়া পুর প্রবেশানন্তর, রামচন্দ্র প্রথমতঃ পিতা দশরথ ও বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এবং বংশ প্রধান ভ্রাতৃবর্গ ও প্রাচীন বন্ধুবর্গকে যথা যোগ্য সংভাষণ দ্বারা পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন॥ ২ ॥

নম্নুউপাসনাদ্যুপায়ান্তরসাধ্যাঃ সালোক্যাদয়োঽন্যেপিমোক্ষাঃ প্রসিদ্ধাস্তৈস্তেষাং কথং ননির্ব্বৃতিস্তত্রাহ অশেষেণেতি। বাসনানাংজন্মবীজানাং অশেষেণ যঃ পরিত্যাগঃ মূলোচ্ছেদেনাত্যন্তোচ্ছেদঃসমুখ্যোমোক্ষঃ মুচধাতোর্ব্বন্ধনিবৃত্তৌরূঢ়ত্বাদ্বাসনানামেব মুখ্যবন্ধত্বাৎ সালোক্যাদৌতদভাবান্মোক্ষশব্দোগৌণ ইতি সমুখ্যএব বিমলৈর্ব্বিগতা বিদ্যাদিমলৈঃ ক্রম্যতে নান্যঃ কর্ম্মভিরুপাসনৈঃ স্মরণাদিভিশ্চদিনেদিনে চিত্তবৈমল্যমেব সর্ব্ববাসনাক্ষয়াস্তং সাধনক্রমোযস্যতথাবিধইতিবার্থঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! কেবল বাসনাই সংসারবন্ধনের মূল কারণ, সেই বাসনার যে অত্যন্তাভাব তাহাকেই উত্তম মোক্ষ বলে, তাহার ক্রম অতি নির্ম্মল হয়॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থঃ।—জীবের জন্মবীজ স্বরূপা বাসনা, তাহার পরিত্যাগে জন্মবীজ ভ্রষ্ট হয়, বীজভ্রষ্টে তাহার আর পুনঃপ্ররোহ হয় না। কেননা মূলচ্ছেদনে তাহারও ছেদন হইয়া যায়। সালোক্যাদিকে যে মোক্ষ বলিয়া কহিয়াছেন, সে গৌণ কল্প, নির্ব্বাণ মোক্ষই মুখ্যকল্প হয়। অর্থাৎ মুচ ধাতুর অর্থ বন্ধন নিবৃত্তিতে বর্ত্তে, যেহেতু বাসনাই জীবের মহা বন্ধন, কিন্তু সালোক্যাদিতে বাসনা নিবৃত্তির অভাব, সুতরাং সালোক্যাদিকে গৌণকল্পে ধৃত করিয়াছেন, সালোক্যাদিতে কিঞ্চিৎকাল দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে, বস্তুতঃ অবিদ্যামল বিগতকরণ ব্যতীত অন্য কর্ম্ম উপাসনা দ্বারা নির্ব্বাণ নির্বৃতি হয় না, অনুদিন ভগবৎ স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই বাসনা ক্ষয় পায়, বাসনা ক্ষয়েই জীবের মোক্ষ হয়। ইহাই নির্ব্বাণ সাধনোপক্রম জানিহ॥ ৮ ॥

যদি এমন সংশয় হয়, যে বাসনাক্ষয়ে মানস মল মার্জন হয়। কিন্তু মনের নাশ হয় না, মনসত্বে পুনর্ব্বার বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে, তন্নিরাসার্থে কহিতেছেন যথা—(ক্ষীণায়ামিতি।)।

ক্ষীণায়াং বাসনায়ান্তু চেতোগলতিসত্বরং।
ক্ষীণায়াং শাতসন্তত্যাং ব্রহ্মন্ হিমকণোযথা॥ ৯ ॥

নম্নুবাসনাপগমেপিতদ্ধেতোর্মনসঃসত্বাৎ পুনর্ব্বাসনাউৎপৎস্যতে ততো বন্ধোপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। ক্ষীণায়ামিতি। মনসোবাসনা পুঞ্জরূপত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

বাসনা ক্ষয় হইলেই বাসনা পুঞ্জরূপ মানস মল নাশে মনেরও নাশ হয়।

হে ব্রহ্মন্! হে ভরদ্বাজ! যেমন শীতসন্ততি ক্ষয়ে অর্থাৎ অতীত শীতে হিমলেশও অতীত হইয়া যায়, সেইরূপ বাসনাক্ষয়ে মনও স্তম্ভিত হয়॥ ৯॥

যদি কেহ এমত আশঙ্কা করে, যে মন নাশ হইলেও স্থূল দেহবন্ধের স্থিতি হয়। তদাশঙ্কা নিরাস করিয়া কহিতেছেন। যথা—(অয়মিতি)।

অয়ংহি বাসনাদেহো ধ্রিয়তে ভূতপঞ্জরঃ।
তন্নুনা[illegible]নির্বিষ্টেন মুক্তৌঘস্তন্তুনা যথা॥ ১০॥

মনসিনষ্টেপি স্থূলদেহএববন্ধঃ স্থাস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ। অয়মিতিভূতপঞ্জরোভূত সমুদায়াবদ্ধঃ ভূতপ্রাণিপক্ষিণাপঞ্জরস্থানীয়ো বা। তথাচবাসনাক্ষয়ে সোপিনিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

এই বাসনাপুঞ্জদ্বারা স্থূল দেহোৎপত্তি হয়। সুতরাং বাসনাপুঞ্জ ক্ষয় হইলেই স্থূল দেহের নিবৃত্তি। অর্থাৎ এই ভূত পঞ্জর স্থূল দেহ, পঞ্চভূত শলাক সমষ্টি বাসনারূপ তন্তুতে আবদ্ধ, দেহকে বাসনাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, বাসনাক্ষয়ে সুতরাং তাহার বন্ধন শৈথিল্য হয়। যদ্রূপ পঞ্জরস্থ পক্ষী তন্তুচ্ছেদ করতঃ পঞ্জরের শলাকাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহা হইতে পলায়ন করে, তদ্রূপ বাসনাভূত ক্ষয়ে ভূতপঞ্জর স্থূল দেহের বন্ধনও নিবৃত্তি হয়॥ ১০॥

এবং উপোদ্ঘাত দ্বারা মুক্তির বর্ণন করিয়া, অনন্তর জীবন্মুক্তির প্রকার বলিতেছেন। যথা—(বাসনাদ্বিবিধেতি)।

বাসনাদ্বিবিধাপ্রোক্তা শুদ্ধাচমলিনাতথা।
মলিনাজন্মনোহেতুঃ শুদ্ধাজন্মবিনাশিনী॥ ১১॥

এবমুপোদ্ঘাতেন পরাংমুক্তিমুপবর্ণ্যপ্রস্তুতাং জীবন্মুক্তিং বিবক্ষুস্তদর্থং বাসনা দ্বৈবিধ্যমাহ। বাসনেতি॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

শাস্ত্রে বাসনাকে দ্বিবিধপ্রকার বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, একা শুদ্ধা, অপরা মলিনা বাসনা হয়। মলিনা বাসনা জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণভূতা, শুদ্ধা যে বাসনা সেই বাসনা জন্মনিবারিণী হয়, শুদ্ধ ভগবৎ প্রাপ্তীচ্ছাকে শুদ্ধা বলা যায় ইত্যভিপ্রায়॥ ১১॥

অনন্তর মলিনা বাসনাকে লক্ষ করিয়া বিদ্বান্ সাধকেরা তাহার লক্ষণ কহিয়াছেন। যথা—(অজ্ঞানেতি)।

অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহঙ্কারশালিনী।
তত্ত্বজন্মকরীপ্রোক্তা মলিনাবাসনাবুধৈঃ ॥ ১২ ॥

তত্রমলিনালক্ষয়তি অজ্ঞানেতিবাসনাবীজানাং প্ররোহে অজ্ঞানং সুক্ষেত্রং তস্মিনসুঘনাকারাবিষয়ানুসন্ধানাভ্যাসোপচিতাকারা বাসনাবীজং রাগদ্বেষাভিরুপচিতত্বাৎঘনোনিবিড়োঽহঙ্কার উপসেচকঃ ক্ষেত্রিকস্তেনহিসাবর্দ্ধমানাসংতন্যমানাচ সানতেশোভতে ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

অজ্ঞান দ্বারা সুপুষ্টা, এবং অহঙ্কারশালিনী ঘোরান্ধকারস্বরূপা যে বাসনা, সেই বাসনাই পুনর্জন্মকারিণী, তাহাকে মলিনা বাসনা বলিয়া পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়াছেন॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—সুঘনাকারা বাসনা, অর্থাৎ বাসনাই সকলের জন্মবীজ প্ররোহ কারিণী, অজ্ঞানরূপ সুক্ষেত্র. তাহাতে বিষয়ানুসন্ধানাভ্যাসে উৎপন্না, সুঘনাকারা বাসনা, অর্থাৎ মেঘবৎ নিবিড় অন্ধকার স্বরূপা বাসনা এবং রাগ দ্বেষাদিকর্ত্তৃক উৎপন্ন প্রযুক্ত নিবিড় অহংকার তাহার উপসেচক, অর্থাৎ বাসনার বীজ রাগ দ্বেষাদি উপচিত অহঙ্কার,যাহার মেঘবৎ উপসেচক, অজ্ঞানক্ষেত্রে অনুদিন বর্দ্ধমানা, যে বাসনা, তাঁহাকেই মলিনা বাসনা বলিয়া বুধগণেরা কহেন॥ ১২ ॥

মলিনা বাসনার লক্ষণ কথনানন্তর, শুদ্ধা বাসনার লক্ষণ কহিতেছেন। যথা—(পুনরিতি)।

পুনর্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা বিনাশংমৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থমভিজ্ঞাতজ্ঞা জ্ঞেয়াশুদ্ধেতিচোচ্যতে॥ ১৩ ॥

শুদ্ধাং লক্ষয়তিপুনরিতি। যথাবীজান্তঃসূক্ষ্মা অঙ্কুরাঃ সন্তএবকালজলাদিসম্বন্ধাদাবির্ভবতি • অত্যন্তাসতোজন্মপরম্পরাঃ সত্যএবকারকর্ম্মাদিনিমিত্তবশাদাবির্ভবতি অত্যন্তাসতোজন্মাযোগাত্তত্ত্বজ্ঞানেনাবিদ্যা ক্ষেত্রদাহেনান্তর্গত জন্মাঙ্কুরনাশেপি স্বপরপ্রারব্ধেন প্রতিবদ্ধামৃষ্টবীজবদ্দেহধারণমাত্র প্রয়োজনাশিষ্যতে সাশুদ্ধেত্যর্থঃ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

যে বাসনা ভ্রষ্ট বীজের ন্যায় পুনর্জ্জন্মের কারণ না হইয়া কেবল প্রারব্ধবশতঃ দেহ ধারণ মাত্রের কারণ হয়, তাহাকেই শুদ্ধা বাসনা কহেন।। ১৩ ॥

তাৎপর্য্য। যদ্রূপ বীজান্তরে অঙ্কুরের অবস্থিতি, কিন্তু কালে জলাভিসেচনে আবির্ভাব হয়। সেই রূপ অত্যন্ত অসৎ জন্ম পরাম্পরা কামকর্ম্মাদি স্বরূপ জলসেচনবশে দেহোৎপন্ন হয়। সেই অত্যন্ত অসৎবীজ, তত্ত্বজ্ঞান রূপ অগ্নিদ্বারা ঐ ভ্রষ্ট বাসনা বীজে আর পুনর্জ্জন্ম প্ররোহ হয় না, সুতরাং জন্মাঙ্কুর বিনাশে শুদ্ধ প্রারব্ধ বশতঃ প্রতিবন্ধ, ভ্রষ্ট বীজবৎ দেহ ধারণ মাত্র প্রয়োজনে যে বাসনা অবশিষ্টা থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা শুদ্ধা বাসনা বলেন॥ ১৩ ॥

অনন্তর শুদ্ধাবাসনার লক্ষণ পুনর্ব্বার স্ফুট করিয়া কহিতেছেন। যথা।— (অপুনরিতি)।

অপুনর্জ্জন্মকরিণা জীবন্মুক্তেষু দেহিষু।
বাসনাবিদ্যতেশুদ্ধা দেহেচক্রইবভ্রমঃ॥ ১৪ ॥

উক্তমেবার্থং স্ফুটয়তি পুনরিতি দেহেম্বিতি দেহধারণকার্য্যেনৈতত্বপিবাসনাসম্ভাবোঽনুমীয়তইতিভাবঃ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

যেমন জীবদিগের দেহে স্বভাবতঃ চক্রের ন্যায় বাসনা সর্ব্বদাই ভ্রমণ করে, কিন্তু মনোযোগ ভিন্ন ঐ বাসনার কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত দিগের দেহেও বাসনা থাকে, কিন্তু তাঁহারদিগের মনোযোগ নাই বলিয়া তাহাতে পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বদেহেতেই দেহ ধারণ কার্য্যের অনুরোধে বাসনাবির্ভাব আছে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ দেহধারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বিনা মনোযোগে ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। এই অনুমানে বিবেচনা করিতে হইবে, যে তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহচক্রে চক্রবৎ বাসনা ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদিগের মনোযোগাভাবপ্রযুক্তসেই বাসনা সত্ত্বেও পুনর্জ্জন্ম প্ররোহ হয় না। সুতরাং ঐ বাসনাকে শুদ্ধা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন॥ ১৪ ॥

ফলের সহিত প্রস্তুতা যে বাসনা তাহার, লক্ষণ কহিয়া অনন্তর বাসনাশ্রয়ে, জীবন্মুক্তদিগের ফল রহিতের লক্ষণ কহিতেছেন। যথা।—(য ইতি)।

স্বহৃদ্ভির্মাতৃভিশ্চৈব পিত্রাদ্বিজগণেনচ।
মুহুরালিঙ্গিতাচারো রাঘবোনমমৌমুদা ॥ ৩ ॥

মুহুঃ আলিঙ্গিতসাতেষুসমুচিতমভিবাদনপ্রিয়াভিলাপাদ্যাচরণং যস্যসতথোক্তঃ নমমৌস্বদেহইতিশেষঃ হর্ষেণোৎফুল্লইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

পিতা, মাতা, দ্বিজগণ, সুহৃদবর্গ কর্তৃক বারম্বার আলিঙ্গনাভিবাদন কুশল প্রশ্নাদি প্রিয় সম্ভাষণে শ্রীরামচন্দ্র যৎপরোনাস্তি আহ্লাদে পুলকিত শরীর হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ গৃহে দাশরথেঃ প্রিয়প্রকথনৈর্মিথঃ।
জুঘূর্ণুর্মধুরৈরাশা মৃদুবং শস্বনৈরিব ॥ ৪ ॥

তস্মিনদশরথগৃহেদাশরথেরামস্যপ্রিয়কথনৈঃ আনন্দিতাজনাইতিশেষঃ মিথঃ অন্যোন্যাং দিশোজুঘুর্ণুর্বভ্রমুর্দিশিদিশিভ্রান্তবন্তঃ হর্ষকৃতব্যামোহাদিভ্রমং প্রাপুরিতি-বার্থঃ দৃষ্টান্তেপ্যেবং অথবাদিক্‌শব্দেনতত্রস্থাজনালক্ষ্যন্তেদাশরথেঃ প্রিয়কথাভিরুপলক্ষিতামিথঃ স্বয়েবেতাউৎসববিশেষেমৃদুবং শস্বনৈঃ ক্রীড়ন্তইববভ্রমুরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

সেই অযোধ্যানগরে রাজা দশরথের ভবনে রামদর্শনার্থি স্বহৃৎবর্গেরা শ্রীরামের প্রিয়জনক মধুরবাক্য সম্ভাষণে পরস্পর আনন্দিত হইয়া হর্ষে বিভ্রমচিত্ত হইলেন, দিকে দিকে সকলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যেমন বাজিকরের বংশী ধ্বনিতে লোক সকল ভ্রান্তচিত্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীরামের মধুরবাক্যে বিস্ময়প্রাপ্ত পুরবাসিগণেরা আত্মাগারাদি সকল বিস্মৃত হইয়া দিকে দিকে ভ্রাম্যমাণ হইলেন ॥ ৪ ॥

বভুবাথ দিনান্যষ্টৌরামাগমন উৎসবঃ।
সুখং মত্তজনোন্মুক্ত কলকোলাহলাকুলঃ ॥ ৫ ॥

মত্তৈর্হর্ষৈর্জনৈরুৎক্রুষ্টতয়ামুক্তঃ কলোগম্ভীরো যঃ কোলাহলঃ তেনাকুলঃ ব্যাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

রামের আগমনের পর অষ্টাহপর্যান্ত অযোধ্যানগরে মহা উৎসব ছিল, আনন্দে পুলকিত হর্ষমত্ত জনগণের অত্যুচ্চ গম্ভীর কোলাহলধ্বনি নগরময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল,

প্লুতাপ্রশস্তাসুধারসবৎপেশলাচতুরাচ যা তথাবিধয়েতিবাপাঠেক্ষরিতায়াসুধাতদ্ব-দ্রসেনমাধুর্য্যেণপেশলয়াহনয়াপূর্ব্বোক্তয়াদিনানিপরিনিনায় অতিবাহয়ামাস ॥ ১২॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরামের দিবস ব্যবহার নামে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! সেই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ সম্যক্ ব্যবহার যোগ্য মনোহর চেষ্টাদ্বারা স্বজন চিত্তে প্রতিদিন চন্দ্রকিরণ ন্যায় সুধাক্ষরণ হইতে লাগিল, অর্থাৎ রামচন্দ্রের মনোজ্ঞ কর্ম্মে সকলেরই চিত্ত সুশীতল হইতে লাগিল, এই রূপে আহ্লাদ জনক বিচিত্র কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদোষ রহিত রঘুনাথ বহুকাল ক্ষেপন করিলেন ॥ ১২ ॥

ইতি যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামের দিবসাচার বর্ণন নামে চতুর্থঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৪ ॥

-00-

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

এই পঞ্চমসর্গে শ্রীরামের কৃশতা ও নির্ব্বেদ বর্ণন, এবং তন্নিমিত্ত বশিষ্ঠের নিকট রাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আর বশিষ্ঠের উক্তির উপক্রম বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামের চিত্তশুদ্ধির উপায় ও তদনুষ্ঠান চর্য্যার উপবর্ণন দ্বারা বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পত্তির উপক্রম বলিতে আরম্ভ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অথেতি)।

বাল্মীকিরুবাচ।

অথোনষোড়শেবর্ষে বর্ত্তমানে রঘূদ্বহে।
রামানুযায়িনিতথা শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণে পি চ ॥ ১ ॥

শ্রীরামস্যকায়ে কার্শ্যাদিনির্ব্বেদমিহবর্ণ্যতে। রাজ্ঞস্তদ্ধেতুজিজ্ঞাসোর্বশিষ্ঠোক্তে রুপক্রমঃ। ইত্থং শ্রীরামস্যচিত্তশুদ্ধ্যুপায়ানুষ্ঠানচর্য্যামুপবর্ণ্য তৎফলবৈরাগ্যাদিসাধন সম্পত্তিংবিবক্ষুরুপক্রমতে অথেতিজনেচতুর্থাংশেনষোড়শেবর্ষেবর্ত্তমানেরামঃকার্শ্যং জগামেতিচতুর্থেনসম্বন্ধঃ রঘূদ্বহইতিব্যবহিতস্য রামসন্নিহিতস্য শত্রুঘ্নস্য লক্ষ্মণস্য বাবিশেষণং নতুরামপরামর্শেরামঃ কার্শ্যং জগামেতিইত্যনেনানন্বয়াপত্তেঃ লক্ষ্মণ-হেত্বোর্বিবৃতিশানচোবিষয়ে আশ্রমভেদমন্তরেণভাবস্য ভাবান্তরলক্ষ্যকত্বেভাবলক্ষণ সপ্তম্যানুপপত্তেঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

ভরদ্বাজকে বাল্মীকি কহিতেছেন। হেভরদ্বাজ! অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র উনষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তে, এবং তদনুযায়ি লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নও পঞ্চদশবর্ষ বয়সপ্রাপ্ত হইলে পর ॥ ১ ॥

অর্থাৎ।—কেবল রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত কহিলেন, ভরতের উল্লেখ মাত্র করিলেন না। ইহার এই অভিপ্রায় যে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ভ্রাতাদ্বয় রাম সন্নিধি থাকাপ্রযুক্ত নিকট সম্বন্ধ, উত্তর শ্লোকে ভরত মাতামহ কুলে থাকা-প্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার উল্লেখ করা হয় নাই, ফলে ভরতও তদ্বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ॥ ১ ॥

ভরতে সংস্থিতে নিত্যং মাতামহ গৃহে সুখং।
পালয়ত্যবনিং রাজ্ঞি যথাবদখিলামীমাং ॥ ২ ॥

ভরতইতি অতএবপূর্ব্বরামায়ণাম্মুক্তমপিবিনাশক্রম্মং ভরতস্য মাতামহগৃহগমনং বিবাহাৎপ্রাগাগমনঞ্চকল্প্যতে নিত্যমিত্যনেনপূর্ব্বমপিবহুরাবং তত্রভরতগমনমবস্থানঞ্চাসীদিতিগম্যতে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

ভরত কৈকেয় দেশে মাতামহ গৃহে সুখে নিত্য অধিবাস করাতে, রাজা দশরথ এই সর্মস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে যথাবৎ প্রতিপালন করেন ॥ ২ ॥

জন্যত্রার্থঞ্চ পুত্রাণাং প্রত্যহং সহমন্ত্রিভিঃ।
কৃতমন্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞে জজ্ঞে দশরথে নৃপে ॥ ৩ ॥

জনীং বধূং বহন্তীতিজন্যাঃতাং ত্রায়তিবস্ত্রালঙ্কারাদিভিরিতি জন্যত্রোবিবাহস্তদর্থং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

মহাপ্রাজ্ঞ রাজা দশরথ, পুত্রদিগের জন্যত্রার্থ অর্থাৎ বিবাহ নিমিত্ত তাঁহার উদ্বেগ জন্মে, তদর্থে মন্ত্রিগণের সহিত প্রত্যহ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

কৃতায়াং তীর্থযাত্রায়াং রামোনিজ গৃহে স্থিতঃ।
জগামানুদিনং কার্শ্যং শরদাবামলং সরঃ ॥ ৪ ॥

কার্শ্যাদিতিনির্ব্বেদচিন্তাদুঃখলিঙ্গানিবর্ত্তন্তে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

যদ্রূপ সরৎকাল আরম্ভ হইলে সরোবর নির্ম্মল হয় বটে, কিন্তু দিন দিন ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ রামচন্দ্র তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া নির্ম্মল চিত্তে নিজ গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন কিন্তু দিন দিন তাঁহার কৃশতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

কুমারস্য বিশালাক্ষং পাণ্ডুতাং মুখমাদদে।
পাকফুল্লদলং শুক্লং শালিমানমিবাম্বুজং ॥ ৫ ॥

বিশালাক্ষত্ববিশিষ্টস্যোপমানায়সালিমানমিতি ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

শালিমান অর্থাৎ ভ্রমর শ্রেণীযুক্ত প্রফুল্ল শুক্লপদ্ম পক্কতাদশায় যেরূপ ক্রমে বিবর্ণ হয়, সেইরূপ কুমার রামচন্দ্রের আকর্ণবিস্তীর্ণ বিশালচক্ষু এবং বিকসিত পদ্মের ন্যায় তাঁহার বদন কমল, অনুদিন চিন্তায় পাণ্ডুবর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

কপোলগলসংলীন পাণিঃ পদ্মাসনস্থিতঃ।
চিন্তাপরবশস্তূষ্ণী মব্যাপারোবভূবহ ॥ ৬ ॥

অব্যাপারোনিশ্চেষ্টঃ ॥ ৬ ॥

অস্য.

শ্রীরামচন্দ্র পদ্মাসনে বসিয়া কপোল ও গলদেশে করদ্বয় অর্পণ করতঃ নিয়ত চিন্তা পরবশে মৌনাবলম্বন করিয়া সমস্ত ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

কৃশাঙ্গশ্চিন্তয়াযুক্তঃ খেদীপরম দুর্ম্মনাঃ।
নোবাচকস্যচিৎ কিঞ্চিৎ লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ ॥ ৭ ॥

কর্ম্মার্পিতঃ উপমাযস্য ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরাম, অতি কৃশাঙ্গ ও খেদান্বিত এবং সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত অন্যমনা হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকেন, কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ মাত্র করেন না ॥ ৭ ॥

খেদাৎ পরিজনেনাসৌ প্রার্থ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
চকারাহ্নিকমাচারং পরিম্লান মুখাম্বুজঃ ॥ ৮ ॥

আহ্নিকং অহন্যবশ্যকর্ত্তব্যং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

পরিজনগণেরা শ্রীরামকে সখেদ দৃষ্টে খেদান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করেন না, অতি ম্লানবদনেই থাকেন, কেবল কর্ম্মের মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাত্যহিক আহ্নিকাচার মাত্র করিয়া থাকেন, তাহাতে কদাচিৎ অলসতা করেন না ॥ ৮ ॥

এবং গুণবিশিষ্টং তং রামং গুণগণাকরং।
আলোক্য ভ্রাতরাবস্য তামেবষযস্তুর্দশাং॥ ৯॥
তথাতেষু তনূজেষু খেদবৎসু কৃশেষুচ।
সপত্নীকো মহীপাল শ্চিন্তাবিবশতাংযযৌ॥ ১০॥

গুণগণাকরং তং এবং পূর্ব্বোক্তচিন্তাদিভিগু´ণৈর্বিশেষণৈর্বিশিষ্টং আলোক্যে-ত্যন্বয়ঃ॥ ৯॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

বহুতর গুণগণের আকর যে শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতাও সেইরূপ শ্রীরামের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৯॥

অনন্তর মনুজপতি তনুজগণে অতিখেদান্বিত ও অতি কৃশতর কলেবর ধারণ করিলেন দেখিয়া মহিষীগণের সহিত নিয়ত মহতী চিন্তায় অবসন্ন হইতে লাগি-লেন॥ ১০॥

অনন্তর, মহারাজা দশরথ, শ্রীরামকে এক দিন নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(কাতে ইতি)।

কাতে চিন্তা কুত্রচিন্তে ত্যেবং রামং পুনঃ পুনঃ।
অপৃচ্ছৎ স্নিগ্ধয়াবাচা নৈবাকথয়দস্যসঃ॥ ১১॥

নাকথয়দেবকথন প্রয়োজনাসিদ্ধিনিশ্চয়াদিতিভাবঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

হে পুত্র! তোমার এমন কি চিন্তা, কোথা হইতেই বা এ চিন্তা উপস্থিত হই-য়াছে যে তন্নিমিত্ত তুমি নিরন্তর বিবর্ণ হইতেছ? রাজা এই রূপ স্নিগ্ধ বাক্যে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র পিতার এ বাক্যের তখন কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম এই অভিপ্রায়ে উত্তর দিলেন না, যে আত্ম নির্ব্বেদ কারণ পিতাকে বলা অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু পুত্রের বৈরাগ্যোদয় হওয়া পিতা ভাল বাসেন না॥ ১১॥

শ্রীরাম অতি সুবুদ্ধিমান গুরুবাক্যের উত্তর প্রদান না করায় দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় এবং অবজ্ঞা করা হয়, তাহাতে অপরাধ জন্মিতে পারে, এই বিবেচনায়, অনন্তর এই মাত্র উত্তর করেন। যথা—(নকিঞ্চিদিতি)।

নকিঞ্চিত্তাত মে দুঃখমিত্যুক্ত্বাপিতুরঙ্কগঃ।
রামোরাজীব পত্রাক্ষস্তূষ্ণীমেবস্মতিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

দুঃখং ত্বয়াপরিহর্ত্তুং নশক্যমিত্যাশয় ইস্তির্নানৃতবাদিনাতিষ্ঠতিস্মতস্থৌম্নমৌ-গাল্লিদ্বিষয়েলট্ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে পিতঃ! আমার কিছুই দুঃখ নাই, এই মাত্র বলিয়া পিতার ক্রোড়ে বসিয়া পদ্মপত্রায়ত লোচন শ্রীরামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন ॥ ১২ ॥

তদনন্তর রাজা দশরথ, যাহা করিলেন তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ততইতি)।

ততোদশরথোরাজা রামঃ কিং খেদবানিতি।
অপৃচ্ছৎ সর্ব্বকার্য্যজ্ঞং বশিষ্ঠং বদতাং বরং ॥ ১৩ ॥

কিং নিমিত্তমিতিশেষঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর রাজা দশরথ, স্বচিত্তে মন্ত্রণা করিয়া সদ্বক্তা, সর্ব্বকার্য্যবিৎ, সর্ব্বজ্ঞ, বশিষ্ঠ দেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রভো! শ্রীরাম আমার কি নিমিত্ত নিয়ত খেদযুক্ত হইয়া থাকেন বুঝিতে পারি না ॥ ১৩ ॥

অনন্তর বশিষ্ঠ যাহা কহিলেন এবং রাজাও যাহা করিলেন, তাহা বর্ণন করি-তেছেন। যথা—(অস্তীতি)।

অস্ত্যত্রকারণং শ্রীমন্মারাজন্ দুঃখমস্তুতে।
ইত্যুক্তশ্চিন্তয়িত্বা স বশিষ্ঠ মুনিনাসহ ॥ ১৪ ॥

ইতি পৃষ্টেনবশিষ্ঠ মুনিনাসন্নৃপইতি এবং প্রকারেণউক্তঃ তদেবাহঅত্রপত্রে-ত্যাদিনার্দ্ধেনোত্তরশ্লোকসহিতেন রামচিন্তায়াঃ শুভোদয়োর্কত্বসূচনায় শ্রীমানিতি সম্বোধনং ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

বশিষ্ঠ ঋষি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া রাজাকে এই কথা কহিলেন, হে রাজন্! শ্রীরামের এই চিন্তার কিছু বিশেষ কারণ আছে, তন্নিমিত্ত আপনি দুঃখিত হইবেন না, অনন্তর মুনিগণের সহিত চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠ রাজাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৪॥

বিচক্ষণের বিষণ্ণতাদি কদাচিৎ অল্প কারণে হয় না, ইহা বশিষ্ঠ রাজাকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(কোপমিতি)।

কোপংবিষাদকলনাং বিততঞ্চ হর্ষং
নাল্পেনকারণবশেনবহন্তিসন্তঃ ॥
সর্গেণ সংস্থিতিজবেন বিনাজগত্যাং
ভূতানি ভূপনমহান্তিবিকারবন্তি ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবৈরাগ্য প্রকরণে রামস্য কার্শ্য নিবেদনং
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

সন্তঃ অল্পেনকারণবশেনকোপং বিষাদকলনাঞ্চনবহন্তি যথামহান্তিভূতানি পৃথিব্যাদীনিসর্গেণ সৃষ্টিফলবশেন সংসারবেগেন বিনানবিকারবন্তিোপচয়াপক্ষয়বিকারং ভজন্তে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যে বৈরাগ্য প্রকরণে রামস্য কার্শ্য বর্ণন
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! যেমন জগতের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত সংসারে বেগের কারণ হয়েন, কিন্তু সৃষ্টি কারণ ব্যতিরেকে ইহারা কখন বিকারী হইয়া বিশেষ বেগের আহরণ করেন না, অর্থাৎ উপচয় অপক্ষয়াদি বিকারকে ভজনা করেন না। তদ্রূপ সাধুগণেরাও বিশেষ কারণ ভিন্ন অল্প কারণে কোপ বা বিষাদ কি কলহ অথবা অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশক হয়েন না॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অগ্নি জলাদি মহাভূতেরা ইহ সংসারে স্থিরভাবেই থাকেন, কিন্তু এই ভূতগণেরাই তেজ ওজ বল বেগাদির কারণ, ইহাঁরা অল্প কারণে কখনই

বিকারী হইয়া তেজোবল বেগাদি প্রকাশ করেন না, যখন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিকারণে বিশেষ বিশেষ পদার্থের সহিত যোগ হয়, তখনই ইহাঁদিগের বিকার জন্মে, সেই বিকারাপন্ন ভূতের অসাধারণ বেগ, বল, তেজ, ওজ প্রকাশ পায়। দেখ, অগ্নি জল স্বভাবত স্থির আছে, কিন্তু পদার্থ যোগে অন্বিত হইলে তাহাতে এমন এক বায়ুর উৎপত্তি হয়, যে তাহার বেগে জগৎ টলটলায়িত হইতে থাকে, ঔর্ব্বাগ্নি উৎপত্তি বিষয়ে উপকরণ সকল পার্থিব বস্তু অর্থাৎ সোরক, গন্ধক, অঙ্গারাদির পৃথক্ পৃথক্ ক্ষমতা অল্প, বিশেষ কারণে পরিমাণানুসারে পদার্থান্তর অন্বিত হইলে পরস্পর যোগে এমন ক্ষমতা ও এমন বেগ জন্মে, যে সে বেগ সহ্য করিতে পারা যায় না, অতএব মহান্ ব্যক্তির উদ্বেগাদি অল্প কারণে জন্মে না। সুতরাং শ্রীরামের উদ্বেগের বিশেষ কিছু কারণ আছে, তাহাতে আপনার কোন চিন্তা নাই॥ ১৫ ॥

এই যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরামের কৃশতা বর্ণন নাম পঞ্চম সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গের ফল মুখবন্ধ শ্লোকে টীকাকার ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন। অযোধ্যা রাজধানীতে রাজসভায় মহামুনি বিশ্বামিত্রের আগমন, এবং রাজা কর্ত্তৃক মুনির যথাবিধি পরিপূজন, আর রাজার হর্ষ জনন, ও কার্য্যের প্রতিজ্ঞা, এই ষষ্ঠ সর্গে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—(ইত্যুক্ত ইতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তে মুনিনাথেন সন্দেহবতি পার্থিবে।
খেদবত্যাস্থিতেমৌনং কিঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষণে॥ ১ ॥

বিশ্বামিত্রাগমোরাজ্ঞাবিধিবৎপূজনংমুনেঃ। রাজ্ঞঃপ্রহর্ষং কার্য্যস্য প্রতিজ্ঞাচাত্র বর্ণ্যতে। মুনি নাথেনবশিষ্ঠেনইতিউক্তপ্রকারকেনসামান্যাকারেণইত্যর্থঃ। অতএব পার্থিবে বিষয়েসন্দেহবতিনির্ণয়ায়কশ্চিৎকালোযস্যতং কিঞ্চিৎকালং প্রতিক্ষণং যস্যতথাভূতে সতি॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

বাল্মীকি ভরদ্বাজকে কহিতেছেন, হে ভরদ্বাজ! মুনিনাথ বশিষ্ঠ ঋষি সন্দেহ ও খেদযুক্ত রাজা দশরথকে এই রূপ কহিলে পর, রাজা কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া মৌনভাবে থাকিলেন॥ ১ ॥

পরিখিন্নাসুসর্ব্বাসু রাজ্ঞীষু নৃপসদ্মসু।
স্থিতাসুসাবধানাসু রামচেষ্টা সুসর্ব্বতঃ॥ ২ ॥

রাজ্ঞীষুনৃপসদ্মসুস্থিতাস্থিতিসম্বন্ধঃ রাজ্ঞীভেদাৎ সদ্মভেদঃ প্রসিদ্ধইতি চেষ্টাবিশেষলিঙ্গৈর্নির্বেদকারণ পরিজ্ঞানায়সাবধানাসু॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামের নির্ব্বেদ কারণ অর্থাৎ বিষণ্ণতা কারণ জানিবার নিমিত্ত রাজভবনস্থিতা সমস্ত রাজমহিষীগণ পরিখিন্না হইয়া শ্রীরামের সমস্ত চেষ্টা বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইয়া থাকিলেন॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম এমন অবস্থাপন্ন কেন হইলেন, নিয়ত বিষণ্ণ চিত্তে কেন থাকেন, কি জানি পরে কি করিবেন, এই চিন্তায় সকল মহিষীগণ নিরন্তর রামকে সাবধানে রাখিতে লাগিলেন॥ ২॥

এই রূপ রাজভবনে শ্রীরামের ঔদাস্য ও বিষণ্ণতা সন্দর্শন করিয়া রাজারাণী প্রভৃতি সকলেই বিষণ্ণ হইয়া পরস্পর আন্দোলন করিতেছেন। যথা—(এতস্মিন্নিতি)।

এতস্মিন্নেবকালেতু বিশ্বামিত্র ইতি শ্রুতঃ।
মহর্ষি রভ্যাগাদ্দ্রষ্টুং তমযোধ্যা নরাধিপং॥ ৩॥

এতস্মিন্নিতিযদ্যভাবলক্ষণ সপ্তমীভিরেবকালবিশেষোলভ্যতে তথাপিলোক-দৃষ্ট্যা অবসরে বিশ্বামিত্রাগমনমিতি সুচনায়বিশিষ্যকালে ইত্যুপাদানং অতোবিশ্রুতঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

এমত সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, যিনি সর্ব্বলোক বিখ্যাত; তেজস্বী, অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের নিকটে আগমন করিলেন॥ ৩॥

অর্থাৎ রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের বিষণ্ণতা দৃষ্টে সভামধ্যে আত্ম ক্লেশ প্রকাশ করিয়া যে সময়ে খেদ করিতেছিলেন, সেই সময় বিশ্বামিত্র ঋষি অযোধ্যাপতি রাজাকে দর্শন করিতে সমাগত হইলেন॥ ৩॥

তস্যযজ্ঞোঽথরক্ষোভি স্তথা বিলুলুপেকিল।
মায়াবীর্য্য বলোন্মত্তৈ র্ধর্ম্মকার্য্যস্যধীমতঃ॥ ৪॥

ধর্ম্মএবকার্য্যোঽবশ্যকর্ত্তব্যোযস্যতথা ভূতস্যযজ্ঞস্তথাবিলুলুপে যথাসতংনরাধিপ মভ্যাগাদিতিপূর্ব্বেণবা পার্থিবংদ্রষ্টুমৈচ্ছদিত্যুত্তরেবাসম্বন্ধঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্র মুনি, যিনি নিয়ত ধর্ম্ম কার্য্যে রত, তাঁহার ইষ্টসাধন যে যজ্ঞ কর্ম্ম, মায়াবীর্য্যবলে উন্মত্ত রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞ বিলুপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ রাক্ষসগণে যজ্ঞলোপ করিতেছে তন্নিমিত্ত রাজ দর্শনে সমাগত হইলেন ইহা উত্তরশ্লোকের সহিত অন্বয়॥ ৪॥

রক্ষার্থং তস্যযজ্ঞস্য দ্রষ্টুমৈচ্ছৎসপার্থিবং।
নহিশক্তোত্য বিঘ্নেন সমাপ্তুং স মুনিঃক্রতুং॥ ৫॥

সমাপ্তুং সমাপয়িতুংসম্যগাসমাপ্তেঃ প্রাপ্তুংবা॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

মহামুনি স্বয়ং নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অশক্ত হইয়া, তদযজ্ঞ রক্ষা করিবার মানসে রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ৫॥

ততস্তেষাং বিনাশার্থ মুদ্যতস্তপসাং নিধিঃ।
বিশ্বামিত্রোমহাতেজা অযোধ্যামভ্যগাৎপুরীং॥ ৬॥

উদ্যত উদ্যুক্তঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর তপোনিধি মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি, তন্নিমিত্ত রাক্ষসবধে উদ্যত হইয়া অযোধ্যাপুরীতে সমাগত হইলেন॥ ৬॥

সরাজ্ঞোদর্শনাকাংক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচহ।
শীঘ্রমাখ্যাতমাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতং॥ ৭॥

আখ্যাতরাজ্ঞেইতিশেষঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী সেই বিশ্বামিত্র ঋষি, দ্বারপালদিগকে কহিলেন হে দ্বারপালগণ! কুশিক বংশীয় গাধিরাজপুত্র বিশ্বামিত্র নামে যে ঋষি, আমি সেই ঋষি, রাজদর্শন করিতে আসিয়াছি, তোমরা রাজাকে শীঘ্র এই সংবাদ করহ, যে বিশ্বামিত্র মুনি ভব দর্শনাকাংক্ষী হইয়া আসিয়াছেন॥ ৭॥

তস্যতদ্বচনং শ্রুত্বা দ্বাস্থা রাজগৃহং যযুঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্ব্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ॥ ৮॥

বিলম্বেশাপভয়াৎসংভ্রান্তমনসঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

বিশ্বামিত্র ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপালগণে * সম্ভ্রান্তমানস হইয়া ঋষি বাক্যানুসারে সত্বর রাজগৃহে গমন করিলেক॥ ৮॥

---

*সম্ভ্রান্তমানস পদে, অতি তেজস্বী ঋষি বিলম্ব করিলে পাছে অভিশাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে সম্ভ্রান্তমানস হইয়া দ্বারিগণেরা সংবাদ দিতে শীঘ্র গমন করিল।

তেগত্বা রাজসদনং বিশ্বামিত্র মৃষিংততঃ।
প্রাপ্তমাবেদয়াঞ্চক্রুঃ প্রতিহারাঃ পতেস্তদা ॥ ৯ ॥

সীদতি নিষীদত্যস্মিনইতি সদনং সভাস্থানং প্রতিহারাঃ দ্বারপালাঃ স্বপতেঃ বহির্দ্বাস্থস্যাস্বস্বামিনঃসভাদ্বাঃ স্থস্যবাযষ্টীকস্যগতিবুদ্ধীতিকর্ম্মণএবশেষ বিবক্ষয়াষষ্ঠী॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

তদনন্তর তাঁহারা রাজগৃহে সমাগমন করতঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনি রাজভবনে সংপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই বার্ত্তা তৎক্ষণাৎ দ্বারাধিপতিকে নিবেদন করিলেক॥ ৯।

অথাস্থানগতং ভূপং রাজমণ্ডল মালিনং।
সমুপেত্য ত্বরাযুক্তো যষ্টীকোসৌ ব্যজিজ্ঞপৎ॥ ১০ ॥

অসৌদ্বাস্থৈর্নিবেদিতার্থোযষ্টীকোযষ্টিপ্রহরণঃ শক্তিনষ্টাবীকক॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

রাজমণ্ডল বেষ্টিত মহারাজা দশরথ সভাস্থ সিংহাসন গত আছেন এমন সময় দ্বারপালগণের বাক্যে যষ্টীক ত্বরাযুক্ত হইয়া রাজ সমীপে গিয়া বিজ্ঞাপন করিল॥১০

তাৎপর্য্য। মূলে যষ্টীক শব্দ আছে, তাহাতে এই অর্থ হয়, যে পুর দ্বারপাল সভার দ্বারপালকে সংবাদ করিল, সভাদ্বাঃস্থ যষ্টি ধারী ব্যক্তিকে রাজসমীপে জানাইতে বলে, যষ্টীক রাজাকে এই সংবাদ করিল, প্রাকৃত ভাষায় আরোজবেগী বা চোপদারকে যষ্টীক বলে॥ ১০ ॥

দেবদ্বারিমহাতেজা বালভাস্কর ভাস্বরঃ।
জ্বালারুণ জটাজূটঃ পুমান্ শ্রীমানবস্থিতঃ॥ ১১ ॥

মহাতেজাঃ মহাপ্রভা প্রভাবঃ কান্ত্যাতুবালভাস্করইবভাস্বরঃ তদুপপাদনায়জ্বালারুণেতি শ্রীমান্তপোলক্ষ্মীমান্॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে দেব! হে মহারাজ! প্রাতঃকালীন উদিত সূর্য্য তুল্য তেজস্বী এবং অরুণ বর্ণ জ্বালা বিশিষ্ট জটা জূট মণ্ডিত মস্তক, মহাদীপ্তিমান্ এক শ্রীমান্ পুরুষ আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন॥ ১১ ॥

সভাস্বুর পতাকান্তং সাশ্বেভ পুরুষাযুধং।
কৃতবান্ তৎপ্রদেশং য স্তেজোভিঃ কীর্ণকাঞ্চনং॥ ১২ ॥

তংরাজদ্বারং প্রদেশং ঊর্দ্ধতঃ সভাস্বুরপতাকান্তং পরিতশ্চসাশ্বেভ পুরুষাযুধং কীর্ণকাঞ্চনং ব্যাসসৌবর্ণমিব পিঙ্গলং॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই পুরুষ, স্বশরীর তেজঃ দ্বারা রাজদ্বারাবধি ঊর্দ্ধে পাতাকা পর্য্যন্ত ও অশ্ব, হস্তি, পুরুষ, এবং অস্ত্র, শস্ত্রাদি সকলকে এককালে কাঞ্চনবর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন॥ ১২ ॥

বীক্ষ্যমাণেতুযাষ্টীকে নিবেদয়তিবাজনি।
বিশ্বামিত্রোমুনিঃ প্রাপ্তইত্যনুদ্রুতয়াগিরা॥ ১৩ ॥
ইতি যাষ্টীক বচন মাকর্ণ্য নৃপসত্তমঃ।
স সমন্ত্রী সসামন্তঃ প্রোত্তস্থৌ হেমবিষ্টরাৎ॥ ১৪ ॥

বিশ্বামিত্রোমুনিঃ প্রাপ্তইতি অনুদ্রুতয়াগিরারাজানং প্রতিনিবেদয়তি বিজ্ঞাপন কুর্ব্বাণেযাষ্টিকেবীক্ষ্যমাণেতুদৃষ্টমাত্রেসতিসরাজসত্তমঃ প্রোত্তস্থাবিত্যুত্তরেণসম্বন্ধঃ॥ ১৩। কিমনবনবধার্য্যৈবনেত্যাহইতিযাষ্টীকবচননাকর্ণ্যেতিসামন্তাঃ অল্পদেশাধীশ্বরাঃ বিষ্টরাৎসিংহাসনাৎ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! যিনি কুশিক বংশপ্রসূত গাধিপুত্র, সেই বিশ্বামিত্র মুনি দ্বারে আসিয়াছেন, এই কথা যাষ্টীক ত্বরায় রাজাকে যেমন নিবেদন করিল, তাহিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যাষ্টিক বচন শ্রবণ করিয়া রাজা অমনি সামন্ত মন্ত্রিবর্গের সহিত স্বর্ণ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন॥ ১৩ ॥ ॥ ১৪ ॥

পদাতি রেবসহসা রাজ্ঞাং বৃন্দেন মানিতঃ।
বশিষ্ঠ বামদেবাভ্যাং সহসামন্তসং স্তুতঃ॥ ১৫ ॥

মানিতোবেষ্টিতঃ। সরাজসত্তমঃ বশিষ্ঠবামদেবাভ্যাং জগামেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

মহারাজা দশরথ পৃথিবীস্থ বহুতর দেশাধিপতি রাজগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, ও

সংস্তুত, ও সামন্ত মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠ বামদেবকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ মুনিসন্নিধানে পদব্রজে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজমণ্ডলে পরিবৃত এবং সংস্তুত রাজা দশরথ, অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দশরথ, তদধীনস্থ বহু দেশাধিপতি রাজাগণ তৎকালে রাজ সভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাও সঙ্গে চলিলেন॥ ১৫ ॥

জগামযত্র তত্রাসৌ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
দদর্শ মুনিশার্দূলং দ্বারভুমাববস্থিতং ॥ ১৬ ॥

যত্র বিশ্বামিত্রোমহামুনিস্তত্রাসৌ জগামেতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

যেস্থানে বিশ্বামিত্র মুনি দণ্ডায় মান ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, যে মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্র ঋষি দ্বার দেশে ভূমে দণ্ডায়মান আছেন ॥ ১৬ ॥

কেনাপি কারণেনোর্ব্বীতলমর্কমুপাগতং।
ব্রাহ্ম্যেণ তেজসাক্রান্তং ক্ষাত্রেণ চ মহৌজসা ॥ ১৭ ॥

তপঃ পরাভিব্যঞ্জকবৈলক্ষণ্যাত্তা মোজস্তেজসোর্ভেদঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

ক্ষত্রিয় তেজের সহিত ব্রাহ্ম্যতেজে আক্রান্ত মহা তেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি, তাহাকে তৎকালে রাজা এইরূপ দেখিতেছেন, কোন কার্য্য বশতঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেব সূর্য্য যেন ভূমিতলে সমাগত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

জরাজরচয়া নিত্যং তপঃ প্রসররুক্ষয়া।
জটাবল্কাবৃত স্কন্ধং স সন্ধ্যাভ্রমিবাচলং ॥ ১৮ ॥

জরাজর চয়াবয়ঃ প্রকর্ষপলিতয়া ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

বয়সাধিক্য প্রযুক্ত মহামুনি জরাযুক্ত হইয়াও প্রসৃত রুক্ষ অর্থাৎ বিস্তৃত করেন, তপঃ প্রভাবে তাঁহার জরানুভব হয় না, যেমন সন্ধ্যাকালীন সিন্দূরবর্ণ মেঘযুক্ত পর্ব্বতের শোভা হইয়া থাকে, তদ্রূপ অরুণবর্ণ জটা বল্কল সংবৃত তাঁহার স্কন্ধদেশ পরিশোভিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

উপশান্তঞ্চ কান্তঞ্চ দীপ্তমপ্রতিবাতিচ।
নিভৃতং চোর্জিতাকারং দধানং ভাস্করং বপুঃ ॥ ১৯ ॥

দীপ্তং তেজঃ প্রকর্ষোদুর্দ্দর্শং উপশান্তং সৌম্যং অপ্রতিঘাতি অপ্রধৃষ্যং কান্তং প্রিয়দর্শনংঊর্জ্জিতঃ প্রগল্ভঃ আকারোঽবয়বসন্নিবেশোযস্যতংতথোক্তং নিভৃতং বিনয়োপপন্নং ভাস্বরং কান্তিমৎভাস্করমিতিপাঠে সূর্য্যসদৃশং দেববথানিত্যাৎ কনোলুপবিশেষণান্যুভয়ত্রযোজ্যানি ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

মুনি বিশ্বামিত্র অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ও কমনীয় রূপে, এবং হ্রাস বুদ্ধিশূন্য দীপ্ত তেজোময়, বিনয়সম্পন্ন স্বভাব, গৌরবান্বিত ঊর্জ্জিতাকার অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট কলেবর, দ্বিতীয় সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় উদ্দীপ্ত দেহ ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকে বিশ্বামিত্রের স্বরূপ রূপ বর্ণন করিতেছেন। যথা—(পেশনেনেতি)।

পেশনেনাতিভীমেন প্রসন্নেনাকুলেনচ।
গম্ভীরেণাতিপূর্ণেন তেজসারঞ্জিত প্রভং ॥ ২০ ॥

পেশনেনদক্ষিমনঃ প্রীণনচতুরেণ ভীমেনভয়ানকেনআকুলেন প্রকর্ষাচ্চ ততোগম্ভীরেণ অনাকলনীয়ান্তেন পূর্ণেনাপবিক্লেদ্যেন আশ্রয়সংবলিতংতেজঃবহিঃ প্রসৃতঃপ্রভা তেজঃ প্রকর্ষবৈলক্ষণ্যানুবিধায়িত্বাপ্রভাপ্রকর্ষবৈলক্ষণ্যানাং তদনুরূপাসাতেনরঞ্জিতে নেতিতথোক্তিঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

নয়ন মনোভিরাম, অথচ ভয়ানক ও প্রসন্নরূপ অন্তর বাহ্য, অতি গম্ভীর তেজোবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রকাশিত প্রচ্ছন্ন তেজঃ পরিপূর্ণ অপরি ক্লদ্য অন্তঃ স্থিত তেজ বাহিরে নিঃসৃত হইতেছে, তদ্দ্বারা ঋষিবর সর্ব্বজন রঞ্জনীয়া অতুল্যা প্রভা ধারণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

অনন্তজীবিতদশা সখী মেকামনিন্দিতাং।
ধারয়ন্তং করেশ্লক্ষ্মাং কুণ্ডীমগ্লানমানসং ॥ ২১ ॥

অনন্তঃজীবিতদশাচিরজীবিতদশাতস্যাঃ সখীং চিরপরিগৃহীতামিত্যর্থঃ। শ্লক্ষ্মাং স্নিগ্ধাং কুণ্ডীং কমণ্ডলুং অম্লানং প্রসন্নং মানসং মনোযস্য। ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অম্লান মানস অর্থাৎ প্রসন্নমনা, অপরি সংখ্যক পরমায়ুবিশিষ্ট, অনিন্দিতা, পরিষ্কৃতা, স্নিগ্ধা, একা কুণ্ডী, তৎকর্তৃক সখীর ন্যায় চির পরিগৃহীতা অর্থাৎ নিয়ত এক কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

করুণাক্রান্ত চেতস্ত্বাৎ প্রসন্নৈর্মধুরাক্ষরৈঃ।
বীক্ষণৈরমৃতেনেব সংসিঞ্চিতমিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২২ ॥

মধুরাণ্যক্ষরাণি সম্ভাষণানি যেষুর্মধুরাভাষণসহিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

মহামুনি বিশ্বামিত্র স্বীয় চিত্তের প্রসন্নতাতেও প্রসন্নগুণযুক্ত মধুর বাক্যেতে এবং সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত দ্বারা যেন জনগণকে নিয়ত অমৃতাভিষিক্ত করিতেছেন ॥ ২২ ॥

যুক্তযজ্ঞোপবীতাঙ্গং ধবলংপ্রোন্নতভ্রুবং।
অনন্তং বিস্ময়ঞ্চান্তঃপ্রযচ্ছন্তমিবেক্ষিতুঃ ॥ ২৩ ॥

যুক্তানিবয়ঃ প্রকর্ষানুরূপাণিযজ্ঞোপবীতান্যঙ্গেযস্যতং ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

যদ্রূপ মহামুনির মনোহর রূপ, তদনুরূপস্কন্ধোপরি অতি শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিয়াছেন, বয়সাধিক্য মূর্তিপ্রযুক্ত শুক্লবর্ণ লোমযুক্ত উন্নত রূপে ভ্রূযুগল শোভিত হইয়াছে, সেইরূপে দর্শনেচ্ছু জনের অন্তঃকরণে অপরিসীম বিস্ময় প্রদান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর পরমীড্য বিশ্বামিত্র রাজাকে দেখিয়া যেরূপ সম্ভাষণ করিলেন, এবং মুনিকে দেখিয়া রাজা দশরথ ও যে রূপ প্রণামাদি করিয়া স্তুতিবাক্যে সম্ভাষণাদি করিতেছেন, তাহা অত্র শ্লোকাদিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—(মুনিমালোক্যেতি)।

মুনিমালোক্য ভূপালো দূরাদেবনতাকৃতিঃ।
প্রণনামগলন্মৌলি মণিমালিত ভূতলং ॥ ২৪ ॥

দূরাদালোক্য পূর্ব্বমেব নতাকৃতির্ভূপালো মুনিং প্রণনামেতি সম্বন্ধঃ অন্ত্যপদং ক্রিয়াবিশেষণং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

তাদৃশ আশ্চর্য্য রূপ মুনিবরকে দেখিয়া মহারাজা দশরথ দূর হইতে প্রণতাঙ্গ হইয়া মস্তক স্থিত কিরীট মণি মালাদ্বারা ভূমিতলকে ভূষিতা করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ২৪ ॥

মুনিরপ্যবনীনাথং ভাস্বানিবশতক্রতুং।
তত্রাভিবাদয়াঞ্চক্রে মধুরোদারয়াগিরা ॥ ২৫ ॥

অভিবাদয়াঞ্চক্রেসপ্লুতমাশীর্ভিঃ প্রত্যভিবাদয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

মহামুনি রাজা দশরথকে সুমধুর ও গৌরবযুক্ত বচনে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন, যদ্রূপ দীপ্তিমান সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন ॥ ২৫ ॥

ততোবশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বএব দ্বিজাতয়ঃ।
স্বাগতাদিক্রমেণৈনং পূজয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ২৬ ॥

পূজয়ামাসুঃ প্রশশংসুঃ আদৃতা আদরযুক্তাঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর বশিষ্ঠ দেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ সকলে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সমাদর পুরঃসর শুভাগমন প্রশ্নাদি দ্বারা ক্রমে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২৬ ॥

দশরথউবাচ।

অশঙ্কিতোপনীতেন ভাস্বতাদর্শনেন তে।
সাধোস্বনুগৃহীতাঃ স্মো রবিণেবাম্বুজাকরাঃ ॥ ২৭ ॥

অশঙ্কিতোপনীতেনঅবিতর্কিতোপগতেনইতিকর্ম্মণিকর্ত্তরিবাষষ্ঠী ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, "হে সাধো! যেমন স্বপ্রভা প্রকাশন দ্বারা কমলিনীকান্ত কমলকাননকে প্রফুল্লিত করেন, তদ্রূপ আপনকার সুপ্রদীপ্ত রূপ দর্শনে আমরা প্রফুল্লচিত্ত হইলাম, এবং অসম্ভাবনীয় আপনার শুভাগমনে সকলেই পরমানুগৃহীত হইলাম ॥ ২৭ ॥

যদনাদিযদক্ষুণ্ণং যদপায়বিবর্জ্জিতং।
তদানন্দসুখং প্রাপ্তং ময়াত্বদ্দর্শনান্মুনে ॥ ২৮ ॥

অনুগ্রহমেবভাবিভাব্যাম্বুরূপং রূপয়ন্নিরূপয়দিতি। অনাদিকারণরহিতং অনেনোৎপত্তিবৃদ্ধিবিপরিণামাণাং নিরাসঃ অক্ষুণ্ণং অনপক্ষয়ং অপায়েন বিনাশেন বিবর্জ্জিতং ঔপাধিকৈঃ স্বাংশসুখলেশৈঃ নরৈঃ সর্ব্বানানন্দয়তি ইত্যানন্দংযৎপরমপুরুষার্থসুখং প্রসিদ্ধং তদেবপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ বর্জ্জিত যে আনন্দ, সেই পরমানন্দ সুখ. বিনা হেতুতে আপনার সন্দর্শনে আমি সংপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৮ ॥

অদ্যবর্ত্তামহেনূনং ধন্যানাং ধুরিধর্ম্মতঃ।
ভবদাগমনস্যেমে যদ্বয়ং লক্ষ্যমাগতাঃ ॥ ২৯ ॥

ধন্যানাং কৃতার্থানাং ধুরিঅগ্রস্থানেলক্ষ্যংঅবপ্রধানোনির্দ্দেশঃলক্ষ্যতাং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

অদ্য আমরা নিশ্চিত ধন্যতম ধার্ম্মিক ব্যক্তির ন্যায় অগ্রগণ্য হইলাম, যেহেতু আমরা আপনার আগমনের এক লক্ষ্য হইয়াছি। অর্থাৎ সাধুব্যক্তির স্মৃতি পথে আরোহণ করাও এক মহত্ত্বেরকারণ হয় ॥ ২৯ ॥

এবং প্রকথয়ন্তোত্র রাজানোহথমহর্ষয়ঃ।
আসনেষুসভাস্থান মাসাদ্যসমুপাবিশন্ ॥ ৩০ ॥

এবং দশরথোক্তপ্রকারেণৈবরাজানো মহর্ষয়শ্চকথয়ন্তঃ অথসভাস্থানসমাসাদ্যআসনে সমুপবিশন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

এইরূপ সকল রাজাগণ ও সকল মহর্ষিগণ, বিনয় বাক্য দ্বারা মহামুনি বিশ্বামিত্রকে স্তুতিবাক্যে সম্ভাষা করিলে পর, ঋষিবর বিশ্বামিত্র সভাস্থানে সমাগত হইয়া রাজদত্ত পরমাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩০ ॥

সদৃষ্ট্বামানিতং লক্ষ্ম্যা, ভীত স্তু মৃষিসত্তমং।
প্রহৃষ্টবদনোরাজা স্বয়মর্ঘ্যং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্যাতপোলক্ষ্যাভীতঃ অর্থার্ঘ্যস্যাদন্যদ্বারাআহরণোপবাধশংকয়াস্বয়মে বাহৃ-ত্যার্ঘ্যংন্যবেদয়দিত্যর্থঃ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

মহারাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে তপঃ শ্রীযুক্ত দেখিয়া অতি সাবধান পূর্ব্বক হৃষ্ট বদনে, সেই ঋষি সত্তমকে স্বয়ং অর্ঘ্য প্রদান করিলেন॥ ৩১॥

সরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বন্তং রাজানং পর্য্যপূজয়ৎ॥ ৩২॥

পর্য্য পূজয়ৎ প্রশশংস॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ।

ঋষিবর বিশ্বামিত্র যথা শাস্ত্রোদিত কর্ম্মদ্বারা রাজদত্ত অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিয়া, প্রদক্ষিণকারি রাজাকে সমাদৃত বাক্যে অনেক প্রকার প্রশংসা করিলেন॥ ৩২॥

সরাজ্ঞাপূজিতস্তেন প্রহৃষ্টবদনস্তদা।
কুশলঞ্চাব্যয়ঞ্চৈবং পর্য্যপৃচ্ছন্নরাধিপং॥ ৩৩॥

কুশলং দেহ মন্ত্রিভৃত্যাদিষুঅব্যয়ংকোষেষু॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।

রাজা দশরথ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া মহামুনি আহ্লাদিত মনে প্রসন্ন বদনে, অনন্তর রাজাকে অনাময় শারীরিক কুশল ও অস্খলিত বিষয় কুশল এবং মন্ত্রি ভৃত্যাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩৩॥

বশিষ্ঠেন সমাগম্য প্রহস্যমুনিপুঙ্গবঃ।
যথার্হং চার্চ্চয়িত্বৈনং পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ॥ ৩৪॥

এবং বশিষ্ঠমর্চ্চয়িত্বাযথার্হং মৃগপক্ষ্যাদিস্বনাময়ং পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ।

তদনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া সহাস্য বদনে যথাযোগ্য তাঁহার অর্চ্চনা করণপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ বশিষ্ঠের তপস্যার কুশল এবং আশ্রমস্থ মৃগ পক্ষীত্যাদির অনাময় কুশল জিজ্ঞাসা করি-লেন॥ ৩৪॥

ক্ষণং যথার্হমন্যোন্যং পূজয়িত্বাসমেত্যচ।
তে সর্ব্বেহৃষ্টমনসো মহারাজনিবেশনে ॥ ৩৫ ॥
যথোচিতাসনগতা মিথঃ সংবৃদ্ধ তেজসঃ।
পরস্পরেণ পপ্রচ্ছুঃ সর্ব্বেনাময়মাদরাৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্যোন্যসমেত্য পূজয়িত্বাচ যথোচিতাসনগতাঃ সন্তঃ পপ্রচ্ছুরিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

ক্ষণকাল মাত্র বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পর যথাযোগ্য উভয়ে উভয়ের সম্মান করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, তদ্দৃষ্টে রাজ ভবনে সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, প্রবৃদ্ধ তেজঃপ্রাপ্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে আর আর সভাস্থ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সমাদর পূর্ব্বক অনাময় কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৬ ॥

উপবিষ্টায় তস্মৈ স বিশ্বামিত্রায়ধীমতে।
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চগাঞ্চৈব ভূয়োভূয়ো ন্যবেদয়ৎ। ৩৭ ॥

আদ্যেন চকারেণানুক্তগন্ধপুষ্পবস্ত্রালঙ্কারাদেঃ সমুচ্চয়ঃ। দ্বিতীয়েন দক্ষিণাফল-তাম্বূলাদেঃ তেষাঞ্চবহুবিধত্বাদ্ভূয়োভূয়ইতি ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ।

ধীমান বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে পর রাজা দশরথ পাদ্য অর্ঘ্য ও গন্ধ পুষ্প বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি প্রচুরতর পূজোপযোগ্য সামগ্রী তাঁহাকে * পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাজা বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া যথাযোগ্য আত্ম সৌভাগ্য অঙ্গীকার করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অর্চ্চয়িত্বেতি) ॥

* মূলে ভূয়োভূয় পাদ্যার্ঘাদি দিলেন কহিয়াছেন, ভাষায় পুনঃ পুনঃ শব্দ আছে, ইহাতে অর্ঘ্যাদি যে পুনঃ পুনঃ দিলেন এমত নহে, প্রচুরতর দ্রব্য একে একে প্রদান করিলেন। মূলে প্রথম চকারে বস্ত্রালঙ্কারাদি, দ্বিতীয় চকার দ্বারা ফল তাম্বূল দক্ষিণাদি প্রদান করিলেন।

অর্চ্চয়িত্বাতু বিধিব দ্বিশ্বামিত্র মভাষত।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতোবাক্য মিদং প্রীতমনানৃপঃ॥ ৩৮॥

প্র...তঃ পরিক্ত ইদং বক্ষ্যমাণং॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ।

প্রীতিযুক্ত মনে রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া প্রযত্ন সংস্কারে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা কহিতে লাগিলেন॥ ৩৮॥

যথামৃতস্যসংপ্রাপ্তি র্যথাবর্ষমবর্ষকে।
যথান্ধস্যেক্ষণপ্রাপ্তি র্ভবদাগমনং তথা॥ ৩৯॥

যথাযোগং মর্ত্তাস্যকর্ষকস্যেতিচশেষঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! যেমন মৃত ব্যক্তির পুনরাগমনে পরমাহ্লাদ জন্মে, এবং বহুকাল অনাবৃষ্টির পর বর্ষণ হইলে কৃষকের যেমন হর্ষোৎপাদন হয়, ও অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু প্রাপ্তি হইলে যেমন পরমাহ্লাদ জন্মে, সেই রূপ আপনার শুভাগমনে আমি পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম॥ ৩৯॥

যথেষ্টদারসম্পর্কাৎ পুত্রজন্মাপ্রজাবতঃ।
স্বপ্নদৃষ্টার্থলাভশ্চ ভবদাগমনং তথা॥ ৪০॥

অর্থলাভোদবিদ্রস্যেতিশেষঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ।

যেমন পুত্র হীন ব্যক্তির অভিলষিত দারসংগমন দ্বারা পুত্রোৎপত্তি হইলে আনন্দ জন্মে, ও স্বপ্নাগমে অর্থের লাভে যেমন দরিদ্রের আহ্লাদ হয়, হে মুনে! আপনার শুভাগমনে আমার তদ্রূপ আনন্দোদয় হইল॥ ৪০॥

যথেপ্সিতেন সংযোগ ইষ্টস্যাগমনং যথা।
প্রনষ্টস্যযথালাভো ভবদাগমনং তথা॥ ৪১॥

ঈপ্সিতেনচিরাভিলষিতেনমণিমাত্রাভ্যুদয়াদিনাইষ্টস্যপ্রিয়তমস্য পুত্রভ্রাত্রাদেঃ ভূয়াদিতিশেষঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! যেমন চিরবাঞ্ছিত বন্ধুর সহিত সংযোগ হইলে আনন্দ জন্মে, ও প্রিয়তম পুত্রাদির দূরদেশ হইতে গৃহে আগমন হইলে যেমন সুখোৎপন্ন হয়, এবং অপহৃতদ্রব্য পুনর্ব্বার লাভ হইলে যেমন সন্তোষিতা লাভ হয়, সেইরূপ আপনার শুভাগমনে আমার পরমানন্দের উদয় হইল॥ ৪১ ॥

যথাহর্ষো নভোগত্যা মৃতস্য পুনরাগমাৎ।
তথাত্বদাগমাদ্ব্রহ্মন্ স্বাগতন্তে মহামুনে॥ ৪২॥

ব্রহ্মলোকনিবাসোহি কস্যনপ্রীতিমাবহেৎ।
মুনেতবাগমস্তদ্বৎ সত্যমেবব্রবীমিতে॥ ৪৩॥

ত্বদাগমনাৎ হর্ষইত্যনুষজ্যতে॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

যেমন আকাশ পথে গত ব্যক্তির অর্থাৎ যমলোকগত ব্যক্তির পুনরাগমন হইলে আত্মীয় ব্যক্তিদিগের হর্ষ জন্মে, আপনার শুভাগমনে আমারও তাদৃশ হর্ষ জন্মিল, হে মহামুনে! হে ব্রহ্মন্! আপনার এখানে সুখেত সমাগমন হইয়াছে॥ ৪২॥

যেমন ব্রহ্ম লোক বাসে কাহার না প্রীতি জন্মে! অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মলোক বাসে প্রীতিযুক্ত হয়। হে মুনে! আপনার শুভাগমন ও আমার পক্ষে সেইরূপ প্রীতিজনক হইয়াছে। ইহা আপনাকে আমি সত্যই বলিতেছি॥ ৪৩॥

কশ্চতে পরমঃ কামঃ কিঞ্চতেকরবাণ্যহং।
পাত্রভূতোসি মে বিপ্র প্রাপ্তঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ ৪৪॥

প্রথমঃ প্রশ্নঃ প্রদেয়বিষয়ঃ কর্ত্তব্যমেবাবিষয়ঃ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিপ্র! হে মুনে! আপনি পরম ধার্ম্মিক, অতি সুপাত্র, মৎসান্নিধানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি আপনার কি করিব! আপনি কি অভিলাষ করিয়া অত্রাগত হইয়াছেন? তাহা আজ্ঞা করুন॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসাদ্যোতিত প্রভঃ।
ব্রহ্মর্ষিত্ব মনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোসিভগবনময়া॥ ৪৫॥

পূজ্যাপাত্রত্বমেবোপপাদয়তি। পূর্ব্বমিতি। তপসাব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্ত ইতি সম্বন্ধঃ॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! আপনি পূর্ব্বে রাজর্ষি রূপে বিখ্যাত ছিলেন, তপস্যা দ্বারা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মর্ষিত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি আমার পরাৎপর পরম পূজ্য হয়েন॥ ৪৫॥

তাৎপর্য্য। আপনার মহিমা আমি কি বলিব, আপনি অপার মহিমা সাগর, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াধিপ গাধিরাজ তনয় ছিলেন, তেজোবলে নূতন সৃষ্টিকর্ত্তারূপে বিখ্যাত হইয়া, তপোবলে বক্ষ্যমাণ দেহেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয় তেজ, ও ব্রহ্মতেজ একত্রসম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমার পরমপূজনীয় হয়েন॥৪৫॥

গঙ্গাজলাভিষেকেন যথাপ্রীতির্ভবেন্মম।
তথাত্বদ্দর্শনাৎপ্রীতি রন্তঃ শীতয়তীবমাং॥ ৪৬॥

শীতয়তিতাপশান্ত্যাসুখয়তিমুখ্যার্থাভেদোৎপ্রেক্ষার্থইবশব্দঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! যেমন গঙ্গাজলাভিষেক দ্বারা অতিশয় রূপ প্রীতি জন্মে, তদ্রূপ আপনার দর্শন জন্য প্রীতি, আমার অন্তরের সন্তাপ হরণপূর্ব্বক অতি সুশীতল করিতেছে॥ ৪৬॥

অনন্তর রাজা বিশ্বামিত্রাগমনের হেতু না জানিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা—(বিগতেচ্ছেতি)॥

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো বীতরাগো নিরাময়ঃ।
ইদমত্যদ্ভুতং ব্রহ্মন্ যদ্ভবান্ মামুপাগতঃ॥ ৪৭॥

ইচ্ছাদীনাং পরোপসর্পনাহেতুত্বং প্রসিদ্ধং বিষয়ঃ স্নেহাতিশয়োবিষয়াকারেণ-বিত্তস্যরঞ্জনাদ্রাগঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, বিষয়ানুরাগ রহিত ও রোগ শূন্য ব্যক্তির কোন লোকের নিকট যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আপনি সমস্ত প্রকার

ইচ্ছা দ্বেষপৈশুন্যাদি শূন্য হইয়াও যে আমার নিকট অর্থীর ন্যায় আসিয়াছেন, ইহাই আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি॥ ৪৭ ॥

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহ মাত্মান মপকল্মষং।
চন্দ্রবিম্ব ইবোন্মগ্নং বেদবেদ্যবিদম্বর॥ ৪৮ ॥

দেবর্ষিজুষ্টস্থানানামেবক্ষেত্রত্বাৎ তৎসন্নিধানাদ্দা হমিতিতথেতিভাবঃ অতএবাপকল্মষ মপগতপাপং অতএব ধর্ম্মোৎকর্ষাদমৃতময়চন্দ্রমণ্ডল প্রাপ্ত্যাতত্রোন্মগ্নমিবেত্যাৎ প্রেক্ষা॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আপনি বেদাদি শাস্ত্রদর্শি মধ্যে শ্রেষ্ঠশাস্ত্রবিৎ, আপনার আগমনে আমার গৃহক্ষেত্র তীর্থ তুল্য হইল, আমিও নিষ্পাপ হইয়া যেন অমৃতময় চন্দ্র মণ্ডলে নিমগ্ন হইলাম॥ ৪৮ ॥

সাক্ষাদিবব্রহ্মণো মে তবাভ্যাগমনং মতং।
পূতোস্ম্যনুগৃহীতশ্চ তবাভ্যাগমনান্মুনে॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্মেণপূতঃ যশোহভ্যুদয়াভ্যামনুগৃহীতঃ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আপনার আগমনকে আমি সাক্ষাৎ বেদময় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার রূপে মান্য করি, সুতরাং আপনার আগমনে আমি ধর্ম্মপূত ও যশোভ্যুদয়ার্থ পরমানুগৃহীত হইলাম॥ ৪৯ ॥

ত্বদাগমনপুণ্যেন সাধো যদনুরঞ্জিতং।
অদ্যমেসফলং জন্ম জীবতং তৎসুজীবিতং॥ ৫০ ॥

তদেবস্ফুটয়তিত্বদিতি॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সাধো! আপনার আগমন জন্য যে পুণ্য, সেই পুণ্যরাশি আমাকে অতিশয় অনুরাগযুক্ত করিল, অতএব অদ্য আমার জন্ম সফল ও জীবন সফল, অর্থাৎ জীবন ধারণেরও সার্থকতা হইল॥ ৫০ ॥

ত্বামিহাভ্যাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিপূজ্য প্রণম্যচ।
আত্মন্যেবনমাম্যন্তঃ দৃষ্ট্বেন্দুং জলধির্যথা॥ ৫১ ॥

পুণ্যহর্ষাভ্যাং অভিবৃদ্ধত্বাদাত্মনিশরীরে প্রশস্তান্তঃ খারীবনসংমানীত্যর্থঃ জলধিবেলাসীমোবেতিশেষঃ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! আপনাকে গৃহাগত দেখিয়া ও পূজা প্রণামাদি করিয়া আমার এমন হর্ষের বৃদ্ধি হইল, যে এই ক্ষুদ্র শরীরে সেই আহ্লাদ ধরিবার আর স্থান হয় না, যেমন পর্ব্বকালে চন্দ্র দর্শনে আহ্লাদে সমুদ্রজল সমূহ সমুদ্রে অবস্থিত হইতে না পারিয়া, স্বস্থান হইতে উচ্ছলিত হয়, হে প্রভো! আমারও সেইরূপ আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে॥ ৫১ ॥

যৎকার্য্যং যেনবার্থেন প্রাপ্তোসি মুনিপুঙ্গব।
কৃতমিত্যেব তদ্বিদ্ধি মান্যোসীতি সদামম॥ ৫২ ॥

সদামান্যোসীতিহেতোঃ তদুভয়ং কৃতমিত্যেববিদ্ধি॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! আপনার যে কিছু কার্য্য আছে ও যে নিমিত্ত আপনি আমার নিকট আগত হইয়াছেন, আমা কর্ত্তৃক আপনার সেই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় অবধারণা করুন, যেহেতু আপনি আমার সর্ব্বতো প্রকারেই মান্য হয়েন॥ ৫২ ॥

স্বকার্য্যেনবিমর্ষং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি কৌশিক।
ভগবন্নাস্ত্যদেয়ং মে ত্বয়িযৎ প্রতিপদ্যতে॥ ৫৩ ॥

অন্যৈঃ কর্ত্তুমশক্যমপিকরিষ্যাম্যেবদাত্ত মশক্যমপিদাস্যাম্যেবযদাস্মাৎ দীয়মানং বস্তুত্বয়িত্বাদৃশেসৎ পাত্রে প্রতিপদ্যতেপ্রতিপত্তিলাভেনসার্থকং ভবতীতিভাবঃ॥৫৩॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিক! স্বকার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে আপনি আর বিচার করিবেন না, অর্থাৎ কোন ক্ষোভ বা সন্দেহ করিবেন না, হে ভগবন্! আপনাকে আমার অদেয় কিছুমাত্র নাই, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই প্রতিপন্ন হইবে॥ ৫৩ ॥

অর্থাৎ আপনি অতি সুপাত্র, আপনাকে যাহা দেওয়া যায়, এবং আপনি যাহা প্রসন্ন হইয়া প্রতিগ্রহণ করেন তাহাই সার্থক হয়॥ ৫৩ ॥

কার্য্যস্যান্যবিচারং ত্বং কর্তুমর্হসি ধর্ম্মতঃ ॥
কর্ত্তাচাহমশেষং তে দৈবতং পরমং ভবান্ ॥ ৫৪ ॥

উৎসাহাতিশয়াৎ পূর্ব্বার্দ্ধোক্তমেব পুনরাহকার্য্যস্যেতিলোভাদি হেতুকত্বং বারয়তিধর্ম্মতঃ কর্ত্তেতি ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! আমা হইতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না? আপনি এবিষয়ে কোন বিচার করিবেন না, এমত সংশয়কে হৃদয়ে স্থান দান করিবেন না, আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি আপনার সকল কার্য্যেরই সম্পাদন কর্ত্তা আমি হইব, অন্যজনকর্ত্তৃক অসাধ্য হইলেও আমি তাহা সুসাধ্য রূপে সিদ্ধ করিব। যেহেতু আপনি আমার পরম দেবতা স্বরূপ হয়েন॥ ৫৪ ॥

ইদমতিমধুরং নিশম্যবাক্যং
শ্রুতিসুখ মাত্মবিদাবিনীত মুক্তং।
প্রথিতগুণযশোগুণৈ র্বিশিষ্টং
মুনিবৃষভঃ পরমং জগামহর্ষং ॥ ৫৫ ॥

ইতি বাশিষ্ঠে শ্রীবিশ্বামিত্রাভ্যাগমনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

আত্মবিদাস্বতপঃ প্রভাবাভিজ্ঞেন গুণৈর্ব্বিশিষ্টমিতিবাক্য বিশেষণং ॥ ৫৫ ॥
ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নানা গুণযুক্ত শ্রুতি সুখ জনক সুমধুর বিনীত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ রাজা কহিলেন আমি আপনার সম্যক্ কার্য্য সম্পাদন করিব এই শ্রবণ সুখ জনক বাক্য শুনিয়া, আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রথিত গুণযশোবিশিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ঋষি, পরম আনন্দিত হইয়া সম্যক্ সন্তোষের আহরণ করিলেন॥ ৫৫ ॥

এই বাশিষ্ঠ সংহিতায় বিশ্বামিত্রাগম নামে ষষ্ঠঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৬ ॥

—oo—

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

রাজা দশরথের প্রশংসা, আর বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিঘ্ন নিবেদন, এবং রাক্ষস বধের নিমিত্ত মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে যজ্ঞবাটে লইবার প্রার্থনা করেন, এই সপ্তম সর্গের ফল মুখবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—(তদিতি)

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরং ।
হৃষ্টরোমামহাতেজা বিশ্বামিত্রোভ্যভাষত ।।

রাজ্ঞঃপ্রশংসাত্রমুনের্যজ্ঞবিঘ্ন নিবেদনং রক্ষোবধায়রামস্য যাচ্ঞাচাত্রোপবর্ণ্যতে। অদ্ভুতবিস্তরং আচার্য্যার্থবিস্তারযুক্তং ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ ।

বাল্মীকি কহিতেছেন, রে বৎস! রাজ সিংহ অর্থাৎ রাজা দশরথের আশ্চর্য্য রূপ বিস্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি রোমাঞ্চিত তনু হইয়া রাজাকে তখন কহিতে লাগিলেন ।। ১ ।।

সদৃশং রাজশার্দ্দূল তবৈবৈতন্মহীতলে ।
মহাবংশ প্রসূতস্য বশিষ্ঠ বশবর্ত্তিনঃ ।। ২ ।।

সদৃশং যুক্তং তত্রহেতুগর্ভেবিশেষণে বংশপ্রভাবাৎ গুরুপ্রভাবাচ্চেত্যর্থঃ ।। ২ ।।

অস্যার্থঃ ।

হে রাজ শার্দ্দূল! হে সর্ব্বরাজ শ্রেষ্ঠ! এই জগতীতলে বশিষ্ঠের বশবর্ত্তী সূর্য্যবংশ, সেই মহাবংশ প্রসূত তুমি, সুতরাং এরূপ বিনীত বাক্য না কহিবে কেন? অর্থাৎ আমা প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার যোগ্যই বটে ।। ২ ।।

যত্তুমেহৃদ্গতং বাক্যং তস্যকার্য্য বিনির্ণয়ং ।
কুরুত্বং রাজশার্দ্দূল ধর্ম্মং সমনুপালয় ।। ৩ ।।

হৃদ্গতং বিবক্ষিতং তস্তকার্য্যবিনির্ণয়ং তৎসম্বন্ধিকর্ত্তব্যার্থনিশ্চয়ং কুরুপ্রথম-গিতিশেষঃ তৎকদাচিদধর্ম্মঞ্চে দশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহধর্ম্মমিতি ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নৃপতি শার্দ্দূল! আমার যে মনোগত বাক্য, তাহা আপনি বিশিষ্ট রূপে নির্ণয় করুন, অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া সম্যক্ ধর্ম্মের প্রতিপালন করুন, কিন্তু এমত আশঙ্কা করিহ না, যে আমি কোন অধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রার্থনা করিতেছি, হে রাজন্! আমি যদর্থে প্রার্থনা করিতেছি; তাহা ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৩ ॥

অহংধর্ম্মং সমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।
তস্য বিঘ্নকরাঘোরা রাক্ষসা মমসংস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥

তদেবাহ অহমিত্যাদিনাধর্ম্মযজ্ঞং সমাতিষ্ঠেআরভে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম্মকার্য্য সিদ্ধার্থে যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মদ্বেষ্টা, বিঘ্নকর, পাপশীল, ঘোর রাক্ষসেরা সেই যজ্ঞের বিঘ্ন করিবার নিমিত্তে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৪ ॥

যদাযদাতুযজ্ঞেন যক্ষেঽহং বিবিধব্রজান্।
তদাতদাতুমেযজ্ঞং বিনিঘ্নন্তিনিশাচরাঃ ॥ ৫ ॥

বিবিধব্রজান্দেবসংঘান্ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

আমি যখন যখন দেবতাগণকে যজ্ঞারম্ভে পূজার্থ আবাহন করি, তখন তখনই তৎস্থানে রাক্ষসগণেরা আসিয়া আমার যজ্ঞ বিঘ্ন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বহুশোবিহিতে তস্মিন্ময়া রাক্ষসনায়কাঃ।
অকিরংস্তে মহীং যাগে মাংসেন রুধিরেণচ ॥ ৬ ॥

বিহিতে অনুষ্ঠিতে ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

আমি অনেকবার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু যজ্ঞারম্ভ করিলেই ক্রূর নিশাচরগণেরা. যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত হইয়া অমেধ্য মাংস রুধির বর্ষণ দ্বারা ভূমিকে পরিপূর্ণা করে ॥ ৬ ॥

অবধূতেতথাভূতে তস্মিন্ যাগকদম্বকে।
কৃতশ্রমোনিরুৎসাহ স্তস্মাদ্দেশা দুপাগতঃ॥ ৭ ॥

অবধূতে বিঘ্নৈর্নিরস্তেযাগকদম্বকে যজ্ঞসমূহে॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

এই রূপে রাক্ষস কৃতবিঘ্ন দ্বারা যাগসমূহ নষ্ট হইলে, আর যজ্ঞ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে উৎসাহ হয় না, অতএব এক্ষণে আমি নিরুৎসাহ হইয়া, যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাগস্থান হইতে আপনার নিকট আগত হইলাম॥ ৭ ॥

যদি বল আপনারা ব্রাহ্মণ বাগ্বজ্র, শাপদ্বারা শত্রুকে নিহত করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন কেন না করেন? তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নচেতি)।

নচমেক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব।
তথাভূতং হি তৎকর্ম্ম নশাপস্তস্যবিদ্যতে॥ ৮ ॥

নন্বশাপেনৈব তেকুতো ননিরস্তাস্তত্রাহ নচেতি॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া শাপ প্রদান করিতে আমার বুদ্ধি হয় না, যেহেতু ইষ্টসাধন কর্ম্ম অক্রোধে সম্পন্ন করিতে হয়, সক্রোধে করিলে তাহা সফল হয় না, অতএব যজ্ঞারম্ভে রাক্ষস প্রতি অভিশাপ প্রদান করিতে পারি না॥ ৮ ॥

ঈদৃশীযজ্ঞদীক্ষা সা মমতস্মিন্ মহাক্রতৌ।
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন প্রাপয়েয়ং মহাফলং॥ ৯ ॥
ত্রাতুমর্হতিমামার্ত্তং শরণার্থিন মাগতং।
অর্থিনাং যন্নিরাশত্বং সত্তমেভিভবোহিসঃ॥ ১০ ॥

ঈদৃশীক্রোধশাপাদ্য যোগ্যাপ্রাপয়েয়ং স্বার্থোনচপ্রাপ্নুয়াং সত্তমেসাধুতমেসত্ত ইতিপাঠেতুসংবোধনং অভিভবঃ তিরস্কারঃ অর্থাৎসত্তমানাং ঐকপত্যান্বা॥ ৯ ॥ ১০।

অস্যার্থঃ।

ঈদৃশী যজ্ঞ দীক্ষা অর্থাৎ এতাদৃশ যজ্ঞারম্ভকালে কাহার প্রতি ক্রোধ বা কাহাকে অভিশাপ দিতে নাই, হে রাজন্! একারণ তব প্রসাদে আমি নির্ব্বিঘ্নে সেই যজ্ঞের মহাফল প্রাপ্তি প্রত্যাশা করিয়াছি॥ ৯ ॥

হে নরাধিপ! অতি আর্ত্ত হইয়া আমি তোমার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার অপমান করিবেন না, যেহেতু সদ্ব্যক্তির নিকট নিরাশ হওয়াই যাচকের তিরস্কার জানিবেন॥ ১০॥

তবাস্তিতনয়ঃ শ্রীমান্ দৃপ্তশার্দ্দূল বিক্রমঃ।
মহেন্দ্র সদৃশোবীর্য্যে রামো রক্ষোবিদারণঃ॥ ১১॥

উত্তরত্রতমিতিদর্শনাদত্র য ইতিঅধ্যাহার্য্যং বিশেষণানিবিবক্ষিতার্থোপপাদকানি॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! গর্ব্বিত ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রম ও ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যবান্, রাক্ষস বংশ বিদারণ শ্রীরাম নামে তোমার এক তনয় আছেন॥ ১১॥

তং পুত্রং রাজশার্দ্দূল রামং সত্যপরাক্রমং।
কাকপক্ষধরং শূরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি॥ ১২॥

সত্যপরাক্রমং অমোঘপরাক্রমং কাকপক্ষোকর্ণমূল শিখেক্ষত্রিয়াচারসিদ্ধেঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজশ্রেষ্ঠ! অমোঘ বিক্রম, কাক পক্ষধর, মহাবীর, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যে শ্রীরাম, তাঁহাকে আপনি আমায় প্রদান করুন॥ ১২॥

হে মহারাজ! আপনি রামার্থে কোন সংশয় করিবেন না, অর্থাৎ রামের পাছে অমঙ্গল হয় এমত আশঙ্কা করিহ না, এতদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(শক্তোহীতি)

শক্তোহয়ং ময়াগুপ্তো দিব্যেন স্বেনতেজসা।
রাক্ষসা যেঽপকর্ত্তার স্তেষাং মূর্দ্ধবিনিগ্রহে॥ ১৩॥

নম্বকৃতাস্ত্রোবালোয়ং কথংশক্তঃ তত্রাহশক্তইতিগুপ্তোরক্ষিতঃ অপকর্ত্তারো-যজ্ঞস্যলোকস্যেতিবাশেষঃ। মূর্দ্ধবিনিগ্রহেশিরঃচ্ছেদে॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

আমি স্বীয় তপঃ প্রভাবে দিব্যতেজ দ্বারা এই রামকে রক্ষা করিব, সুতরাং আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, যেসকল রাক্ষস লোকের অপকারি, তাহাদিগের মস্তক-চ্ছেদনে রাম সর্ব্ব সমর্থ হইবেন॥ ১৩॥

শ্রেয়শ্চাস্মৈকরিষ্যামি বহুরূপমনন্তকং।
ত্রয়াণামপিলোকানাং যেনপূজ্যো ভবিষ্যতি॥ ১৪ ॥

শ্রেয়ঃবিদ্যাপ্রদানরূপং অস্ত্রভেদাদ্বহুরূপং প্রভাবতস্ত্বনন্তকমপরিমিতং॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! আমি এই শ্রীরামকে অনন্ত প্রভাবযুক্ত বহুপ্রকারঅস্ত্র বিদ্যা প্রদান করিব, যাহার দ্বারা ত্রিলোক মধ্যে রাম সকলের পূজ্যতম হইবেন॥ ১৪ ॥

নচতেরামমাসাদ্য স্থাতুং শক্তানিশাচরাঃ।
ক্রুদ্ধং কেশরিণং দৃষ্ট্বাবনেরণইবৈণকাঃ॥ ১৫ ॥

স্থাতুংপুরইতিশেষঃ বনেরণেবনোদ্ভূতেঈরণাখ্যেতৃণেতস্যায় লবতয়ামৃগ এণাখ্যা নত্বংরণেইতিবাচ্ছেদঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! যেমন ক্রুদ্ধকেশরি সন্দর্শনে মৃগগণ বনে বাস করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার রামকে প্রাপ্ত হইয়া নিশাচরগণ রণ স্থলে স্থিতি করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বে রাজা কহিয়াছিলেন, আমি বা আমার সৈন্য দ্বারা রাক্ষসের বিনাশ হইবে, এই রাজাভিপ্রায় নিরাস করিয়া ঋষি কহিতেছেন। যথা— (তেষামিতি)॥

তেষাঞ্চনান্যঃ কাকুৎস্থা দ্যোদ্ধুমুৎসহতেপুমান্।
ঋতেকেশরিণঃ ক্রুদ্ধা মত্তানাং করিণামিব॥ ১৬ ॥

নন্বমস্তুত্যৈর্ম্ময়াবা তেনিগ্রাহ্যাইতিরাজাভিসন্ধিমালক্ষ্যাহ তেষাঞ্চেতি কাকুৎস্থাৎপ্রকৃতাদ্রামাৎ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভূপতে! যেমন ক্রোধিত সিংহ ভিন্ন কেহই মত্ত করিবরকে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না॥ ১৬ ॥

বীর্য্যোৎসিক্তাহি তে পাপাঃ কালকূটোপমারণে।
খরদূষণয়োর্ভ্রাত্যাঃ কৃতান্তাঃ কুপিতাইব॥ ১৭ ॥

তৎকুতস্তত্রাহ বীর্য্যেতি উৎসিক্তা গর্ব্বিতাঃ নকেবলং স্ববলেনৈব কিন্তু স্বামিবলেনেত্যাহ খরেতি॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

সেই সকল রাক্ষসগণ খরদূষণের ভৃত্য, সাক্ষাৎ কুপিত কৃতান্তের ন্যায় ভয়ানক, এবং বীর্য্য গর্ব্বিত, রণ স্থলে কালকূট বিষ তুল্য অসহ্য হয়॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—তাহারা স্ববলে যে সংগ্রাম করে এমত নহে, কেবল তাহাদিগের প্রভু খর দূষণের বলেই অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধ করে, অর্থাৎ স্বামীর বলেই তাহাদিগের বল। একারণ মূলে বীর্য্যোৎসিক্ত বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। কালকূট বিষবৎ অসহ্য বিক্রম বিশিষ্ট, কুপিত কৃতান্তবৎ অর্থাৎ যাহার প্রতি কটাক্ষ করে, তাহার কোনমতেই পরিত্রাণ নাই॥ ১৭ ॥

রামস্যরাজশার্দ্দূল সহিষ্যন্তে ন সায়কান্।
অনারূত গতা ধারা জলদস্যেবপাংশবঃ॥ ১৮ ॥

তর্হিরামস্যাপিতেকথং সাধ্যাস্তত্রাহ রামস্যেতিঅনারূতগতাঃ যথাবৃষ্ট্যাভিভবেক্ষমাঅপি পাংশবোবৃষ্ট্যাভিভবেনক্ষমাস্তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজ শার্দ্দূল! যেমন ধূলি সকল মেঘ নিঃসৃত অনবরত পতিত বারিধারা নিবারণ করিতে অক্ষম হয়, তদ্রূপ সংগ্রাম স্থলে রামের বাণ বেগ নিবারণ করিতে কিম্বা সহ্য করিতে রাক্ষসেরা কখনই সক্ষম হইবে না॥ ১৮ ॥

হে রাজন্! বিষম স্থানে পুত্র প্রেরণ করিতে পিতার অবশ্যই আশঙ্কা হয়, আপনি সে শঙ্কা করিবেন না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নচেতি)।

নচপুত্রকৃতং স্নেহং কর্ত্তুমর্হসি পার্থিব।
নতদস্তিজগত্যস্মিন যন্নদেয়ং মহাত্মনাং॥ ১৯ ॥

ভবতুতথাতথাপিপুত্রোদুস্ত্যজঃ পিতৃভিরিত্যাশংক্যাহনচেতি মমপুত্রোয়মিতিপ্রাকৃতং স্নেহমনুরাগং তৎকুতস্তত্রাহ নতদিতিতথাহিশিবিদধীচালর্কপ্রভৃতয়ঃ স্বদেহচক্ষুরাদ্যপিদদাবিতিভাবঃ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে পার্থিব! আপনি সামান্য লোকের ন্যায় পুত্র কৃতস্নেহ করিতে যোগ্য হইবেন না, যেহেতু এই জগতে মহাত্মাদিগের এমন্ দ্রব্য কি আছে, যে পরোপকার্থ * তাহা দিতে না পারেন?॥ ১৯ ॥

হন্তনূনং বিজানামি হতাং স্তান্ বিদ্ধিরাক্ষসান্।
নহ্যস্মদাদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ সন্দিগ্ধে সংপ্রবৃত্তয়ঃ॥ ২০ ॥

নাত্রবিজয়ায়শঙ্কাপি কিন্তুবিজয়াভ্যুদয়এবইত্যাহ হন্তেতিনূনমিতিনিশ্চয়ে বিজানাসি তপসেতিশেষঃ। ত্বমপিবিদ্ধিমদ্বচসেতিশেষঃ তদেবদৃঢ়য়তিনহীতি॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

আমি তপোবলে ইহা নিশ্চয় জানিয়াছি, আমার কথা প্রমাণে আপনিও জানুন্, যে রাম কর্ত্তৃক সেই রাক্ষসগণ নিশ্চয় হত হইয়াছে, যেহেতু অস্মদ্বিধ প্রাজ্ঞেরা কখনই সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি করেন না॥ ২০ ॥

অহংবেদ্মিমহাত্মানং রামং রাজীবলোচনং।
বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা যে চান্যেদীর্ঘ দর্শিনঃ॥ ২১ ॥

মহান্তঃ জীবোপাধ্যপরিচ্ছিন্ন মাত্মানমীশ্বরমিত্যর্থঃ প্রভাবতোরামংহ্যাত্মানং বশিষ্ঠশ্চবেত্তীতি বিপরিণামেনানুসঙ্গঃ এবমুত্তরত্রাপিদীর্ঘদর্শিনঃ যোগসিদ্ধ্যাব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টদর্শনশীলাঃ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজীবলোচন মহাত্মা রামের প্রভাব আমি জানি, ও মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি এবং অন্যান্য দীর্ঘদর্শি ঋষিগণেরাও জানেন॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম সাক্ষাৎ পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব সম্ভজনীয়, কেবল উপাধি সম্পর্কে জীবভাবে পরিচ্ছিন্ন রূপে তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব অজ্ঞলোকে রামকে জানিতে পারে না, কেবল আমি জানি, বশিষ্ঠ দেব জানেন, এবং অন্যান্য যোগী সিদ্ধ ঋষিগণেরাও শ্রীরামের স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন॥ ২১॥

---

* পরোপকারার্থে, শিবি অলর্ক প্রভৃতি রাজাগণে, স্বদেহ মাংস ও চক্ষুরাদিও প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব সাধুদিগের অদেয় কিছুই নাই, আপনি ও সর্ব্ব ধর্ম্ম নিষ্ণাত মহাত্মা, অতএব আমার সহিত পুত্র বিদায় দিতে শঙ্কা করিহ না।

যদি ধর্ম্মোমহত্ত্বঞ্চ যশস্তে মনসিস্থিতং।
তন্মহ্যং সমভিপ্রেত মাত্মজং দাতুমর্হসি॥ ২২॥

ধর্ম্মোমহত্ত্বং যশশ্চরক্ষমিতিমনসিতেস্থিতং যদিতর্হিসমভিপ্রেতং প্রিয়তমমিত্যা-ত্মজাবিশেষণং সম্যগভিপ্রেতমধ্যবসিতং যথাভবতীতিক্রিয়াবিশেষণং বা॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

যদি তোমার ধর্ম্ম ও মহত্ত্ব এবং যশ রক্ষার্থ মনে ইচ্ছা থাকে, তবে মমাভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রকে আমার সঙ্গে বিদায় দিতে যোগ্য হও॥ ২২॥

দশরাত্রশ্চমে যজ্ঞো যস্মিন্ রামেণরাক্ষসাঃ।
হন্তব্যাবিঘ্নকর্ত্তারো মমযজ্ঞস্যবৈরিণঃ॥ ২৩॥

দশরাত্রোদশরাত্রসাধ্যঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

আমার যে যজ্ঞে রামচন্দ্র বিঘ্নকারি রাক্ষসগণকে নষ্ট করিবেন, সেই যজ্ঞ দশ-রাত্র মধ্যে সাধ্য হইবে এই মাত্র॥ ২৩॥

অত্রাপ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতাং তবমন্ত্রিণঃ।
বশিষ্ঠ প্রমুখাঃসর্ব্বে তেন রামং বিসর্জ্জয়॥ ২৪॥

অত্রাস্মিন্নর্থেতবমন্ত্রিণঃ সর্ব্বেবশিষ্ঠপ্রমুখা. অপীতিসম্বন্ধঃ। তেনতেষামনুজ্ঞা-দানেন॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে কাকুৎস্থ! হে দশরথ! ইহাতে তোমার মন্ত্রিগণ ও বশিষ্ঠপ্রভৃতি বিচক্ষণ ঋষিগণ, তোমাকে অনুমতি প্রদান করুন, তুমি ইহাঁরদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রামকে আমার সহিত বিদায় করহ॥ ২৪॥

নাত্যেতিকালঃকালজ্ঞ যথায়ংমমরাঘব।
তথাকুরুষ্ব ভদ্রন্তে মা চ শোকেমনঃকৃথা॥ ২৫॥

কালোযজ্ঞাঙ্গভূতোবসন্তাদির্যথানাত্যেতি ইতিসম্বন্ধঃ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে কাকুৎস্থ রাঘব! যজ্ঞের সময় যে বসন্তাদিকাল, তাহা তুমি সকলি জান, যাহাতে আমার যজ্ঞকাল অতিক্রান্ত না হয়, আপনি তাহা করুন্ তোমার মঙ্গল হইবে, কদাচ মনকে শোকে মগ্ন করিহ না।। ২৫ ।।

কার্য্যমণ্বপিকালেত্তু কৃতমেত্যুপকারিতাং।
মহদপ্যুপকারোঽপি রিক্ততামেত্য কালতঃ ।। ২৬ ।।

অভিলষিতসাধনানুগ্রহ উপকারঃ তদ্ভাবং মহদ্বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যমপিকার্য্যং ফলরিক্ততামেতিসম্পন্ন ফলত্বেনোপকারোপি প্রীতিরিক্ততামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

মুখ্য সময়ে অল্প কার্য্য করিলেও মহোপকার হয়, অসময়ে বহুআয়াসে বহুবিত্ত ব্যয়সাধ্য মহৎকার্য্য সম্পাদন করিলেও তাহা সামান্য বোধ হয়।। ২৬ ।।

ইত্যেব মুক্তাধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মার্থসহিতংবচঃ।
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রোমুনীশ্বরঃ ।। ২৭ ।।

মুনিবাক্যমুপসং হরতিইত্যেবমিতি ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

মহাধর্ম্মাত্মা, মহাতেজস্বী, মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র ঋষি, ধর্ম্মার্থযুক্ত এই বাক্য বলিয়া বিরাম করিলেন, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, আর কোন কথাই কহিলেন না।। ২৭ ।।

শ্রুত্বাবচো মুনিবরস্য মহানুভাব
তূষ্ণীমতিষ্ঠ দুপপন্নপদং সবক্তুং।
নোযুক্তিযুক্তকথনেন বিনৈতিতোষং
ধীমানপূরিতমনোঽভিমতশ্চলোকঃ ।। ২৮ ।।

ইতিবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিশ্বামিত্রবাক্যং নামসপ্তমঃ সর্গঃ ।। ৭ ।।

উপপন্নানি যুক্তানি পদানি পদসিদ্ধানি বচনীয়বহূনি বা যস্মিনূর্কর্ম্মণি তত্তথানমু-শক্যমুচ্যতাং কিমুপপত্তিচিন্তয়েতি যুক্তিযুক্তকথনেন বিনাতুষ্যতীতিযুক্তা উপপত্তি চিন্তা ইতিভাবঃ॥ ২৮॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে সপ্তমঃ সর্গঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

মহাপ্রভাবশালী রাজা দশরথ, মুনিবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্য কিঞ্চিৎকাল মৌনী হইয়া থাকিলেন, কেননা যুক্তি যুক্ত কথন ব্যতিরেকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লোক সন্নিধানে সন্তোষ প্রাপ্ত হন না, এবং তাঁহারও মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয় না॥ ২৮॥

এই বাশিষ্ঠ রামায়ণ সংহিতায় বিশ্বামিত্র বাক্য নামে
সপ্তম সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৭॥

-০০-

অষ্টমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গে মুখ বক্ষ শ্লোকে রাজাদশরথের স্নেহ প্রযুক্ত শ্রীরামের রাক্ষস যুদ্ধে অক্ষমতা বর্ণন, এবং রাবণাদি নিশাচরদিগের বল জানিয়া দশরথ রাজার বিষাদ উপবর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বাক্য শ্রবণে রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা, এই শ্লোকাবধি বর্ণন করিতেছেন। যথা—(তৎশ্রুত্বেতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ ॥

তৎশ্রুত্বারাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতং।
মুহূর্ত্তমাসীন্নিশ্চেষ্টঃ সদৈন্যং চেদমব্রবীৎ॥ ১ ॥

স্নেহাদ্রাজ্ঞোঽত্ররামস্যযুদ্ধাযোগ্যত্ববর্ণনং। রাবণাদিবলংজ্ঞাত্বাবিষাদশ্চোপবর্ণ্যতে॥ উপউত্তরোত্তরালোভান্নিশ্চেষ্টাপূর্ব্বোক্তরামদশান্নুসন্ধানাৎ প্রতিজ্ঞাতার্থাসাধ্যমুনিবচনস্যদুলজ্ঘ্যাত্বাৎসদৈন্যং ইদংবক্ষ্যমাণং॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

মহর্ষি বাল্মীকি কহিতেছেন, হে ভরদ্বাজ! সকল রাজার উপর শ্রেষ্ঠ মহারাজা দশরথ, বিশ্বামিত্র ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক মুহূর্ত্তকাল চেষ্টা রহিত হইয়া থাকিলেন, অনন্তর দৈন্যযুক্ত হইয়া এই বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা দশরথ নিশ্চেষ্ট হইয়া এই চিন্তা করিয়া দীনতা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ শ্রীরাম অতি বালক, অকৃতাস্ত্র, যুদ্ধ কুশল নহেন, কিন্তু কুটবোধি রাক্ষসগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কি রূপে ক্ষমবান্ হইবেন। এবং আপনি যাহা যাচ্ঞা করিবেন তাহা দিব, আপনাকে অদেয় নাই এ কথাও পূর্ব্বে বিশ্বামিত্রকে কহিয়াছেন। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কি প্রকারে হয় অর্থাৎ রাক্ষস যুদ্ধে রামকে প্রেরণ করিতে অসমর্থ, সুতরাং রামকে বিদায় না করিলে প্রতিজ্ঞার্থ অসাধন জন্য দুর্লঙ্ঘ্য মুনি বাক্যের লঙ্ঘন করা হয়, তদ্বাক্য রক্ষা না করিলে পাছে তেজস্বী ঋষি অভিসম্পাত করেন, ইহাই রাজার চিন্তার বিষয়

হইল, সুতরাং স্বচিত্তে বিচার করিয়া মুহূর্ত্তানন্তর দীনতাযুক্ত এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

ঊনষোড়শবর্ষোয়ং রামোরাজীবলোচনঃ।
নযুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহরাক্ষসৈঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চিদূনঃ ষোড়শোবর্ষোযস্যেতিত্রিপদবহুব্রীহিঃ যুদ্ধযোগ্যতৈবনাস্তিরাক্ষসৈঃ সঙ্গতস্যেতিভাবঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! পদ্মায়তাক্ষ শ্রীরামচন্দ্রের এই ঊনষোড়শ বৎসর বয়স হইয়াছে অর্থাৎ রাম পঞ্চদশ বর্ষবয়স্ক হইল, অতএব আমি তাঁহার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা মাত্রই দেখি না ॥ ২ ॥

অতএব শ্রীরামচন্দ্রকে রাক্ষস সহিত যুদ্ধ করিতে দিতে পারি না, বরং সহ সৈন্য যুদ্ধার্থ আমি স্বয়ং যাইতে পারি তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ইয়মিতি)।

ইয়মক্ষৌহিণীপূর্ণা যস্যাঃ পতিরহংপ্রভো।
তয়াপরিবৃতোযুদ্ধং দাস্যামিপিতাশিনাং ॥ ৩ ॥

তর্হিকিংব্যর্থপ্রয়াসঃ নেত্যাহ ইয়মিতিঅক্ষৌহিণীলক্ষণন্তুএকেভৈকরথাত্র্যশ্বা-পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকাঃপত্ত্যাঙ্গৈস্ত্রিগুণৈস্তদ্বৎ ক্রমাদাখ্যাযথোত্তরং। সেনামুখংগুল্ম গণোবাহিনীপৃতনাচমূঃ। অনীকিনীদশানীকিন্যক্ষৌহিণীত্যমরসিংহেনৈবভারতাদি-প্রসিদ্ধংসংগ্রহোক্তং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! আমার অক্ষৌহিণী * পরিপূর্ণ সেনা আছে অর্থাৎ এক এক বিষয়ে এক এক অক্ষৌহিণীসংখ্যায় বহু অক্ষৌহিনী যে সেনা আছে, তাহার পতি আমি, আজ্ঞা করিলে সেই সকল সেনা পরিবৃত হইয়া আমি পিশিতাশি রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ প্রদান করিব, আপনি ব্যর্থ প্রয়াস হইবেন না ॥ ৩ ॥

---

* অক্ষৌহিনী পদে সৈন্য সংখ্যা। অর্থাৎ অক্ষৌহিণী গণনা বিবিধ প্রকার হয়, ভারতাদি প্রসিদ্ধ সৈন্য গণনা, যাহা অমর সিংহ প্রভৃতি অভিধানে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দশ বৃন্দাদি গণনার পরার্দ্ধোত্তর গণনায় অপরিমিত গণন বাচক হয়, কিন্তু তাহাতে গজাশ্বাদি সংখ্যা নাই। যথা আভিধানিক অক্ষৌহিণী

ইমেহিশূরাবিক্রান্তা ভৃত্যামেত্র বিশারদাঃ।
অহঞ্চৈষাং ধনুষ্পাণি র্গোপ্তা সমরমূর্দ্ধনি ॥ ৪ ॥

অমুযুদ্ধে গৌপ্তারক্ষকঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

আমার এই সকল ভৃত্য মহাবীর শূরতা সম্পন্ন, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় না, ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও যুদ্ধ বিশারদ; আমি যুদ্ধ স্থলে সেনাপতি রূপে ধনুর্ব্বাণধারি হইয়া এই সকল বীরগণকে রক্ষা করিব ॥ ৪ ॥

এভিঃসদৈরবীরাণাং মহেন্দ্রমহতামপি।
দদামিযুদ্ধং মত্তানাং করিণামিকেশরী ॥ ৫ ॥

মহেন্দ্রাদপিমহতাং ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

সিংহ যেমন মত্ত হস্তিগণের সহিত বীরত্ব প্রকাশ করে, তদ্রূপ আমি এই সকল বীরগণ সাহিত মহাবল দৈব বীরগণের সহিত ইন্দ্রকেও যুদ্ধ দিতে পারি, রাক্ষস যুদ্ধের কথা কি আছে? ইত্যভিপ্রায় ॥ ৫ ॥

বালোরামস্তনীকেষু নজানাতিবলাবলং।
অন্তঃপুরাদৃতেদৃষ্টা নানেনান্যারণাবলিঃ ॥ ৬ ॥

নস্বনেন রণাবলির্নদৃষ্টেত্যেববক্তব্যে অন্যেতিবিশেষণবৈয়র্থ্যং এবংতর্হিপুরস্যান্তরন্তঃ পুরাণি ... ভাবঃ পুরমধ্যেখুবলীক্রীড়ার্থ কল্পিতরণাবলেরন্যানদৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

সংখ্যা এই।—"একেভৈক রথাস্ত্র্যশ্বাপত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা।" ক্রমে তিন গুণ করিয়া সংখ্যা করিলে অক্ষৌহিণী হইবেক। ১ রথ। ১ হস্তী। ৩ অশ্ব। ৫ পদাতী। ইহার নাম পত্তি। ৩ পত্তিতে এক সেনামুখ। ৩ সেনামুখে। ১ গুল্ম। ৩ গুল্মে ১ গণ। ৩ গণে ১ বাহিনী। ৩ বাহিনীতে ১ পৃতনা। ৩ পৃতনাতে ১ চমূ। ৩ চমূতে ১ অনীকিনী। ১০ অনীকিনীতে ১ অক্ষৌহিণী হয়। সর্ব্বশুদ্ধা সংখ্যাতে (২ ৯১১৫০)। ইয়ৎ সংখ্যক স্বল্প সেনা সর্ব্ব পৃথিবীশ্বরের অযোগ্য হয়। সুতরাং অপরিমিত বাচক এই অক্ষৌহিণী শব্দ জানিবেন। তৎকালে দশরথ রাজার শরীর রক্ষক ঐ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল।'

অস্যার্থঃ।

শ্রীরাম অতি বালক সৈন্য বলাবল অবগত নহে, কেবল অন্তঃপুর মধ্যে ক্রীড়া কল্পিত সংগ্রাম ব্যতিরিক্ত অন্য সংগ্রাম মাত্র কখনই দেখেন নাই। অর্থাৎ পুর মধ্যে শিক্ষা কল্পিত যুদ্ধ ব্যতীত শত্রু সংগ্রাম করিতে দেখেন নাই॥ ৬॥

নশস্ত্রৈঃ পরমৈর্যুক্তো-নচযুদ্ধবিশারদঃ।
নচাস্ত্রৈঃ শূরকোটীনাং তজ্জ্ঞঃসমরভূমিষু॥ ৭॥

প্রভ্বাদৈঃ প্রক্রিয়তেতানিশস্ত্রাণিক্ষিপ্তাদৈঃ তান্যস্ত্রাণিশূরকোটীনাং সমরভূমিস্থিতিসম্বন্ধঃ তজ্জ্ঞোযুদ্ধজ্ঞঃ বৈশারদ্যংচুরজ্ঞানস্তনাস্তীতিভাবঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরাম অস্ত্রশস্ত্রে উত্তম সুশিক্ষিত হন নাই, ও যুদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যও জন্মে নাই, এবং কদাপি সুরকোটির সহিত অর্থাৎ বুাহস্থ কূটযোধিদিগের সহিত সমর ভূমিতে যুদ্ধ করিতে জানেন না॥ ৭॥

কেবলং পুষ্পখণ্ডেষু নগরোপবনেষুচ।
উদ্যানবনকুঞ্জেষু সদৈব পরিশীলনং॥ ৮॥

পরিশীলনংঅস্যেতিশেষঃ পুংলিঙ্গপাঠেপরিমিতংশীলনমস্যেতিবহুব্রীহি॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

এখন শ্রীরামচন্দ্র কেবল পুষ্পোপশোভিত নগরোপবনে ও উদ্যান বন কুঞ্জে সর্ব্বদাই ভ্রমণানুশীলন করেন॥ ৮॥

বিহর্ত্তুমেব জানাতি সহ রাজকুমারকৈঃ।
কীর্ণাপুষ্পোপহারাসু স্বকাস্বজিরভূমিষু॥ ৯॥

কীর্ণপুষ্পারণ্যেবোপহারাপূজাসু স্বকাসুস্বকীয়াসুঅজিরভূমিসু চত্বরস্থলেষু॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

পুষ্প বিক্ষেপ দ্বারা শোভাযুক্ত ও সজ্জিত এবং কল্পিত আপনার রণভূমি মধ্যে কেবল রাজকুমারদিগের সহিত ক্রীড়া মাত্র করিতে জানেন॥ ৯॥

তাৎপর্য্য।—হে ঋষে! শ্রীরাম আপন ভবনে স্বকৃত কল্পিত পুষ্পোপশোভিত

সংগ্রাম ভূমি মধ্যে অভিনব ক্ষত্রিয় সন্তানদিগের সহিত সংগ্রামোপলক্ষে খেলা মাত্র করিয়া থাকেন, প্রকৃত সংগ্রাম কাহাকে বলে, তাহা কিছুই জানেন না।। ৯।

অনন্তর, রাজা বিশ্বামিত্র সমক্ষে, সাক্ষেপে রামাবস্থার অনুবর্ণন করিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অদ্যেতি)।

অদ্যত্বতিতরাং ব্রহ্মন্মমভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ।
হিমেনৈবহিপদ্মাভঃ সম্পন্নোহরিণঃকৃশঃ।। ১০ ।।

অতিতরামিত্যস্যপঞ্চম্যন্তেনহরিণঃ কৃশইত্যাভ্যাঞ্চসম্বন্ধঃ। হরিণঃ পাণ্ডুরতত্র দৃষ্টান্তঃ পদ্মৈঃ পদ্মস্যাবাআভাতীতিপদ্মাভঃ তদাকারঃ আতশ্চোপসর্গঃ ইতিকঃ সহিমেনতুস্তুষারেণেব।। ১০ ।।

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! আমার ভাগ্য বৈপরীত্য হেতু সংপ্রতি রামচন্দ্র অত্যন্ত বিষণ্ণ চেতা হইয়া কালযাপন করিতেছেন। যদ্রূপ হিমবারি বর্ষণদ্বারা পদ্মের বিষণ্ণতা অর্থাৎ পাণ্ডু বর্ণতা ও কৃশতা প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ পদ্মাকার শ্রীরামচন্দ্র অদ্য কৃশতা ও বৈবর্ণতা প্রাপ্তাবস্থায় আছেন।। ১০ ।।

নাত্তুমন্নানি শক্লোতি ন বিহর্ত্তুং গৃহাবলিং।
অন্তঃখেদ পরীতাপাত্তূষ্ণীং তিষ্ঠতিকেবলং।। ১১ ।।

বিহর্ত্তুংসঞ্চরিতুং ক্রীড়িতুমিতিতুঅকর্ম্মকত্বাপত্তেঃ।। ১১।।

অস্যার্থঃ।

শ্রীরাম স্বচ্ছন্দরূপে পান ভোজনাদি করেন না, গৃহ হইতে গৃহান্তর ভ্রমণে সক্ষম নহেন, তাঁহার এমন কি খেদ ও কি পরিতাপ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, তজ্জন্য অন্তঃকরণে অতিশয় তাপিত হইয়া কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন।। ১১ ।।

রাজা দশরথ পুনর্ব্বার আত্ম দৈন্য প্রকাশ করতঃ রাম জন্য খেদ বর্ণন করিতেছেন। যথা—(সদারইতি)।

সদারঃ সহ ভৃত্যোহহং তৎকৃতে মুনিনায়ক।
শরদীব পয়োবাহো নূনং নিঃসারতাংগতঃ।। ১২ ।।

ভংকৃতৈতন্নিমিত্তং নিঃসারতাং নিরুৎসাহতাং নিঃসুখতাংবা ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! তন্নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা নিয়ত দুঃখিত আছি, অর্থাৎ কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীগণেরাও আত্মীয় ভৃত্য পরিবারাদির সহিত নিরন্তর অসুখী ও নিরুৎসাহ হইয়া রহিয়াছি, যদ্রূপ শরৎকালের মেঘ নিঃসারতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—শরৎকালের মেঘ যেমন নিঃসারতা প্রাপ্ত, অর্থাৎ শরতের মেঘ কেবল দর্শনীয়, বর্ষণ বর্জ্জিত তাহার গর্জ্জন মাত্র সার, আমিও তদ্রূপ সপরিবারযুক্ত দেখিতে শোভনীয় আছি বটে, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া রহিয়াছি ॥১২॥

অথানন্তর রাজা বিশ্বামিত্র পুরতঃ সংগ্রাম বিষয়ে রামের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ঈদৃশইতি)

ঈদৃশোমেসুতোবাল আধিনা চ বশীকৃতঃ।
সমর্থঃ কিময়ং যোদ্ধুং তত্রাপি চ নিশাচরৈঃ ॥ ১৩ ॥

ঈদৃশইতিশরীরেণবালইতিবয়সা আধিনাবশীকৃতইতিবুদ্ধ্যাদিনাচতস্যা শক্ততা-প্রেষণানহতাচদর্শিতাতত্রাপিযোদ্ধুং তদপি নিশাচরৈঃ সহসুতরামযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহামতে! ঈদৃশ অবস্থাপন্ন আমার সন্তান রাম অতি বালক, এবং নিয়ত মনঃপীড়াতে অবসন্ন। সে রাম কি? কূটযোধি নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতে পারে? ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম একে বালক, তাহাতে মানসিক পীড়ার পরতন্ত্র, ঈদৃক অবস্থাপন্ন বালককে স্থানান্তর প্রেরণ করিতে আমি সক্ষম হইতে পারি না, বিশেষতঃ কূটযোধি রাক্ষসগণ, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে এ অবস্থাতে রাম সুতরাং অসমর্থ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র, যদি এমত আশঙ্কা করেন, যে রাজা তুমি ধর্ম্মলীপ্সু, তোমাকে পুত্র স্নেহে কি বাধিত করিতে পারে? এতদাশঙ্কা নিরাস করিয়া রাজা কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অপীতি)।

অপিবা হৃঙ্গনাসঙ্গা দপি সাধোসুধারসাৎ।
রাজ্যাদপি সুখায়ৈব পুত্রস্নেহো মহামতে ॥ ১৪ ॥

নমুধর্ম্মলিপ্সোস্তবকিং পুত্রস্নেহেনইত্যাশঙ্ক্যাহ অপীতিউক্তসুখানোবধর্ম্মফলং তানিপুত্রসুখং নাতিশেরতেইতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ

হে ঋষে! হে মহামতে! হে সাধো! মনোহারিণী কামিনী সঙ্গম জনিত যে সুখ, ও ভোজনীয় সুধারসাস্বাদন জন্য যে সুখ, সে সকল সুখ হইতে পুত্র স্নেহ সুখ অতি গরীয় হয় ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এই যে সর্ব্বসুখাপেক্ষা বিশুদ্ধ ধর্ম্মোৎপাদ্য সুখফলাস্বাদন শ্রেষ্ঠ কল্প হয়। অতএব অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুত্র ফল লাভ হয়, একারণ পুত্র সুখই অতিশয় সুখ। বিশেষতঃ আমি অনেক নিয়ম পরিগ্রহ করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনে চরমাবস্থাতে সমস্ত বিশুদ্ধ সুখ স্বরূপ শ্রীরামকে পুত্রলাভ করিয়াছি। হে মহামতে! এজন্য আমি রাম বিচ্ছেদকে সহ্য করিতে পারি না, রাম আমার অনেক সাধনের ধন হয় ॥ ১৪ ॥

সৎপুত্র লাভার্থে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তদর্থে রাজা ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(যেদুরন্তাইতি)।

যে দুরন্তাস্তপোধর্ম্মা স্ত্রিষুলোকেষু দুঃখদদাঃ।
পুত্রস্নেহেন সন্তোপি কুর্ব্বতেতানসংশয়ং ॥ ১৫ ॥

দুরন্তবাশ্চিরসাধ্যাঃ তপঃক্লেশাস্তান সন্তোধার্ম্মিকাঅপি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

অতি কষ্টে নিয়ম প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সাধু পুত্রার্থি লোকেরাও সংশয় শূন্য হইয়া, সেই কঠিন সাধ্য তপোধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পুত্র প্রাপ্তির লালসায় সল্লোকেরা কত কষ্ট পরিগ্রহণ করেন, কতই বা তপোনিয়ম গ্রহণ করেন, যাগযজ্ঞাদি কত কত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কোন ভাগ্যবান পুত্রার্থির পুত্র লাভ হয়, কাহার হয়ও না, অতএব এমন পুত্রের প্রতি স্নেহ না হইবার বিষয় কি? সুতরাং রামকে রাক্ষস যুদ্ধে আমি কি রূপে বিদায় দিব, এই চিন্তায় আমি জড়ীভূত হইতেছি, ইহা পরশ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ১৫

পুত্র যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, এবং অত্যজ্য তদর্থ কহিতেছেন। যথা—(অসবইতি)।

অসবোথধনং দারা স্তজ্যন্তে মানবৈঃসুখং।
ন পুত্রোমুনি শার্দূল স্বভাবোহেষু জন্তুষু॥ ১৬ ॥

সুখংত্যজ্যতইতিবিপরিণামেনানুষঙ্গঃ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি শার্দ্দূল! হে বিশ্বামিত্র! জন্তু মাত্রেরি স্বতঃসিদ্ধ এই স্বভাব, যে ধন দারাদি পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং আপনার প্রাণ,যে এতপ্রিয়, তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পুত্রকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারে না॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—মনুষ্য জীব জ্ঞানবান্, ইহারা পুত্র হইতে অনেক উপকার পাইব এমত আকাঙ্ক্ষা করে, এবং মরণোত্তর স্বর্গার্থ পুত্রেরা পিণ্ডদান করিবে এমন অভিলাষী হয়। দেখুন্ অর্ব্বাক্স্রোত জ্ঞান শূন্য পশু পক্ষীত্যাদিরা, পুত্র দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না, এবং পুত্রেরাও তাহাদিগের ভরণপোষণ ও পরকাল সহায়ার্থ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কিছু মাত্র করে না, তথাপি তাহারা পুত্রাদি স্নেহে এমত আকৃষ্ট, যে, পুত্রার্থে কদাচিৎ আত্মপ্রাণও পরিত্যাগ করে, অতএব নিশ্চয় জানিবেন যে জন্তু মাত্রেরি ভগবদ্দত্ত এই রূপ স্বভাব হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত মূলে "জন্তুষু" বলিয়া উক্ত করিয়াছেন॥ ১৬ ॥

রাক্ষসাঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ কূটযুদ্ধ বিশারদাঃ।
রামস্তান্ যোধয়তিত্থং যুক্তিরেবাতিদুঃখদা॥ ১৭ ॥

ইত্থংপূর্ব্বোক্তপ্রকারেণস্থিতোরামইত্থং ঈদৃশীযুক্তিরিতিবা॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! রাক্ষসগণ অতি নিষ্ঠুর ও অন্যায় যুদ্ধ করে, এই রাম অতি বালক তাহাদিগের সহিত যে যুদ্ধ করিবে এযুক্তি অতি দুঃখদায়িনী অর্থাৎ অতিশয় দুঃখের কারণ হয়। ১৭ ॥

বিপ্রযুক্তোহিরামেণ মুহূর্ত্ত মপিনোৎসহে।
জীবিতুং জীবিতাকাংক্ষী ন রামং নেতুমর্হসি॥ ১৮ ॥

রামেনীতেরাক্ষসবধো নসংভাবিতঃ প্রত্যুতসহপুত্রস্যমমাপিসংপাদিতঃস্যাদিত্যাহচতুর্ভিঃ তথাচযজ্ঞধর্ম্মাপেক্ষয়াতন্মহানুধর্ম্মঃ স্যাদিতিভাবঃ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আপনি রামকে যদি লইয়া যান্ তাহাতে রাক্ষস বধের সম্ভাবনাই নাই বরং জীবনাশাযুক্ত আমি রাম বিচ্ছেদে এক মুহূর্ত্তও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—হে প্রভো! রামকে লইয়া গেলে আপনার যজ্ঞ বিঘাতক রাক্ষস বধ কার্য্য কোন মতেই সম্পন্ন হইবে না। বরং জীবনাকাঙ্ক্ষী আমি, আমাকেই নিধন করা হয়, আমি রাম বিনা এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না,। অতএব আমাকে অনুগ্রহ করতঃ রামকে লইতে নিরস্ত হউন, বিবেচনা করিলে জীবিতার্থির জীবন দানে যে ফল লাভ হয়, আপনার সম্পাদিত যজ্ঞে তত ফল লাভ হইবার বিষয় নহে। ক্রমে চারিশ্লোকে এই বিষয়ই নিবেদন করিলেন॥ ১৮ ॥

নববর্ষসহস্রাণি মমজাতস্য কৌশিকঃ।
দুঃখেনোৎপাদিতাস্ত্বেতে চত্বারঃ পুত্রকা ময়া॥ ১৯ ॥

নন্বনবর্ষসহস্রাণি পুত্রকাম্যোপলক্ষিত তস্যজাতস্যমমদুঃখেনদুঃখসাধ্যেনাশ্বমেধপুত্রেষ্ট্যাদিনা চত্বারউৎপাদিতাইতি॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিক! নবসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমি অপুত্রক ছিলাম, পরে পুত্র প্রাপ্তির কামনার উপলক্ষে অর্থাৎ পুত্র কামনা করিয়া অতি কষ্ট সাধ্য অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি যাগাদি দ্বারা আমার এই চারিটি পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে॥ ১৯ ॥

প্রধানভূতস্তেষ্বেব রামঃ কমললোচনঃ।
তং বিনেষেত্রয়োপ্যন্যে ধারয়ন্তি নজীবিতং॥ ২০ ॥

তেষুরামত্রবপ্রধানভূতঃ যথাশরীরেষু প্রাণাঃ অতএবতেষাং প্রিয়তমঃকিংভত-স্তত্রাহ তংবিনেতি॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! সেই চারিটি পুত্রের মধ্যে কমলোচন রাম অপর পুত্রদিগের প্রাণ তুল্য হয়েন, অর্থাৎ যেমন শরীরে প্রাণ না থাকিলে শরীর রক্ষা পায় না, সেইরূপ রাম ব্যতিরেকে আমার অপর পুত্রত্রয়ও জীবিত থাকিতে পারিবেন না?॥ ২০ ॥

সএবরামোভবতা নীয়তে রাক্ষসান্‌প্রতি।
যদিতৎ পুত্রহীনস্ত্বং মৃতমেবাশু বিদ্ধিমাং॥ ২১ ॥

যস্যানয়তেত্রয়াণানপিমরণং স তাদৃশো রামএবমৃত্যুরূপান্‌রাক্ষসান্‌প্রতি নয়তে ভবতেতিচতুর্ভিঃ অপিহীনং মাং মৃতমেবিবিদ্ধীত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! সেই রামকে আপনি যম স্বরূপ রাক্ষসের প্রতি অর্পণ করিতে লইয়া যাইবেন, হে ঋষে! যদি রামকে নিতান্তই লইয়া যান, তবে রাম বিচ্ছেদে আমি মৃত হইয়াছি, ইহা আপনি নিঃসংশয় জানিবেন॥ ২১ ॥

শ্রীমান্ রাজা দশরথ রাম বিশ্লেষ সহ্য করণে অশক্ততা হেতু বিনয় সহকারে বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চতুর্ণামপীতি)।

চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিরত্রৈবমেপরা।
জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মময়ং তস্মা ন্নরামং নেতুমর্হসি॥ ২২ ॥

চতুর্ণাং মরণাদিতি কিং বাচ্য মেকস্যরামস্যানয়নমাত্রেণাপি স্বস্যমৃত্যুসম্ভাবিত মিত্যভিপ্রেত্যাহ চতুর্ণামিতিধর্ম্মময়ং ধর্ম্মপ্রচুরং॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো বিশ্বামিত্র! রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চারিটি আমার সন্তান আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, গুণ শ্রেষ্ঠ, পরম ধার্ম্মিক শ্রীরামের প্রতিই আমার অত্যন্ত প্রীতি, অতএব আমার নিকট হইতে শ্রীরামকে লইবার নিমিত্ত আপনি প্রার্থনা করিবেন না॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম অতি প্রিয় সন্তান, প্রাণাপেক্ষাও গরীয়, রাম বিচ্ছেদ আমার মরণ যন্ত্রণা হইতেও অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ রাম ছাড়া হইলে আমার মৃত্যু অসম্ভাবিত নহে॥ ২২ ॥

অকৃতাস্ত্র, যুদ্ধে অনিপুণ রামকে লইয়া গেলে আপনার স্বকার্য্য সিদ্ধি কি প্রকারে হইবে? বরং তদর্থ সাধনে আমাকে লইয়া চলুন, এতদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নিশাচরেতি)।

নিশাচরবলং হন্তুং মুনেযদিতবেপ্সিতং।
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়াসহবলং নয়॥ ২৩ ॥

যদিরামং নয়সিতদাকথং স্বকার্য্যসিদ্ধিস্তত্রাহ নিশাচরেতি হস্ত্যশ্বরথপাদাতৈঃ চতুরঙ্গবলং সৈন্যং॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! যদি রাক্ষস কুল বিনাশ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে শ্রীরাম হইতে মহাশয়ের কি উপকার দর্শিবে? বরং হয় হস্তী রথ পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ বল সমন্বিত আমাকে তথায় লইয়া গিয়া নিশাচর বল নিপাতন করুন্॥ ২৩॥

অনন্তর রাজা অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগের বিশেষ পরিচয় লইবার নিমিত্ত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা।—(কিংবীর্য্যাইতি)।

কিং বীর্য্যারাক্ষসাস্তেতু কস্যপুত্রা কথঞ্চ তে।
কিয়ৎ প্রমাণাঃ কেচৈব ইতিবর্ণয় মে স্ফুটং॥ ২৪ ॥

অপরিজ্ঞানাদিতি পরবলং জিজ্ঞাসুপৃচ্ছতি কিং বীর্য্যাইতিকথঞ্চেত্তেবর্ণয় ইতিশেষঃ কিয়ৎপ্রমাণাঃ সংখ্যাপরিমাণেন কেচৈবনামতঃ॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! আপনার যজ্ঞঘ্ন যে সকল নিশাচর, তাহারা কিরূপ বীর্য্যসম্পন্ন, এবং তাহাদিগের পরাক্রম কি পর্য্যন্ত হয়, আর তাহাদিগের বল সংখ্যাইবা কত, তাহারা কাহার সন্তান, ও কিরূপ আকারবিশিষ্ট, তন্মধ্যে যে যে প্রধান তাহাদিগের নামই বা কি? অগ্রে আমার নিকট ইহাই ব্যক্ত রূপে বর্ণনা করুন্॥ ২৪ ॥

কথংতেন প্রহর্ত্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাং।
মামকৈর্বালকৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূট যোধিনাং॥ ২৫ ॥

প্রকর্ত্তব্যং প্রতিকর্ত্তব্যং প্রহর্ত্তব্যমিতিপাঠেস্পষ্টং॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! কূটযোধি নিশাচরদিগের প্রতিকরণ রাম দ্বারা বা আমার অন্য বালকদিগের দ্বারা, অথবা আমাকর্ত্তৃক যদি হইতে পারে তবে তাহা বলুন্॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—মূলে "প্রকর্ত্তব্যং অথবা প্রহর্ত্তব্যং" এই দুই পাঠ আছে, অর্থাৎ প্রতিকার কিম্বা প্রহার, এই দুই পাঠের অর্থ। ফলিতার্থ একাভিপ্রায়, রাজার জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য এই যে তিনি রাক্ষসকুলে সকলকেই জানেন, নাম শুনিলেই চিনিতে পারিবেন, তজ্জন্যই মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি কিম্বা আমার বালকেরা অথবা শ্রীরামকর্ত্তৃক কপট যোদ্ধা রাক্ষসদিগের কিরূপ প্রকারে প্রতিকার বা সংপ্রহার হইবেক। ২৫ ॥

অনন্তর, রাজা ঋষিকে পুনর্জ্জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা।—(সর্ব্বমিতি)।

সর্ব্বং মে শংস ভগবন্ যথা তেষাং মহারণে।
স্থাতব্যং দুষ্টভাগ্যানাং বীর্য্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ ॥ ২৬ ॥

বীর্য্যোণোৎসিক্তাউর্জ্জিতাঃ হি প্রসিদ্ধাঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! সংগ্রাম স্থলে বীর্য্যোৎসিক্ত * দুষ্টভাগ্য, রাক্ষসদিগের পুরতঃ যে প্রকারে স্থিতি করিতে হইবে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া কহেন, যেহেতু তাহারা অত্যন্ত বলবিশিষ্ট হয়। ২৬ ॥

অনন্তর রাজা ক্রমে বলবান রাক্ষসদিগের পরিচয় দিতেছেন। যথা— (শ্রূয়ত ইতি)।

শ্রূয়তে হি মহাবীর্য্যো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সাক্ষাৎ বৈশ্রবণ ভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসোমুনে ॥ ২৭ ॥

তদেবস্ফুটয়তিশ্রূয়তইতি ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! হে কুশিক বংশপ্রসূত! আমি শ্রুত আছি, যে মহামুনি বিশ্রবার পুত্র, এবং দিক্‌পতি যক্ষ রাজা কুবের যাহার সাক্ষাৎ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, সেই রাবণ নামে মহাবীর্য্যবন্ত এক জন রাক্ষসাধিপতি আছে। ২৭ ॥

* বীর্য্যোৎসিক্ত পদে, তাহারা কেবল স্বীয় স্বীয় বাহুবলে যুদ্ধ করে না। কেহবা স্বামীর বলে বলিষ্ঠ, কেহবা দৈব বল বিশিষ্ট হয়।

সচেত্তবমখেবিঘ্নং করোতি কিলতুর্ম্মতিঃ।
তৎসংগ্রামে ন শক্তাঃ স্মো বয়ং তস্যতুরাত্মনঃ॥ ২৮॥

কিলেতিসম্ভাবনে সচেৎশংসেতিসম্বন্ধঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! সেই তুষ্টমতি রাবণ কি আপনার যজ্ঞে বিঘ্নাচরণ করিতেছে? যদি সেই তুরাত্মা রাবণ তোমার যজ্ঞ হন্তা হয়, তবে তাহার সহিত প্রতি যুদ্ধে আমরা কেহই সমর্থ হইতে পারিব না॥ ২৮॥

বিশ্বামিত্র যদি বলেন, যে তোমাদিগের সূর্য্য বংশীয় রাজারা অর্থাৎ মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, খট্টাঙ্গাদি প্রভৃতি দেব সেনাপতি হইয়া কার্ত্তিকেয় তুল্য অসুরাদির বধ করিয়াছেন, এবং স্বয়ং মান্ধাতা রাবণকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমরা না পারিবে কেন? তদর্থে রাজার উক্তি। যথা।—(কালেকাল ইতি)।

কালে কালে পৃথক্ ব্রহ্মন্ ভুরিবীর্য্য বিভূতয়ঃ।
ভূতেষ্বভ্যুদয়ং যান্তি প্রলীয়ন্তে চ কালতঃ॥ ২৯॥

তৎকুতস্তত্রাহকালেতি। পৃথগিতিকদাচিৎ কৈষুচিদেবেতি ব্যবস্থয়াইত্যর্থঃ বীর্য্যাণিভূতয়শ্চেতিদ্বন্দ্বগর্ভকর্ম্মধারয়ঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! কালে কালে জীবের আয়ু বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ভূরি ও স্বল্পরূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ কালে মনুষ্যেতে প্রচুরতর বীর্য্যবিভূতির প্রকাশ হয়, কালে তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায়॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য।—এই পৃথিবী তলে কালে কালে মনুষ্যাদির হ্রাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বকালে যাদৃশ বলবীর্য্য সাহস উৎসাহ পরক্রম আয়ু বিত্ত বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল, অধুনা তাহার অনেক হীনতা দৃষ্ট হইতেছে, কালই বলবান, কালেই সকল হয়, যে কালে মান্ধাতা রাবণাদিকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সে কাল এখন নাই। কদাচিৎ কালে বিপর্য্যয় হইতেও দেখা যায়, কেননা ঐ মান্ধাতা এতাদৃক্ বল বীর্য্যবন্ত ছিলেন, কালে সামান্য রাক্ষস লবণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়াতে, সে সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহার বিলীন হইয়া গিয়াছে, অতএব এস্থলে মনুষ্যের শুভাশুভ সাধক সময়, সেই সময়কেই বলবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে॥ ২৯॥

অদ্যাস্মিংস্তু বয়ং কালে রাবণাদিষু শত্রুষু।
নসমর্থাঃ পুরঃ স্থাতুং নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ৩০ ॥

কিং ততঃতত্রাহ অদ্যেতি অস্মিন্‌কালে ন সমর্থাস্তত্রাপদ্যা সুতরামিত্যাশয়ঃ নিয়তেদৈবস্যঈশ্বস্যেতিযাবৎ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ।

হে তপোধন! অদ্য আমাদিগের যে কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে রাবণাদি উন্মদ শত্রু সমক্ষে যুদ্ধে স্থির থাকিতে কোন প্রকারে সমর্থ হইতে পারি না, যেহেতু দৈবই বলবান্, দৈবের এই রূপ গতিই নিশ্চয় আছে॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—দৈবগতি বোধ না করিয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করিলেই দৈবের বশে আত্ম বিনাশকে দর্শন করিতে হয়। সুতরাং রাক্ষস যুদ্ধে আমি বালক প্রেরণ কি প্রকারে করিব ইহা সাহস করিতে পারিতেছি না॥ ৩০ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রকে রাজা অনুনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া এই প্রার্থনা করিতে-ছেন। যথা—(তস্মাদিতি)।

তস্মাৎ প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কুরুত্বং মমপুত্রকে।
মম চৈবাল্পভাগ্যস্য ভবান্ হি পরদৈবতং॥ ৩১ ॥

অনুকম্প্যঃ পুত্রঃ পুত্রকস্তস্মিন্ অর্থিমনোরথসমর্থ না সমর্থত্বাদল্পভাগ্যস্য॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে পরানুকম্পিন্! একারণ আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যে আমি আপনার পুত্রত্বে কল্পিত, আমার পুত্র আপনার পুত্রের পুত্র জ্ঞান করিবেন, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশে মম পুত্র প্রতি প্রসন্ন হউন্। আপনি আমার পরম দেবতা, আমি অতি মন্দভাগ্য, আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনার্থ অসমর্থ হইলাম, তজ্জন্য অস্মৎ প্রতি মনস্বী না হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ করুন্॥ ৩১ ॥

দেবদানব গন্ধর্ব্বা যক্ষাঃ পতগপন্নগাঃ।
নশক্তা রাবণং যোদ্ধুং কিং পুনঃ পুরুষাযুধি॥ ৩২ ॥

নম্বকুতস্তবেদমধৈর্য্যং তত্রাহদেবেতিপুরুষাঃ মনুষ্যাঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ।

হে তপোনিধে! আমরা মনুষ্য, অল্প বীর্য্যবন্ত, আমাদিগের সাধ্য কি? দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ, পন্নগ পতঙ্গম প্রভৃতি কখন দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতে পারে না॥ ৩২ ॥

এইরূপে মহারাজা, ভূয়োভূয়ো রাক্ষস যুদ্ধে আপনাদিগের অসাধ্যতা জানাইতেছেন। যথা:—(মহাবীর্য্যবতামিতি)।

মহাবীর্য্যবতাং বীর্য্য মাদত্তে যুধিরাক্ষসঃ।
তেনসার্দ্ধং নশক্তাঃ স্ম সংযুগেতস্য বালকৈঃ॥ ৩৩ ॥

মহতাং পূজ্যতমানাং বীর্য্যবতামিন্দ্রাদীনামপি আদত্তে অপহরতীব রাক্ষসোরাবণঃ সংযুগেযোদ্ধুমিতিশেষঃ যেনসহবয়ং ন শক্তাঃ॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! মহাদাম্ভিক রাক্ষসরাজ রাবণ, সংগ্রাম কালে মহাবীর্য্যবান দিগের বীর্য্যকে অপহরণ করে, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি বীর্য্যবান্ দেবতাদিগেরও তেজ অপহরণ করে, তাহার সহিত যুদ্ধে আমরা কি রূপে শক্ত হইতে পারি? রাবণের কথা অনেক দূর, তাহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির সহিতই প্রতিযুদ্ধ করিতে আমি কি আমার সন্তানেরা কখন সমর্থ হইতে পারিবেন না॥ ৩২॥

অনন্তর রাজা দশরথ পুনর্ব্বার অশক্ততার প্রতিকারণান্তর দর্শন করাইতেছেন। যথা—(অয়মন্যতম ইতি)।

অয়মন্যতমঃ কালঃ পেলবীকৃত সজ্জনঃ।
রাঘবোঽপিগতেদৈন্যং যতোবার্দ্ধক জর্জরঃ॥ ৩৪ ॥

তস্যবালকৈঃ কিংশক্যমিতিশেষঃ অথবাতস্যবালকৈরিন্দ্রজিৎপ্রভৃতিভিঃ সহাপিনশক্তাঃ স্ম ইতিপূর্ব্বেণসম্বন্ধঃ। অশক্তৌহেত্বন্তরমাহ অয়মিতিপেলবীকৃতানি র্ব্বলীকৃতাঃ সজ্জনোযেন সঃ রাঘবঃ স্বয়মেববার্দ্ধকেনযতোজর্জ্জরঃ শিথিলঃ অথবা রাঘবোরামঃ বৃদ্ধকএববার্দ্ধকসইবজর্জ্জরঃ॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে বিশ্বামিত্র! দেখুন এই এক অন্যতমঃকাল উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু সজ্জন ব্যক্তিকেও পেলবীকৃত করিয়াছে, অর্থাৎ বলহীন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিও আমি উৎকৃষ্ট রঘুকুলোদ্ভব বটি, তথাপি বার্দ্ধক্যাবস্থ প্রযুক্ত জর্জ্জরীভূত হইয়া হীনবলির ন্যায় সংগ্রাম ভীরুতা জানাইতেছি॥ ৩৪॥

অনন্তর মহারাজা দশরথ রাবণাতিরিক্ত অন্য রাক্ষসান্তরের পরিচয় দিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অথবেতি)।

অথবা লবণং ব্রহ্মন্ যজ্ঞঘ্নং তং মধোঃ সুতং।
কথয়ত্ব সুরপ্রখ্যং নৈবমোক্ষ্যামি পুত্রকং॥ ৩৫॥

অথবেতিকল্পান্তরে যজ্ঞঘ্নং তবেতিশেষঃ কথয়ত্তুভবানিতিশেষঃ অসুরপ্রখ্যং দৈত্যসদৃশং দৈত্যাদ্রাক্ষসাদ্যুৎপন্নোবাশিবশূলবলেন তস্যাজেয়ত্বান্মান্ধাতৃমৃত্যুত্বাচ্চ নৈবেত্যাবধাবর্ণং॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! অথবা মধুনাম দৈত্যের পুত্র লবণ রাক্ষস, সেই কি আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন করিতেছে, তাহা হইলেও আমি আপনার সহিত পুত্রকে বিদায় দিতে পারিব না॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—হে প্রভো! রাবণের ভগিনী কুম্ভনসী গর্ব্বে মধুদৈত্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই লবণ রাবণের ভাগিনেয়, তাহার নিকট শিবদত্ত শূল আছে, তন্নিমিত্ত তাহার কাছে কাহারও পরিত্রাণ নাই, মহাবলী মান্ধাতাকে তৎশূলে বিনাশ করিয়াছে, সেই লবণ সম্মুখে পতিত মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, সুতরাং তদ্যুদ্ধে পুত্র প্রেরণ করিতে সাহস হয় না। হে জনহিতৈষি! রাম আমার অনেক সাধনার ধন। ইত্যভিপ্রায়॥ ৩৫॥

অনন্তর।—অপর রাক্ষসান্তরের নাম লইয়া রাজা ঋষিকে পরিচয় দিতেছেন। যথা।—(সুন্দোপসুন্দয়োরিতি)।

সুন্দোপসুন্দয়োশ্চৈব পুত্রৌ বৈবস্বতোপমৌ।
যজ্ঞ বিঘ্নকরৌব্রূহি নতেদাস্যামি পুত্রকং॥ ৩৬॥

অথবাইতান্নসজাতে সুন্দোপসুন্দপুত্রৌমারীচ সুবাহু॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! সুন্দোপসুন্দের পুত্র, মারীচ সুবাহু নামে রাক্ষসদ্বয়, তাহারাই কি আপনার যজ্ঞকর্ম্মের বিঘ্ন সমাচরণ করিতেছে? তাহা হইলেও আমি আপনাকে পুত্র দিতে পারিব না॥ ৩৬॥

হে ঋষে! যদি বল তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক না দিলেও আমি তপোবলে রামকে লইয়া যাইব, তদর্থে রাজার উক্তি। যথা—(অথেতি)।

অথনেষ্যসিচেদ্ব্রহ্মং স্তদ্ধতোস্ম্যহ মেব তে।
অন্যথাতুনপশ্যামি শাশ্বতং জয়মাত্মনঃ॥ ৩৭॥

অদত্তমপিবামং তপোবলাৎ নেষ্যামীতিচেত্তত্রাহ অথেতিতর্হিউক্তকল্পতেত্বয়া কর্ত্তুরেবশেষবিবক্ষয়াষষ্ঠীএবকারো রাক্ষসব্যাবৃত্তার্থঃ অথবা অমৃতত্বাত্তু শাশ্বতং নিশ্চিতং॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যদি তপোবলে আমার নিকট হইতে আপনি রামকে লইয়া যান্। তবে নিশ্চয় এই অবধারণা করিবেন যে আমি হত হইয়াছি, আমিও নিশ্চয় জানিলাম যে আপনি কেবল আমাকেই নিধন করিবার মানসে আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি না মরিলে কোনমতে আপনার নিশ্চিত মঙ্গল দেখিতে পাই না॥ ৩৭॥

ইত্যুক্ত্বামৃদুবচনং রঘূদ্বহোসৌ কল্লোলেমুনিমতসংশয়ে নিমগ্নঃ।
নাজ্ঞাসীৎক্ষণমপিনিশ্চয়ং মহাত্মা প্রোদ্বীচাবিব জলধৌসমুহ্যমানঃ॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠে দশরথবাক্যং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

অসৌরঘূদ্বহোদশরথঃ মুনেরভিমতেরাম প্রেষণে রাক্ষসবধেচ সংশয়েকর্ত্তব্যমথবাকর্ত্তব্যং সেতি অথবানসেতীত্যাদিরূপেকল্লোলে মহোর্ম্মিজালে নিমগ্নইবক্ষণ নিশ্চয়মাপনাজ্ঞাসীৎ সপ্রোদ্বীচৌজলধৌমুহ্যমানইবাসীদিতিশেষঃ॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে অষ্টমঃসর্গঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

মহারাজা দশরথ, বিশ্বামিত্র ঋষিকে মৃদুস্বরে এই কথা বলিয়া, মুনির অভিমত সিদ্ধ বিষয়ে সন্দিগ্ধমনা হইয়া কতক্ষণপর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন কিন্তু কোন সময়েই তাহার কিছু নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, অর্থাৎ কি করিবেন, কি হইবে, যেন অগাধ চিন্তা সমুদ্র কল্লোলে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গেলেন॥ ৩৮॥

এই বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বিশ্বামিত্র প্রতি দশরথ বাক্য নামে
অষ্টমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ ৮॥

-00-

নবমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গের ফল মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। অর্থাৎ এই সর্গে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কোপ, এবং তাঁহার তপঃপ্রভাব, ও স্তবনোক্তি দ্বারা, বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক রাজা দশরথের প্রবোধন উপবর্ণিত হইয়াছে।

বাল্মীকি ঋষি ভরদ্বাজকে সেই বিশ্বামিত্রের সমস্ত প্রভাব বিস্তারিত রূপে কহিতেছেন। যথা।—(তচ্ছ্রুত্বেতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

তচ্ছ্রুত্বাবচনং তস্য স্নেহপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
সমন্যুঃ কৌশিকোবাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিং॥ ১॥

বিশ্বামিত্রস্য কোপোঽত্রতত্তপোস্তবনোক্তিভিঃ। বশিষ্ঠেনশনৈরাজ্ঞঃ সমাধা- নমুবর্ণ্যতে॥ স্নেহেনপর্য্যাকুলে ঈক্ষণেনেত্রেযস্মিংস্তুল্য কালতাগতত্বথাভূতং বচনং শ্রুত্বেত্যর্থঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে বৎস! হে ভরদ্বাজ! পুত্র স্নেহে পর্য্যাকুল নয়নদ্বয় অর্থাৎ সজল চঞ্চল নেত্র রাজা দশরথ, তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কোপযুক্ত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন॥ ১॥

করিষ্যামীতি সংশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হা তু মর্হসি।
স ভবান্ কেশরীভূত্বা মৃগতামিববাঞ্ছসি॥ ২॥

*সংশ্রুত্যাঅঙ্গীকৃত্যাসপ্রসিদ্ধঃ ভবান্পূজ্যত্বমিত্যধ্যাহার্য্যং অন্যথা নধ্যান পুরুষদ্বয়া- নুপপত্তেঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! আপনি প্রতিশ্রুত হইয়া অর্থাৎ আপনার অভিপ্রেত সিদ্ধি করিব ইহা আমাকে বলিয়া, এখন সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের যত্ন করিতেছ। হা!

তুমি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব মহাবংশ প্রসূত, অতএব সিংহ হইয়া পুনর্ব্বার শৃগাল হইতে তোমার বাঞ্ছা হইয়াছে ॥ ২ ॥

রাঘবানামযুক্তোয়ং কুলস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ।
নকদাচন জায়ন্তে শীতাংশোরুষ্ণরশ্ময়ঃ ॥ ৩ ॥

রাঘবানাং কুলস্যঅয়ংবিপর্য্যয়ো মৃতবাদলক্ষণঃ অযুক্তঃ তদেবব্যতিরেকন্যায়েন সমর্থপতিনেতি ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহীপতে! রাঘবদিগের কুলের এরূপ স্বভাব নহে, অর্থাৎ ইহারা এমন কাপুরুষ নহেন, যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা উল্লংঘন করিবেন, তুমি সেই রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কুলের বিপরীত ধর্ম্ম সাধন করিলে। হে মহারাজ! কদাচ শীতরশ্মি চন্দ্রমা হইতে উষ্ণরশ্মি নির্গত হয় না! কিন্তু আজি তোমার কার্য্য দৃষ্টে বোধ হইতেছে, যে বুঝি ইহার পর তাহাও সম্ভব হইতে পারিবে? ইতি ভাব ॥ ৩ ॥

যদি ত্বং নক্ষমোরাজন্ গমিষ্যামিযথাগতং।
হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থঃ সুখীভব স বান্ধবঃ ॥ ৪ ॥

নক্ষমোনসমর্থঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রঘুকুল প্রদীপ রাজা দশরথ! যদি তুমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া রামকে বিদায় দিতে না পারিলে, ভালই, তবে আমি যেমন আসিয়াছিলাম, অপূর্ণকাম হইয়া তেমনি ফিরিয়া চলিলাম, তুমি হীন প্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত সুখে থাক ॥ ৪ ॥

অনন্তর বাল্মীকি ভরদ্বাজকে কহিতেছেন, যে বিশ্বামিত্রের কোপ দৃষ্টে সকলেই সচকিত হইলেন। যথা।—(তস্মিন্নিতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

তস্মিন্ কোপপরীতেথ বিশ্বামিত্রেমহাত্মনি।
চচাল বসুধাকৃৎস্না সুরাংশ্চভয়মাবিশৎ ॥ ৫ ॥

পরীতেব্যাপ্তেমহাত্মনি তপোমাহাত্ম্যশালিনি। পত্যুরপরাধাদপরাধিধারণাপ-

পরাধাদ্বামামেবনশ্যতীতিভয়াদ্বসুধাচচালকিমনামেবতপসারাবণাদিহন্তারং ধক্ষ্যতিসচাস্মানপিজেষ্যতীতি সুরান্ ভয়মাবিশৎচকারাদন্যানপি ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! সেই মহাত্মা বিশ্বামিত্র ঋষিকে সকোপিত দেখিয়া সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমস্ত পৃথিবী কম্পান্বিতা হইয়া উঠিলেন এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের দিক্পালাদি সমস্ত দেবগণেরাও মহাভয়ে আবিষ্ট হইলেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পৃথিবী কম্পনের কারণ এই যে, ধরিত্রী মনে করিলেন, যে আমার পতি রাজা দশরথ, সুতরাং পতির অপরাধে আমিও অপরাধিনী হইয়া বুঝি মুনি কোপে ভস্মীভূতা হই, যেহেতু মহাতেজস্বী ঋষি নূতন সৃষ্টি কর্ত্তা, তাহার কোপে কোন রূপে পরিত্রাণ নাই, এই ভয়ে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের ভয়ের হেতু, রঘুবংশে রাবণ হন্তা শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যদি বিশ্বামিত্র রঘুকুলকে অভিশম্পাতে দগ্ধ করেন, তবে রঘুবংশের সহিত আমরাও ধ্বংশ হইব, যেহেতু জীবন্মৃত হইয়া চিরকাল রাবণের দাস্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, এই নিমিত্ত দেবতারা মহাভীতিযুক্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

ক্রোধাভিভূতং বিজ্ঞায় জগন্মিত্রং মহামুনিং।
ধৃতিমান্ সুব্রতোধীমান্ বশিষ্ঠোবাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥

জগন্মিত্রং বিশ্বামিত্রং বিশ্বস্যামিত্রং বিশ্বামিত্রং তন্নামপ্রসিদ্ধেঃ মিত্রেচঋষাবিতি পূর্ব্বপদস্যদীর্ঘঃ যদ্যপিবশিষ্ঠোপিকোপেনৈব তৎকোপপ্রতীকারসমর্থ স্তথাপি নচক্রোধবশোসৌব্রত্যাদি মানিতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর। জগন্মিত্র* মহামুনিকে অতিশয় কোপপরীত দেখিয়া, ধৃতিমান্,। সুব্রত,‡ বশিষ্ঠ ঋষি এই কথা বলিলেন ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা দশরথের আচার্য্য বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্র হইতে ন্যূন নহেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে অভিশপ্ত করিলেও বশিষ্ঠ তৎশাপ হইতে রাজার পরিত্রাণ

* জগন্মিত্র পদে বিশ্বামিত্র। অর্থাৎ জগৎ শব্দে বিশ্ব বুঝায়, তাহার মিত্র, মিত্র শব্দে বন্ধু।

† ধৃতিমান্ পদে ধৈর্য্যশালী।

‡ সুব্রত পদে শোভন ব্রত অর্থাৎ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালক।

করিতে পারেন। কিন্তু বশিষ্ঠ ধৃতিমান্, ক্ষমাশীল, এ প্রযুক্ত শিষ্যের প্রতি কোপ করিতে দেখিয়াও বিশ্বামিত্রের প্রতি কোপ করিলেন না। অন্যাপরে কা কথা যখন ঐ বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে বশিষ্ঠের পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তখন ও তিনি ক্ষমাগুণাপন্ন হইয়া তৎপ্রতীকার কিছুমাত্র করেন নাই, অর্থাৎ ক্ষমাশীলের এই মর্ম্ম, যে অপকার করিলেও অপকারির প্রতি ক্রোধ করেন না ॥ ৬ ॥

মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব রাজাদশরথকে যাহা বলিতেছেন, তাহা অত্র শ্লোকাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। যথা।—(ইক্ষ্বাকূনামিতি)।

শ্রীবশিষ্ঠউবাচ।

ইক্ষ্বাকূনাং কুলেজাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মইবাপরঃ।
ভবান্ দশরথঃ শ্রীমাংস্ত্রৈলোক্যগুণভূষিতঃ ॥ ৭ ॥

ত্রৈলোক্যেপিযেগুণবতাং গুণাঃপ্রসিদ্ধাস্তৈঃ সর্ব্বৈর্ভূষিতঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! তুমি দশরথ * নামে প্রসিদ্ধ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অপরামূর্ত্তি বিশেষ, ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত, সম্যক্ শ্রীযুক্ত † ত্রিলোক প্রসিদ্ধ সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত হও ॥ ৭ ॥

ধৃতিমান্ সুব্রতোভূত্বা নধর্ম্মং হাতুমর্হসি।
ত্রিষুলোকেযুবিখ্যাতো ধর্ম্মেণ যশসাযুতঃ ॥ ৮ ॥

* দশরথ পদে দশ খানি রথ যাহার আছে তাহার নাম দশরথ। এখানে বশিষ্ঠ সে অভিপ্রায়ে বলেন নাই, যেহেতু পরেই "সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অপরা মূর্ত্তি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।" দশরথ শব্দে পরম ধার্ম্মিক বলিয়াছেন। যেহেতু সমস্ত ধর্ম্মের বীজভূত বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত দশবিধ ধর্ম্ম। যথা—"ধৃতি ক্ষমা দমো স্তেয় শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহং। ধী র্ব্বিদ্যা সত্য মক্রোধং দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।" ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়জয়, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, আর অক্রোধ, এই দশ বিধ ধর্ম্ম। হে মহারাজ! তুমি এই দশ ধর্ম্মে নিত্যারূঢ়, অর্থাৎ দশ ধর্ম্মে অস্খলিত পাদ, একারণ নাম দশরথ।

† সম্যক্ শ্রীযুক্ত পদে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী, অর্থাৎ তোমার ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ ঐশ্বর্য্য, ইহ কাল ও পরকাল, তোমার দুই কালই পরিশুদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ তুমি অখণ্ড সুখভোক্তা।

প্রতিজ্ঞাতার্থপালনং তচ্ছোভনং যস্যতথাবিধএবতাবত্তং ভূত্বেত্যর্থঃ ভবচ্ছব্দমধ্যম পুরুষৌপূর্ব্ববৎ। ধর্ম্মেণযশসা চ যুত ইতিত্রিষুলোকেষুবিখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! তুমি পরম ঐশ্বর্য্যশালী, অতি সুব্রত অর্থাৎ সত্যবাদী, পরম যশস্বী, ত্রিলোক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক, অতএব যশ ধর্ম্মেযুক্ত মহাব্রত হইয়া স্বধর্ম্মহানি করিতে যোগ্য হইও না ॥ ৮ ॥

স্বধর্ম্মং প্রতিপদ্যস্ব নধর্ম্মং হাতুমর্হসি।
মুনেস্ত্রিভুবনেশস্য বচনং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৯ ॥

স্বস্যস্বানাঞ্চধর্ম্মং প্রতিজ্ঞাপালনং প্রতিপদ্যস্বত্রিষ্বপিভূতেষ্বভিলষিত সম্পাদনে ইষ্টেইতিত্রিভুবনেশস্তস্য ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহীপতে! স্বধর্ম্মে প্রতিপন্ন হও, কদাচ ধর্ম্ম প্রমাদ করিহ না। ত্রিভুবন বিখ্যাত ঈশ্বরবৎ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করহ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—বিশ্বামিত্রকে মূলে ত্রিভুবনেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি, লোকে সর্ব্ব জনের মান্য, স্বর্গে দেবতাদিগের নমস্য, পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের মান্য, পাতালে বাসুকি প্রভৃতি নাগ লোকের মান্য, অন্তরীক্ষ লোকে গ্রহনক্ষত্রাধিপতিদিগেরও মান্য হয়েন। অতএব ইহাঁর বাক্যে তোমার অকল্যাণ নাই। সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠ ঋষি, পূর্ব্বাপর রাম বৃত্তান্ত সকলি জানেন, বিশ্বামিত্র সহিত রাম না গেলে রাবণাদি বধের উপায় হইতে পারে না, একারণ বশিষ্ঠ রাজাকে সম্মতি দিতেছেন। আর পূর্ব্বেও বিশ্বামিত্র সঙ্কেত করিয়াছিলেন, হে রাজা তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুখ্য২ ঋষিগণের অনুমতি লইয়া রামকে আমার সহিত বিদায় করহ, তাহার এই অভিপ্রায় যে ইহাঁরা সকলেই রামাবতারের বৃত্তান্তজ্ঞাতা হয়েন ॥ ৯ ॥

করিষ্যামীতি সংশ্রুত্য তত্তেরাজন্নকুর্ব্বতঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তং হরেদ্ধর্ম্মং তস্মাদ্রামং বিসর্জ্জয় ॥ ১০ ॥

উৎকরোদিতান্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন! আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, এই প্রতিশ্রুত হইয়াছ, এখন যদি তাহা প্রতিপালন না কর, তবে তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ ব্রত নিয়ম যাগযজ্ঞ তড়াগবাপী প্রতিষ্ঠাদি তাবৎ ধর্ম্মই বিনষ্ট হইবে, একারণ বলি তুমি বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে বিদায় করহ ॥ ১০ ॥

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে এই কথা বলিতেছেন, যে রাজারা যে ধর্ম্ম সাজন করেন প্রজারাও সেই ধর্ম্মের যাজন করিতে ইচ্ছুক হয়, সেই ন্যায়ে তুমি স্বধর্ম্মে প্রতিপন্ন হও। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ইক্ষ্বাকিতি)।

ইক্ষ্বাকুবংশজাতোপি স্বয়ং দশরথোপিসন্।
নপালয়সিচেদ্বাক্যং কোপরঃ পালয়িষ্যতি ॥ ১১ ॥

যদ্বর্ত্তাস্মন্তিবাজানঃ তদ্বর্ত্তাস্মন্তিহিপ্রজা ইতিন্যায়াৎ প্রজাপালনায়াপি প্রতিজ্ঞা-অবশ্যং পালনীয়েতিইক্ষ্বাকিতিদ্বাভ্যাং নপালয়সানৃতীকরোষিচেৎ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! তুমি দশরথ নামে বিখ্যাত, এবং ইক্ষ্বাকুবংশ প্রভব হইয়াও যদি এ সত্য বাক্য প্রতিপালন না কর, তবে ভুবনে অপর কে আছে যে সে এ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে? ॥ ১১ ॥

যুষ্মদাদিপ্রণীতেন ব্যবহারেণজন্তবঃ।
মর্য্যাদাং নবিমুঞ্চন্তি তাং ন হাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১২ ॥

প্রণীতেনপ্রবর্ত্তিতেন জন্তবোজন্তুসদৃশা অজ্ঞাঅপি ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! তোমাদিগের আচরিত ধর্ম্ম ব্যবহার দৃষ্টে পৃথিবীস্থ তাবৎ অজ্ঞ মনুজ-বর্গে ধর্ম্ম মর্য্যাদার উল্লংঘন করে না, অতএব স্বয়ং কি প্রকারে ধর্ম্ম মর্য্যাদার হানি করিতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ, অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্ম্ম মর্য্যাদা ভঙ্গ করিহ না ॥ ১২ ॥

গুপ্তং পুরুষসিংহেন জ্বলনেনামৃতং যথা।
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তিরাক্ষসাঃ ॥ ১৩ ॥

পুরুষসিংহেন পুরুষশ্রেষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ জ্বলনেনেতি ইন্দ্রনিলয়েস্থিতময়তং

পরিতঃ প্রাকারভূতেনাগ্নিনা রক্ষতইতি প্রসিদ্ধং কৃতাস্ত্রং শিক্ষিতাস্ত্রং শক্যান্তিধর্ষ- য়িতুমিতিশেষঃ ।। ১৩ ।।

অস্যার্থঃ ।

হে ভূপাল ! ইন্দ্রালয় স্থিত অমৃতকে যেমন প্রাচীরবৎ অগ্নি সর্ব্বদা রক্ষা করেন, অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক সেই অমৃত অপহৃত হয় না, সেইরূপ পুরুষ সিংহ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত শ্রীরামচন্দ্র অকৃতাস্ত্র * বা কৃতাস্ত্রই হউন্, কিন্তু রাক্ষসগণেরা তাঁহাকে কদাচ ধর্ষণ + করিতে শক্ত হইবে না ।। ১৩ ।।

অনন্তর পুনর্ব্বার বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভাব বিশেষ রূপ বর্ণনা করিয়া কহিতেছেন। যথা—(এষেতি)।

এষবিগ্রহবান্ ধর্ম্মএষবীর্য্যবতাম্বরঃ।
এষবুদ্ধ্যাধিকোলোকে তপসাঞ্চপরায়ণং ।। ১৪ ।।

উক্তার্থোপপত্তয়ে বিশ্বামিত্রপ্রভাবং প্রপঞ্চয়তিএষেতিপরং অয়নং স্থানং। ১৪।

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে ! এই যে বিশ্বামিত্র মুনিকে দেখিতেছ, ইনি তপস্যাপরায়ণ, সর্ব্ব লোকাপেক্ষা অতিশয় বুদ্ধিমান্, যত বলবান আছে, সে সকলের শ্রেষ্ঠ, মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ হয়েন।। ১৪ ।।

তাৎপর্য্য।—তপস্যাপরায়ণ পদে এই বিশ্বামিত্র দেহ, সমস্ত তপোনিয়ম ও কঠিন ব্রতাদির পরম স্থান স্বরূপ, অর্থাৎ ও শরীরে সকল নিয়মই সম্পন্ন হই- য়াছে ।। ১৪ ।।

এষোঽস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রৈলোক্য সচরাচরে।
নৈতদন্যঃ পুমান্বেত্তি নচবেৎস্যতিকশ্চন ।। ১৫ ।।

সচরাচরেপ্রসিদ্ধমিতিশেষঃ সচরাচরে অন্যোনবেত্তীত্যুত্তরান্বয়ীবা ।। ১৫ ।।

অস্যার্থঃ।

হে অবনিপতে ! এই বিশ্বামিত্র ঋষি বিবিধ প্রকার অস্ত্রজ্ঞ সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ স্বরূপ, চরাচর ত্রিলোক মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ, অন্য কোন ব্যক্তিই বিশ্বামিত্রাপেক্ষা

* অকৃতাস্ত্র পদে অশিক্ষিতাস্ত্র, কৃতাস্ত্র পদে শিক্ষিতাস্ত্র

+ ধর্ষণ পদে আক্রমণ।

ধনুর্ব্বেদবিৎ নাই। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র ঋষি সংগ্রামে অতি নিপুণ, ইনি যে অস্ত্র না জানেন সে অস্ত্রই নহে॥ ১৫ ॥

বশিষ্ঠ ঋষি আরো বিশ্বামিত্রের অনির্ব্বচনীয় মহিমা পুনর্ব্বার দশরথ সন্নিধানে বিশেষ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন। যথা—(ন দেবাইতি।)

ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
ন নাগা যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ সমেতাঃ সদৃশামুনেঃ॥ ১৬ ॥

নসদৃশাঃ প্রভাবেনেতিশেষঃ নন্বিদং কথং সংগচ্ছতাং ভৃগ্বঙ্গিরাঅগস্ত্যপ্রভৃতীনাং মহর্ষীণাং ব্রহ্মাদীনাং দেবানাঞ্চপ্রত্যেকমপিন্যূন প্রভাবত্বানুপপত্তেরিতিচেদেবং তর্হিতত্ত্বদৃশাস্যব্রহ্মভাবমপেক্ষ্যানাভিমানিকং পরিচ্ছিন্ন ভাবমভ্যুদয়েতোদয়চ্যতই-ত্যদোষঃ নচব্রহ্মভাবেনাপিতেষামেতস্মাদ্দৃশ্যং তত্রভেদাভাবেনতদ্ঘটিতস্যাযো-গাৎতথাচশ্রুতিঃ তস্যাহনদেবাশ্চনাভূত্যাশতে আত্মাহ্যেষাং সম্ভবতীতি॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নৃপসত্তম! বিশ্বামিত্রের তুল্য দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই। দেবাসুর ঋষি রাক্ষস, যক্ষ গন্ধর্ব্ব নাগপ্রভৃতি সকলে একত্র মিলিত হইয়া ক্ষমতা প্রকাশ করিলেও ইঁহারা এক বিশ্বামিত্রের তুল্য হইতে পারেন না॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ইহা অত্যুক্তি বলিয়া সামান্য লোকের বোধ হয়, কেননা ভৃগু অঙ্গিরা অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ সত্বে এক বিশ্বামিত্রের এত আধিক্য কি? এবং যেরূপ প্রভাব বর্ণন করা হইল, ইহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ন্যূনতা হয়, অতএব এরূপ বশিষ্ঠের বর্ণনার অভিপ্রায় কি? উত্তর। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্রের ক্ষমতাধিক্য বর্ণনে, দেবাদি ঋষি পর্য্যন্তের যে মহিমা লাঘব হইল এমত নহে, ইহা মহামুনির প্রশংসা মাত্র তাহাতে দোষ নাই। অথবা, ব্রহ্ম ভাব বর্ণনাতে "জীবব্রহ্মৈব কেবলমিতি" সাধন বলে জীব ব্রহ্মই হয়, সুতরাং আত্মতত্ত্ববিৎ বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মভাববিশিষ্ট অদ্বিতীয়রূপে বর্ণনা করিয়া তন্মহিমা রাজাকে কহিয়াছেন। এবং "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈবভবতীতিশ্রুতিঃ" ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়, অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানীর সর্ব্বত্রেই মান্যতা আছে। তথাচ শ্রুতিঃ।—"তস্যাহ নদেবাশ্চ নবেদাশ্চ নাভূ-ত্যাশতে আত্মাহ্যেষাং সম্ভবতীতি" আত্মাতে তুল্য হওয়া থাকুক্ জানিতেই পারা যায় না, আত্মাই সকল, বিভূতি যোগে এক পরমাত্মা অনেক হইয়াছেন, সুতরাং অভেদাঙ্গীকারে সেই বিশ্বামিত্রকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ব্রহ্মভাবে অতুল্য রূপে প্রশংসা করায় দোষ হয় না। ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণেরা ব্রহ্ম পুত্র বিধায় মান্যই আছেন, এবং শ্রেষ্ঠত্বরূপে সর্ব্বত্র পূজনীয় বটেন, কিন্তু

সৃষ্টিকর্তা রূপে কখনইবিখ্যাত নহেন, বিশ্বামিত্র ঋষি স্বীয় তপোবলে নূতন সৃষ্টিকর্ত্তারূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহার আধিক্য অঙ্গীকার করা যায়॥ ১৬॥

অনন্তর, বশিষ্ঠ ঋষি পূর্ব্ব রামায়ণোক্ত বিশ্বামিত্রের মহিমা আরো কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অস্ত্রমিতি)।

অস্ত্রমস্মৈকৃশাশ্বেন পরৈঃ পরমদুর্জ্জয়ং।
কৌশিকায় পুরাদত্তং যদারাজ্য সমন্বশাৎ॥ ১৭॥

কৃশাশ্বেনজনিতমিতিশেষঃ দত্তংতপসাতোষিতেনরুদ্রেণেতিশেষঃ প্রসিদ্ধমিদং পূর্ব্বরামায়ণে॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

কুশিক বংশ প্রসূত গাধিরাজ পুত্র এই বিশ্বামিত্র, পূর্ব্বে যখন রাজ্য শাসন করেন, তখন ইহাঁর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব ইহাঁকে মহাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল অস্ত্র শত্রু কর্ত্তৃক দুর্জ্জয়, এবং কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব রামায়ণোক্ত বিশ্বামিত্রের মহিমায় উপবর্ণিত আছে যে পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র যখন ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে নিষ্ণাত থাকিয়া রাজ্যমাত্র শাসন করিতেন। কদাচিৎ শত্রুজয়ার্থ মহাদেবের তপস্যা করেন, মহাদেবও তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া শত্রু চক্রভেদন অজেয় অস্ত্রগ্রাম ইহাঁকে প্রদান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বলা, অতিবলা * প্রভৃতি অস্ত্র বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র বিদ্যা কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক উৎপন্না। অর্থাৎ দক্ষের জামাতার নাম কৃশাশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি দক্ষ ধনুর্ব্বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা জয়া ও বিজয়াকে উৎপন্না করেন, সেই বিদ্যা রুদ্ররূপ কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক পরিগ্রহীতা, তাহাতে উৎপন্ন যে সকল অস্ত্রদেব তাহা মহাদেব তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন, সুতরাং বিশ্বামিত্রের তুল্য আর কে আছে?॥ ১৭॥

---

* বলা ও অতিবলা, পদে জয়া ও বিজয়া, জয়া অস্ত্র প্রবর্ত্তন, বিজয়া অস্ত্র নিবর্ত্তন, অর্থাৎ প্রহার, সংপ্রহারে বিশ্বামিত্রের তুল্য কেহই নাই, সুতরাং ইহার সহিত রাম প্রেষণে আমি দোষ মাত্র দেখি না।

অনন্তর রাজাকে বশিষ্ঠ বিশেষ করিয়া বিশ্বামিত্রের মহিমা কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তেহিপুত্রা ইতি)।

তেহি পুত্ত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতোপমাঃ।
এনমন্বচরন্বীরা দীপ্তিমন্তোমহৌজসঃ॥ ১৮॥

তে অস্ত্রদেবাঃ প্রজাপতিসুতোরুদ্রঃ তদুপমাঃ সংহারেবীরাবিক্রান্তাওজঃ শক্রজয়সামর্থ্যং এনং বিশ্বামিত্রংতপঃ প্রভাবেনবশীকৃতত্বাদন্বাচরন্ অনুচরবৎসেব্য তে ভুতকালোনবিবক্ষিতঃ

অস্যার্থঃ।

কৃশাশ্বের পুত্র অস্ত্রদেব সকল প্রজাপতি পুত্রের তুল্য হয়েন। তাহারা মহা তেজস্বী, মহাবীর, মহাদীপ্তিমান্, তপোবলে বশীকৃত হইয়া এই বিশ্বামিত্রের অনুচর ন্যায় সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিতেন॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—দক্ষ কন্যা জয়া ও বিজয়া, রুদ্রের অপরা মূর্ত্তি কৃশাশ্বকর্ত্তৃক পরিণীতা, তাঁহাদিগের পুত্র যে সকল দেবতা অস্ত্ররূপ, সে সকল মহাবীর, তাহারা প্রজাপতির পুত্র তুল্য বীর্য্যবান্, অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা, তৎপুত্র রুদ্র, সেই রুদ্র তুল্য ভয়ঙ্কর, মহাদেব সেই সকল তেজ ওজ বল বিশিষ্ট দীপ্তিমান বীর রূপ অস্ত্রদেব সকল বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন। সেই সকল মহাবীর্য্য অস্ত্রদেব তপোবলে বিশ্বামিত্রের বশীভূত অনুচরের ন্যায় নিয়ত সঙ্গে থাকিয়া পরিচর্য্যা করেন। অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের বশীভূত সকল অস্ত্রই আছে, ইনি না জানেন এমত অস্ত্রই নাই, একারণ অস্ত্র সকলকে তাঁহার অনুচর ন্যায় পরিচারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতার্থ মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সকল অস্ত্র, সেই সকল অস্ত্রই বিশ্বামিত্রের পরিগ্রহ আছে॥ ১৮॥

অনন্তর, দক্ষকন্যাদ্বয় হইতে উৎপন্ন অস্ত্রদেব সকলের মধ্যে কতক গুলি প্রধান প্রধান অস্ত্রের সংখ্যা ও নামাদি কহিতেছেন। তদর্থে কতিপয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জয়াচেতি)।

জয়াচ সুপ্রজাচৈব দাক্ষায়ণ্যৌ সুমধ্যমে।
তয়োস্তুযান্যপত্যানি শতং পরমদুর্জ্জয়ং॥ ১৯॥

তেষুপ্রধানান্যাহজয়েত্যাদিনাদাক্ষায়ণ্যৌ দক্ষকন্যে॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

জয়া ও সুপ্রজা নামে দক্ষের দুই কন্যা, তাঁহাদিগের পুত্রের মধ্যে এক শত পুত্র প্রধান, তাঁহারা অতিশয় দুর্জ্জয়, অর্থাৎ কোনমতে তাহাদিগকে কেহ জয় করিতে পারে না॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—জয়া ও সুপ্রজা এই দক্ষকন্যাদ্বয় এ শ্লোকে বর্ণন করেন, কিন্তু পূর্ব্বে শ্লোকার্থে যে জয়া বিজয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না, যেহেতু বিজয়ার নামান্তর সুপ্রজা। মহানাটকে জয়া বিজয়া বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা।—(বিদ্যাং বিশিষ্টাং বিজয়াং জয়াঞ্চ সংপ্রাপ্ত সম্যক্ ননুগাধি পুত্রাৎ ইত্যাদি।) বিশ্বামিত্র হইতে শ্রীরাম বিশিষ্টা বিদ্যা জয়া বিজয়াকে সংপ্রাপ্ত হন ইত্যাদি, সুতরাং বিজয়ার বিশেষ নাম সুপ্রজা।

অনন্তর, জয়া ও বিজয়ার বিভাগ ক্রমে পঞ্চাশ পঞ্চাশ পুত্রের ক্ষমতা বর্ণন করিতেছেন। যথা।—(পঞ্চাশত ইতি)।

পঞ্চাশতঃ সুতান্‌জজ্ঞে জয়ালব্ধবরা পুরা।
বধার্থং সুরসৈন্যানাং তে ক্ষমাচারকারিণঃ॥ ২০॥

তান্‌বিভজ্যদর্শয়তি পঞ্চাশতইতিলব্ধবরেতি পরিশুশ্রূষয়েতিশেষঃ। সুরসৈন্যানামিতিকর্ত্তরিষষ্ঠীঅতোযোগ্যতয়া অসুরসএবলক্ষ্যতে॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

পূর্ব্বে জয়া পতিশুশ্রূষা দ্বারা বর প্রাপ্ত হইয়া অসুর বধের নিমিত্ত ক্ষমাচারকারী বিশিষ্ট পঞ্চাশৎ পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন॥ ২০ ॥

সুপ্রজাজনয়ামাস পুত্রান্‌পঞ্চাশতং বরান্।
সংধর্ষান্নামদুর্দ্ধর্ষান্ দুরাকারান্ বলীয়সঃ॥ ২১॥

সংধর্ষান্ পরাস্ত্রাভিভবনশীলত্বাত্তথাখ্যানদুরাকারান্‌তীক্ষ্নাকারান্॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর সুপ্রজাও পতি শুশ্রূষণ ফলে তীক্ষ্নাকার বিশিষ্ট, বলিষ্ঠ, পরাস্ত্র বিদারণ, দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চাশৎপুত্র জন্মান॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—বিজয়া পুত্র যেসকল অস্ত্রদেব, তাহারা বলাখ্য, অর্থাৎ অস্ত্র প্রতি নিবর্ত্তন, সুতরাং তাহাদিগকে দুর্দ্ধর্ষ ভীষণাকার বিশিষ্ট সহজেই ব্যাখ্যা করিতে হয়, এ সমুদয়ই বিশ্বামিত্রের বশীভূত আছে। ২১ ॥

বশিষ্ঠ রাজাকে কহিতেছেন, হে রাজন্! এবম্ভুত প্রভাব শীল বিশ্বামিত্র ঋষি, ইহার প্রতি আপনি সংশয় করিবেন না। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(এবমিতি)।

এবং বীর্য্যোমহাতেজা বিশ্বামিত্রোগজমুনিঃ।
ন রামগমনেবুদ্ধিং বিক্লবাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২২ ॥

জগৎ সর্ব্বমমুতেযোগবলাৎ সাক্ষাৎ পশ্যতিতচ্ছীলো জগন্মুনিঃ অতএব রাম বিজয়মপিভাবিদৃষ্টৈবসমাগতইতিনবুদ্ধিবৈক্লব্যং মিতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নর শার্দ্দূল! এবম্ভুত মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি মহাবীর্য্যবান্, সর্ব্বদর্শী, ইহাঁর সহিত শ্রীরাম গমন করিবেন, তাহাতে তুমি কাতর বুদ্ধি করিহ না ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—হে রাজন্! বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে পাঠাইয়া আপনি খেদিত হইবেন না, অর্থাৎ বৈক্লব্য বুদ্ধি করিবেন না। বিশ্বামিত্র প্রভাবে রামের সর্ব্বত্র জয় লাভ হইবে, ইহা আমি ভাবি দর্শনে দেখিতেছি, অতএব শ্রীরামকে বিদায় দাও, তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে। সর্ব্বত্র জয়লাভ পদে কেবল এইবার জয় হইবে এমন নহে, সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃপ্রকারে রাম বিজয়ী হইবেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি মিত্রাবরুণি রাজা দশরথকে আরো দৃঢ়রূপে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কহিতেছেন। যথা।—(অস্মিন্নিতি)।

অস্মিন্মহাসত্ত্বতমে মুনীন্দ্রে স্থিতে সমীপে-পুরুষস্যসাধৌ।
প্রাপ্তেপিমৃত্যাবমরত্বমেতি মাদীনতাং গচ্ছযথাবিমূঢ়ঃ॥ ২৩ ॥
ইতিবাশিষ্ঠেবশিষ্ঠসম্ভাষণং নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

ভাবঃতদেবদৃঢ়য়ন্নাহ অস্মিন্নিতিসপ্রভাব। পুরুষস্যসাধারণস্যাপি অমরত্বমেতি অর্থাৎ পুরুষঃ তথাচসাধারণ পুরুষস্যেতিতস্যাপ্যেতৎ সন্নিধানমাত্রেণাপিযত্র প্রাপ্তাদপিমৃত্যোর্নভয়ং প্রত্যুতামরত্বংপ্রাপ্তিস্তত্র মহাপ্রভাবস্যরামস্যগোপ্তরিতস্মিন ক্ষুদ্রেভ্যোরাক্ষসেভ্যোভয়মন্যতমনভাবি ত্বমিতিমূঢ়বম্মাবিষীদতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে নবমঃসর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

এই মহাসত্ত্বতমমহর্ষি, সকল মুনিশ্রেষ্ঠ, মহাসাধু বিশ্বামিত্র নিকটে থাকিতে সামান্য মনুষ্য ও যদি মৃত্যু সন্নিহিত উপস্থিত হয়, তথাপি মুনি প্রভাবে সে

অমৃতত্বলাভ করে, অর্থাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মহাতেজস্বী, মহাপ্রভাবশালী শ্রীরামচন্দ্র এতাদৃশ মুনির সহিত গমন করিবেন; ইহাতে আপনার সংশয় কি? অতএব আপনি সামান্য মূঢ়ের ন্যায় দীনতা প্রাপ্ত হইবেন না॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—বিশ্বামিত্রের সহিত সামান্য মনুষ্য থাকিলেও তৎপ্রভাবে তাহার মৃত্যু ভয় নাই, অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের তেজে জগৎ পরাভব হয়, কোন্ ছার মারীচ সুবাহু রাক্ষস, তাহাদিগের যুদ্ধে রামকে পাঠাইতেও আপনি শঙ্কা করিতেছেন? আপনি কি বিশ্বামিত্রের প্রভাব অবগত নহেন? ইনি যে নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা। হে রাজন্! আপনি আপন পুত্র শ্রীরামেরও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, শ্রীরামচন্দ্র মহাপ্রভাবশালী, এই মহানুভাব রামের রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বামিত্র হইবেন, তাহাতেও তুমি ক্ষুদ্র রাক্ষসের যুদ্ধে রামকে পাঠাইতে ভয় করিতেছ, এ অতি অসম্ভব! অতএব মহারাজ তুমি মূর্খের ন্যায় ভীত হইও না॥ ২৩॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে বশিষ্ঠ বাক্য নামে নবমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৯॥

——oo-

দশমঃ সর্গঃ।

এই দশম সর্গের মুখবন্ধে রাজা দশরথকর্তৃক রামানয়নার্থ দূত প্রেরণ এবং প্রত্যাগত দূত মহারাজাকে রামের বৈরাগ্য নিবেদন করে, ইহা উপবর্ণিত হইয়াছে।।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠোক্তি শ্রবণানন্তর রামের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(তথেতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

তথা বশিষ্ঠেব্রুবতি রাজাদশরথস্ততঃ।
সংপ্রহৃষ্টমনা রাম মাজুহাব সলক্ষ্মণং॥ ১॥

রাজ্ঞাত্রপ্রহিতোগত্বাযাষ্টীকোশমচেষ্টিতং। বিজ্ঞায়পুনরাগত্যরাজ্ঞেকৃৎস্নংন্যবেদয়ৎ। তথেতিউক্তিফলস্যসংপ্রহর্ষস্যপরগানিত্বাদ্ধ্রুঃ পরস্মৈপদ মিতি॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

বাল্মীকি ভরদ্বাজকে কহিতেছেন। রে বৎসভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র মহিমা সূচক সেই সকল বক্তৃতা করিলে পর, রাজা দশরথ হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণকে আপন নিকটে আহ্বান করিলেন॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—বশিষ্ঠোক্তি শ্রবণে রাজা বিষণ্ণতা ত্যাগ করিয়া রাম প্রেষণে সম্মত প্রায় হইলেন, অনন্তর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সভায় আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিতেছেন॥ ১॥

রাজাধিরাজ দশরথ যাষ্টীককে ডাকিয়া যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা অত্র শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(প্রতীহার ইতি)।

দশরথউবাচ।

প্রতীহার মহাবাহুং রামং সত্যপরাক্রমং।
সলক্ষ্মণমবিঘ্নেন পুণ্যার্থং শীঘ্রমানয়॥ ২॥

অবিঘ্নেনপুণ্যার্থং নির্বিঘ্নমুনেযজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং অথবাসত্যবচন পরিপালনরূপে মহাপুণ্যেপূর্ব্বোপস্থিতমিতি শোকবদ্ধিলম্বেনান্যোপি বিঘ্নোমাভূদিত্যভিপ্রেত্যৈবমুক্তং শীঘ্রপদেনাপি এতদেবদ্যোত্যতে।। ২ ।।

অস্যার্থঃ।

হে সভাদ্বারপাল যাষ্টীক ! মহাবাহু শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বিঘ্ন * রহিত পুণ্য কর্ম্ম সাধনার্থ আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন করহ ।। ২ ।।

অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে প্রতীহার রাম সন্নিধি গমন করিতেছে। যথা।— (ইতীতি)।

ইতিরাজ্ঞাবিসৃষ্টোসৌ গত্বান্তঃপুরমন্দিরং।
মুহূর্ত্তমাত্রেণাগত্য সমুবাচমহীপতিং ।। ৩ ।।

বিসৃষ্টঃ প্রেষিতঃ অন্তঃ পুরান্তঃস্থং রামমন্দিরং ।। ৩ ।

অস্যার্থঃ।

মহারাজা দশরথ কর্ত্তৃক প্রেষিত দ্বারপাল সত্বর রামান্তঃপুর মন্দিরে গমন করতঃ মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্বে পুনরাগত হইয়া রাজ সন্নিধানে নিবেদন করিল ।। ৩ ।।

দেবদোর্দ্দলিতাশেষ রিপূরামঃ স্বমন্দিরে।
বিমনাঃ সংস্থিতোরাত্রৌ ষট্পদঃ কমলেযথা ।। ৪ ।।

বিমনাঃ বিস্ময়মনাঃ ।। ৪ ।

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ ! হে দেব ! স্ববাহুবলে অশেষ রিপুদল বিদলন শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময় চিত্ত হইয়া নিজ গৃহে সেই রূপ আবদ্ধ আছেন, যেরূপ যামিনীযোগে মত্তমধুকর কমল মধ্যে আবদ্ধ থাকে ।। ৪ ।।

তাৎপর্য্য।—যেমন দিবা ভাগে প্রফুল্লকমলে উপবিষ্ট ভ্রমর, রাত্রি উপস্থিতে হটাৎ কমল মুদ্রিত হইলে মধুকর তন্মমধ্যে আবদ্ধ থাকে, সেই রূপ বিমনা হইয়া নীলকমল রামচন্দ্র স্বগৃহ মধ্যে এতাবৎকাল অবস্থিত আছেন ।। ৪ ।।

---

* নির্বিঘ্ন পুণ্য কর্ম্ম সাধন পদে মহামুনি বিশ্বামিত্রের নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্নার্থে এবং আমি আপন বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনার্থে, মুনির সহিত তপোবনে তাহাদিককে প্রেরণ করিব।

আগচ্ছামি ক্ষণেনেতি বক্তিধ্যায়তিচৈকতঃ।
নকস্যচিচ্চ নিকটে স্থাতুমিচ্ছতি খিন্নধীঃ॥ ৫॥

ক্ষণোঘটিকায়াঃ ষষ্ঠোভাগঃ একতইতিবক্তীত্যনেনাপি সম্বন্ধ্যাতেউক্তিবাঙ্মাত্রেণ নমনঃ পূর্ব্বকং মুখ্যন্তুধ্যায়ত্যে বেতিভাবঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! আমি সংবাদ করিলে পর, আমি এখনই আসিতেছি এই মাত্র বলিলেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র একাকী খেদযুক্ত ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন। কাহারই নিকটে বসিতে ইচ্ছা করেন না॥ ৫॥

ইত্যুক্তস্তেন ভূপাল স্তং রামানুচরং জনং।
সর্ব্বমাশ্বাসয়ামাস পপ্রচ্ছচ যথাক্রমং॥ ৬॥

তৎপ্রতীহারেণ সহরামসমাচার নিবেদনায়াগতং রামানুচরং জনং অনাশ্বস্তান-সমাপ্তিবেদয়েষুরিত্যাশ্বাসয়ামাস॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

প্রত্যাগত দ্বারপাল রাজাকে এই কথা কহিলে পর, রাজা দশরথ, নিকটস্থ রামানুচর অর্থাৎ রামের সহচর সমবয়স্য কোন ব্যক্তিকে আশ্বাস করিয়া যথাক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

কথমাদৃশ্বিধোরাম ইতিপৃষ্টোমহীভৃতা।
রামভৃত্যজনঃ খিন্নো বাক্যমাহ মহীপতিং॥ ৭॥

একঃ ক্রিয়ায়াঃ প্রশ্নঃ অপরঃ বিষাদান্তবস্থানাং॥ ৭

অস্যার্থঃ।

রে বৎস! শ্রীরাম এখন এমন অবস্থাপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত থাকেন, তাহা বলিতে পার, রাজাকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া, অর্থাৎ রাজা জিজ্ঞাসা করিলে পর, রামানুচর অতি খেদযুক্ত হইয়া এই কথা নিবেদন করিলেন॥ ৭॥

দেহযষ্টিমিমাং দেব ধারয়ন্ত ইমেবয়ং।
খিন্নাঃ খেদপরিম্লান তনৌরামেস্যুতেত্তব॥ ৮॥

যষ্টিমিবকৃশং দেহযষ্টিং খিন্নাঃ দুঃখিতাঃ তথাচযদ্দৃষ্টানামপোত্যাদৃশো খেদ-কাশ্চৈতস্যতেকিং বাচামতিভাবঃ॥ ৮।

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র কি খেদে যে এরূপ দেহে কৃশতাবস্থাকে ধারণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তদ্দৃষ্টে আমরাও অতিশয় খেদযুক্ত ও কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৮ ॥

রামো রাজীবপত্রাক্ষো যতঃ প্রভৃতিচাগতঃ।
সবিপ্রস্তীর্থযাত্রায়া স্ততঃ প্রভৃতির্দুর্ম্মনাঃ॥ ৯ ॥

রাজীবং কমলং যতোযস্মাংদিনাৎপ্রভৃতি আগতস্তিষ্ঠতি' ইতিপাদমধ্যাহার্য্যাং অন্যথাআগমনস্য প্রাত্যাহিকত্বাভাবে নাধিকবলাতিরিক্ত কালামপেক্ষত্বেন প্রথমস্যপ্রভৃতীতি পদস্যবৈয়র্থ্যাৎ যদাআগতঃ ততঃ প্রভৃতীত্যাভাবতৈবসিদ্ধেঃ স্থিতে স্বপ্রাত্যহিকত্বাদ্দৌর্ম্মনস্য বদস্যৈবাধিকরণকালাতিরিক্তারম্ভকালাপেক্ষেতি নতদ্বৈয়র্থ্যমিতি॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, সেই পর্য্যন্তই একরূপ অন্যমনস্ক, খেদযুক্ত, ও কৃশতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৯ ॥

অনন্তর রামানুচর রাজা দশরথকে রামাবস্থা ক্রমে আরো বিস্তার করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(যত্নেতি)।

যত্নপ্রার্থনয়াস্মাকং নিজব্যাপার মাহ্নিকং।
সায়মম্লানবদনঃ করোতি ন করোতি বা॥ ১০ ॥

আহ্নিকং নিজব্যাপারং ভোজনাদিনকরোতি বেত্যনাস্থাদ্যোতনায়॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! শ্রীরামচন্দ্র কোন কর্ম্মেই আগ্রহতা করেন না। সর্ব্বদাই ম্লান বদনে থাকেন, আমরা যত্ন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, নিত্য ক্রিয়া কখন সময়ে করেন, কখনো বা করেন না॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—আহ্নিক কর্ম্ম পদে প্রাত্যাহিক নিজ ব্যাপার, অর্থাৎ দৈনিক আবশ্যকীয় যে কোন কর্ম্ম, তাহা কখন করেন, কখন বা করেন না, সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন বদনেই কালযাপন করিয়া থাকেন। এই আহ্নিক কর্ম্ম অন্যান্য বিষয় ঘটিত কর্ম্ম,

সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম পর নহে। যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে কেবল আহ্নিকাচার মাত্র করেন, আর কোন কর্ম্মই করেন না॥ ১০ ॥

স্নানদেবার্চ্চনাদান ভোজনাদিষু দুর্ম্মনাঃ।
প্রার্থিতোঽপি হি নাতৃপ্তে রশ্নাত্যশনমীশ্বরঃ॥ ১১ ॥

দেবার্চ্চনাচদানঞ্চেতিবা দেবার্চ্চনঞ্চআদানঞ্চেতি বা বিগ্রহঃ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! শ্রীরাম সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া স্নান দান দেবার্চ্চন ও নাদি কর্ম্ম সমাধান করেন, আমরা প্রার্থনা করিলেও বত্ন পূর্ব্বক করেন না, এবং কোন দিন যে কিছু আহার করেন, তাহাও তৃপ্তি পূর্ব্বক নহে॥ ১১ ॥

লোলান্তঃপুরনারীভিঃ কৃতদোলাভিরঙ্গনে।
নচক্রীড়তিলীলাভি র্দ্ধারাভিরিবচাতকঃ॥ ১২ ॥

নারীভিঃ সহেতিশেষঃ দোলাপ্রেঙ্খোলিক/অঙ্গনে ক্রীড়াচত্বরেযথাবর্ষধারাভিঃ সহতাউপভুঞ্জান শ্চাতক ক্রীড়তিতথানক্রীড়তিবেত্যন্বয়ঃ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র চাতরে ও অঙ্গনে পুরনারীগণের সহিত দোলায় মান হইয়া বর্ষধারা পান করতঃ ক্রীড়িত চাতকের ন্যায় যেমন ক্রীড়া করিতেন, এক্ষণে সেরূপ ক্রীড়া মাত্রই আর করেন না॥ ১২ ॥

মাণিক্যমুকুলপ্রোতা কেয়ূর কটকাবলিঃ।
নানন্দয়তি তং রাজন্দ্যোঃপাতবিষয়ং যথা॥ ১৩ ॥

মুকুলাকারৈর্মাণিক্যৈঃ প্রোতা খচিতাদ্যোঃ স্বঃ স্বর্গঃ পাতবিষয় মাসন্নপতনং স্বর্গিনাং॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! আসন্ন পতনাশঙ্কায় স্বর্গবাসিদিগের স্বর্গ যেমন আনন্দ জনক হয় না। সেইরূপ মণি মাণিক্যাদি খচিত মুকুলাকার আভরণাদি অর্থাৎ হারবলয় কিরীট কটক বলয়াদি অলঙ্কার শ্রীরামের সুখ জনক নহে॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—স্বর্গবাসী জনেরা স্বর্গে বাস করে বটে, যখন অখণ্ড সুখ ভোগেচ্ছা জন্মে, তখন খণ্ড সুখাকর আসন্ন পতন বোধে স্বর্গবাসেও সুখ বোধ করেন না, তদ্রূপ রামচন্দ্রও অনিত্য সুখ বিষয় রত্নাভরণ পরিধান করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন না॥ ১৩॥

ক্রীড়দ্বধূবিলোকেষু বহৎকুসুমবায়ুষু।
লতাবলয়গেহেষু ভবত্যতি বিষাদবান্॥ ১৪॥

ক্রীড়ন্তীভির্বিলোকান্তইতিবাক্রীড়ন্তীনাং বধূনাং বিবিধলোকনদনিলোকায-ত্রেতি বাপদভেদেক্রীড়দ্বধূনাং বিলোকাএবেষবো বাণাস্তইববহন্তঃ কুসুমবায়বো-যত্রেতি উপেত্যবিগ্রহঃ লতানাং বলয়ং বেষ্টনং বলয়স্তৎসম্বন্ধিষুগেহেষুকুঞ্জে-স্বিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে ভূপতে! শ্রীরামচন্দ্র লতাবলয় বেষ্টিত নিকুঞ্জ গৃহে মন্দ মন্দ কুসুম গন্ধ সহকারে বহমান গন্ধ বহে ক্রীড়মানাকামিনীগণকে অবলোকন করিয়াও বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এতাদৃক্ সুখ সময়েও চিত্তে সুখের আহরণ করেন না॥ ১৪॥

যদ্দ্বাম্বুচিতংস্বাদু পেশলং চিত্তহারিচ।
বাষ্পপূর্ণেক্ষণইব তে নৈবপরিখিদ্যতে॥ ১৫॥

উচিতং উপভোগেলোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধং পেশলং চতুরং চিত্তহারিমনোহরং॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন, যে যে দ্রব্য সকল মনোহারী, ও সেবনীয়, এবং যে সকল সুস্বাদু আহারীয় সামগ্রী, যাহা লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ ভোজন নিষিদ্ধ নহে, তাহা উপস্থিত করিয়া দিলেও আহ্লাদ পূর্ব্বক আহার করেন না, বরং সেই সকল উভোগ যোগ্য দ্রব্য রাশি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পরম খেদ যুক্ত হয়েন॥ ১৫॥

কিমিমাদুঃখদায়িন্যঃ প্রস্ফুরন্তীঃপুরাঙ্গনাঃ।
ইতি নৃত্যবিলাসেষু কামিনীঃ পরিনিন্দতি॥ ১৬॥

প্রস্ফুরন্তীঃ হাবভাবলাবণ্যবিলাসাদিভিঃ শোভমানানৃত্যন্তীর্বাদৃষ্ট্বা কিং যতো-দুঃখদায়িন্যইতি নিন্দতীতি যোজনাপ্রস্ফুরন্তীতিপাঠঃ শুদ্ধঃ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মনুজপতে! হাব ভাব লীলা হেলাদি লাবণ্য দর্শনাদি দ্বারা শোভাযুক্ত পুর নারীগণের নৃত্য দর্শনেও শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত প্রসন্ন হয় না, বরং তাহাদিগকে দুঃখ-দায়িনী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ভোজনং শয়নং পানং বিলাসং স্নানমাসনং।
উন্মত্তচেষ্টিতইব নাভিনন্দত্যনিন্দিতং ॥ ১৭ ॥

শয়নং আসনমিত্যধিকরণেপ্লুটৌঅন্যোকরণেপ্লুটঃ বিলসন্তিযেনযস্মিনবাতং অ-নিন্দিতং নির্দ্দোষং ইদং সর্ব্ববিশেষণং ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! এক্ষণে শ্রীরামের চেষ্টা সকল অবিকল উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছে। অর্থাৎ আনন্দিত পান ভোজন শয়নাসনযানাদিতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া পরিনিন্দা করেন ॥ ১৭ ॥

কিং সম্পদা কিং বিপদা কিং গেহেনকিমিঙ্গিতৈঃ।
সর্ব্বমেব সদিত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমেকোঽবতিষ্ঠতে ॥ ১৮ ॥

ইঙ্গিতৈর্মনোরথৈঃ অসৎ অসারং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহীপতে! এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র কি সম্পৎ কি বিপৎ কি গৃহ, কি অভিলষিত লাভ দৃষ্টে সদসৎ কিছুই উত্তর মাত্র করেন না, কেবল তূষ্ণীভূত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর রামানুচর রাজা দশরথকে আরও বিশেষ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবহার নিবেদন করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নোদেতীতি)।

নোদেতিপরিহাসেষু ন ভোগেষুনিমজ্জতি।
ন চ তিষ্ঠতিকার্য্যেষু মৌনমেবাবলম্বতে ॥ ১৯ ॥

উদেতিহৃষ্যতি নিমজ্জতি মজ্জতে কার্য্যোস্বারম্ভেষু নতিষ্ঠতি আস্থাং ন করোতি ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র পরিহাস বিষয়ে আমোদ, কি ভোগ সামগ্রী প্রতি আহ্লাদে মগ্ন হওয়া, কি আর আর বিষয় কার্য্যের প্রতি যত্ন করা, তাহা কিছুমাত্র করেন না। শুদ্ধ মৌনাবলম্বন মাত্র করিয়া থাকেন॥ ১৯ ॥

বিলোলালকবল্লর্য্যো হেলাবলিতলোচনাঃ।
নানন্দয়ন্তিতং নার্য্যো মৃগ্যোবনতরুং যথা॥ ২০॥

অলকেষু বল্লর্য্যঃ পুষ্পরত্নাদিমঞ্জর্য্যো বিলোলাযাসান্তাঃ হেলাঃ শৃঙ্গারভাবক্রাশেচন্টাঃ মৃগীপক্ষে অলকাইবপুষ্পমঞ্জর্য্যাঃ হেলয়েবচলিতলোচনাশ্চপলেক্ষণ্যঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে অবনীপতে! যদ্রূপ অরণ্যস্থা মৃগীগণেরা পুষ্প লতা মঞ্জরীমণ্ডিত চঞ্চললোচন কটাক্ষেপ দ্বারা বনতরুগণকে আনন্দিত করিতে পারে না। তদ্রূপ রত্ন পুষ্পাদি মঞ্জরীমণ্ডিতা, ও অলকাবলি অর্থাৎ কপোলতল কুটিলকুন্তলা, হাব ভাব লাবণ্য যুক্ত চঞ্চল নয়না মনোহারিণী ললনাগণেও শ্রীরামচন্দ্রকে আনন্দ যুক্ত করিতে সক্ষমা হয় না॥ ২০॥

একান্তেষু দিগন্তেষু তীরেষু বিপিনেষুচ।
রতিমায়াত্যরণ্যেষু বিক্রীতইবজন্তুষু॥ ২১॥

বিপিনেষ্বরণ্যেষু জন্তুষু জন্তুসদৃশেষু পামরেষু দৈবাৎবিক্রীতোমনুষ্যোযথাএকান্তাদিষ্বেবরতিং বধ্নাতিতদ্বৎ॥ ২১॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! যদ্রূপ দিগন্ত অর্থাৎ জন শূন্য প্রান্তরে কি নদীতীরে বা অরণ্য মধ্যে, অথবা উপবনে, এবং পামর জন মধ্যে বিক্রীত জন বিষণ্ণচেতা হইয়া আবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রও নির্জ্জনে বসিয়া নিয়ত বিষাদিত থাকেন॥ ২১ ॥

বস্ত্রযানাশনাদান পরাঙ্মুখতরাতয়া।
পরিব্রাট্‌ধর্ম্মিণঃভূপ সোনুযাতি তপস্বিনং॥ ২২॥

তস্মাপ্রসিদ্ধয়াপরিব্রাজাং যেধর্ম্মাঅপরিগ্রহাপদস্তদ্বন্তং পরিব্রাজমেবঅনুযাতি অনুকরোতি॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! শ্রীরামচন্দ্র বসন আসন যানবাহনাদি গ্রহণ পরাংমুখ হইয়া, পরিব্রাজকদিগের পথে অনুগমন করিতেছেন, অর্থাৎ যথার্থ অযাচক তপস্বিদিগের ন্যায় ঔদাস্য ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন॥ ২২ ॥

একএব বসনদেশে জনশূন্যে জনেশ্বর।
নহসত্যেকয়াবুদ্ধ্যা ন গায়তি ন রোদিতি॥ ২৩॥

একয়ামুখ্যয়া॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে সর্ব্বজনেশ্বর! শ্রীরামচন্দ্র জনেশ্বর হইয়াও নির্জ্জনে একাকী বসিয়া থাকেন, হাস্য, কি গান বাদ্য অথবা স্বাভাবিক রোদনাদি দৈহিক ধর্ম্মের কিছু মাত্র অনুষ্ঠান করেন না॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামচন্দ্র, হাস্য, বা রোদন, কি স্তুতি, বা নিন্দা, বা গালি পূজা শোক, অথবা গান. ইহার কিছুই করেন না, অর্থাৎ জগৎকে একরূপ দর্শন করেন, যথা।—(তত্রকোমহঃ কঃ শোকএকত্ব মনুপশ্যতি ইতিশ্রুতিঃ) যে জগৎকে এক দেখে, তাহার কি মোহ, কি শোক, অর্থাৎ কিছু নাই, শ্রীরামও তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্তে মৌনী হইয়া থাকেন॥ ২৩ ॥

বদ্ধপদ্মাসনঃ শূন্য মনা রামকরস্থলে।
কপোলতলমাধায় কেবলং পরিতিষ্ঠতি॥ ২৪॥

তর্হিতত্রকিংকরোতিত্রাহ বদ্ধেতিশূন্যং পরমার্থালম্বনেনমনোযস্য সপরিতিষ্ঠতি ধ্যায়ন্নিত্যর্থাল্লভ্যতে॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! অধুনা শ্রীরামচন্দ্র বদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোলতল সংস্থাপন করতঃ নিয়তই শূন্যমনা হইয়া অবস্থান করেন॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—তদ্দৃষ্টে আমরা উপলব্ধি করি, যেমন পরমার্থাবলম্বনে যোগীগণেরা ঔদাসীন্যভাবে ধ্যানাবস্থায় থাকেন। তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র ও বুঝি কোন পারমার্থিক বিষয় চিন্তায় কালাতিপাত করেন, নতুবা এরূপ অবস্থাপন্ন কোন অভাবে হইয়াছেন॥ ২৪ ॥

অনন্তর রামানুচর আরও অনিশ্চিত রূপে রাম ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নাভিমানমিতি)।

নাভিমানমুপাদত্তে ন চ বাঞ্ছতি রাজতাং।
নোদেতিনাস্তমায়াতিসুখদুঃখানুবৃত্তিষু ॥ ২৫ ॥

উদয়াস্তময়াবত্র প্রসাদবিষাদৌ সুখদুঃখানুবৃত্তিষ্বিষ্টানিষ্ট সংযোগেষু ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! শ্রীরামচন্দ্র, কোন বিষয়ে অভিমান, বা রাজ্যাদি কোন বিষয় বাঞ্ছামাত্র করেন না, এবং অভিলষিত সুখ প্রতিও অনুরাগী হয়েন না, ও অনভিলষিত দুঃখাগত হইলেও বিষাদ বা উদ্বেগ করেন না অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তের হর্ষ বিষাদাদির উদয় নাই। ২৫ ॥

নবিদ্মঃ কিমসৌযাতি কিংকরোতি কিমীহতে।
কিং ধ্যায়তি কিমায়াতি কথং কিমনুধাবতি ॥ ২৬ ॥

ঈহতেইচ্ছতিঅনুধাবতি অনুসরতি ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সর্ব্বভূমিপতে! শ্রীরামচন্দ্র কোথায় যান, বা কি করেন, অথবা কোন্ বিষয়ে অভিলাষী, এবং কি চিন্তা করেন, ও কোথা হইতে কোথায় আইসেন, কোথায় বা অনুধাবন্ করেন, আমরা ইহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি না ॥ ২৬ ॥

প্রত্যহং কৃশতামেতি প্রত্যং যাতিপাণ্ডুতাং।
বিরাগং প্রত্যহং যাতি শরদন্তইবদ্রুমঃ ॥ ২৭ ॥

বিরাগং বৈরাগ্যং দ্রুমপক্ষেবৈবর্ণং সূক্ষ্মতামিতিযাবৎ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! শ্রীরঘুনাথ দিন দিন কৃশতা, ও দিন দিন পাণ্ডুবর্ণতা, আর দিন দিন বিরাগতা প্রাপ্ত হইতেছেন। যদ্রূপ হিমাগম কালে বনস্থিত বৃক্ষগণেরা দিন দিন কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃক্ষ দৃষ্টান্তে শ্রীরামের বৈরাগ্য বর্ণন অসঙ্গত হয়, তাহার অভিপ্রায়, যেমন নিয়মাশ্রান্ত যোগীগণেরা স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট হন, তদ্রূপ হিমাগমে ক্রমপক্ষে নিশ্চলতার ও সূক্ষ্মতার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইয়াছে॥ ২৭ ॥

অনুযাতোতথৈবৈতো রাজং শত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ।
তাদৃশাবেবতস্তৈব প্রতিবিম্বাবিবস্থিতৌ॥ ২৮ ॥

অনুযাতৌস্নেহাদনুসৃতৌ অর্থাদ্রামমিতিগম্যতে তাদৃশাবেবযাদৃশোরামঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! যদ্রূপ দর্শক ব্যক্তি দর্পণ প্রতি বিম্বে আত্মকৃশতা ও স্থূলতা দর্শন করে, তদ্রূপ শ্রীরামের প্রতিবিম্ব লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নও রামানুরূপ কৃশ ও বৈবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ২৮॥

নিরীহতা বর্ণনা দ্বারা রামানুচর রামের আশয়, বিশেষ করিয়া রাজাকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ভৃত্যৈরিতি)।

ভৃত্যৈরাজভিরম্বাভিঃ সংপৃষ্টোপি পুনঃ পুনঃ।
উক্তা ন কিঞ্চিদেবেতিতূষ্ণীমাস্তে নিরীহিতঃ॥ ২৯॥

নকিঞ্চিদিত্যুক্তৈস্তৈঃ পরিহর্ত্তুং শক্যং কিঞ্চিন্নাস্তীতি রামাশয়ঃ নিরীহিতঃ স্বাভিপ্রায় ব্যঞ্জকচেষ্টাশূন্যঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! শ্রীরামের ভৃত্যগণ, ও অন্যান্য রাজাগণ, আর জননীগণ প্রভৃতি সকলে শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, সকলকেই বলেন যে আমার চিন্তার বিষয় কিছুই নাই, এই মাত্র কহিয়া সমস্ত বিষয় চেষ্টা রহিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র পার্শ্বস্থ সভ্য জনকে যে রূপ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাও রামানুচর রাজাকে নিবেদন করিতেছেন। যথা।—(আয়াতইতি)।

আয়াতমাত্রমধুরেষু মাভোগেষুমনঃ কৃথাঃ।
ইতিপার্শ্বগতং ভব্য মনুশাস্তিসুহৃজ্জনং॥ ৩০ ॥

আয়াতোমায়াতোবিষয়েন্দ্রিয়সংযোগোমাত্রপদাৎপরিণাম কটুতাদ্যোত্যতে ভবতীতিভব্যোবিবেকী তং নতুসর্ব্বং॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নৃপতে! শ্রীরঘুনাথ স্বপার্শ্ববর্ত্তি সুহৃৎ ভব্যজনগণ প্রতি নিয়ত এই উপদেশ করেন। হে ভব্যজনেরা! আগত অনাগত বিষয়েও শ্রীসংযোগে, এবং অন্য কোন কার্য্য বিষয়ে, অথবা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ জন্য তোমরা গাঢ়রূপে মনোভিনিবেশ করিহ না এ সমস্তই নশ্বর, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ সুখ জনকবোধ হয় এই মাত্র, কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়॥ ৩০ ॥

নানাবিভবরম্যাসু স্ত্রীষু গোষ্ঠীগতাসুচ।
পুরস্থিতমিবাস্নেহো নাশমেবানুপশ্যতি॥ ৩১ ॥

গোষ্ঠীবিলাসস্থানং॥৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র নানা প্রকার বিভব সম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমৎ মনোহর বিলাস গৃহে সর্ব্ব ভূষণ ভূষিতা বিলাসিনী স্ত্রী মণ্ডলকে সম্মুখে সমাগতা দেখিয়াও স্নেহ প্রকাশ করেন না, বরং তাহাদিগকে আত্মবিনাশ রূপ বলিয়াই উপলব্ধি করেন॥ ৩১ ॥

শ্রীরামচন্দ্র আক্ষেপযুক্ত আরে! যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহাও রামানুচর বিজ্ঞাপন করিতেছেন। কথা।—(নীতমিতি)।

নীতমাপুরণারাস পদপ্রাপ্তি বিবর্জ্জিতৈঃ।
চেষ্টিতৈরিতি কাকল্যা ভূয়োভূয়ো প্রগায়তি॥ ৩২ ॥

প্রাপ্তিবিবর্জ্জিতৈঃ পুরুষৈঃ চেষ্টিতৈঃ বহিঃ প্রবৃত্তিভিঃ নীতং বৃথেতিশেষঃ প্রাপ্তি বিবর্জ্জিতৈঃ চেষ্টিতৈরিতিসামানাধিকরণ্যাৎ বা অস্মিনকল্লে নীতং মমেতিশেষঃ। কাকল্যামধুরাস্ফুটয়াবাচা॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হা! অনায়াসে পরম পদ প্রাপ্তি হয়, এমত কার্য্য আমি পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কার্য্যাদিবশে এত কালক্ষেপ করিয়াছি, হে রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র ব্যাকুলাত্মা হইয়া অস্ফুটসুমধুর বাক্যে ইহাই ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া থাকেন॥ ৩২ ॥

সংস্রাড্ভবেতি পার্শ্বস্থং বদন্তমনুর্জ্জীবিনং।
প্রলপন্তমিবোন্মত্তং হসত্যন্যমনামুনিঃ॥ ৩৩ ॥

যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলেশ্বরশ্চ যঃ শাস্তি যশ্চাজ্ঞারাজ্ঞঃ সসংম্রাট্ অন্যমনা ইতিসম্যক্ত্বপ্রকাশতয়া রাজতইতি সংম্রাটপরমাত্মেত্যর্থান্তরেণমনোযস্তেত্যর্থঃ তস্যচাপরিজ্ঞাতান্ মুনিঃ তৎপর্য্যালোচনপরঃ স্বাভিমতানাশ।সন্নাচ্চোপেক্ষ-যাসৌ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ

হে অবনীপতে! শ্রীরামচন্দ্রের অনুজীবি পার্শ্বস্থিত জনগণেরা যদি তাঁহাকে বলেন, যে হে নৃপকুমার! তুমি বিষণ্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব সম্রাট হউন্, অর্থাৎ সমস্ত ধরামণ্ডলেশ্বর হইয়া সাম্রাজ্য সুখ ভোগ করুন্। তাহাদিগকে উন্মত্ত জ্ঞানে পরিহাস করিয়া, তাহাতে মনোভিনিবেশ করেন না, বরং অন্য মনস্ক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বিষয়েই অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন। পরমাত্মতত্ত্ব ঘটিতা কোন কথা কহিলেও স্বাভিমত সঙ্গত না হইলে তাহাতেও পরিহাস করেন, এবং অপরিগ্রহতা পূর্ব্বক সেই বাক্যকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। দেখ, সম্রাট পদপ্রাপ্তি অনায়াসে হয় না, অনেক কষ্ট সাধ্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারে না। এমত সাম্রাট শ্রী প্রাপ্তি বিষয়েও রামচন্দ্র অপরিতৃপ্ত, সর্ব্ব সম্রাট পরমাত্মাকে নিশ্চয় করিয়া মনে মনে সেই চিন্তা-তেই নিমগ্ন থাকেন, আমরা এই এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াছি, যে তাঁহার মনের এই অভিপ্রায় যে নিত্য সত্য পরমাত্মতত্ত্বের পর্য্যালোচনা ব্যতীত অনিত্য বিষয়ের পর্য্যালোচনায় কালাতিপাত করিতে বাঞ্ছা নাই॥ ৩৪ ॥

শ্রীরামের যথার্থ মনের ভাব কি, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, ইহা রামানুচর রাজাকে কহিতেছেন। যথা।—(নপ্রোক্তমিতি)।

ন প্রোক্তমাকর্ণয়তি ঈক্ষতে ন পুরোগতং।
করোত্যবজ্ঞাং সর্ব্বত্র সুসমেত্যাপিবস্তুনি॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বত্রবস্তুনিসুসমেত্যগুণতঃ ফলতশ্চশোভনং স্বানুরূপং তৎপ্রাপ্যাপি॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বসুধাপতে! শ্রীরামের অগ্রে যদি কেহ কোন শ্রাব্য কথা কহে, তাহা শ্রবণ মাত্রও করেন না, এবং সম্মুখে সমুপস্থিত মনোজ্ঞ বস্তু প্রতি সম্যক অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত মাত্রও করেন না॥ ৩৪ ॥

পরমেশ্বর সৃষ্ট উৎকর্ষ গুণবৎ চমৎকৃত বস্তুতে চমৎকার জ্ঞান করা উচিত হয়, তাহা না করিয়া শ্রীরামচন্দ্র তদ্বিষয় মাত্রেই অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অপীতি)।

অপ্যাকাশসরোজিন্যা অপ্যাকাশমহাবনে।
ইত্থমেতন্মনইতি বিস্ময়োস্ত ন জায়তে॥ ৩৫ ॥

নন্বগুণাদ্যুৎকর্ষাদ্বিস্ময়যোগ্যেবস্তুনিবিস্ময়ত্রবোচিতঃ কথং তত্রাবজ্ঞাতত্রাহ। অপীতি যস্মিন্মনসিরাজ্যোবস্তুগোচরোবিস্ময়ঃ স্যাত্তন্মমএবইত্থং ঈদৃশং বিস্ময়াস্পদ মিথ্যার্থঃ। কথং যতঃ আকাশরূপে আকাশাস্থতে বা মহাবনেতাদৃশকমলিন্যাসদৃশ মিতিশেষঃ দ্বৌ অপিশব্দৌ অসম্ভাবনাদ্বয়দ্যোতকৌযথা আকাশেবন্যমরণ্যে চ কমলিন্যত্যন্তমসংভাবিতা তথা আত্মনিমনোমনসিচবিস্ময়ইতি নিশ্চয়াদস্যবাহ্যবস্তুনিবিস্ময়ো ন জায়তেইতিভাবঃ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! আকাশ রূপ সরোবরে, আকাশ স্বরূপ শত দল অলীক পদার্থ হয়, সেই রূপ আশ্চর্য্যময় আত্মাতে আশ্চর্য্যময় কার্য্যবর্গের প্রতি বিস্ময় জন্মিতেছে, যাহার আত্মাতে আত্মচিত্ত নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহার আর অলীক পদার্থ বিষয়ে বিস্ময় জন্মে না, এ সকলি মিথ্যা, আত্মাই সত্য, ইহাই নিশ্চয় করিয়া থাকেন, অতএব শ্রীরামের মনে এ হেতু কোন বিষয়েই বিস্ময়োৎপন্ন হইতেছে না॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—আকাশরূপ বন অপ্রসিদ্ধ, তাহাতে আকাশ কমলিনীর উৎপত্তিও অসম্ভাবিতা হয়। সেই রূপ আত্মাতে মন, মনেতে বিস্ময়, এ সকলিই অলীক। অর্থাৎ আত্ম মনেই বিস্ময়াদি সকল উৎপন্ন হয়, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী স্বহৃদয়ে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় আত্মাকে অনুদর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং বাহ্যে গুণবৎ উৎকর্ষ বস্তু দর্শনে তাহাদিগের বিস্ময় জন্মে না। শ্রীরামও সেই তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া বাহ্য বস্তুতে বিস্ময় শূন্য হইয়াছেন॥ ৩৫ ॥

কান্তামধ্যগতস্যাপি মনোস্থবদনেষবঃ।
নভেদয়ন্তিদুর্ভেদ্যং ধারাইবমহোপলং॥ ৩৬ ॥

ন ভেদয়ন্তি ন ভিদ্যন্তিপ্রেরণাধ্যাষবোপানিচধারা জলধারাঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজশার্দ্দূল! নারীগণের মধ্যে থাকিলেও তাহাদিগের কটাক্ষ বাণে রামের হৃদয়কে ভেদ করিতে পারে না, অর্থাৎ কোনমতেই শ্রীরামচন্দ্রের মনের বিকার জন্মে না, যেমন জলধারাতে পাষাণ ভেদ করিতে সক্ষম হয় না॥ ৩৬ ॥

আপদামেকমাবাস মভিবাঞ্ছতি কিং ধনং।
অনুশিষ্যেতি সর্ব্বস্ব মর্থিনে সংপ্রযচ্ছতি॥ ৩৭॥

আবাসং নিবাসস্থানং অর্থিনেযাচকায়॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ভূমিপতে! আপদের আকর যে ধন, তত্ত্বজ্ঞানী লোকে কি সেই ধনের বাঞ্ছা করেন? শ্রীরাম এইরূপ নিশ্চয় কহিয়া যাচকের প্রতি সর্ব্বস্বই দান করিয়া থাকেন॥ ৩৭ ॥

মাপদিয়ং সম্পদিত্যেবং কল্পনাময়ঃ।
মনসেভ্যুদিতোমোহ ইতিশ্লোকান্ প্রগায়তি॥ ৩৮॥

কল্পনাময়ঃ কল্পনাপ্রচুরঃ মোহোভ্রমঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! এই আপদ এই সম্পদ, কেবল কল্পনাময় মোহ মনে উপস্থিত হয়, শ্রীরামচন্দ্র সদা সর্ব্বদা এই মাত্র জল্পনা করেন॥ ৩৮ ॥

হা হতোহমনাথোহ মিত্যাক্রন্দপরোপিসন্।
ন জনোযাতি বৈরাগ্যং চিত্রমিত্যেববক্ত্যসো॥ ৩৯॥

আক্রন্দপরঃ ইষ্টবিয়োগাদিতিশেষঃ তথান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং রাগাদুঃখমিতিপশ্য ন্নপীতিভাবঃ॥ ৩৯

অস্যার্থঃ।

হে অবনীপতে! আমি হত হইলাম ও আমি অনাথ হইলাম, মূঢ় জীবগণেরা ইষ্টবিয়োগে কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিয়া থাকে, কিন্তু এ সকলই মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করিয়া কোনমতে পরাৎপর বৈরাগ্য পদবীতে ইহারা গমন করে না, ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি? শ্রীরামচন্দ্র এই কথাই সর্ব্বদা কহেন॥ ৩৯ ॥

রঘুকাননশালেন রামেণরিপুঘাতিনা।
ভৃশমিত্থং স্থিতেনৈব বয়ংখেদমুপাগতাঃ ॥ ৪০ ॥

রঘুপদেন রঘুবংশোলক্ষ্যতে শালোবৃক্ষবিশেষঃ প্রসিদ্ধঃ এবকারোহেত্বন্তর ব্যাবৃত্তয়ে ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! রঘুবংশরূপ বনমধ্যে জাত বিশাল শাল বৃক্ষ স্বরূপ, শত্রুবিনাশি রামচন্দ্র, এইরূপ অবস্থায় থাকাতে আমরাও অত্যন্ত খেদান্বিত হইয়াছি ॥ ৪০ ॥

নবিদ্মঃ কিং মহাবাহো তস্যতাদৃশচেতসং।
কুর্ম্মঃ কমলপত্রাক্ষ গতিরত্রহি নো ভবান্ ॥ ৪১ ॥

কিংকুর্ম্মঃ শোকাপনয়ার্থমিতিশেষঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাবাহো! হে কমললোচন! হে রাজন্! শ্রীরামের এতাদৃশ চিত্ত হওয়াতে আমরা তাঁহার শোক নিবারণের উপায় কি করিব কিছুই জানিতে পারিতেছি না; আপনি আমারদিগের একমাত্র গতি ও উপায় দাতা হয়েন, অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন ইতি ভাব ॥ ৪১ ॥

রাজান মথবাবিপ্র মুপদেষ্টারমগ্রতঃ।
হসত্যজ্ঞমিবাব্যগ্রঃ সোবধীরয়তি প্রভো ॥ ৪২ ॥

নম্বনীতিজ্ঞৈঃ সংব্যবহারোপদেশেনাস্য মোহোপনীয়তাং তত্রাহরাজানমিতি। উপদেষ্টারং রাজনীতিব্যবহারানি শেষঃ অবধীরয়তি অনভিনন্দনেন তিরস্করোতীতি ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! রাজাগণ কি ব্রাহ্মণগণ উপদেশ করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাহাদিগকে অজ্ঞানের ন্যায়জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্ব্বক উপহাস মাত্রই করেন ॥ ৪২ ॥

যদেবেদমিদং স্ফারং জগন্নামযদুত্থিতং।
নৈতদ্বস্তু ন চৈবাহ মিতি নির্ণীয়সংস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

যাতীতিজগৎনশ্বরমেবেত্যর্থঃ। ইদমিদং বহুবিধং বহির্দৃষ্টিগম্যং স্ফারং বিস্তীর্ণং যসতীতিবস্তুসদেকরূপং অহমিতিবুদ্ধিগম্যঞ্চনৈববস্তু কিং ত্বন্যাদৃশমেবেতি নির্ণীয়তজ্জিজ্ঞাসুঃসংস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

এই জগৎ নামে যে বিস্তীর্ণ নশ্বর বস্তু উত্থিত হইতেছে, সে সব বস্তু কিছুই নহে, এবং আমিও কেহ নহি, এই বুদ্ধিগম্য যে সকল বস্তু, তাহাও সকলি মিথ্যা, হে রাজন্! এই রূপ নির্ণয় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

নারৌনাত্মনিনামিত্রে ন রাজ্যে ন চ মাতরি।
নসম্পদা ন বিপদা তস্যাস্থান বিভোবহিঃ ॥ ৪৪ ॥

বিষয়েপঞ্চম্যাঃ সপ্তম্যাঃ বিষয়স্যৈবহেতুত্ববিবক্ষয়াদ্বেতৃতীয়েবহিঃ শব্দেননসামান্যোক্তস্যৈবপ্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিভো! শত্রু, মিত্র, আত্মা, রাজ্য, মাতা, সম্পত্তি এবংপ্রকার বাহ্য বস্তু ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্রের কিছু মাত্র আস্থা নাই ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অতর্কিত ভাব বুঝিতে যে কারণে তাঁহারা অশক্ত, তাহা রামানুচর, রাজাকে কহিতেছেন। যথা।—(নিরস্তাস্থো ইতি)।

নিরস্তাস্থোনিরাশো হসৌ নিরীহোসৌ নিরাস্পদঃ।
নমূঢো নচমুক্তোহসৌ তেন তপ্যামহেভৃশং ॥ ৪৫ ॥

স্বপরাধীনবিষয়ত্বাভ্যামাস্থায় যো ভেদঃ বিশেষাভাবাদেবনিরীহোনিরিচ্ছুঃ বা হ্যেবিষয়েচেদং তর্হিদুঃখহেত্বভাবাৎ কুতোহসৌদুঃখীতত্রাহ নিরাস্পদইতি। যতো য়মলব্ধবিশ্রান্তিরিত্যর্থঃ। নমূঢোবিবেকিত্বাৎ নচমুক্তোবিশ্রান্ত্যনুদয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বিষয়ে যত্ন শূন্য, এবং আশা, চেষ্টা, আশ্রয় শূন্য হইয়া মূঢ়ের ন্যায় থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে নিশ্চিত মূঢও বলিতে পারি না, যেহেতু বিবেক আছে, সকল বিষয়ের শান্তি হয় নাই, একারণ মুক্তও কহা যায় না,

সুতরাং আমরা শ্রীরামের ভাব নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অত্যন্ত সন্তাপ বিশিষ্ট হইয়াছি॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের বিবেক কারণ বিশেষ উক্তি দ্বারা জানাইতেছেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা এই রূপ কহিয়া থাকেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কিংধনেনেতি)।

কিং ধনেন কিমম্বাভিঃ কিং রাজ্যেন কিমীহয়া।
ইতিনিশ্চয়বানন্তঃ প্রাণত্যাগ পরস্থিতঃ॥ ৪৬॥

প্রাণপরিত্যাগপর ইতিরাগাদিদোষাণামেব জন্মবীজত্বাত্তদ্রহিতস্যমমপ্রাণাপগমাদেবমুক্তিঃ সেৎস্যতীতিতদাশয় ইতিভাবঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ।

ধন জন দ্বারা, অথবা পিতা মাতাদিগের দ্বারা, এবং রাজ্য ভোগ, চেষ্টা দ্বারা কি হইতে পারে? এ সকলের সহিত সম্বন্ধ যাবৎজীবন, বরং বাসনাদি দোষ চিত্তকে দূষিত করে, সুতরাং জন্মবীজ স্বরূপ এতদাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিলে পরিমুক্ত হইব, হে মহারাজ! শ্রীরামচন্দ্র ইহাই নিতান্ত নিশ্চয় করিয়া সম্যক্ প্রকারে বিষয় রাগ শূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছে॥ ৪৬ ॥

ভোগেষ্বায়ুষিরাজ্যেষু মিত্রে পিতরি মাতরি।
পরমুদ্বেগমায়াত শ্চাতকোবগ্রহেযথা॥ ৪৭॥

অবগ্রহোবর্ষপ্রতিবন্ধঃ॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! যদ্রূপ চাতকেরা বৃষ্টির প্রতিবন্ধকে উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়। তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র, বিষয় ভোগ, পরমায়ু, রাজ্য, বন্ধুবান্ধব, পিতা, মাতা প্রভৃতির প্রতি উদ্বেগযুক্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃষ্টি প্রতিবন্ধক বায়ু, অর্থাৎ মেঘাগমে প্রচলিত বায়ুবেগে যেমন বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা জন্মে, তন্নিমিত্ত চাতকেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রও মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, ধন, রাজ্য ভোগাদিকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বোধ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন॥ ৪৭ ॥

অনন্তর রামানুচর রাজাকে শ্রীরামের সান্ত্বনার্থে পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ইতীতি ॥

ইতিতোকে সমায়াতাং শাখাপ্রসরশালিনীং।
আপত্তামলমুদ্ধর্ত্তুং সমুদেতুদয়াপরঃ ॥ ৪৮ ॥

তোকে পুত্রেচিন্তাকার্শ্যাদি শাখানাং প্রসরেণ প্রতানেনশালিনীং বিস্তীর্ণাং আয়ত্তাং আপন্নতাং আর্ষত্বাল্লকারোলোপঃ যদ্বা আপদ্যতইত্যাপৎ আপন্নস্তদ্ভাবং আপৎতাং ইতিচ্ছেদঃ। ইতিতোকে আপদিতিব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ দ্বিতীয়ান্তানি পূর্ব্বানিতামিত্যস্যা বিশেষণানি উদ্ধর্ত্তুমুন্মূলয়িতুং সমুদেতুৎসম্যগুপযুক্তোস্তুভবানিতিশেষঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! তোমার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে সমাশ্রয় করিয়া, বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা পল্লবাদি শালিনী আপৎ স্বরূপ লতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বিস্তীর্ণা হইতেছে, অতএব এই সময় আপনি দয়াবান্ হইয়া সেই আপৎলতিকার উন্মূলন করিবার যত্ন করুন্॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কালবিলম্বে স্বদ্ধমূলা লতার নিঃশেষ হওয়া অতি কঠিন সাধ্য হইবে, এখনিই প্রায় বিস্তারিণী হইয়া উঠিয়াছে, ইহার পর আপনাকে তজ্জন্য অনেক ক্লেশ পাইতে হইবে, ইতি ভাবঃ॥ ৪৮ ॥

তস্যতাদৃক্ স্বভাবস্য সমগ্রবিভবান্বিতঃ।
সংসারজালমাভোগি প্রভোপ্রতি বিষায়তে ॥ ৪৯ ॥

আভোগিকৃত্রিমবেশ্মবৎবেশ্মঃ কৃত্রিমআভোগঃ প্রতিবিষায়তে প্রতিকূলবিষবদাচরতি ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! আপনার এতাদৃশ অমৃত তুল্য বিষয়ৈশ্বর্য্য সমন্বিত হইয়াও শ্রীরামচন্দ্রের মনে বিবিধৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সংসারকে বিষ তুল্য বোধ হইতেছে॥ ৪৯ ॥

ঈদৃশঃ স্যান্মহাসত্ত্বঃ কইবাস্মিন্মহীতলে।
প্রকৃতেব্যবহারে তং যো নিবেশয়িতুক্ষমঃ ॥ ৫০ ॥

এবম্ভূতং যঃ প্রকৃতে ব্যবহারেনিবেশয়িতুং ক্ষমঃ। সঈদৃশোমহাসত্ত্বঃ মহাবলঃ কইবস্যাংনকোপীত্যর্থঃ ইবেত্যনর্থকোনিপাতঃ অথবাত্বং বিনেতিশেষঃ। ত্বমিব যোভবতি সএবক্ষমঃস্যাদ্বিতিভাবঃ ॥ ৫০ ॥

হে অবনীশ্বর! এতন্মহীতলে তোমা ব্যতীত মহাসত্ত্ব, মহামহিম বিচক্ষণ জ্ঞান বিজ্ঞান বল সম্পন্ন ব্যক্তি কে আছে, যে সেই ব্যক্তি এই শ্রীরামচন্দ্রকে এক্ষণে প্রকৃত ব্যবহারে পুনর্ব্বার অভিনিবিষ্ট করিতে সক্ষম হয়?॥ ৫০ ॥

মনসিমোহমস্যাস্য মহামনাঃ সকলমার্ত্তিতমঃ কিলসাধুতাং।
সফলতাং নয়তীহ তমোহরন্ দিনকরোভুবিভাস্করতামিব ॥৫১॥

ইতি বৈরাগ্যপ্রকরণে রাঘববিষাদো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

আর্ত্তিলক্ষণানিতমাংসিবিবেকপ্রতিবোধকানিযস্মাত্তথাবিধং সকলং মোহং রামস্যমনসি অপাস্য ইহ অস্মিন্‌রামে বিষয়েস্বীয়াং সাধুতাং উপদেশসমর্থতাং, সমগ্রাং ভাস্করতাং সফলতাং নয়তিতদ্বৎ। সফলতাং নয়তি স তাদৃশোমহামনাঃ ক ইবস্যাদিতি পূর্ব্বেণসম্বন্ধঃ তত্রদৃষ্টান্তঃ তমোহরন্‌সন্ দিনকরভুবিবিষয়েযথাস্বকীয়াং ভাস্করতাং ফলতাং নয়তিতদ্বৎ ॥ ৫১।

ইতিবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! দিনকর স্বকর বিস্তারে তমোরাশি বিনাশী হইয়া যেমন আপনার জ্যোতিকে উদ্দীপ্ত করেন, অর্থাৎ আপনার উদ্দীপ্ততার সফলতা সাধন করেন। তদ্রূপ স্বভাবানুসারে উপদেশ দ্বারা অন্ধকার স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের হৃদিসন্তাপ ক্লেশরাশির অপনয়ন করতঃ আপনাদিগের স্বীয়সাধুস্বভাবের সফলতা সাধন করিতে পারে, এমন লোক মহীতলে কে আছে?॥ ৫১ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরামচন্দ্রের বিষাদ নামে দশমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০ ॥

-00-

একাদশঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গের সম্যক্ ফল ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাতে রামচন্দ্রকে সভায় আনয়ন, আর রাজাজ্ঞা সাধ্যাদি প্রবোধন প্রশ্ন উপবর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর রাজা দশরথ প্রতি বিশ্বামিত্র ঋষি যাহা কহিতেছেন, তাহা এই শ্লোকে উপবর্ণিত হইল। যথা।—(এবমিতি)।

শ্রীবিশ্বামিত্রউবাচ।

এবং চেত্তন্মহাপ্রাজ্ঞা ভবন্তো রঘুনন্দনং।
ইহানয়ন্তুত্বরিতা হরিণং হরিণাইব ॥ ১ ॥

বিশ্বামিত্রাজ্ঞয়া রামস্যানীতস্য সভান্তরে। রাজ্ঞাশাসন সাধ্যাদিবোধজঃ প্রশ্ন বর্ণ্যতে। এবমুক্তপ্রকারেণ নির্ব্বিণ্ণোদুঃখিতো মোহিতশ্চেত্তস্মিন্বিষয়ে মহাপ্রাজ্ঞাঃ পরীক্ষণকুশলাভবন্তঃহরিণং যুথপতিং হরিণাস্তদনুযায়িনোমৃগাঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন রাম যদি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে যেমন অনুচর হরিণগণেরা যূথপতি হরিণকে আনয়ন করে, তদ্রূপ পরীক্ষা কুশল বিজ্ঞতম তোমরা শ্রীরঘুনাথকে এখানে শীঘ্র আনয়ন করহ, এ বিষয়ে বিলম্ব করিহ না॥ ১ ॥

শ্রীরামের অবস্থাবগত হইয়া বিশ্বামিত্র রাজাকে পুনর্ব্বার কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(এষেতি)।

এষমোহো রঘুপতে র্নাপদ্ভ্যো ন চ রাগতঃ।
বিবেকবৈরাগ্যবতো বোধএষমহোদয়ঃ ॥ ২ ॥

আপদ্ভ্যোরাগতোবাযোজড়ীভাবঃ সএবমোহঃ অয়ংতু বিবেকাদিমতোবোধ ফলত্বাদ্বোধ ইতিএবেতিমহোদয়এবেত্যর্থঃ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! রঘুনাথের এই জড়ীভাব অর্থাৎ এই মোহ কোন বিপত্তি বশতঃ বা রাগবশতঃ উপস্থিত হয় নাই। শুদ্ধ বিবেক ও বৈরাগ্য বশতঃ শ্রীরামের এই মোহভাব উদয় হইয়াছে, কিন্তু ইহা পরম মঙ্গলজনক জ্ঞান করিবেন॥ ২॥

ইহায়াতুক্ষণাদ্রাম ইহচৈববয়ং ক্ষণাৎ।
মোহং তস্যাপনেষ্যামো মারুতো ইন্দ্রের্ঘনং যথা॥ ৩॥

ক্ষণশব্দঃ শীঘ্রইত্যর্থইহেবেত্যব্যয়ঃ দ্বিতীয়ইহশব্দ আগমনদেশং এবমোহাপনয়নদ্যোতনার্থঃ। ঘনং মেঘং॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মহারাজ! শ্রীরাম এই স্থানে শীঘ্র আগমন করুন, আমরা তাঁহার ভাব বুঝিয়া যেমন পর্ব্বতোপরি স্থিত মেঘকে বায়ু দূরীকরণ করে, তদ্রূপ ক্ষণমাত্রেই তাঁহার ঐ মোহাপনয়ন করিব॥ ৩॥

বিশ্বামিত্র প্রশ্নাভাসে কহিতেছেন, হে রাজন্ আপনি যদি বলেন, যে মোহাপনয়ন করিলে তাহার কি ফল লাভ হইবে? তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(এতস্মিন্নিতি)।

এতস্মিন্মার্জ্জিতেযুক্ত্যা মোহে স রঘুনন্দনঃ।
বিশ্রান্তি মেষ্যতিপদে তস্মিন্বয়মিবোত্তমে॥ ৪॥

নম্বমোহেপনীতেপি তস্যকাসিদ্ধি স্তত্রাহ এতস্মিন্নিতিতস্মিন্ উপস্থিতেতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতিশ্রুতিপ্রসিদ্ধে উত্তমেপদেস্বাত্মনি॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! এতদ্যুক্তি দ্বারা এই রামের মোহ মার্জ্জন করিলে পর, শ্রীরাম আমারদিগের ন্যায় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় বিশ্রান্তি সুখ প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪

সত্যতাং মুদিতাং প্রজ্ঞাং বিশ্রান্তিময়তায়তাং।
পীনতাং বরবর্ণত্বং পীতামৃতইবেষ্যতি॥ ৫॥

সত্যতামবাধিতবস্তুতাং মুদিতাং মুদিতত্বাং তলোপশ্ছান্দসঃ। পরমানন্দরূপত্বাং প্রজ্ঞাং অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানরূপতাং মুদিআনন্দাবির্ভাবেসতিতাং প্রতিজ্ঞাং প্রজ্ঞামিতি

বা পীতামৃতপক্কেশ্রুত্যুক্তস্বধর্ম্মফলস্য প্রত্যক্ষীকরণাৎযথার্থতাং স্বর্ণসুখিতাং দৈব-জ্ঞানসম্পন্নত্বাং চেত্তিক্রমাদর্থঃ পীনতাম্বরবর্ণত্বং শরীরে॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! অমৃত পান করিলে জীব যে রূপ সুখী ও সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যথার্থ বস্তু পরমানন্দ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিতে শ্রীরামের শরীরের পীনত্ব ও ঘনত্ব এবং বিশিষ্ট রূপ লাবণ্য লাভ হইবে॥ ৫॥

যদিও শ্রীরামচন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানবান্ বটেন, তথাপি লোক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য, উপদেশ দিবেন অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া কাহারও তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা হইলে, তাহার কর্ত্তব্য কি? তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নিজামিতি)।

নিজাঞ্চপ্রকৃতামেব ব্যবহার পরম্পরাং।
পরিপূর্ণমনামান্য আচরিষ্যত্যখণ্ডিতং॥ ৬॥

নম্বুব্যবহারস্যাবিদ্যকসিদ্ধেস্বচ্ছ্ত্রাপায়েচ্ছয়োপায়ইবতদপায়োপিস্যাৎ সত্ত্বনিষ্ঠঃ প্রজানাং তত্রাহনিজামিতিস্ববর্ণাশ্রমোচিতাং প্রকৃতাং উপক্রান্তাং যদ্যাপিপরিপূর্ণ-কামস্তথাপিজীবসর্ব্বব্যবহারস্যতুস্ত্যজত্বাদবশ্যমুপাদেয়েব্যবহারে প্রকৃতত্যাগেহন্যো পাদানেহেত্বভাবাৎদ্ধচরিতগ্রাহিজনানুগ্রাহকত্বাচ্চ নিজামেবব্যবহারপরম্পরা অবিচ্ছিন্নমাচরিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

এবং শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বত্র মান্য রূপে আনন্দিত মনে ধারাবাহিক প্রকৃত অখণ্ডিত রূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ইহার অন্যথা হইবে না॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া পর হইয়া অজ্ঞসংসারি জনগণকে উপদেশ দিবেন, অর্থাৎ সংসারি জনেরা দুস্ত্যজ ব্যবহারাদি সকল পরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ় রূপে স্ববর্ণোচিত ক্রিয়া পর হইয়া তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন করিবে, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত শ্রীরামের এই মঙ্গল জনকভাবের উদয় হইয়াছে॥ ৬॥

বিশ্বামিত্র কহিতেছেন, হে রাজন্! শ্রীরাম এরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইলে আর সুখ দুঃখাবস্থায় অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ কষ্ট ভোগ করিবেন না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভবিষ্যতীতি)।

ভবিষ্যতি মহাসত্ত্বো জ্ঞাতলোকপরাবরঃ।
সুখদুঃখদশাহীনঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৭॥

নমুতামাচরংস্তত্রাসহোহস্ততঃ পূর্ব্ববৎসুখদুঃখদশাবাপিস্যাৎ নেত্যাহভবিষ্যতী-তি সত্ত্বং মননাদিজং জ্ঞানদার্ঢ্যবলং পরং কারণতত্ত্বং অবরং কার্য্যতত্ত্বং লোকেতদু-ভয়ং জ্ঞানংযেন অথবালোকানাং প্রাণিনাং পরং পরমপুরুষার্থরূপপরং সাংসারিক ভ্রমণরূপং চ বিবেকতোজ্ঞানংযেন অথবালোকাত্মাবিরাটপরমব্যাকৃতং। অবরং হিরণ্যগর্ভাখ্যঞ্চ পরমার্থতোব্রহ্মৈবপৃথগস্তীতিজ্ঞানং যেন অতএবাসক্তৌসমলো-ষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ সুখ দুঃখাদিহীনশ্চেত্যর্থঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! ইহ লৌকিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মকে জানিয়া সুখ দুঃখ লোষ্ট্র পাষাণ কাঞ্চনের প্রতি সমতাভাব করতঃ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সময়াতিপাত করিয়া থাকিবেন॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—সত্ত্বশুদ্ধি হইলে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সুদৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান রূপ পরম বল প্রাপ্ত হইবেন। অবর জ্ঞান কার্য্য ও কার্য্যতত্ত্ব, অর্থাৎ সংসার বিষয়ী ভূত উপদেশের দৃঢ়তা হইবে। অথবা প্রাণীদিগের পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ পুরুষার্থ রূপ পরম জ্ঞান। অবর সাংসারিকভ্রমণ রূপ, বিবেক দ্বারা বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তি হইবে। অথবা সর্ব্ব লোকময় পরমাত্মাকে বিরাট রূপ জানিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইবে। অবর, হিরণ্য গর্ভাখ্য কার্য্য ব্রহ্ম, এই পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিশ্ব হইতে আত্মা পৃথক্ রূপে আছেন এই জ্ঞানোৎ-পত্তি হইবে। যখন এরূপ উভয় জ্ঞানের মধ্যে একতর জ্ঞান জন্মিবে, তখনই সকল জগৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনকে সমজ্ঞান করিয়া সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত হইবেন॥ ৭॥

ইতঃপূর্ব্ব বশিষ্ঠ বাক্যে রাজা একবার প্রতীহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্র বাক্যে তদ্ভিন্ন অন্য দূতকে রামানয়নে প্রেষণ করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ইত্যুক্তইতি)।

ইত্যুক্তে মুনিনাথেন রাজাসংপূর্ণমানসঃ।
প্রাহিণোদ্রামমানেতুং ভূয়োদূতপরম্পরাং॥ ৮॥

ভূয়ইত্যুক্তেবর্শিষ্ঠ বচনাৎ প্রাক্প্রতীহারাদন্যোপিদূতাঃ প্রেষিতাঃ এবেত্তিগ-ম্যতে॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে পর, রাজা আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার রামকে আনয়নের জন্য দূতগণের প্রতি আদেশ করিলেন॥ ৮ ॥

শ্রীরামচন্দ্র দূত গমনান্তর, পিতৃশাসন রক্ষার্থে যে রূপে গৃহ হইতে বহির্নির্গত হইলেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। যথা।—(এতাবতেতি)।

এতাবতাথকালেন রামো নিজগৃহাসনাৎ।
পিতুঃ সকাশমাগন্তু মুত্থিতোর্কইবাচলাৎ॥ ৯॥

অতঃপ্রতীহারগমনানন্তরং নিজগৃহাদুত্থিতোরামঃ এতাবতামুনিসংবাদপরিমিতেন কালেনস্বপিতুঃ স্থানং জগামেত্যুত্তরেণসম্বন্ধঃ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

এই কালের মধ্যে অর্থাৎ দূতের গমনাবসরে শ্রীরাম যেমন উদয়াচল হইতে সূর্য্যোদয় হয়, তদ্রূপ পিতার নিকট আগমন করিবার জন্য শ্রীরাম নিজ গৃহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৯ ॥

বৃতঃ কতিপয়ৈর্ভৃত্যৈর্ভ্রাতৃভ্যাঞ্চ জগামহ।
তৎপুণ্যং স্বপিতুঃ স্থানং স্বর্গং সুরপতেরিব॥ ১০॥

বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিজুষ্টত্বাৎপুণ্যং॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন, আরও কতক গুলিন ভৃত্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রালয় তুল্য পবিত্র পিতার সভা স্থানে শ্রীরাম আগমন করিলেন॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীরাম ভ্রাতামাতা ভৃত্যাদিগের সহিত সুপুণ্য পিতার পুণ্য স্থানে আগমন করিলেন, রাজসভা স্থান কিরূপ পবিত্র, যেমন সুরপতি ইন্দ্রের স্বর্গ স্থান পুণ্যালয় হয় তদ্রূপ, যেহেতু, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি প্রভৃতি মহর্ষিগণেরা তথায় অবস্থান করিতেছেন, একারণ মূলে ঐ সভাকে রাজার পুণ্য স্থান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন॥ ১০ ॥

- সভা প্রবেশ করণানন্তর শ্রীরাম পিতা দশরথকে কি রূপ দর্শন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(দূরাদিতি)।

দূরাদেবদদর্শাসৌ রামো দশরথং তদা।
বৃতং রাজসমূহেন দেবৌঘৈনৈববাসবং ॥ ১১ ॥
বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রাভ্যাং সেবিতং পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বেন মন্ত্রিবৃন্দেন মানিতং ॥ ১২ ॥

সেবিতং প্রিয়হিতং মধুরোক্তিভিঃ লোচিতং সর্ব্বান্ শাস্ত্রার্থানুতন্বন্তি লোকে-বিস্তারয়ন্তীতি সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বথাবিধা শ্রেয়ে মন্ত্রিণস্তেষাং বৃন্দেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

যদ্রূপ দেবগণ বেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্র, তদ্রূপ রাজসমূহে সম্বৃত রাজা দশরথকে দূর হইতে শ্রীরামচন্দ্র অবলোকন করিলেন ॥ ১১ ॥

মহারাজা দশরথের দুইপার্শ্বে সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বদর্শী মন্ত্রিগণ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বিস্তারক বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র এই মহর্ষিদ্বয়ও উপবিষ্ট আছেন ॥ ১২ ॥

চারুচামরহস্তাভিঃ কান্তাভিঃ সমুপাসিতং।
ককুদ্ভিরিবমূর্ত্তাভিঃ সংস্থিতাভি র্যথোচিতং ॥ ১৩ ॥

ককুদ্ভির্দিগ্ভিঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

মনোহর চামরহস্তাকান্তাগণ যথোচিত স্থানেই দণ্ডায়মানা হইয়া মহারাজাকে ব্যজন করিতেছে, বোধ হয় যেন দিকসুন্দরীগণে দিক্‌পতিদিগের সেবার জন্য মূর্ত্তিমতী হইয়া সমুপস্থিতা হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদ্যা স্তথা দশরথাদয়ঃ।
দদৃশূরাঘবং দূরা দুপায়ান্তং গুহোপমং ॥ ১৪ ॥

সমীপেআয়ান্তং গুহঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজসভাস্থিত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও রাজা দশরথপ্রভৃতি সকলেই দেখিতেছেন অতি দূর হইতে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র সভাসন্নিকটে আগমন করিতে-

সত্ত্বাবষ্টভ্যগভেণ শৈত্যেনেব হিমাচলং।
শ্রিতং সকলসেব্যেন গম্ভীরেণস্ফুটেন চ॥ ১৫॥

কীদৃশং দদৃশুস্তদায়সত্ত্বেত্যাদিপঞ্চভিঃ শীতঃ তপোপশমনেনাহ্লাদকস্তুষারশ্চন্দ্রাবঃ শৈত্যং তেনহিমাচলমিবশ্রিতং শৈত্যস্যৈবসত্ত্বেত্যাদীনিচত্বারিশ্লিষ্টানিবিশেষণাদিসত্ত্বেনশান্তিবিবেক হেতুনাসত্ত্বগুণঃ সপ্রাণানিকায়েনচব্যাপ্তান্তরেণশকলৈঃ পূর্ণৈ কলাসহিতচন্দ্রেণচসেবিতং যোগ্যেনগম্ভীরেণনরগ্রাহ্যান্তেনস্ফুটেনব্যক্তেন চেতি-যথোচিতং সম্বন্ধঃ॥ ১৫॥

অন্যার্থঃ।

হিমালয় যেমন হিমের আশ্রয় হন, তদ্রূপ সুধীর রামচন্দ্র সত্ত্বগুণাবলম্বী স্বীয় গাম্ভীর্য্য গুণ প্রকাশন দ্বারা সম্যক্ শীতলতাভাবে জনগণের আশ্রয়ভূত হইয়াছেন॥ ১৫॥

সৌম্যং সমং শুভাকারং বিনিয়োদারমানসং।
কান্তোপশান্তবপুষং পরস্যার্থস্য ভাজনং॥ ১৬॥

সৌম্যং প্রিয়দর্শনং সমং অন্যূনানতিরিক্তাঙ্গং কান্তং মনোহরং উপশান্তং অনুগ্রং পরস্যার্থস্যপুরুষার্থস্য॥ ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামচন্দ্র, শশি প্রিয়দর্শন, সুন্দর লাবণ্যবিশিষ্ট ন্যূনাতিরেকরহিত অবয়ব সৌন্দর্য্যযুক্ত, অঙ্গ সৌষ্ঠবদ্বারা সুদৃশ্য মনোহর মূর্ত্তি, মহাত্মা, উদারস্বভাব, বিনয়ান্বিত অনুগ্রভাব, সম্যক্ পুরুষার্থের আধার স্বরূপ হয়েন॥ ১৬॥

সমুদাদ্যৌবনারম্ভং বৃদ্ধোপশম শোভনং।
অনুদ্বিগ্নমনানন্দং পূর্ণপ্রায় মনোরথং॥ ১৭॥

সম্যগুদাৎযৌবনারম্ভোযস্যতং বৃদ্ধবদুপশমেনশোভনং অনুদ্বিগ্নমবিবেকোপগমাৎ অনান্দমপ্রাপ্তপরমানন্দং॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামের প্রথম যৌবনকাল আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধেরন্যায় বৈচক্ষণ্য, সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, নিরানন্দ ও উদ্বেগ, এতদুভয়রহিত পরিপূর্ণ মনোরথ অর্থাৎ নিত্যতৃপ্ত প্রায় সুস্থির হইয়াছেন॥ ১৭॥

বিচারিতজগদ্যাত্রং পবিত্রগুণগোচরং।
মহাসত্বৈকলোভেন গুণৈরিবসমাশ্রিতং॥ ১৮॥

জগদ্যাত্রাসংসারগতিঃ পবিত্রাণাং গুণানাং পবিত্রগুণানাং গোচরং বিষয়ং গুণৈঃ সর্ব্বৈর্মহাসত্বৈকলোভেনৈবসমাগাশ্রিতং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

সংসার বিচারিত জগৎ কারণজ্ঞ ও পবিত্রগুণাকর মহাসত্বগুণাবলম্বী শ্রীরাম, তাঁহার এক সত্বগুণের লোভে অন্যান্য গুণ সকল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এতাবতা শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত গুণের আবাসভূত হয়েন॥ ১৮॥

উদারমার্য্যা মাপূর্ণ মন্তঃকরণকোটরং।
অবিক্ষুভিতয়াবৃত্ত্যা দর্শয়ন্তমনুত্তমং॥ ১৯॥

অবিক্ষুভিতয়াবৃত্ত্যাস্থিত্যা সর্ব্বসাধনসম্পন্নোপি তত্ত্ববোধবিশ্রান্ত্যাভাবাদীষৎ-পূর্ণমন্তঃকরণস্যকোটরং ছিদ্রমিবস্থিতং মনোরেণং দর্শয়ন্তং সূচয়ন্তং অনুত্তমমিতি রামবিশেষণং॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

অত্যুত্তম আর্য্যস্বভাব, শ্রীরামচন্দ্র ক্ষোভশূন্য স্বভাবধারী যেন আপনার পূর্ণপ্রায় মহত্ত্ব ও উদারতায় অন্তঃকরণের ছিদ্র অর্থাৎ হৃদয়াকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, লোক সকলকে ইহাই দর্শন করাইতেছেন॥ ১৯॥

এবং গুণগণাকীর্ণো দূরাদেবরঘূদ্বহঃ।
পরিমেয়স্মিতাচ্ছাচ্ছ স্বহারাম্বরপল্লবঃ॥ ২০॥

রঘূদ্বহঃ প্রাণনামেতি উত্তরেণান্বয়ঃ। অম্বরমেবপল্লবোঽম্বরপল্লবঃ পরিমেয়-স্মিতমিবাচ্ছ দচ্ছৌ স্বীয়োহারাম্বর পল্লবৌযস্যসঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে ভরদ্বাজ! এইরূপ সমুদয় গুণগণে আকীর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বগুণ ভূষিত শ্রীরামচন্দ্র মনোহর স্বীয় হার ও সুনির্ম্মল বসনধারী হইয়া * ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনে দূর হইতে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন ইহা উত্তরশ্লোকে অন্বয়॥ ২০॥

* স্বীয় হার ও স্বীয় বসনপদে প্রাক্ বিষ্ণুরূপের ভূষণ কৌস্তুভমণি ও পীতবস্ত্র

প্রণনাম চলচ্চারুচূড়ামণি মরীচিনা।
শিরসাবসুধাকম্প লোলদেবাচলশ্রিয়া ॥ ২১ ॥

চূড়ামণিঃ শিরোরত্নং দেবাচলঃ সুমেরুঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

শোভাকর সঞ্চালিত চূড়ামণি কিরণরঞ্জিত ভূমিভাগে লুণ্ঠিত মস্তকদ্বারা রাজা দশরথকে শ্রীরামচন্দ্র প্রণাম করিলেন, যদ্রূপ ভূমিকম্প হইলে চঞ্চলা সুমেরুর শোভা হয়, তদ্রূপ মনোহর শোভাবিশিষ্ট হইলেন ॥ ২১ ॥

এবং মুনীন্দ্রে ব্রুবতি পিতুঃ পাদাভিবন্দনং।
স্তু মভ্যাজিগামাথ রামঃ কমললোচনঃ ॥ ২২ ॥

এবং সর্গাদিশ্লোক সপ্তকোক্তপ্রকারেণ মুনীন্দ্রেবিশ্বামিত্রে ব্রুবতিসতি অথবানঃ পিতুঃপাদাভিবন্দনং কর্ত্তুং অভ্যাজগামেতি সম্বন্ধঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র সর্গাদি সপ্তশ্লোকে পূর্ব্বোক্ত কথা সকল রাজা দশরথকে কহিতেছেন, এমন সময়ে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র পিতার পাদাভিবন্দন করিতে আগমন করিলেন ॥ ২২ ॥

প্রথমং পিতরং পশ্চান্মুনীমানৌ মানিতৌ।
ততোবিপ্রাং স্ততোবন্ধুং স্ততোগুরুগণান্ সুহৃৎ ॥ ২৩ ॥

মুনীবশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ মানৌবপি মুখ্যাভয়ামুনীমানানাসিতৌস্বহৃৎ শোভনহৃদয়োরামঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

সুবুদ্ধি সম্পন্ন সরলচিত্ত রামচন্দ্র প্রথমতঃ পিতাকে প্রণাম করতঃ পরে মান্যতম বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ঋষিদ্বয়কে, অনন্তর আর আর বিপ্রগণকে, পরে যথা যোগ্য গুরুগণ সকলকে ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিলেন ॥ ২৩ ॥

জগ্রাহ চ ততোদৃষ্ট্বা মনাঙ মূর্দ্ধা তথাগিরা।
রাজলোকেন বিহিতাং তাং প্রণাম পরম্পরাং ॥ ২৪ ॥

মনাগমেণমূর্দ্ধ্বা তিতর্দ্ধাচতেষু বিনয়সূচনায় ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র যথাযোগ্য বিনয়সূচক বাক্য, মন্দ মস্তক, অবনমনপূর্ব্বক রাজ পরম্পরাকৃত প্রণামাদি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নমস্কার গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ নমস্কার প্রতি নমস্কার করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিহিতাশীষু নিভ্যান্তু রামঃ সুসমমানসঃ।
আসসাদপিতুঃ পুণ্যং সমীপং স্বরসুন্দরঃ ॥ ২৫ ॥

সুসমমানসঃ আশীরথলাভালাভয়োঃ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

লাভালাভ জয়াজয় হর বিষাদাদি সমজ্ঞানী, দেব তুল্য পরম সুন্দর শ্রীরামচন্দ্র, পুণ্যজনক পিতার সমীপে সংপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য —শ্রীরামচন্দ্র স্বরসুতোপম রূপবান সমদর্শী অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ অভিশম্পাতে সমান জ্ঞান, তথাপি ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সুপুণ্য পিতৃ সমীপে সমাগত হইলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র সমীপাগত হইলে পর, রাজা যে রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—(পাদাভীতি)।

পাদাভিবন্দনপরং তমথাসৌ মহীপতিঃ।
শিরস্যাভ্যালিলিঙ্গাশু চুচুম্ব চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

শিরসিআঘ্রায়ে তশেষঃ অভ্যালিলিঙ্গ অভিমুখনালিঙ্গিতবান্ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজাদশরথ পাদাভিবন্দনকৃৎ শ্রীরামকে দেখিয়া অতি আহ্লাদপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ মস্তকাঘ্রাণ লইয়া আলিঙ্গন করতঃ পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

শত্রুঘ্নং লক্ষ্মণঞ্চৈব তথৈব পরবীরহা।
আলিলিঙ্গঘনস্নেহো রাজহংসোম্বুজে যথা ॥ ২৭ ॥

অথরামঃ তথৈবরাজহংসোহম্বুজেযথেতি চুম্বনেদৃষ্টান্তঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

এবং যেমন রাজহংস কমলের প্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়া চুম্বন করে, তদ্রূপ শত্রুদর্পহারক রাজা দশরথ অত্যন্ত স্নেহাসক্তচিত্তে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকেও আলিঙ্গন করিয়া বার বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

উৎসঙ্গে পুত্র তিষ্ঠেতি বদত্যথ মহীপতৌ।
ভূমৌপরিজনাস্তীর্ণে সোহংশুকেথন্যবিক্ষতঃ ॥ ২৮ ॥

উৎসঙ্গেঅঙ্কে অংশুকেবস্ত্রেণ্যবিক্ষত উপাবিশৎ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে পুত্র! আমার ক্রোড়ে তুমি উপবিষ্ট হও রাজা দশরথ শ্রীরামকে এই কথা কহিলে পর, শ্রীরামচন্দ্র তথা না বসিয়া ভূমিতলে পরিজন পরিবৃত বিস্তৃত বস্ত্রাস্তরণোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ২৮ ॥

রাজোবাচ।

পুত্রপ্রাপ্তবিবেকস্তং কল্যাণানাঞ্চ ভাজনং।
জড়বজ্জীর্ণয়াবুদ্ধ্যা খেদায়াত্মা ন দীনতাং ॥ ২৯ ॥

জড়বদবিবেকবৎ জীর্ণয়া শিথিলয়াখেদায়দৈন্যায় আত্মাজীবঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে কহিতেছেন, হে পুত্র! তুমি বিবেকযুক্ত হইবাতে কল্যাণভাজন হইয়াছ, ইহা মঙ্গলের বিষয় বটে, কিন্তু বিবেকরহিত প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায়, সামান্য জড়বৎ জীর্ণবুদ্ধিদ্বারা আপনাকে নিরন্তর খেদযুক্ত করিহ না ॥ ২৯ ॥

বৃদ্ধবিপ্রগুরুপ্রোক্তং তাদৃশোনানুতিষ্ঠতা।
পদমাসাদ্যতে পুণ্যং ন মোহমনুধাবতা ॥ ৩০ ॥

বৃদ্ধৈঃ পিত্রাদিভিঃ গুরুভিরাচার্যৈঃ প্রজাপালনধর্মসাধনত্বাৎ পুণ্যং পদং রাজস্থানং স্বর্গাদিচ অনুধাবতা অনুসরতা ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে পুত্র! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও পিতা মাতাদি গুরুগণের বাক্য রক্ষা করিলে, পুণ্যপদ লাভ হইতে পারে, কিন্তু মোহের বশীভূত হইলে তাহার কিছুই হইতে পারে না॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—রাজা রামচন্দ্রকে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, হেবৎস! তোমার তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ভালই, কিন্তু গুরুবাক্যের অনুসারে সদনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া মোহের বশ হইও না, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান কি জন্মিবে? বরং মোহের বশে গেলে রাজ্য, ধন, পুণ্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলেরই নাশ হয়॥ ৩০॥

তাবদেবাপদোদূরে তিষ্ঠন্তি পরিপেলবাঃ।
যাবদেব ন মোহস্য প্রসবঃ পুত্রদীয়তে॥ ৩১॥

অসন্নিহিতাদূরেতিষ্ঠন্তিনোপসর্পন্তিসন্নিহিতাস্তুপরিপেলবাঃ। সর্ব্বতোলঘীয়স্যঃ তিষ্ঠন্তিনাকার্যাক্ষমাইত্যর্থঃ মোহস্যপ্রসবেতদ্বিপরীতাভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে পুত্র! মোহের আশ্রয় না হইলে আপদ সকল ক্ষুদ্ররূপ হইয়া দূরে পলায়ন করে, মোহের উদয় হইলে সকল বিপদই প্রবলতর রূপে নিকটাগত হইয়া থাকে॥ ৩১।

তাৎপর্য্য।—হে রাম! তুমি মোহে অভিভূত হইওনা, মোহ হীন ব্যক্তির অতি দূরে শত্রুরূপ আপদ সকল অবস্থান করে, কিন্তু মোহাধীন হইলে ক্ষুদ্রাপদও প্রবল রূপে পরাক্রম দ্বারা জনসকলকে অভিভূত করিয়া তুলে, অতএব যাহাতে এই মোহ তোমার হৃদয়ে অধিবাস করিতে না পারে তুমি সর্ব্বতোভাবে তাহারই যত্ন করহ॥ ৩১॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাজা দশরথের কথোপকথনানন্তর, বশিষ্ঠ ঋষি শ্রীরামকে যে উপদেশ করিতেছেন, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—(রাজপুত্রেতি)।

শ্রীবশিষ্ঠউবাচ।

রাজপুত্রমহাবাহো শূর স্তং বিজিতাস্তুয়া।
দুরুচ্ছেদা দুরারম্ভা অপ্যমীবিষয়াধরাঃ॥ ৩২॥

ত্বমেবশূরঃ যতস্ত্বয়াবিষয়াধয়োপিজিতঃ প্রসিদ্ধাঅরয়োদুরুচ্ছেদা এবনতেস্বেন দুঃখেনারভ্যন্তে বিষয়াধয়স্তু স্বেনৈবদুঃখেনেবসংপাদিতাদুঃখান্তর পরস্পরারম্ভকাদুরুচ্ছেদাশ্চেতিভাবঃ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামকে শ্রীবশিষ্ঠদেব কহিতেছেন, হে রাজপুত্র! হে মহাবাহো! যখন দুর্ভেদ্য দুরারম্ভক দুঃখজনক এই বিষয় বাসনারূপ মনপীড়া সকলকে তুমি জয় করিয়াছ, তখন তুমি শূর বট, ইহা স্বীকার করা যায়॥ ৩২ ॥

অনন্তর ঋষিবর বশিষ্ঠ যে অভিপ্রায়ে রামকে এই কথা কহিতেছেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা।—(কিমতজ্জেতি)।

কিমতজ্জ্ঞইবাজ্ঞানাং যোগোব্যামোহ সাগরে।
বিনিমজ্জসি কল্লোল বহুলেজাড্যশালিনি॥ ৩৩ ॥

এবংভুতোপিত্বমজ্ঞানাং যোগেব্যামোহসাগরে অতজ্জ্ঞইবানাজ্ঞইব কিং নিমজ্জসিকল্লোলা বৃহত্তরঙ্গাবিক্ষেপাজাড্যং মৌঢ্যমাবরণং॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাম! শোকাদি তরঙ্গ প্রচুর ও অজ্ঞানেরআলয় এই মোহসাগর, কেবল অজ্ঞানি জনেরাই ইহাতে নিমগ্ন হয়, তুমি জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানির ন্যায় শোকাদি তরঙ্গমালি মোহসাগরে কেন নিমগ্ন হইতেছ। ৩৩ ॥

বশিষ্ঠের কথনানন্তর বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে যাহা কহিতেছেন তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—(চলন্নীলোৎপল ইতি)।

বিশ্বামিত্রউবাচ।

চলন্নীলোৎপলব্যূহ সমলোচন লোলতাং।
ব্রূহিতেনকৃতাং ত্যক্ত্বা হেতুনা কেন মুহ্যসি॥ ৩৪ ॥

চলিতানীলোৎপলসমূহেনসমাং লোচনয়োর্লোলতাঞ্চঞ্চলতাং চেতোব্যগ্রচিন্তাং তেনকৃতাং কেনহেতুনাবিমুহ্যসিভ্রামাসিতবভ্রান্তিহেতুকঃইত্যর্থঃ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

বিশ্বামিত্র ঋষি শ্রীরামকে কহিতেছেন, হে রাম! তুমি কেন ভ্রান্ত হইতেছ, তোমার মনের এত চাঞ্চল্য কেন হইল, তুমি নীলোৎপল দলের ন্যায় লোচনের

চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া তোমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ কি, তাহা আমাকে বল, তুমি কি জন্যই বা এত বিমুগ্ধ হইতেছ? ॥ ৩৪ ॥

কিং নিষ্ঠাঃ কেচতেকেন কিয়ন্তঃ কারণেনতে।
আধয়ঃ প্রবিলুম্পন্তি মনোগেহমিবাখবঃ ॥ ৩৫ ॥

আধয়োমানসব্যথাঃ মনঃ পরিলুম্পন্তি বিষীদয়ন্তিকস্মিন্নিষ্ঠাসমাপ্তির্যেষাং তেকস্মিনকামেসম্পন্নেশাম্যন্তীত্যর্থঃ। অথবাকিমাশ্রিতাঃ কেচেতিতৎস্বরূপপ্রশ্নঃ কেনেতিতন্নিমিত্তপ্রশ্নঃ কিয়ন্তইতিতদ্বিভাগপ্রশ্নঃ কারণেতিকেনেত্যনেনসম্বধ্যন্তে। গেহং গৃহং আখনন্তীতি আখবোমূষকাঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রামচন্দ্র! যেমন মূষক খননদ্বারা সকল গৃহকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তোমার মনঃপীড়া সকল আখুবৎ গৃহস্বরূপ হৃদয়কে ভেদ করিয়া তোমাকে বিষণ্ণ করিতেছে, তাহারদিগের নাম কি? কি হইলেই বা তাহার শান্তি হয়, তাহাদিগের সংখ্যাই বা কত, কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে ও তাহারা কি রূপ আকার বিশিষ্ট এবং তাহাদিগের উৎপত্তির কারণ কি? আমাকে সেই সকল আধির বিষয় তুমি বিস্তার করিয়া বলহ ॥ ৩৫ ॥

আধি সকল জগৎ প্রসিদ্ধ তাহারা কোথা আছে এমত প্রশ্ন করা কিরূপে সঙ্গত হয়, তদর্থেবিশ্বামিত্র কহিতেছেন।—যথা (মন্যইতি)।

মন্যেনানুচিতানাং ত্বমাধীনাং পদমুত্তমং।
আপৎসু চা প্রযোজ্যন্তে নিহীনা অপিচাধয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

নম্বাধিহেত্বাদয়ো জগতিপ্রসিদ্ধাএবতেকুতঃ পৃষ্টান্তেতত্রাহমন্যইতি প্রসিদ্ধাস্তুবৎতু তেষামনুচিতানাং উত্তমমনুচিতং পদং স্থানং নভসিআপন্নোদরিদ্রোবা তৎপদং স্যাৎতেতবচআপৎসু অপ্রযোজ্যং অপ্রতীকার্য্য নাস্তিপিতুঃপ্রভাবেনৈব সর্ব্বাপদাং নিরস্তত্বাৎ অপিচতেআধয়ঃ নিহীনাঃ সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্নতয়া পূর্ণত্বাদিতিভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাম! আমি অনুভব করি তুমি অনুচিত মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইবার যথার্থ আধার ভূত নহ, এবং যে আপদের প্রতীকার করিতে হয় তোমার এমত আপদের সম্ভাবনা

কিছুই নাই, যেহেতু পিতৃ প্রভাবে তোমার সৌভাগ্যসামগ্রী সকলি আছে, এই মনঃপীড়ার আশ্রয় কেবল দরিদ্রতা হয়, অতএব তোমার মনঃপীড়ার কারণ আমি কিছুই দেখিনা।। ৩৬ ।।

যথাভিমতমাশুত্বং ব্রূহিপ্রাপ্স্যসি চানঘ।
সর্ব্বমেব পুনর্য্যেন ভেৎস্যন্তে ত্বাংতুনাধয়ঃ ।। ৩৭ ।।

অভিমতমনতিক্রম্য যথাভিমতং অভিমতার্থমপ্রচ্ছাদ্যোত্যর্থঃ। অনয়েতিহেতুগর্ভং সর্ব্বমেবাভিমতং প্রাপ্স্যসীতিসম্বন্ধঃ। যেনাভিমতলাভেন পুনরাধায়স্ত্বাং নভেৎস্যন্তে ।। ৩৭ ।।

অস্যার্থঃ।

হে অনঘ! তুমি আমাকে শীঘ্র বলহ, তোমার অভিমত অর্থ কি? মদ্বাক্যানুসারে তদর্থ লাভ করিবে, যাহা লাভ হইলে কোন প্রকারে মনঃপীড়া সকল তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।। ৩৭ ।।

ইত্যুক্তমস্য সুমতে রঘুবংশকেতু রাকর্ণ্য বাক্যমুচিতার্থ বিলাসগর্ভং।
তত্যাজখেদমতিগর্জতি বারিবাহে বর্হীযথাত্বনুমিতাভিমতার্থ সিদ্ধিঃ।৩৮।

ইতি যোগবাশিষ্ঠে তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে
রাঘবসমাশ্বাসনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ ।। ১১ ।।

সুমতের্ব্বিশ্বামিত্রস্যইতিউক্তং উচিতানাং স্বাভিলাষানুরূপাণামর্থানাং বিলাসঃ প্রকাশোতাৎপর্য্যং যস্যতথাবিধং বাক্যং নিশম্যরঘুবংশকেতুঃ শ্রীরামঃঅনুমিতাভিমতার্থসিদ্ধিঃ সন্খেদং তত্যাজেতিসম্বন্ধঃবারিবাহোমেঘো বর্হীময়ূরঃ ।। ৩৮ ।।

ইতি যোগবাশিষ্ঠেতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে একাদশঃ সর্গঃ ।। ১১ ।।

অস্যার্থঃ।

যেমন মেঘ গর্জন হইলে ময়ূরগণের আহ্লাদ হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্র আপনার মনোগত তাৎপর্য্যার্থযুক্ত বাক্য সুমতি বিশ্বামিত্র ঋষির মুখে শ্রবণ করিয়া স্বাভিমতার্থ সিদ্ধির আশ্বাসে মনের খেদ পরিত্যাগ করিলেন ।। ৩৮ ।।

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরামের সমাশ্বাসন নামে একাদশঃ সর্গঃ সমাপনঃ ।। ১১ ।।

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

সুখাদিভোগের দুঃখরূপত্ব, ও বিষয়াদির মিথ্যাত্ব এবং সম্পদাদির অনর্থত্ব, ইত্যাদি এই দ্বাদশ সর্গের মুখবন্ধ শ্লোকে টীকাকার বর্ণন করিতেছেন।

বিশ্বামিত্র ঋষির বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ উত্তর প্রদান করিলেন, তদর্থে বাল্মীকি ঋষি কহিতেছেন। যথা।—(ইতীতি)।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ইতিপৃষ্টোমুনীন্দ্রেণ সমাশ্বাস্য চ রাঘবঃ।
উবাচবচনং চারুপরিপূর্ণার্থমন্থরং ॥ ১ ॥

ভোগানাং দুঃখরূপত্বং বিষয়াদেরমত্যতা সম্পদামপ্যনর্থত্বমিত্যাদ্যত্রোপবর্ণ্যতে। সমাশ্বাস্যসম্যগাশ্বাসং প্রাপ্যপরিপূর্ণার্থগৌরবাদিবমন্থরং মন্দপ্রবৃত্তং অতএব চারুঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বাল্মীকি ঋষি কহিতেছেন, হে বৎস ভরদ্বাজ! মুনিবর বিশ্বামিত্র সম্যক্ প্রকারে আশ্বাস করতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, রঘুনাথ তৎকর্ত্তৃক আশ্বাসিত ও পৃষ্ট হইয়া অতি মনোহর এবং পরিপূর্ণ অর্থ সংযুক্ত গুরুতর বাক্য মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীরামউবাচ।

ভগবন্ ভবতাপৃষ্টো যথাবদখিলং মুনে।
কথয়াম্যহমজ্ঞোপি কোলঙ্ঘয়তি সদ্বচঃ ॥ ২ ॥

কোলঙ্ঘয়তীতিতথাচভবদাজ্ঞাপরিপালনায় বদামিনতুধার্ষ্ট্যেনেতিভাবঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সবিনয় বাক্যে কহিতেছেন, হে ভগবন্! আমি যদিও সম্যক্ বিষয়ে অজ্ঞ, তথাপি তোমা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি. যেহেতু অলংঘ্য সাধুদিগের বাক্যকে কে লংঘন করিতে শক্ত হয় ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—হে মুনে! ভবদ্বিধ সাধুসদাশয় পারদর্শীর বাক্য হেলন করিতে কেহই সক্ষম হয় না, মোহ প্রযুক্ত অবহেলা করিলে বরং অকল্যাণ বীজই রোপণ করা হয়॥ ২॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, বিনয়োক্তি দ্বারা মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বশীকৃত করিয়া আপনার স্বভাবানুসারিক ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্য এতদুভয় বিষয়ক স্বহৃদয়ে যাহা বিচারণীয় হইয়াছে, সেই স্বীয় বৃত্তান্ত প্রদর্শন করাইতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অহমিতি)।

অহং তাবদয়ং জাতো নিজেস্মিন্ পিতৃসদ্মনি।
ক্রমেণবৃদ্ধিং সংপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তবিদ্যশ্চ সংস্থিতঃ॥ ৩॥

ইত্থং বিনয়োক্ত্যামুনিং বশীকৃত্যস্ববৃত্তান্তব্যাজেনধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য চিত্তশুদ্ধ্যাবিবেকবৈরাগ্যাভ্যাং বিচারোদয়ং স্বস্যদর্শয়তি অহং তাবদিত্যাদিচতুর্ভিঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আমি যে পর্য্যন্ত নিজ পিতা এই দশরথ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি, এবং ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধিপ্রাপ্তে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া এই পিতৃভবনেই তদবধি অবস্থিতি করিতেছি॥ ৩॥

ততঃ সদাচার পরো ভূত্বাহং মুনিনায়ক।
বিহৃতস্তীর্থযাত্রার্থ মুর্ব্বীমম্বুধিমেখলাং॥ ৪॥

বিহৃতঃ সঞ্চারিতবানুগতার্থত্বাৎকর্ত্তরিক্তঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! অনন্তর সদাচার পরায়ণ হইয়া আমি তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়া, সম্যক্‌রূপে সমুদ্র মেখলা ধরণীমণ্ডলকে ভূয়োভূয়ঃ পর্য্যটন করিয়াছি॥ ৪॥

এতাবতাথকালেন সংসারস্থা মিমাংহরন্।
সমুদ্ভূতোমনসি মে বিচারঃ সোয়মীদৃশঃ॥ ৫॥

ঈদৃশোবক্ষ্যমাণ লক্ষণঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষীন্দ্র! আমি এতকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া ইদানীং আমার মনে হইতে সংসার বাসনা দূরীভূত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত সকল মিথ্যা বলিয়া বিচারনীয় হইতেছে। ইহা উত্তরান্বয়॥ ৫॥

বিবেকে ন পরীতাত্মা তেনাহং ত্বদনু স্বয়ং।
ভোগনীরসয়াবুদ্ধ্যা প্রবিচারিতবানিদং॥ ৬॥

ভোগেষুরসোরাগাচ্ছুন্যয়া॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! আমার মনোভিমানী আত্মা বিবেকদ্বারা পরীত হওয়াতে অনন্তর ভোগ নিরাস বুদ্ধিদ্বারা আমি স্বয়ং এই বিচারিতবান্ হইয়াছি। অর্থাৎ এই দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রই নশ্বর ইতিভাবঃ॥ ৬॥

কিং নামেদং ভব সুখং যে হয়ং সংসার সন্ততিঃ।
জায়তে মৃতয়ে লোকো শ্রিয়তে জননায়েচ॥ ৭॥

কিং নামসুখং নকিঞ্চিদিত্যর্থঃ সন্ততির্বিস্তারঃ অসুখত্বমেবোপপাদয়তিজায়ত ইতিমৃতিবীজং ভবেৎ জন্মজন্মবীজং ভবেন্মৃতিরিতিবচনাদিতিভাবঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! এই সংসারস্থিত সুখের নাম কি? অর্থাৎ ইহাতে কিছু মাত্র সুখ নাই। এই সংসার ধারা প্রবাহই বা কি? অর্থাৎ কিছুই নহে, কেবল অসুখের কারণ মাত্র দেখা যায়, এই সংসারে জীব সকল মরিবার নিমিত্তই জন্মে, এবং জন্মিবার নিমিত্তই মরিয়া থাকে, এই রূপ ভবযন্ত্রণার নিবারণ নাই॥ ৭॥

অস্থিরাঃ সর্ব্বত্রবেমে সচরাচর চেষ্টিতাঃ।
আপদাং পতয়ঃ পাপা ভাবাবিভব ভূময়ঃ॥ ৮॥

নম্বস্তুতথা তথাপ্যন্তরালেবিভবভূমিষুসুখমনুভূত এবেতি তত্রাহ অস্থিরাইতিচরাণাং প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যধীন সাধনসাধ্যাঅচরণাং দৈবোপপন্নসাধনায়ত্তেত্যুভয় বিষয়ভোগপ্রবৃত্তিলক্ষণেসচেষ্টিতসহিতা অপিবিভবমুভয়োবৈভবসময় মাত্রস্থিতিকাভাবাঃ স্রক্চন্দনান্নপানাদয়োনসুখদায়তোহস্থিরাঃ অলাভবিয়োগকালয়োর্দুঃখদা-

ইত্যর্থঃ তথাপ্যুপভোগকালেতেভ্যঃ সুখমাশঙ্ক্যাহআপদাম্পদয়ইতিপতয়ঃ স্বামিনঃ শ্রেষ্ঠাইতিযাবৎ রাগাদিদোষোপজননেনপরমাপৎপ্রায়কত্বাত্তদ্রূপাএবেত্যর্থঃ অনিষিদ্ধাএবং নিষিদ্ধাস্তুপাপাঅপিপাপজনকত্বাত্তথাচবিষসংপৃক্তান্নসদৃশত্বান্ন তদ্ভোগ্যঃ সুখমিতিনাস্তি সংসারেসুখমিতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! এই জগৎ চরাচর চেষ্টিত বিষয় কার্য্য সকলি মিথ্যা, কেবল মিথ্যাও নহে, বরং অভাবনীয় আপদের কারণ, পাপ ও মনঃপীড়ার আশ্রয়ভূত ও সম্যক্ প্রকার ভয়ের ভূমিস্বরূপ হয় ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—হে প্রভো! এই সংসার আপদের কারণ, অর্থাৎ বাসনাদি দোষোৎপত্তিদ্বারা আপৎ প্রায়ক দোষাধার হয়। নিষিদ্ধানিষিদ্ধ কর্ম্মরূপ পাপ পুণ্যোৎপাদক. অর্থাৎ উভয়ই দুঃখদস্বরূপ হয়, প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে স্বর্গভোগ, ভোগাবসানে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহাতেও গর্ভ যন্ত্রণাদি সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এই সংসার বিষমিশ্রিতান্ন ন্যায় অভোগ্যই জানিবেন। অতএব এসংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই, কেবল অমুমুক্ষু মূঢ়েরাই সুখ বলিয়া গ্রহণ করে এই মাত্র ॥ ৮ ॥

যদি বলেন এসংসার যদ্যপি সুখদ না হয়, তবে কি নিমিত্তে সুখাকর বলিয়া পরস্পর সকলেই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অয়ইতি)।

অয়ঃ শলাকসদৃশাঃ পরস্পর মসঙ্গিনঃ।
শ্লিষ্যন্তে কেবলং ভাবা মনঃ কল্পনয়াশ্বয়া ॥ ৯ ॥

যদিনতেসুখদাস্তর্হিকিকথং সুখাকরত্বেনপরস্পরং সংবধ্যতেতত্রাহঅয়ইতিসর্ব্বেপিভাবাঃ স্বতোলৌহশলাকাঃ শূচ্যাদয়ইবপরস্পরমসঙ্গিনঃ সম্বন্ধশূন্যাএবপরন্তুঅনয়ামমেদং সুখসাধনমনেনেথমিদং করিষ্যামীত্যাদিমনঃ সংকল্পনয়াকেবলং ক্রিয়াকারকাদিভাবেনশ্লিষ্যন্তেসম্বধ্যন্তেতথৈবান্বয়ব্যতিরেকদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! এই সংসারে সুখাকর পদার্থ সকল লৌহ শলাকার সদৃশ পরস্পর অসংলগ্ন রহিয়াছে। কেবল জীবদিগের স্বীয় স্বীয় মনঃ কল্পনাদ্বারা সুখরূপে আশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এইমাত্র ভাব ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—সংসারস্থ সুখভাব স্বভাবতঃ লৌহ শলাকার ন্যায় অর্থাৎ শূচের ন্যায় পরস্পর অসংলগ্ন, কেহ কাহার সংযোগে থাকে না সর্ব্বদা সম্বন্ধ শূন্য, কোন মতে অন্যান্য সুখের সহিত পরস্পর মিলিত হয় না, শ্রবণেন্দ্রিয় সুখের সহিত দর্শনেন্দ্রিয় সুখের কি সম্বন্ধ আছে? তদ্রূপ পরস্পর অসংলগ্ন,কেবল মনে সুখসাধন করিব বলিয়া সুখকে কল্পিত করা যায়, শুদ্ধ মনঃ কল্পনা দ্বারা কেবল ক্রিয়াকারকাদি ভাবে আশ্লিষ্ট হইয়া অহং কর্ত্তা অহং সুখীইত্যাকার জ্ঞানে জীব সংসারে বদ্ধ হয় এই মাত্র, সুতরাং আমি সুখী এই ভাবনাই সংসারের সুখ জানিবেন॥ ৯॥

কেবল সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ভাব মাত্র যে মনের অধীন এমতও নহে। জন্ম, স্থিতি, মরণাদি কার্য্য সম্পন্ন বিধায় সর্ব্বাংশেই জগৎ মনোধীন হয়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মন ইতি)।

মনঃ সমায়ত্তমিদং জগদাভাতি দৃশ্যতে।
মনশ্চাস দিবাভাতি কেনস্ম পরিমোহিতাঃ॥ ১০॥

নকেবলং ভাবাদীনাং সম্বন্ধমাত্রং মনোধীনং কিন্তুজন্মস্থিতিপ্রকাশভঙ্গাঅপীতি সর্ব্বাংশেমনোধীনমেবজগদিত্যাহমনইতিতর্হিমন এবসুখসাধনমস্তুনেত্যাহমনইতি অসৎশূন্যমিববিবেকে আভাতিতথাচনততোপিসুখসিদ্ধিরিতি বয়মেতাবন্তং কালং কেনসুখং স্যাদিতিমোহিতাঃস্ম॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! এইজগৎ ও জগৎ স্থিত সুখ সম্পত্তি কেবল মনের কল্পনা মনেই প্রতিভাত হয় ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু মন কেবল তৎসুখের কারণ এমতও নহে, যেহেতু এতৎ জগৎ মনঃ কল্পনাতেই আভাত হইতেছে, ফলিতার্থ মনঃ শূন্য রূপ প্রায়, অর্থাৎ আকাশ রূপবৎ। বিবেকদ্বারা কাহার যদি মনও অসৎরূপে প্রতিভাত হয়, তবে সেই বিবেকী ব্যক্তির কোনমতে এতৎ জগৎ সুখ সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা বিবেকের অনুদয়ে কাহারদ্বারা সুখী হইব, কে আমাদিগকে সুখী করিবে একালপর্য্যন্ত এই চিন্তায় নিরন্তর বৃথা পরিমোহিত হইয়া রহিয়াছি॥ ১০॥

পরিশেষে অর্থাৎ মুমুক্ষাবস্থায় এসমস্তই কেবল ভ্রান্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ বৈরাগ্যদশাতে যখন হিতাহিত বোধ জন্মে তখন জগৎ কার্য্যকারণ সকলই ভ্রান্তি বোধ হয়। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অসদেবেতি)।

অসদেববয়ং কষ্টং বিক্লষ্টমূঢ়বুদ্ধয়ঃ।
মৃগতৃষ্ণাম্ভসাদূরে বনে মুগ্ধ মৃগাইব॥ ১১॥

অতঃপরিশেষাদ্ভ্রান্তিরেবেয়মিতিদর্শয়তি অসদেবেতি সংসারেসুখতৎসাধনয়োরসদেবেত্যর্থঃ কষ্টং যথাস্যাত্তথাবিকৃষ্টাআকৃষ্টাঃ দার্ষ্টান্তিকেমৃগতৃষ্ণাম্ভসদৃশেষু সুখাশয়েতিগম্যতেমুগ্ধমৃগামূঢ়হরিণাঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! যেমন মিথ্যা মরীচিকা অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণা, তদ্দর্শনে জলভ্রমে তৃষ্ণাতুর হরিণগণ দূরবনে ধাবমান হইয়া আক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মূঢ়বুদ্ধিজনগণেরা অসত্য জগতসুখপ্রত্যাশায় নিয়ত সংসারগহনে ভ্রাম্যমান হইয়া আক্রান্ত হইতেছে॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—হে মহাত্মন্! আমরা অসত্য সংসারে অসত্য সুখলোভে আকৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ নিরর্থ কষ্টভোগ করিতেছি এই মাত্র সুখ জানিবেন॥ ১১॥

নকেনচিচ্চবিক্রীতা বিক্রীতাইব সংস্থিতাঃ।
ধনমূঢ়াবয়ং সর্ব্বেজানানা অপিশাম্বরং॥ ১২॥

স্থিতাঃপরবশাইত্যর্থঃ জানানাঅভিজ্ঞং মন্যাঅপিবয়ং মূঢ়াএবশাম্বরং শংবর সম্বন্ধিমায়েয়মিতিভাবঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আমাদিগকে সংসারে কেহই বিক্রয় করে নাই, তথাপি আমরা যেন বিক্রীত ন্যায় রহিয়াছি, আমরা সকলে সর্ব্বত্রে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, তথাপি আমরা শম্বরকৃত মায়ারন্যায় ভগবন্মায়ায় ধনমূঢ় হইতেছি॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—হে প্রভো! দেখুন সংসারে আমরা এরূপ বদ্ধ হইয়াছি, যে কোন মতে তাহাতে প্রচলিত হইতে আর পারি না, আমরা ধনী মানী বিচক্ষণ জ্ঞানী এই সংসারের সংপূর্ণ কর্ত্তা বলিয়া নিতান্ত অভিমানী হই, কিন্তু দারাপত্য বন্ধু বান্ধব কুটুম্বপ্রভৃতি পরিবারজনের নিকট নিয়তই দাসবৎ রহিয়াছি, অর্থাৎ তাহারা যখনযাহা আজ্ঞা করে ক্রীতদাসের ন্যায় তাহা তখনই সম্পন্ন করিতেছি, অর্থাৎ এ সকলসংসারনাট্য মিথ্যা জানিয়াও মায়া সম্বরণ হয় না। ইতিভাবঃ॥ ১২॥

কিমেতেষু প্রপঞ্চেষু ভোগানাম সুদুর্লগাঃ।
সুখৈবহিবয়ং মোহাৎ সংস্থিতা বদ্ধভাবনাঃ॥ ১৩॥

ভোগাবিষয়সুখলবাঃ কিংনামদৃষ্টনষ্টৈস্বভাবত্বাৎ দুরন্তদুঃখবীজত্বাদ্দৌর্ভাগ্যরূপা

এবনপুরুষার্থইতিভাবঃ বৈর্বয়ং সুধাবাৰ্থমেববদ্ধাঃ ইতিভাবনাভ্রান্তির্যেষাং তেভ- প্রামূঢ়াঃ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! এই সংসার প্রপঞ্চ মধ্যে বিষয় ভোগকেই অভাগ্য বলিয়া মানি- তেছি, যে হেতু এই সংসারসুখের ভোগানুরোধে নিয়ত ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—সুধা বোধে বিষপানে আসক্ত হইয়াছি, অর্থাৎ সংসারের সুখইবা কি? তাহারই নাম কি? নষ্ট দৃষ্টি বশতঃ দুরন্ত দুঃখ বীজস্বরূপ দুর্ভাগ্যরূপ বিষয় ভোগেচ্ছায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, ইহাতে সংসৃতিরূপ যাতনা ব্যতীত পুরুষার্থ মাত্র নাই। ১৩।

আজ্ঞাতং বহুকালেন ব্যর্থমেববয়ং বনে।
মোহেনিপতিতামুগ্ধাঃ শ্বভ্রেমুগ্ধামৃগাইব॥ ১৪ ॥

আইতিস্মরণাভিলাপে বহুকালেন জ্ঞাতং কিং তদাহব্যর্থমেবমোহেনিপতিতাঃ ইতিবনেশ্বভ্রেবনান্তর্গতগর্ত্তে॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! বনমধ্যে মৃগগণ যেমন গর্ত্তে পতিত হইয়া মুগ্ধপ্রায় থাকে, তদ্রূপ আমরাও প্রপঞ্চ সংসারগহনে বৃথা সুখ আশয়ে মহামোহ গর্ত্তে যেন নিপতিত হইয়া রহিয়াছি, ইহা বহুকালের পর এই বিষয়সুখকে ব্যর্থ বলিয়া সংপ্রতি জানিতেছি। ১৪।

কিংমেরাজ্যেন কিং ভোগৈঃ কোহং কি মিদমাগতং।
যন্মিথ্যৈবাস্তুতন্মিথ্যা কস্য নাম কিমাগতং॥ ১৫ ॥

কোহং ইদং দৃশ্যজাতং কিং স্বরূপং কিমর্থঞ্চাগতং রাজ্যেনচমেকিং ভোগৈশ্চকি মিদং সর্ব্বং মিথ্যৈবেতি কিঞ্চিৎসত্যমপি তৎকিং দৃষ্টিং সত্যেতি দৃষ্টাং যত্রযন্মি- থ্যৈবতদেবমিথ্যাস্তু ন বৈপরীত্যং তস্যমিথ্যাত্বে কস্য কিমাগতং ন কাপিক্ষতিরিতি ভাবঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! এই রাজ্যে আমার কি কার্য্য? ভোগেই বা কি প্রয়োজন? অর্থাৎ ইহাতেবা আমার কি হইবে? আমিই বা কে? এ সকল বিষয় ও বস্তু কোথাহইতেইবা

আসিয়াছে, সুতরাং এ সমস্তই মিথ্যা, কিন্তু এতদালোচনা করাও আমার মিথ্যা, কেননা যে বস্তু মিথ্যা সে মিথ্যাই থাকুক্ তাহাতে কি ক্ষতি? অর্থাৎ কাহারই কোন ক্ষতি নাই ।। ১৫ ।।

তাৎপর্য্য।—এই বিশ্ব মিথ্যাই হউক্ এবং কিঞ্চিৎ সত্যইবা হউক্ তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু সত্য সত্যই থাকে, মিথ্যা মিথ্যাই থাকে, যে সত্য বালয়া জানে জানুক, যে মিথ্যা দেখে সে মিথ্যাই দেখুক্, তাহাতে আমার আলোচনা করা বিফল, আমি যাহা জানিয়াছি, আমার সেই জানাতেই জানা হইয়াছে ইতিভাবঃ ।। ১৫ ।।

এবং বিমৃশতোব্রহ্মন্ সর্ব্বেষ্বেবততোমম।
ভাবেষ্বরতিরায়াতা পথিকস্য মরুষ্বিব ।। ১৬ ।।

এবং কিংনামেদমিত্যাদিনবশ্লোকোক্তপ্রকারেণবিমৃশতোবিচায়তঃ অরতিরেবতং মরুষু নির্জ্জলভূমিষু ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! হে ব্রহ্মন্! পান্থ ব্যক্তিরা কখন মরুভূমিতে রতি করেনা, অর্থাৎ নিরুদক দেশে পথিক জনের ক্লেশ মাত্র হয়, সেইরূপ আমারও সংসারের সকল বিষয়ে প্রতি রতি জন্মেনা। অর্থাৎ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, মরুভুমির ন্যায় এসমস্তই ক্লেশদায়ক, সুতরাং আমার সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে ।। ১৬ ।।

শ্রীরামচন্দ্র আপনার চিত্তস্থ বিষয়ের বিচারোৎপত্তির ক্রম বর্ণনা করিয়া প্রশ্নোপযোগ্যাংশ অর্থাৎ বিনাশোৎপত্তি বিকারস্বরূপ সম্ভাবনা দর্শন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। তদর্থে পঞ্চশ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তদেতদিতি)।

তদেতদ্ভগবন্ ব্রূহিকিমিদং পরিণশ্যতি।
কিমিদং জায়তেভূয়ঃ কিমিদং পরিবর্দ্ধতে ।। ১৭ ।।

এবং স্বস্যবিচারোৎপত্তি প্রকারমুপবর্ণ্যপৃষ্টব্যাংশং দর্শয়তিতদেতদিত্যাদি পঞ্চভিঃ তত্তস্মাদ্বিমর্শেঅসারাত্তত্রাহোবিনাশোৎপত্তি বিকারস্বরূপসম্ভাবিতমিবমনানঃ পৃচ্ছতিকিমিদমিত্যাদিনাইদং সত্যতয়াসর্ব্বানুভবপ্রমাণসিদ্ধং দৃশ্যং পরিণশ্যতিসর্ব্বাত্মনাঅসদিবাপদ্যতে তৎ কিং সতোঽসত্ত্বাবিরোধাদযদ্যসদেবেতিকশ্চিদ্ভুয়াত্তর্হিভূয়োজায়তে সত্ত্বমাপদ্যতে তদিদং কিং সত্ত্বাসত্ত্ববহির্ভূতামহদাদিবিকারাং-

শেচদং ভজ্যতে তদপিযদিপূর্ব্বাবস্থাং নশ্যত্যবস্থাং তরবশেচাৎপদ্যতেতর্হিপ্রত্যভি-জ্ঞাবিরোধঃ ব্রীহ্যাদিব্যবহারানুপপত্তিশ্চ যদি পূর্ব্বাবস্থাং ননশ্যতিতর্হিযুগপদুভয়া-বস্থত্বপ্রসঙ্গঃ অবস্থান্তরস্যাপ্যনুবর্ত্তনাৎসর্ব্বভাবানাং কৌটস্থ্যাপত্তিশ্চ যদ্যবস্থাঃ ভাবেভ্যোঽভিদ্যোবং তর্হিতাসামভাবত্বমভেদেচ স্থাপিনাবস্থাবতিপর্য্যায়বৃত্তিতানুপ-পত্তিশ্চেতিভাবঃ অস্যপ্রশ্নত্রয়স্যোত্তরার্থং মুৎপত্তিস্থিত্যুপশমপ্রকরণানি অথবাইদং শরীরং নশ্যতিপুনঃ কিং জায়তে কিং বর্দ্ধতে ন কশ্চিদস্যজন্মাদিনার্থইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! হে ভগবন্! আপনিআমাকে জিজ্ঞাস্যমতে প্রশ্নের উত্তর বলুন্ এই সকল জগৎ কি নষ্ট হয়, নাশানন্তর কি পুনর্ব্বার জন্মে, জন্মিয়া কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামচন্দ্র এই জগতের অসারত্ব নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ বিনা-শোৎপত্তি সম্ভবন বিকারস্বরূপ জগৎ নশ্বর জানিয়াও প্রশ্নচ্ছলে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তদভিপ্রায় এই যে জ্ঞানবান ব্যক্তি আপনি কোন বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও তাহার দৃঢ়তার নিমিত্ত জ্ঞানিদিগের নিকট প্রশ্ন দ্বারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া আরো তাহা বিশেষরূপে জানেন। তন্নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ভগবন্! এই জগৎ কি? সত্যবৎ অনাশ্য, ইহা কি সর্ব্বানুভব প্রমাণ সিদ্ধ হয়, কি অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমানরূপে প্রতিপন্ন হয়। অথবা সদ্রূপে পরিণত বা সদ্বিরোধাদিপ্রযুক্ত অসৎই হয়, সুতরাং বিনাশানন্তর জগৎ কি পুনর্ব্বার জন্মিয়া থাকে? তাহা হইলে সৎ হইতে অসতের আপেক্ষিক উৎপত্তি মান্য করা যায়, কিন্তু ইহা অসঙ্গত অর্থাৎ সৎহইতে অসদুৎপত্তির সম্ভাবনা কি? এবং এইরূপে উৎপত্তি হইয়া কি পূর্ব্বানুরূপ প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতিকে ভজনা করে, না অভিনব স্বভাবের সমুদয় হয়? যেমন বাহ্য প্রত্যভিজ্ঞা বিরোধ অর্থাৎ ব্রীহীত্যাদির উৎপত্তি বিনাশ প্ররোহ এক প্রকারই হইয়া থাকে ইহা সকলেরই দৃশ্য প্রমাণ আছে, নাশা-নন্তর উৎপন্ন হওয়াতেও যদি পূর্ব্বাবস্থার নাশ না হয়, তবে এককালিন্ উভয়াবস্থার প্রসঙ্গে অবস্থান্তর ভেদ কল্পনা রক্ষা পাইবার সঙ্গতি কি? সকল বিষয়েই এই জগৎ সমভাবে আপন্ন হয়। এই প্রশ্নত্রয়ে উৎপত্তি স্থিতি উপশম প্রকার পর্য্যায় বৃত্তিতার অনুপপত্তি হয়। অতএব শ্রীরামচন্দ্র এই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেন, যে এই শরীর কি নাশানন্তর পুনর্ব্বার জন্মে, জন্মানন্তর কি স্থিতি করিয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে? এমত বোধ হয় না, যখন আত্মাই জগদ্রূপে প্রতিভাত, তখন এই জগতের জন্মাদি নাশ ভ্রান্তি মাত্র। অর্থাৎ জগত ভ্রম মাত্র, তন্নাশে আত্মাই সত্য থাকেন ॥ ১৭ ॥

এই শরীর কখনই রক্ষা পায় না, দিন দিন অনর্থ পরম্পরা অবস্থিত বোধ হয়, কিন্তু ক্রমে নাশ পায়। তদর্থে উক্ত হইযাছে। যথা।—(জরেতি)।

জরামরণমাপচ্চ গণনং সম্পদস্তথা।
আবির্ভাব তিরোভাবৈ র্বিবর্দ্ধন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থানাস্তীত্যোভাবদেবনপ্রত্যুতানর্থপরং পরাপাস্তীত্যাহজরেতিসম্পদামপ্যনর্থ হেতুত্বাদনর্থেষুগণনং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে স্বামিন্! সম্পদাদি জরা, মরণ, আপদ অনর্থের কারণ হয়, এজন্য সম্পদকে অনর্থ বলিয়া গণনা করা যায়, ফলিতার্থ জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা ক্রমেই অনর্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যদি ভোগদ্বারা শরীর, রক্ষাদি হয়, এমত কেহ বলে, তাহার নিরাকরণ করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভোগৈরিতি)।

ভোগৈস্তে রেবতৈরেব তুচ্ছৈররমণীকিল।
পশ্যজর্জ্জরতাং নীতা বাতৈরিব গিরিদ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

নন্বভোগহেতুত্বাদেহস্যার্থোহস্তীত্যাশঙ্ক্যাহভোগৈরিতি তৈরেব তৈরেবেতিতে সামপূর্ব্বস্বাভাবাৎ পিষ্টপেষণবত্তৈরস্যাদোতনায় অমীভোগলম্পটাঃ জর্জ্জরতাং শৈথিল্যং তথাচভোগানামনর্থত্বমেবেতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

যদ্রূপ পর্ব্বতোপরিস্থিত বৃক্ষসকল বায়ুদ্বারা জর্জ্জরীভূত হইয়া সমূলে উৎপাটিত হয়, দেখুন তদ্রূপ বায়ুবৎ অতি তুচ্ছ জরা মরণাবস্থা দ্বারা ভোগ সমূলে ক্ষয় হয়, সুতরাং ভোগ ক্ষয়ে ঐ ভোগের কারণ জরাদিও নাশ পায় ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—ভোগ থাকিলেই রোগাদির ভয় আছে, রোগাদি জন্য জরাদি অবস্থার উদয় হয়, ভোগাবসানে নিয়মস্থিত ব্যক্তির অবস্থার অত্যয় হইয়া যায়, অর্থাৎ অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং অমরণধর্ম্মে উৎপত্তির অভাবতা প্রযুক্ত জরা মরণাদি অবস্থারও অবসান হয়, ইত্যভিপ্রায় ॥ ১৯ ॥

সচেতন বাক্‌পটু মনুষ্যাদি জীবকে একালিন্ মিথ্যা কি রূপে বলা যায়, যদি এরূপ আপত্তি কেহ করে তন্নিরাসার্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সচেতনেতি)।

অচেতনাইবজনাঃ পবনৈঃ প্রাণনামভিঃ।

ধ্বনন্ত সংস্থিতাবার্থং যথা কীচক বেণবঃ ॥ ২০ ॥

প্রজ্ঞাবতামপ্যাত্যন্তিকং দুঃখোপশমনোপায়া সংপাদনেনৈবৈবসাপ্রজ্ঞেতাচেতন প্রায়াস্তুইত্যভিপ্রেত্যাহ অচেতনাইতিবার্থং পুরুষার্থোপযোগং বিনা বেণবঃ কীচকা-স্তেপূর্ব্বোস্বনন্ত্যনোদ্ধতাঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! বংশজাতির মধ্যে বিশেষ স্বরন্ধ্র কীচকাখ্যবেণু, চৈতন্যাদিরহিত হয়। কিন্তু বায়ুদ্বারা তচ্ছিদ্র পরিপূরিত হইলে সেই বংশ শব্দায়মান হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুরুষার্থ যোগরহিত মনুষ্যমাত্রের নাসাছিদ্রে প্রাণাদি বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে পরিপূরিত হইলে তদ্দ্বারা শব্দাদিবৎ ব্যর্থ বাক্যমাত্র নির্গত হয়, যেমন অচেতন বংশ শব্দায়মান হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—মনুষ্যবর্গে যদি বিবেকসম্পন্ন না হয়, অনবরত ব্যর্থ কর্ম্মারম্ভে ব্যর্থ চেষ্টাবান্ হইয়া, ব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ করে, আপনার দুঃখশান্তির উপায় সম্পাদনে অক্ষম হয় অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্বানুশীলন, ও তদ্গুণানুকথন ব্যতীত ইতরালাপ মাত্র করে, তাহার সেই বাক্যঅচেতন বংশধ্বনি ন্যায় অব্যক্ত শব্দ প্রয়োগ করাই হয়, অর্থাৎ তাহার সেই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা নহে, সেই চেতন চেতন্য নহে, সেই বাক্য বাক্যই নহে জানিবেন ॥ ২০

যদি বল তুমি সকল বিষয়কেই বৈরাগ্য বিষয়ে আনিতেছ, তবে তুমি কি নিমিত্ত এত মুগ্ধপ্রায় থাক, তোমার দুঃখ শান্তিই বা না হয় কেন? এতৎ প্রশ্নোত্তর উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(শাম্যতীতি)।

শাম্যতীদং কথং দুঃখ মিতিতপ্তোস্মিচিন্তয়া।

জরদ্দ্রুমইবাগ্রেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা ॥ ২১ ॥

হেতুনাকেনমুহ্যসীতিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহশাম্যতীতি ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! আমার এই দুঃখ কিরূপে শাম্য হইবে, অহরহ এই চিন্তায় আমি দন্দহ্যমান হইতেছি, যদ্রূপ জীর্ণবৃক্ষ কোটরাগ্রস্থিত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়, আমিও সেই রূপ দুঃখের চিন্তানলে সর্ব্বদা সন্তপ্ত হইতেছি ॥ ২১ ॥

সংসার দুঃখ পাষাণ নীরন্ধ্র হৃদয়োপ্যহং।
নিজলোক ভয়াদেব গলদ্বাষ্পং নরোদিমি॥ ২২॥

সংসারদুঃখৈঃ পাষাণইবনীরন্ধ্রং নিশ্ছিদ্রং হৃদয়ং যস্যেত্যর্থঃ নিজলোকাঃ স্বজনাস্তেপিমদর্থং রুদন্ত্বিতিভয়াদেব॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে মহামতে! এই সংসার দুঃখরূপ পাষাণখণ্ডদ্বারা আমার হৃদয় ছিদ্র একেবারে অবরোধ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বহুতর গণ্ডশৈলোপম দুঃখ সমূহে আমার হৃদয় অবকাশশূন্য হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি প্রায় নিরন্তর রোরুদ্যমান আছি, পাছে আমার রোদন দেখিয়া পরিজনগণে রোরুদ্যমান হয়, সেই ভয়েই কেবল চক্ষুর জল পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রূপে রোদন করিতেছি না॥ ২২॥

শূন্যামন্মুখ বৃত্তীস্তাঃ শুষ্ক রোদন নীরসা।
বিবেকএবহৃৎ সংস্থো মমৈকান্তেষু পশ্যতি॥ ২৩॥

শুষ্কেনানশ্রুণারোদনেননীরসাঃ অতএবস্বহেতুহর্ষাদিশূন্যাস্তাঃ স্বজনবিষাদপ্রতিবন্ধায়পরং বিড়ম্ব্যমানামন্মুখস্যাকৃত্রিমস্মিতাভিলাপাদিবৃত্তীমমবিবেক এবপশ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! আমার শূন্যামুখবৃত্তি, আর বিনা অশ্রুপাতে শুষ্ক রোদন দেখিয়া অন্যে কেহই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, যে আমি রোদন করিতেছি, কি বিষাদিত আছি? কেবল হৃদিস্থিত বিবেকই আমার এই অবস্থার অনুদর্শন করিতেছেন॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—হে প্রভো! কেবল স্বজনদিগের বিষাদ হইবে এই ভয় প্রতিবন্ধকতা জন্য নেত্রনীর সম্বরণ করিয়া আমি অপ্রকাশে শুষ্ক রোদন করিয়া থাকি, এবং লোক বিড়ম্বনা ভয়ে মুখকে বৃত্তিশূন্য করিতে পারি না, অর্থাৎ মুখবৃত্তি বাক্য কথন, তাহা নিবারণ করিতে না পারিয়া জনসম্মুখে কপটালাপ মাত্র করিয়া থাকি, একারণ সকলে আমাকে দুঃখী বলিয়া জানিতে পারেনা, কিন্তু আমার সুখলেশ মাত্র নাই, ইহা কেবল হৃদয়স্থ বিবেকই একান্ত এতৎ কপটবৃত্তি সকল দর্শন করিতেছেন॥ ২৩॥

ভৃশং মুহ্যামিসংস্মৃত্য ভাবাভাবময়ীং স্থিতিং।
দারিদ্রেণেব সুভগো দূরে সংসার চেষ্টয়া ॥ ২৪ ॥

ভাবানাং প্রিয়তমবিষয়াণামভাবোবিনাশস্তৎপ্রচুরাং। অথবা ভাবঃ সর্ব্বদুঃখোপশমনোপলক্ষিতপরমানন্দভাব স্তদভাবোঽজ্ঞানং তদ্বিকারভূতাং স্থিতিং সংস্মৃত্য বিচার্য্যাসংসারচেষ্টয়াভৃশং মুহ্যামি সুভগঃ ধনাদিসম্পন্নোদূরে অর্থাৎ সৌভাগ্যাৎ পরতঃ দৈবাৎ প্রাপ্তেনদারিদ্রেণ পূর্ব্বদশাং সংস্মৃত্য যথামুহ্যতিতদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! ধনাদি সম্পন্ন ব্যক্তি দৈবাৎ দরিদ্রতাপন্ন হইলে, যেমন পূর্ব্ব ধনাদি সম্পন্নাবস্থার অনুস্মরণ করিয়া পরিতাপ বিশিষ্ট হয়, আমিও সেইরূপ সংসার বিষয়ে স্থিতি হেতু পূর্ব্বাবস্থা সংস্মরণ করিয়া বিমুগ্ধ হইতেছি ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ভাব ও অভাব পরিচিন্তায় মগ্ন হইতেছি, অর্থাৎ প্রিয়তম বিষয়ের বিনাশের নাম অভাব, আর সর্ব্বদুঃখোপশমনোপলক্ষিত পরমানন্দের নাম ভাব, সেই আনন্দের অননুভবই অজ্ঞান। অতএব নিরর্থ ভাবাভাব ভাবনায় বিমুগ্ধ হইয়া সংসারে সম্যক্ ক্লেশ পাইতেছি। ভাগ্যবান্ সংসারি ব্যক্তি পূর্ব্বে সৌভাগ্যযুক্ত থাকিয়া পরে অসৌভাগ্য যুক্ত হইলে আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হয়, তদ্বৎ আমিও মনস্তাপ বিশিষ্ট হইতেছি ইতিভাব ॥ ২৪ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষ বিষয়ে ঐশ্বর্য্যাদি সকল প্রতিকূলতাচরণ করে, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মোহয়ন্তীতি)।

মোহয়ন্তি মনোবৃত্তিং খণ্ডয়ন্তি গুণাবলিং।
দুঃখজালং প্রযচ্ছন্তি বিপ্রলম্ভ পরাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

নন্বু শ্রীভিরেবত্বদভিমতোঽর্থঃ সেৎস্যতি শ্রীমতাং কিং নু দুর্লভমিতিপ্রবাদাত্তত্রাহমোহয়ন্তীতি বিপ্রলম্ভোবঞ্চনং ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! শ্রীসকল, অর্থাৎ মনোভিমত অর্থ সকল, নিরন্তর জন সকলের মনোবৃত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক বঞ্চনা করিতেছে, অর্থাৎ মনকে মোহযুক্ত করিয়া সমস্ত গুণকে বিনাশ এবং দুঃখ সমূহ প্রদান করে এই মাত্র। ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ধনৈশ্বর্য্যাদি সকল কোনপ্রকারে সুখপ্রদ নহে, কেবল উদ্বেগ, কলহ, শোক মোহাদি দুঃখ যন্ত্রণাই প্রদান করেন, ইহাই বিবেচনায় স্থির হইয়াছে, যে ঐশ্বর্য্যশালি ব্যক্তি কস্মিন্ কালেও স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে না, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রবল শত্রু হয়॥ ২৫॥

শ্রীরাম ঐশ্বর্য্য বিষয় ঘটিত দোষ পুনর্ব্বার বিস্তারিত করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চিন্তেতি)।

চিন্তানিচয় চক্রাণি আনন্দায়ধনানিমে।
সংপ্রসূতকলত্রাণি গৃহাণ্যুগ্রাপদামিব॥ ২৬॥

তদেব প্রপঞ্চয়তিচিন্তেতি ধনিনশ্চিন্তাধারাভিস্তিলশঃ খণ্ডনেননিচয়াপরামর্শাকরণায় প্রবৃত্তানিচক্রাণি উগ্রাপদাং দারিদ্র্যশত্রুরোগাদি তীব্রাপৎ সহস্রপীড়িতানাং॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! যেমন অত্যন্ত আপদগ্রস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রিয়তম প্রিয় গৃহ, পুত্র কলত্রাদিরাও আনন্দজনক হয় না। তদ্রূপ ধন, রত্নযুক্ত বিবিধৈশ্বর্য্য সকল আমারও প্রীতি জনক হইতেছেনা॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—বিপন্ন ব্যক্তির দারাপত্য গৃহ পরিজনাদি আনন্দপ্রদ হইলেও আনন্দ জন্মাইতে পারে না, অর্থাৎ চিন্তারূপ অসিধারদ্বারা নিরন্তর চিত্ত খণ্ড বিখণ্ড হইতেছে, তদ্দ্বারা নিরন্তর যন্ত্রণাজালে আবদ্ধ করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যাদি সকল আমার সুখজনক না হইয়া, নিরন্তর উগ্রাপৎ অর্থাৎ শত্রুরোগাদি সহস্র সহস্র তীব্রাপৎ সকল অসীম দুঃখই প্রদান করিতেছে॥ ২৬॥

বিবিধদোষদশাপরিচিন্তনৈর্বিতত ভঙ্গুরকারণকল্পনৈঃ।
মমলনির্বৃতিমেতি মনোমুনে নিগড়স্যাভি যথাবনদন্তিনঃ॥ ২৭

দেহাদিভাবানাং সততসম্ভাবিতভঙ্গুরহেতু সমর্থিতৈবিবিধাদৃষ্টাদৃষ্টদোষাণাং দুর্দ্দশনাঞ্চপরিচিন্তনৈর্হেতুভির্মমমনোনির্বৃতিং সুখংনৈতিদন্তিপক্ষে বিস্তারাবহিত গর্ত্তপিধানভঙ্গুরকাষ্ঠাদিপতনকারণসম্পদাদিনৈবপরিজ্ঞান ক্ষুত্তৃষাদিদোষাণাং পতন বন্ধনাদিদুর্দ্দশানাঞ্চপরিচিন্তনৈরিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! যেমন বনহস্তী শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে, নানাপ্রকার আহারাদি দ্রব্য সত্ত্বে, এবং আহারাদি করিয়াও চিত্তে সুখ লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ নানাপ্রকার দুষ্টাভিপ্রায় চিন্তনের নিমিত্ত মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া বিবিধৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও আমি একক্ষণের নিমিত্ত সুখী হইতেছি না। ২৭॥

তাৎপর্য্য।—ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ নিমিত্ত, জয়াজয় লাভালাভ হর্ষামর্ষ বিষাদ ইষ্টানিষ্ট দৃষ্টাদৃষ্ট ক্ষুৎপিপাসাদি দোষে লিপ্ত মহামোহ শৃঙ্খলে আমি বন্যহস্তীর ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছি. এবং বিস্তীর্ণ মায়াগর্ত্তে নিপতিত অবিরত চিন্তাকুলিত ব্যগ্র বুদ্ধিপ্রযুক্ত আমার ক্ষণমাত্র দুঃখের নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ নিয়তই দুঃখভোগ হইতেছে, সুখ লেশমাত্র অনুভব হয় না॥ ২৭॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র রূপক ব্যাজে চৌর রত্নাদিরূপে মোহ বিবেকের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(খলা ইতি)।

খলাঃ কালেকালে নিশিনিশিত মোহৈকমিহিকা
গতালোকেলোকে বিষয়শত চৌরাঃ সুচতুরাঃ।
প্রবৃত্তাঃ প্রত্যুক্তাদিশিদিশি বিবেকৈকহরণে
রণে শক্তাস্তেষাং কইব বিদুষঃ প্রেষ্য সুভটাঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীযোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামস্য প্রথম পরিতাপো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

অজ্ঞানলক্ষণায়াং নিশিলোকেজনে মোহোঽবিচারস্তল্লক্ষণাভির্মিহিকাভিস্তুষার-পূরৈর্গতালোকেবিনষ্ট শাস্ত্রজ্যোতিষিসতিখলাঃ পরদুঃখদাস্তত্র সুচতুরাবিষয়শত-চৌরাঃ কালেকালেসর্ব্বদাদিশিদিশিসর্ব্বদিক্ষু বিবেকলক্ষণ মুখ্যরত্নহরণে প্রোদ্যুক্তাঃ প্রকৃষ্টোদযোগযুক্তাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তাবর্ত্তন্তইতিশেষঃ রণেযুদ্ধেতেষাং বধায়বিদুষঃ তত্ত্ব-জ্ঞানং বিহায় অনেকেসুভটানকেপীত্যর্থঃ ইবকারস্তত্তৎসদৃশানামপিদৌর্লভ্যদ্যো-তনার্থঃ। বিনাতমোনাশং তদ্ধাসম্ভবাদিতিভাবঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণেদ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! জন সকল অজ্ঞানস্বরূপ রজনীতে, সূর্য্যবৎ শাস্ত্রজ্ঞানালোক বিহীনে, এবং অবিচারস্বরূপ কুহেলিকাতে সমাচ্ছন্ন নষ্ট দৃষ্টি প্রায় হইয়াছে, এই সাবকাশে পরোপতাপী বিষয়স্বরূপ মহাখল শত শত সুচতুর চৌর চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া বিবেকস্বরূপ মহারত্নাপহরণ কারণ সমুদ্যোগী হইতেছে, অতএব তখনী তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দলবল ব্যতিরেকে এমত প্রেষ্যভট কে আছে অর্থাৎ এমত বিদ্বান সমর্থ যোদ্ধা কে আছে. যে সমরস্থলে সমুপস্থিত হইয়া শাস্ত্র জ্ঞানালোক বিধানে স্ববিচার রূপে মোহ কুজ্ঝটিকাপনয়ন করতঃ বিপৎ স্বরূপ বিষম চতুর চৌরগণকে জিত হইয়া স্বীয় প্রভাবে বিবেক রত্নের রক্ষা করিতে পারে? ॥ ২৮ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরামের প্রথম পরিতাপ নামে দ্বাদশ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

মূঢ় জনগণের যাহা অতি প্রিয় যে সকল ভোগ, অনর্থদায়ক, এবং বহুবিধ প্রকার দোষে অন্বিত করে যে ঐশ্বর্য্য, সেই সকল বিষয় ও ঐশ্বর্য্য, এই ত্রয়োদশ সর্গের শেষ পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে, ইহা মুখবন্ধ শ্লোকে উপবর্ণন করিয়া কহিতেছি॥ ০ ॥

বিষয়ের অসারতা ও অনর্থকতা, এবং বিষয় সম্পাদন মূল ঐশ্বর্য্যেরও অসারার্থকতা প্রতিপাদন নিমিত্ত এই উপক্রম করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ইয়মিতি)।

শ্রীরাম উবাচ।

ইয়মস্মিং স্থিতোদারা সংসারে পরিকল্পিতা।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপিনূনং কদর্থনা ॥ ১ ॥

যাপ্রিয়াসর্ব্বমূঢ়ানাং যাভোগানর্থদাসদা। দোষৈর্বহুবিধৈঃ সা শ্রীরাসর্গান্তং নিগদ্যতে॥ ইত্থং বিষয়ানামসারানর্থতাং প্রতিপাদ্যবিষয়সম্পাদনমূলশ্রিয়োপিতথাবিধতাং প্রতিপাদয়িতুমুপক্রমতে ইয়মিত্যাদিনা। অস্মিন্ সংসারেস্থিতো অনপগতা সতীবহুতরসুখহেতুত্বাৎ উদারাউৎকৃষ্টেতিপরিকল্পিতামূঢ়জনৈরিতিশেষঃ। বস্তুতস্তুসাপরিমোহায়ৈবনূনং যতোবধবন্ধনরকাদিকদর্থদাএবকদর্থানান্দদাতীতি নসুখলেশমপীতিভাবঃ প্রাপ্তাপরিমোহায়। প্রাপ্তাবিযুক্তা বা কদর্থদেতি বা কুৎসিতান্ অর্থান্ধনাদীন্দদাতিনবিবেকমিতিবাকদর্থদা॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! ইহসংসারে বিষয়সুখ প্রদায়িনী যে শ্রী, তিনি অনর্থদায়িনী ও মোহের কারণভূতা হয়েন, এবং বিষয়ও অনর্থদ, ও তাহার অসারতা পদে পদে প্রতীয়মান হইতেছে, অর্থাৎ অনপগতা শ্রী মূঢ়ের অপ্রিয়া কিন্তু জ্ঞানবানের বহুতর সুখদায়িনী হয়েন। ঐ শ্রী সংসারি মূঢ়তম ব্যক্তিগণকে বধ, বন্ধন, নরকাদি অনেক প্রকার কদর্য্যার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ১।

তাৎপর্য্য।—বিষয়দায়িনী শ্রী ঐশ্বর্য্য উদার সুখ হেতু, মূঢ়তম লোকে তাহাকে বড় করিয়া থাকে, ফলে তিনি সুখ হেতুক, নহেন শুদ্ধ মোহের নিমিত্তা হয়। যেহেতু

রাগান্ধতা প্রযুক্ত কখন নিধন প্রাপ্ত হয়, কখন বা বন্ধনদশাগ্রস্থ হয়, এবং ঐ বিষয় ঐশ্বর্য্য নিয়তই নরকভোগোপযোগি কদর্য্য কর্ম্ম করাইয়া থাকে, সুতরাং বিষয় শ্রী কদর্থদা, কদাপি বিবেক প্রদান করেন না, একারণ আমি বিষয়েবিতৃষ্ণ হইয়াছি ইতিভাবঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর নদীরূপে ঐ শ্রীর মহিমা বর্ণন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(উল্লাসেতি)।

উল্লাস বহুলানন্ত কল্লোলানলমাকুলান্।
জড়ান্ প্রবহতিস্ফারান্ প্রাবৃষীবতরঙ্গিণী ॥ ২ ॥

উল্লাসৈরুৎসাহৈর্বহুলা অনন্তাঃ কল্লোলামনোরথপরম্পরা যেষাং তানস্ফারান্ বহুলজড়ান্ মূর্খান্ প্রবহতিপারবশ্যতামাপাদ্যাপকর্ষতিতরঙ্গিণী পঙ্কেনাসৌ-নাদান্তেনবহুলানুপচিতান নন্তান্ কল্লোলান্ তরঙ্গান্ জড়ান্ প্রলিনান্ বহতি-প্রাবয়তি ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! এই অনন্ত বিষয় বাসনা, শুদ্ধ মনের উৎসাহ দ্বারাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্যাকুল চিত্ত মূর্খ জড়বুদ্ধি জনগণকে বর্ষাকালের নদীর ন্যায় পরবশ করিয়া আকৃষ্ট করেন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—নদীর সঙ্গে বিষয় শ্রীর দৃষ্টান্ত এই অভিপ্রায়ে দিয়াছেন, যে নদী সকল যেমন বর্ষাকালে বহুতর তরঙ্গমালিনী, বিস্তীর্ণ জলা ও ভয়দারূপে পারবশ্যতায় আপন্ন হইয়া বহিতে থাকে। মূঢ়তম বিষয় পরায়ণ লোক সকলকে ঐ বিষয় শ্রী পারবশ্যতা সম্পাদন করতঃ বহুতর আপদাপদ রূপ তরঙ্গ বিস্তারে নিরন্তর আকর্ষণ করেন। ইতিভাবঃ ॥ ২ ॥

চিন্তাদুহিতরোবাস্যা ভূরিদুল্ললিতৈর্ধিতাঃ।
চঞ্চলাপ্রভবন্ত্যস্যা তরঙ্গা সরিতো যথা ॥ ৩ ॥

অস্যাশ্রিয়াঃ চিন্তালক্ষণাদুহিতবঃ পুত্র্যাঃ প্রভবন্তিদুল্ললিতৈর্দুশ্চেষ্টিতৈরে-ধিতা বর্দ্ধিতাঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! এই বিষয় শ্রীর চিন্তানাম্নী কন্যা উৎপন্না হইয়া প্রচুরতর দুষ্ট চেষ্টা দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, যদ্রূপ নদী হইতে উৎপন্ন তরঙ্গবীচী বায়ুদ্বারা চঞ্চলা হইয়া বিপুলতররূপে সম্বর্দ্ধিতা হয় ॥ ৩ ॥

অনন্তর অগ্নি দগ্ধপদা বরাঙ্গনার দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয় শ্রীর ভাব বর্ণন করিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(এষেতি)।

এষাহি পদমেকত্র নবধ্নাতীতি দুর্ভগা।
দগ্ধেবানিয়তাচার মিতশ্চেতশ্চ ধাবতি॥ ৪॥

যথাকাচিদ্দুর্ভগাবহ্নিং পদাআস্কন্দ্যাদগ্ধাসতীএকত্রপদেনবধ্নাতিপাদং নস্থাপয়তি কিন্তু নিয়তচেষ্টং যথাস্যাত্তথাইতশ্চেতশ্চ ধাবতিতথা শ্রীরপিপদং স্থানং অনিয়তাচারং শাস্ত্রবিহিতাচারশূন্যং পুরুষং প্রাপ্নোতিশেষঃ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি শার্দ্দূল! যেমন দুর্ভগানারী স্বীয় পাদদ্বারা অগ্নি স্পর্শ করিয়া দগ্ধপদা হইয়া জ্বালায় দন্দহ্যমানা হয়, কোন স্থানেই চরণ সংস্থাপন করতঃ সুস্থা হইতে পারে না, কিন্তু পাদ সংস্থাপনে চেষ্টা করে কিন্তু সে চেষ্টাও বিফলা হয়, সুতরাং ঐ জ্বালাতে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকে, কখনই একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না। তদ্রূপ শাস্ত্র বিহিতাচারশূন্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াও বিষয় শ্রী দগ্ধপদা কামিনীর ন্যায় স্থির থাকিতে পারেন না, নিয়তই স্থানে স্থানে ধাবমানা হয়েন॥৪॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দীপশিখার সহিত বিষয় শ্রীর দৃষ্টান্ত দিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জনয়ন্তীতি)।

জনয়ন্তীপরং দাহং পরামৃষ্টাঙ্গিকা সতী।
বিনাশমেবধত্তেন্তর্দীপালেখেব কজ্জলং॥ ৫॥

বায়্বাপহারাদিনাপরামৃষ্টৈকদেশাপক্ষে দাহং জনয়ন্তী শ্রীমতাইত্যর্থঃ। অন্তঃমধ্যে অকাণ্ডএবেত্যর্থঃ বিনাশং স্বস্যাস্বোপভোক্তুর্বাদীপলেখাপক্ষে পরামৃষ্টাঙ্গিকাস্পৃষ্টাবয়বাবিনাশস্য তমোনিষ্ঠাত্বদ্যোতনায়কজ্জলদৃষ্টান্তঃ॥ ৫॥

অনুবাদ।

হে মহানুভাব মহর্ষে! প্রজ্বলিত দীপের শিখা যে কোন স্থানে সংলগ্ন হইয়া সেই স্থানকে উত্তপ্ত করে, এবং শিখাগ্র সম্ভূত কজ্জল রেখা দ্বারা মলিন করে, তদ্রূপ বিষয় শ্রীও পুরুষকে আশ্রয় করেন, ক্রমে সেই পুরুষকে সন্তাপযুক্ত করিয়া পরে তাহার চিত্তকে মলিন করিয়া তুলিলেন, অর্থাৎ তমোবিশিষ্ট চিত্ত করেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি বিষয় বাঞ্ছা শূন্য হইয়াছি। ৫॥

তাৎপর্য্য।—দীপ শিখা যেস্থানে প্রজ্জ্বলিত হয়. তাহার উত্তাপে তৎস্থান সন্তপ্ত হয়, এবং তদাগ্রশিখাসম্ভূত কজ্বলে সে স্থান ও কালিমাবস্থা ধারণ করে। সেই প্রকার বিষয়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাব অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং বিষয় রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া তাহার চিত্তও অতিশয় মলিন হয়, কোনমতে আর তাহাকে স্বচ্ছ করিতে পারা যায় না। অথবা, ঐশ্চর্য্যবান্ ব্যক্তির অনুচিত ব্যয়, বা অপহরণাদি দ্বারা ধনপরিক্ষয় হইলে তদনুতাপে অনুদিন পরিতপ্ত হয়, এবং অবস্থার অপক্ষয়ে মসীবৎ মলিনতা ধারণ করতঃ সর্ব্বদাই জনসকাশে কুণ্ঠিত করিয়া রাখে; অতএব আগম নির্গম উভয় সময়েই যাহাতে মনস্তাপ বিশিষ্ট হইতে হয়, এমত বিষয়ের অনুরাগ কোন্ জ্ঞানীতে করিয়া থাকে? ॥ ৫ ॥

অনন্তর মূঢ়দিগের স্বভাব রাজাদিগের ন্যায় হয়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(গুণাগুণেতি)।

গুণাগুণ বিচারেণ বিনৈবকিলপার্শ্বগং।
রাজপ্রকৃতিবন্মূঢ়াদুরারূঢ়াবলম্বতে ॥ ৬ ॥

দুরারূঢ়াদুঃখেনসম্পাদিতাপিনগুণবতাং ধার্ম্মিকানামেবোপভোগায়ভবতি কিন্তু গুণাগুণবিচারেণ বিনা যং কঞ্চিৎসন্নিহিতমবলম্বতে যথারাজ্ঞাং প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ বহুধামূঢ়ারাজানোনধার্ম্মিকৈর্গুণবদ্ভিঃ সহস্নিহ্যন্তি কিন্তু যেনকেনচিৎ সন্নিহিতেন সহেতি প্রসিদ্ধং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

হে মুনীশ্বর! রাজাদিগের স্বভাব, এই যে গুণাগুণের বিচার না করিয়া পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি মাত্রকেই গ্রহণ করেন, এবং তাহাদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া সুখী হয়েন, দুঃখ সম্পাদিত গুণবান ব্যক্তিদিগের উপভোগার্থ কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ করেন, না তদ্রূপ মূঢ়তম ব্যক্তিরা গুণাগুণের বিচার করে না, অর্থাৎ হিতকর ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ধার্ম্মিকদিগের সহালাপে সুস্নিগ্ধ হয় না, নিকটস্থ অধর্ম্মকলাপ সম্পাদক অজ্ঞান জনের সহ আলাপে পরম আপ্যায়িত হইয়া থাকে। ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞতম বিষয়ানুরাগি মূঢ়তম লোকেরা অগুণকারক, দুঃখদায়ক সংসারে আবৃত থাকিয়া যাদৃশ পরিতুষ্ট হয়, দুরারাধ্য পরম হিতকর ও সুখাকর পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তন, তাহাদিগের তাদৃশ সন্তোষ জনক হয় না। অর্থাৎ ধার্ম্মিক সদাশয় লোকে যাহাকে সুখদ বিষয় জ্ঞানে নিয়ত আলোচনা করিয়া থাকে,

তাহাকে নিরর্থ কষ্টদায়ক বলিয়া সামান্য স্তব্ধ জনেরা তাহার আলোচনা করিতে ক্ষণমাত্রও সম্মত হয় না। ৬।

অনন্তর পাত্র বিশেষে দুগ্ধ পানের ফল বিস্তার করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে শ্রীরাম দৃষ্টান্ত দিতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কর্ম্মণাতেনেতি)।

কর্ম্মণাতেনতেনৈষা বিস্তার মনুগচ্ছতি।
দোষাশীবিষবেগস্য যৎ ক্ষীরং বিস্তরায়তে। ৭।

যস্যকর্ম্মণঃ ক্ষীরং ফলং ধনরাজ্যলাভাদি লোভহিংসানৃতাদিদোষসর্পবেগানাং বিস্তারায়ভবতি তেনতেনৈবযুদ্ধদ্যূতবাণিজ্যাদিকর্ম্মণৈষা শ্রীর্বিস্তারমধিগচ্ছতিন যাগদানাদিনাপ্রত্যুতক্ষয়ং ব্যয়হেতুত্বাদিত্যর্থঃ। ৭।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! যেমন দন্দশূক সর্পাদির দুগ্ধ পানের ফল, কেবল বিষ বৃদ্ধি মাত্র হয়, অর্থাৎ ঐ দুগ্ধ সর্পাদির বিষের বৃদ্ধি করে। তদ্রূপ সর্পবৎ মূঢ়তম অধার্ম্মিক রাজাদিগের রাজ্য লাভ হইলে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ কলহ দ্যূতাদি কর্ম্ম দ্বারা বিষবৎ লোভ হিংসা ঈর্ষাসূয়া পরস্বাপ হরণাদি নানা প্রকার দোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যুদ্ধাদি অসৎ কর্ম্ম দ্বারা রাজাদিগের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাগ দানাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা সেরূপ বৃদ্ধি হয় না, বরং ক্ষয় হইয়া যায়, যেহেতু তাহাতে ব্যয় আছে, কিন্তু জুয়াযুদ্ধ অবিহিত বাণিজ্যাদিতে আয় আছে, তাদৃক্ ব্যয় নাই। ৭।

অনন্তর হিম বায়ু সম্পর্কে মনুষ্য স্বভাবের উপমা দিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তাবচ্ছীলেতি)।

তাবচ্ছীল মৃদুস্পর্শঃ পরেস্বেচ জনেজনঃ।
বাত্যয়েব হিমং যাবৎ শ্রিয়া ন পরুষীকৃতঃ। ৮।

শীলমৃদুস্পর্শপদেনদয়াদাক্ষিণ্যস্নেহাদ্যুপলক্ষ্যতেবাতসমূহোবাত্যাপরুষীকৃতো দুঃসহীকৃতঃ। ৮।

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর কৌশিক! ঐ শ্রী যাবৎ মহামোহে আকৃষ্ট করিয়া মনুষ্যদিগকে ঐশ্বর্য্য নিষ্ঠুরতা স্বভাবে অন্বিত না করেন, তাবৎ স্বজন ও পর জন সকলের প্রতি

ঔদার্য্য, ও দয়া এবং স্নেহ থাকে। অর্থাৎ যেমন বায়ু তাবৎ কাল পর্য্যন্ত জীব মাত্রের সুখস্পর্শ থাকেন, যাবৎ হিমের প্রবলতর রূপে সমাগম না হয়॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—মানুষদিগের শ্রী প্রাপ্তি হইলে সহসা মহামোহ উপস্থিত হয়, সেই মোহ অত্যন্ত উদ্ধত রূপে পরুষীকৃত করিয়া তুলে, তখন তাহার দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহাদি আর কিছু মাত্র প্রকাশ পায় না, কেবল জনের পীড়াদায়ক হইয়া নিরন্তর তাহার কার্কশ্য স্বভাব প্রকটীকৃত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল সমীরণ, অর্থাৎ বায়ু জীব সম্বন্ধে তাবৎ সুখস্পর্শ থাকে, যদবধি হিমাসহ্য না হয় অর্থাৎ হিমাগমে যাবৎ অসহ্য না হইয়া উঠে। ঐশ্বর্য্যও সেইরূপ মানব নিকরকে দয়া দাক্ষিণ্যেযুক্ত করিয়া রাখে যে পর্য্যন্ত জন সকলকে উদ্ধত না করে॥ ৮ ॥

শ্রীরামচন্দ্র এতদ্বিষয়ে মণিপাংশু দৃষ্টান্তে আরও স্পষ্টীকৃত করিয়া কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা —(প্রাজ্ঞাইতি)।

প্রাজ্ঞাঃ শূরাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ পেশলা মৃদবশ্চযে।
পাংশুমুষ্টৈবমণয়ঃ শ্রিয়াতে মলিনীকৃতাঃ॥ ৯॥

তদেবস্পষ্টয়তি প্রাজ্ঞাইতিস্পষ্টং॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! সুবুদ্ধি পণ্ডিত, শূর, কৃতজ্ঞ, কর্ম্মনিপুণ, নম্রশীল, ব্যক্তিরা শ্রিয়োন্মত্ত হইলে তাদৃশ আত্ম মলিনতা ধারণ করেন, যাদৃশ পাংশুগুণ্ঠিত মণি প্রভা রহিত হইয়া থাকে॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—মনুষ্য যেমনবিচক্ষণ হউক্ না কেন, ঐশ্বর্য্য শ্রী প্রাপ্ত হইলেই তন্মহিমাতে সৎপ্রভার হানি হয়, অর্থাৎ নিষ্ঠুরতাদি কদর্য্য স্বভাবে অন্বিত হয়, তখন তাহার কখন সারল্য বুদ্ধি থাকে না, শূরতার হানি হয়, কৃতজ্ঞতা নাশ পায়, অর্থাৎ উপকারির উপকারার্থে যত্ন পর হয় না, কর্ম্মাদিতে নিপুণতা থাকে না, অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণীয়তা হয়, যেহেতু অনারাধিত আলস্য আসিয়া উপস্থিত হয়, নম্রতার পরিশেষ হয় অর্থাৎ আত্ম ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে অহঙ্কার জন্মে, সুতরাং সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, যদি কোন কোন ঐশ্বর্য্যশালি ব্যক্তিকে নম্র বাক্য কহিতে দেখা যায় সে বাহ্যে কিন্তু আন্তরিক ঐশ্বর্য্যের উগ্রতা জন্মিয়াই থাকে, অতএব ঐশ্বর্য্য, মনুষ্য চিত্তকে পাংশুমৃক্ষিত মণির ন্যায় মলিন করিয়া রাখে, এমন যে ঐশ্বর্য্য, তাহাকে গ্রহণ করিতে আমার কখনই বাসনা হয় না॥ ৯ ॥

অনন্তর ঐশ্বর্য্য শ্রী সম্পর্কে বিশেষ দোষ দর্শন করাইয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নশ্রীসুখায়েতি)।

ন শ্রীসুখায় ভগবন্ দুঃখায়ৈবহি বর্দ্ধতে।
গুপ্তাবিনাশনং ধত্তে মৃতিং বিষলতাযথা ॥ ১০ ॥

গুপ্তারক্ষিতাবিনাশনং বিনাশসাধনং ধত্তেসম্পাদয়তি মৃতিং মরণং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে শ্রী কোনমতেই সুখের নিমিত্ত হয়েন না। কেবল দিন দিন দুঃখই বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য রক্ষা করায় শুদ্ধ আত্ম বিনাশকেই ধারণা করা হয়, বিষলতা যেমন বাহ্যে সুকোমল সুদৃশ্যা কিন্তু মৃত্যুর কারণভূতা হয়, সেইরূপ বিনয়শ্রী ও বাহ্যে সুদৃশ্যা বটেন কিন্তু ভিতরে মৃত্যুবীজ সমন্বিত আছে। ১০

তাৎপর্য্য।—হে ভগবন্! হে মহামুনে! আপনিই বলুন না কেন, বৈচক্ষণ্য সত্বে এরূপ আত্ম মৃত্যু নিমিত্তে বিষলতিকার ন্যায় বিনয়শ্রীকে রাখিবার যত্ন কে করিয়া থাকে? ॥ ১০ ॥

শ্রীমান্ ব্যক্তি মাত্রই যে অযশস্বী ও অধার্ম্মিক এমত নহে, ঐশ্বর্য্যশালি ব্যক্তি-কেও কদাচিৎ যশস্বী ধার্ম্মিক দেখা যায়? তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(শ্রীমানিতি)।

শ্রীমান্ জনন্নিন্দ্যশ্চ শূরশ্চাপ্য বিকত্থনঃ।
সমদৃষ্টিঃ প্রভুশ্চৈব দুর্লভাঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ ॥ ১১ ॥

ননুশ্রীমতোহপিধার্ম্মিকাযশস্বিনশ্চকেচিৎ দৃশ্যন্তেতত্রাহ শ্রীমানিতিস্পষ্টং ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! ইহ সংসারে শ্রীমান্ হইয়া লোক নিন্দ্য না হয়, আর বলবান্ শূর হইয়া আত্মশ্লাঘা না করে, রাজা হইয়া সর্ব্ব জীবে সমদর্শী হয়, এই পুরুষত্রয় লোক দুর্ল্লভ জানিবেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর নাগ দ্বয়ভবনের সহিত ধনবান শ্রীমন্ত পুরুষের গৃহের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা।—(এষাহীতি।)

এষাহি বিষমাদুঃখ ভোগিনাং গহনং গুহা।
ঘনমোহগজেন্দ্রাণাং বিন্ধ্যশৈলমহাতটী॥ ১২॥

দুঃখলক্ষণানাং ভোগিনাং সর্পাণাং॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! যদ্রূপ ভুজঙ্গ ভবন গহন গহ্বর মনুষ্য মাত্রের দুর্গম্য হয়, যদ্রূপ মহামেঘনিভ মত্তগজেন্দ্রদিগের নিবাস বিন্ধ্যাচল শিখর দুর্গম্য হয়, তদ্রূপ প্রভূত ধনশালী শ্রীমানদিগেরও ভবন ভয়ঙ্করবিধায় দুর্গম্য জানিবেন। অর্থাৎ ইহলোকে শ্রীও অত্যন্ত দুর্গম্যা হয়েন॥ ১২॥

সৎকার্য্য পদ্মরজনী দুঃখকৈরব চন্দ্রিকা।
সুদৃষ্টিদীপিকাবাত্যা কল্লোলৌঘতরঙ্গিণী॥ ১৩॥

সৎকার্য্যানিপুণ্যকর্ম্মাণিতল্লক্ষণপদ্মানাং রজনীরাত্রিঃ সঙ্কোচেহেতুরিত্যর্থঃ। এবংদুঃখকৈরবানাং চন্দ্রিকাবিকাসহেতুঃ সুদৃষ্টির্দয়াদৃষ্টিঃ পরমার্থদৃষ্টির্বাতদ্রূপদীপিকায়াঃ বাত্যাবাতসমূহঃ কল্লোলৌঘযুক্তাতরঙ্গিণী চ তস্যাঅপিদীপপ্রশমনহেতুত্বাৎ রূঢত্বাদ্বিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ যুগ্মরূপকং॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! শ্রীকে আপনি সামান্যা জ্ঞান করিবেন না, ইনি সাধুদিগের সৎকর্ম্ম স্বরূপ যে পদ্ম, তাঁহার নিয়ত সঙ্কোচকারিণী যামিনীস্বরূপা এবং দুঃখস্বরূপ কৈরবকুল প্রকাশিকা চন্দ্রিকা স্বরূপা হয়েন আর সুদৃষ্টিস্বরূপ দীপনাশে প্রবল বায়ুস্বরূপা হয়েন। এবং পরপারেচ্ছু ব্যক্তির বৈতরণী তরঙ্গসমাকুলা তটিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করা জানিবেন॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—পরমার্থ তত্ত্বদর্শনেচ্ছু ব্যক্তির ঐশ্বর্য্যই প্রবল শত্রু হয়, এই কারণ দৃষ্টান্ত চতুষ্টয় সঙ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ কুহুযামিনীর ন্যায় শ্রী অন্ধকারময়ী একারণ পরমার্থ পঙ্কজবন ম্লানকারিণী হয়েন, অথবা শশধর সহোদরা শ্রী তৎসাহায্য জন্য সৎকার্য্য পদ্ম প্রভৃতি শত্রুতা ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকে চিত্ত প্রসন্নকারক পদ্মরূপ বর্ণনাদ্বারা শ্রীকে তৎসঙ্কোচকারিণী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, ফলিতার্থ ধনমদে মত্ত হইলে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পরিশুদ্ধরূপে হয় না, যেমন যামিনী যামেহ পদ্মকে মুদ্রিতা করেন এই ভাব। সেইরূপ ঐশ্বর্য্যা-

গমেও ধর্ম্মকার্য্যের বিলোপ হইয়া থাকে দুঃখরূপ কৈরবকুল অর্থাৎ কুমুদকুল প্রকাশিকা চন্দ্রিকা স্বরূপা যে শ্রী ইহা যথার্থই বটেন, যামিনীবন্ধু চন্দ্র তৎকিরণের নাম চন্দ্রিকা ঐ চন্দ্রিকা যেমন যেমন প্রকাশ হয়, তেমন তেমন কুমুদকুল প্রফুল্লিত হইতে থাকে, এস্থলেও শ্রীমান্ ব্যক্তির যেমন যেমন ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমন তেমন আপদ বিপদাদি নানাপ্রকার দুঃখ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। দীপনাশের প্রতিকারণ বায়ু, তদ্দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় এই যে যদি কোন ব্যক্তির প্রতি কোন ব্যক্তির দয়া দৃষ্টি হয়, ঐশ্বর্য্যাগমে ঐ দয়া ও পরমার্থ দৃষ্টিকে ঐশ্বর্য্যরূপ বায়ু প্রবল হইয়া দীপবৎ বিনাশ করে। নদীতরঙ্গ ন্যায় পরপারেচ্ছু ব্যক্তির ভয়ঙ্কর রূপে ঐশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ বায়ুদ্বারা তরঙ্গমালিনী তটিনী যেমন ভয়ঙ্করা, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যও বায়ুর ন্যায় ভবতরঙ্গের উদ্ভাবন করিয়া থাকে। অতএব বিনয় শ্রীর সমাদর করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে না ॥ ১৩॥

অনন্তর বিষবর্দ্ধন মেঘ পদবীর দৃষ্টান্তে শ্রীর বর্ণন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সম্ভ্রমেতি)।

সম্ভ্রমাভ্রাদিপদবী বিষাদ বিষবর্দ্ধিনী।
কেদারিকা বিকল্পানাং খেদায় ভয়ভোগিনী ॥ ১৪ ॥

সংভ্রমোভয়ং ভ্রান্তিশ্চতদ্রূপানভ্রাণা মাদিপদবীপ্রথমমার্গঃ পুরোবাতাদি কেদারিকাঙ্কুরবর্দ্ধিকবিকল্পসম্পাদানাং খেদঃ আয়োলাভোযস্য তথাবিধস্য জননে ভোগিনীসর্পিনীভয়ভোগবতী খেদায়েতিপৃথক্পদং বা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! মেঘের প্রথম পথের পুরোবর্ত্তি বায়ু ভয়ঙ্কর রূপে বৃষ্টি বিঘাতে কৃষকদিগের বিষাদ ও খেদের নিমিত্ত হয়, তদ্রূপ বৈরাগ্য জ্ঞানস্বরূপ মেঘের প্রথম পদবী স্বরূপা শ্রী নিরন্তর বিষাদ রূপ বিষবর্দ্ধিনী হইয়া জীবের খেদের নিমিত্তা হয়েন ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—মেঘের প্রথম পদবী গৌণাষাঢ় মাস যদি বায়ুভরে তন্মাসে বর্ষণের ব্যাঘাত হয়, তবে ক্ষেত্রকেদারকর্ম্মা কৃষকদিগের পরিণামে কেবল বিষাদ ও খেদের নিমিত্ত হয়। অথবা, প্রথম বর্ষাগমে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে ভুজঙ্গকুলের বিষ বর্দ্ধন হইয়া থাকে, তাহা জনমাত্রের বিষাদ ও খেদদায়ক হয়। তদ্রূপ মেঘবৎ বিষয়ের প্রথমাগমে ভয়রূপ ফণা ধারণ করতঃ সর্পিনী স্বরূপা শ্রী বিষাদরূপ

বিষ বর্দ্ধন করেন, অর্থাৎ অমৃতাভাবে বিনাশদশাপন্ন হয়, অথবা, সংসারক্ষেত্রে কৃষকরূপ জীব ক্ষেত্রকার্য্য করিবার জন্য মেঘ প্রতি দৃষ্টি করেন, কিন্তু ঐ বিজ্ঞান মেঘের প্রথম পথ যে ধর্ম্ম, তাহাকে পুরোবর্ত্তী অর্থ ভয়ঙ্কর বায়ুরূপে সঞ্চালিত করাতে শেষ ফল শস্যরূপ মোক্ষ তাহা লাভ হয় না, সুতরাং মুমুক্ষুর বিষয় শ্রী কেবল বিষাদের ও খেদের নিমিত্ত মাত্র হয়॥ ১৪॥

অনন্তর হিমবন্দী ও পেচক রজনীর আররাহুচন্দ্রাদির দৃষ্টান্তে ঐশ্বর্য্যের প্রতি দোষারোপণ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(হিমমিতি)।

হিমং বৈরাগ্যবন্দীনাং বিকারোলূকযামিনী।
রাহুদংষ্ট্রাবিবেকেন্দো র্মোহ কৈরবচন্দ্রিকা॥ ১৫॥

বিকারাশ্চিত্তবিকারাঃ কামাদয়ঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! পরিচ্ছদ বিহীন কারাবরুদ্ধ বন্দীগণকে যদ্রূপ হিমজালে পরিশোষণ ও কম্পান্বিত করে। তদ্রূপ বিষয় শ্রী ও সংসারি ব্যক্তির বৈরাগ্যকে পরিশোষণ ও আন্দোলায়মান করিয়া থাকে। এবং পেচকাদি রাত্রিচর পক্ষী ও শ্বাপদ বিশেষ পশু পক্ষিপ্রভৃতিরা রজনীযোগে সাহস প্রযুক্ত হইয়া সহসা আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত রাত্রিরূপা শ্রীর অনুচর মানবগণ শ্বাপদ ন্যায় কাম ক্রোধাহংকার দম্ভ দ্বেষ পৈশুন্য মাৎসর্য্যাদি উলূকবৎ শ্রীরূপা মোহ যামিনীতে সহসা আনন্দ চিত্তে বিচরণ করিতে থাকে, অপর রাহু তুণ্ডে নিপতিত হইলে শশধরের যে রূপ দশা ঘটিয়া থাকে, রাহুস্বরূপ ঐশ্বর্য্যদন্তে নিপতিত হইয়া চন্দ্রেরস্বরূপ বিবেকের সেইরূপ দুর্গতি হয়,। এবং চন্দ্রোদয় হইলে যেমন কুমুদ কুল প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যাগমে মোহের সমুদয় হইয়া থাকে॥ ১৫॥

অনন্তর বিষয় শ্রীর স্থিরতা ও শোভার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ইন্দ্রায়ুধেতি)।

ইন্দ্রায়ুধবদালোল নানারাগ মনোহরা।
লোলাতড়িদিবোৎপন্ন ধ্বংসিনীচ জড়াশ্রয়া॥ ১৬॥

ইন্দ্রায়ুধং শক্রধনুস্তদ্বৎচন্দ্রায়ুধমিতি পাঠেপার্দ্ধচন্দ্রবৎবক্রমায়ুধমিন্দ্রায়ুধমেব আলোলাঅচিরস্থায়িনঃ রাগাবর্ণাঃ জড়মূর্খাঃ তএবপ্রায়ঃ শ্রীমতোদৃশ্যন্তে॥ ১৬

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিক! বিষয় শ্রী ইন্দ্র ধনুর ন্যায় নানাবর্ণ ও মনোহররূপে শোভাধারণ করেন অথচ অচিরস্থায়িনী হন্, যেমন চপলার চঞ্চলত্ব অর্থাৎ উৎপন্নমাত্রেই বিনাশ, এইরূপ চঞ্চল স্বভাবা যে বিষয় শ্রী, তিনি কেবল মূঢ়তম লোককেই সমাশ্রয় করিতে ইচ্ছা করেন॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—মনুষ্যের বিষয় বৃদ্ধি হইয়া আপাততঃ নানাপ্রকার কার্য্যারম্ভে বেশভূষাভরণাদি মণ্ডিত থাকা প্রযুক্ত মূঢ়েরা তাহাতে মনোহর শোভান্বিত দেখে, কিন্তু পরিণামদর্শিজনে দেখেন যে সে শোভা চিরাবস্থান করে না। অর্থাৎ শক্রধনুরন্যায় অস্থিরা ঐশ্বর্য্য শোভা চিরকাল থাকে না, কেবল ঐশ্বর্য্যাগমে উদ্ধত রূপে যে সকল কার্য্য কর্ম্মের সমাচরণ করা হয়, তাহারাই বহুকাল ব্যাপিয়া ক্লেশ ভোগ করায় এই মাত্র, ফলে মূর্খ ব্যতীত পরমার্থদর্শী বিষয়চেষ্টায় বিরহিতই থাকেন॥ ১৬॥

অনন্তর বিষয় শ্রীর চঞ্চলতার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে।—(চাপলেতি)।

চাপলাবর্জিতারণ্য ম কুলীনকুলানজা।
বিপ্রলম্ভনতাৎপর্য্য জিতোগ্রমৃগতৃষ্ণিকা॥ ১৭॥

চাপলেনাবমত্যর্জিতাঃ অরণ্যনকুলোযয়ানকুলীন। দৌষ্কুলেয়ানশব্দোঽয়ং নক্তবিপ্রলম্ভনতাৎপর্য্যং। প্রতারণানুকুলাং মৃগতৃষ্ণায়াউগ্রতাগ্রীষ্মেপ্রসিদ্ধা॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! এই বিষয় শ্রী অতিশয় চঞ্চলা, যেমন অকুলীন ব্যক্তির অভিলাষিণী হইয়া কুলীনজা কামিনী প্রতারণা মূলক কার্য্যদ্বারা জনচিত্তকে মোহিত করিয়া উগ্রভাবাপন্ন হইয়াও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় চঞ্চলা ও ব্যর্থ প্রলোভনদ্বারা অরণ্যাভিসারে অসৎ পুরুষকে ভুলাইয়া রাখে। এবং মৃগতৃষ্ণা হইতেও অধিকতর চঞ্চলা শ্রী অসাধুবংশে উৎপন্নার ন্যায় অসাধুস্বভাবা হয়েন॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—যদিও শ্রী সুখপ্রদায়িনী বটেন কিন্তু অসৎ মূঢ় পুরুষের সংসর্গে মূঢ়প্রায়া হয়েন, যেমন কুলজাতা কামিনীর অসৎকুলপ্রসূত পুরুষের সংসর্গে অসৎস্বভাব হয় তদ্বৎ, অথবা চঞ্চলা প্রায় শ্রী স্থির থাকেন না, যেমন অসৎ

বংশজা স্ত্রী কোন স্থানেই স্থির থাকে না, তদ্রূপ শ্রীও একস্থান স্থায়িনী নহেন। মৃগতৃষ্ণিকা যেমন অস্থিররূপে তৃষ্ণাতুর মুগ্ধ মৃগগণকে প্রতারণা দ্বারা প্রান্তরে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ শ্রীও সুখপ্রত্যাশায় মুগ্ধজনগণকে বিড়ম্বনা করিয়া সংসারে ভ্রমণ করাইতেছেন ॥ ১৭ ॥

অতঃপর শ্রীর দুর্জ্ঞেয়া গতি ইহা জানাইবার নিমিত্ত কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(লহরীবেতি)।

লহরীবৈকরূপেণ পদং ক্ষণমকুর্ব্বতী।
চলাদীপশিখেবাতি দুর্জ্ঞেয়গতিগোচরা ॥ ১৮ ॥

একরূপেলক্ষণমপিপদং স্থানং কার্য্যমবস্থানমকুর্ব্বতীসদাক্ষয়বৃদ্ধি স্বভাবত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়াগতিরতর্কিতদুর্দ্দশাগোচরোযস্যাঃ ॥ ১৮ ॥

হে মুনিবর কৌশিক! লহরীর ন্যায় একরূপে একক্ষণ ও শ্রীর পদ স্থির থাকে না, অর্থাৎ শ্রী একরূপে কোন স্থানেই অবস্থান করেন না। চঞ্চল দীপশিখার ন্যায় চঞ্চলা, অতএব ক্ষয়বৃদ্ধি স্বভাব হেতু শ্রীর গতি দুর্জ্ঞেয়া, অর্থাৎ তাঁহার যে কি রূপ গতি তাহা উপলব্ধি হয় না ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীর গতি অগোচরা. ইহাঁর যে কিরূপ ভাব তাহা কেহই জানিতে পারে না। যেমন সলিলস্রোত একস্থান স্থায়ী নহে, প্রদীপের শিখা যেমন একক্ষণও স্থির নহে, বিষয় শ্রীও তদ্রূপ কোন স্থানে সুস্থিরা হয়েন না। শ্রীর গতি বুদ্ধির অগোচরা কেবল মূঢ়দিগের দুর্দ্দশার আধারভূতা হয়েন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর, সিংহী করিযূথ পালন দৃষ্টান্তে শ্রীর প্রভাব বর্ণন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সিংহীবেতি)।

সিংহীববিগ্রহব্যগ্র করীন্দ্রকুলপালিনী।
খড়্গধারেবশিশিরা তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণাশয়াশ্রয়া ॥ ১৯ ॥

বিগ্রহব্যগ্রাযুদ্ধোৎসুকজনাস্তএবকরীন্দ্রাঃ স্বয়ঞ্চতীক্ষ্ণাশয়ান্ক্রূরহৃদয়ানাশ্রয়তে তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণেতিপাঠেকর্ম্মধারয় পূর্ব্বতীক্ষ্ণাপদস্যপুংবদ্ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! সিংহপত্নীর ন্যায় রাজ্যলক্ষ্মী কলহপ্রিয় বিগ্রহব্যগ্রচিত্ত ব্যক্তির

দিগের করীন্দ্রযূথপালিনী হয়েন, এবং যে সকল ব্যক্তি সুশাণিত খড়্গধারারন্যায় খল স্বভাব অর্থাৎ নিষ্ঠুরস্বভাব, তাহাদিগকেই সমাশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যাহারা নির্দ্দয়, নিয়ত যুদ্ধপ্রিয়, পরপীড়ক, তাহারাই শ্রীযুক্ত হয়, সুশাণিত খড়্গধারার তুল্য শ্রী, অর্থাৎ স্পর্শমাত্র ছেদনকারিণী হয়েন। ফলিতার্থ ঐশ্বর্য্য হইলেই প্রায় জনসকল উদ্ধত হয়, জনমর্দ্দক হয়, পরানিষ্টকারী হয় অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইলে ব্যক্তি সকল পরস্ব হরণ ও পররাজ্য গ্রহণেচ্ছায় বিগ্রহ বুদ্ধিতে ব্যগ্র হয়, সুতরাং যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী হস্তীকুল প্রতিপালন করে। সিংহীর ন্যায় ঐ শ্রী তখন পরাক্রম প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য হইলেই জন সকল প্রতাপী হয়, কেবল মনুষ্যের ক্ষমতা কি? এসকল দৌরাত্ম্য উদ্ভাবনের কারণ ঐ শ্রীই হয়েন, এজন্য শ্রীকে সিংহীর ন্যায় করীন্দ্রকুলপালিনী কহিয়াছেন, হে ঋষে! এমত ঐশ্বর্য্যানুপালনে আমার বাঞ্ছা হয় না ॥ ১৯ ॥

অনন্তর অসুখোৎপাদিনী বলিয়া শ্রীকে পুনর্ব্বর্ণনা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নানয়েতি)।

নানয়াপহৃতার্থিন্যা দুরাধিপরিলীনয়া।
পশ্যাম্যভব্যয়ালক্ষ্ম্যা কিঞ্চিদ্দুঃখাদৃতে সুখং ॥ ২০ ॥

অপহৃতৈঃ পরস্বৈরর্থবত্যা অপহৃতান্ বামৃত্যুনাঅর্থয়তে বাঞ্ছতিতৃচ্ছীলয়াদুরাধয়ঃ পরিলীনাঃ প্রচ্ছন্নশ্চৌরবদযস্যাং আহিতাগ্ন্যাদিকল্পনাত্বৎপরনিপাতঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! এই অপহৃতার্থিনী শ্রী, দুরন্তাধি সকল যাহাতে সমাশ্রিত, এমত অভব্যা বিষয়শ্রী হইতে দুঃখ ব্যতীত কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ দেখিতে পাই না ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—পরধন অপহরণ না করিলে যে বিষয় শ্রীর পরিপুষ্টি হয় না, দুঃখবৎ মনঃ পীড়াতে যে শ্রী লীনা হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাতে চৌর বা মৃত্যু নিয়ত সংলগ্ন রহিয়াছে, যে শ্রী পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু ভব্যদিগের অপরিগ্রহণীয়া, এমন অভব্যা রাজ্যলক্ষ্মী হইতে নিয়ত দুঃখ ও মনঃপীড়ার সম্ভাবনা হয়, অতএব অমঙ্গলস্বরূপা এই শ্রী দ্বারা দুঃখভিন্ন কিছু মাত্র সুখ দেখি না ॥ ২০ ॥

অনন্তর ধনি ব্যক্তি নির্ধন হইয়াও যে পরে ধনবান হয়, তন্নিমিত্ত ঘৃণিত বাক্যে লক্ষ্মীকে তিরস্কার করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(দূরেণোৎসারিতেতি)।

দূরেণোৎসারিতাহলক্ষ্যা পুনরেব তমাদরাৎ।
অহোবতাশ্লিষ্যতীব নির্লজ্জাদুর্জনাসদা ॥ ২১ ॥

তমিতিপরামর্শাদয়ংস্থতিলভ্যতে তথাচযস্যপুরুষস্য অলক্ষ্যাসপত্ন্যোবস্বয়ং দূরেণোৎসারিতাতমেবচিরং সপত্ন্যাউপভুক্তং পুনরাদরাদুপশ্লিষ্যন্তীবেয়ং নমানবতীকিন্তুনির্লজ্জেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! এই লক্ষ্মীকে যে পুরুষের নিকট হইতে দূরীকৃত করিয়া অলক্ষ্মী স্বয়ং উপভোগ করে, পুনর্ব্বার দুর্জ্জনদিগের ন্যায় অর্থাৎ দুঃশীলা কামিনীর ন্যায় লজ্জা রহিত হইয়া সপত্নী কর্ত্তৃক উপভুক্ত সেই পুরুষকে আদরপূর্ব্বক লক্ষ্মী উপভোগ করিতে চাহেন, কি আশ্চর্য্য, এ লক্ষ্মীর কোনমতে ঘৃণা লজ্জা নাই ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—লজ্জাশীলা স্ত্রী স্বপত্নী কর্ত্তৃক দূরীকৃতা হইলে আর কখনই তদ্ভুক্ত পুরুষকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু লক্ষ্মীর আশ্চর্য্য স্বভাব, ঘৃণা লজ্জা কিছু মাত্র নাই। যেহেতু অলক্ষ্মীকর্ত্তৃক দূরীকৃতা হইয়াও স্বপত্নী অলক্ষ্মীর উপভুক্ত পুরুষকে পুনর্ব্বার আদরপূর্ব্বক উপভোগ করেন। অর্থাৎ যেমন অসতী স্ত্রীর ঘৃণা নাই ও লজ্জা নাই, লক্ষ্মীও সেইরূপ ঘৃণা লজ্জা বিহীনা হয়েন ॥ ২১ ॥

অনন্তর কষ্ট সাধ্য লক্ষ্মীর মনোরমত্বভাব বর্ণন দ্বারা শ্রীরাম ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মনোরমেতি)।

মনোরমাকর্ষতি চিত্তবৃত্তিং কদর্থসাধ্যাক্ষণভঙ্গুরাচ।
ব্যালাবলীগাত্র বিবৃত্তদেহাশ্বভ্রোত্থিতাপুষ্পলতেবলক্ষ্মীঃ ॥ ২২ ॥

ইতি বৈরাগ্যপ্রকরণে লক্ষ্মীনিরাকরণং ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

কুৎসিতোহর্থঃ পতনমরণাদিতিযস্মাদিতিকদর্থঃ সাহসং তেনসাধ্যালভ্যাব্যালাবলীগাত্রৈর্বিবৃত্তদেহাবেষ্টিত শরীরাশ্বভ্রেজীর্ণকূপাদিগর্ত্তে ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহামতে! জীর্ণকূপ ও গর্ত্ত হইতে উত্থিতা, ভোগী ভোগ পরিবেষ্টি কলেবর পুষ্পলতার ন্যায় লক্ষ্মী, অতিকদর্থ সাধ্যা হয়েন, অতি অস্থিরা কিন্তু মনোরঞ্জনকারিণী অনায়াসে লোকের চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করেন ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন গর্ত্তোত্থিত ভুজঙ্গাবলী বেষ্টিতগাত্রা অথচ মনোরমা পুষ্পলতা দর্শনে মনোরঞ্জন হয়, কিন্তু তদুপচয়ন করা কদর্থ সাধ্য। অর্থাৎ পতন মরণাদির সম্ভাবনা সংপূর্ণ আছে, কূপে নিপতিত বা সর্পদংশনে মরণ হইতে পারে, শুদ্ধ মূঢ়তম লোকেই তাহাকে গ্রহণ করিতে সাহস করে। সেইরূপ সংসারকূপ হইতে উত্থিতা শত্রুরূপ বিষধরসমূহে পরিবেষ্টিতা পুষ্পলতিকার ন্যায় রাজ্যলক্ষ্মী, কুৎসিত কার্য্য দস্যুবৃত্তি বঞ্চনাদি দ্বারা উপার্জ্জিতা হন। তাহাতে হটাৎ মরণ ও পতনাশঙ্কা সম্পূর্ণ আছে এবং এতকষ্টে উপার্জ্জিতা হইলেও তিনি চিরকাল অবস্থিতা নহেন, কিন্তু আপাতত ঐ শ্রী এমন মনোহারিণী হয়েন, যে অনায়াসে মনুজবর্গের চিত্ত বৃত্তিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন॥ ২২॥

ইতি শ্রীযোগবাশিষ্ঠে তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামোক্ত শ্রীনিরাকরণ নামে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব পরমার্থ তত্ত্বে বহির্মুখ হয়, একারণ, তাহার আয়ুর অসারত্ব স্ফুট করিয়া কহিতেছেন। অর্থাৎ আধি ব্যাধি জরাগ্রস্ত, এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহাদিতে কলুষীকৃত জীবিত ও যৌবন হয়, এতদভিপ্রায়ে টীকাকার চতুর্দ্দশ সর্গে তত্ত্বজ্ঞান বহিষ্কৃত মূর্খের পরমায়ুকে নিন্দা করিতেছেন।

জীবের পরমায়ু অতি অল্প, তাহা উপমাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন অর্থাৎ যেমন শ্রীসুখদায়িনী নহেন, জীবের আয়ুও সেইরূপ সুখ নিমিত্তক হয় না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(আয়ুরিতি)।

শ্রীরামউবাচ।

আয়ুঃপল্লব কীলাগ্রলম্বাম্বু কণ ভঙ্গুরং।
উন্মত্তমিব সংত্যজ্য যাত্যকাণ্ডে শরীরকং॥ ১॥

ব্যাধিরোগজরাগ্রস্তং কামাদিকলুষীকৃতং জীবিতং যৌবনঞ্চায়ুরিহমূর্খস্য-নিন্দতে। শ্রীরিবায়ুরপিনসুখায়েত্যাহ. আয়ুরিত্যাদিনাপল্লবস্যকীলঃ প্রান্তভাগঃ তস্যাপ্যগ্রেলম্বমানোম্বুকণোহিমজলবিন্দুরিবভঙ্গুরং অস্থিরং উন্মত্তমিতি প্রথমান্তমায়ুরুপমানং দ্বিতীয়ান্তশরীরোপমানং বাঅকাণ্ডেঅনবসরে কুৎসায়ামনুকম্পায়াঞ্চকন্॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, হে প্রভো! জীবের পরমায়ু পত্রাগ্রস্থায়ি হিমজলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে মূর্খ জীবেরা উন্মত্তবৎ অসার্থক কার্য্য সাধনে ব্যগ্র হইয়া অনবকাশতা প্রযুক্ত ক্ষণিক পরমায়ুর পরিসমাপনে শরীরকে ত্যাগ করিয়া গমন করে॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—পত্রাপান্তস্থিত জলবৎ হিমকণা যেমন অচিরস্থায়ী অর্থাৎ অল্প ক্ষণ স্থায়ী, তদ্রূপ জীবের জীবন ও জলবিন্দুরন্যায় অচিরস্থায়ী, দীর্ঘকাল রাখিবার

প্রাপ্ত্যুপযোগি যাগযজ্ঞাদি নানা উপায় দ্বারা আপনি আপন বন্ধনোপযোগি সামগ্রীর আহর্ত্তা হয়, সুতরাং আপনিই এবন্ধনের কর্ত্তা নিশ্চয় অবধারণা হইতেছে'। ১৩॥

অনন্তর শ্রীরাম শুষ্ক তৃণাগ্নি স্বভাব বর্ণনা দ্বারা আপনার মনোদুঃখ নিবেদন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা —(সন্তুতামর্ষেতি।)

সন্তুতামর্ষধূমেন চিন্তাজ্বালাকুলেনচ।
বহ্নিনেবতৃণং শুষ্কং মুনেদগ্ধোস্মিচেতসা ॥ ১৪ ॥

সন্তুতো বিস্তারিতঃ অমর্ষঃ ক্রোধএব ধূমোযস্য চিন্তৈবজ্বালয়া আকুলেতিরূপক সম্পাদিত সম্পত্ত্যাবহ্নি সাদৃশ্যমেব বিবক্ষ্যতে ন বহ্নিত্বমিতি ন রূপকোপমানবিরোধঃ উপমানবিশেষণত্বপক্ষে ন মৃষ্যতে সহ্যত ইত্যমর্ষো দুঃসহঃ তথাবিধেন ধূমেন চিন্ত্যতে দগ্ধৈরিতি চিন্তাজ্বালেতি ব্যাখ্যেয়ং এবমগ্রাপি॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণকে প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ক্রোধস্বরূপ ধূমাবৃত, চিন্তাস্বরূপ শিখা বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্বালা সমূহান্বিত মানসাগ্নিদ্বারা শুষ্ক তৃণবৎ আমিও নিরন্তর পরিদগ্ধ হইতেছি॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—বিশ্বামিত্রকে শ্রীরাম এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, যে হে প্রভো! যে পর্য্যন্ত জীবের ক্রোধের উপরতি না হয়, যে পর্য্যন্ত চিন্তাশূন্য হইয়া চিত্ত সুসমাহিত না হয়; সেপর্য্যন্ত মনোগ্নিতাপে জীব দন্দহ্যমান হইয়া থাকে, এস্থলে আমি দগ্ধ হইতেছি যে রামোক্তি সে উপলক্ষ্যমাত্র, সকলেরই এই অবস্থা হয়॥ ১৪ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র শব কুক্কুর সহিত আপনাতে ও চিত্তেতে দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ক্রূরেণেতি।)

ক্রূরেণজড়তাং জাতস্তৃষ্ণা ভার্য্যানুগামিনা।
শবং কৌলেয়কেনেব ব্রহ্মন্ ভুক্তোস্মিচেতসা ॥ ১৫ ॥

জড়তাং জাতঃ প্রাপ্তঃ অহমিতিশেষঃ। ক্রূরেণ নিষ্ঠুরেণ তৃষ্ণাভার্য্যেবেত্যুপমিত সমাসোরূপকং বা অন্যত্র তৃষ্ণাবৎ সদা অপূর্ণোদরীভার্য্যাশুনী তদনুগামিনা কৌলেয়কেন শুনা জড়তাং ভাবত্বাং প্রাপ্তং শবং কুণপ মিবেতিসম্বন্ধঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! কুক্কুর, কুক্কুরী ভার্য্যার সহিত একত্র মিলিত হইয়া জীব রহিত অচেতন দেহকে ভোজন করিয়া থাকে। তদ্রূপ অপূর্ণোদরী শুনীর ন্যায় তৃষ্ণা ভার্য্যার সহিত মিলিত সারমেয় সদৃশ ক্রূর চিত্ত কর্ত্তৃক আমি অসকৃৎ জড়বৎ অর্থাৎ শববৎ গ্রাসিত হইতেছি॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—জীবের চিত্ত শ্বানবৎ লালায়িত, শুনীর ন্যায় অপূর্ণোদরী আশা অর্থাৎ আশার শান্তি নাই, সুতরাং আশাকে ক্রূর চিত্তের ভার্য্যারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আশার বশে ক্রূর চিত্ত নিরন্তর জীবকে শববৎ নিশ্চেষ্ট জ্ঞানে ক্ষতবিক্ষত করিয়া থাকে, তখন জীবের আর কোন ক্ষমতা থাকেনা ইত্যভিপ্রায়॥ ১৫॥

অপর নদী তরঙ্গের সহিত মানস দৃষ্টান্তে রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তরঙ্গতরলাস্ফালেতি)।

তরঙ্গতরলাস্ফালবৃত্তিনাজড়রূপিণা।
তটবৃক্ষইবৌঘেনব্রহ্ম ন্নীতোস্মিচেতসা॥ ১৬॥

তরঙ্গবত্তরলাঃ আস্ফালাঃ অলভ্যবিষয়ে প্রতিহন্যমানাঃ বৃত্তয়ো যস্যেতিচেতঃ পক্ষে অন্যত্রতরঙ্গা স্তরলা আস্ফালং বৃত্তয়ো যস্মিং স্তেনতরলয়োরভেদাজ্জলরূপিণ আদোন পূরেণ নদীতট বৃক্ষইব নিপাত্যনীতোস্মি॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! নদীতরঙ্গ যেমন নদীকূলস্থ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিনাশ করে, তদ্রূপ আমার অশান্ত ক্রূরচিত্ত নদী তরঙ্গের ন্যায়, আস্ফাল অর্থাৎ উত্তুঙ্গবেগবিশিষ্ট হইয়া তটস্থ বৃক্ষের নিপাতন ন্যায় আমাকে নিপাত করিতেছে॥ ১৬॥

অর্থাৎ জলবেগ যেমন অনিবার্য্য, তৎকর্ত্তৃক কূলস্থ তরুগণের নিপাত হয়, সেই রূপ অনিবারণীয় অর্থাৎ দুর্ব্বার বারবেগবৎ ক্রূর চিত্তবেগেরও নিবারণ হয়না, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক নদীতটস্থ বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইয়া আমি বিনষ্ট হইতেছি॥ ১৬॥

অনন্তর বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত তৃণবৎ আপনার অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রীরাম ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অরান্তরেতি)।

অবান্তরনিপাতায় শূন্যেবাভ্রমণায়চ।
তৃণং চণ্ডানিলেনেব দূরং নীতোস্মিচেতসা॥ ১৭॥

ধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যা স্বর্গারোহে অবান্তর নিপাতায় তদভাবে সুখলেশশূন্যে ইহৈবকীট পতঙ্গাদিজন্মভিঃ ভ্রমণায় তথাচ শ্রুতিঃ-এতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি অথৈতয়োঃ পথানেকতরেণচ ন তানিমানি ক্ষুদ্রাণ্য সকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্বম্রিয়স্ব ইত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানমিতিচ উপমানপক্ষে স্পষ্টং॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! অবান্তর নিপাত-শঙ্কা যাহাতে আছে, এমত স্বর্গবাসার্থে বা পরমার্থ সুখ বোধ শূন্য সামান্য সুখ ভোগ জন্য, অথবা পুনঃ পুনঃ যাতায়াত পরজঘন্য যোনিভ্রমণ নিমিত্তে কপট শঠ বিষয় লম্পট ক্রূরচিত্ত কর্ত্তৃক আমি পরতত্ত্বের অতিদূরে পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছি। যেমন প্রচণ্ড বায়ুবেগদ্বারা তৃণকুট মাত্র দূরে সঞ্চালিত হয়॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তিদ্বারা চিত্ত নিরন্তর বায়ুবৎ ভ্রাম্যমাণ অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্গারোহণ হয় কিন্তু তাহাতে নিপাতাশঙ্কা আছে, নিপতনানন্তর বরিষ্ঠকুলে উৎপন্ন হইয়া বিষয় সুখের ভোক্তা হয়, সেই যে সুখ অতি অনিত্য. তদর্থে জীবকে চিত্ত নিয়ত ভ্রমণ করাইতেছে, তদ্ভিন্ন বিধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনে এই জগতে ক্রমি কীট পতঙ্গাদি তির্য্যক্‌যোনি ভ্রমণার্থেই বা হউক্ চিত্তবেগে জীব সঞ্চালিত হয়, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সুখলেশ আছে, নতুবা তৎকর্ত্তৃক তত্তৎকর্ম্ম সম্পাদনা হইবার সম্ভাবনা থাকে না. সেই সুখলাভার্থে জীব পরমার্থ সুখের অন্তরে চিত্তকর্ত্তৃক পরিক্ষিপ্ত হইতেছে, যথাশ্রুতিঃ। (এত মেবাধ্বান মিত্যাদি) ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানে নিবর্ত্ত না হইলে পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি নাই, এতৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম পথদ্বয়ের মধ্যে একতরাবলম্বনেও জীবের বারম্বার সংসারাবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণানুভব করিতে হয়। তাহারি উপমানার্থে চিত্তকে বায়ুরূপে তৎসম্পাদক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ (মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিতি) মনই মনুষ্যদিগের বন্ধ মোক্ষের কারণ হইয়াছে, এই অভিপ্রায়ই এশ্লোকের স্বরূপ তাৎপর্য্য জানিবেন॥ ১৭॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধনদ্বারা জলরোধের সহিত আপনার বন্ধনতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংসারজলধেরিতি)।

সংসার জলধেরস্মান্নিত্যমুত্তরণোন্মুখঃ।
সেতুনেবপয়ঃ পূরোরোধিতোস্মি কুচেতসা ॥ ১৮ ॥

সংসার জলধেরুত্তরণোন্মুখোহং সংসারজলধাবেব নিরুধ্য স্থাপিতোস্মীত্যর্থঃ যথা সেতুনা ক্ষুদ্রনদীপয়ঃ পূরোরুধ্যতে তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! মনুষ্যেরা সেতুবন্ধনদ্বারা যেমন ক্ষুদ্র নদ্যাদির জলপূরকে অবরোধিত করিয়া রাখে, তদ্রূপ সংসারজলধির উত্তরণোন্মুখ হইয়াও আমি কুচিন্তকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছি॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পরমার্থ চিন্তনস্বরূপ জল, অতি স্বচ্ছ পবিত্র স্রোতবিশিষ্ট হয়, তাহাতে কুচিন্তবৃত্তি কাষ্ঠ পাষাণ ইষ্টকবৎ চিন্তকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত সেতুরন্যায় জীবের সেই সলিলরাশিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কোনমতে প্রবাহিত হইতে দেয় না ইতিভাব॥ ১৮ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র রজ্জুবদ্ধ কূপকাষ্ঠ কুর্দ্দন ন্যায় আপনার বন্ধনাবস্থার প্রমাণ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(‘পাতালাদিতি)।

পাতালাদ্গচ্ছতা পৃথ্বীং পৃথ্ব্যাঃ পাতালগামিনা।
কূপকাষ্ঠং কুদম্মেববেষ্টিতোস্মিকুচেতসা ॥ ১৯ ॥

পৃথ্বীপাতালশব্দাভ্যাং তৎসদৃশাবূর্দ্ধাধোদেশৌ লক্ষ্যতেরজ্জ্বাজলাদিভারাকর্ষণায়ৈ-কতোবদ্ধভাবং তির্য্যক্‌কাষ্ঠ প্রোত বলয়াকারভাবং বা কূপ কাষ্ঠং প্রসিদ্ধং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! পাতাল হইতে পৃথিবীগামী, পৃথিবী হইতে পাতালগামী রজ্জুবদ্ধ কূপ কাষ্ঠ কুর্দ্দন ন্যায়, আমি কুচিন্তকর্ত্তৃক কদাশাপাশে আবদ্ধ হইয়া সংসার মধ্যে কুর্দ্দনাদি করিতেছি, কোনমতে একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছি না॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পাতাল শব্দে অধোভাগ, পৃথ্বী শব্দে ঊর্দ্ধভাগ, মধ্যে স্থিত জল উত্তোলনার্থ যন্ত্রে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠের নাম কূপকাষ্ঠ, সে যেমন জল পূরণার্থ একবার

যত্ন করিলেও রাখিতে পারা যায় না, এতাদৃক্ অসারতম পরমায়ু প্রাপ্ত জীব আত্ম বিনাশ দেখিয়াও দেখে না, নিরর্থ স্বাহঙ্কার প্রমত্ততাতে বিমুগ্ধ, অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া ব্যর্থ-কর্ম্ম সাধনে ব্যগ্র চিত্ত হইয়া ঐ স্বল্পকালকে ক্ষেপ করতঃ অকৃতার্থে কলেবরোপন্যাস করিতেছে, ভগবদুদ্দেশে তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধান ক্ষণমাত্রও করে না॥ ১॥

বিষয়ারূঢ় জীবের পরমায়ু যে অকৃতার্থে ক্ষয় হইতেছে, তদর্থে কহিতেছেন। যথা।—(বিষয়াশীবিষেতি)।

বিষয়াশীবিষাসঙ্গ পরিজর্জ্জরচেতসাং।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানা মায়ুরায়াস কারণং ॥ ২ ॥

বিষয়লক্ষণৈঃ সর্পৈরাসঙ্গেনসর্ব্বতঃ শিথিলিতচিত্তানাং নবিদ্যতেপ্রৌঢ়আত্মনি বিবেকোযেষাং পুরুষাণাং॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সাধো! নিরন্তর * বিষয়স্বরূপ বিষধর সংসর্গে জীবের চিত্ত জর্জ্জরীভূত হইতেছে, অতএব ক্ষণমাত্র মানসে বিবেকোদয় হয় না, এবম্ভূত বিবেক শূন্য পুরুষের পরমায়ু কেবল তাহার আয়াসের নিমিত্তই হয়॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—বিষয়পদে দারাপত্য সুহৃৎ ধন রাজ্যাদি, এসকল তীক্ষ্ণ বিষধর তুল্য হয় ইহাদিগের সংসর্গে থাকায়, নিরন্তর ভুজঙ্গ ন্যায় ইহারা দংশন করিতে থাকে, সেই বিষে জর্জ্জরীভূত চিত্ত হয়, কোন সময়েই স্বাস্থ্য লাভ হয় না, ইহার ঔষধ কেবল বৈরাগ্য, তাহা ভ্রমেও সেবন করে না. নির্ব্বেক অজ্ঞতম কাপুরুষেরা পুনঃ পুনঃ ঐ সর্পবৎ পরিজন ভরণ পোষণার্থে সমস্ত সময়কে পরিশ্রম দ্বারা অতিপাত করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের জীবন ধারণ কেবল পরিশ্রমের নিমিত্তই হয়॥ ২ ॥

---

* বিষয় শব্দে দারাদি পরিজন, ইহারাই যে সর্পরূপে পুরুষের কলেবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রান্তরেও প্রমাণ রহিয়াছে। যথা।

"সংসার সাগর মতীব গভীর ঘোরং দারাদি সর্প পরিবেষ্টিত চেষ্টিতাঙ্গ। ইত্যাদি" সংসাররূপ সাগর অতিশয় গভীর ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাহা সন্তরণের উপায় নাই, যেহেতু পুরুষের ভার্য্যা পুত্রাদিসকল পরিবার সর্পবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এ সকল পরিত্যাগ না করিলে জীবেরা ভবসমুদ্র নিস্তার হইতে কোনমতেই পারে না।

অনন্তর কহিতেছেন, তবে কাহারও পরমায়ু যে সুখের নিমিত্ত হয়, তাহা এই শ্লোকে উক্ত করিতেছেন। যথা।—(যেত্বিতি)।

যেতুবিজ্ঞাতবিজ্ঞেয়া বিশ্রান্তাবিততেপদে।
ভাবাভাবসমাশ্বাস মায়ুস্তেষাং সুখায়তে ॥ ৩ ॥

কিং ব্রহ্মবিদামপ্যেবং নেত্যাহযেত্বিতি বিততপদেঅপরিচ্ছিন্নেবস্তুনি ভাবাভাবয়োর্লাভালাভয়োঃ সমআশ্বাসশ্চিত্তসাধনং যস্তেতৎ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! হে কৌশিক বংশপ্রবর। পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সকল যাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন, ধ্যান যোগ প্রভাবে অপরিচ্ছিন্ন অসীম মহিম পরমাত্মাতে যাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন, এবং ভাবাভাবে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, অর্থাৎ সুখ দুঃখ লাভালাভ, জয় পরাজয়াদিতে যাহাদিগের সমভাবে বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই সকল মহাত্মাদিগের পরমায়ুই কেবল সুখের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ জীবন ধারণের যে সুখ, সে সুখ তাঁহাদিগেরই অনুভব হইতেছে ॥ ৩ ॥

শরীরনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে শরীর ধারণোপযোগি কার্য্যে ব্যগ্র হইয়া সুখের বাহিরে ভ্রমণ করে, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বয়মিতি)।

বয়ংপরিমিতাকার পরিনিষ্ঠিত নিশ্চয়াঃ।
সংসারাভ্রতড়িৎপুঞ্জে মুনেনায়ুষিনির্বৃতাঃ ॥ ৪ ॥

পরিমিতাকারেদেহাদৌপরিনিষ্ঠিত এবমেবেদেবাত্মরূপমিতিসিদ্ধঃ আত্মন্যা শ্রয়োযেষাং নির্বৃতাঃসুখিতাঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আমরা আত্মদেহনিষ্ঠ, শরীরই আমাদিগের সুখসাধক, ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিয়া, সংসাররূপ মহামেঘ মধ্যে তড়িদ্রূপ পুঞ্জপুঞ্জ খণ্ডসুখে আবৃত হইয়া তড়িদ্রূপ পরিমিত আয়ুতে বিশেষ সুখলাভ করিতে পারি না ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ঘন ঘোরান্ধকার স্বরূপ সংসার, তাহাতে তড়িতের ন্যায় অস্থির প্রভা পরমায়ুতে, যে কিঞ্চিৎ চাকচক্য সে কেবল দেহ সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে ও অসৎসুখ বর্দ্ধন সুখানুভবেই পরিক্ষয় হইতেছে, অখণ্ড সুখলাভ হইতেছে না। অর্থাৎ তড়িতের যেমন অচির দীপ্তি, জীবের পরমায়ু প্রভাও তদ্রূপ অচিরস্থায়িনী হয়॥ ৪॥

পরমায়ুকে বিশ্বাস করিয়া কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে? অর্থাৎ পরমায়ুর প্রতি বিশ্বাস নাই তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (যুজ্যতেবেষ্টনমিতি)।

যুজ্যতেবেষ্টনং বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনং।
গ্রন্থনঞ্চতরঙ্গানা মাস্থানায়ুষি যুজ্যতে॥ ৫॥

আস্থাবিশ্বাসঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মহামুনে! বরং বায়ুকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা এবং আকাশেরও খণ্ডন করা, নদীতরঙ্গের মালাকেও সূত্রে গ্রন্থন করা বিশ্বাস যোগ্য হয়, তথাপি পরমায়ুকে স্থির রাখায় কোনমতে বিশ্বাস করা যায় না, যেহেতু পরমায়ু কাহারও বশীভূত হয় না॥ ৫॥

পরমায়ুর পরিশেষ বোধই সর্ব্বদা হয়, তদর্থে শ্রীরাম মহর্ষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(পেলবমিতি)।

পেলবং শরদীবাভ্র মস্নেহইব দীপকঃ।
তরঙ্গকইবালোলং গতমেবোপলক্ষ্যতে॥ ৬॥

পেলবং অল্পং অস্নেহোনিস্তৈলঃ। আয়ুরিতিবিপরিণামেণ ব্যবহিতং বা সংবধ্যতে॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! শরৎকালীন জলধর যেমন অল্পকাল স্থায়ী অর্থাৎ উদয়মাত্র পরিচালিত হয়, তৈলহীন প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হইয়াছে বলিলেই হয়, এবং নদী তরঙ্গ যেমন অস্থির অর্থাৎ উত্থিত মাত্রই বিলীন হয়, তদ্বৎ অস্থির পরমায়ুকে গত প্রায় বলিয়া আমি নিশ্চয় অবধারণা করিতেছি যেহেতু দিন দিনই ক্ষয় পাই-তেছে॥ ৬॥

শ্রীরামচন্দ্র পৌনঃ পুন্যে পরমায়ুর অস্থিরতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তদর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা।—(তরঙ্গেতি)।

তরঙ্গপ্রতিবিম্বেন্দুং তড়িৎপুঞ্জং নভোম্বুজং।
গ্রহীতুমাস্থাং বধ্নামি নত্বায়ুষি হতস্থিতৌ॥ ৭॥

হতস্থিতৌঅস্থিরে॥ ৭

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! জল তরঙ্গ মধ্যে প্রতিবিম্বিতচন্দ্রকে, ও বারিদ মধ্যে তড়িৎ পুঞ্জকে, অত্যন্ত অলীক গগণকমলকে বরং গ্রহণ করিতে কখন বিশ্বাস হয়, কিন্তু অচিরস্থায়ী স্বচঞ্চল পরমায়ু গ্রহণে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, যেহেতু ক্ষণমাত্রে অদৃষ্ট হইয়া যায়॥ ৭॥

আয়ুরক্ষণ যত্ন প্রতি অশ্বতরীর গর্ব্ভধারণের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন। তদথে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (অবিশ্রান্তেতি)।

অবিশ্রান্তমনা শূন্যামায়ুরাততমীহতে।
দুঃখায়ৈব বিমূঢ়ান্তর্গর্ভ মশ্বতরী যথা॥ ৮॥

অশ্বাদ্গর্দ্দভ্যামৎপন্নাঅশ্বতরীতস্যাউদরবিদারণেনৈবগর্ভনির্গমনং প্রসিদ্ধং॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! অশ্বতরী যেমন আত্ম মরণের কারণ গর্ব্ভ ধারণ করে, অর্থাৎ অশ্বতরী যেমন গর্ব্ভধারণ কালে সম্যক্ গর্ব্ভযন্ত্রণা ভোগ করে, প্রসবকালে উদরস্থ সন্তান উদর বিদারণ করিয়া নির্গত হয়, অতএব ঐ গর্ব্ভ তাহার দুঃখ ও মৃত্যুর নিমিত্ত হয়। তদ্রূপ বিমূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি সকলে অস্থির অত্যন্ত অলীক পরমায়ুর ইয়ত্তা বিস্তার করিবার নিমিত্ত যে চেষ্টা করে, সে কেবল তাহাদিগের আপনার দুঃখের কারণ মাত্র হয়॥ ৮॥

তাৎপর্য্য।—অশ্ব হইতে গর্দ্দভীতে উৎপন্না অশ্বতরী তাহারি গর্ব্ভধারণে দুঃখ, নির্গমে মৃত্যু, তদ্রূপ পরমায়ু রক্ষার্থ যত্ন করিতে হইলে অনেক নিয়ম গ্রহণ ও ঔষধি সেবন জন্য নানা প্রকার দুঃখ, পরিণামে ঐ অস্থির অলীক পরমায়ুর পরিক্ষয়ে মৃত্যু হয়, অতএব মূঢ়তম লোকেরাই এবম্ভূত পরমায়ুকে বিশ্বাস করে॥ ৮॥

সংসার সমুদ্রের ফেণবৎ জীবের দেহ, ইহারই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—(সংসারেতি)॥

সংসারসংস্কৃতাবস্মাৎ ফেণোস্মিন্ সর্গসাগরে।
কায়বল্ল্যাম্ভসো ব্রহ্মন্ জীবিতং মে নরোচ্যতে॥ ৯॥

অস্মাৎসংসারসংস্থতৌসংসারভ্রমণে প্রসিদ্ধাকায়বল্লীদেহলতা সর্গসাগরেঅম্ভসোজলবিকারভূতঃ ফেণএব অত্যন্তাস্থিরত্বাৎ অতোঽস্মিন্‌জীবিতং জীবনং মেনরোচতেইত্যর্থঃ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! এই সৃষ্টিরূপ মহাসাগরে সংসার স্বরূপ ঘূর্ণের উদয় হইতেছে, তাহার মধ্যে দেহীর এই দেহলতা ফেণ স্বরূপ অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অতএব আমার, এই নশ্বর জীবন ধারণ করিতে কোনক্রমেই ইচ্ছা হয় না॥ ৯॥

তাৎপর্য্য। এতৎজগৎ সাগররূপ, সংসার রূপ ঘূরণি, জীবদেহ জলবিম্ব, নিরন্তর মায়াবায়ুতে অস্থির হইয়া ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, এতৎ বিবেচনায় পরমাত্মতত্ত্ব বহির্মুখ হইয়া বিষয়াকৃষ্টচিত্তে জীবন ধারণে বাসনা হয় না॥ ৯॥

জ্ঞান ব্যতীত মনুষ্যের জীবনকে জীবন হইতে অন্তর করিয়া বর্ণন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে,। যথা (প্রাপ্যমিতি)।

প্রাপ্যং সংপ্রাপ্যতেযেন ভূযোযেন নশোচ্যতে।
পরায়ানির্ব্বতেঃ স্থানং যত্তজ্জীবিতমুচ্যতে॥ ১০॥

প্রাপ্যমবশ্যং প্রাপ্তুং যোগ্যং পরমপুরুষার্থরূপং নির্ব্বতের্জীবন্মুক্তিসুখস্য॥ ১০

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! যাহার উদয় হইলে, যথা প্রাপ্য পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়, এবং বন্ধুদিয়ে অভিলষিত বস্তু পুত্র দ্বারা ধনাদি বিয়োগ জনিত দুঃখের ও শোকের অত্যন্ত শান্তি হয়, সেই জীবন্মুক্তির স্থান ভূত তত্ত্বজ্ঞানকেই যথার্থ জীবন স্বরূপ কহা যায়, তদ্বহির্মুখ ব্যক্তির জীবন জীবনই নহে ইত্যভিপ্রায়॥ ১০॥

অনন্তর জীবনের বৈফল্য দর্শনার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (তরবোঽপিহীতি)।

তরবোপিহিজীবন্তি জীবন্তিমৃগপক্ষিণঃ।
সজীবতিমনোযস্ত মননেন নজীবতি ॥ ১১ ॥

মননেনমননফলেনতত্ত্ববোধেন বাসনাক্ষেপেণবানজীবতিতুচ্ছীভবতি ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্‌! যদ্রূপ তরুগণ জীবন ধারণ করিতেছে, মৃগগণ, ও পক্ষীগণও জীবিত আছে, যে ব্যক্তির মন মনন দ্বারা সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে সংলগ্ন হয় নাই, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ জীবন ধারণ করিয়া আছে ॥ ১১ ॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র, তত্ত্বজ্ঞান শূন্য দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তজ্জীবন বৃথা, তদর্থে উক্ত করিয়াছেন। যথা (জাতাইতি)।

জাতাস্তএব জগতিজন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহজায়ন্তে শেষাজরঠগর্দ্দভাঃ॥ ১২ ॥

তএবসাধুজীবিতাঃ প্রশস্তজীবনাজাতাঃ ইতিসম্বন্ধঃ। জরঠাশ্চিরজীতোপিগর্দভ-বদপ্রশস্তজীবনাঅশুচি দেহাত্মবুদ্ধেরিতিভাবঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে স্বামিন্‌! হে ভগবন্‌! এই জগতের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্জ্জন্ম সম্ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন করতঃ যাঁহারা দিবসাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই সার্থক জীবন ধারণ তদ্ব্যতীত মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক যাহারা তত্ত্বজ্ঞান রহিত হইয়া অনাত্মদেহ গেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করতঃ কেবল আত্মোদর ভরণ পরায়ণ হয়, তাহারা বহুকাল জিবিত ভারবাহি গর্দ্দভের ন্যায় বৃথা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এই মাত্র। অতএব সে জীবনের কিছু মাত্র সার্থকতা নাই ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন বহির্মুখ ব্যক্তির জীবন ধারণ অপ্রশস্ত হয়, অর্থাৎ দেহাত্ম বুদ্ধি ব্যক্তির চিরজীবিত গর্দ্দভবৎ অশুচি জীবন ইতিভাব ॥ ১২ ॥

অনন্তর বিবেক শূন্য জনগণের শাস্ত্রাধ্যয়নাদি পরিশ্রমের বিফলতা প্রদর্শনার্থ উদাহরণ দিতেছেন। যথা (ভারইতি)।

ভারোঽবিবেকিনঃ শাস্ত্রং ভারোজ্ঞানঞ্চরাগিণঃ।
অশান্তস্তমনো ভারোভারোনাত্ম বিদোবপুঃ ॥ ১৩ ॥

ভারোভারইববার্থঃ শ্রমহেতু জ্ঞানঞ্চজ্ঞানমপিযৎ সর্ব্বশ্রমনিবারকত্বেনপ্রসিদ্ধং কিমন্যদিতিভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্ কুশিকাত্মজ! অবিবেকি জনের শাস্ত্রাধ্যয়নাদি শুদ্ধভার বহন ন্যায় পরিশ্রম সাধক হয়, এবং বিষয়ানুরাগি জনগণের সর্ব্বদুঃখ নিবারণ পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান ও ভারের ন্যায় দুঃখ প্রদ হয়, অর্থাৎ যাহাদিগের চিত্ত সমাহিত হয় নাই যাহাদিগের সংসার দুঃখের শান্তি হয় নাই, অতি স্বচ্ছ পদার্থ মনও তাহাদিগের ভার বোধ হয়, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ত্ববিৎ যোগি ব্যক্তির এতৎ স্থূল দেহ বহনেও ভার বোধ হয় না। ১৩ ॥

অনন্তর অবিবেক সম্পন্ন জনের রূপ লাবণ্যাদি কেবল কষ্ট প্রদায়ক হয়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (রূপ মায়ুরিতি)।

রূপমায়ুর্মনো বুদ্ধিরহঙ্কারস্তথেহিতং।
ভারোভারোধুরস্যেব সর্ব্বদুঃখায়দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ঈহিতং চেষ্টিতং ভারশব্দার্থং স্বয়মেবাহভারধরস্যেবেত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! হে পূজ্যপাদ ভগবান কৌশিক! যেমন ভারবাহক বলীবর্দ্দাদির হৃষ্ট পুষ্ট কলেবর ভারবহন কেবল দুঃখের কারণ হয়, তদ্রূপ দুর্ব্বুদ্ধি অনাত্মা দেহাদিতে আত্মাভিমানি জনের রূপ, লাবণ্য, পরমায়ু, মনো বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চেষ্টিত বিষয়াদি সকল ভার স্বরূপ হয়, কেবল তাহাও নহে, বরং মনোদুঃখের কারণ হয়। ১৪।

অনন্তর অতত্ত্ব বিৎ ব্যক্তির ক্লেশ সাধক পরমায়ুর ব্যাখ্যায় ঋষিবরকে শ্রীরামচন্দ্র এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। যথা (অবিশ্রান্ত মনা ইতি)।

অবিশ্রান্তমনাঃ পূর্ণমাপদাং পরমাস্পদং।
নীড়ংরোগবিহঙ্গানা মায়ুরায়াসনং দৃঢ়ং ॥ ১৫ ॥

বিশ্রান্তিঃ সর্ব্বশ্রমনিরত্তিঃ পূর্ণকামতা আয়াসনং শ্রমসাধনং ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! যাহারদিগের অসহ্য সংসারাশ্রম পর্য্যটন শ্রম নিবৃত্তি হয় নাই, তাহারাই পরিপূর্ণ রূপে সমস্ত আপদের আশ্রয় ভূত হয়, ও তাহাদিগের কলেবর আধিব্যাধি স্বরূপ রোগাদির বাসস্থান হইয়াছে, এবং তাহাদিগের যে পরমায়ু, সে কেবল আত্মআয়াসের কারণ অর্থাৎ শুষ্ক পরিশ্রম সাধনের নিমিত্ত হয় ॥ ১৫ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে গৃহমূষিক দৃষ্টান্তে পরমায়ু ও কালের পরিচয় দিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(প্রত্যহমিতি)।

প্রত্যহং খেদমুৎসৃজ্যাশনৈরলমনারতং।
আখুনেবজরচ্ছ্বভ্রং কালেন বিনিহন্যতে ॥ ১৬ ॥

প্রত্যহমিহমিত্যস্যখেদ মুৎসৃজ্যেত্যানেনৈবনিবারকং স্বীকরণাদনারতমিত্যস্যন-বৈয়র্থ্যং বিনিহন্যতেআয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! মূষিক যেমন গৃহাদিকে অনবরত খনন দ্বারা ক্রমশঃ জীর্ণ করিয়া খেদ জন্মাইয়া থাকে, কালও সেইরূপ অনবরত দেহীর দেহকে জীর্ণ করিয়া পরমায়ুর ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেহীকে খেদিত করিতেছে ॥ ১৬ ॥

অপর পবনাশন পবনের উপলক্ষে রোগ পরমায়ুর দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(শরীর বিলেতি)

শরীরবিলবিশ্রান্তৈর্বিষদাহ প্রদায়িভিঃ।
রোগৈরাপীয়তে রৌদ্রৈর্ব্যালৈরিববনানিলঃ ॥ ১৭ ॥

বিষবদ্দাহপ্রদানশীলৈঃ আপীয়তেআয়ুরিতিশেষঃ ব্যালৈঃ সর্পৈঃ ॥ ১৭।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! নিরন্তর অরণ্য মধ্যে বিলেশয় যেমন, অনিলাশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিলবৎ দেহীর দেহাশ্রিত উরগবৎ ভয়ঙ্কর রোগাদিরা বিষবৎ সন্তাপ জনক হইয়া পরমায়ু রূপ বায়ুকে অবিশ্রান্ত পান করিতেছে ॥ ১৭ ॥

অনন্তর জীবগণকে রোগে জীর্ণ দেখিয়া ঘুণ ও বৃক্ষের দৃষ্টান্তে ঋষিকে রাম কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(প্রস্রবাণৈরিতি)।

প্রস্রবাণৈরবিচ্ছেদং তুচ্ছৈরন্তরবাসিভিঃ।
দুঃখৈরাঘৃষ্যতে ক্রূরৈর্ঘুণৈরিবজরদ্দ্রুমঃ॥ ১৮॥

প্রস্রবাণৈঃ ক্ষরদ্ভিঃ পূযরক্তমলাদি ঘুণপক্ষেরজাংসিদুঃখৈঃ রাগাদিদুঃখৈ আসমন্তাদ্ঘৃশ্যতেছিদ্যতইতি আঘ্রব্যতইতিপাঠেপ্যয়মেবার্থঃ ঘুণাঃকাষ্ঠকীটকাঃ॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! অতি তুচ্ছ ঘুণকীট নীরস বৃক্ষাদিকে নিঃসার করতঃ শতশত ছিদ্র করিয়া নিরন্তর জীর্ণ করে, তদ্রূপ সারতত্ত্বহীন দেহীকে দেহবর্ত্তি রোগাদি সকল অনবরত পূয শোণিত প্রস্রবণদ্বারা প্রাণিনিকায়কে জীর্ণ করিতেছে॥ ১৮॥

তদনন্তর আখু আখুভুক দৃষ্টান্তে প্রাণীও মৃত্যুর বিষয় পরিকীর্ত্তন করিয়া শ্রীরাম কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (নূনমিতি)।

নূনং নিগরণায়াশু ঘনগর্দ্ধমনারতং।
আখুর্ম্মার্জ্জারকেনেব মরণেনাবলোক্যতে॥ ১৯॥

নিগরণংগ্রসনং ঘনগর্দ্ধপ্রচুরাভিলাষং যথাস্যাত্তথা॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! বিড়ালগণে যেমন মূষিক ভোজনাভিলাষে এক দৃষ্টে অনবরত অবলোকন করিতে থাকে, মৃত্যুও নিরন্তর প্রাণি নিকায়কে গ্রাস করিবার জন্য জীব প্রতি অবলোকন করিয়া রহিয়াছে॥ ১৯॥

অনন্তর অন্ন ও বেশ্যাশক্তির দৃষ্টান্তে মনুষ্যের জীর্ণতা বর্ণন করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(গন্ধাদীতি)।

গন্ধাদিগুণগর্ভিন্যা শূন্যয়াশক্তিবেশ্যয়া।
অন্নং মহাশনেনেব জরসা পরিজীর্য্যতে॥ ২০॥

জরস্তবেশ্যয়াঅশক্তিক্ষীণবলং যথাস্যাত্তথাপরিজীর্য্যতেআয়ুঃ পুরুষোবাতত্রদৃষ্টান্তঃ মহাশনেনবহ্বাশিনান্নমিবেতি॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর অন্নাদি বহুতর ভোজন শীল ব্যক্তি যেমন অন্নমাত্র প্রাপ্ত হইলেই গ্রাস করিয়া থাকে, এবং বেশ্যাসক্তি যেমন পুরুষকে ক্ষীণ বল করে, তদ্রূপ গুণ গর্ব্ব শূন্যা বেশ্যাবৎ তুচ্ছাজরা আসিয়া পুরুষকে জীর্ণ করতঃ আশুগ্রাস করে॥ ২০॥

অতঃপর সুজন দুর্জ্জনোপলক্ষে জীব যৌবন দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিবরকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(দিনৈরিতি)।

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পরিজ্ঞায় গতাদরং।
দুর্জ্জনঃ সুজনেনৈব যৌবনেনাবমুচ্যতে॥ ২১॥

যৌবনস্যাদরঃ পুরুষার্থোপযোজনং তদ্রহিতং পরিজ্ঞায়গতাদরমিতি ক্রিয়াবিশেষণত্বাদুর্জ্জনইতি যাবন্নপরিজ্ঞায়তেতাবদেব সুজনৈরাদ্রিয়তইতিপ্রসিদ্ধং॥ ২১॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! সুজন ব্যক্তি সকল দুর্জ্জনের সহবাস করিয়া কিয়ৎকালানন্তর তাহার সম্যক্ স্বভাব অবগত হইয়া যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করে। দেহীর যৌবন ও সেইরূপ কিয়ৎকাল তদ্দেহে অবস্থিতি করিয়া পরিণামে দুর্জ্জনবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে॥ ২১॥

অনন্তর রূপাভিলাষী লম্পটের সহিত বিনাশ বন্ধুকালের দৃষ্টান্তে বিশ্বামিত্রকে শ্রীরাম কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বিনাশেতি)।

বিনাশসুহৃদানিত্যং জরামরণবন্ধুনা।
রূপং খিং গবরেণেবকৃতান্তে নাভিলষ্যতে॥ ২২॥

খিঙ্গবরোবিটশ্রেষ্ঠঃরূপং সৌন্দর্য্যমিবঅভিলষ্যতেআয়ুঃ পুরুষোবা॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! খিংগবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লম্পট পুরুষ যেমন রূপাভিলাষি হইয়া রূপবতী কামিনীর কামনা করে। সেইরূপ বিনাশ সুহৃৎ ও জরামরণ বন্ধু কৃতান্তও নিয়ত ভোগী পুরুষের অভিলাষ করিয়া থাকে॥ ২২॥

অনন্তর আয়ু আর জীবন্মুক্ততার হেয়োপাদেয়ত্ব বর্ণনাদ্বারা শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(স্থিরতয়েতি)।

স্থিরতয়াসুখভাসিতয়া তয়া সততমুত্থিতমুত্তমফল্গু চ।
জগতিনাস্তিতথাগুণবর্জ্জিতং মরণভাজনমায়ুরিদং যথা ॥ ২৩ ॥

ইতি বৈরাগ্যপ্রকরণেজীবিত্যার্হানাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

তয়াজীবন্মুক্তপ্রসিদ্ধয়া সুখভাসিতয়াস্থিরতয়াচসততমুত্থিতং ত্যক্তং‌উত্তমফল্গু-অতিতুচ্ছং গুণবর্জ্জিতং চ যথেদমায়ুস্তথাজগত্যন্যন্নাস্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশেবৈরাগ্য প্রকরণে চতুর্দ্দশঃসর্গঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্‌! ইহ সংসারে সর্ব্বোত্তম সতত উত্থিত স্থির সুখ ভাসিত জীবন্মুক্ততা ব্যতীত প্রাণিদিগের সুখলেশ বিহীন, অতি তুচ্ছ, গুণমাত্র বর্জ্জিত মরণ ভাজন যেমন পরমায়ু, তেমন তুচ্ছ বস্তু আর কিছু মাত্র নাই ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত যোড়শ শ্লোকাবধি দ্বাবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত গৃহ মূষিক, সর্প সমীরণ, ঘুণকাষ্ঠ, মূষিক মার্জ্জার, বেশ্যা পুরুষ, সুজন দুর্জ্জন, রূপ লম্পট পুরুষাদির দৃষ্টান্তে জীবের আয়ু ও মৃত্যুকালাদির স্বরূপতা দর্শন করাইয়া এই ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে শুদ্ধ জীবন্মুক্ততার সহিতপরমায়ুর দৃষ্টান্তে হেয়োপাদেয়ত্ব বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ততায় যে সুখ সতত উৎপন্ন হয়, সে সুখ সুচিরস্থায়ী, আত্ম প্রসন্নতা জনক, সেই জীবন্মুক্তান্বেষণ না করিয়া হতপ্রজ্ঞ জীব, সুখ বোধে অসার কার্য্যান্বেষণা করিয়া কেবল চিরকাল আত্ম পরমায়ুর স্থিরতা করিবার বাঞ্ছা করে, কিন্তু ঐ আয়ু মরণের আধার, নিত্য ক্লেশ দায়ক, অর্থাৎ রোগাদিদ্বারা নিত্য ব্যাকুলিত করিয়া রাখে, অতএব অতি তুচ্ছ, তাহাতে কোন গুণ নাই, কেবল খেদের নিমিত্ত, তত্তুল্য তুচ্ছ বস্তু অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর বস্তু জগতে আর নাই ॥ ২৩ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরাম বিশ্বামিত্র সংবাদে পরমায়ু নিন্দা নামে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১৪ ॥

—oo—

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।

পঞ্চদশ সর্গে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র সংবাদে সমস্ত অনর্থের মূল, ও স্তম্ভতা, তন্নিন্দা, এবং মমতা মূল যে অহঙ্কার, তাহারও পরি নিন্দা করিতেছেন, তাহাই এই সুখবন্ধ শ্লোকে টীকার বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে অহঙ্কারের সুখ হেতুতা নাই, বরং সর্ব্ব দোষাকর অনর্থের মূল অভিমান, ইহাই বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(মুধৈবেত্যাদি) ।

শ্রীরামউবাচ।

মুধৈবাভ্যুত্থিতোমোহান্মুধৈব পরিবর্দ্ধতে।
মিথ্যাময়েন ভীতোস্মিদুরহঙ্কারশক্রণা ॥ ১ ॥

সর্ব্বানর্থসমারম্ভমূলস্তম্ভো ত্রনিন্দ্যতে। সমতাব্রততেমূর্লমহঙ্কারে বিশেষতঃ। এবমহঙ্কারস্যাপিনসুখহেতুতা প্রত্যুতসর্ব্বদোষাণামভিমান মূলত্বাদনর্থত্বমেবেতিবিস্তরেণদর্শয়তি মুধৈবেত্যাদিনামোহাদজ্ঞানান্নিমিত্তান্মুধাব্যর্থমেবাহংকারোভ্যুত্থিতঃ ব্যর্থমেবচপরিতোবর্দ্ধতেনততঃ পুরুষার্থোস্তীত্যর্থঃ, তস্যোপাদানমপিমোহত্রবেতি দর্শয়তিমিথ্যাময়েনেতি আময়েনেতিবাচ্ছেদঃ অহংকারাখ্যেনশক্রণাসতেন শীলেন-রোগেণেতিতদার্থঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! নিরর্থ মোহ বশতঃ ব্যর্থ অহঙ্কারের উত্থান হয়, ব্যর্থ কার্য্যে অন্বিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাতে বড় পুরুষার্থ আছে এই অজ্ঞানতাই তাহার আধার, ঐ মিথ্যাভিমান আময় অর্থাৎ রোগ বিশেষ, অতএব সেই অহংকারাখ্য শক্র হইতে আমি অতিশয় ভীত হইতেছি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—মোহ, অজ্ঞান, তন্মূলক অহঙ্কার, অর্থাৎ অভিমানবশে জীবের নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটে, অহংসুখী, অহংমানী, ধনী, জ্ঞানী, রাজরাজেশ্বর, আমার

তুল্য কে আছে, এই মাত্র অভিমানের আকার, ইহাই অনর্থের মূল, ইহাই মহান রোগ রূপ অজেয় শত্রু ইহাকে আমি বড় ভয় করি॥ ১ ॥

অনন্তর অহঙ্কারোদ্ভব দুঃখ সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা—(অহঙ্কারেতি)।

অহঙ্কারবশাদেব দোষকোষকদর্থতাং।
দদাতিদীনদীনানাং সংসারোবিবিধাকৃতিঃ॥ ২॥

বিবিধাঃসাধ্যসাধনফলপ্রবৃত্তিলক্ষণাঃ আকারাযস্যতথাবিধঃ সংসারঃ অনাদি-কালমারভ্যজন্মমরণনরকাদ্যত্যন্তং তদ্দুঃখপরং পরানুভূয়াপিপুনঃ পুনস্তদ্ধেতুনসুখং লবানায়াস সহস্রৈরপিলিপ্সমানত্বাদ্দীনেভ্যোপিদীনানাং বিষয়লম্পটানাং রাগদ্বেষ দুর্বাসনাদিদোষ লক্ষণেষুকোশগৃহেষু সদ্ব্যবহারানুপয়োগাৎকদর্থতাং কুৎসিতধন-ভাবং দদাতিসংপাদয়তিযস্তদহং কারবশাদেবেত্যর্থঃ ।২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! অহঙ্কার প্রযুক্ত বিবিধাকার বিশিষ্ট সংসার দোষ স্বরূপ সকল অনর্থকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দীন হইতেও দীন জীব সকলকে কুৎসিতার্থ প্রদান করিয়া থাকে॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—সাধ্য সাধন ফল প্রবৃত্তি লক্ষণ বিবিধাকার যে অহঙ্কারের হয়, এতদ্দোষ বিশিষ্ট সংসার, অনাদি কালাবধি জন্ম, মরণ, নরকাদি অত্যন্ত দুঃখ পরম্পরানুভব পুনঃ পুনঃ হইতেছে, তজ্জন্য অনায়াস লভ্য সহস্র সহস্র কর্ম্ম দ্বারা সুখেচ্ছু হইয়া জীবেরা ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সেই হেতু দীন হইতে ও দীনতর বিষয় লম্পটদিগের সুখলেশ মাত্র হয় না। কেবল রাগদ্বেষ দুর্ব্বাসনাদি দোষ লক্ষণ গৃহ কোশে অর্থাৎ হৃদয়াগারে অনুদিন অসদ্ব্যবহারোপযোগি ধন স্বরূপ কুৎসিত স্বভাব মাত্র প্রদত্ত হইতেছে, এতদ্দোষ সম্পাদক অহঙ্কার হয় অর্থাৎ অহঙ্কার বশেই এই কদর্থতা সম্পাদিত হইয়া থাকে॥ ২ ॥

অহঙ্কারকে রোগ স্বরূপ জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা—(অহঙ্কার বশাদিতি)।

অহঙ্কারবশাদাপদহঙ্কারদুরাধয়ঃ।
অহঙ্কারবশাদীহাত্বহঙ্কারোমমাময়ঃ॥ ৩॥

তৎফলমেবাদিকপ্রদর্শনেন প্রপঞ্চয়তিঅহঙ্কারবশাদিতি আপৎশারীরদুঃখং আধয়োমানসদুঃখানি। ঈহারাগদ্বেষচেষ্টাবামমআময়োরোগঃ মমাময়ইতিপাঠে পিন্নুষ্ট্বেকদেশোমনসআময়ঃ মনোবিকারইতিবার্থঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! অহঙ্কার বশতঃ শরীরের ক্লেশ, ও মনের ক্লেশ,নানাপ্রকার দুষ্টবাসনা, অর্থাৎ রাগাদি দুষ্ট চেষ্টার উদয় হয়, এবং যে অহঙ্কার হইতে ইত্যাদি সমস্ত প্রকার আপদের উত্থান হয়, সেই অহঙ্কারকে আমার রোগ বলিয়া জ্ঞান জন্মিতেছে॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অহঙ্কার শব্দে অভিমান, সকল রোগ হইতে শ্রেষ্ঠরোগ হয়, যেহেতু জরারূপ হরণ করে, আশা ধৈর্য্যপহারিণী হয়, লোভ শ্রীকে হরণ করে এবং মানের নাশক হয়,ক্ষুধা বল নাশিনী,মৃত্যু প্রাণাপহারক হয়,কিন্তু এক অভিমান ইহার সকলেরই অপহারক হয়, অতএব অভিমানকে বিষম বিষবৎ রোগ বলিয়া আমার শঙ্কা হইয়াছে॥ ৩ ॥

অহঙ্কার বিদ্বেষ ভাবে শ্রীরাম ঋষিকে কহিতেছেন, যেমন রোগাতুর ব্যক্তির পান ভোজনাদির অভাব হয়, আমার তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(তমহঙ্কারমিতি)।

তমহঙ্কারমাশ্রিত্যপরমং চিরবৈরিণং।
ন ভুজেনপিবাম্যম্ভঃ কিমুভোগান্ভুজে মুনে॥ ৪ ॥

ভুজেভুঙ্ক্তেবিকরণলোপঃ ছান্দসঃ স্তুঞ্জেইতিবাপাঠঃ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! চিরবৈরি অহঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ রোগবৎ চিরকালের পরম শত্রু অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, আমি ক্ষুধায় ভোজন, কি পিপাসায় জলপানও করি না, ইহাতে অন্য ভোগোপভোগ আর কি করিব?॥ ৪ ॥

অনন্তর সংক্ষেপতঃ কিরাত অর্থাৎ ব্যাধের সহিত অহঙ্কারের মায়ার স্বভাব বর্ণন করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংসারেতি)।

সংসাররজনীদীর্ঘামায়ামনসিমোহিনী।
তদহঙ্কারদোষেণ কিরাতেনেব বাগুরা॥ ৫ ॥

সংসারলক্ষণতমিস্রায়াং দীর্ঘাআয়তাবাগুরামৃগবন্ধনী॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! যামিনীযোগে কিরাত অর্থাৎ ব্যাধগণেরা যেমন জাল বিস্তার করতঃ মুগ্ধ মৃগাদিকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ অহঙ্কারও সংসারস্বরূপ রজনীতে জীবের হৃদয়ে মনোমোহিনী মায়াজাল বিস্তার করিয়া একান্ত মুগ্ধ প্রায় মানবগণকে আবদ্ধ করিতেছে॥ ৫ ॥

অনন্তর অহঙ্কার হইতে যেরূপ আপদ সকল উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া কহিতেছেন। যথা—(যানীতি)।

যানিদুঃখানি দীর্ঘানি বিষমানি মহান্তি চ।
অহঙ্কারাৎ প্রসূতানিতান্যগাৎ খদিরাইব॥ ৬॥

বিষমানিগুরুতরাণি অগাৎপর্ব্বতাৎ খদিরাবৃক্ষবিশেষঃ॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিক! যেমন পর্ব্বতাদি স্থাবর হইতে কষ্টদায়ক কণ্টকী খদির বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অহঙ্কার হইতে দীর্ঘতম, অতি বিষম, মহাকষ্ট দায়ক দুঃখ সকল উৎপন্ন হইতেছে॥ ৬ ॥

অনন্তর সদুপঘাতক অহঙ্কারের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(শমেন্দুরিতি)।

শমেন্দুসৈংহিকেয়াখ্য গুণপদ্মহিমাশনিং।
সাম্যমেঘশরৎকাল মহঙ্কারং ত্যজাম্যহং॥ ৭॥

সৈংহিকেয়ঃরাহুঃ হিমাশনিরিবেত্যুপসিতসমাসঃ সাম্যং সমদর্শিতাসএবসর্ব্বভূতেষু দয়াবর্ত্তিত্বাত্মেষা॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! যে অহঙ্কার অতি তেজস্বী, শমরূপ চন্দ্রের প্রতিরাহু স্বরূপ, গুণরূপ পদ্মের প্রতি চন্দ্র স্বরূপ, সমতারূপ মেঘের প্রতি শরৎকাল স্বরূপ, সেই অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—এই অহঙ্কার অর্থাৎ অভিমান, অতি অনুপকারী, জগদানন্দন শশধর মর্দ্দন রাহু যেমন কষ্টদায়ক, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অন্তরে কষ্টদায়ক

হয়, অর্থাৎ অভিমানের উদয়ে জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষা পায় না. মনুষ্যের সহস্র গুণের অপহারক অহঙ্কার, যেমন চন্দ্রোদয়ে পদ্মের প্রসন্নতা দূরীকৃত হয়, শরৎকাল যেমন মেঘকে সর্ব্বত্রে বর্ষণ করিতে দেয় না, সেইরূপ অহঙ্কার ও মনুষ্যকে সমতাভাবের অন্তর করিয়া রাখে ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীরাম অহিংসা ধর্ম্মে অবস্থিতি করণাশয়ে জিনদিগের দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নাহমিতি)।

নাহং রামোনমেবাঞ্ছা ভাবেষুনচমে মনঃ।
শান্ত আসিতুমিচ্ছামি স্বাত্মনীবজিনো যথা ॥ ৮ ॥

অহঙ্কার ত্যাগেদেহাভিমানমমতাদয়ঃ স্বয়মেবসাম্যতীতিদর্শয়তি নাহমিতি শান্তোনিবৈরঃ স্বাত্মনীবআত্মৌপম্যেন সর্ব্বভূতানিপশ্যন্নিত্যর্থঃ জিনঃ বুদ্ধঃ সযথা- অহিংসাপরস্তদ্বৎনির্দ্দোষাপিগুণোগ্রাহ্যইতি যেনজিনোদাহরণং জিনইতিবা- পাঠঃ ॥ ৮ ।

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! আমি রাম নহি, আমার কিছুতেই বাঞ্ছা নাই, কোন ভাবে কিছুতে আমার মন নাই, জৈনেরা যেমন হিংসাদিভাব রহিত হইয়া গৃহে থাকিয়া কাল যাপনা করিতেছে, আমিও সেইরূপ হিংসা বর্জ্জিত শুদ্ধ শান্তভাবে গৃহে অবস্থান করিতে বাসনা করি ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—রামের অভিপ্রায় এই যে আমি রামরাজা এ অভিমান শূন্য হইয়া জনানিষ্ট পরাংমুখে হিংসা পৈশুন্য ভাব রহিত নিশ্চল হইয়া কালযাপনা করাই শ্রেষ্ঠকল্প হয় ॥ ৮ ॥

অনন্তর অহঙ্কারযুক্ত কর্ম্মমাত্রই বিফল ইহা জানাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার কহিতেছেন, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অহঙ্কারবশাদিতি)।

অহঙ্কারবশাদ্যদ্যন্ময়াভুক্তং হুতং কৃতং।
সর্ব্বং তত্তদবস্ত্বেববস্ত্বহঙ্কার রিক্ততা ॥ ৯ ॥

অবস্তুতুচ্ছমসারংবা ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! অহঙ্কার বশে আমি যে যে দ্রব্য ভোজন করিয়াছি, কি ভোজন করাইয়াছি, বা দেবোদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছি, সে সমস্তই অবস্তু অর্থাৎ

বিফল হইয়াছে, এক্ষণে অহঙ্কার শূন্যতাকেই আমি বস্তু বলিয়া, মান্য করিতেছি জানিবেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর অভিমান থাকিলেই দুঃখে সুখ সমান জ্ঞান হয়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অহমিতি)।

অহমিত্যস্তিচেদ্ব্রহ্মন্নহমাপদিদুঃখিতঃ।
নাস্তিচেৎ সুখিতস্তস্মাদনহঙ্কারিতাবরং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! অহংবুদ্ধি যে পর্য্যন্ত থাকিবে সেই পর্য্যন্তই আপদুঃখিত হইলে আমি মহা দুঃখিত হইব, সেই অহংবুদ্ধির অন্তর হইলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধি যখন না থাকিবে, তখন বিপদেও আমি সুখী হইব, এইহেতু বিবেচনা করিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে অহঙ্কার পরিত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ কল্প হয় ॥

অনন্তর অহঙ্কার মূলক ভোগের শান্তিতে নিরুদ্বেগ হওয়া যায় তদর্থে বিশ্বামিত্রকে শ্রীরাম কহিতেছেন। যথা—(অহঙ্কারমিতি)।

অহঙ্কারং পরিত্যজ্যমুনেশান্তমনস্তয়া।
অবতিষ্ঠেগতোদ্বেগো ভোগৌঘোভঙ্গুরাস্পদঃ ॥ ১১ ॥

উদ্বেগানামশান্তমনোমূলত্বাৎ শান্ত্যাগতোদ্বেগঃ। নম্নুভোগসম্পত্তিরিবকুতোন তথাস্যাৎ তত্রাহভোগৌঘইতিভঙ্গুরোদেহেন্দ্রিয়বিষয়াদ্যধীনঃ তথাচতত্তদেকৈক ভঙ্গেপুদ্বেগপ্রসক্তিদুর্ব্বারেতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! অভিমান থাকিলেই ভোগস্পৃহা হয়, ভোগ থাকিলেই মন অশান্ত হয়, অশান্তমনা হইলেই নানাপ্রকার উদ্বেগ জন্মে, যেহেতু অহঙ্কারই এ সকলের মূল। অতএব আমি অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণভঙ্গুর ভোগ ত্যাগ করিয়া মনের শান্তি বিধান করতঃ সম্যকরূপ উদ্বেগ শূন্য হইয়া রহিয়াছি ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—ভোগ থাকিলেই মনুষ্যের নানা উৎপাত ঘটনার সম্ভাবনা, তাহাতে সুখ দুঃখানুভব হয়, যাবৎ সুখ ভোগে চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, তাবৎ মনের শান্তি হয় না, অর্থাৎ সুখ দুঃখানুভব করা মনের ধর্ম্ম, মনে বৈরাগ্যের উদয় যদবধি না হইবে, তদবধি আত্মাভিমান, ভোগ, উদ্বেগ, দ্বেষ, পৈশুন্য, লোভ

কাম, ক্রোধাদি সকলই থাকে, বিবেচনা করিলে এতদ্বৈরাগ্য বিষয় মাত্রই ক্ষণভঙ্গুর ত্যাগ করিলে করা যায়, ফলিতার্থ না করিলেও চিরসুখ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই বিচার করিয়া আমি স্বহৃদয়ে বৈরাগ্য আনয়ন করতঃ সকল পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে অখণ্ড সুখলাভেচ্ছু হইয়াছি॥ ১১ ॥

অনন্তর শ্রীরাম অহঙ্কারের সহিত মেঘের উপমা দিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ব্রহ্মন্নিতি)।

ব্রহ্মন্যাবদহঙ্কারবারিদঃ পরিজৃম্ভতে।
তাবদ্বিকাশমায়াতি তৃষ্ণাকুটজমঞ্জরী॥ ১২ ॥

* অহঙ্কারঃ বিবেকজ্যোতির্গণতিরোধায়কত্বাদ্বারিদঃ পরিতোজৃম্ভতেগাত্রাণি বিস্তারয়তি॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যাবৎ অহঙ্কার স্বরূপ মেঘ হৃদয়াকাশে সমুদিত থাকে, তাবৎ তৃষ্ণারূপা কুরচী বৃক্ষের মঞ্জরী বিকাশ হয়॥ ১২ ॥

অনন্তর মেঘ বিদ্যুতের উপলক্ষে অহঙ্কার যুক্তমনের দৃষ্টান্ত দিয়া কহিতেছেন। যথা—(অহঙ্কারেতি)।

অহঙ্কারঘনেশান্তে তৃষ্ণানবতড়িল্লতা।
শান্তদীপশিখাবৃত্ত্যাক্কাপি যাত্যতিসত্বরং॥ ১৩ ॥

আরক্তিরত্রতুল্যশীলতা॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! যখন ঐ অহঙ্কার মেঘ সংপূর্ণ উদিত থাকে, তখন বিদ্যুৎস্বরূপ বিষয় তৃষ্ণাও সংপূর্ণ প্রকাশ পায়। যখন ঐ অহঙ্কার মেঘের মার্জ্জন হয়, তখন নির্ব্বাপিত দীপশিখার ন্যায় তৃষ্ণারূপা বিদ্যুল্লতা অতিসত্বর অন্তর্দ্ধতা হইয়া যায়॥ ১৩ ॥

অনন্তর মেঘ মত্তহস্তীর গর্জ্জনোপলক্ষে অহঙ্কারযুক্ত মনের দৃষ্টান্ত দিয়া কহিতেছেন। যথা।—(অহঙ্কারেতি)।

অহঙ্কারমহাবিন্ধ্যে মনোমত্তমহাগজঃ।
বিস্ফূর্জ্জতিঘনাস্ফোটৈঃ স্তনিতৈরিব বারিদঃ॥ ১৪ ॥

স্তব্ধত্বদুর্বিলাসত্বাভ্যাং বিন্ধ্যসাম্যং বিস্ফূর্জ্জতিগর্জ্জতি ঘনৈরাস্ফোটৈর্যুদ্ধোৎসাহৈঃ ঘনানাং নিবিড়শীলাদীনামাস্ফোটনধ্বনির্ব্বা॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! অহঙ্কার স্বরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বতে মনঃস্বরূপ গর্জ্জিত মত্তহস্তী যেইরূপ পরিশোভিত হয়, যদ্রূপ, মেঘোপরি পরিশোভিত ইন্দ্রাশনির গর্জ্জনে ঘনাবলি পরিদীপ্তি পায়॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—যুদ্ধোৎসাহি মত্তহস্তীর আস্ফোটের ন্যায় অহঙ্কারী সুখলিপ্সু মন অভিমান মদে মত্ত হইলে পরজিগীষায় জনসকল মহত্তর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে, ইহা কেবল অহঙ্কারের গুণ জানিবেন॥ ১৪ ॥

এবং অহঙ্কারের সহিত মত্তমাতঙ্গারির দৃষ্টান্তে রঘুনাথ ঋষিবরকে বিশেষ করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ইহদেহেতি)।

ইহদেহমহারণ্যে ঘনাহঙ্কার কেশরী।
যোয়মঞ্চতিসস্ফার স্তেনেদং জগদাততং॥ ১৫ ॥

স্ফারাস্তৈর্গর্বহেতুভিরুপচিতঃ জগদাততং সুকৃতদুষ্কৃতাদিবীজোপচয়ৈর্বিস্তারিতং সহীদং মন্ত্রং ধিয়াধিয়াজনয়তেকর্ম্মভিরিতিশ্রুতেরিতিভাবঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! জীবের এই দেহ মহাবনস্বরূপ হয়, তাহাতে গাঢ়রূপ অহঙ্কার মত্ত-কেশরীর ন্যায় নিরন্তর সগর্ব্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, বৈরাগ্য বহির্মুখে ঐ অহঙ্কারই এই জগৎ বিস্তারক হয়॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবান সিসৃক্ষু বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাকৃতিক গুণ বিশিষ্ট অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন, সেই অহঙ্কার হইতেই এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, অহঙ্কারের অবসানে সৃষ্টি ক্রিয়ারও অবসান হয়, সুতরাং জন্মমরণ ভীরু ব্যক্তি তন্ময়তা প্রাপ্তীচ্ছায় নিরহঙ্কারি হইবার জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন॥ ১৫ ॥

অনন্তর মাল্য লম্পট দৃষ্টান্তে অহঙ্কার ও জন্মজন্মের উপমাদিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তুকাগস্ত্রিতি)।

তৃষ্ণাতন্তুলব প্রোতাবহুজন্ম পরংপরা।
অহঙ্কারোগ্রখিঙ্গেন কণ্ঠমুক্তাবলীকৃতা॥ ১৬॥

লবএকদেশঃ জন্মপরং পরাদেহপরম্পরাখিঙ্গোবিটঃ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! যদ্রূপ লম্পট পুরুষেরা আত্মবেশভূষণজন্য সূত্রগ্রথিত মুক্তামালা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অহঙ্কারস্বরূপ ঘোরলম্পট, জন্মজন্ম রূপ মুক্তাকে আশাসূত্রে সংগ্রথিত করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিতেছে॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—অহঙ্কারের এই স্বভাব যে তদ্বশে অবস্থিত ব্যক্তির আশার শান্তি নাই, আশাপাশ যন্ত্রিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জনন মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, একারণ, তাহাকে কণ্ঠদেশ ভূষণ মুক্তামাল্য স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন॥ ১৬॥

অনন্তর অহঙ্কার রিপুর পরিবারাদি অভিচার দ্বারা ক্লেশদায়ক হয়, তদর্থে শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(পুত্রমিত্রেত্যাদি)।

পুত্রমিত্রকলত্রাদি তন্ত্রমন্ত্রবিবর্জ্জিতং।
প্রসারিত মনেনেহ মুনেঽহঙ্কারবৈরিণা॥ ১৭॥

পুত্রমিত্রাদিরূপং তন্ত্রমন্ত্রবিবর্জ্জিতং \ বশীকরণোন্মাদাদিসাধন মিতিশেষঃ। লৌকিকয়োক্তিকোপায়ঃ তন্ত্রং॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! এই অহঙ্কার প্রবল শত্রুরূপ হয়, তদ্দ্বারা অভিচার দেবতারূপ পুত্র মিত্র কলত্রাদিরা তন্ত্রমন্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া মনুজবর্গকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—যেমন কোন শত্রু কোন লোকের প্রতি অভিচার কৃত্যাকে বিস্তারিতা করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করে, অর্থাৎ মারণ, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, স্তম্ভন, বশীকরণাদি ষট্‌কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কৃত্যা অর্থাৎ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রকাশিত করিয়া তদ্দ্বারা অহিত সাধন করে, সেইরূপ অভিমান শত্রু সংসাররূপ অভিচার, দারা পুত্র মিত্রাদিরূপ ষট্‌কর্ম্ম দেবতাদ্বারা, মন্ত্রতন্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া, কখন বশীকরণ, কখন স্তম্ভন, কখন বিদ্বেষণ, কখন উচ্চাটন, কখন মারণাদিক্রিয়া পর-

স্পরা যথা সম্ভব যন্ত্রণাজালে আবদ্ধ করিয়া প্রতারণা করিয়া থাকে, এমন অভি-মানের সহিত সৌহার্দ্দ কি ?।' ১৭ ॥

অতঃপর অভিমান শান্তিতেই সকল উৎপাতের শান্তি হয়, তদর্থে রঘুনাথ ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা।—(প্রমার্জ্জিত ইতি)।

প্রমার্জ্জিতেহমিত্যস্মিন্ পদে স্বয়ংমপিদ্রুতং।
প্রমার্জ্জিতাভবন্ত্যেত সর্ব্বএবত্তুরাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

প্রমার্জ্জিতেমূলোচ্ছেদেননিরস্তে ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! এই প্রবল পরাক্রমি অহঙ্কারের প্রমার্জ্জন হইলে অর্থাৎ অভিমান নিরস্ত হইলে, সমস্ত আধি ও সমস্ত ব্যাধি, ও সমস্ত দুরন্ত আগন্তুক মনঃ পীড়াদিরা অতি সত্বর আপনিই নিরস্ত হইয়া যায়। অতএব অভিমানকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥

অনন্তর নভোমণ্ডলে কুজ্ঝটিকার দৃষ্টান্তে, মনের সহিত মহামোহের বিশেষ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, রঘুবর ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অহমিতীতি)।

অহমিত্যম্বু দেশান্তে শনৈশ্চশমশাতিনী।
মনোগগণসংমোহমিহিকাক্বাপিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

অহঙ্কারোচ্ছেদস্যমন্দাধিকারিণাং চিরসাধনাভ্যাসপ্রবোধসাধ্যত্বাচ্ছনৈরিত্যুক্তং মুখ্যাধিকারিণামপীতিশ সমুচ্চয়ায়চকারঃ শমশাতনী শান্তিনিকৃন্তনীমনোগগ-নস্থমোহমিহিকামহাভ্রান্তিনীহারপটলী ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! যেমন অকাল জলদোদয়ে কুজ্ঝটী আসিয়া গগণমণ্ডলকে সমাচ্ছাদিত করে, পরে মেঘাপনয়ে ঐ কুহেলিকা অন্তর হইয়া যায়, সেইরূপ অহঙ্কার রূপ মেঘে শান্তিবিচ্ছেদকারিণী মোহরূপা কুহেলিকা, মানস গগণে সমুদিত হইয়া অন্ধীভূত করে, যখন ঐ অহঙ্কার রূপ মেঘের অপনয়নে মানস

নির্ম্মল হইতে থাকে, তখন ঐ মোহ কুজ্ঝটিকা কোথায় পলায়ন করে তাহার আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না, অতএব অহঙ্কারকেই শান্ত করা উচিত ইত্যভিপ্রায়॥ ১৯ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিনয় সহকারে বিশ্বামিত্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নিরহঙ্কারেতি)।

নিরহঙ্কার বৃত্তের্মেমৌর্খ্যাচ্ছোকেন মুহ্যতি।
যৎকিঞ্চিদুচিতং ব্রহ্মং স্তদাখ্যাত মিহার্হসি॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ

হে মহর্ষে! হে পরিশুদ্ধাত্মন্! আমি অহঙ্কার শূন্য হইয়াও মূর্খতা প্রযুক্ত পুনঃ শোকে বিমুগ্ধ হইতেছি, ইহাতে যাহা উচিত কর্ত্তব্য, হে ব্রহ্মন্! আপনি তাহা যথাখ্যান পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ করিতে যোগ্য হউন॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরাম এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, যে মনুষ্যমাত্রেই এই অবস্থায় আছে, অর্থাৎ নিরহঙ্কার হইলেও শোকাদিতে মূর্চ্ছিত থাকে, তাহার কারণ কি? সেই শোকাদি কোথা হইতে আগত হয়, ইহার নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না, ইহা আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া কহেন॥ ২০ ॥

অনন্তর শ্রীরাম অহঙ্কারাশ্রয় ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান জনক উপদেশ গ্রহণার্থে ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সর্ব্বাপদামিতি)।

সর্ব্বাপদাং নিলয়মধ্রুব মন্তরস্থ
মুন্মুক্ত মুত্তমগুণেননসংশ্রয়ামি।
যত্নাদহঙ্কৃতিপদং পরিতোতিদুঃখং
শেষেণমাং সমনুশাধি মহানুভবাঃ॥ ২১ ॥

ইত্যহঙ্কারজুগুপ্সানাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫ ॥

এবমহঙ্কারং তৎপ্রযুক্তানর্থং তদুচ্ছেদফলং চোপবর্ণ্যস্বস্যতত্ত্যাগ প্রযুক্তাং শ্রবণাধিকারসম্পত্তিং বদন্নুপদেশং প্রার্থয়তে সর্ব্বাপদামিতিঅন্তরস্থং হৃদয়স্থং উত্তমগুণেনশান্ত্যাদিনোম্মুক্তং অহঙ্কৃতিরূপং পদং লক্ষ্মলাঞ্ছনমিত্যর্থঃপদং ব্যবসি-

তত্রাণস্থানলক্ষ্ম্যাধিবন্ধুর্ধিত্যমরঃ যত্নাৎবিবেকাদার্ঢ্যাৎ শেষেণাবশিষ্টেনসংপাদ্যেন সহসমস্তুশাধুপদিশ আত্মতত্ত্বমিতিশেষঃ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে
পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! সম্যক্ প্রকার আপদের আকর, অতি নশ্বর, কেবল মনুষ্যবর্গের অন্তরে অবস্থান করে, শান্ত্যাদি গুণ বর্জ্জিত, এবং সর্ব্বতঃ প্রকারে দুঃখোৎপাদক হয়, এমত অহঙ্কারকে আমি যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করি, কখন ইহাকে আমি আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করি না, এক্ষণে যাহাতে সংসার বন্ধনে পরিযুক্ত হইতে পারি, উপায় দ্বারা সেই আত্মতত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন্॥ ২১ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরাম বিবেকো নামে
পঞ্চদশঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

ষোড়শ সর্গে কামাদি চিন্তায় বিস্তর দোষোৎপত্তি আছে, ইহা শ্রীরাম কর্তৃক অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, মুখবন্ধ শ্লোকে সমস্ত সর্গের ফল টীকাকার বর্ণন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সাধু সেবা পরাংমুখে অন্য বিষয় চিন্তার যে দোষ তাহাই ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(দোষৈরিতি)।

শ্রীরাম উবাচ।

দোষৈর্জর্জরতাং যাতি সৎ কার্য্যাদার্য্যসেবনাৎ।
বাতান্তঃ পিচ্ছলববচ্চেতঃ শ্চলতিচঞ্চলং॥ ১॥

ইহচিন্তনতোদোষাবিস্তরেণোপপত্তিভিঃ। রামেণসং প্রকাশ্যন্তেদৃষ্টান্তৈশ্চাপি-ভূরিভিঃ। অহঙ্কারাচ্চিত্তমনসোরপিনসুখহেতুতাকিন্তু দুঃখহেতুতৈবেত্যাহদোষৈরি ত্যাদিনাল্লাপীয়শ্চমহৎসেবা দ্বারমাহুর্বিমুক্তেরিতিবচনাৎ মুমুক্ষুভিরবশ্যং কর্ত্তব্যমার্য্যাসেবনং বিহায়েত্যর্থঃ। দোষৈঃকামাদিভিঃ জর্জরতাং শৈথিল্যং পুরুষার্থ সাধনাপটুত্বমিতি যাবৎবাতান্তর্বায়ুপ্রবাহমধ্যে পিচ্ছলববৎ বর্হাগ্রবৎ চলতিযতঃ চঞ্চলং চপলস্বভাবমিত্যর্থঃ মনসোপিপ্রাণকতাধীনং চলনমিতিবক্ষ্যতি॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! সাধুদিগের সেবাদি সৎকার্য্যের পরিত্যাগ করিয়া কামাদি পরিচিন্তন দোষে চিত্ত জর্জ্জরীভূত হয়। এবং প্রচলিত বায়ুবেগ মধ্যস্থিত ময়ূর পিচ্ছাগ্র যদ্রূপ চঞ্চল, তদ্রূপ চিত্ত নিয়ত চঞ্চল থাকে॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—অহঙ্কার বশে চিত্ত মনের সুখ হেতুতা নাই, অর্থাৎ আত্মাভি-মানী সুখ হেতু বোধেই অভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সুখানুভব কেবল দুঃখের নিমিত্ত হয়। কামাদি বিষয় চিন্তাপেক্ষা মহৎসেবা মহানসুখপ্রদ ও বিমুক্তির কারণ,

অতএব অখণ্ড সুখলোভি মুমুক্ষুদিগের সাধুসেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ বিনা পরিশুদ্ধ সুখলাভ কখনই হইতে পারে না, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদি অহঙ্কার পরিবারের বশে থাকিলে নিরন্তর চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত চিত্তজর্জ্জরী ভূত হয়, অর্থাৎ চিত্ত শৈথিল্য জন্য পুরুষার্থ সাধনে অপটুতা জন্মে, কেননা, কামাদি প্রবাহ বায়ুর মধ্যে ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগ ন্যায় চিত্ত নিয়ত দোলায়মান হয়, সুতরাং তত্তদ্দোষে চপল স্বভাব হয়, যেহেতু মনও প্রাণবায়ুর অধীন, প্রাণ বৈক্লব্যে চিত্তেরও বিকলতা জন্মিয়া থাকে ॥ ১০॥

অনন্তর কামাদি পূর্ত্তিহেতু কুক্কুরের সহিত জীবের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম মহর্ষিকে কহিতেছেন। যথা।—(ইতশ্চেতশ্চেতি)

ইতশ্চেতশ্চসুব্যগ্রং ব্যর্থমেবাভিধাবতি।
দূরাদ্দূরতরং দীনো গ্রামেকৌলেয়কোযথা ॥ ২ ॥

তদেবদৃষ্টান্তং দর্শয়তিইতশ্চেতিযুক্তাযুক্ত বিমর্শমন্তরেণেত্যর্থঃ। সুব্যগ্রম ভিব্যাকুলংক্কাপিস্বপূর্ত্তিহেতুলাভাদ্দীনং কৌলেয়ঃ সারমেয়ঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! গ্রামবাসি কুক্কুরগণ যেমন স্বদেহ ও স্বোদর পরিপূর্ণার্থ নিরন্তর ব্যর্থ চেষ্টা[illegible]র হইতে দূরতরে গমনাগমন করিয়া ব্যাকুলিত হয়, এবং আপনা হইতে হীনকে দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামাদিতে আসক্ত জীব সর্ব্বদা ব্যগ্রভাবে অস্থিরতায় থাকে এবং ধনাদিহীন ব্যক্তির প্রতিও আক্রোশ করিয়া ধাবমান হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অহঙ্কারিগণ সর্ব্বদাই আশাপাশে বদ্ধিত থাকে, তদর্থে করণ্ডিকা অর্থাৎ চুবড়িতে জল পূরণের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অপ্রাপ্নোতীতি)।

ন প্রাপ্নোতিকচিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তৈরপি মহাধনৈঃ।
নান্তঃসংপূর্ণতা মেতিকরণ্ডকইবাম্বুভিঃ ॥ ৩ ॥

বংশবেত্রাদি শলাকারচিতবস্ত্রাদ্যাধানপাত্রবিশেষঃ করণ্ডকঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! অভিমানি জনে ধনাশাপরতা প্রযুক্ত নানাস্থানে নানাচেষ্টা করে, কিন্তু কখন কোথাও কিছু ধনলাভ করে, কোথাওবা কিছুই পায় না, কোথাও বা প্রভূতরূপে ধন লাভ করে, কিন্তু কিছুতেই তাহার অন্তঃকরণের আশা পরিপূর্ণ হয় না, অর্থাৎ আশার শান্তি নাই, যত লাভ হউক্ না কেন ততই আশার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, যেমন সচ্ছিদ্র চুবড়িতে জল পূরণ করিয়া তাহাকে পূরণ করিতে পারা যায় না ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অভিমানের যেমন আয়, ব্যয়ও তাদৃক হয়, অর্থাৎ যেমন আয়াসে ধন উপার্জ্জন হয়, তেমনি অপকার্য্যও আত্মস ভ্রম রক্ষার্থ সদসৎকার্য্যাদিতে অনায়াসে ব্যয় হওয়া যায়; স্বতরাং তদর্থে ব্যগ্র থাকাপ্রযুক্ত তাহার কোন কালেই আশার শান্তি নাই, নিয়ত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগেরও পরিসীমা থাকে না, অতএব বৈরাগ্যকেই সম্যক্ সুখের কারণ মান্য করি ॥ ৩ ॥

অনন্তর শ্রীরাম জালবদ্ধ মৃগের সহিত আশাপাশ যন্ত্রিত জীবের দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নিত্যমেবেতি)।

নিত্যমেবমুনেশূন্যং কদাশাবাগুরাবৃতং।
ন মনোনির্বৃতিং যাতিমৃগোযূথাদিবচ্যুতঃ॥ ৪ ॥

শূন্যং ততোবিষয়তশ্চস্বজাতীয়ানাং সমূহোযূথঃ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! স্বযূথচ্যুত মৃগ যেমন জালে বদ্ধ হইয়া বিমর্ষ থাকে, তদ্রূপ কুৎসিত বাসনা স্বরূপ জালে আবদ্ধ জীব নিরন্তর নিরানন্দ হয়, কদাপি মনঃসুখের আহত্তা হইতে পারে না। হে ঋষে! আমি ইহাই নিয়ত চিন্তা করিয়া কোনমতে সুখী হইতে পারিতেছি না॥ ৪॥

অনন্তর শ্রীরাম অভিমান কার্য্যের নিবারণে আত্ম অসাধ্যতা জানাইয়া ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তরঙ্গেতি)।

তরঙ্গতরলাংবৃত্তিং দধদানূন শীর্ণতাং।
পরিত্যজ্যক্ষণমাপ হৃদয়ে যাতিনর্স্থিতিং॥ ৫ ॥

স্থূলাবয়বানাং বিভাগআনূনতাসূক্ষ্মাণাংতুসঃ শীর্ণতাকর্ম্মধারয়েতি॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! আমার এই মন নদীতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল স্বভাব ধারণ করিয়াছে, অভিমানের কার্য্যের স্থূলতা অর্থাৎ প্রবলতা প্রযুক্ত আত্মশীর্ণতা পরিত্যাগ করতঃ একক্ষণও স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না, তাহার উপায় কি? ইতিভাব ॥ ৫ ॥

অনন্তর সমুদ্র মন্থনবৎ মনোবেগের দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিকে রাম এই কথা কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মনোমননেতি)।

মনোমনন বিক্ষুব্ধং দিশোদশ বিধাবতি।
মন্দরাহননোদ্ধূতং ক্ষীরার্ণব পয়োযথা ॥ ৬ ॥

মননৈর্বিষয়ানুসন্ধানৈরিবক্ষুব্ধং বিবিধক্ষোভং প্রাপ্তং ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকাত্মজ! ক্ষীর সমুদ্র মথনকালে মন্দরপর্ব্বতাহত ক্ষীর সমুদ্রের জল যেমন উচ্ছলিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বে ধাবন হইয়াছিল, তদ্রূপ বিষয়ানুসন্ধান রূপ মন্দরাঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া পয়োদধি স্বরূপ আমার মন দশদিকে ধাবমান হইতেছে। ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয়ানুরাগিচিত্ত তদনুপায় দণ্ডাহত অর্থাৎ সংকল্পাত্মক মন্দরাহত উচ্ছলিত প্রায় সর্ব্বত্র ধাবমান হইতেছে কোনমতে স্থির থাকিতে পারে না, সুতরাং অর্থানুসন্ধান জন্য নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হইয়া যাহারা পরিশ্রান্ত হয়, তাহার দিগের সুখ কোনকালেই নাই এই অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

অনন্তর অনিবার মনকেঅনিস্তার্য্য সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরাম ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্তহইয়াছে। যথা।—(কল্লোলেতি)।

কল্লোলকলিতাবর্ত্তং মায়ামকরমালিতং।
ননিরোদ্ধুং সমর্থোস্মিমনোময় মহার্ণবং ॥ ৭ ॥

কল্লোলসদৃশৈর্ভোগলাভোৎসাহৈঃ কলিতাবর্ত্তং সম্পাদিত মজ্জনানুকূলভ্রমণং মায়া পরবঞ্চনোপায়াস্তএবক্রূরত্বান্মকরাঃ। ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! মনোময় সমুদ্র, তাহাতে ভোগ লাভ উৎসাহাদিস্বরূপ কল্লোলদ্বারা ঘূর্ণায়মান, ঐ সমুদ্রের আবর্ত্ত মজ্জনানুকূল হয়, অর্থাৎ যাহাতে পতিত হইলে নিয়ত

ভ্রমণ করাইতে থাকে, মোহ স্বরূপ মকরমালাসমন্বিত, ইহাকে নিরোধ করিতে আমি কোনমতে সমর্থ হইতেছি না॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামচন্দ্র আপনাতে আরোপ করিয়া জনোপকারার্থে উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মমনকে সংযম করিতে কেহই সহসা সক্ষম হইতে পারে না, একারণ দুর্নিবার সমুদ্ররূপে বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ মনকে জয় করিতে না পারিয়া তদ্বশে গমন করিলে কেবল যন্ত্রণা মাত্রই ভোগ করিতে হয়। মনস্বরূপ মহাসমুদ্র, ভোগলাভ উৎসাহাদি তদুত্থিত তরঙ্গস্বরূপ আবর্ত্ত অর্থাৎ জলের ঘূরণি, তাহাতে নিপতিত জীব নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে, মায়াস্বরূপ মকরাদি হিংস্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ মনঃস্বরূপ মহাসমুদ্র, মায়াপদে কপট, পরবঞ্চনাদি উপায় সকল ক্রূরতর হিংস্র মকর কুম্ভীর হাঙ্গর তিমি তিমিঙ্গিল রাঘবাদিস্বরূপে পরিপূর্ণ, রহিয়াছে, ইহাতে মনোময় মহার্ণবকে উত্তীর্ণ হওয়া অতি কঠিনতর ব্যাপার, অতএব হে প্রভো! আমি তদনুপায়ে আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এরূপ ভয়ঙ্কর স্বভাব মনকে আমি কি রূপে নিরোধ করিতে পারি তাহার উপায় বলুন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৭॥

অনন্তর মনকে লুব্ধ মৃগরূপে, ভোগাদিকে দূর্ব্বাঙ্কুররূপে বর্ণন করিয়া ঋষিকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভোগদূর্ব্বাঙ্কুরেতে)॥

ভোগদূর্ব্বাঙ্কুরাকাঙ্ক্ষী শ্বভ্রপাতমচিন্তয়ন্।
মনোহরিণকোব্রহ্মন্ দূরং বিপরিধাবতি॥ ৮

শ্বভ্রপাতং নরকগর্ত্তপাতং॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ

হে ব্রহ্মন্! যদ্রূপ লুব্ধমৃগগণ দূর্ব্বাঙ্কুর ভোজনাভিলাষী হইয়া নিম্নস্থ গর্ত্তপাত প্রতি চিন্তা না করিয়া নিয়ত দূরে ধাবমান হয়। তদ্রূপ জীবের মনঃহরিণ স্বরূপ ভোগরূপ দূর্ব্বাঙ্কুর গ্রাসের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদুঃখাকর নরকরূপ গর্ত্তে যে নিপতিত হইবে এ আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর অতি দূর সংসারাধনিতে ধাবমান হইতেছে॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—ভোগ লোলুপ জীবের মন সদসৎবিবেচনা হীন, শুদ্ধ ভোগাভিলাষে নরক মূলক দুঃসহ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেছে, উত্তরকালে যে নিরয় গর্ত্তে নিপতিত হইয়া নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা ক্ষণমাত্রও চিন্তা করে না,

আপাতত সুখ ভোগ করিব এই আকাংক্ষাতেই মগ্নীভূত হয়, একারণ শ্রীরাম লুব্ধমৃগের দূর্ব্বাঙ্কুরাকাংক্ষার দৃষ্টান্তে সকলকে উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর জলধির চাঞ্চল্য দৃষ্টান্তে চিত্তের চঞ্চলতা বর্ণন পূর্ব্বক ঋষিবরকে রঘুবর কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নকদাচনেতি) ॥

নকদাচনমেচেতঃ স্বামানূন বিশীর্ণতাং।
ত্যজত্যাকুলয়া বৃত্ত্যা চঞ্চলত্বমিবার্ণবঃ ॥ ৯ ॥

আনূন বিশীর্ণতা ব্যাখ্যাতা ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! যদ্রূপ মহার্ণব চাঞ্চল্যবৃত্তিপ্রযুক্ত আপনার চঞ্চলতাকে দূরীকৃত করিতে পারে না। তদ্রূপ জীবের চিত্তও স্বীয় চঞ্চলস্বভাবপ্রযুক্ত আপনার স্থূলতা বিশীর্ণতাকে কদাচিৎ পরিত্যাগ করে না ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—মনকে কেহ কখন স্থির রাখিতে পারে না, তাহার স্বতঃসিদ্ধ চঞ্চল স্বভাব, কখন আপনাকে মহাসুখী ও মহাভোগী ও মানী, মান্য করতঃ মহাস্ফীত হয়, কখন বা দীন হইতেও দীনহীন জ্ঞানে ম্লান হইয়া থাকে, যেমন মহাসমুদ্র স্বীয় চাঞ্চল্যে উন্নত তরঙ্গমালী হইয়া বেলান্তে উত্তীর্ণ হইতে কামনা করে, কখন বা ক্ষীণভাবে বেলা হইতে অনেক অন্তরে অপসৃত হয়, অতএব যাহার স্বভাব চঞ্চল হয়, তাহার সে স্বভাব প্রায় পরিত্যাগ করা হয় না ॥ ৯ ॥

অনন্তর কৌশল্যাকুমার শ্রীরামচন্দ্র পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের চাঞ্চল্য প্রদর্শনদ্বারা বল পূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত চিত্তের চঞ্চলতা বর্ণন করিয়া ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা।—(চেতইতি) ॥

চেতশ্চঞ্চলয়াবৃত্ত্যা চিন্তানিচয় চঞ্চুরং।
ধৃতিং বধ্নাতি নৈকত্র পিঞ্জরে কেশরী যথা ॥ ১০ ॥

চঞ্চুরং অতিচপলং চরতের্যঙন্তাৎ পচাদ্যচিন্নত্তোচিচেতি যঙলুকিচরপল্যোশ্চেত্যা ত্যাস্যস্যলুক উৎপরস্যাত ইত্যুক্তং ধৃতিং ধৈর্য্যং স্বতএব চপলস্বভাবং চিন্তানিচয়ে ন চাপল্যমানং তুসুতরামিতিবলান্নিরুদ্ধমান মপিধৈর্য্যং ন বধ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! যদ্রূপ পিঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ কেশরী ধৈর্য্যযুক্ত থাকে না, তদ্রূপ স্বভাবতঃ চিত্ত চঞ্চল, চিন্তাসমূহ দ্বারা আরও চাঞ্চল্যমান হইয়া একস্থানে স্থির হইতে পারে না॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—অরণ্যনিকেত মহাসিংহকে ধৃত করিয়া পিঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে সে যেমন আত্মধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া বহির্নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া অস্থিররূপে পিঞ্জরের ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ হৃৎ পিঞ্জরের মধ্যে বলপূর্ব্বক মনকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে স্বীয় চঞ্চলস্বভাব প্রযুক্ত আরও তদপেক্ষায় অতিশয় চঞ্চল হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিবার কামনা করে, কোনমতেই স্বপদে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না॥ ১০॥

অনন্তর হংস ক্ষীরগ্রহণ দৃষ্টান্তে অহংকারযুক্ত মনের সমতা গুণ গ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মনো-মোহরথেতি)।

মনোমোহরথারূঢ়ং শরীরাৎসমতাসুখং।
হরত্যপহতোদ্বেগং হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥ ১১॥

উৎকর্ষাপকর্ষয়োরুপাধিকল্পিতত্বাৎ পরমার্থতঃ সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনঃ একরূপতাসৈব তথাজীবন্মুক্তৈরনুভূয়মানা সমতাসুখমিত্যুচ্যতে সাচমনোমোহরথারোহণে নিত্য সিদ্ধত্বাদস্মিন্নেবশরীরে প্রাপ্তাপি মোহরথারূঢ়েন মনসাগ্রস্তত্বাদসার দেহমাত্রাত্ম ভাবঃ পরিশিষ্যতইতিভাবঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ

হে মুনি শার্দ্দূল! রাজহংস যেমন নীরমিশ্রিত ক্ষীর গ্রহণ করে, অর্থাৎ মিলিত ক্ষীরনীরের মধ্যে নীরভাগ ত্যাগ করিয়া যেমন ক্ষীর মাত্র পান করিয়া থাকে, তদ্রূপ জীবের শরীরস্থ মন মোহস্বরূপ রথে আরূঢ় হইয়া শরীরের উৎস যে সমস্ত প্রকার উদ্বেগশূন্য সমতাসুখ, তাহাকেই নিয়ত গ্রাস করিতেছে॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—হংসধর্ম্মি অহংকারিমন, শরীরস্থ হইয়া দেহমধ্যে সংস্থিত কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি জলস্বরূপ ও দয়া অহিংসা অনসূয়া সমাদি ক্ষীরস্বরূপ একত্র মিশ্রিত, তন্মধ্যে কাম ক্রোধাদিকে শরীরস্থ রাখিয়া, অহিংসা সত্য সমতাদিকে গ্রাস করিতেছে, অর্থাৎ সারভাগ মাত্রকেই বিনষ্ট করিতেছে ইত্যভিপ্রায়॥ ১১॥

অন্যদপি সমতা শব্দে উৎকর্ষ, অপকর্ষরূপে উপাধি কল্পনাপ্রযুক্ত হেয়োপাদেয় জ্ঞান, ইহার নাম অসম, ইহাতেই জীব নিরন্তর দুঃখী হয়, এতদ্ভিন্ন এক পরমাত্মাই সর্ব্বরূপ হয়েন, জীবন্মুক্তদিগের এই এক জ্ঞানকেই সমতাসুখ কহিয়া থাকে, অর্থাৎ অভেদরূপ পরমাত্ম জ্ঞানের নাম সমতাসুখ, অহংকারযুক্ত মন মোহগ্রস্ত হইয়া ইহা ক্ষণমাত্র ধারণা করিতে সক্ষম হয় না, নিয়ত ঐ সমস্ত পরমসুখের অন্তর হইয়া সংসারকূপে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে ইহাই শ্রীরামের উক্তির যথার্থ ফল জানিবে॥ ১১ ॥

অনন্তর রঘুকুলপ্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র, প্রসুপ্তচিত্তবৃত্তিক ব্যক্তির অপ্রবোধন দৃষ্টে বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অনল্পকল্পনেতি।)

অনল্পকল্পনাতল্পে বিলীনাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ।
মুনীন্দ্র ন প্রবুধ্যন্তে তেনতপ্যেহমাকুলং॥ ১২ ॥

চিত্তস্য প্রত্যবপ্রবণ বৃত্তয়ো বহুতরদ্বৈত বিষয়াসক্তি কল্পনালক্ষণশয্যায়াং বিলীনাঃ সুপ্তপ্রায়াঃ প্রবোধশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমন্তরেণ কেবলং স্ববুদ্ধিকৃত বিচার সহস্রেণাপি ন প্রবুধ্যন্তে তেন তদপ্রবোধেনাহংতপ্যে॥ ১২

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র! অনল্পকল্পনা শয্যাতে অর্থাৎ বহুতর মানস কল্পনা স্বরূপ শয্যাতে চিত্তবৃত্তি সকল চিরদিন বিলীনভাবে নিদ্রাগত প্রায় রহিয়াছে, তাহাদিগের কোনমতে সেই মহামোহ স্বরূপ নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না, তজ্জন্য আমি পরিতাপে সমাকুল হইতেছি॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—অনল্প কল্পনা শয্যাপদে অনেক প্রকার দ্বৈত বিষয়ের আসক্তি রূপ কল্পিত শয্যাতে মনোবৃত্তি সকল চিরপ্রসুপ্তবৎ রহিয়াছে, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগি মনের ক্ষণকালের নিমিত্তে এমত বোধ হইতেছেনা, যে আমরা সুসার পরমার্থতত্ত্ব হারা হইয়া অসার বিষয়াসক্তির অনুরাগে নিয়ত অচেতনবৎ রহিয়াছি, পরে আমাদিগের গতি কি হইবে? হে ভগবন্ আমি ইহাই চিন্তা করিয়া অনুদিন মনস্তাপ বিশিষ্ট হইতেছি, ইহাই শ্রীরামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় হয়॥ ১২ ॥

অনন্তর জালসূত্রে বদ্ধ বিহঙ্গ দৃষ্টান্তে তৃষ্ণাপাশে জীব বন্ধনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—ক্রোড়ী-কৃতেতি।)

ক্রোড়াকৃতদৃঢ়গ্রন্থী তৃষ্ণাসূত্রেস্থিতাত্মনা।
বিহগোজালকেনেব ব্রহ্মন্ বদ্ধোস্মিচেতসা ॥ ১৩ ॥

ক্রোড়ীকৃতা অন্তর্নিবেশিতা অহমিদং মমেদমিত্যন্যোন্যতাদাত্ম্য সংসর্গাধ্যাস-লক্ষণ দৃঢ়গ্রন্থয়ো যস্মিং স্তথাবিধেভোগ তৃষ্ণাসূত্রেস্থিতেমাত্মনাস্বেনৈবকর্ত্রা চেতসা করণেন দৃষ্টান্তেতৃষ্ণাসদৃশ সূত্রেস্থিতাত্মনেতিজালকবিশেষণং আমিষতৃষ্ণাসূত্রে স্থিতাত্মনাব্যাধেন কর্ত্রা জালকেন করণেনেতিবার্থঃ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! বিশ্বামিত্র! যদ্রূপ ব্যাধপাতিত আহারান্তঃস্থিত সুদৃঢ়গ্রন্থিযুক্ত জালে আহারলোলুপ বিহঙ্গ আহারার্থে আবদ্ধ হইয়া থাকে, হে ব্রহ্মন্ তদ্রূপ ক্রোড়ীকৃতা দৃঢ়গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ অন্তর্নিবেশিত অহঙ্কারস্বরূপ সুদৃঢ়গ্রন্থিযুক্ত জালে ভোগ বাসনা-রূপ গ্রথিতচিত্ত বৃত্তিদ্বারা আমি নিতান্ত বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—দৃঢ়গ্রন্থিপদে অহংবুদ্ধি, আমি আমার অর্থাৎ আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার ধন, আমার দারাদি পরিবার, এই জ্ঞানের নাম দৃঢ়গ্রন্থি হয়, যথাতন্ত্রং। (মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নিমমেতি নবধ্যতে ইতি) আশাই সূত্র, ইহা-কেই মায়াজাল বলে, সকল বন্ধন নেত্রগোচর কিন্তু এবন্ধন জীবের চক্ষুর অবিষয় হয়, এনিমিত্ত ক্রোড়ীকৃত দৃঢ়গ্রন্থি তৃষ্ণাসূত্র বলিয়া শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ইহাতে কর্ত্তান্তর কল্পনা নাই, জীব আপনিই আপনার বন্ধনের কর্ত্তা হয়, অভিমান স্বরূপ দৃঢ়গ্রন্থি আশাসূত্র নির্ম্মিত জাল ইহাতে নিবদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ আপনিই পরি-তাপ বিশিষ্ট হয়, ব্যাধ যেমন ভোগদ্রব্য বিচরণ করতঃ তন্তুসূত্র নির্ম্মিত জালকে প্রচ্ছন্নরূপে পাতিত করিয়া পক্ষীকুলকে আবদ্ধ করে, জীবেরাও আপনা হইতে আপনারা মায়াজালে আবদ্ধ হইতেছে, ইত্যভিপ্রায়ে শ্রীরাম আপনার উপলক্ষে জীবের অবস্থা জানাইয়াছেন। যদিবল, আপনি আপনাকে বদ্ধকরা কিরূপে হয়, উত্তর। যেমন কোষকার কীট আপন সূত্রেই আপনি বদ্ধ হয়, সেইরূপ জীব আপনা হইতে উৎপন্ন পুত্রভার্য্যাদি রূপ মমতা গ্রন্থিতে দুর্ভের আবদ্ধ হইয়া রহে? যাহার যত দিন এবন্ধন মোচন না হয়, সে ততদিন অত্যন্ত খেদিত থাকে, বস্তুতঃ তদ্বন্ধন

অধোগামী হয়, তৎপূরণাবসানে পুনঃ ঊর্দ্ধগামী হয়, কুর্দ্দনবৎ পুনঃ পুনঃ অধ ঊর্দ্ধ গমন করিয়া থাকে এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ সংসারকূপস্থিত অনিত্য সুখস্বরূপ জলাহরণ জন্য আশাপাশনিবদ্ধ জীব কূপকাষ্ঠবৎ নিরন্তর ঊর্দ্ধাধ গমনরূপ কুর্দ্দনী মাত্র করে, কোনমতে স্থির নহে, যেহেতু মন্দমানসকর্ত্তৃক বাসনা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বেতালাখ্য ভূতগ্রস্ত বালকের স্ফূর্ত্তির ন্যায় মানববর্গেরা কুচিত্তরূপ ভূত-গ্রস্ত হইয়া স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছে, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথ, বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(মিথ্যৈবেতি)।

মিথ্যৈবস্ফাররূপেণ বিচারাদ্বিশরারুণা।
বালোবেতালকেনেব গৃহীতোস্মিকুচেতসা ॥ ২০ ॥

বালবিভীষিকার্থং কল্পিত বেতালকো যথা স্ফারভাং প্রাপ্তস্তস্যৈব বিচারাদসত্তয়া পদাতে তথাজ্ঞবুদ্ধ্যা দুর্জ্জেয়ং মনোবিবেকেতু নিঃস্বরূপমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! বালবিভীষিকা অর্থাৎ রোগবিশেষকে বেতালাখ্য ভূত বলে, যেমন বালককে প্রাপ্ত হইয়া বিকারাপন্নে তাহার নানা বর্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, বস্তুতঃ বিচার করিতে গেলে সর্ব্বৈব মিথ্যা, সেইরূপ মিথ্যাশ মন্দচিত্তদ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়া মিথ্যা বিষয়ে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া রহিয়াছি ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—বালবিভীষিকা সূতিকাগারস্থ বালকের রোগ বিশেষ, তাহাকে অজ্ঞ লোকে বেতালাখ্য ভূতবিশেষ বলে, অর্থাৎ [পেঁচোচোয়ালে বলে,] ফলতঃ সে বালস্ন সন্নিপাতিক রোগ, তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে বালককে নানা রূপে দর্শন করায়, কখন হস্ত পদাদি বিক্ষিপ্ত করায়, কখন বা চোয়াল চাপিয়া রাখে, স্তন্যাদি পান করিতে দেয় না, কখনবা রোদন কখনবা হাস্যাদিদ্বারা হর্ষাহর্ষতা প্রকাশ করায়, কিন্তু সেসকলি মিথ্যা, কেবল রোগের ধর্ম্ম, হে ঋষে! আমারও সেইরূপ কল্পিত বেতালাখ্য ভূত বিশেষ ন্যায়, বিষয়লম্পট কুচিত্তকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সূতিকাগার এই সংসারে হাস্য রোদনাদি করিতেছি, বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন পৌঢ় বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ভেদে নানা রূপে আভাত হইতেছি, কখন উল্লেখিত বিভীষিকায় ক্রোধে কম্পিত কলেবর, কখন বা নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছি, বিবেচনা করিলে এসমস্ত

মিথ্যা স্ফূর্ত্তিমাত্র, শুষ্ক ভূতগ্রস্তের ন্যায় কুচিন্তাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছি বোধ হয়॥ ২০ ॥

শ্রীরামচন্দ্র মনের অগ্রহণীয়ত্ব স্বরূপ দৃষ্টান্ত সমূহদ্বারা বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বহ্নেরুষ্ণতর ইতি।)

বহ্নেরুষ্ণতরঃ শৈলাদপি কষ্টতরক্রমঃ।
বজ্রাদপি দৃঢ়োব্রহ্মন্ দুর্নিগ্রহ মনোগ্রহঃ॥ ২১ ॥

দুঃখেনাপিগৃহীতুমশক্যোমনোলক্ষণোগ্রহস্তাতীতিগ্রহঃ সদাসন্তাপকত্বাৎক উষ্ণতরঃ ক্রমঃ অতিক্রমণং বশীকারইতিযাবৎ বজ্রাৎ হীরকাদপিদৃঢ়োদুর্ভেদঃ অশনেরপিনিষ্ঠুরইতিবা॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! হে ব্রহ্মন্! অগ্নি হইতে ও উষ্ণতর, পর্ব্বত হইতেও কষ্টতর ক্রম,* বজ্রহইতেও দৃঢ়তর দুর্গ্রাহ্য মনগ্রহ হয়॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—উষ্ণতা প্রযুক্ত অগ্নি যেমন দুস্পৃশ্য অর্থাৎ স্পর্শ করা যায় না, মনও সেইরূপ অনিগ্রাহ্য হয়। উচ্চতা প্রযুক্ত পর্ব্বত যেমন দুর্গম্য, মনও সেই রূপ দুর্গম্য হয়। বজ্র যেমন দৃঢ়ত্ব প্রযুক্ত দুর্ভেদ্য, মনোও সেইরূপ অভেদ্য, বরং ইহা হইতেও কঠিনতর কোনমতেই মনকে বশীভূত করা যায় না, অর্থাৎ মনোরাজ্য জয় করা কঠিন, যেহেতু মন অনিগ্রাহ্য, অলংঘ্য, অভেদ্য, অতএব মনের নিষ্ঠুরতায় আমি অত্যন্ত বিষন্ন হইয়াছি॥ ২১ ॥

অনন্তর বিষয়াসক্ত মনের সহিত আমিষলোভিগৃধ্র ও বালক্রীড়কের দৃষ্টান্ত দিয়া মুনিবর কৌশিককে রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চেতঃপততীতি।)

চেতঃ পততি কার্য্যেষুবিহগঃ স্বামিষেষ্বিব।
ক্ষণেনবিরতিং যাতিবালঃ ক্রীড়নকাদিব॥ ২২ ॥

কার্য্যেষু বিষয়েষু পততিরুচিত্যোবাসজ্জতেবিরতিং নিবৃত্তিং চিরেভ্যস্তেভ্যোহপি সদ্ব্যাপারেভ্যইতিশেষঃ যথাবালঃ কদাচিদপিপ্রাপ্তত্বাৎক্রীড়নকাৎচিরোপায়াত্তদপি অধ্যয়নাদ্বিরতিং যাতিতদ্বৎ॥ ২২ ॥

---

* বজ্রশব্দে অশনি, অথবা হীরকাখ্য রত্নবিশেষঃ। ফলে দুই কঠিন অভেদ্য হয়।

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মুনিশার্দ্দূল। আমিষলোলুপ পক্ষীবিশেষ গৃধ্র যেমন আমিষদৃষ্টে তাহাতে নিপতিত হয়, সেইরূপ বিষয়লম্পট মনও বিষয়াভিলাষে কার্য্যবর্গে নিয়ত নিপতিত হইতেছে। এবং বালক সকল যেমন ক্রীড়োপকরণ বস্তুতে অথবা ক্রীড়া বিষয় কার্য্যের ক্ষণকাল মাত্র বিরতি করে না। সেইমত মনও বিষয় কার্য্য বর্গে ক্ষণ কাল মাত্র বিরত হয় না॥ ২২॥

তাৎপর্য্য।—ক্রব্যাদভুক্ পক্ষী যেমন স্বীয় খাদ্য আমিষাদি বস্তু দৃষ্টে নিঃশঙ্ক হইয়া তাহাতে পড়ে, বিষয়াভিলাষি মনও সর্ব্বশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ে আপতিত হইতেছে। অর্থাৎ উত্তর কালিকভয় মাত্র করেনা। বালকের স্বতঃ সিদ্ধ স্বভাব এই যে আচার্য্যের নিকট পাঠ লইয়া তাহার অভ্যাস করিতে বিরত হয়, অর্থাৎ উত্তর কালে যে তাহাতে সুখোদয় হইবে ইহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করেনা, মনও সেইরূপ অসৎ স্বভাববৎ অভ্যস্ত বিষয় চিন্তা হইতে একক্ষণও বিরত হয়না, বরং চিরসুখপ্রদ অনভ্যস্ত তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসে নিয়ত নিবৃত্ত হইতেছে॥ ২২॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, শ্বাপদ সঙ্কুল সাগরের সহিত মনের দৃষ্টান্ত দিয়া মুনিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জড়প্রকৃতিবেত্তি)।

জড়প্রকৃতিবালোলোবিততাবর্ত্ত বৃত্তিমান্।
মনোব্ধিরহিতব্যালো দূরং নয়তিতাতমাং॥ ২৩॥

সর্ব্বাণিবিশেষণানি অব্ধিমনসোস্তুল্যানিস্পষ্টানিঅহিতাঃ কামাদ্যরয়ঃ ষট্‌তএব ব্যালাঃ সর্পাষস্মিন্॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে তাত! হে পিতৃবন্মুনি পুঙ্গব! জড় প্রকৃতি, অথচ চঞ্চল, অতি বিস্তার, আবর্ত্ত বৃত্তিমান অর্থাৎ ঘূর্ণস্বভাব বিশিষ্ট, এবং হিংস্র জলচর গ্রাহাদিজন্তুতে পরিপূর্ণ সাগর যেমন লোক সকলকে দূরে নিঃক্ষেপ করে, অর্থাৎ নিকটে যাইতে দেয় না, মনও সেইরূপ সাগরবৎ আমাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিতেছে, আমি কোনমতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিনা॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—মনের সহিত সাগরের সাদৃশ্য দেওয়াতে অসঙ্গত বোধ করিনা, রূপক সজ্ঞার ভাব গ্রহণ করিলেই সকল সঙ্গত বোধ হইবে, জলাত্মা ও জড়াত্মা একা-

ভিপ্রায়, সাগর জলাত্মা, মন জড়াত্মা, তরঙ্গমালী সাগর অতিলোল অর্থাৎ চঞ্চল, মনও তরঙ্গবিশিষ্ট অতিশয় চঞ্চল হয়, কদাচ একস্থানে স্থির নহে। সাগর যেমন অতি বিস্তার,তদ্রূপ মনও যে কতদূর ব্যাপক তাহা বলা যায় না। সাগরের যেমন জল ঘূর্ণন, মনোও সেইরূপ বিষয়ে ঘূর্ণায়মান হয়, সাগর যেমন জলচর হিংস্র কুম্ভীরাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ, মনও সেইরূপ তিমি, তিমিঙ্গিল, রাঘব ব্যালাবলি, নক্রচক্রাদি হিংস্রজন্তু স্বরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দ্বেষাদি দোষমণ্ডিত হয়, অতএব সাগরের সহিত মনের সাদৃশ্য বর্ণনায় দোষস্পর্শ হয়না, ফলিতার্থ মনের দুরবগাহত্ব মাত্র বর্ণনা করিয়া জানাইয়াছেন ইতিভাবঃ ।। ২৩ ।।

অনন্তর সমুদ্র পানাদি হইতে কঠিন, দুষ্কর মনো নিগ্রহ, ইহা শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অপ্যব্ধিপানাদিতি)।

অপ্যব্ধি পানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি।
অপিত্বস্পর্শনাৎসাধো বিষমশ্চিত্ত নিগ্রহঃ ।। ২৪ ।।

বিষমঃ কষ্টতরঃ ।। ২৪ ।।

অস্যার্থঃ।

হে কুশিক কুলপ্রদীপ মহর্ষে! হে সাধো! জলধির জলরাশি পান করা যেমন অসাধ্য, নিরুৎপাট্য সুমেরু পর্ব্বতের উন্মূলন করা যেমন দুষ্কর, পাষাণ যেমন কঠিনতর বস্তু, তাহা হইতেও মন অসাধ্য, অতি দুষ্কর, অতি কঠিন, অতএব মনো নিগ্রহ করা আমার দুষ্কর কর্ম্ম হইয়াছে ।। ২৪ ।।

তাৎপর্য্য।—জলধি পান, সুমেরু উৎপাটনাদি কদাচিৎ সম্ভবপর, কিন্তু মনো জয় করা তদপেক্ষা কঠিনতর কর্ম্ম হয়, যেহেতু অগস্ত্যঋষি সাগর জল পান করিয়াছিলেন, গরুড়ও সুমেরুশৃঙ্গ উন্মূলন করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরাজ্যকে জয় করিতে কেহই পারেন নাই, এমত জনশ্রুতি আছে ।। ২৪ ।।

অনন্তর চিত্তকে রোগরূপে বর্ণন করিয়া ঋষিবরকে রঘুবর কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(চিত্তমিতি)।।

চিত্তং কারণমর্থাণাং তস্মিনসতিজগত্রয়ং।
তস্মিনক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ ।। ২৫ ।।

চিকিৎস্যংরোগবদবশ্যমপনেয়ং ।। ২৫ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! মনুজ বর্গের মনই সকল কার্য্যের কারণ হইয়াছে, মনেতেই এই জগৎ দীপ্তি পাইতেছে, মনঃক্ষয়েই জগৎক্ষয় হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক রোগবৎ সেই মনের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—মনকেই জগতের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের কারণ মান্য করেন, অর্থাৎ মনেতেই সকল আছে, অতএব মন এক প্রকার রোগ বিশেষ, বিষয় কার্য্য সমন্বিত এই জগৎ ঐ মনোরূপ রোগের বিভীষিকা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রোগে খেয়াল দেখা বলে, সেইরূপ মনে জগৎ দর্শন হয়, চিকিৎসা দ্বারা রোগের শান্তি হইলে খেয়ালেরও শান্তি হয়, সেইরূপ যথাবিহিত চিকিৎসা করিয়া মনঃস্বরূপ রোগের শান্তি হইলে, জগৎস্বরূপ খেয়াল দেখারও শান্তি হইয়া যাইবে ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অনন্তর পর্ব্বত কানন দৃষ্টান্তে মন ও দুঃখের উপমাচ্ছলে শ্রীরাম ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চিত্তাদিমানীতি)।

চিত্তাদিমানি সুখ দুঃখ শতানিনূনং
মভ্যাগতান্যগবরাদিবকাননানি।
তস্মিনবিবেকবশতস্তনুতাং প্রযাতে
মন্যেমুনেনিপুণমেবগলন্তিতানি ॥ ২৬ ॥

উক্তমেবদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তিচিত্তাদিতিনূনমিতিবিতর্কে অভ্যাগতানিপ্র অগবরাদ্গিরিশ্রেষ্ঠাদ্বিবেকাদেঃ তনুতাংসূক্ষ্মতাং নির্ব্বাসনতয়াভর্জ্জিতবীজ প্রায়তানি

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! উচ্চতর পর্ব্বত সমান জীবের চিত্ত, যেমন পর্ব্বত হইতে কাননের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তও অতি উচ্চতর, তাহাতে কানন স্বরূপ বহুতর দুঃখরূপ বন উৎপন্ন হইতেছে। যদি বিবেক বশতঃ সেই চিত্ত ভ্রষ্ট বীজবৎ হয়, তবে যথার্থ এ অনুমান করা যায়, যে তাহাতে কানন স্বরূপ দুঃখাদি গলিত হয়, অর্থাৎ আর কোন দুঃখই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥

অনন্তর চিত্তজয়ের ফল, দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সকল গুণজয়েতি)।

সকলগুণজয়াশাযত্রবদ্ধামহদ্ভি
স্তমরিমিহবিজেতুং চিত্তমভ্যুত্থিতোহং ॥
বিগতরতিতয়াস্ত র্নাপিনন্দামিলক্ষ্মীং।
জড়মলিনবিলাসাং মেঘলেখামিবেন্দুঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি বৈরাগ্যপ্রকরণে চিত্তদৌরাত্ম্যং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

মহদ্ভির্মুমুক্ষুভিঃ যত্রযস্মিনচিত্তেজিতেসকলানাং শান্তদান্তাদিগুণানাঞ্জয়ঃ স্বাধীনতাসম্পত্তিঃ তস্যসকলাঃ কামকর্ম্মবাসনাদি সকলাসহিতাঃ গুণাঃসত্বরজঃতমাংসিযস্যাস্তস্যাঅবিদ্যায়াঃ জয়োনাশঃ তস্যসকলাগুণাঃ আনন্দলবাযস্মিন্নিরতিশয়ানন্দতস্যাজয়ঃ প্রাপ্তিস্তস্যাবাআশানিবদ্ধেত্যর্থঃ ইহাস্মিন্নেবশরীরে ইহচেদবেদীদথসত্যমস্তিনচেদিহাবেদীম্মহতী বিনষ্টিরিতিশ্রুতেরভ্যুত্থিতঃ উদ্যুক্তোস্মিবিগতরতি তয়া বৈরাগ্যসম্পত্ত্যা অন্তর্গনস্মিজড়ামুর্খাম্মলিনানশুদ্ধাংশ্চবিলাসয়তিউৎসাহয়তি শোভয়তিবাষতোমোহহেতুর্ম্মলিনঃ পাপহেতুর্বিলাসোয়স্যাবা তাং মেঘলেখাপক্ষে জলেনমলিনানীলাবিলসতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠে তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে ষোডশঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র! মহাত্মা সাধুগণেরা যে চিত্ত জয়ে সমস্ত অসৎ গুণের বিনাশ করিয়া সদ্গুণের উদয় স্বরূপ জয়াশা প্রাপ্ত হয়েন, এতজ্জগতের শক্র স্বরূপ সেই চিত্তকে জব করিবার নিমিত্ত আমি অভ্যুত্থিত হইয়াছি, মলিন চিত্তমূর্খদিগের মানস বিলাসিনী সংসার বিরাগরহিতা বিষয় শ্রীযুক্ত হইয়া আমি মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অপ্রকাশিত রূপে থাকিতে আনন্দিত হই না ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামের এই অভিপ্রায় যে চিত্ত জয় হইলে বৈরাগ্য সম্পত্তি লাভ হয়, অর্জ্জিতচিত্ত ব্যক্তিকে বিষয়ে আবৃত থাকিতে হয়, অতএব বৈরাগ্য বিমুখে বিষয়াবৃত হইয়া থাকা কেমন, যেমন মেঘাচ্ছাদিত অপ্রকাশ্যরূপে চন্দ্রমার স্থিতি, মহাত্মা সাধুগণেরা কখনই বিষয়াবৃত হইয়া কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না, ফলিতার্থ চিত্ত মলিন নহে বিষয়াশাই তাহাকে মলিন করে, যেমন স্বচ্ছ আকাশকে মেঘে নীলবর্ণ করে তদ্রূপ, সুতরাং মহর্ষিদিগের ন্যায় মনোরাজ্যকে জয় করিতে আমি উদ্‌যুক্ত হইয়াছি ॥ ২৭ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে মনোরাজ্য জয়াখ্যান নামে ষোড়শঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১৬ ॥

-০০-

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে সম্যক্ সপ্তদশ সর্গের তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ তৃষ্ণাই জগৎ বিনাশিনী, সর্ব্বপ্রকার পাপোৎপাদিনী, দৈন্য দুঃখ প্রদায়িনী, সমস্ত জগৎকে আশাই অকৃতার্থে ভ্রমণ করাইতেছে, অতএব শ্রীরাম সেই আশাকেই নিন্দা করিয়া অত্রসর্গে তদ্দোষ রাশির বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র আশাকে রজনী রূপে বর্ণন করিয়া রাগাদিকে উলূকবৎ জ্ঞানে বিশ্বামিত্রকে জানাইতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(হার্দ্দান্ধকারেতি)।

শ্রীরামউবাচ।

হার্দ্দান্ধকারশর্ব্বর্য্যাতৃষ্ণয়েহদুরন্তয়া।

স্ফুরন্তিচেতনাকাশেদোষাঃ কৌশিকপঙ্ক্তয়ঃ॥ ১॥

সর্ব্বপাপৌঘজননীদৈন্যকার্পণ্যমৃত্যুদা। ভ্রময়ন্তীজগৎকৃ__ তৃষ্ণৈকাত্রবিনিন্দ্যতে। হার্দস্যপরমপ্রেমাস্পদস্যাত্মতত্ত্বস্য হৃদয়োদ্ভবস্যবিবেকাদেশ্চেতিরোধনে অন্ধকার-শর্ব্বর্য্যাতস্মিশ্রেয়া দুরন্তয়াদুরুচ্ছেদয়া ইহচেতনাকাশেজীবেরাগাদি দোষলক্ষণাঃ কৌশিকপঙক্তয়ঃ উলূকশ্রেণয়ঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! হে কৌশিক! যদ্রূপ ঘোরান্ধকার কুহুযামিনী গগণান্তরালকে কালিমারূপে সমাচ্ছাদিত করে, রাত্রিচর ক্রূর পেচকাদিরা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপ জীবের হৃদয়াকাশে তত্ত্বজ্ঞান বিরোধিনী পাপৌঘ জননী ঘোরান্ধকারা রজনীতুল্যা তৃষ্ণা ব্যাপ্তময়ী হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাকাশে রাগাদি দোষ সকল কৌশিক পংক্তির ন্যায় অর্থাৎ পেচকাদি শ্রেণীর ন্যায় আনন্দিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—রাত্রিচর পক্ষীপেচকাদির রাত্রিতেই আনন্দ হয়, ইহারা ক্রূরপক্ষী দিবান্ধ, দিবসে কিছুই দেখিতে পায় না। আমিষভুক্ জন্তুর পরপ্রাণ হিংসা ব্যতীত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। এ জন্য তৃষ্ণাকে অর্থাৎ আশাকে ঘোরা রজনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ সূর্য্যোদয়াভাব

প্রযুক্ত তৃষ্ণাকে রাত্রি রূপিণী বলাযায়,সেই রাত্রিরূপা আশাকে অবলম্বন করিয়া কাম ক্রোধ,লোভ মোহাদিরা হিংস্রক অনিষ্টকারি পেচকাদি বৎস্ফূর্ত্তি পাইতেছে, সূর্য্যবৎ তত্ত্বোদয়ে অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ দিবাতে ইহারা অন্ধবৎ নিশ্চেষ্ট হয়। প্রায় হিংস্রকমাত্রই রাত্রিতে বলিষ্ঠ হইয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরাম জানাইতেছেন। যেকাম ক্রোধাদিরা কেবল আশাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১ ॥

সূর্য্যকিরণে শুষ্ক পঙ্কের দৃষ্টান্তে আশাশোষিত আত্মাবস্থা জানাইয়া রঘুকুল প্রদীপ কৌশিককুল প্রদীপ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অন্তর্দ্দাহেতি)।

অন্তর্দ্দাহ প্রদায়িন্যাসমূঢ়রসমার্দ্দবঃ।
পঙ্কআদিত্য দীপ্ত্যেবশোষং নীতোস্মিচিন্তয়া॥ ২॥

সমূঢ়েঅপহতেরসমার্দ্দবেস্নেহদয়োদাক্ষিণ্য বিনয়ৌ বা যস্যশোষং নৈষ্ঠুর্য্যং প্রসিদ্ধেবারসমার্দ্দবে পঙ্কসাধারণে অথবাসম্যগগূঢ়েপ্রাপ্তেরসমার্দ্দবেতেন তথাবিধোহং সম্প্রতিশোষং তচ্ছূন্যতাং নীতইত্যর্থঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! অন্তর্দ্দাহ প্রদায়িনী চিন্তা আমাকে নিয়ত পরিশোষিত করিতেছে, যদ্রূপ প্রখর রবিকর দ্বারা আর্দ্রতর পঙ্ক অবিরত শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—রবিকরতাপে রসশূন্য হইয়া পঙ্কনিচয় নীরসতা প্রাপ্ত হইলে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ তৃষ্ণা সহচরী চিন্তার খরতর তীব্রতাতে নিরন্তর অন্তরের দাহ জন্মিতেছে, তত্তাপে আমাকে রসহীনতা করিয়াছে, অর্থাৎ সমতা, নম্রতা, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়াদিকে রসবৎ পরিশোষণ করিয়াছে, ফলিতার্থ তজ্জন্য আমি নিয়ত নিষ্ঠুরতা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাকে নিতান্ত সৌহার্দ্দশূন্য করিয়াছে ইতিভাবঃ॥ ২ ॥

অনন্তর অরণ্য মধ্যে পিশাচ নর্ত্তন দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র আপনার অন্তঃস্থ ভাবোদ্ধার করিয়া ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মমচিত্ত মহারণ্য ইতি)।

মমচিত্তমহারণ্যে ব্যামোহতিমিরাকুলে।
শূন্যেতাণ্ডবিনীজাতা ভৃশমাশাপিশাচিকা॥ ৩॥

শূন্যে বিচারেণ অরণ্যপক্ষেজনৈঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুল প্রসূত! ব্যামোহ স্বরূপ মহান্ধকারাবৃত নির্জ্জন চিত্তরূপ মহাবনমধ্যে আশারূপিণী পিশাচী মহাআনন্দ প্রকাশ করিয়া গাঢ় প্রেম নির্ভরচিত্তে নিয়ত নৃত্য করিতেছে॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য :—নির্জ্জন বন বলাতে স্বপক্ষ ব্যতীত পরপক্ষাভাব, অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভাদি সকল আশার নিজ পক্ষ, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া, সমতাদি আশার পরপক্ষ হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানাঙ্গ সাধন দল বৈরাগ্যের পরিচরণ করে, কামাদি ইন্দ্রিয়গণ আশাদাস, সুতরাং এঅভিপ্রায়ে নির্জ্জন বন দৃষ্টান্তে পিশাচাবাস মহারণ্য রূপে চিত্তকে বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩ ॥

অনন্তর নীহার জল সেচনে চণক মঞ্জরী বৃদ্ধির উপমাতে আত্ম স্বভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বচোরচিতেতি)।

> বচোরচিতনীহারাকাঞ্চনোপবনোজ্বলা।
> নূনং বিকাশমায়াতি চিন্তাচণকমঞ্জরী॥ ৪ ॥

ভক্তদার্ত্তিবিলাপাবচোভির্বিরচিতাশ্রুনীহারজলকণাকাঞ্চন স্বর্ণাদেরুপসমীপে বলনং বলনোভিলাষাতিশয়স্তেনপাণ্ডুতা পাদনাদুজ্বলাঅন্যত্রনীহারজলেনৈবচণকা-বর্দ্ধন্ত ইতিবচোযোগ্যাঃ নিশারচিতাঃ নীহারাঃ জলকণাঃ যস্মাৎ সমীপস্থেনতুবর বরণোজ্বলাশোভমানা চিন্তালক্ষণাচণকসস্থানাং মঞ্জরীঅর্থাৎতৃষ্ণাক্ষেত্রে বিকাশ-মায়াতিনূনমিত্যুৎপ্রেক্ষা॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! হিমবৎ বিলাপ বাক্য রচিত অশ্রু জলবর্ষণে তৃষ্ণারূপক্ষেত্রে চিন্তারূপা চণক মঞ্জরী বর্দ্ধিতা হইয়া স্বাভাবিকরূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেমন রাত্রিকালে নীহার জলদ্বারা ক্ষেত্রস্থ চণক মঞ্জরী বর্দ্ধিতা হইয়া স্বাভাবিকরূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত রূপকাঞ্চনতাকে প্রাপ্তহইয়া থাকে॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—চণকের স্বভাবিকরূপ শ্যামবর্ণ, ক্রমে হিম জল সেচন দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে পরে চরমে তাহার শ্যামতা গিয়া কাঞ্চনতা প্রাপ্তি অর্থাৎ পাণ্ডু বর্ণতা প্রাপ্তি হয়। হে ঋষে! আমারও সেই দশা ঘটিয়াছে, আশাক্ষেত্রে চিন্তারূপ চণক মঞ্জরী নেত্রনীরে অভিষিক্তিতা হইয়া প্রকৃতরূপ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পরতত্ত্বানুশীলনের অভাবে অসত্তত্ত্ব ভাবনাতে চণকের কাঞ্চনতারন্যায় বিকৃতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছে॥ ৪ ॥

অনন্তর সাগরের তরঙ্গাবর্ত্তের ন্যায় তৃষ্ণাতরঙ্গের আবর্ত্ত বর্ণনা দ্বারা বিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অলমন্তরিতি)।

অলমন্তর্ভ্রমায়ৈব তৃষ্ণাতরলিতাশয়া।
আয়াতা বিষমোল্লাস মূর্ম্মিরম্বুনিধাবিব ॥ ৫ ॥

তরলিতাবিক্ষোভিতচিত্তা অন্যত্রচলিতমধ্যভাগাতৃষ্ণা অম্বুনিধাবূর্ম্মিরিবঅলমত্যর্থং অন্তর্ভ্রমায়ৈববিষয়োল্লাসং কষ্টবহুলং ধনার্জ্জনোৎসাহং আয়াতাপ্রাপিতবতীগান্যত্রভ্রমণায়ৈববিসদৃশমূর্দ্ধনাট্যপ্রাপ্তইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর! সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন ঘূর্ণিদ্বারা জলচরদিগের উল্লাস বাড়াইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ বিষয় বাসনা আমার অন্তরে ভ্রমণের কারণ হইয়া, চিত্তকে ক্ষোভিত করতঃ আমাকে কষ্টজনক বিষম বিষয়ে উল্লাসিত করিয়া বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সমুদ্র. তরঙ্গে জলাবর্ত্তে সঞ্চালিত জলচরগণ স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া নিরন্তর উল্লাসিত চিত্তে অস্থিরতা প্রযুক্ত নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই রূপ বিষয়ের আশা স্থান ভ্রষ্ট করিয়া আমাকে নানা স্থানে ভ্রমণ করাইতেছে, এত কষ্টেও কষ্ট বোধ হয় না, বরং পরম সুখবোধে নিয়ত উল্লাসযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর পর্ব্বত প্রসূতা নদী তরঙ্গের ন্যায় তৃষ্ণাতরঙ্গ বর্ণন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(উদ্দাম কল্লোল রবেতি)।

উদ্দামকল্লোলরবা দেহাদ্রৌবহতীহমে।
তরঙ্গতরলাকারাভব তৃষ্ণাতরঙ্গিণী ॥ ৬ ॥

উদ্দামাউৎস্রিতাঃ অধিক্ষেপানৃতভাষণাদয়ঃ প্রবৃত্তিকল্লোলরবায়স্যাঃ অতএবউক্ততরঙ্গৈঃ তরলাকারাতরন্তী বিষয়াদ্বিষয়ান্তরতরঙ্গিণীনদী মেদেহপর্ব্বতে বহতিপ্রবহতি ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক। পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে প্রসূতা নদী যেমন খরস্রোতা, চঞ্চলা, বেগবতী, তরঙ্গ তরলা হইয়া বহিতে থাকে, সেইরূপ আমার দেহস্বরূপ

মানস গিরিগহ্বর হইতে প্রসূতা তৃষ্ণারূপা তটিনী প্রবল তরঙ্গিণী, চঞ্চলাকারা মহাবেগবতী হইয়া, অনিত্য বিষয়ের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া নিয়ত প্রবাহযুক্ত হইয়া বহিতেছে ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ঊর্দ্ধ দেশ হইতে নিপতিত জলরাশির যেমন বেগ হয়, সে বেগে উভয়কুল রক্ষা হইতে পারেনা, সেইরূপ আশা বেগে ব্যস্ত হইতেছি, কোন মতে কুল রক্ষার উপায় করিতে পারি না ॥ ৬ ॥

অনন্তর বায়ুতৃণ তৃষ্ণাচাতক দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর কৌশিককে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বেগং সং রোদ্ধমিতি) ॥

বেগং সংরোদ্ধুমুদিতোবাত্যয়ে রজবত্তৃণং।
নীতঃ কলুষয়াক্বাপি তৃষ্ণয়াচিত্তচাতকঃ ॥ ৭ ॥

বেগং স্বচাপল্যউদিতউদ্ভ্রান্ত ধর্ম্মমেঘাখ্যসম্যধিবদ্ধামনায়েত্যর্থাদ্ধাম্যচ্চেচিত্তলক্ষণশ্চাতকঃ কলুষয়ারজোমলিনয়াবাত্যয়ারজঃ সমূহেনক্বাপিঅযোগ্যেবিষয়েনীতঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! প্রবল বায়ু যেমন রজোমিশ্রিত জীর্ণ তৃণরাশিকে উড়াইয়া স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত করে, সলিল পানেচ্ছু চাতকের তৃষ্ণা যেমন জলাভিলাষে নানাস্থানে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয় বাসনাও স্থানান্তরে বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত তৃণ কুটের ন্যায় আমাকে নিক্ষেপ করিতেছে, এবং তৃষ্ণা পাশে যন্ত্রিত চাতকের ন্যায় আমাকে নানাস্থানেও ভ্রমণ করাইতেছে ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—তৃণবায়ু চাতক তৃষ্ণা সমান দৃষ্টান্ত নহে, বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত তৃণ একস্থানে পতিত হইয়াই থাকে, কিন্তু তৃষ্ণাপাশিত চাতক পিপাশাতুর হইয়া নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায়, আমারও দশা সেইরূপ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ বায়ু যেমন ধূলা ও তৃণকে উড়াইয়া দেয়, আমাকেও সেই রূপআশা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, চাতক যেমন পিপাশাতুর হইয়া মেঘের পশ্চাৎ২ ভ্রমণ করে, আমাকেও আশা সেইরূপ বিষয়ের পশ্চাৎ ভ্রমণ করাইতেছে ॥ ৭ ॥

অনন্তর কুমুষিকা তন্ত্রীচ্ছেদ প্রদর্শন দ্বারা শ্রীরঘূত্তম মুনিসত্তম বিশ্বামিত্রকে দৃষ্টান্ত দিয়া কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(যাংবা মহমিতি) ॥

যাং যামহমতীবাস্থাং সংশ্রয়ামিগুণশ্রিয়াং।
তাং তাং কৃন্ততিমে তৃষ্ণাতন্ত্রীমিব কুমুষিকা ॥ ৮ ॥

তেনপ্রিয়াং বিবেকবৈরাগ্যাদিগুণসম্পদাং বিষয়ে যাংযাং আস্থাংউৎসাহং কৃন্ততিছিনত্তিতন্ত্রীং চর্ম্মগুণাংবীণাং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! মূষিকা যেমন বীণাবন্ধন তন্ত্র ছেদন করিয়া বাদন বিষয়ে অযোগ্যা করে, সেইরূপ মূষিকা স্বরূপ বিষয়তৃষ্ণাও বৈরাগ্য বিবেকাদি গুণসংশ্রয়া যে যে আস্থাকে আমি সমাশ্রয় করিতে যত্নকরি, সেই সেই আস্থাকে ঐ আশা কুমূষিকা ছেদন করিয়া আমাকে তত্তদ্বিষয়ে অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—তন্ত্রী পদেবীণা ধাতু নির্ম্মিত তারাম্বিতা তাহাকে মূষিকা ছেদন করিতে পারে না, কেবল বীণাদণ্ড বন্ধন উপনাহ চর্ম্মতন্ত্রেতে আবদ্ধ তাহাকেই অনায়াসে ছেদন করে, তচ্ছেদেও বীণাযন্ত্র বাদন বিষয়ে অযোগ্যা হয়। সেইরূপ শরীরীর শরীর রূপ বীণাযন্ত্র, অতি সাধনের আধার, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাদি তন্ত্র ত্রয়, ইহা ছেদন করিতে আশামূষিকার সাধ্যনাই, কেবল আগন্তুক বিবেক ও বৈরাগ্য স্বরূপ গুণবন্ধনকেই ছেদন করিতেছে, যাহাতে আমার অতিশয় যত্ন তাহারই ব্যাঘাত করিয়া দুরন্ত দুঃখদায়িনী মূষিকা রূপা কুতৃষ্ণা আমাকে নিরন্তর যাতনা দিতেছে ॥ ৮ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, সলিলবেগে শুষ্কপত্র, বায়ুতে শুষ্কতৃণ, ও শরন্মেঘ সঞ্চালিত হয়, সেই দৃষ্টান্তে ঋষিবরকে কহিতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(পয়সীবজরৎ পর্ণমিতি) ॥

পয়সীবজরৎপর্ণং বায়াবিবজরত্তৃণং।
নভসীবশরন্মেঘশ্চিন্তা চক্রেভ্রমাম্যহং ॥ ৯ ॥

পয়সিআবর্ত্তজলে ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞবর ঋষিশার্দ্দূল! প্রবাহিত সলিল ঘূর্ণের মধ্যে পতিত শুষ্ক পত্র যেমন অস্থিরতারূপে স্থানান্তরে গমন করে, এবং শুষ্ক তৃণ কূট যেমন বায়ু কর্ত্তৃক দূর দূরান্তরে নীত হয়. আকাশ মণ্ডলস্থ শরৎকালের মেঘ যেমন বায়ু সঞ্চালিত হইয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ আমিও কুতৃষ্ণা বশে চিন্তাচক্রে পতিত হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—আমি এই উপলক্ষণ মাত্র সর্ব্বত্রেই জীবমাত্র জানিবেন অর্থাৎ বিষয়াশার পারে যাইতে কেহই পারেনা, একারণ সেই দুর্নিবার্য্যা বিষয় তৃষ্ণা কর্ত্তৃক

সংসার চক্রে আরূঢ় হইয়া জীব নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, যতদিন আশাত্যাগ না হইবে, ততদিন কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত হইয়া বৈরাগ্যাচলে অধ্যারূঢ় হইতে পারিবেনা, তাবৎকাল স্রোতজলে পতিত শুষ্কপত্র, বায়ুতে শুষ্কতৃণ, গগণান্তরালে শরৎকালের মেঘের ন্যায় অবিরত চঞ্চালিতই হইবে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর জালবদ্ধ চিন্তিত পক্ষীগণের দৃষ্টান্তদিয়া শ্রীরাম ঋষিকে আপনার অবস্থা কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(গন্তুমাস্পদমিতি) ॥

গন্তুমাস্পদমাত্মীয়মসমর্থধিয়োবয়ং।
চিন্তাজালেবিমুহ্যামোজালে শকুনয়োযথা ॥ ১০ ॥

আত্মীয়ং স্বীয়ং আস্পদংপ্রতিষ্ঠাং পারমার্থিকরূপমিতিযাবৎগন্তুং প্রাপ্তুং ॥ ১০

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকাত্মজ ! যেমন পক্ষীগণেরা আহারের আশাতে মৃগয়ুরজালে আপতিত হয়, এবং উত্থান শক্তি রহিত হইয়া তাহাতেই বদ্ধ থাকে, আর কোন মতেই আপনার বাসস্থানে যাইতে পারে না। হে ঋষিবর: আমিও বিষয়াশাতে চিন্তা স্বরূপ জালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, কোনক্রমেই আপনার স্বরূপাবস্থান প্রাপণে সমর্থ হইতেছিনা ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—মৃগয়ুগণেরা কিঞ্চিৎ তণ্ডুলকণা বিকিরণ করিয়া জাল পাতিয়া রাখে, ক্ষুধাতুর বিহগগণেরা আহার লালসায় তাহাতে পতিত হইয়া বদ্ধথাকে, আর কোন মতেস্বস্থানে আসিবার তাহার যোগ্যতা থাকেনা, জীবগণেরাও সংসারে আসিয়া বিষয় সুখ লালসায় দুরত্যয় চিন্তাজালে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইতেছে, আর কোন মতে স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেনা। অর্থাৎ মায়োপাধি বিশিষ্ট জীব, মায়া রহিত হইয়া স্বকীয় পারমার্থিক ধামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়না, যেহেতু কুতৃষ্ণাতেই নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হইয়া থাকে ইত্য ভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, বিষয় বাসনাকে অগ্নিজ্বালা রূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তৃষ্ণাভিধানয়েতি)।

তৃষ্ণাভিধানয়া তাতদগ্ধোস্মি জ্বালয়াতথা।
যথাদাহোপশমনমাশঙ্কেনা মৃতৈরপি ॥ ১১ ॥

ক্ষুদ্ধা আশঙ্কেসম্ভাবয়া[illegible] ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে তাত! হে পিতৃবন্মান্য মহর্ষে! বিষয় বাসনা স্বরূপ অগ্নি জ্বালাতে আমি এমনই দগ্ধ হইতেছি, যে অমৃত পাইলেও আর সেই দাহ জ্বালার উপশম হইবে না এমন বোধ হয়॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয়ের প্রতি বাসনা, তাহাতে সুখলেশ মাত্র নাই, তজ্জ্বালাতে জীব নিরন্তর দহ্যমান হয়, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগি ব্যক্তির এমন একক্ষণও যায় না, যে তৎকাল মাত্র জ্বালা ভোগ করিতে হয় না, যখন যখন বিষয় সংঘটিত এমন এক এক জ্বালা আসিয়া উপস্থিত হয়, যে তাহাতে অত্যন্ত ব্যস্থ সমস্ত হইয়া লোকে মনে করে, যে এমন অমৃত তুল্য বিষয় কি আছে, যে তাহাতে এ জ্বালার নিবারণ হয়, কিন্তু বৈরাগ্যরূপ সলিল সিঞ্চন ব্যতীত কিছুতেই সেই বাসনাগ্নি জ্বালার শান্তি নাই ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীরামচন্দ্র চিন্তার সহিত উন্মত্তা তুরঙ্গীর দৃষ্টান্ত দিয়া কৌশিকবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(দূরংদূরমিতি)।

দূরং দূরমিতোগত্বাসমেত্যচ পুনঃ পুনঃ।
ভ্রমত্যাশুদিগন্তেষুচিন্তোন্মত্তা তুরঙ্গমী॥ ১২ ॥

দ্বিরুক্তির্ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টলাভায়॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! এই বিষয় চিন্তা উন্মত্ত তুরঙ্গীর ন্যায় জীবকে লইয়া দূর হইতে দূরতরে গমন করিতেছে। এবং দূরতরে গমন করতঃ অন্যান্য চিন্তা সমূহে মিলিতা হইয়া পুনর্ব্বার দিগ্‌দিগন্তরে ধাবমানা হইতেছে॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য। চিন্তারূঢ় জীব মোক্ষের অনেক দূরে ভ্রমণ করে, কেবল তাহাও নহে বরং ঐ চিন্তার সহচরী অন্যান্য বিবিধ প্রকার চিন্তা আসিয়া তাহাতে মিলিতা হয়, তাহাতে জীব কোনমতে স্থির থাকিতে না পারিয়া দিগ্‌দিগন্তের আরও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে থাকে. একারণ চিন্তাকে উন্মত্তা ঘোটকী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন॥ ১২॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ষটরজ্জু স্বরূপাতৃষ্ণার বর্ণনা করিয়া ঋষিকে আত্ম অর্বসন্নতার কারণ জানাইতেছেন। যথা।—(জড়ন্সংসর্গিণীতি)।

জড়সংসর্গিণী তৃষ্ণাক্ষুভোর্দ্ধাধো গমাগমা।
ক্ষুদ্রাগ্রন্থিমতী নিত্যমাবদ্যদাগ্র রজ্জুবৎ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মরূপবিষয়ানুসারাৎ কৃতৌসম্পাদিতৌস্বর্গ নরকয়োর্গমাগমৌগমনাগমনে যাসঞ্চলিতাভোক্তৃভোগ্যতাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসোগ্রন্থিস্তদ্বতী আবদ্যদাগ্ররজ্জুর্ঘটীয়ন্ত্রোপরিতনরজ্জুস্তৎপক্ষেঽপিচত্বারি বিশেষণানিপ্রসিদ্ধান্যেব॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! ঘটযন্ত্রোপরিস্থিত রজ্জুর ন্যায় এই বিষয় তৃষ্ণা, ঊর্দ্ধাধো গমনাগমন সম্পাদিনী জড়সংর্গিণী হয়, ও তাহাতে ক্ষোভ স্বরূপা আশারশ্মী অভিমান রূপ গ্রন্থিযুক্তা জানিবেন॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—কূপ হইতে জলোত্তলন জন্য ঘটগ্রীবাতে বদ্ধ রজ্জুকেঅচ্ছেদ্য দৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত করে, সেই রজ্জু বদ্ধঘট নিয়ত ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে গমনাগমন করিতে থাকে, তাহাতে বদ্ধঘট স্খলিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ঘটবৎ জীব, বিষয় তৃষ্ণাস্বরূপ রজ্জুতে অভিমান গ্রন্থি অর্থাৎ মমতা রূপ দৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত তৃষ্ণা রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ঘটবৎ জীব কোনমতে তাহাতে মুক্ত হইতে না পারিয়া নিরন্তর স্বর্গ নরকরূপ ঊর্দ্ধাধঃ স্থানে ঘট যন্ত্রের ন্যায় গমনাগমন করিতেছে, এই শ্লোকের এই মাত্র অভিপ্রায় হয়।৮ ১৩ ॥

অনন্তর রজ্জুতে আবদ্ধ বৃষবৎ জীবের পরবশতা দৃষ্টান্তে রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র, মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অন্তর্গ্রথিতয়েতি)।

অন্তর্গ্রথিতয়াদেহে সর্ব্বতুশ্ছেদ্যয়া তথা।
রজ্জুবদ্ধো বলীবর্দ্ধস্তৃষ্ণয়া বাহ্যতেজনঃ॥ ১৪ ॥

দেহেঅন্তর্মনসিগ্রথিতয়াপ্রোতয়া বলীবর্দ্ধরজ্জুপক্ষেনাড্যাদি প্রদেশেপ্রোতয়াবাহ্যন্তে বৈহিকামুষ্মিকসাধনং সহস্রভাবমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি শার্দ্দুল! মানব লোকে বলীবর্দ্দকে রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া আয়ে-ষ্যাবতে বাহন করে, তদ্রূপ মানবগণের মানসে দুশ্ছেদ্যা বিষয় তৃষ্ণাও অন্তর্গ্রথিতা হইয়া বাসনাবশে জীবকে ভ্রমণ করাইতেছে॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য। বৃষকে দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া জনেরা আপন বশে তাহাকে হলে বা শকটাদিতে নিয়ত বাহন করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবের মনোমধ্যে আশারজ্জু বলীবর্দ্দের ন্যায় জীবকে আবিদ্ধ করিয়া নিয়ত আপন বশে অসার সংসার কার্য্যে ভ্রমণ করাইতেছে, সামান্য রজ্জুর ছেদ ভেদ করা যায়, কিন্তু আশা রজ্জু অচ্ছেদ্যা হয়, ইতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর কিরাতীর সহিত আশার দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবর্য্য শ্রীরাম ঋষিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(পুত্রমিত্রকলত্রাদীতি)।

পুত্রমিত্রকলত্রাদিতৃষ্ণয়া নিত্যকৃষ্টয়া।
খগেষ্বিব কিরাত্যেদং জালং লোকেষুরচ্যতে ॥ ১৫ ॥

নিত্যং কৃষ্টং আকার্ষণং যস্যাঃস্বভাবস্তথাভূতয়াতৃষ্ণয়া কিরাত্যাখগেষুজালমিব-ইদং প্রসিদ্ধং পুত্রমিত্রকলত্রাদিজালং লোকেষুজনেষুরচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! প্রান্তর মধ্যে কিরাতী যেমন পক্ষীগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহারীয় লোভ সামগ্রী দেখাইয়া জাল বিস্তার করিয়া রাখে, তদ্রূপ এই দুরন্তা আশাকিরাতী সাংসারিক সুখ লোভ প্রদর্শন দ্বারা জীবগণকে আবদ্ধ করিবার জন্য পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, মিত্র ও বান্ধবাদি রূপ জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—কিরাতী অর্থাৎ ব্যাধপত্নীকৃত বিহগবধার্থ জাল কদাচিৎ ছেদ করা যায় কিন্তু আশা কিরাতীর এই জাল ছেদন করিতে কেহই সক্ষম নহে। কেবল বৈরাগ্য রূপ শাণিত খরধার অস্ত্র ব্যতীত এজাল বন্ধনের ছেদন হইতে পারে না, ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ পক্ষীয়া কুহু যামিনীর সহিত আশার দৃষ্টান্তে রঘুবর মুনিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভীষয়ত্যেবেতি)।

ভীষয়ত্যেবধীরং মামন্ধয়ত্যপি সেক্ষণং।
খেদয়ত্যপিসানন্দং তৃষ্ণাকৃষ্ণৈব শর্ব্বরী ॥ ১৬ ॥

ধীরং প্রাজ্ঞং ধৈর্য্যংবলং চ সেক্ষণং বিবেকচক্ষুস্মন্তং প্রসিদ্ধকশর্ব্বরীরাত্রিঃ ॥ ১৬

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মহাত্মন্! ধীরচিত্ত দেখিয়াও এই আশা কৃষ্ণ পক্ষীয় ঘোরাকুহূরজনীর ন্যায় আমাকে ভীত করিতেছে, যদিও আমি বিবেক স্বরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, তথাপি আমাকে বলপূর্ব্বক অন্ধবৎ করিয়া রাখিয়াছে, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া আনন্দিত থাকিলেও সে আমাকে খেদ যুক্ত করে॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—আশা এমনি বলবতী যে আশা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও সে স্বীয় বল দ্বারা জীবকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, কোনমতে আশাকে জয় করিতে সাধ্য হয় না॥ ১৬ ॥

অনন্তর বিষয় তৃষ্ণাকে কৃষ্ণা ভুজঙ্গিনী রূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরঘুরাজ মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা;—(কুটিলাকোমলস্পর্শেতি)।

কুটিলাকোমলস্পর্শা বিষবৈষম্য শংসিনী।
দশত্যপিমনাক্ পৃষ্টাতৃষ্ণা কৃষ্ণেবভোগিনী॥ ১৭ ॥

কৌটিল্যসহস্রবতীকোমলঃ সুখলবোন্মুখঃ স্পর্শোবিষয়লাভোযস্যাঃ পরিণামেতুবিষসদৃশং যদ্বৈষম্যং বৈরবন্ধবধাদিতচ্ছংসনশীলা শরীরংমোহয়তি ভোগিনী পক্ষেস্পষ্টার্থঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! যেমন কাল ভুজঙ্গিনী কুটিলা অথচ কোমলস্পর্শা, কিন্তু দংশন মাত্রেই বিষম বিষ জ্বালা প্রদায়িনী হয়, সেই রূপ এই বিষয় তৃষ্ণাও কুটিলগতি বিশিষ্টা কোমলস্পর্শার ন্যায় বিষয় সুখ স্পর্শ দায়িনী হয়, কিন্তু পরিণামে আপদ স্বরূপ দন্ত দংশনে, বধ বন্ধনাদি বিষম বিষ জ্বালা প্রদানের কারণ ভুতা জানিবেন॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—সর্পেরগতি যেমন কুটিলা, আশাও সেইরূপ কুটিলা, অতএব কখন সরলগতি বিশিষ্টা নহে, সর্প শরীর কোমলস্পর্শ সুখ দায়ক, আশাও অতি কোমলা, বিষয় সুখস্পর্শ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু গ্রহণ করিতে গেলে সর্প যেমন বিষম দংশন করিয়া বিষ বমন করে, এবং সেই বিষে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে, তদ্রূপ আশা গ্রহণে আপৎস্বরূপ দন্তে এমনি দংশন করিয়া বধ বন্ধনাদি রূপ বিষম বিষ বমন করে, যে সেই বিষজ্বালাতে নিয়ত দন্দহ্যমান থাকিতে হয়। সামান্য সর্প

দংশনে মন্ত্রৌষধি দ্বারা শান্তি লাভ হয়, কিন্তু আশা ভুজঙ্গিনীর দংশনে শান্তি লাভ করা অতি কটিনতর জ্ঞান করিবেন ।। ১৭ ।।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কাল রাক্ষসীর সহিত বিষয় তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিবরকে কহিতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভিন্দতীতি)।

ভিন্দতীহৃদয়ং পুংসাং মায়াময়বিধায়িনী।
দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনাতৃষ্ণা কৃষ্ণেবরাক্ষসী ।। ১৮ ।।

মায়াশ্চ আময়ারোগাশ্চতেষাং মায়াকার্য্যবঞ্চনাদীনাং সর্ব্বস্যৈবমায়াকার্য্য-প্রপঞ্চস্য উৎপাদনশীলাদৌর্ভাগ্যং হতভাগ্যতাদীনাদৈন্যবতী ।। ১৮ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! মায়া স্বরূপ রোগের উৎপত্তি স্থান রূপা, পুরুষের দীনতা বিধায়িনী, সম্যক্ দৌর্ভাগ্য প্রদায়িনী বিষয় তৃষ্ণা, কাল রাক্ষসীর ন্যায়, জীবের হৃদয়কে নিয়ত ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে ।। ১৮ ।।

তাৎপর্য্য।—আশা পাশ যন্ত্রিত লোভিপুরুষেরা দৈন্য দৌর্ভাগ্য হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে না, নিরন্তর মায়াস্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া অবসন্ন হয় অর্থাৎ হৃদয় বিদারিণী কাল রাক্ষসী প্রায় এই বিষয়াশা জীবগণকে যন্ত্রণা জালে আবদ্ধ করিতেছে, অতএব হতাশ হওয়াই জীবের কর্ত্তব্য ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ।। ১৮ ।।

অনন্তর ভগ্নবীণার সহিত শরীর দৃষ্টান্তে শ্রীরঘুনাথ, মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তন্ত্রীতি)।

তন্ত্রীতন্ত্রীগণৈঃ কোশং দধানাপরিবেষ্টিতং।
ননন্দেরাজতে ব্রহ্মন্ তৃষ্ণাজর্জ্জরবল্লকী ।। ১৯ ।।

তন্ত্রীভিঃপ্রমীলাভিতন্ত্রীগণৈর্নাড়ীসমূহৈশ্চপরিবেষ্টিতং কোশং শারীরং দধা-নাজর্জ্জরবল্লকীজীর্ণস্ফুটিতালাবুকাবীণাসাপিহিততন্ত্র্যা অন্যাঙ্গান্তরসম্পাদনালসোন বিচ্ছিন্নতন্ত্রীভিঃ বেষ্টিতং অলাবুকোশং দধানাঅমঙ্গলত্বাদ্যথা ন মাঙ্গলিকোৎসবা-নন্দেরাজতেতথা তৃষ্ণাকবলতোনির্ব্বিক্ষেপনিরতিশয়ানন্দে নরাজতে। তথাচোক্তং যচ্চকামসুখং লোকেযচ্চদিব্যং মহৎসুখং তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতেনার্হতঃ ষোড়শীং কলামিতি ।। ১৯ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! ভগ্নতুম্বী বীণাতে তার সংযুক্ত করিলে, কখন তাহাতে আনন্দ প্রদায়িনী ধ্বনি নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং মাঙ্গলিক উৎসবানন্দে তাহাতে কাহারই মনোরঞ্জন হয় না। সুষুম্নাদি নাড়ী সমূহ যুক্ত জর্জ্জরীভূতা ভগ্ন বল্লকীর ন্যায় শরীরকে অবলম্বন করিয়া বিষতৃষ্ণাই ব্যস্ত করিতেছে, কোনমতে জীবের আনন্দ জন্মাইতে পারেনা॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—বীণাস্বরূপ দেহীর দেহ, তাহাতে আশাই ভগ্নতুম্বীর ন্যায় হইয়াছে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিন নাড়ী তারত্রয়, তত্তার ধ্বনিতে অর্থাৎ প্রণবাখ্য পরমানন্দে জীবের মোক্ষ মহোৎসবে পরমানন্দ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ভগ্ন অলাবুরন্যায় আশা যত দিন থাকে, ততদিন কোনমতেই সে আনন্দকে লাভ করা যায় না, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে। সামান্য বল্লকী অর্থাৎ বীণার যদি অলাবু ভগ্ন হয়, তাহাতে তার যুক্ত করিলে তদ্বাদ্যে যেমন জন রঞ্জনানন্দ সন্দোহ জন্মিতে পারে না, অর্থাৎ ভগ্নতুম্বীকে ত্যাগ না করিলে তদ্ধ্বনিতে মনোহরণ হয় না, তদ্রূপ আশা ত্যাগ না করিলে নিরতিশয় আনন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই॥ ১৯ ॥

অনন্তর গিরিগহ্বরোদ্ভূতা বিষলতিকার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র তৃষ্ণার স্বরূপ প্রকৃতি বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নিত্যমেবাতিমলিনেতি)।

নিত্যমেবাতি মলিনা কটুকোন্মাদদায়িনী।
দীর্ঘতন্ত্রী ঘনস্নেহা তৃষ্ণাগহ্বরবল্লরী॥ ২০ ॥

কটুকঃপরিণাম দুঃখোদয় উন্মাদ প্রদানশীলা শেষংস্পষ্টংগহ্বরবল্লরীপর্ব্বত গুহোৎপন্নালতা সাপিসূর্য্য রশ্ময়ঃসংস্পর্শান্নিত্যমেবম্লানাতিরিক্তোন্মাদফলদায়িনী দূরাবলম্বিত্বাদ্দীর্ঘাপ্রতানাঘনস্নেহা বহুনির্যাসাচেতিতদ্দর্শিনাং প্রসিদ্ধং॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম ঋষে! পর্ব্বত গহ্বর হইতে উদ্ভূতা কটুকলতা বিশেষ, সে অতি দীর্ঘতমা, নিবিড় রসযুক্তা, রবিকরস্পর্শমলিনা, উন্মাদপ্রদায়িনী, এই বিষবল্লরী যেমন জন সকলের পরিণামে দুঃখ দায়িনী হয়, সেইরূপ জীবের বিষয় তৃষ্ণাও বিষবল্লীর ন্যায় দুঃখ দায়িনী জানিবেন॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—ঘনরসযুক্তা বিষলতা গিরগুহা হইতে উৎপন্না, কটুক অর্থাৎ পরিণাম দুঃখদায়িনী, উন্মাদকারিণী, সূর্য্যের কিরণ স্পর্শমাত্রেই ম্লানা হয়,

দীর্ঘতন্ত্রা, অর্থাৎ তদ্রসপানে মোহক্লমোৎপন্ন হয়, তাহার রস অতি ঘন। জীবেরহৃদয় কুহর গিরিগহ্বরন্যায় তাহাতে উৎপন্না তৃষ্ণালতা বৈরাগ্যোদয়ে মলিনা হয়, তাহার ঘনরসস্বরূপ বিষয়, অতি কটুক, অর্থাৎ অতিশয় রূপে পরিণামে দুঃখ প্রদান করে, ঐ বিষয়রসপানে জীব উন্মত্তবৎ হয়, সুতরাং তাহাকে দীর্ঘতন্ত্রী বলা যায়, অর্থাৎ বিষয়াশা প্রাপ্ত জীব অপ্রবুদ্ধ প্রসুপ্তবৎ থাকে, অতএব জীবের আশাই বিষবৎ প্রাণ নাশিনী হয়, তাহাকে অবলম্বন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে ॥ ২০ ॥

অনন্তর তৃষ্ণাপক্ষে শূন্যার্থ স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন অর্থাৎ আশা মাত্র জীবের নিরানন্দ দায়িনী, তাহা হইতে আর কিছু মাত্র ফল দর্শে না, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।—(অনানন্দকরীতি)।

অনানন্দকরীশূন্যা নিষ্ফলাব্যর্থমুন্নতা।
অমঙ্গলকরীক্রূরা তৃষ্ণাক্ষীণেবমঞ্জরী ॥। ২১ ॥

তৃষ্ণাপক্ষেস্পষ্টার্থঃ অন্যত্রশূন্যতাপুষ্পৈঃ উন্নতাআম্রাদেরূর্দ্ধশাখাসুস্থিতাক্রূরা শুষ্কত্বাৎকণ্টকপ্রায়া ॥ ২১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! বৃক্ষের শাখাগ্রগতা পুষ্প ফল রহিতা, ব্যর্থ উন্নতা অমঙ্গলকরী শুষ্ক কণ্টকপ্রায়ামঞ্জরীর ন্যায়, তৃষ্ণাও জীবের নিয়ত অমঙ্গল সাধিনী জানিবেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—আম্রাদি তরুবর শাখাগ্রাবলম্বিনী মঞ্জরী, যাহাতে ফল বা পুষ্প না থাকে, ক্রমে শুষ্ক হইয়া কণ্টক প্রায় হয়, তৎস্পর্শ ক্লেশদায়ক, তদ্বৎ জীবের দেহস্বরূপ রসাল তরুর শাখাগ্রশায়িনী তৃষ্ণামঞ্জরী, অর্থাৎ দেহ রূপ বৃক্ষে ইন্দ্রিয় বৃত্তি রূপা শাখা, তাহার অগ্রভাগ মন, মনেতেই তৃষ্ণার অবস্থান, কিন্তু সেই তৃষ্ণার কিছু মাত্র ফল নাই, তাহাতে পরমার্থ স্বরূপ শোভনীয় পুষ্প্যাদি নাই, অর্থাৎ আশা কত বিষয়ে হয়, কিন্তু আশানুযায়ি ফল ফলে না, অতএব শুষ্ক মঞ্জরীবৎ অনাহ্লাদকরী রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুষ্ক আশার অপূরণে নিয়তই বিষাদোৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বিষাদ কণ্টক প্রায় খরস্পর্শ অর্থাৎ কণ্টকাগ্রস্পর্শে যেমন শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জ্বালা জন্মে,তদ্রূপ আশা স্পর্শে অপূর্ণ কাম হইলে ঐ আশা নিরন্তর চিত্তকে ক্ষত বিক্ষত করে, সুতরাং বৃক্ষাগ্রস্থিতা শুষ্কা মঞ্জরী যেমন নিরা-

নন্দকরী ও কন্টকবৎ কষ্টদায়িনী, তদ্রূপ জীবের আশাও কোন ফলদায়িনী নহে, কেবল মনঃ পীড়াদি কষ্ট প্রদায়িনী মাত্র হয়॥ ২১ ॥

অনন্তর অমনোরঞ্জনী বৃদ্ধা বেশ্যার সহিত জীবের বিষয়াশার দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিবরকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।—(অনাবর্জ্জিত চিত্তাপীতি)।

অনাবর্জ্জিত চিত্তাপি সর্ব্বমেবানুধাবতি।
নচাপ্নোতিফলং কিঞ্চিৎ তৃষ্ণাজীর্ণেবকামিনী॥ ২২ ॥

অনাবর্জ্জিতং অবশীকৃতং চিত্তং যযাফলং লাভং ভোগং বা জীর্ণাকামিনী বৃদ্ধাবেশ্যা॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! যেমন অবশীকৃত চিত্তা বৃদ্ধাবলাগণ নায়কবশী করণার্থ ধাবমানা হয়, কিন্তু তাহাতে কাহারই মনোরঞ্জন হইতে পারে না, এবং নায়ক হইতে কিছু মাত্র ভোগ লাভাদিও সে করিতে পারে না, কেবল চেষ্টা মাত্রই সার হয়, সেইরূপ জীবের বিষয়াকাংক্ষাও জীবের প্রতি নিরর্থ ধাবমানা হইতেছে জানিবেন, তাহাতে কিছু মাত্র ফল দর্শে না॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃদ্ধাবেশ্যা ভোগলাভেচ্ছায় পুরুষের প্রতি প্রীতিভাব প্রকাশিকা হইয়া যেমন ধাবমানা হয়, কিন্তু কোনমতে পুরুষগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষমা হয় না বরং কষ্টদায়িনী হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা সুখ ভোগাদি বা ধন সম্পত্ত্যাদি কিছু মাত্র লাভ হয় না, কেবল নিরর্থ বিবিধ প্রকার চেষ্টাই করা হয়, সেইরূপ বিষয় আশা জীর্ণতমাগণিকার ন্যায়, পুরুষের রঞ্জনার্থে ধাবমানা, কিন্তু সেই আশা দ্বারা অভিলষিত ফল মাত্র লাভ করা যায় না, কেবল যন্ত্রণা মাত্র লাভ হয়, অর্থাৎ পরিণামে বৃদ্ধা বেশ্যাবৎ ঐ আশা প্রাণাপহারিণী হয় ইতি ভাবঃ॥ ২২॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সংসারকে রঙ্গভূমিরূপে সজ্জা করতঃ প্রাচীনা নর্ত্তকী স্বরূপা তৃষ্ণার বর্ণনা দ্বারা বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংসারবৃন্দ ইতি)।

সংসারবৃন্দে মহতিনানারস সমাকুলে।
ভবনাভোগরঙ্গেষু তৃষ্ণাজরঠনর্ত্তকী॥ ২৩ ॥

নানারসৈঃ শোকমোহাদিভির্নর্ত্তকীপক্ষে হাস্যবীভৎসাদিভিঃ রঙ্গেষু নৃত্যশালাসু ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরোত্তম মহর্ষি বিশ্বামিত্র! নানাবিধ রসবিশিষ্টা সভা মধ্যে সুসজ্জিত রঙ্গভূমিতে যেমন জরঠ নর্ত্তকী নৃত্যমানা হয়, সেইরূপ ঘোর সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে শোক মোহাদি নানারসবিবিষ্ট সুখ দুঃখাদি ভোগ সংকুলে ব্যাপৃত জীর্ণা নর্ত্তকীর ন্যায় জীবের বিষয় তৃষ্ণা নিয়ত নৃত্য করিতেছে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—যদ্রূপ সভামধ্যে জনসঙ্কুলে রঙ্গভূমি অর্থাৎ নেপথ্যে সুজীর্ণতরা বৃদ্ধাগণিকা নানাপ্রকার রসোদ্ভাবন পূর্ব্বক নাট্যাবতরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ শৃঙ্গার, বীর, করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎসাদি রসদ্বারা নৃত্যমানা হয়, তদ্রূপ এই ঘোরতর সুখ দুঃখাদি ভোগসমূহে আকৃষ্ট সংসারস্বরূপ রঙ্গভূমিতে শোক, মোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, দম্ভ, দ্বেষাদি নানা প্রকার রসোদ্ভাবন দ্বারা বৃদ্ধা বেশ্যার ন্যায় বিষয় বাসনাও নটমানা হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিষয় তৃষ্ণাকে বিষলতিকা রূপে বর্ণন করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জরাকুসুমিতেতি)।

জরাকুসুমিতারূঢ়া জাতোৎপাত ফলাবলিঃ।
সংসারজঙ্গলে দীর্ঘে তৃষ্ণা বিষলতাতথা ॥ ২৪ ॥

জঙ্গলেজীর্ণারণ্যেআততাবিস্তীর্ণা ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে কৌশিক! এই সংসার রূপ বিস্তীর্ণগহনকাননে তৃষ্ণা স্বরূপা বিষলতিকা উৎপন্না হইয়াছে সেই আশা লতা অতি বিস্তীর্ণা সুদীর্ঘা, জরা মরণাদি প্রফুল্লতর কুসুমযুক্তা, তাহাতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিকাদি স্বরূপ বহুতর ফল জন্মিয়াছে ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—গহনোদ্ভূতা বিষলতা দেখিলেই সে পরিচিতা হয় না অর্থাৎ বিষলতা কি অমৃত লতা উভয়ই ফলপুষ্পবতী, সুদর্শনীয়া, কেবল গুণ পরিগ্রহ করিলেই উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ সংসার বিপিনোদ্ভূতা আশালতা বিবিধ প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি স্বরূপফল পুষ্পবতী এবং আশু চিত্তরঞ্জিনীও বটে, কিন্তু ঐ আশালতি-

কার ফল পুষ্পাদির গুণ পরিগ্রহ করিলেই বিষবৎ প্রতীতি হয়, অর্থাৎ ঐ আশা লতার পুষ্প জরা, ফলরূপ উৎপাত সকল, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর জীব সকল দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং বিচক্ষণেরা বিষয় তৃষ্ণাকে বিষলতা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন॥ ২৪ ॥

বৃদ্ধানর্ত্তকীর তাণ্ডবিতা গতির ক্ষমতা বিহীনে যেমন নিরুৎসাহে পাদ বিক্ষেপাদি করে, তাহার সহিত বিষয়াশার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরঘুবর ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(যন্নশক্তাতীতি)।

যন্নশক্তাতি তত্রাপিধত্তেতাণ্ডবিতাং গতিং।
নৃত্যত্যানন্দরহিতং তৃষ্ণা জীর্ণেবনর্ত্তকী॥ ২৫ ॥

নশক্তাতিসাধয়িতুমিতিশেষঃ অন্যত্রযদাত্রগন্তুমিতিশেষঃ। আনন্দরহিতং নৈর্ব্বল্যোর্নিরুৎসাহত্বাৎ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে সুবুদ্ধিমান কৌশিক! বহু বর্ষীয়সী জীর্ণনর্ত্তকী যেমন নৃত্যানুকূল পাদ বিন্যাসাদি করিতে বিলক্ষণ রূপ পটু নহে, তথাপি জনরঞ্জনার্থে অনুরূপ বেশ ভূষাদি ধারণ পূর্ব্বক, আপনি অপ্রসন্ন চিত্তেও রঙ্গভূমে নৃত্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার বিষয় তৃষ্ণাও বৃদ্ধা নর্ত্তকীর ন্যায় পরিজন রঞ্জনার্থে সংসার রঙ্গে নিয়ত নৃত্য করিতেছে॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃদ্ধা নর্ত্তকী দর্শনেচ্ছু জনগণের সন্তোষ জন্মাইয়া অভিলষিত ধন লাভ করিয়া সুখীহইব ইত্যভিপ্রায়ে নর্ত্তনানুকূল পাদ সঞ্চালনাদিতে অসমর্থা হইয়াও নর্ত্তন সভায় পরিশ্রমাঙ্গীকার করে, জীবের আশাও সেইরূপ ইহ সংসার রূপ রঙ্গভূমিতে আত্মাভিলাষ পরিপূরণার্থে নর্ত্তকীর ন্যায় সর্ব্বজন মন মোহন করণার্থে উদ্যুক্তা, কিন্তু আত্মানুসারে লাভ করিতে না পারিয়া ভগ্নাশা হইয়াও জনতোষার্থ নিয়ত পরিশ্রম করিতেছে, অর্থাৎ জীবের আশার এই অভিপ্রায়, যে অদ্য যাহাহউক্ পরে কিছুলাভ অবশ্যই হইবে এই অনিত্য সংকল্পে নিরন্তর আঢ্য লোকের নিকট গমনাগমন রূপ পরিশ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু অপ্রাপ্তে উৎসাহ রহিত হয়, তথাপি অপ্রসন্নমনা হইয়াও কপট প্রসন্নতা দেখাইয়া তোষামোদে নিযুক্ত থাকে॥ ২৫॥

অনন্তর ময়ূরীর সহিত বিষয় তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বা-

মিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে এতৎশ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(ভূশং স্ফুরতীতি)॥

ভূশংস্ফুরতি নীহারে শাম্যত্যালোক আগতে।
দুল্লর্ভেষুপদং ধত্তেচিন্তাচপলবর্হিণী॥ ২৬ ॥

নীহারেবর্ষাবসানেতৎ সদৃশমোহাবরণেচস্ফুরতিনৃত্যতি আলোকৈর্ব্বিবেকপ্রকাশোপলক্ষিতে শরদিরুদ্দুল্লর্ভেঅমাধ্যেদুর্গমেপদং ব্যবসায়ংনীড়ঞ্চ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞানবান্ পুরুষ বিশ্বামিত্র! যেমন বর্ষাকালে মেঘাবৃত নভোমণ্ডলকে অবলোকন করিয়া চঞ্চল চরণা ময়ূরী নৃত্যপরায়ণা হয়, এবং বর্ষাবসানে শরদাগমে নির্ম্মল গগণমণ্ডল দেখিয়া উৎসাহ বর্জ্জিতা হয়। তদ্রূপ জীবের চিন্তা চঞ্চল আশা ময়ূরী হৃদয়াকাশকে মোহ স্বরূপ মেঘে আবৃত দেখিয়া নিরন্তর সর্ব্বোৎসাহে তাণ্ডবিতা গতি ধারণ করে, যখন ঐ হৃদয়াকাশে বৈরাগ্যস্বরূপ শরৎকালের উদয় হয়, তখন একবারে নিরুৎসাহযুক্তা হইয়া পুচ্ছ সঙ্কোচকরণ,ন্যায় সুদুর্গম ব্যবসায় রূপ নীড় মধ্যেই অবস্থান করে॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—জীবের যে পর্য্যন্ত বিষয় লালসা থাকে, সে পর্য্যন্ত মোহামোহে আকৃষ্ট হইয়া উন্মত্ত প্রায় ভ্রমণ করে, অর্থাৎ মেঘাগমে ময়ূর ন্যায় আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়, যখন বৈরাগ্যোদয় হয়, তখন শরৎকালীন নিরুৎসাহ গিরি গহ্বর শান্তি ময়ূরের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করে॥ ২৬॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র প্রাবিট্ তরঙ্গিণী অর্থাৎ বর্ষাকালে তরঙ্গমালিনী নদীর দৃষ্টান্তে বিষয় তৃষ্ণার বর্ণন করিয়া ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা।—(জড় কল্লোল বহুলেতি)।

জড়কল্লোলবহুলাচিরং শূন্যান্তরান্তরা।
ক্ষণমুল্লাসমায়াতি তৃষ্ণা প্রাবিট্তরঙ্গিণী॥ ২৭॥

কলজলান্যকালেশূন্যাতৎ কালেপিঅন্তরান্তরামধ্যেমধ্যে শূন্যাউল্লাসংফলজলসম্পত্ত্যোপচয়ং প্রাবিট্তরঙ্গিণীবর্ষর্ত্তুমাত্রপ্রবহানদী॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! কেবল বর্ষাকালে প্রবর্দ্ধিনী নদী যেমন বর্ষাজল সংসর্গে তরঙ্গমালিনী হয়, বর্ষাতিরিক্তকালে জলশূন্যা প্রায়, কদাচ বর্ষাকালেও মধ্যে

মধ্যে জলশূন্যা হইয়া শুষ্কপ্রায়া হয়, কখন বা অকালেও বহুতর তরঙ্গমালাযুক্তা হয়, তদ্রূপ জীবের বিষয় বাসনাও জলবৎ বিষয় সংসর্গে প্রাবিট্‌ তরঙ্গিণীর ন্যায় উল্লাস বহুলা হয়, কখন বা বিষয় বিচ্যুতকালে উল্লাসরহিতা, কদাচিৎ বহুতর রূপে হর্ষ সংযুক্তা হইয়া থাকে॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—জীবের আশা বিষয়বাড়িলেই বাড়িয়া থাকে, বিষয় হীন কালে ক্ষীণা প্রায় হয়, কদাচিৎ বিষয় সংসর্গকালেও ক্ষীণা অর্থাৎ অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ম্লান প্রায়া হয়, এবং ক্বচিদপি বিষয় সংসর্গ রহিত হইলেও পরে হইবে বলিয়া বৃদ্ধিতাকে প্রাপ্তা হয়, অর্থাৎ আশার বিচিত্রাগতি, এ আশাকে আমি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৭॥

অনন্তর ক্ষুধা তৃষ্ণায় সমাকুলা পক্ষিণীর দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিষয় তৃষ্ণার স্বভাব বর্ণন করিয়া ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নষ্ট-মুৎসৃজ্যেতি)।

নষ্টমুৎসৃজ্যতিষ্ঠন্তং তৃষ্ণাবৃক্ষমিবাপরং।
পুরুষাৎপুরুষং যাতিতৃষ্ণালোলেবপক্ষিণী॥ ২৮॥

নষ্টং নষ্টফলং তৃষ্ণালোলাক্ষুত্তৃড়্ব্যাকুলা॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! ফল রহিত বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া লোলা পক্ষিণী যেমন, ফল-লোভে অন্য ফলবান্ বৃক্ষান্তরকে সমাশ্রয় করে, তাহার ন্যায় দ্রব্যহীন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয় বাসনাও দ্রব্যবান্ পুরুষান্তরকে অবলম্বন করিয়া থাকে॥ ২৮॥

তাৎপর্য্য।—লোলা পক্ষিণীপদে ক্ষুৎতৃট্‌ ব্যাকুলা পক্ষিণী, ফললোভে ফলহীন বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়া ফলবান্ বৃক্ষান্তরে যায়, তদ্বৎ অপূর্ণকামা বাসনাও পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ আশা অতি চঞ্চলা লোলাপদে চঞ্চলা বেশ্যাবৎ এক স্থানে স্থির নহে, যখন যাহার নিকট কিঞ্চিৎ লাভ হয়, তখন তাহারই আশ্রয় লয়, তদভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে অবলম্বন করে, অতএব দুরন্তা আশাকে পরিত্যাগ করাই আত্ম মঙ্গলের কারণ হয়॥ ২৮॥

চপল মর্কটীর দৃষ্টান্তে রঘুনাথ আশার বর্ণনা করিয়া মুনিনাথকে কহিতেছেন, তাহাতে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(পদং করোত্যলঙ্ঘেপীতি)।

পদংকরোত্যলভ্যে পিতৃপ্তাপিফলমীহতে।
চিরংতিষ্ঠতিনৈকত্রতৃষ্ণা চপলমর্কটী ॥ ২৯ ॥

অলভ্যোদুষ্প্রাপ্যে দুল্লঙ্ঘ্যেচ পদব্যবসিতং পাদন্যাসঞ্চফলং লাভং ফলাদন্যঞ্চ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! চপলচিত্ত বানরী যেমন ফললোভে দুরারোহ বৃক্ষোপরি শাখাগ্রে শাখাগ্রে পাদ বিন্যাস করে এবং ফলাহারে পরিতৃপ্তা হইলেও পুনঃ পুনঃ ফলান্তরের আকাংক্ষা করে, চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত কখন চিরকাল একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারেনা, তদ্রূপ জীবের বিষয় তৃষ্ণাও চপল মর্কটীর ন্যায় অচিরস্থায়িনী, বিষয় ভোগে সংতৃপ্ত হইলেও দুষ্প্রাপ্য বিষয়ান্তরের ব্যবসায় করে, অর্থাৎ প্রচুরতর ধন সত্ত্বেও ধনান্তর প্রাপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—বানরী যেমন পতন নিধনাশঙ্কাকে তুচ্ছীকৃত করতঃ অত্যাচ্চ তরুবর চূড়াবলম্বিনী হইয়া শাখা প্রতিশাখাগ্রে উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন দ্বারা পাদ সঞ্চালন করে, জীবের আশাও সেইরূপ দুরুৎসাবলম্বিনী হইয়া নিপাত শঙ্কাকে গণ্য না করিয়া দুষ্প্রাপ্য বিষয় লাভেচ্ছায় সাহস করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর দৈবের সহিত তৃষ্ণার চেষ্টা বর্ণন করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ইদং কৃত্বেতি)॥

ইদংকৃত্বেদমায়াতি সর্ব্বমেবাসমঞ্জসং।
অনারতঞ্চযততেতৃষ্ণা চেষ্টেবদৈবকী ॥ ৩০ ॥

ইদংশুভমুচিতং বাকৃত্বাআবভাতদপরিসমাপ্যেবইদমশুভমনুচিতঞ্চ অসমঞ্জস প্রক্রমবিরুদ্ধং সর্ব্বমেবকার্য্যং সহসৈবায়াত্যনুসরতিতথাপিনোপরমতে কিন্তুঅনারতং সর্ব্বদৈবযততেশুভাশুভফলায় যথাপ্রাণিকর্ম্মানুসারিণো দেবস্যবিধাতুশ্চেষ্টাতদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! এই কর্ম্ম শুভজনক ইহা নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মারম্ভকরে, দৈববশতঃ সেই কর্ম্ম ফল সমাপ্তি না হইতেই অনারত অশুভ কারক অনুচিত কর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় রূপে অবগমন হইলেও করে, সেইরূপ বিধিলিপির ন্যায় বাসনা প্রথম অশুভজনক কর্ম্মকে শুভজনক বলিয়া আরম্ভ করিয়া পরে অশুভ বোধ হইলেও ত্যাগ করিতে পারে না, বরং যত্নপূর্ব্বক তাহারই অবিরত সমাচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—জীব মাত্রই বিধিবশতঃ অশুভজনক কর্ম্মকে প্রথম শুভজনক বলিয়া আরম্ভকরে কিন্তু পরে অশুভ বলিয়া বোধ হইলেও দৈব ঘটন জন্য ত্যাগ না করিয়া তাহাই করিয়া থাকে, আশাও তদ্রূপ অসৎ কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া প্রথম নিশ্চয় করে, পরে অসৎ বলিয়া জ্ঞান জন্মিলেও সর্ব্বদা তৎসাধনে যত্নবান হয়, অর্থাৎ আশা অতিবলবতী তাহাকে অতিক্রম করা অতি কঠিন, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য হয়, ইতিভাবঃ ।। ৩০ ।।

হৃৎষট্‌পদী স্বরূপ বাসনা, তাহার যে গতি তাহা শ্রীরাম ঋষিকে কহিতেছেন সেই অভিপ্রায়ে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(ক্ষণমায়াতীতি)।

ক্ষণমায়াতিপাতালং ক্ষণং যাতিনভস্তলং।
ক্ষণং ভ্রমতিদিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণাহৃৎপদ্মষট্‌পদী ।। ৩১ ।।

হৃৎপদ্মেষটপদীভ্রমরিকশেষং প্রাগ্ব্যাখ্যাভিপ্রায়ং ।। ৩১ ।।

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম কুশিকাত্মজ! মনুষ্যদিগের হৃদয় পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপা আশা, সেই আশা ভ্রমরী মনকে লইয়া কখন পাতাল তলে, কখন বা নভস্থলে, কদাচিৎ ভূমণ্ডলস্থ দিক্‌ স্বরূপ কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছে ।। ৩১ ।।

অর্থাৎ আশা স্থিরা নহে সর্ব্বদাই চপলবৃত্তা, মন তাহার বশে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সমস্ত লোক ভ্রমণ করিয়া থাকে, বিষয় মধুরস পানে উন্মত্তবৎ একারণ ভ্রমরী বলিয়া আশাকে ধৃতকরিয়াছেন, কেননা ভ্রান্তচিত্তা চতুরা কামিনীকে ভ্রমরী বলে ইত্যভিপ্রায়ঃ ।। ৩১ ।।

আহারান্তঃস্থিত বড়িশবৎ চির দুঃখ প্রদায়িনী জীবের বাসনা, সেই বাসনার দুরাত্মতা প্রদর্শনার্থ শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বসংসার দোষাণামিতি)।

সর্ব্বসংসারদোষাণাং তৃষ্ণৈবদীর্ঘদুঃখদা।
অন্তঃপুরস্থমপিযাযোজয়ত্যতিসঙ্কটে ।। ৩২ ।।

দীর্ঘদুঃখদাচিরদুঃখদাদীর্ঘাবড়িশরজ্জুরিববধকসন্নিধাবাকৃষ্যমরণাদিদুঃখদাতদেবোপপাদয়তি অন্তঃপুরস্থমপীতি ।। ৩২ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! সংসার সংসর্গী দোষ সমূহ আছে, তন্মধ্যে আশা যেমন এক। চিরদুঃখ প্রদায়িনী, অন্যদোষরাশি তাদৃশ দুঃখ প্রদায়ক নহে। বড়িশবৎ অন্তঃপুর স্থিত পুরুষকেও আশা বিষম সঙ্কটে নিয়োজন করে॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য।—জীবের আশা লৌহ শলাকার ন্যায় অর্থাৎ বড়িশের ন্যায় ভক্ষ্যাচ্ছন্ন, অন্তর্জলপুরস্থ মীনকে লোভ প্রদর্শন করাইয়া প্রাণ সঙ্কট যুক্ত করে, আশাও সাবধানে অন্তঃপুরস্থিত পুরুষকে বিষয় সুখলোভ প্রদর্শনচ্ছলে আকৃষ্ট করিয়া পরিণামে মহাসঙ্কটে নিযোজিত করে। অর্থাৎ আশাপাশে বদ্ধজীবের নিয়ত যন্ত্রণাই ঘটিয়া থাকে॥ ৩২॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মেঘমালার সহিত বিষয় তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিবরকে কহিতেছেন, যথা—(প্রযচ্ছতীতি)।

প্রযচ্ছতিপরংজাড্যং পরমালোক রোধিনী।
মোহনীহারগহনাতৃষ্ণা জলদমালিকা॥ ৩৩॥

জাড্যংমৌখ্যংশৈত্যংবা, পরমালোকপরং জ্যোতিরাত্মা সূর্য্যশ্চন্দ্রোহয়মিতিপূর্ব্বাপরং দিগ্ভাগশ্চেতিমোহোহবিবেক স্তদ্রূপেণনীহারেণগহনাদুর্গমা॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যেমন নিবিড় জলদ পটলোদয়ে নীহার বর্ষণ দ্বারা শীত জড়তা প্রদান করে, এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি আলোক পদার্থকে সমাচ্ছাদন করে, সেই রূপ জ্ঞানালোকাবরোধিনী বাসনাও জীবের হৃদয়াকাশে উদিতা হইয়া জড়ত্ব প্রদান করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণা মুর্খতা প্রদায়িনী হয়॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—পরমা লোক পদে বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, অবিবেক বিস্তার পূর্ব্বক বিষয় তৃষ্ণা, পুরুষ মাত্রকে জড়ীভূত করে, যেমন মেঘাবলি কর্তৃক সমাচ্ছাদিত সূর্য্যা লোকের অভাবদ্বারা মনুষ্যমাত্র শীতাতুরতা প্রযুক্ত জড়বৎ হয়॥ ৩৩॥

অনন্তর বিষয় ব্যবহারাদিকে মাল্যবৎ গ্রন্থন করতঃ আশাসূত্রে জীব পশুবৎ আবদ্ধ হইয়াছে, তদর্থে শ্রীরাম ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বেষাং জন্তুজাতানামিতি)।

সর্ব্বেষাংজন্তুজাতানাং সংসারব্যবহারিণাং।
পরিপ্রোতমণৌমালা তৃষ্ণাবন্ধনরজ্জুবৎ॥ ৩৪॥

যথাবহূনাংপশূনাং কণ্ঠদামভিঃ প্রোতামালোপমানাতির্য্যগ্দীর্ঘরজ্জুস্তদ্বৎ ॥ ৩৪

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! সংসার ব্যবহারি জন্তুমাত্রের মনোমালা গ্রন্থন করিয়া আশা পাশুবৎ রজ্জুতে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য। বিষয় বাসনা প্রথিত সংসার ব্যবহার সকল মণি মালার ন্যায় কণ্ঠ ভূষণ হইয়াছে, তাহাতেই নর সকল ভূষিত হইয়া ব্যবহারাদিকে মণিমালার ন্যায় কণ্ঠদেশে ধারণ করতঃ মহাভিমানী হয়, বস্তুতঃ বিচার করিলে ঐ মালা পশুদিগের কণ্ঠ বন্ধন রজ্জুরন্যায়, যেমন পশুগণেরা কণ্ঠবদ্ধ হইয়া আস্বেচ্ছাবশে পর্য্যটন করিতে পারে না, তদ্রূপ মানবনিকায়ও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর শক্রধনুর তুলনায় আশার অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বিচিত্র বর্ণেত্যাদি)।

বিচিত্রবর্ণাবিগুণাদীর্ঘামলিন সংস্থিতিঃ।
শূন্যাশূন্যপদাতৃষ্ণা শক্রকার্ম্মুকধর্ম্মিণা ॥ ৩৫ ॥

বিচিত্রবিষয়াম্বুরঞ্জিতত্বাদ্বিচিত্রবর্ণাবিবিধবিস্ময়হেতুরূপবতী চ বিগুণাসদ্গুণ-শূন্যাশূন্যাচমলিনঃ পুরুষোমেঘশ্চসংস্থিতরাধারোযস্যাঃ সত্ত্বশূন্যত্বাচ্ছূন্যঅবস্থ মনোনভোধিষ্ঠিতত্বাচ্ছূন্যপদা শক্রকার্ম্মুকমিন্দ্রায়ুধবৎ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! বারিদমণ্ডলে উদিত ইন্দ্রধনু যেমন বিচিত্র বর্ণেরঞ্জিত, অতিদীর্ঘ, গুণহীন অর্থাৎ তাহার সারতা মাত্র নাই, মলিনে সংস্থিতা, অর্থাৎ ধূমযোনিতে সংস্থিতি, অতি অলীক পদার্থ, কেবল শূন্য মাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জীবের বিষয় তৃষ্ণাও শক্রধনুধর্ম্মিণী অলীক পদার্থ, তাহার কোনগুণ নাই, অতি মলিনা, অতি দীর্ঘা অর্থাৎ লম্বমানা, কেবল শূন্য রূপ জীবের হৃদয়াকাশকে আশ্রয় করিয়া মহামোহরূপ ধূমযোনিতে প্রকাশ পাইতেছে। ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শক্রধনু কোন পদার্থ নহে, শুদ্ধ তরলা মেঘমালাতে সর্ব্বকালে রবিকিরণ সংযোগে বিচিত্র বর্ণে প্রতিভাত হয়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না, সেইরূপ জীবের বাসনাও ব্যর্থ পদার্থ কোনগুণ নাই কেবল বিচিত্র রূপে দর্শনীয়া হয় এই মাত্র। ৩৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র, বাসনা পক্ষে বহুবিধ দোষারোপ করতঃ ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(অশনিরিতি)।

অশনিগুর্ণসস্পানাং ফলিতাশরদাপদাং।
হিমংসম্বিৎসরোজানাং তমসাংদীর্ঘযামিনী॥ ৩৬॥

গুণলক্ষণসস্পানাং অশনিঃসম্বিৎশরোজানাং বোধপদ্মানাং হিমবিঘাতিকেত্যর্থঃ আপদাং ফলিতাফলিত সস্পাশরৎবর্দ্ধিকেত্যর্থঃ এবংতমসামপিহেমন্ত রাত্রিঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে কুশিকাত্মজ! এই বিষয় তৃষ্ণা, গুণলক্ষণ-সস্পসকলের পক্ষে বজ্রের ন্যায়, জ্ঞান স্বরূপ শতপত্র সকলের হিম স্বরূপা, আপৎরূপ সস্পসকলের বৃদ্ধি বিষয়ে শরৎকালের ন্যায়, তমো বৃদ্ধি কারিণী দীর্ঘতমা হেমন্তরজনী তুল্যা হইয়াছে॥ ৩৬॥

তাৎপর্য্য।—জীবের গুণরূপ তৃণাদির বিনাশকারিণী এই বাসনা বজ্ররূপিণী অর্থাৎ তৃণধ্বজ তাল লাঙ্গুলি খর্জ্জুর বংশাদি বিনাশক বজ্র, বাসনাও গুণ সস্পের বিনাশিনী বজ্ররূপা। হিমাগমে পদ্মরাজী বিনাশ দশাপ্রাপ্ত হয়, অতএব জ্ঞানপদ্মে হিম স্বরূপা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তৃণাদির বৃদ্ধি শরৎকালে হইয়া থাকে অর্থাৎ যব গোধূম ব্রহীত্যাদির শরতে বৃদ্ধি হয়, একারণ বাসনাকে আপৎরূপ সস্পের বৃদ্ধিকারিণী শরৎকালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর শীতকালের সুদীর্ঘ যামিনী জনসকলকে জড়ীভূত করিয়া রাখে, এজন্য তমোবৃদ্ধি বিষয়ে বিষয় তৃষ্ণাকে হেমন্ত যামিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ৩৬॥

সংসার রূপ নাট্যে নটীস্বরূপা আশার বর্ণন করিয়া শ্রীরাম ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সংসার নাটকেত্যাদি)।

সংসারনাটকনটী কার্য্যালয় বিহঙ্গমী।
মানসারণ্যহরিণা স্মরসঙ্গীতবল্লকী॥ ৩৭॥

কার্য্যালয়স্য প্রবৃত্তিলক্ষণ নীড়স্য গৃহবিটঙ্কস্য বা মানস্য মনোরথঃ বল্লকী বীণা॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মহর্ষে! এই বিষয়তৃষ্ণা সংসার স্বরূপ নাটকের নটী স্বরূপা, কার্য্য প্রবৃত্তিরূপ নীড়াশ্রিতা পক্ষিণীরূপা, মনোরথস্বরূপ কানন শোভনীয়া হরিণী রূপা, এবং কাম সঙ্গীততরঙ্গে বীণা স্বরূপা হয়॥ ৩৭॥

তাৎপর্য্য।—এই বিষয়তৃষ্ণা সংসাররূপ নাট্যবিধায়িনী প্রধানা নটী স্বরূপা, যদ্রূপ বৃক্ষশাখাগ্রে বাসাকরতঃ পক্ষী সকল বাস করে, তদ্রূপ সংসার স্বরূপ বৃক্ষে বহুবিধ কার্য্যরূপ তৃণকুট সঞ্চয়ে নীড় করতঃ পক্ষিণীস্বরূপা বাসনা অবস্থিতি করিতেছে, জীবের মানসস্বরূপ বিপুলতর বিপিনচারিণী বাসনা হরিণীরূপা, এবং মনোহর অভিলাষরূপ সঙ্গীততরঙ্গিণী বাসনাকে পরিবাদিনী স্বরূপা জানিবেন॥ ৩৭॥

অন্যদপি লক্ষণ দ্বারা বিবৃত রূপে বাসনা পক্ষে দোষ দর্শন করাইয়া কহিতেছেন। যথা—(ব্যবহারাব্ধিলহরীতি)।

ব্যবহারাব্ধিলহরী মোহমাতঙ্গশৃংখলা।
সর্গন্যগ্রোধসুলতা দুঃখকৈরবচন্দ্রিকা॥ ৩৮॥

ন্যগ্রোহতীতিন্যগ্রোধোবটস্তস্য স্থূলতাপ্ররোহবল্লীকৈরকানাং কুমুদানাং॥ ৩৮।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! এই বিষয় বাসনা, সংসার রূপ মহাসমুদ্রের লহরী অর্থাৎ তরঙ্গ স্বরূপা, মোহস্বরূপ মত্তমাতঙ্গের শৃঙ্খল রূপা, সৃষ্টিরূপ মহাবটের সুলতা অর্থাৎ আল্ স্বরূপা, আর দুঃখ স্বরূপ কুমুদকুলে চন্দ্রিকারূপা বাসনা হয়॥ ৩৮॥

তাৎপর্য্য।—সংসারসাগরের তরঙ্গ অর্থাৎ ঢেউর ন্যায় বাসনা, যেহেতু সমুদ্র তরঙ্গের যেমন ক্ষণকাল বিরাম নাই, সংসারেও বাসনার বিরাম নাই, মত্তহস্তীকে যেমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে স্থির থাকে, বাসনাও শৃঙ্খলস্বরূপা মোহরূপ মত্ত মাতঙ্গকে হৃদয়শালাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ বাসনাবিশিষ্ট চিত্ত হইতে মোহ অন্তর হইতে পারে না, সৃষ্টিরূপ বটবৃক্ষের জটা স্বরূপা, অর্থাৎ বাসনা বদ্ধ জীবের জনন মরণ যন্ত্রণা শিরোভূষণ হয়, জ্যোৎস্নাতে যেমন কৈরব অর্থাৎ কুমুদকুল প্রফুল্লিত, তদ্রূপ বাসনা রূপ চন্দ্রিকোদয়ে দুঃখস্বরূপ কুমুদকুল নিয়ত প্রফুল্লিত হইতে থাকে, অর্থাৎ বাসনাবিশিষ্ট জীবের দুঃখই সুপ্রসন্ন রূপে দেদীপ্যমান হয়। ৩৮॥

জীবের বিষয়াশা কেবল জরা মরণাদিরূপ দুঃখ সকলের রত্নপেটিকার ন্যায়, তাহা বিস্তার করিয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জরামরণ দুঃখানামিতি)।

জরামরণদুঃখানামেকারত্নপ্রমুদ্রিকা।
আধিব্যাধিবিলাসানাং নিত্যমত্তাবিলাসিনী॥ ৩৯॥

প্রমুদ্রিকা সংপুটিকা॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! একা বিষয়তৃষ্ণা জীবের জরামরণাদি দুঃখ সমূহের পেটিকা স্বরূপা, আধিব্যাধি বিলাসাদি নিত্য বিলাসিনী এবং মত্তত্তার আধার ভূতা হয়॥ ৩৯॥

তাৎপর্য্য।—যেমন সকল রত্নকে জীবেরা পেটিকা মধ্যে অর্থাৎ পেটারা বা সিন্দুকের মধ্যে রত্ন সকলকে সংস্থাপিত করিয়া রাখে, সেইরূপ জরামরণাদি দুঃখ সকল রত্নেরন্যায় পেটিকারূপা আশাতেই নিয়ত সংস্থাপিত আছে। আর জীবের মত্ততা কারণ বিলাসাদিতে আশা নিত্যই নিযুক্তা থাকে, অর্থাৎ আশাই মনঃ পীড়া, ও পীড়াদির আধাররূপিণী নিত্য বিলাসিনী হয়, বস্তুতঃ বিষয়াশাই সমস্ত অনর্থকারিণী তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত ইতি শ্রীরামাভিপ্রায়ঃ॥ ৩৯॥

অনন্তর বিষয়তৃষ্ণার বিচিত্রা ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে রঘুরাজ রামচন্দ্র, মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ক্ষণমালোক বিমলেত্যাদি)।

ক্ষণমালোক বিমলা সান্ধকারলবাক্ষণং।
ব্যোমবীথ্যুপমাতৃষ্ণা নাহারগহণাক্ষণং॥ ৪০॥

আলোকঈষদ্বিবেকপ্রকাশঃ ব্যোমৈববীথীতদুপমানীহার সদৃশৈর্ব্বামোহৈঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! জীবের বিষয়তৃষ্ণা কখন নির্ম্মল আলোকময়ীর ন্যায়, কখন বা ঘোরান্ধকার স্বরূপা হয়, কদাচ আকাশ বীথিরন্যায় অতি স্বচ্ছ, কখন বা ঘননীহার রূপা হয়॥ ৪০

তাৎপর্য্য।—জীবের বিষয়ের আশা কখন এক রূপে অবস্থিতা নহে। অর্থাৎ আশাপাশিত ব্যক্তিসকল ক্ষণে ক্ষণে কার্য্যবশে মহামোহে ব্যাকুল হয়। তন্নিমিত্ত আশাকে বিচিত্ররূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আশাযুক্ত ব্যক্তি প্রায়ই অন্ধকারাবৃত কদাচিৎ ঈষৎবিবেক প্রকাশে আলোকপ্রাপ্ত হয়, কখন বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অজ্ঞানোদয়ে গাঢ়ান্ধকার প্রবিষ্টন্যায় থাকে। কদাচিৎ বৈরাগ্য সম্ভাবনে আকাশপথের ন্যায় অতি স্বচ্ছচিত্ত হয়। কখন বা মোহনীহারে আবৃত হইয়া জড়ীভূত প্রায় হয়, অতএব বিষয়তৃষ্ণাই জীবের দুঃখদায়িনী, তাহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৪০ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলে যে ফল হয় তাহা বিশেষ করিয়া দৃষ্টান্তের সহিত কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(গচ্ছত্যুপশমমিতি)।

গচ্ছত্যুপশমং তৃষ্ণাকায়ব্যায়ামশান্তয়ে।
তমীঘনতমঃ কৃষ্ণাযথারক্ষোনিবৃত্তয়ে॥ ৪১ ॥

এবংতৃষ্ণামুপশান্তিফলমাহগচ্ছতীত্যাদিনা। কায়ব্যায়ামোদেহপ্রযুক্ত শ্রমস্তস্যাশান্তয়েমুক্তয়ে ইতি যাবৎ তমীকৃষ্ণপক্ষরাত্রিঘনতমোমেঘান্ধকারস্তেন কৃষ্ণাসাযথা রক্ষোনিবৃত্তয়েনক্তঞ্চরপ্রচারাভাবায়উপশমং গচ্ছতিতদ্বৎ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! যেমন মেঘান্ধকারা কৃষ্ণা যামিনীক্ষয়ে, রাত্রিঞ্চরদিগের সঞ্চার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ জীবের আশার শান্তি হইলে সম্যক্ প্রকার কায় পরিশ্রমাদিব্যামোহেরও শান্তি হয়॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—মেঘান্ধকারা রাত্রির সহিত বিষয়তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, অর্থাৎ মেঘাচ্ছাদিত কৃষ্ণপক্ষীয়া যামিনী যেমন জীবের ব্যামোহ প্রদায়িনী, সেইরূপ আশাও ব্যামোহ প্রদায়িনী হয়। ঐ রাত্রির শেষ হইলে যেমন সম্যক্ ব্যামোহ শান্তি হয়, সেইরূপ আশার শান্তিতেও ব্যামোহ নিবৃত্তি জানিবেন। রাত্রিকে সমাশ্রয় করিয়া যেমন রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্যাঘ্র, ভল্লূকাদি হিংস্র রজনীচরেরা ভয়ঙ্কর রূপে বিচরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আশাকে সমাশ্রয় করিয়া হিংস্র জন্তুবৎ কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, পৈশুন্যাদিরাও জীবের

হৃদয়ে ভয়ঙ্কর রূপে বিচরণ করে, যেমন রাত্রিক্ষয়ে তমিস্রচরদিগের বিচরণ শক্তির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ আশাক্ষয়েও কামাদির নিবৃত্তি হইয়া যায়, অতএব যাহাতে আশার নিবৃত্তি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিসূচিকা রোগ বিশেষরূপে তৃষ্ণার বর্ণন[illegible]রিয়া বিজ্ঞান বান্ ঋষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তাবন্মুহ্যত্যয়মিতি)।

তাবন্মুহ্যত্যয়ং মূকোলোকোবিলুলিতাশয়ঃ
যাবদেবানুসংধত্তে তৃষ্ণাবিষবিসূচিকা ॥ ৪২ ॥

মূকঃঅধ্যাত্মশাস্ত্রকথাশূন্যঃ লোকোজনঃবিলুলিতাশয়োব্যাকুলচিত্তঃ বিষবিশেষ প্রযুক্তবিসূচিকারোগবন্মৃত্যুহেতুঃ তৃষ্ণাযাবদেবানুসংসরন্তীসন্ধত্তে সম্যগ্বারয়তিন-সংত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! তাবৎ মূক অর্থাৎ জড়বৎ অবাক্‌পটু লোকসকল ব্যাকুলিতচিত্ত হয়, যাবৎ বিষবৎ বিসূচিকা রোগপ্রায়া এই বিষয়তৃষ্ণা তাহাকে পরিত্যাগ না করে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—মূক শব্দে জড়বৎ মনুষ্য অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব কথা মৃত শূন্য, ব্যক্তি সকল এই সংসারে নিয়ত যন্ত্রণাভোগ করিয়া ব্যাকুল হয়, যাবৎ বিষতুল্য বিসূচিকারোগ অর্থাৎ বিন্মূত্রাদি উৎসর্গাভাব রোগ যন্ত্রণা স্বরূপা বিষয় আশা পরিত্যাগ না করে, ঐ রোগে উদরাধ্মান, উদর বেদনা, মুমূর্ষু যন্ত্রণায় শ্বাস প্রশ্বাস রোধ প্রায় হয়, বিষয়াশাতেও জীব পরিবার ভরণ পোষণ জন্য যন্ত্রণাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ প্রায় হয়, অতএব বিসূচিকা রোগের প্রতিরূপে বিষয় তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এক্ষণে ঐ আশা পরিত্যাগ করিলেই শান্তিলাভ হয় ইতিরামাভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

অতঃপর রঘুনাথ, বিষয় আশার পরিত্যাগের এক মাত্র উপায় আছে, তাহাই ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(লোকোয়মখিলমিতি)।

লোকোয়মখিলং দুঃখংচিন্তয়োজ্ঝিতয়োজ্ঝতি।
তৃষ্ণাবিসূচিকামন্ত্রশ্চিন্তাত্যাগোহিকথ্যতে ॥ ৪৩ ॥

তর্হিত্যাগেকউপায়স্তত্রাহলোক ইতি ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! ইহসংসারে লোক সকল এক চিন্তা পরিত্যাগ দ্বারা নিখিল দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে! অতএব বিষবৎ বিসূচিকা রোগরূপা, মৃত্যুর কারণ-ভূতা বিষয়তৃষ্ণার নিবারক মন্ত্রস্বরূপচিন্তা ত্যাগকেই কহিতে হয়॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অন্যার্থ সকল সুগম, কিঞ্চিৎমাত্র গূঢ়ভাব আছে, আশারূপ বিসূচিকা রোগের একমাত্র ঔষধ নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন, যে জীবের বিষয় চিন্তাই ওরোগের কুপথ্য, ঐ চিন্তাত্যাগই ঔষধবৎ পথ্য হয়। অর্থাৎ জীবের বিষয়ে যত চিন্তা হইবে, ততই আশার বৃদ্ধি, চিন্তার নিবৃত্তি হইলেই আশার শান্তি হয়। ফলিতার্থ বিসূ-চিকা রোগেরও উৎপাদিকা চিন্তা, যত চিন্তা করিবে ততই বায়ু বৈগুণ্য হইয়া উর্দ্ধ-গামিতা প্রযুক্ত ঐ রোগকে বলবান করিয়া তুলে, সুতরাং উভয় পক্ষেই চিন্তাত্যাগ কল্যাণ জনক হয়॥ ৪৩ ॥

অনন্তর, শ্রীরামচন্দ্র হ্রদস্থিতা মৎস্যমহিলার দৃষ্টান্তে বিশ্বামিত্রকে আশার স্বভাব বর্ণন করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা!—(তৃণপাষাণকাষ্ঠাদীতি)।

তৃণপাষাণকার্ষ্ঠাদি সর্ব্বমামিষশঙ্কয়া।
আদদানাস্ফুরত্যন্তেতৃষ্ণামৎসীহ্রদযথা॥ ৪৪ ॥

ভক্ষ্যমিতিসম্ভাবনয়াসাযথা অন্তেবড়িশমপ্যাদায়হন্যমানা স্ফুরতিতদ্বত্তৃষ্ণা-পীত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! সামান্য হ্রদ মধ্যে মৎস্যপ্রিয়া যেমন মরণকাল উপ-স্থিত হইলে উপাদেয় ভক্ষণীয় জ্ঞানে বড়িশবিদ্ধ আমিষাহার গ্রহণ করিয়া আহ্লাদ-যুক্তা হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৃণ পাষাণ কাষ্ঠাদি লোভ্য দ্রব্যকে লাভ করিয়া জীবের আশাও স্ফূর্ত্তিমতী হয়॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—আহারের সহিত দৃষ্টান্তের এই ফল যে লোভ সামগ্রীলাভে হর্ষের উদ্ভাবন হয়, কিন্তু পরিণামে ঐ সামগ্রী বিনাশের উপযোগী জানিবেন। মৎস্য যেমন লোভে আকৃষ্ট হইয়া অনুবন্ধের অপেক্ষা না করিয়া বড়িশবিদ্ধ আমিষ গ্রাস করে, কিন্তু পরিণামে বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ সংসাররূপ মহাহ্রদে মীনবৎ জন-গণেরা অনুবন্ধ জানিবার অপেক্ষা না করিয়া কাষ্ঠ, প্রস্তর, তৃণাদি রচিত গঠনাদিকে সংসারোপযোগি বিষয়জ্ঞানে লোভাকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া সংসার শোভন বিষয়বোধে

সদসৎ বিচাররহিত মৎস্যাহার গ্রহণ বৎ সঞ্চয় করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা বিবেচনা করে না যে উহার ভিতর ভ্রান্তীস্বরূপ লৌহ বড়িশবিদ্ধ আছে, ঐ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ মরণধর্ম্মি হইয়া সংসারে আসিতে হইবে, অতএব সর্ব্ব বিষয়ে লোভের শান্তি করিয়া বৈরাগ্যের উদয় করাই কর্ত্তব্য, এক বৈরাগ্যই আশা নিবারণের কারণ হয়॥ ৪৪ ॥

অনন্তর সূর্য্যকিরণে প্রফুল্লিতকমল দৃষ্টান্তে আশার দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র, মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(রোগার্ত্তিরঙ্গনেতি)।

রোগার্ত্তিরঙ্গনা তৃষ্ণাগম্ভীরমপিমানবং।
উত্তানতাংনরত্যাশুসূর্য্যাং শবইবাম্বুজং॥ ৪৫ ॥

রোগপীড়াস্ত্রীতৃষ্ণাচগম্ভীরং ধীরংউত্তানতাং উর্দ্ধাবিকাসিতাঞ্চ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ বিশ্বামিত্র! সূর্য্যের কিরণ যেমন জলমগ্ন পদ্মকে গম্ভীর জল হইতে উত্থাপিত করিয়া প্রফুল্লিতরূপে প্রকাশ করিয়া তুলে, সেইরূপ রোগ পীড়াদি স্বরূপা স্ত্রীরূপা বিষয়তৃষ্ণাও গম্ভীরবুদ্ধি পুরুষকে গাম্ভীর্য্যশূন্য করিয়া সর্ব্বলোকে লাঘবরূপে ব্যক্ত করে॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রথম পদ্ম অতি গম্ভীরজলে মগ্ন থাকে, ক্রমে সূর্য্যের তীক্ষ্মরশ্মীতে উত্তপ্ত হইয়া লোকের দুর্ল্লভ্য ঘুচিয়া প্রকাশিতরূপে বাহিরে দৃশ্যমান হয়, এবং অনায়াস লভ্যরূপে সকলের লঘুতা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ রোগ পীড়াদি তীব্রতাপযুক্তা স্ত্রীরূপা আশা পুরুষমাত্রকে গাম্ভীর্য্যগুণের অন্তর করিয়া সর্ব্বলোকে লঘুতাযুক্ত করে, অর্থাৎ আশা থাকিলেই লোভ জন্মে, লোভাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রকাশ্যরূপে সর্ব্বদ্বারে গমনাগমন করিতে হয়, কেবল তাহাও নহে, তদনুরোধে যাচিঞাদিও করিতে হয়, সুতরাং তাহার গাম্ভীর্য্যাদি গুণের অবসানে অপমানিতরূপে লাঘবতা লাভ হয়, যদি ঐ আশাকে পরিত্যাগ করে, তবে আর তাহার লোভের সম্পত্তি থাকে না, তদভাবে বিগতরাগ হইয়া স্থাণুবৎ এক স্থানস্থ হইয়া গম্ভীর গুণশালীরূপে অবস্থিতি করিতে পারে, এবং সর্ব্বলোকেও তাহার দর্শনাভাব হয়, সুতরাং তাহাতে লঘুতার লঘুতা সাধিত হয়, একারণ আশাকে ত্যাগ করাই বিহিত বিবেচনাসিদ্ধ, ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শূন্য বেণুলতার দৃষ্টান্তে আশার অন্তর শূন্যতা বর্ণনা দ্বারা শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অন্তঃশূন্যেতি)।

অন্তঃশূন্যাগ্রন্থিমত্যোদীর্ঘাশ্চাঙ্কুরকণ্ঠকাঃ।
মুক্তামণিপ্রিয়ানিত্যং তৃষ্ণাবেণুলতাইব॥ ৪৬॥

গ্রন্থয়োদৃঢ়াভিনিবেশঃ পর্ব্বাণিচ তৃষ্ণায়া অঙ্কুরাশ্চিন্তাঃ কণ্ঠকাঃদুখানি মুক্তামণয়শ্চাপ্রিয়াযাসাং বেণুলতাপক্ষেতাসাং মুক্তাকরত্বাৎমুক্তাএবমণয়ঃ সর্ব্বজনপ্রিয়াযাসু॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! বেণুলতার ন্যায় বিষয়তৃষ্ণা বহুগ্রন্থিমতী, এবং অন্তর শূন্যা, অতি লম্বমানা, দীর্ঘাঙ্কুর কণ্ঠক বিশিষ্টা, অথচ বংশোলোচন ধাতু, ও মুক্তামণি লাভের আকর হইয়াছে॥ ৪৬।

তাৎপর্য্য।—বংশজাতীর অন্তরে সার নাই কেবল বাহিরে চর্ম্ম স্থানে সার হয়, লতা বলার ভাব এই যে বংশের শরীরকে প্রকৃতিপ্রভব বিধায় যষ্টী বলা যায়, সুতরাং যষ্টী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচী একারণ লতা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অথবা দেশ বিশেষে লতাকারা বংশ যষ্টীও জন্মে, যেমন আম্র, কাঞ্চন, পলাশাদির লতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ। অতি দীর্ঘ, অঙ্কুরবিশিষ্ট অর্থাৎ কঞ্চীকে তাহার অঙ্কুর বলে, বহু কণ্ঠকযুক্তা অনেক গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ পর্ব্ব পর্ব্বান্তরে বহু সংখ্যায় এক এক গ্রন্থি আছে। কেবল তাহার রন্ধ্রে কখন স্বাতিনক্ষত্রের বর্ষণ জলস্পর্শ হইলে মুক্তা মণি এবং বংশলোচন জন্মিয়া থাকে। জীবের আশা বংশলতারন্যায় অন্তঃসার হীনা, কেবল বিষয় সংসর্গে বাহ্যে সার বোধ করা যায়, আশাও অতি দীর্ঘা, বিষয় ব্যাপাররূপ অঙ্কুরবতী অর্থাৎ কঞ্চী মণ্ডিতা, দুঃখসমূহ কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ ক্লেশদায়ক, ফলিতার্থ এই আশার কোন সারতা নাই, স্বাতিনক্ষত্র বর্ষণ জলবৎ যদি সাধুদিগের বদন বিগলিত সদুপদেশস্পর্শ প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ আশার সাবকাশে পরমার্থ তত্ত্বস্বরূপ বংশলোচন বা মুক্তা মণি লাভের সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ তখন ঐ আশা বিষয়স্পর্শ পরাংমুখী হইয়া পরমাত্মতত্ত্ব প্রতি বেগবতী হয়, ইত্যভিপ্রায়ঃ, নতুবা মূলে অসার বলিয়া পুনর্ব্বার রত্ন লাভের দৃষ্টান্ত কেন দিয়াছেন॥ ৪৬॥

অথবা এরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, যে বিষয়াশার বিষয়ে অভিনিবেশকে গ্রন্থি, নানাপ্রকার কর্ম্মকে পর্ব্বাঙ্কুর, বিষয় চিন্তাকে তাহার কণ্টক, মুক্তা মণি বংশলোচনাদিকে দুঃখ বলিয়াছেন, অর্থাৎ মণি মুক্তাদি প্রাপ্তিপ্রিয় যাহারা তাহাদিগের আশাই কখন কখন রত্নবৎ দুঃখাদিকে প্রসব করে, ফলে সে সকলই পরিণামে অখণ্ড দুঃখপ্রদায়ক হয়, ইহাতেও উপরি উক্ত অভিপ্রায়ের অনৈক্য হয় না, বিষয়াশাকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য॥ ৪৬॥

অনন্তর অনিবার্য্য আশাচ্ছেদক-সাধুদিগের প্রশংসা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞতম বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(অহোবত ইতি)।

অহোবতমহচ্চিত্রং তৃষ্ণামপিমহাধিয়ঃ।
দুশ্ছেদামপি কৃন্তন্তিবিবেকে নামলাসিনা॥ ৪৭॥

বিবেকোপিতৃষ্ণাচ্ছেদ হেতুরিতিদর্শয়তি অহোইতি॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! এ কি আশ্চর্য্য, এ কি বিস্ময়ের কার্য্য, এতাদৃশী দুশ্ছেদ্যা বিষয় তৃষ্ণাকেও মহাবুদ্ধি সাধুগণেরা নির্ম্মল খড়্গের স্বরূপ বিবেকদ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥

তাৎপর্য্য।—মহাত্মা সাধুগণেরাই আশা জয় করিতে পারেন, অকৃতাত্মজনে কখনই তাহাকে জয় করিতে পারে না, বিবেকসম্পন্ন সাধুগণেরা বিষয়াশাকে তৃণতুল্য জ্ঞানে জয় করিয়া থাকেন, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা বিবেক বলই শ্লাঘনীয়, অতএব বিবেক সমাশ্রয়ে আশা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ইতিভাবঃ॥ ৪৭॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অসিধারাদি হইতেও জীবের তৃষ্ণা অতি তীক্ষ্ণা, তদ্দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিবরকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নাসিধারেতি)।

নাসিধারানবজ্রার্চ্চির্নতপ্তায়ঃ কণার্চ্চিষঃ।
তথাতীক্ষ্ণাযথাব্রহ্মং স্তৃষ্ণেয়ংহৃদিসংস্থিতা॥ ৪৮॥

অসিধারাদয়োবাহ্যত্বাৎ কদাচিদেবানর্থঃ তৃষ্ণাতুহৃদিস্থিতত্বাৎ সদৈবেতিতেভ্যোপ্যাধিক্যমিতিভাবঃ॥ ৪৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! খরশাণিত অসিধারা, বজ্রাগ্নি, এবং প্রতপ্ত লৌহস্ফুলিঙ্গ সকল তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে, যাদৃশী জীবের হৃদিস্থিতা এই বিষয়তৃষ্ণা সুতীক্ষ্ণা হয়॥ ৪৮॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে দুশ্ছেদ্যা বলিয়া উল্লেখ করাতেই অত্র শ্লোকে অসি-বজ্র তপ্তলৌহকণা হইতে তীক্ষ্ণা বলা হইল, অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণা কোন প্রকার বাহ্যোকরণ দ্বারা ছেদ্যা বা ভেদ্যা নহে, যেহেতু আশা জীবের শরীরাভ্যন্তরে হৃদয়স্থিতা হয়, সুতরাং গুরুতরাতীক্ষ্ণা, সর্ব্বাস্ত্র হইতে অজেয়া হয়, একারণ বিবেকসম্পন্ন মহাত্মাদিগকে বহু প্রশংসা করিয়াছেন॥ ৪৮॥

এতদনন্তর রঘুনাথ দীপশিখার সহিত বিষয়তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়া গাধিরাজতনয়কে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(উজ্জ্বলাসিত তীক্ষ্ণাগ্রেতি)।

উজ্জ্বলাসিততীক্ষ্ণাগ্রাস্নেহদীর্ঘদশাপরা।
প্রকাশাদাহদুঃস্পর্শাতৃষ্ণা দীপশিখাইব ॥ ৪৯ ॥

মধ্যেভোগবিভবোজ্জ্বালা। অসিতং তীক্ষ্ণঞ্চাগ্রং যস্যাঃ সা তমোমৃত্যুপর্য্যবসানেত্যর্থঃ। মাতৃভার্য্যাপুত্রস্নেহৈর্দ্দীর্ঘাবাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যদশাপরা উৎকণ্ঠাযস্যাঃ প্রকাশপ্রকাশাপ্রত্যক্ষা ইষ্টবিয়োগপ্রযুক্তেরন্তর্দ্দাহৈর্দুঃস্পর্শাদ্যসহ্যাদীপশিখাপক্ষে স্নেহস্তৈলং দশাবর্ত্তিবিশিষ্টং স্পষ্টং ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! প্রদীপের শিখা যেমন উজ্জ্বলা, ও কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণাগ্রা, স্নেহ অর্থাৎ তৈল এবং দীর্ঘবর্ত্তীযোগে প্রজ্বলিতা, সুপ্রকাশা, দাহকর্ত্রী, দুঃখস্পর্শা, অর্থাৎ অসহ্যা, তদ্রূপ দীপ শিখারন্যায় জীবের বিষয়তৃষ্ণাকে জ্ঞান করা যায় ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য।—দীপশিখার ন্যায় বিষয়তৃষ্ণারূপ, অর্থাৎ ভোগ বিভব সম্পত্তিদ্বারা উজ্জ্বলা হয়, অগ্রভাগ মসীবর্ণ, অর্থাৎ পর্য্যবসানে তমোমৃত্যু প্রদায়িনী, মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব দুহিতা ভার্য্যা পুত্রপ্রভৃতি স্নেহস্বরূপ, সেই তৈলে, এবং বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা দীর্ঘাদশারূপাবর্ত্তীদ্বারা প্রজ্বলিতা, সুপ্রকাশা, উৎকণ্ঠাদি জনিকা প্রত্যক্ষ ফলদাত্রী, ইষ্ট বিয়োগাদি অন্তর্দ্দাহ প্রদায়িনীরূপে দুস্পর্শা অর্থাৎ অসহ্যা হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র তৃষ্ণাকে অতিশয় বলবতীরূপে বর্ণন করিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(অপিমেরুসমমিতি)।

অপিমেরুসমং প্রাজ্ঞ মপিশূরমপিস্থিরং।
তৃণীকরোতিতৃষ্ণৈকা নিমেষেণ নরোত্তমং ॥ ৫০ ॥

মেরুসমগৌরবেণস্থিরং অপরিগ্রহব্রতেন তৃণীকরোতি যাচ্ঞাদৈন্যনায়াদ্যতৃণবল্লুপেক্ষ্যং চঞ্চলংকরোতি যথাহতৃণাল্লঘুতরস্তূল স্তূলাদপিচ যাচকঃ। বায়ুনাকিং ননীতোসৌমাময়ং যাচয়িষ্যতীতি ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজবিশ্বামিত্র! জীবের এই তৃষ্ণা একাকিনীই সুমেরু তুল্য ধীর, স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানশূর হইলেও এক নিমেষের মধ্যে তাহাকে তৃণীকৃত করিয়া তুলেন ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—ধীরগাম্ভীর্য্যযুক্ত প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত হইলেও যদি আশাদাস হয়, তবে তাহাকেও সর্ব্বলোকে ঐ আশা তৃণতুল্য লঘু করেন, যেহেতু আশাবশে সর্ব্বত্রই যাচক রূপে প্রতিপন্ন হন, "তৃণাল্লঘুতরোভিক্ষুঃ ইতি" ন্যায়ে তাঁহাকে খাটই হইতে হয়, সুতরাং আশাকেই সর্ব্বত্রে বলবতী দেখা যায়, অতএব এ আশাকেই জয় করা আত্ম-শ্রেয় ইতিভাবঃ॥ ৫০ ॥

অনন্তর বিন্ধ্যাচলতটী অটবী দৃষ্টান্তে আশার স্বরূপ বর্ণনাদ্বারা রঘুনন্দন গাধি-নন্দনকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংস্তীর্ণগহনেতি)।

সংস্তীর্ণগহনাভীমা ঘনজালরজোময়ী।
সান্ধকারোগ্রনীহারা তৃষ্ণাবিন্ধ্যমহাতটী॥ ৫১ ॥

সংস্তীর্ণানিবিস্তীর্ণানি গহনানি. সাহসকার্য্যানারণ্যানিচ যস্যাং অথবাএকৈবতৃষ্ণা আশাকামলোভলাম্পট্যাদিভাবৈ শ্চতুর্দ্দশসুলোকেষু বিস্তীর্ণাচাসৌগহনাদুর্লক্ষ্যাচেতি-কর্ম্মধারয়ঃ। এবং নিবিড়জালবন্ধনহেত্বাশাপাশগুণা প্রচুরানিবিড়লজ্জাধূলি প্রচুরাচ শিষ্টংস্পষ্টং॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকনন্দন মহর্ষে! বিন্ধ্যাচলতট অটবী যেমন অতি বিস্তীর্ণা, ভয়ানক রূপা, এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক পাতিত নিবিড়রূপে বহুজাল বন্ধনযুক্তা, ও রজোময়ী অর্থাৎ ধূলিপ্রচুরা, অন্ধকারময়ী, ঘোরতর উগ্র নীহারযুক্তা, তদ্রূপ জীবের বিষয়তৃষ্ণাও বিন্ধ্যাটবীর ন্যায় হয়॥ ৫১ ॥

অর্থাৎ।—বিস্তর সাহস কার্য্যযুক্তহেতু অতি বিস্তীর্ণা একা তৃষ্ণা, কামলোভ লাম্প-ট্যাদি প্রচুরতর ভাবদ্বারা চতুর্দ্দশ লোকে বিস্তীর্ণ গহনাকারারূপে অবস্থিতা, মায়া-পাশ স্বরূপা এজন্য দুর্লক্ষ্য নিবিড় জালবন্ধন ন্যায় পতিতা রহিয়াছে, তাহাতে প্রায়ই জীববন্ধনগ্রস্থ হইতেছে, রজোগুণা ইত্যর্থে ধূলি প্রচুরা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ ধুলাতে জীবের বিবেকও সৎসঙ্গরূপ নয়নদ্বয়কে অন্ধীভূত করিয়াছে, একারণ আশাকে অন্ধকারাবৃতা বলা যায়, পর্ব্বত হইতে নীহার বর্ষণে যেমন জড়ীভূত হয়, আশাও মোহস্বরূপ নীহারে জনসকলকে সেইরূপ জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। এ নিমিত্ত মোহরূপ অগ্রনীহারা বলিয়া মূলে উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব এই বিস্তীর্ণ গহন হইতে শীঘ্র নিস্তীর্ণ হওয়াই উচিত ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৫১ ॥

অনন্তর শ্রীরঘুনাথ রামচন্দ্র ক্ষীরোদ সাগরের বীচির সহিত তৃষ্ণার দৃষ্টান্ত দিয়া কুশিক নন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(একৈবেতি)।

একৈকবসর্ব্বভুবনান্তরলব্ধলক্ষ্যা, দুর্লক্ষতামুপগতৈবৰপুঃ স্থিতৈব।
তৃষ্ণাস্থিতাজগতি চঞ্চলবীচিমালে, ক্ষীরোদকাম্বুতরলেমধুরেবশক্তিঃ।৫২।

ইতি বাশিষ্ঠরামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে তৃষ্ণাভঙ্গোনাম
সপ্তদশঃ সর্গঃ।। ১৭ ।।

কথং বিস্তীর্ণাকথঞ্চগহনাকথঞ্চৈকা আশ্রয়বিষয়শব্দাদিভেদেনআশাকামলোভাদীনাং ভেদাদিত্যাশঙ্ক্যোক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি একৈকেতিবপুঃস্থিতৈবতৃষ্ণা একৈকবসর্ব্ব-ভুবনানাং আন্তরেষুলব্ধলক্ষ্যাপ্রাপ্তবিষয়াসতীজগতি ব্যবহারভূমৌদুর্লক্ষ্যতামুপগতৈবস্থি-তাদেহতৃষ্ণৈব সর্ব্বতৃষাত্বমাশাকামাদিভাবং প্রাপ্তেতি নবিভাব্যতইত্যর্থঃ। যথারসেন ইন্দ্রিয়াত্মনাবপুঃস্থিতাএকৈকবমাধুর্য্যশক্তিঃ সর্ব্বেষাং ভুবনানাং আন্তরেজলসামান্যেলব্ধ প্রতিষ্ঠাং চঞ্চলবীচিমালে নদীসমুদ্রাদৌক্ষরণাৎক্ষীরং উন্দনাৎক্লেদনাদুদকং শম্বরাৎ-শব্দাৎ অর্ব্বিতিক্রিয়াশব্দভেদেতরলে অব্যবস্থিতেজলেস্থিতাদুর্লক্ষ্যতামুপগতাএকৈকেতি ন বিভাব্যতেতদ্বৎজীবনং ভুবনংবনং নীরক্ষীরাম্বুশংবরমিত্যমরঃ।। ৫২ ।।

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে সপ্তদশঃ সর্গঃ।। ১৭ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! ক্ষীরোদ সাগরের বীচি অর্থাৎ জলতরঙ্গ যেমন চঞ্চলা মাধুর্য্য রসযুক্তা, এবং দুর্লক্ষ্যা, সেইরূপ এই জগতে একাতৃষ্ণাও জীব শরীরে স্থিতা তথাপি দুর্ল্লক্ষ্য বিষয়া হইয়াছে।। ৫২ ।।

তাৎপর্য্য।—জগতের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্র জীবের প্রায় দুর্ল্লক্ষ্যা তাহার জলের ঢেউ অতি চঞ্চল, কদাচ স্থির নহে, ঐ জল অতি মধুররসযুক্ত সকলেরই স্পৃহনীয়। সেই রূপ একা তৃষ্ণা জীবের শরীরেই অবস্থিতা লক্ষ্য হইতেছে, অথচ দুর্ল্লক্ষ্যা অর্থাৎ দুঃখেও তাহার লক্ষ্যকরা যায় না, কেবল আন্তরেই লব্ধলক্ষ্যা হয়, সর্ব্বতঃ প্রকারে তৃষ্ণাতুরকে একাই মধুররস পান করাইতেছে, অর্থাৎ কামাদিভাবকে প্রাপ্ত করাইতেছে, সুতরাং তাহাকে মাধুর্য্যরসবিশিষ্টা বলা যায়, ইন্দ্রিয়াত্মা ব্যক্তিদিগের শরীরস্থা একা তৃষ্ণাই মাধুর্য্যশক্তি, অর্থাৎ মত্ততাপ্রদায়িনী, সমস্ত জগৎকে জলসামান্যে দৃষ্টান্ত দিয়া ইন্দ্রিয়াত্মার চাঞ্চল্যে বীচিমালা রূপে তৃষ্ণার উপবর্ণন করেন, কেননা ক্ষণকাল মাত্র স্থিরা নহে, ইহলোকে আশাঢেউ সর্ব্বদাই উঠিতেছে, অব্যবস্থিত চিত্তপ্রযুক্ত সমুদ্রজল-তরঙ্গের উপমা দেওয়া যায় ইতি।। ৫২ ।।

এই বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে সপ্তদশঃ সর্গঃ সমাপনঃ।। ১৭ ।।

—oo-*-oo—

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

প্রথম টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে অষ্টাদশ সর্গের সম্যক্ ফল কহিতেছেন, অর্থাৎ আধিব্যাধি প্রভৃতি বহুক্লেশ, এবং জরামরণাদির নিদান এই দেহ, যাহা তৃষ্ণাদির আশ্রয়, সুতরাং আত্মদেহকে বিশেষ রূপে নিন্দা করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে পূর্ব্বসর্গে তৃষ্ণাদোষ দর্শন করাইয়া অত্রসর্গে নরদেহের সারাসার বিচার করিতে না পারিয়া পরিণামে নিন্দোক্তিতে কহিতেছেন, তদর্থে প্রথম শ্লোক উক্ত হইয়াছে ॥ যথা (আর্দ্রান্ত্রতন্ত্রীতি)।

আর্দ্রান্ত্রতন্ত্রীগহনো বিকারীপরিপাতবান।
দেহস্ফুরতিসংসারে সোপিদুঃখায়কেবলং ॥ ১ ॥

আধিব্যাধিবহুক্লেশজরামরণভঙ্গুরঃ, নিদানংমানতৃষ্ণাদের্দেহএবাত্রনিন্দ্যতে। অস্তু-তৃষ্ণাদুঃখহেতুঃ তথাপিজীবনভদ্রাণিপশ্যতীতি ন্যায়াদ্দেহস্যসুখভোগায়তনত্বপ্রসিদ্ধেঃ সর্ব্বেষাং তত্রপ্রীত্যভিদর্শনাচ্চসুখহেতুত্বমিত্যাশঙ্ক্যতস্যাপি দুঃখহেতুত্বমেবোপপাদ-য়তিআদ্রেত্যাদিনা। আদ্রান্ত্র্যাদরস্থমলমূত্রাদিভস্ত্রাঃ তন্ত্র্যোনাড্যঃ পরিতঃ পতনোপঘা-তোমরণঞ্চ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! ইহ সংসারে জীবের দেহ কেবল কতকগুলি আর্দ্রনাড়ীতে বেষ্টিত মাত্র, সর্ব্বদা নানা বিকারযুক্ত, সর্ব্বথা নিপাত পাত্র, যাহে সুশোভনরূপে যে দীপ্তি পাইতেছে, সে কেবল দুঃখের কারণ মাত্র জানিবেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—তৃষ্ণাদুঃখাদির হেতু স্বরূপ এই দেহ, তথাপি সজীবিত দেহকে ভদ্রা-য়তন বলিয়া দেখা যায়, যেহেতু অনেকপ্রকার মঙ্গলদায়ক কর্ম্ম জীবিত দেহদ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং যদিও দুঃখের কারণ বটে, তথাপি সুখভোগেরও অপ্রসিদ্ধি নাই। যেহেতু জীবমাত্রেই আত্মদেহকে প্রিয় করিয়া মানেন, কিন্তু সংসারিদিগের সুখহেতুত্ব দেখিয়াও দেহের দুঃখ হেতুত্ব বর্ণন করিতেছেন। শরীরের বহির্লাবণ্য রূপসম্পদাদি যাহা দর্শন হইতেছে, তাহা সমস্ত অলীক, কেন না পরিণামে অবস্থাক্রমে সে সকলের

পরিক্ষয় আছে, এবং নিয়ত নিপাতবান্ শরীরাভ্যন্তরকে অনুসন্ধান করিতে হইলে ঘৃণা উপস্থিত হয়, উদরে কতকগুলি রসরক্ত মলমূত্রাদির আকর আর্দ্রনাড়ী, দুর্গন্ধময়ী ভস্ত্রার ন্যায় বায়ুযন্ত্রে অন্ত্রযন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাসেই জীবিত, তাহাতে কোন গুণ নাই, যাহার পতনোপঘাত আছে তাহাতে আস্থা কি? এই মলভাণ্ড শরীরাপন্ন যে কোন রূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ বিবেক সম্পত্তির অন্বেষণা করাই জীবের কর্ত্তব্য ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

এককালীন দেহকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অসার দেহ হইতে সারের সঞ্চয় করিতে পারে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা (অজ্ঞোপীতি)।

অজ্ঞোপিতজ্জ্ঞ সদৃশো বলিতাত্মচমৎকৃতিঃ।
যুক্ত্যাভব্যোপ্যভব্যোপি ন জড়োনাপিচেতনঃ ॥ ২ ॥

অজ্ঞজড়োপিতজ্জড়ং জ্ঞানাতীতিতজ্জ্ঞঃ আত্মাতৎসদৃশস্তৎপ্রায়ঃ স্বতন্ত্বাদৃশপ্রাণাদি-কোশচতুষ্কাধারত্বাচ্চবলিতাবেষ্টিতত্বে পঞ্চগুণাআত্মচমৎকৃতিরধ্যাস্তচিদাত্মা যস্মিন্ভ-ব্যোমোক্ষাধিকারসম্পত্তৌনজজ্ঞোনেতরজড়তুল্যঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! এই জীবদেহ যদিও জড়, তথাপি চেতনপ্রায় দেখা যায়, যেহেতু চিদাভাসের অর্থাৎ চিদাত্মার অধ্যাসের পাত্রভূত হয়।—ভব্যদিগের যোগ দ্বারা মোক্ষাধিকারের সাধন এই দেহ হইতেই সম্পন্ন হয়, তথাপি অভব্যদিগের অসাধন পক্ষে জড় বলিতে পারা যায়, জড় চৈতন্যবৎ কার্য্যদৃষ্টে জড় কহিতে পারি না, এবং সুষুপ্ত্যবস্থায় জ্ঞানশূন্যত্ব দর্শনে চেতনবৎও কহা যায় না, কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে চেতনের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—জীবের দেহ যথার্থই জড়, কেবল চৈতন্যশক্তির প্রবেশ জন্য চেতন বিশিষ্ট, যেমন লৌহপিণ্ড শীতল, তাহাতে দাহিকাশক্তির অবস্থান নাই, কিন্তু অগ্নি প্রবেশে দাহকগুণের উদয় হয়, বুদ্ধিমানেরা ঐ অগ্নিতে আগ্নেয় নানা কর্ম্ম করে, কিন্তু অজ্ঞেরা কিছুই করিতে পারে না, অর্থাৎ যোগযুক্ত ভব্যপুরুষের পক্ষে চিদাভাস জন্য ঐ দেহ চেতনবৎ প্রতীত হয়, অভব্য, অযোগীর পক্ষে দেহকে জড়ই বলিতে হয়, এ অভিপ্রায়ে জড়াজড় কিছুই বলিতে পারা যায় না বলিয়া শ্রীরাম বিস্ময়তা জানাইয়াছেন, প্রাণাদি কোশ চতুষ্টয়াধার দেহ যোগপ্রভাবে চিরস্থায়ির ন্যায় থাকে ইত্যভি

প্রায়, কেবল অজ্ঞানিগণ পক্ষেই জরামরণাদির নিদান দেহ নিশ্চয় করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ২ ॥

এই দেহবিষয়ে জড়াজড় বিবেচনায় অবিবেকিজনের চিত্ত আন্দোলায়মান হয়, তদর্থে শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, যথা। (জড়াজড়েতি)।

এবং শোকের এক পরমাধার রূপে দেহবিবরণ রঘুনন্দন কুশিকনন্দনকে কহিতেছেন, তদর্থেও উক্ত হইয়াছে, যথা। (স্তোকেনানন্দমায়াতীতি)॥

জড়াজড়দৃশোর্মধ্যে দোলায়িত দুরাশয়ঃ।
অবিবেকীবিমূঢ়াত্মা মোহমেবপ্রযচ্ছতি ॥ ৩ ॥
স্তোকেনানন্দমায়াতি স্তোকেনায়াতিখেদিতাং।
নাস্তিদেহসমঃ শোচ্যোনীচো গুণবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪ ॥

অতএবচিজ্জড়য়োর্মধ্যেকিময়মাত্মকোটৌস্বাদুত নাত্মকোটাবিতিসংশয়েদোলায়িতঃ অনির্ণয়দুষ্টঃ আশয়োমনোযস্মিন্‌বিবেকঃ বোধস্তচ্ছূন্যত্বাদেববিমূঢ়. আত্মাযস্মিন অথবাপ্রপশ্যতীতি পাঠেজড়দৃগক্রঃ অজড়দৃগ্বিবেকীতজ্জা রাদোঽস্মিন্দেহেআত্মবুদ্ধ্যামোহং সংসারমেবপ্রপশ্যতিনপুরুষার্থং। যতোঽসৌদোলায়িতঃ দুরাশয়শ্চঞ্চলাশুদ্ধচিত্তইত্যর্থঃ স্তোকেনাল্পেনান্নপানাদিনাশীতাতপাদিনাচ নীচোঽধর্ম্মঃ অশুচিরিতি যাবৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! এই দেহজড়, কি চেতনবিশিষ্ট, দর্শকদ্বয়ের চিত্তে নিয়ত সংশয় হইতেছে, তন্নিরসন এই যে, যে দেহে অবস্থিত বিবেকশূন্য আত্মা মুগ্ধ হইতেছে, সেই দেহই জড়, তাহাতে কেবল মোহই প্রদান করিতেছে ॥ ৩ ॥

হে মহর্ষে! অল্পেতেই আনন্দ আগত, অল্পেতেই যে খেদ উপস্থিত হয়, এমন গুণবর্জ্জিত অশুচিপাত্র, এই দেহব্যতীত জগতে শোকের আধার আর দৃষ্ট হয় না ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য ও জড়, এইদুই দ্রষ্টার মধ্যে কে আত্মা এই সন্দেহে আন্দোলায়িত চিত্ত, অর্থাৎ অনির্ণয় দুষ্টে মন সংশয়াপন্ন হয়, ফলিতার্থ বিবেক অর্থাৎ বোধশূন্য জন্যই বিমুগ্ধ জীব হয়, বিবেক দৃক্‌জনেরা অজড়, অবিবেক দৃক্‌জনে জড় বলিয়াই অবধারণা করে, যাহারা চেতনবিশিষ্ট জ্ঞানে যোগে প্রবিষ্টচেতা হয়, তাহারা পরমপুরুষার্থ অপুনর্ভব মোক্ষপদবীকে অবলোকন করে, যাহারা অবিবেকী তাহারা মোহপ্রযুক্ত জড়বৎ দেহ সমাশ্রয় পুনঃ পুনঃ সংসারকেই দেখে, কদাপি পুরুষার্থকে

দর্শন করিতে পারে না। যেহেতু দুরাশয় অর্থাৎ অতি চঞ্চল অশুদ্ধচিত্ত ইতি ভাবঃ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—দেহ অতি পীনপদার্থ আহারাদি অল্পসুখেই তাহার সুখবোধ হয়, অনাহারাদি বা কণ্টকাদি স্পর্শমাত্রই অসুখবোধ করে, এমত অসার দেহের ভরসা করাই বিফল, ইহার গৌরব কি? এবং এতদ্দেহ ধারণে অভিমানই বা কি?॥ ৪॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র চতুঃশ্লোকে দেহকে বৃক্ষরূপ বর্ণনাদ্বারা তৎ সৌন্দর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, যথা। (আগমাপায়িনেত্যাদি)॥

আগমাপায়িনানিত্যং দন্তকেশরশালিনা।
বিকাশস্মিতপুষ্পেণ প্রতিক্ষণমলঙ্কৃতঃ॥ ৫॥

বৃক্ষাপেক্ষার্হেতিতং বক্তুংবৃক্ষত্বেননিরূপয়তিচতুর্ভিঃপ্রতিক্ষণং প্রতিহর্ষলবং প্রত্যাবর্ত্তকঞ্চ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কুশিকতনয়! এই দেহের শোভাদি আগমাপায়ী হয় অর্থাৎ যেমন আগত তেমনি স্বল্পকালেই বিনষ্ট হয়, সুতরাং বৃক্ষবৎ দেহের শোভা জানিবেন। এই বৃক্ষরূপ দেহ প্রতিক্ষণ প্রতিলব নূতন হর্ষপ্রাবর্ত্তক হয়, দন্তরূপ কেশরযুক্ত, ক্ষণবিনাশিহাস্যরূপ মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত, তদ্দ্বারা মুখ প্রতিক্ষণ অলঙ্কৃত হইতেছে॥ ৫॥

ভুজশাখোঘনস্কন্ধো দ্বিজস্তম্বশুভস্থিতিঃ।
লোচনেনবিলাক্রান্তঃ শিরঃপীঠবৃহৎফলঃ॥ ৬॥

ঘনউন্নতস্কন্ধোংসঃ শাখামূলঞ্চ দ্বিজাদন্তাস্তএবশ্লেষাৎপক্ষিণস্তেষাং শ্রেণিবদ্ধাস্তম্বইব শুভস্থিতির্যস্যশিরঃপীঠং শিরঃস্থানং॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! নিবিড় ঘন উন্নতস্কন্ধ, তৎশাখা বাহুযুগল, আস্যস্থিত বিহগশ্রেণী বিশিষ্ট শোভাকর দন্তরাজী, চক্ষুর্দ্বয় বৃক্ষেরবিল অর্থাৎ কোটরস্বরূপ, মস্তকভাগ উন্নত ফলরূপ হয়॥ ৬॥

এবদন্তুয়সগ্রস্তো হস্তপাদসুপল্লবঃ।
গুল্মবানকার্য্য সংঘাতো খিহঙ্গমকৃতাস্পদঃ॥ ৭॥

শ্রবৌকর্ণৌ তাবেবদন্তেনরসয়ত ইতিদন্তরসৌকাষ্ঠকুদিকাখ্যৌপক্ষিণৌতাভ্যাং গ্রস্ত-চঞ্চুপ্রহারৈঃ কুদিতইবসচ্ছিদ্রঃগুল্মং রোগবিশেষোমূলপ্ররোহাশ্চতদ্বানকার্য্যাঃ কর্তুং শক্যাঃসম্যকঘাতঃছেদন ভেদনাদিঃ। শস্ত্রকুঠারাদিনাযস্যবিহঙ্গমৌ দ্বাসুপর্ণেতিমন্ত্রপ্রসিদ্ধৌজীবেশ্বরৌ বুদ্ধিজীবৌতাভ্যাং কৃতহৃদয়নীড়ঃ। ৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! কর্ণস্বরূপ দন্তরসপক্ষীদ্বয় অর্থাৎ কাঠঠোকরা পক্ষীবিশেষ তাহাতে যুক্ত, সাঙ্গুলিক হস্তপাদাদি পল্লববিশিষ্ট, রোগাদি স্বরূপ লতামণ্ডিত কলেবর, নানাবিধ কার্য্য এই বৃক্ষের ছেদক হয়, কিন্তু এই দেহস্বরূপ মহাবৃক্ষে বুদ্ধি ও জীব, এই পক্ষী দ্বয়ের আশ্রয় জানিবেন॥ ৭॥

সচ্ছায়োদেহবৃক্ষোহয়ং জীবপান্থগণাস্পদঃ।
কস্যাত্মীয়কস্যাপর আস্থানাস্থাকিলাত্রকে॥ ৮॥

ছায়াকান্তিঃ প্রসিদ্ধছায়াচপরঃশত্রু আস্থাপ্রীতিরনাস্থাদ্বেষশ্চাত্রাস্মিনদেহতরৌ অযুক্তেইত্যুপেক্ষ ইতিভাবঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর! এই দেহবৃক্ষের ছায়াকান্তি, তাহাতে পথিকবৎ জীবের শ্রান্তি দূরকরণার্থ বিশ্রামস্থান, অতএব এ দেহের সহিত আর বিশেষ সম্বন্ধ কি? ইহার দোষই বা কি? ইহাতে প্রীতিই বা কি?॥ ৮॥

তাৎপর্য্য।—উপরি উক্ত শ্লোকের ভাব সুগম, ফলিতার্থ বৃক্ষস্বরূপ দেহবর্ণনায় এই ভাব যে যেমন পথিকজনেরা পথপর্য্যটন শ্রান্তিদূর করণার্থ বিটপীতলে তচ্ছায়াতে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার উদ্দেশ্য স্থানে গমন করে, ঐ বৃক্ষের জন্য আর উৎকণ্ঠাভাব প্রকাশ করে না, তদ্রূপ সংসার পর্য্যটন পরিশ্রম শান্তিজন্য জীব দেহস্বরূপ বৃক্ষের লাবণ্যরূপ ছায়াতলে কিছুদিন শ্রান্তিদূর করতঃ জীব পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, আর দেহবিশ্লেষ জন্য শোকমাত্র করে না, অতএব এ দেহের সহিত জীবের আর প্রীতি কি আছে? ইতি॥ ৮॥

অনন্তর রঘুনাথ, এই মানব তনুকে নৌকারূপে বর্ণনা করিয়া মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তাতসংতরণার্থেনেতি)।

তাতসন্তরণার্থেন গৃহীতায়াং পুনঃ পুনঃ।
নাবিদেহলতায়াঞ্চকস্যস্যাদাত্ম ভাবনা ॥ ৯ ॥

নম্বাত্মত্বেনসর্ব্বজনপ্রসিদ্ধোয়ং কথমুপেক্ষস্তত্রাইতাতেতি সংতরণার্থায় সংসারাম্বুধের্ব্বাপরতীরগমনং নাবি নৌকায়াং ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে তাত! হে পিতৃবন্মান্য মহর্ষে! কেবল সংসাররূপ মহসামুদ্রের পরপারাগমনার্থ, এই দেহলতাকে নৌকাস্বরূপ পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করা হইতেছে, ইহা কোন্ ব্যক্তির ভাবনা হয়? ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—সকলেই দেহধারণ করিয়া দেহদ্বারা সাংসারিক নানাপ্রকার সুখভোগ করিব, এইমাত্র চিন্তা করিয়া থাকে, অর্থাৎ অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয় সৌষ্টব দেহাপন্ন মনুজগণে আহার বিহারাদি সুখে পরিতৃপ্ত থাকিবারই নিমিত্ত ক্ষুদ্রসুখের কামনাই করে, আত্মার্থে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধা এই রীতি, তাহাকে উপেক্ষা কেহই করে না, কিন্তু এই দেহকে সমাশ্রয় করিয়া ভবসাগর তীতীর্ষুপ্রায়ই কাহারও হয় না, বিবেচনা করিলে এই নরশরীর কেবল ঐহিক খণ্ড সুখভোগার্থ গ্রহণ করা হয় নাই, পরকালীয় অখণ্ড সুখভোগ জন্যও বটে, অর্থাৎ এই দেহে যোগাদি অভ্যাস করিয়া অনেকেই মৃত্যুঞ্জয় পদবীতে আরূঢ় হইয়া জন্মসমুদ্র পারে গিয়া অপুনর্ভব নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বিষয়াসক্ত ভ্রান্তজীবেরা ক্ষণমাত্র চিন্তা করে না, একি আশ্চর্য্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র এই দেহের সহিত বনের দৃষ্টান্ত দিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(দেহনাম্নীতি)।

দেহনাম্নিবনে শূন্যেবহুগর্ত্তসমাকুলে।
তনূরুহাসংখ্যতরৌ বিশ্বাসং কোধিগচ্ছতি ॥ ১০ ॥

বিশ্বাসংনিঃশঙ্কচিরাবস্থানযোগ্যতাপ্রত্যয়ং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ কৌশিক! বহুতর গর্ত্তবিশিষ্ট, অসংখ্য লোমরূপ বিটপীবৃন্দ পরিশোভিত এই দেহস্বরূপ নির্জ্জন বনমধ্যে একাকী নিঃশঙ্কে চিরকাল বাস করিতে কাহার বিশ্বাস হয়? ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—এই দেহ নির্জ্জন বনপ্রায়, কামক্রোধাদি বহুশ্বাপদমণ্ডিত, গর্ত্তসমাকুল পদে নবদ্বার বিশিষ্ট, রোমরাজীই তরুনিকররূপে প্রতিষ্ঠিত, এবম্ভূত দেহ বনে শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরাবস্থান করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হয়? অর্থাৎ জ্ঞানবান্ কোন ব্যক্তিই ইহাতে বিশ্বাসযুক্ত হয় না।। ১০ ॥

অনন্তর এই শরীরের সহিত ঢক্কাবাদ্যের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(মাংসস্নাযুস্থীতি)॥

সাংসস্নায়ুস্থিবলিতে শরীরপটহেদৃঢ়ে।
মার্জ্জারবদহং তাত তিষ্ঠাম্যত্রগতধ্বনৌ ॥ ১১ ॥

স্নায়বঃশিরা পটহোবাদ্যবিশেষঃ অদৃঢ়েঅসারে সচ্ছিদ্রেচগতধ্বনৌ অপ্রাপ্তনির্গমনো পায়োপদেশশব্দে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! অস্থিমাংসচর্ম্ম নাড়ীনির্ম্মিত শরীর রূপ পটহবাদ্য বিশেষকে গতধ্বনি দেখিয়া আমি তাহাকে কোলে করিয়া নিশ্চেষ্ট বিড়ালের ন্যায় কেবল বসিয়া রহিয়াছি ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন ঢক্কা চর্ম্মমণ্ডিত সচ্ছিদ্র হইলে তাহার ধ্বনি নির্গত হইয়া যায়, বাদ্যব্যতীত তাহার অসারত্ব হয়, সেই বাদ্য লইয়া যে বসিয়া থাকা সে কেবল চেষ্টা শূন্য মার্জ্জার ন্যায়, আমিও সেইরূপ সচ্ছিদ্র দেহাখ্যপটহ যন্ত্রে সংসারবন্ধের বহির্নির্গমনোপায় উপদেশ স্বরূপ ধ্বনির অভাবে এই দেহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি এই মাত্র ॥ ১১ ॥

অনন্তর বনমর্কট প্রসঙ্গে রঘুনাথ শরীর শরীরীর উপমায় ঋষিবর গাধিতনয়কে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংসারারণ্যেতি)॥

সংসারারণ্যসংরূঢোবিলসচ্চিত্ত মর্কটঃ।
চিন্তামঞ্জরিতাকারো দীর্ঘদুঃখঘুণক্ষতঃ ॥ ১২ ॥

দেহমেবপুনঃ ষড্‌ভিঃশ্লোকৈর্নিরূপয়তি সংসারেত্যাদিনাঘুণাঃ কাষ্ঠকীটৈঃতৈঃক্ষতঃ ছিদ্রিতঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থ।

হে ঋষিবর কৌশিক! এই সংসারস্বরূপ ঘোরকানন মধ্যে চিন্তাস্বরূপামঞ্জরী বিশিষ্ট, ঘুণক্ষত, অথচ সুদীর্ঘ জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় এই দেহস্বরূপ বৃক্ষে চিত্তরূপ মর্কট আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে।। ১২ ।।

তাৎপর্য্য।—এই সংসার দুর্গমগহন, তাহাতে দেহরূপ বৃক্ষ, তাহার মঞ্জরী চিন্তা, কিন্তু ঘুণেক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি ঘুণকীটের ন্যায় নিয়ত জর্জ্জরীভূত করিতেছে। মর্কটধর্ম্মীচিত্ত কোন্ বিশ্বাসে ইহাকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? ইত্যর্থে শ্রীরামাভিপ্রায় এই যে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চাত্মক নশ্বর দেহ হইতে চিত্তের উত্থানই উচিত হয়।। ১২ ।।

অনন্তর শুভাশুভ ফলদায়ক বৃক্ষরূপে পুনর্ব্বার, শ্রীরামচন্দ্র, দেহের বর্ণনা করিয়া মুনিনাথকে কহিতেছেন। যথা।—(তৃষ্ণাভুজঙ্গমীতি) ।।

তৃষ্ণাভুজঙ্গমীগেহং কোপকাককৃতালয়ঃ।
স্মিতপুণ্যোদ্‌গমঃ শ্রীমাংশ্চ্ছুভাশুভ মহাফলঃ ।। ১৩ ।।

প্লক্ষস্য তুপপল্লবাদের্মাঙ্গলিকত্বেন পুণ্যোদ্‌গমহেতুত্বাদস্মিন্ পুণ্যোদ্‌গমঃ পুষ্পোদ্‌গম-ইতিবাপাঠঃ ।। ১৩ ।।

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞবর কৌশিক! জীবের এই শরীর পুণ্যবৃক্ষের স্বরূপ হয়, এই বৃক্ষ চিন্তা-রূপা ভয়ঙ্করী ভুজঙ্গীর গৃহস্বরূপ হয়, ইহাতে কোপরূপ কাকের আলয়, হাস্যরূপ পুষ্পে পরিশোভিত, কিন্তু ইহার ফল শুভাশুভ হয়।। ১৩ ।।

তাৎপর্য্য।—দেহকে পুণ্যবৃক্ষ বলার মর্ম্ম এই যে শ্রীমান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যযুক্ত, কিন্তু চিন্তারূপ বিষধরীর গৃহ তাহার বিষ জ্বালাতে নিয়ত দন্দহ্যমান, ক্রোধস্বরূপ কাক যে বাসা করিয়া রহিয়াছে, তাহার ভাব, কাকালয়ে মনুষ্যমাত্র যাইতে পারে না, গেলেপরে এমন চঞ্চ্বাঘাত করে, যে তাহাতে কখনই সুস্থির থাকিতে পারে না, সেই রূপ ক্রোধাগার দেহে দেহীকে সাধুসঙ্গ করিতে দেয় না, অতএব এই দেহহইতে চিত্তকে অন্তর করাই কর্ত্তব্য।। ১৩ ।।

অনন্তর আরো বিশেষরূপে বৃক্ষাবয়ব সজ্জা করিয়া নরশরীর বর্ণনা দ্বারা শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সুস্কন্ধৌঘেতি)॥

সুস্কন্ধৌঘলতাজালো হস্তস্তবকসুন্দরঃ।
পবনস্পন্দিতাশেষ স্বাঙ্গাবয়বপল্লবঃ॥ ১৪॥

স্কন্ধশব্দেনবাহুলক্ষতেলতেশাখেসমেশাখালতেত্যমরঃ। ওঘজালশব্দৌশরীরভেদেন নৈকৌজাত্যেকোনেযপ্লক্ষত্ব নিরূপণাৎ পবনোত্রপ্রাণঃ॥১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ বিশ্বামিত্র! জীবের দেহস্বরূপ বৃক্ষের স্কন্ধ সমূহ অতি মনোহরশাখা, গুল্মগুচ্ছের ন্যায় কর, অবয়ব সকল পল্লবস্বরূপ হয়, পবনাভ্যাস ব্যাজে স্পন্দিত বৃক্ষবৎ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক স্পন্দিত হইতেছে॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য। রূপক সজ্জায় শরীরে ও বৃক্ষের স্বরূপতা ঘটিয়া থাকে, বাহুকে স্কন্ধ শাখা বলিয়া যে অনেক শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বোধ হয়, কেননা বাহুদ্বয় কহিলেই সঙ্গত হইত, কিন্তু ইহাতে অসঙ্গত বোধ করিহ না, নর-সমূহকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন এই শরীর বর্ণনাপ্রতি এক শরীর বলিয়া লক্ষ করিতে হইবে না, অনেক শরীর লক্ষ করিয়া সমষ্টিরূপে কহিয়াছেন, অথবা শরীর জাতিভেদে গঠনেও তাৎপর্য্য আছে, কাহার বাহুদ্বয়, কাহার বাহু চতুষ্টয়াদিক্রমে সহস্রপর্য্যন্ত বাহুও মানবাদির শরীরে সংলগ্ন আছে। বহিঃপবনাভ্যাসে বৃক্ষ যেমন শাখাপল্ল-বাদি বিক্ষেপ করে, জীবও প্রাণবায়ু বশে হস্ত পাদাদি অবয়ব সকলকে বিক্ষেপ করিয়া থাকে॥ ১৪ ॥

সামান্য বৃক্ষে যেমন বিহগগণে সমাশ্রয় করে, দেহবৃক্ষেও বিহগ সমাশ্রিত আছে, তদর্থে শ্রীরাম, ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(সর্ব্বেন্দ্রিয়খগেতি)॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়খগাধারঃ সুজানুস্তম্বউন্নতঃ।
সরসচ্ছায়য়াযুক্তঃ কামপান্থ নিষেবিতঃ॥ ১৫॥

শোভনেজানুনীমধ্যম পর্ব্বণীযস্যসতথাবিধোধঃ কায়ত্রবস্তম্ভসদৃশভাগোযস্যসযাবৎ সরসচ্ছায়য়াযৌবন কান্ত্যাশীতছায়য়াচযুক্তস্তাবৎ কামপান্থনিষেবিতইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ মহর্ষে! এই দেহস্বরূপ মহাবৃক্ষের উন্নত জানু অতি সুশো-ভন স্তম্ভ, অর্থাৎ গুড়ি, ইন্দ্রিয়স্বরূপ পক্ষীগণে স্থানে স্থানে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি

করিতেছে, যাবৎ যৌবনরূপ সুশীতল ছায়া, তাবৎকাল কন্দর্প নামে পান্থ তদাশ্রয়ে বিশ্রাম করে॥ ১৫॥

অপরঞ্চ বৃক্ষস্বরূপ রূপক বর্ণনা করিয়া ঋষিনাথকে রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা—(মূর্দ্ধসংজনিতেতি)।

মূর্দ্ধসংজনিতাদীর্ঘশিরোরুহতৃণাবলিঃ।
অহংকারগৃধ্রকৃতকুলাপঃ শুষিরোদরঃ॥ ১৬॥

আদীর্ঘেতিছেদঃ প্লক্ষোপরিক্কচিত্তৃণোৎপত্তিঃ প্রসিদ্ধা॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! এই দেহরূপ বৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগে তৃণরাজির ন্যায় কেশশ্রেণী শোভিত, এবং অহঙ্কার স্বরূপ গৃধ্রের বাস, ও তাহার বিকৃত কুৎসিত ধ্বনিতে কর্ণচ্ছিদ্র নিয়ত পরিপূর্ণ হইতেছে॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—বৃক্ষে তৃণজাতের প্রসঙ্গ কি রূপে সঙ্গত হয়, উত্তর, প্রাচীনত্বপ্রযুক্ত বৃহৎ বৃক্ষোপরি রাস্না প্রভৃতি অনেক তৃণ জন্মিয়া থাকে, গৃধ্র পক্ষিপদে শকুনি, হাড়-গিলা, চিল্লাদি ইহারাই অহংকার স্বরূপ, তাহারাই তাহাতে বাস করিয়াছে, এবং তাহারাই বিকৃত চীৎকার ধ্বনি করে, অর্থাৎ অহংকারমদে মত্তব্যক্তি জনপ্রতি অনেক পরুষোক্তি করিয়া থাকে, সেই সকল বাক্য শকুনি চীৎকার ধ্বনির ন্যায় কর্ণকুহরকে ঝালাপালা করিতেছে। ইতিভাবঃ॥ ১৬॥

অনন্তর রঘুবর্য্য, দেহবৃক্ষের বিস্তরশঃ অবয়ব বর্ণনে ঋষিবর্য্যকে পুনর্ব্বিশেষ করিয়া কহিতেছেন। যথা।—(বিচ্ছিন্নবাসনেতি)

বিচ্ছিন্নবাসনাজালমূলত্বাদ্দুর্ব্বাকৃতিঃ।
ব্যায়ামবিরসঃকায় প্লক্ষোয়ং নস্থখায়মে॥ ১৭॥

বিভক্তবাসনালক্ষণ প্ররোহজড়াজালবেষ্টিতমূলত্বাৎ দুর্ব্বাহুরুচ্ছেদাআকৃতিঃস্বরূপং যস্তব্যায়ামঃশ্রমঃ সত্রববিবিধআয়ামোবিটপদৈর্ঘ্যাং তেনবিরসঃপ্রিয়সংস্পর্শহীনো-রুক্ষশ্চ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই দেহস্বরূপ বৃক্ষের দুর্ব্বাকৃতি দুরুচ্ছেদ্য বাসনা সমূহই মূল হইয়াছে, অতএব দেহস্বরূপ প্লক্ষবৃক্ষ প্রান্তিনিবারণার্থ আমার সুখজনক নহে॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন প্লক্ষবিটপীর দুর্ব্বাকৃতি দুশ্ছেদ্য মূল অর্থাৎ উপর্য্যুপরিতির্য্যক, ঊর্দ্ধ অধোগামী শিকড় জাল, তদ্রূপ দেহপ্লক্ষ বৃক্ষের দুশ্ছেদ্য বাসনাজাল শিকড়স্বরূপ হয়, ইহাকে কোনমতেই ছেদন করা যায় না, এহেতু দেহধারণে কোন সুখবোধ হইতেছে না, অর্থাৎ বিদেহ মুক্তিই সুখজনক ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর অহংকাররূপ গৃহস্থ, দেহকে তাহার গৃহরূপে বর্ণনা করিয়া রঘুনাথ, মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কলেবরেতি)॥

কলেবরমহংকার গৃহস্থস্যমহাগৃহং।
লুঠত্বভ্যেতুবাস্থৈর্য্যং কিমনেন সুখংমম ॥ ১৮ ॥

লুঠত্বভুমৌ পতিত্বা পরিবর্ত্ততাং॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ভগবন্! অহংকার স্বরূপ গৃহস্থের প্রধান গৃহরূপ এই দেহ হয়, এই গৃহ পতিত হউক্ বা স্থির থাকুক্ সে যত্ন করি না, যেহেতু ইহাদ্বারা আমার সুখ কি?॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহে মমতাশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন করাই কর্ত্তব্য, নচেৎ দেহাভিমানীর দেহহইতে আর কি সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে? ইতিভাবঃ॥ ১৮ ॥

অনন্তর দেহ গেহস্বরূপের আরও দোষজনক বিষয় দৃষ্টান্তে রঘুবর কুশিকবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (পঙ্ক্তিবদ্ধেন্দ্রিয়েতি)॥

পংক্তিবদ্ধেন্দ্রিয় পশুং বলতৃষ্ণা গৃহাঙ্গনং।
রাগরঞ্জিত সর্ব্বাঙ্গং নেষ্টং দেহ গৃহং মম ॥ ১৯ ॥

বলন্তীমুহুঃ প্রচলন্তী তৃষ্ণালক্ষণাগৃহস্বামিনী যস্মিন্নতএবরাগেণকামেন গৈরিকাদি রঞ্জকদ্রব্যেণ রঞ্জিতানি সর্ব্বাঙ্গানি যস্মিন্॥ ১৯ ॥

হে ঋষিবর! দেহস্বরূপ গৃহে অহংকার গৃহস্থ, অতি চঞ্চলা বিষয় বাসনাই তাহার গৃহিণী হয়, ইন্দ্রিয় সকল পশুশ্রেণীর ন্যায় স্থানে স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে, কামরাগাদি গৈরিক মনঃ শিলাদিতে রঞ্জিত এই সুশোভিত শরীররূপ গৃহ আমার অভিলষিত ফল জনক নহে॥ ১৯।

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামচন্দ্র দেহাত্মবুদ্ধি নিবারণোপায়সূচক দেহদোষ বর্ণন করিতেছেন, নতুবা এককালেই যে দেহ ত্যাগ করিবে এ অভিপ্রায় নহে, শুদ্ধ মমতাশূন্য হইবে এই মাত্র বাক্যের ভঙ্গী হয়, অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তিরা গৃহিণীর সহিত যেমন মনঃশিলা বা গৈরিকাদি কোন রঙ্গবিশিষ্ট ধাতুদ্বারা গৃহভিত্তিকে লেপিত করিয়া সুদর্শনীয় ও রমণীয় করে, আর গোমহিষাশ্ব অজ আবিকাদি পোষিত পশুগণকে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে সংস্থাপন করে। তদ্রূপ অহঙ্কার গৃহী বাসনা গৃহিণীর সহিত রঙ্গিন ধাতুবৎ কামাদিদ্বারা দেহরূপ গেহকে রমণীয় ও সুদর্শণীয় নিয়তই করিয়া থাকে, আর পশুবৎ যথাস্থানে ইন্দ্রিয়গণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ যথাস্থানে সংস্থাপনের এই অর্থ, যে ইন্দ্রিয় জয়ার্থ চেষ্টাশূন্য, কেবল যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে কার্য্য, তাহাতেই নিযুক্ত রাখিয়াছে, সুতরাং এমন দেহে আমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে? ইতিরামাভিপ্রায়ঃ॥ ১৯॥

অনন্তর দেহবিষয়ে গৃহবন্ধোপকরণ বর্ণন দ্বারা রঘুনন্দন, কুশিকনন্দনকে কহিতেছেন। যথা—(পৃষ্ঠাস্থিরূপেতি)॥

পৃষ্ঠাস্থিকাষ্ঠ সঙ্ঘট্ট পরিসঙ্কটকোটরং।
আন্ত্ররজ্জুভিরাবদ্ধং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ২০॥

পৃষ্ঠাস্থিলক্ষণ কাষ্ঠানাং সংঘট্টনেনপরিতঃ সঙ্কটঃ সঙ্কুচিতাকাশঃ কোটরোযস্য আন্ত্রাণি মলমূত্রান্নরসাদি প্রসবার্থানিদীর্ঘাপচ্ছয়ঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! পৃষ্ঠাস্থিরূপ কাষ্ঠাদি দ্বারা, অন্তঃশূন্য, অন্তরস্থ নাড়ীরূপ রজ্জুতে দৃঢ়বন্ধন করিয়া এই দেহরূপ মনোহর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এই গৃহ আমার কোন মতে অভিলষিত নহে॥ ২০॥

তাৎপর্য্য।—সামান্য গৃহ নির্ম্মাণোপকরণ, কতকগুলি কাষ্ঠকে কীল সংস্থাপন করতঃ কতকগুলি রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া আকাশকে সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যভাগকে

শূন্যরূপ রাখিয়া খণ্ডরূপে দ্রব্যাদি স্থাপন গৃহ, ও জল জঞ্জাল পরিত্যাগার্থ পথ রক্ষা করে, এবং বিভাগক্রমে রন্ধনাগারও সংগঠিত হয়। তদ্রূপ এই দেহও গৃহাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ পৃষ্ঠাদি মেরুদণ্ডাদি অস্থিকূট ইহার খুঁটী স্বরূপ, নাড়ীজাল রজ্জুতে সঙ্কুচিতাকাশ রূপে বন্ধন রহিয়াছে, অন্তরশুষির অনেকখণ্ডে ব্যাবহারিক গৃহকল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ উদরস্থিতা ধমনীতে ভুক্ত অন্নজলাদি সংস্থাপিত হয়, নাভি নিবদ্ধ বহ্ন্যাগারে পাক হইয়া থাকে, জলজঞ্জালাদি রূপ মলমূত্রাদি উৎসর্গের বিলক্ষণ পথ আছে, গবাক্ষ স্বরূপে অক্ষিণী সংস্থাপিতা হইয়াছে, অতএব দেহে ও গেহে বিশেষ নাই, গেহ যেমন ত্যাজ্য, দেহও সেইরূপ ত্যাজ্য হয়, অতএব এদেহ ধারণে আমার অভিলাষ নাই, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর রঘুনাথ পরিণামে দেহের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহাই বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা। (প্রসৃতেতি) ॥

প্রসৃতস্নায়ুতন্ত্রীকং রক্তাম্বু কৃতকর্দ্দমং।
জরামঙ্কোলধবলং নেষ্টং দেহগৃহং মম ॥ ২১ ॥

স্নায়বঃ শিরাস্তাএবতন্ত্র্যোবীণাদিসূত্রাণিবন্ধবজ্জরাবা যস্মিন্ আস্বাঙ্গত্বান্নাড়ীতন্ত্রো স্বাঙ্গেইতি ন কস্মিন্নেষঃ অঙ্কোলচূর্ণং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! বন্ধন রজ্জুস্বরূপ নাড়ীসকল হইতে ক্ষরিত রসরক্তকৃত কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মিত এই দেহস্বরূপ গৃহ, জরাবস্থাস্বরূপ অঙ্কোলে শুক্লীকৃত, এমত অব্যবস্থিত দেহ আমার অভিলাষের বিষয় নহে ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—পরিণামে গৃহ যেমন শ্লথাবস্থাতে বন্ধনরজ্জু প্রসৃত হইলে বর্ষণ উর্সনি জলে ভিজিয়া কর্দ্দম হয়, সেইরূপ রসরক্ত কর্দ্দমদ্বারা গলিতাঙ্গ গঠিত হয়, শোভাসম্বর্দ্ধনার্থ তাহাতে অঙ্কোল অর্থাৎ চূর্ণের লেপদিয়া শুক্লীকৃত করে, সেইরূপ এই দেহের অবস্থা পরিণামে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরের শ্লথবন্ধন হইলে নাড়ী সকলও শ্লথ হয়, তদ্দ্বারা রসরক্ত স্রব হয়, তৎকালে তাহাতে যে শোভা হয় তাহাই দেহের সম্বন্ধনীয় হয়, অবশেষে জরাবস্থার উদয়ে শিরোরুহ ও আস্যরুহাদি সকল শ্যামতা ত্যাগ করিয়া শ্বেতবর্ণ হইতে থাকে, তাহাকেই চূর্ণের লেপ বলা যায়, অতএব এরূপ দেহস্বরূপ গৃহ আমার বাঞ্ছাস্পদ হয় না ॥ ২১ ॥

এতদনন্তর শ্রীরাম আরো দেহ গেহের স্বরূপাবস্থা বর্ণনদ্বারা ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা। (চিত্তভৃত্যেতি)॥

চিত্তভৃত্যকৃতানন্ত চেষ্টাবষ্টম্ভসংস্থিতিঃ।
মিথ্যা মোহ মহাস্থূলং নেষ্টং দেহ গৃহং মম॥ ২২॥

অবষ্টম্ভঃ পতন প্রতিবিধানং মিথ্যা অনৃতং মোহোজ্ঞানঞ্চ স্থূলে আধারস্তম্ভৌ কর্ম্মধারয়ো বা॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর গাধিনন্দন! চিত্তস্বরূপ ভৃত্যদ্বারা বিনির্ম্মিত, অশেষ বিষয় চেষ্টা যাহার অবষ্টম্ভ, যদ্দ্বারা দেহ অবস্থিতি করে, আর মিথ্যাই যাহার স্থূলতা, এমন দেহ-রূপ গৃহকে আমি অভিলাষ করি না॥ ২২॥

তাৎপর্য্য।—মনই সর্ব্বদা এই দেহ গৃহনিকেতন নির্ম্মাতা, অর্থাৎ মানস যোগেই শুভাশুভ কর্ম্মফলে এই দেহ রচিত হইয়াছে, সেই মন বাসনার দাস, এই হেতু চিত্তকে ভৃত্য বলিয়াছেন, নানা কর্ম্ম চেষ্টাতেই এই দেহের অবস্থান হয়, একারণ চেষ্টাকে স্তম্ভরূপ কহেন, ইহার বিস্তৃতি কেবল অনৃতেই হয়, সুতরাং মিথ্যা ও মোহকে ইহার স্থূলতা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ কপট, শাঠ্য প্রবঞ্চনাদিই দীর্ঘপ্রস্থ পরিমাণে দেহের পরিসরতা, অতএব জ্ঞানীদিগের এ দেহের প্রতি আস্থা নাই, ইতিভাবঃ॥ ২২॥

অনন্তর গৃহস্থিত পরিবারোপকরণ বর্ণনদ্বারা রঘুনন্দন কুশিকনন্দনকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা। (দুঃখার্ভকেতি)॥

দুঃখার্ভককৃতাক্রন্দং সুখশয্যা মনোরমং।
দুরীহাদগ্ধদাসীকং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ২৩॥

দুঃশ্চষ্টাসৈবদগ্ধা দাহব্রণপীড়িতাদাসী যস্মিন্॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষে! দুঃখস্বরূপ বালক সকল ক্রন্দন করিতেছে, অথচ সুখ স্বরূপ মনোরম শয্যাও পাতিত আছে, অগ্নিদগ্ধাস্য চেষ্টারূপা দাসী পরিচারিকা, এমন দেহরূপ গেহে আমার অভিলাষ নাই॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—এই মানব শরীররূপ গৃহে যে দুঃখ, সেই বালক, তজ্জন্য যে ব্যাকুলতা তাহাই তাহাতে বালক ক্রন্দন, মধ্যে মধ্যে যে কিঞ্চিৎ সুখানুভব হয়, তাহাই সুখশয্যা, তাহাতেই ক্ষণকাল বিশ্রাম মাত্র করা হয়, নানা প্রকার বিষয়োপার্জ্জনের যে চেষ্টা, সেই পোড়ামুখী ব্রণপীড়িতা দাসী, অর্থাৎ তজ্জন্য পরোপাসনা রূপ যন্ত্রণায় জীব ক্ষত বিক্ষত হয় ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৩॥

অনন্তর জীর্ণভাণ্ডের সহিত গৃহরূপ দেহের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুনাথ মুনিনাথকে কহিতেছেন। যথা।—(মলাঢ্যেতি)।

মলাঢ্য বিষয়ব্যূহ ভাণ্ডোপস্করসঙ্কটং।
অজ্ঞান ক্ষারবল্লিতং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ২৪॥

অতএব মলাঢ্যে দোষব্যূহনৈরনিক্তৈশ্চ বিষয়ব্যূহলক্ষণৈর্ভাণ্ডৈরুপস্করৈঃ দ্রব্যাদি সাধনৈশ্চ সংকীর্ণং ক্ষারং লবণাদি ভূত্যাদি বিশীর্ণতাদিহেতুরুষোবা॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি কৌশিক! এই দেহরূপ গৃহভাণ্ড মলাঢ্য বিষয় স্বরূপ মলে পরিপূরিত, এবং অজ্ঞানলবণ দ্বারা জীর্ণীকৃত হইয়াছে, অতএব এই রূপ গৃহ আমার অভিলষিত নহে॥ ২৪॥

তাৎপর্য্য।—এই দেহগৃহ ভাণ্ডস্বরূপ, বিষয়রূপ মলসমূহে অত্যন্ত মলিন, আত্মতত্ত্বামৃত অপ্রাপ্ত বিধায় বিষবৎ অজ্ঞানরূপ লবণরসে জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে ইতিভাবঃ॥ ২৪॥

অনন্তর গৃহাধঃস্থিত কাষ্ঠকীলকাদির দৃষ্টান্তে দেহের নিম্নাধঃপর্য্যন্ত বন্ধনের উপমা-দ্বারা ঋষিবরকে রঘুবর কহিতেছেন। যথা।—(গুল্ফগুগ্গুলেতি)।

গুল্ফগুগ্গুলবিশ্রান্ত জানূর্দ্ধস্তম্ভমস্তকং।
দীর্ঘদোর্দ্দারু সুদৃঢ়ং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ২৫॥

জঙ্ঘাস্তম্ভস্য গুগ্গুল আধারকাষ্ঠস্থানীয় স্তত্রবিশ্রান্তস্য প্রতিষ্ঠিতস্যার্থাৎ জঙ্ঘাস্তম্ভস্য জানু মস্তকং তদপি স্বাধারাধারে পরম্পরয়া প্রতিষ্ঠিতমেব মূলশৈথিল্যে সর্ব্ব শৈথিল্যাপত্তেঃ দোঃবাহু॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! এই নরশরীররূপ বেশ্মের গুল্‌ফাদি নীচের কাষ্ঠসংযোগে উপরি উপরি কটি, জঙ্ঘা, জানু, স্কন্ধ, মস্তক পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পরস্পর আধার আধেয়ভাবে সংস্থিত অস্থি সকল গৃহের স্তম্ভ হইয়াছে, আর বাহুরূপ সুদীর্ঘ কাষ্ঠপ্রায় দৃঢ় বন্ধনে রহিয়াছে, এরূপ অসার দেহ গৃহকে আমি ইষ্টদজ্ঞান করি না॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—এই গৃহকে ইষ্টকাদিময় ব্যাখ্যা করিলে কাষ্টময় সৌধতল স্তম্ভ, কড়ি, বরগাদিকে উপর্য্যুপরিকীলক কহিতে হইবে, আর তৃণাদিময় রূপে ব্যাখ্যা করায় তীর খুঁটী, আড়া পাড়ি, বাওনা বটুনা, মুদন্‌পাটী প্রভৃতিকে ঊর্দ্ধাধঃ উপরি উপরি কাষ্ট রূপে অস্থিকুটের বর্ণনা করা হইল জানিবেন॥ ২৫॥

অনন্তর গৃহস্থিত পরিবারগণের দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়াদিগণের পরিচয় দিয়া রঘুবংশতিলক কুশিকবংশতিলকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(প্রকটাক্ষগণৈরিতি)।

প্রকটাক্ষগণৈরন্তঃ ক্রীড়ংপ্রজ্ঞাগৃহাঙ্গনং।
চিন্তাদুহিতৃকং ব্রহ্মন্নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ২৬॥

প্রকটান্যক্ষাণি-জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি প্রজ্ঞাবুদ্ধিঃ প্রকটেতিতদ্বিশেষণং ক্রিয়াবিশেষণম্বা। ২৬

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! প্রকটাক্ষগণ অর্থাৎ প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গণ পুত্রবৎ, চিন্তারূপা কন্যা বুদ্ধিরূপা, বরকামিনী এই দেহরূপ গৃহাভ্যন্তরে নিত্যক্রীড়া করিতেছে, এ গৃহ আমার কখনই ইষ্টদ নহে॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—প্রকটাক্ষ ইন্দ্রিয়গণ, অর্থাৎ প্রকটশব্দে প্রকাশ, অক্ষশব্দে ইন্দ্রিয়, একারণ প্রকাশিত ইন্দ্রিয়গণকে প্রকটাক্ষগণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, আর চিন্তা কন্যা বলার অভিপ্রায়, সর্ব্বজন খ্যাত কন্যা জন্য লোকের যত চিন্তা, তত চিন্তা আর কিছুতেই হয় না, অর্থাৎ কন্যাবান্ ব্যক্তিরা কন্যার জননাদি মরণ পর্য্যন্ত নিয়তই চিন্তাকুল থাকে ইত্যভিপ্রায়ঃ অন্যার্থ সুগমঃ॥ ২৬॥

অপর দেহগেহের বাহ্যোপকরণ বিষয়ে রঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মূর্দ্ধজাচ্ছাদনেতি)।

মূৰ্দ্ধজচ্ছাদনচ্ছন্নং কর্ণশ্রী চন্দ্রশালিকং।
আদীহ্যাঙ্গুলিনিব্যূহং নেষ্টং দেহগৃহং মম ॥ ২৭ ॥

মূৰ্দ্ধজাঃ কেশাস্তএবছাদনং ছদিঃ কর্ণাবেব কুণ্ডলাবুক্তামুক্তাদিযুক্তে চন্দ্রশালে শিরোগৃহেনিব্যূহাঃ কাষ্ঠচিত্রকাঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! মূৰ্দ্ধজ অর্থাৎ কেশরূপ আচ্ছাদন, কর্ণরূপ উপরিস্থিত চন্দ্রশালিক, অর্থাৎ মণিমুক্তাযুক্ত শোভিত কুণ্ডলাদি দ্বারা নির্ম্মিত শিরগৃহ অর্থাৎ উচ্চগৃহ, তাহাতে বিচিত্র কাষ্ঠবৎ সংযুক্ত শিরোভূষণ আভরণাদি মণ্ডিত হয়, এমন শোভিত দেহরূপ গৃহ আমার মনোরমণীয় নহে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মাঙ্গলিক যবাঙ্কুরাদি পরিশোভিত গৃহরূপে দেহের বর্ণনা করিয়া ঋষিকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বাঙ্গকুড্যেতি)।

সর্ব্বাঙ্গকুড্যসংঘাত ঘনরোম যবাঙ্কুরং।
সশূন্যপেটবিবরং নেষ্টং দেহগৃহং মম ॥ ২৮ ॥

পেটবিবরমুদরছিদ্রং ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! এই দেহে সর্ব্বাবয়ব গৃহভিত্তির ন্যায়, যবাঙ্কুরবৎ ঘন লোমরাজী পরিশোভিত, গৃহাভ্যন্তরের ন্যায় উদরচ্ছিদ্র বিশিষ্ট, এমন অন্তঃশূন্য গৃহরূপ দেহ আমার বাঞ্ছার বিষয় নহে ॥ ১৮ ॥

অপর লূতাজাল বিশিষ্ট গৃহাদির দৃষ্টান্তে দেহের উপমা দিয়া রঘুবর ঋষিবরকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নখোর্ণনাভীতি)।

এবং দেহরূপ গৃহের অনাবৃত দ্বার বর্ণনাদ্বারা শ্রীরঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থেও উক্ত হইয়াছে। যথা—(প্রবেশনির্গমেতি)।

নখোর্ণনাভিনিলয়ং সরমারণিতান্তরং।
ভাঙ্কারকারি পবনং নেষ্টং দেহগৃহং মম ॥ ২৯ ॥

প্রবেশনির্গমব্যগ্র বাতবেগমনারতং।
বিততাক্ষগবাক্ষন্তন্নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ৩০॥

সরমাশুনীব ভ্রমণ দৈন্য কলহাদিকারিণী ক্ষুৎতয়ারণিতাম্বরং। ভাঙ্কার ভীষণ ধ্বনি॥ ২৯। ৩০॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর! মানবশরীরে নখস্বরূপ মাকড়শার জাল বিশেষ, মধ্যস্থানে ক্ষুধা-স্বরূপা শুনীবচীৎকারধ্বনি ব্যাপ্ত অতি ভাঙ্কার অর্থাৎ ভয়ঙ্কর, সেই ধ্বনিবিশিষ্ট ভীষণ দেহগেহে আমার কোনমতে আস্থা নাই॥ ২৯॥

হে ঋষিবর কৌশিক! অনবরত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ুর গমনাগমন অনাবৃত পথযুক্ত, ইন্দ্রিয়দ্বাররূপ বিস্তৃত গবাক্ষ জালমালায় অন্বিত, এই দেহস্বরূপ গৃহ আমার অভিলষিত নহে॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—এই দেহগৃহের গৃহপালী অর্থাৎ ক্ষুধা সরমা অতিশয় রূপে পুরীমধ্যে চীৎকার করিতেছে, সেই ধ্বনিই অতি ভয়ঙ্কর, এমত গৃহ কিরূপে ইষ্টদ হয়, অর্থাৎ ক্ষুধাই জীবকে চীৎকার ধ্বনি করাইয়া থাকে, ক্ষুধার নিমিত্ত কোন্ অনর্থ না ঘটে? সুতরাং ক্ষুধাকে লালয়িতা শুনীরূপে বর্ণনা করিয়া তদ্ধ্বনি অর্থাৎ ক্ষুধাতুরের ব্যাকুল-তাকে ভয়ঙ্কর শব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিভাবঃ॥ ২৯॥

অন্যচ্চ।—এই গৃহস্বরূপ দেহ ইহার গবাক্ষ অর্থাৎ জানালা সকল ইন্দ্রিয়দ্বার, নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ প্রাণবায়ু নিয়ত গমনাগমন করিতেছে, তাহাতেই অত্যন্ত ব্যগ্র, সুতরাং এমন অসার দেহের প্রতি কা প্রীতি?॥ ৩০॥

অপর গৃহের প্রধান দ্বারাদির সহিত দেহস্থিত মুখাদির বর্ণনা করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(জিহ্বামর্কটিকেতি)।

জিহ্বামর্কটিকাক্রান্ত বদনদ্বারভীষণং।
দৃষ্টাদন্তাস্থিসকলং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ৩১॥

মর্কটিকা প্রসিদ্ধা কবাটবিষ্কম্ভকাষ্ঠং বা॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! এই নরদেহ রূপগৃহের ভীষণাকার প্রধান দ্বারমুখ, দন্তস্বরূপ কবাট, জিহ্বারূপা মর্কটিকা অর্থাৎ খিল কাষ্ঠবিশিষ্ট, ইহা দেখিয়া এই ভয়রূপ নিকেতনে অবস্থান করিতে আমার বাসনা হয় না॥ ৩১॥

এবং দেহ সৌন্দর্য্য রূপ ব্যঞ্জক ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা রঘুনাথ মুনিনাথ কৌশিককে কহিতেছেন। যথা—(ত্বগিতি)।

ত্বকসুধালেপমসৃণং যন্ত্রসঞ্চারচঞ্চলং।
মনঃ সদা খুনোদ্বাতং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ৩২॥

সুধাচূর্ণং ত্বগেসুধালেপস্তেনমসৃণং স্নিগ্ধং যন্ত্রাণি পরস্বশকটাদীনি তেষামিব সন্ধীনাং সঞ্চারভ্রমণাদিঃ তেষামেবসঞ্চারোবামনএব সদাতন আখুমূষকস্তেনোৎখাত-মিবশৈথিল্য রজস্বলাদিভাবমাপাদিতং॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর্য্য! চিক্কণ চর্ম্মরূপ সুধালেপ দ্বারা স্নিগ্ধ, সন্ধিস্থান সকল যন্ত্রবৎ সঞ্চার দ্বারবিশিষ্ট এই দেহরূপ গৃহ, ইহাতে মনোরূপ মূষিকে ভিত্তি খনন করিয়া নিয়ত ছিদ্র করিতেছে, এমত গৃহে আমি থাকিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩২॥

অনন্তর গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রজ্বলিত দীপছলান্তে হাস্যাদি বর্ণনা দ্বারা দেহস্বরূপ গৃহ-শোভা বর্ণন করতঃ ঋষিকে শ্রীরাম কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(স্মিতদীপপ্রভেতি)।

স্মিতদীপপ্রভোদ্ভাসি ক্ষণমানন্দ সুন্দরং।
ক্ষণব্যাপ্তং তমঃ পূরৈর্নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ৩৩॥

স্মিতানি ঈষদ্ধসিতান্যেবদীপাঃ তমঃ পূরৈঃ অজ্ঞানান্ধকারপ্রবাহৈঃ॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ! এই দেহস্বরূ গৃহাভ্যন্তরে কখন ঈষৎ হাস্য দীপবৎ প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা অজ্ঞানরূপ দুঃখসমূহ প্রবাহ দ্বারা ঘোরান্ধকারে ব্যাপ্ত হইতেছে, অতএব এই দেহগৃহ আমার অভিলাষাস্পদ নহে॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—দেহের অবস্থা সর্ব্বদা সমানরূপ নহে, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন বিনীতভাব, কখন বা ক্রোধাকুল, কখন বিষাদভাবে পরিণত হইতেছে, সুতরাং ইহাতে অবস্থিতি করিতে আমার কখনই ইচ্ছা হয় না॥ ৩৩॥

অনন্তর জরারোগাদির আবাস স্থান রূপে দেহের বর্ণনা করিয়া দাশরথি গাধেয়কে কহিতেছেন, তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সমস্তরোগায়তন মিতি)।

সমস্তরোগায়তনং বলীপলিতপত্তনং।
সর্ব্বাধিসার গহনং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ ৩৪॥

বলীত্বকশৈথিল্যং পত্তনং নগরং নিবাসস্থানমিতি যাবৎ আধয়োমানস দুঃখানি-তান্যেবসার প্রাধান্যেন ভোগাত্বাৎ তৈর্গহনং দুর্গমং অরণ্যাপমানম্বা॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! এই দেহরূপ গৃহ সমস্তপ্রকার রোগের এক বাসস্থান, এবং জরাদির নিবাসভূত হয়, আর প্রকৃষ্টরূপ মনঃপীড়াদিদায়ক, অতএব দুর্গম অরণ্যের ন্যায় দেহগৃহে আমি অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩৪॥

তাৎপর্য্য।—এই মানবদেহ রোগের নগর, জরামন্দির, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে রোগ সকল উদয় হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল জীর্ণমন্দিরে বন হইলে তন্মধ্যে থাকিয়া ক্রীড়া করে, সেইরূপ রোগ সকল বলীপলিত দেহে অবস্থিত, সুতরাং ভগ্নগৃহজাত অরণ্যোপম দেহগৃহে আমি থাকিতে অভিলাষী হই না॥ ৩৪॥

অনন্তর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান জন্য ভল্লূকাগাররূপে দেহকে বর্ণনা করিয়া কোষল রাজপুত্র গাধিরাজপুত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অক্ষর্ক্ষেতি)

অনচ্চ, আত্মদেহ ধারণে শ্রীরাম অশক্ততা জানাইয়া ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(দেহালয়মিতি)।

অক্ষর্ক্ষক্ষোভবিষমা শূন্যানিঃ সারকোটরা।
তমোগহন দিকুঞ্জা নেষ্টা দেহাটবা মম॥ ৩৫॥

দেহালয়ং ধারয়িতুং নশক্নোমি মুনীশ্বর।
পঙ্কমগ্নং সমুদ্ধর্ত্তুং গজমন্যোবলোযথা॥ ৩৬॥

অক্ষাণীন্দ্রিয়াণ্যেবঋক্ষাভল্লূকাঃ॥ ৩৫। ৩৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! এই দেহস্বরূপ জীর্ণগৃহে ইন্দ্রিয়রূপ ভল্লূকগণ নিরন্তর ক্ষোভ দিতেছে। তাহাতে সঞ্চার সকল বিষয়দুর্গম হইয়াছে, কেবল শূন্যকোটর প্রায়, অবলম্বনশূন্য নিঃসারগহন, দিক্‌সকল লতাবিতান গৃহপ্রায় অবরুদ্ধ, ঘোরতর তমঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ ন্যায় এই দেহ অরণ্যপ্রায়, ইহাতে থাকিতে আমি ইচ্ছা করি না॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—ভগ্নগৃহপ্রায় দেহকে বনপ্রায় রূপে বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ ভল্লূক প্রায় ইন্দ্রিয় সকল ক্ষোভদায়ক, দ্বার সকল লুলিত শরীরলতা পুঞ্জে অবরুদ্ধ, অবলম্বন শূন্য জীব ভয়াতুর হইয়াছে, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩৫॥

হে ঋষিবরকুশিকাত্মজ! পঙ্কমগ্ন হস্তীকে অন্য দুর্ব্বলহস্তী পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে যেমন অসমর্থ হয়, আমিও এই দেহালয়কে ধারণ করিতে সেইরূপ অশক্ত হইতেছি॥ ৩৬॥ অন্যৎসুগমং॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র সংসারবিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(কিংশ্রিয়েতি)।

কিং শ্রিয়াকিঞ্চরাজ্যেনকিঙ্কায়েন কিমীহিতৈঃ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেবকালঃ সর্ব্বং নিকৃন্ততি॥ ৩৭॥

ঈহিতৈশ্চেষ্টিতৈর্মনোরথৈর্বানিকৃন্ততিছিনত্তি॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র! আমার স্ত্রীদ্বারা, কি রাজ্যদ্বারা, অথবা শরীরদ্বারা, বা চেষ্টাদ্বারা কি ইষ্টফল ফলিতে পারিবে? কিয়ৎদিনের পরেই বলীয়কাল এসকলকেই গ্রাস করিবেক?॥ ৩৭॥

তাৎপর্য্য।—দেহ, দারাপত্য ধন, জন, রাজ্যসম্পদ, প্রভৃতি সকলি নশ্বর ইহার কিছুতেই বিশ্বাস নাই, সকলই কালগ্রাসে পতিত হইয়া রহিয়াছে, ইতিভাবঃ॥ ৩৭।

ইদানীং দেহের নিতান্ত অসারতা ও অকর্মনীয়তার দৃষ্টান্তে রঘুবর ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(রক্তমাংসেতি)।

রক্তমাংসময়স্যাস্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মুনে।
নাশৈকধর্ম্মিণোব্রূহি কৈবকায়স্যরম্যতা ॥ ৩৮ ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরং বিমৃশ্যেতিশেষঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র! আপনি এই শরীরের অন্তরস্থ ও বহিঃস্থবিষয় বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি যে এই দেহের সারতা বা রমণীয়তা কি? কেবল রক্ত, মাংস, চর্ম্ম, মল, মূত্রাস্থি, মেদ নাড়ীত্যাদি বস্তুমাত্র ইহাতে আছে ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—নিঃসার দেহ কেবল মলভাণ্ড, ইহার কিছুই সার নহে, শুদ্ধ কতক দিনের জন্য অবস্থান করতঃ সারতত্ত্বের অন্বেষণা করাই ইহার সারতা আমি নিশ্চয় করিয়াছি ইতিভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর দেহের সহিত সময়ান্তরে জীবের নিঃসম্বন্ধতা জানাইয়া ঋষিকে শ্রীরাম কহিতেছেন। যথা।—(মরণাবসরইতি)।

মরণাবসরে কায়াজীবং নানুসরন্তিযে।
তেষু তাতকৃতঘ্নেষু কৈবাস্থাবদধীমতাং ॥ ৩৯ ॥

নানুসরন্তি নানুগচ্ছন্তি কৃতং পালন পোষণাদ্যুপকারাভাবাদিতি কৃতঘ্নাঃ। ৩৯।

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলাবতংস! এই দেহের সহিত সম্বন্ধ কি? মরণ সময়ে কোন দেহই জীবের সহিত গমন করে না, অতি কৃতঘ্ন ন্যায় দেহের ব্যবহার, হে তাত! আপনিই বলুন না কেন, এরূপ (*) অকৃতজ্ঞ দেহের প্রতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যত্ন কি রূপে হইতে পারে? ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহের জড়ত্ব সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্রের নিঃসারতা জানাইবার কারণ এই যে চৈতন্যবান্ জীবের ন্যায় অকৃতজ্ঞ রূপে ছলোক্তি করিয়াছেন, এই মাত্র ॥ ৩৯ ॥

(*) অকৃতজ্ঞপদে কৃতঘ্ন অর্থাৎ পালন পোষণাদি উপকার স্বীকার যে না করে তাহাকে কৃতঘ্ন বলে, সুতরাং জীব কর্ত্তৃক পালিত ও পোষিত হইয়াও এই দেহ প্রয়ান কালে জীবের সহিত গমন করে না, ইত্যর্থে কৃতঘ্নরূপ জীবের বর্ণন করেন, অর্থাৎ জীবের সহিত দেহের ক্ষণিক সম্বন্ধ মাত্র।

অনন্তর ক্ষণভঙ্গুর দেহাবস্থার বর্ণন করিয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মত্তেভকর্ণাগ্রচলেতি)।

মত্তেভকর্ণাগ্রচলঃ কায়োলম্বাম্বু ভঙ্গুরঃ।
নসংত্যজতি মাং যাবত্তাবদেনং ত্যজাম্যহং॥ ৪০ ॥

চলশ্চপলঃ লম্বং লম্বমানং পদম্বংবুজলকণাঃ সন্নিধানান্মত্তেভকর্ণাগ্র এবেতিগম্যতে ভঙ্গুরোনশ্বরঃ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! মত্তহস্তীর কর্ণাগ্রভাগ যেমন চঞ্চল, সেইরূপ এই মনুষ্য দেহ চঞ্চল হয়, এবং সেই হস্তীর কর্ণাগ্রস্থিত সলিলকণা যেমন ক্ষণভঙ্গুর, তদ্রূপ এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর হয়, অতএব এই দেহ আমাকে ত্যাগ না করিতে করিতেই আমি উহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য।—হস্তীর কর্ণ সর্ব্বদাই চালিত হয়, যদিও ক্ষণকাল বিরাম থাকে তথাপি মত্ততা হইলে ঐ করিকর্ণ অতিশয় চালিত হয়, সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তের মর্ম্মদ্বারা গম্য হয় যে দেহও ক্ষণকাল মাত্র স্থির নহে। এবং চঞ্চল হস্তীকর্ণাগ্রস্থিত জলবিন্দু স্বল্পকালেই বিলোপ হয়, সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে দেহের নশ্বরতা জানাইয়াছেন, এই দেহ কখনই থাকিবে না ইত্যাশয়ে কহিয়াছেন, যে ইহার পরিণাম দর্শনের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রেই আসক্তি ত্যাগ করা উচিত ইতিভাবঃ॥ ৪০ ॥

অতঃপর রোগাদিতে শরীরের জীর্ণতা হয়, তদ্দৃষ্টে দেহের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুনাথ দেহে আপনার অনাসক্ততা ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(পবনস্পন্দতরলইতি)।

পবনস্পন্দতরলঃ দৃশ্যতে কায়পল্লবঃ।
জর্জ্জরস্তনুবৃত্তশ্চ নেষ্টোমেকটুনীরসঃ॥ ৪১ ॥

আধিব্যাধি কণ্টকশতক্ষতত্বাৎ জর্জ্জর শিথিলঃ তনুবৃত্তঃ ক্ষুদ্রস্বভাবঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! যেমন বায়ুসঞ্চরণ দ্বারা সপল্লব বৃক্ষ কণ্টকাঘাতে জর্জ্জর হয়, সেইরূপ দেহও শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার হেতু শতশত কণ্টকপ্রায় আধিব্যাধির আঘাতে জর্জ্জরী-

ভূত হইতেছে, এবং ক্ষুদ্রস্বভাব বশতঃ কটুতা ও নীরসতা প্রাপ্ত এই দেহপল্লবকে দেখা যায়, অতএব কোনমতেই ইষ্টদ নহে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—শরীরসঞ্চারণে নিয়ত আধিব্যাধি জ্বালা সহ্য করিতে হয়, তজ্জ্বালাতে নিয়ত দেহ জীর্ণ হয়, এবং অসৎস্বভাব এজন্য দেহে রুক্ষতা, আর তত্ত্বশূন্যতাপ্রযুক্ত নীরসতা, সুতরাং দেহপ্রতি আস্থা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে ইতিভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনন্তর চিরলালিত হইলেও দেহ রক্ষা পায় না, তদ্দৃষ্টান্তে রঘুনাথ কুশিকাত্মজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ভুক্ত্বাপীত্বেতি)।

ভুক্ত্বাপীত্বা চিরংকালং বালপল্লব পেলবাং।
তনুতামেত্য যত্নেন বিনাশমেব ধাবতি॥ ৪২ ॥

বালপল্লবপেলবাং মৃদ্বীং তনুতাং কার্শ্যং পেলবমিতিপাঠে ক্রিয়াবিশেষণং আশ্রয় দ্বারা উভয়ত্রাপিযোগ্যতা ॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিসত্তম! চিরকাল পান ভোজন দ্বারা পরিপালন করিলেও এই দেহতরুণ পল্লবের ন্যায় শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না, পরে ক্রমে ক্রমে বিনাশপথে অনুগমন করে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহ রক্ষার্থ যত্নপর হইয়া পুষ্টিজনক দ্রব্যাদি ভোজনে, ও পানেও শরীর ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে কোনমতেই কেহ যত্ন করিয়াও তাহাকে রাখিতে পারে না পরে বিনাশ হয়, এমত দেহের গৌরব কি? তাহাতে আস্থাই বা কি? ইতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, নির্লজ্জত্ব রূপে দেহের বর্ণনা দ্বারা ধিক্কার দিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তান্যেবেতি)।

তান্যেব সুখদুঃখানি ভাবাভাব ময়ান্যসৌ।
ভূয়োপ্যনুভবন্ কায়ঃ প্রাকৃতোহিনলজ্জতে॥ ৪৩ ॥

তানি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বোপভুক্তান্যেববীপ্সিতার্থস্যৈববুদ্ধ্যারূঢ়স্য সর্ব্বনাম্নাপরামর্শা-দ্বিনাপিদ্বির্ব্বচনং বীপ্সালভ্যতে প্রাকৃতঃ পামরঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্র! সেই সকল ভাবাভাবময় অনুভূত পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখের পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াও লজ্জা পায় না, অতএব দেহ অতি প্রাকৃত অর্থাৎ বড় পামর॥ ৪৩॥

তাৎপর্য্য।—প্রাকৃত লোকের ব্যবহার ন্যায় দেহের ব্যবহার বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল একবার যে কর্ম্মে লজ্জা পায়, পুনর্ব্বার আর সে কর্ম্ম করে না, যে কর্ম্মে প্রাকৃত পামর লোক অর্থাৎ বেহায়া লোক পুনঃপুনঃ লজ্জিত ও অপমানিত হয়, তথাপি পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্ম করে, দেহেরও সেইরূপ ধর্ম্ম, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহে যে যে কর্ম্মফলে যে যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল, অনুভব করিয়াও পুনঃ পুনঃ সেই সেই কর্ম্ম করিয়া সেইরূপ লাঞ্ছনা পাইতেছে, তথাপি ক্ষান্ত হয় না, অতএব এদেহ অতি পামর, ফলে দেহের কৃতিত্ব নাই এ কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র॥ ৪৩॥

এই দেহ নিতান্ত নশ্বর ইহা বোধের নিমিত্ত রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সুচিরপ্রভুতামিতি)।

অনন্তর সর্ব্বসাধারণ জীবমাত্রেরই দেহের সমতাবস্থা, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(জরাকালইতি)।

> সুচির প্রভুতাং কৃত্বা সংসেব্য বিভবশ্রিয়ং।
> নোচ্ছ্রায়মেতি ন স্থৈর্য্যং কায়ঃ কিমিতিপাল্যতে॥ ৪৪॥
> জরাকালে জরামেতি মৃত্যুকালে তথামৃতিং।
> সমএবাবিশেষজ্ঞঃ কায়োভোগি দরিদ্রয়োঃ॥ ৪৫॥

সংসেব্য সংপ্রাপ্য উচ্ছ্রায়ং উপচয়মুৎকর্ষং বা স্থৈর্য্যমবিনাশিতাং॥ ৪৪। ৪৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরগাধিনন্দন! যে দেহ সুচিরকাল পর্য্যন্ত প্রভুতা করিয়া, এবং নানা বিভবযুক্ত ঐশ্বর্য্যভোগ করতঃ উৎকর্ষতা বা স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না, সেই দেহের বৃথা সেবা করায় কি ফল?॥ ৪৪॥

হে মহর্ষিকুশিকাত্মজ! এই দেহে প্রাপ্ত জরাকালে জরাবস্থা উপস্থিত হয়, নিধন কালোপস্থিতে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, ইহাতে আঢ্য কি ধনী, তাহার বিশেষ নাই সকলেরই সমান দশা জানিবেন॥ ৪৫॥

তাৎপর্য্য।—দেহাভিমানী ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি নিবারণার্থে রঘুনাথ ব্যক্ত করিয়া উপদেশ দিতেছেন, যে রাজ্যশ্রীযুক্ত হইয়া, নানাপ্রকার সুখভোগ দ্বারা সুযত্নে প্রতিপালন করতঃ এবং বেশভূষণদ্বারা তৎ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াও কেহ কখন স্বদেহকে স্থৈর্য্য রাখিতে পারে না, অতএব এদেহের উৎকর্ষতা কি? এবং বিনাশশীল দেহের প্রতি আর এত যত্নই বা কেন, এক্ষণে যে কোন রূপে শরীরধারণ করতঃ অবিনাশিতা প্রাপ্তিহেতু পরতত্ত্বের অন্বেষণা করাই উচিত ইতিভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহই আপনার অবস্থাকে স্থিররাখিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না, কি মোহাভোগী, আঢ্য, কি দুঃখিদরিদ্র ভাগ্যহীন, কি বিদ্বানপণ্ডিত সভ্য ভব্য ব্যক্তি, এবিষয়ে সকলেরই সমান ভাব, অর্থাৎ প্রাপ্ত কালে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নিধনাবস্থাদি সকলকেই এই দেহে ভোগ করিতে হয়, যথা (পণ্ডিতেচৈব মূর্খেচ বলিন্যপাথদুর্ব্বলে। ঈশ্বরেচ দরিদ্রেচ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতামিতি). মৃত্যু প্রভৃতি এই সকল অবস্থা সকলের প্রতিই সমানরূপ আচরণ করে, পণ্ডিত বলিয়া মান্যরূপে ত্যাগ করে না, মূর্খের প্রতি ঘৃণাও নাই, বলবানের প্রতি ভীতও হয় না, বলহীনের প্রতি দয়াও করে না, ধনবান বলিয়া সম্মানও রাখে না, দুঃখী দরিদ্র প্রতি করুণাও নাই, সময়ের বশীভূতা অবস্থা, সময় হইলেই স্বয়ং উপস্থিত হয়, অতএব এ দেহের গরিমা কি? ইতিভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর ভবগহ্বরস্থ দেহের উদ্ধারের উপায়াভাব প্রসঙ্গে রঘুবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংসারাম্ভোধিজঠরে ইতি)।

সংসারাম্ভোধিজঠরে তৃষ্ণাকুহরকান্তরে।
সুপ্তস্তিষ্ঠতি মুক্তেহো মূকোপঙ্কায় কচ্ছপঃ॥ ৪৬॥

তৃষ্ণৈবকুহরক মল্লছিদ্রং সুপ্তইব মূঢ়ঃ অতএবমুক্তেহঃ আত্মোদ্ধারানুকূলেচ্ছাচেষ্টা বিধুরঃ অতএব মূকঃ গুরূপসর্পণেন তৎপ্রশ্নাদি বাগ্বিকলশ্চ। কচ্ছপোপলক্ষিত দুরিন্দ্রিয়ৈ দুর্ব্বিষয় কর্দ্দমরসাস্বাদিতত্বাৎ কচ্ছপঃ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! সংসাররূপ সমুদ্রের উদর মধ্যে, তৃষ্ণারূপ গহ্বরে অর্থাৎ ছিদ্রে সুপ্তবৎ অবস্থিতি করিয়াও এই দেহ কোনমতে আপনার উদ্ধারের উপায় করে না, মহামূর্খ পঙ্কভগ্ন কচ্ছপের ন্যায় চিরপ্রসুপ্তই রহিয়াছে॥ ৪৬॥

তাৎপর্য্য।—জলসমূহ যাহাতে থাকে তাহার নাম সমুদ্র, সুতরাং জন্মরূপ জল সমূহ পরিপূর্ণ সংসার সমুদ্র ইহার মধ্যে তৃষ্ণারূপ গহ্বর আছে, যাহাকে দহ বলে, যথায় স্রোতবেগ বড় থাকে না, তথায় পঙ্কমগ্ন প্রসুপ্ত কচ্ছপের ন্যায় এই দেহের অবস্থিতি, মূঢ়লোকে ইহাতে নিস্তীর্ণ হইবার উপায় মাত্র করে না, অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইবার নিমিত্ত প্রশ্নমাত্র করিতে চাহে না, ফলিতার্থ কচ্ছপ যেমন পঙ্কমধ্যশায়ী হইয়া পঙ্কাস্বাদন মাত্র করে, তদ্বৎ বিমুগ্ধ মানবগণেরাও অবশীকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা জন্মসমুদ্র মধ্যে অবস্থিত হইয়া তৎ পঙ্কস্বরূপ বিষয়রসের আস্বাদনেই মগ্নীভূত হইয়া রহিয়াছে॥ ৪৬ ॥

অনন্তর দাহ্য কাষ্ঠের সহিত দেহের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর কৌশিককে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(দহনৈকার্থেতি)।

দহনৈকার্থ যোগ্যানি কায়কাষ্ঠানি ভূরিশঃ।
সংসারাব্ধাবিহোহ্যন্তে কঞ্চিত্তেষু নরং বিদুঃ॥ ৪৭ ॥

দহনমেবৈকার্থাঃমুখ্য প্রয়োজনং তদ্যোগ্যানি তেষুতেষাং মধ্যে॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দল! এই জীবদেহ সকল অগ্নিতে দহন যোগ্য কাষ্ঠের ন্যায় জন্ম সংসার সাগরজলে কেবল নিয়ত ভাসমান হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন কোন দেহকে সুধীজনেরা মানব বলিয়া জানেন॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য।—এই দেহ নাশ্যপদার্থ সুতরাং অগ্নিদাহ্য কাষ্ঠ বলিয়া তুচ্ছীকৃত করিয়াছেন, তবে মানব বলিয়া পণ্ডিতেরা কাহাকেও যে জানিয়াছেন, তাহার এই অভিপ্রায়, যে (দুঃখোপকারং সচ্চর্চ্চাজ্ঞানং যত্রনভাস্বরমিতি) যে দেহের দ্বারা পরোপকার হয়, এবং সদনুশীলন, অর্থাৎ আত্মবন্ধ মোক্ষোপায়, আর অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়, সেই দেহই নরদেহ, ইহা পণ্ডিতেরা গণ্য করিয়া থাকেন। ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪৭॥

অনন্তর বিবেকীর যে কারণ, দেহে আস্থানাই তৎকারণ প্রকাশ করিয়া রঘুবর মুনিবর কৌশিককে কহিতেছেন। যথা।—(দীর্ঘদৌরাত্ম্যেতি।)

দীর্ঘদৌরাত্ম্য বলয়া নিপাতফলপাতয়া।
নদেহলতয়াকার্য্যং কিঞ্চিদস্তি বিবেকিনঃ॥ ৪৮ ॥

বলনং বলঃ প্রতানবেষ্টনং নিপাতোঽধোগতিঃ তৎফল স্তৎপর্য্যবসিতঃ পাতোমরণং যস্যাঃ নিপাতফলৈর্দুশ্চরিতৈঃপাতোযস্যাইতিবা ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রসূত ঋষে! জীবের দেহস্বরূপ লতা, দীর্ঘকাল দৌরাত্মরূপ বলয়া বেষ্টিতা, ইহার পরিণাম নিপাত, অতএব বিবেকিদিগের এই দেহলতায় কিছু মাত্র কার্য্য নাই॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহলতা বিস্তৃতা কদাপি দীর্ঘকালস্থিতা, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে দুরাত্মতাই শাখালতারূপে ইহাতে বেষ্টিত রহিয়াছে, নিপাতই ইহার শেষ ফল হয়, এই নিপাত শব্দে কেবল নিধন নহে, মধ্যে মধ্যে নরকপাতও আছে, অর্থাৎ অধোগতি ইহার পরিণাম ফল নিশ্চয় করিয়া বিবেকবান্ সাধু পণ্ডিত পুরুষেরা দেহাস্থা রহিত হইয়াছেন ইতি॥ ৪৮ ॥

অতঃপর কর্দ্দম ভেকরূপ দেহস্থ বিষয় দৃষ্টান্তে ঋষিবরকে ইক্ষ্বাকুবর রামচন্দ্র কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মজ্জন্নিতি)।

মজ্জন্ কর্দ্দম কোশেষু ঝটিত্যেব জরাঙ্গতঃ।
ন জ্ঞায়তে যাত্যচিরাৎক্ককথং দেহদর্দ্দুরঃ॥ ৪৯ ॥

কর্দ্দমকোশেষু পঙ্কাধারেষু বিষয়পল্বলেষু কথং কৈর্দ্দুর্দ্দশাপ্রকারৈর্দ্দর্দ্দুরোভেকঃ ।৪৯।

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরবিশ্বামিত্র! ভেক যেমন কর্দ্দম কোশ মধ্যে মগ্ন হইয়া ত্বরায় জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কোথায় যে যাইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। জীবের দেহরূপ মণ্ডূকও সেইরূপ নিরন্তর বিষয়কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকিয়া জরাগ্রস্থ হইতেছে, কি প্রকারে দুর্দ্দশার শান্তি হইবে, ও কোথায় বা গমন করিবে, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না॥ ৪৯ ॥

প্রখরবাতে রজোদ্বারা আবৃত ও বিব্যত জীবের দৃষ্টান্তে দেহবিষয়ক স্বরূপ বর্ণনা দ্বারা রঘুনাথ কুশিকনাথকে কহিতেছেন। যথা।—(নিঃসারসকলারম্ভেতি)।

নিঃসার সকলারম্ভা কায়াশ্চপল বায়বঃ।
রজোমার্গেণ গচ্ছন্তো দৃশ্যন্তে নেহকেনচিৎ॥ ৫০ ॥

নিঃসারানীরসাঃ কায়াএবচপলাবায়বো ঝঞ্ঝাপবনা রজোমার্গেণ রাজসপ্রবৃত্ত্যাধূলিমাত্র পরিশেষেণ বা ধূলিসহিতেন বাকাশমার্গেণান্যত্র ॥ ৫০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! নিষ্ফল এই সর্ব্বারম্ভ বিষয়, প্রগাঢ় বাত্যার ন্যায় চঞ্চল, তাহাতে রজোমিশ্রিত পথকে অবলম্বন করিয়া এই দেহযাত্রা সম্পন্ন হইতেছে, ইহা কেহই দেখিতে পাইতেছে না ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—ঝড়ে ধূলিধূষরিত পথ হইলে যেমন তাহাতে জীবের গমন অতি কষ্টতর হয়, সেই রূপ সংসারমার্গে বিষয় কর্ম্মারম্ভ রূপ ঝড়ে অজ্ঞানরূপ ধূলা উড়িতেছে, তাহাতে অন্ধীভূতপ্রায় পথ, সেই সংসার পথেই নিয়ত দেহের গতি হইতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিই অবলোকন করিতে শক্ত হয় না ॥ ৫০ ॥

অনন্তর উৎপত্তি বিনাশ পথে জীবের যে গমন হইতেছে, তদর্থে দৃষ্টান্ত দিয়া ঋষিকে শ্রীরাম কহিতেছেন। যথা।—(বায়োর্দীপস্যেতি)।

বায়োর্দীপস্যমনসোগচ্ছতোজ্জায়তেগতিঃ।
আগচ্ছতশ্চ ভগবংশ্ছরীরস্য কদাচন ॥ ৫১ ॥

অত্র দীপশরীরয়োর্গত্যাগতীবিনাশোৎপত্তী পূর্ব্বশ্লোকাদনুবৃত্ত্যা শরীরস্য নেহকেনচিৎ জ্ঞায়ত ইতিসম্বন্ধঃ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভগবন্! এই জগন্মধ্যে যেমন বায়ু, ও প্রদীপ, ও মন নিরন্তর উৎপত্তি ও বিনাশপথেই গমন করে, জীবের শরীরও সেইরূপ উৎপত্তি বিনাশ পথগামী জানিবেন, ফলিতার্থ ইহাদিগের যে কি রূপ গতি, ইহা কেহই জানিতে শক্ত হয় না ॥ ৫১ ॥

অনন্তর মদ্যপের ভ্রান্তির সহিত দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়ীর তিরস্কার করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বদ্ধাস্থায়ইতি)।

বদ্ধাস্থায়ে শরীরেষু বদ্ধাস্থায়ে গতিস্থিতৌ।
তান্ মোহমদিরোন্মত্তান্ ধিগ্ধিগস্তু পুনঃ পুনঃ ॥ ৫২ ॥

আস্থাসারত্ব চিরস্থায়িত্ব সত্যত্বাদ্যভিমানঃ কল্লোক্তেঁপি পৌনঃ পুনোদ্বিবচনমতিশয়ার্থং ॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যে সকল ব্যক্তি অসার ও অনিত্য ও অচিরস্থায়ি শরীরের গতি স্থিতি প্রভৃতি সারজ্ঞান করিয়া অর্থাৎ চিরস্থায়িসত্যবৎ যত্নবদ্ধ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, সেই সকল মোহমদ্যাপজনের প্রতি পুনঃ পুনঃ ধিক্ থাকুক্॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন সুরাপানে মত্তব্যক্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না, এবং অস্বরূপকে স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে, একারণ তাহাকে মাতাল বলিয়া সকলে ধিক্কার দেয়, সেইরূপ বিষয়রূপ মদেমত্তব্যক্তিকেও এক প্রকার মাতাল বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন, ইতিভাবঃ॥ ৫২ ॥

অনন্তর দেহতত্ত্বজ্ঞের প্রশংসা করিয়া রঘুরাজ শ্রীরাম, মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নাহং দেহস্যেতি)।

নাহং দেহস্য নোদেহো মমনায়মহন্ততঃ।
ইতি বিশ্রান্তচিত্তাযে তেমুনে পুরুষোত্তমাঃ॥ ৫৩ ॥

অযংহি ঘটাদিবজ্জড়ো দেহোহন্তভইতি বিচার্য্যবিশ্রান্তচিত্তাঃ পরমার্থমিতি শেষঃ পুরুষোত্তমাঃ পুরুষশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুস্বরূপাএবেতিবা॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর ঋষে! এ দেহ আমার নহে, আমিও দেহের নহি, অতএব আমিও নহি, দেহও নহে, এই বিচার করিয়া যে সকল ব্যক্তির চিত্ত বিশ্রামযুক্ত হইয়াছে, সেই সকল বিশ্রান্ত চিত্ত ব্যক্তিই পুরুষোত্তম পদের বাচ্য হয়েন॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপ দেহের ও জীবের স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞাতা পুরুষেরাই পুরুষোত্তম, অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুস্বরূপ হন, বিষ্ণু শব্দে ব্রহ্ম, সুতরাং সেই আত্মতত্ত্ববিৎজনের সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হন, তাঁহারা আর কখনই দেবধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না, ইতিভাবঃ। ৫৩।

শরীরস্থ অষ্টপাশই বন্ধনের কারণ এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কারণ হয়, তদ্দৃষ্টান্তে এই শ্লোকে ভগবান্ বিশ্বামিত্রকে ভগবান্ রামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা (মানাবমানেতি)।

মানাবমান বহুলা বহুলাভমনোরমাঃ।
শরীরমন্নবদ্ধাস্থংঘ্নন্তি দোষদৃশোনরং॥ ৫৪ ॥

দোষদৃশোদুর্দ্দৃষ্টযোবিশেষ্যাঃ ঘ্নন্তিমৃত্যুবশং নয়তি॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যাহাদিগের মান ও অবমান বহুলরূপে বোধ আছে, এবং বহু লাভেও সন্তোষ হয়, এ রূপ হতবুদ্ধি জনেরাই শরীরাভিমানী আত্মাকে অবন্ধেও বন্ধন করে, এবং নিরন্তর আপনাকেও মৃত্যুবশে আনয়ন করিয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহ সম্বন্ধে লিপ্ত যে মানাবমান লাভালাভ ঘৃণা লজ্জাদি অষ্টপাশ তাহাতেই আবদ্ধ জীব, নতুবা জীবের আর কোনরূপে বন্ধন নাই, এই অষ্টপাশে পরিমুক্ত না হইলে বিশ্রান্তি সুখলাভ হয় না, সুতরাং পাশবদ্ধ জীব মরণের বশীভূত, যে সকল ব্যক্তি পাশমোচনোপায় না করে তাহারা আপনাকেই আপনারা পুনঃ পুনঃ হনন করে, এ জন্য তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলা যায় ইতিভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর পিশাচীরূপে মায়া, দেহীকে যে বিড়ম্বনা করে, তৎস্বরূপ বর্ণনা দ্বারা রঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(শরীর শ্বভ্রশায়িন্যেতি)।

শরীরশ্বভ্রশায়িন্যা পিশাচ্যাপেশলাজ্ঞয়া।
অহঙ্কার চমৎকৃত্যা ছলেন ছলিতাবয়ং ॥ ৫৫ ॥

অহঙ্কারস্যচমৎকৃতির্ভোগতৃষ্ণাদিঃ সৈবপিশাচীছলেন কপটেনছলিতাঃ অসারেসার মায়াদ্যসারাপহারেণপ্রতারিতাঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! মায়াপ্রভব অহঙ্কার, তৎকার্য্যরূপা ভোগতৃষ্ণা, সেই ভোগতৃষ্ণা পিশাচীর ন্যায় শরীররূপ গর্ত্তে অবস্থিতি করিয়া ছলদ্বারা সারকে অপহরণ করতঃ অসারে সারবোধ জন্মাইতেছে, মহাকপটিনী পিশাচী, তৎকর্ত্তৃক আমরা নিয়ত বঞ্চিত হইতেছি। ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সামান্য পিশাচী যদিও মায়াবিনী বটে, কিন্তু অহংকারের কার্য্যরূপা বিষয় ভোগাশা হইতে গুরুতরা নহে, যেহেতু সে বাহিরে অরণ্যগর্ত্তে অবস্থান করে, কখন কোন সময়ে কাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, বিষয়ভোগ তৃষ্ণারূপা পিশাচী জীবের দেহ মধ্যে হৃদয়গহ্বরশায়িনী কুহকবিস্তারে নিরন্তরই জন সকলকে বঞ্চনা করিতেছে; ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর অজ্ঞানরূপা মিথ্যাকে রাক্ষসীরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(প্রজ্ঞাবরাকীতি)।

প্রজ্ঞাবরাকীসর্ব্বৈব কায়বন্ধাস্থয়ানয়া।
মিথ্যাজ্ঞান কুরাক্ষস্যাচ্ছলিপ্লাকষ্টমেকিকা ॥ ৫৬ ॥

প্রজ্ঞাসদ্বদ্ধিঃ বরাকীদীনামিথ্যাজ্ঞানমেবকুরাক্ষসী একিকাসহায়শূন্যা ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিপঞ্চানন! অজ্ঞানরূপা মিথ্যা কুৎসিতা রাক্ষসীরূপা হয়, সে জীবের এই দেহে অহং বুদ্ধি জন্মাইতেছে, প্রজ্ঞা একাকিনী বরাকী ন্যায় সহায়শূন্যা তৎকর্ত্তৃক ছলিতা হইয়া নিরন্তর কষ্টভোগ করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্য।—রাক্ষসীর ধর্ম্ম-ছল-বলদ্বারা লোকবঞ্চনা করা, তদ্রূপ মিথ্যাদৃষ্টি রাক্ষসী স্বরূপা তদ্দ্বারা মিথ্যাশরীরে সত্যবৎ প্রতীতি জন্মিতেছে, সর্ব্বভাব নিশ্চয়কারিণী সত্যদৃষ্টিস্বরূপা বুদ্ধি একাকিনী, বরাকী অর্থাৎ দীনা, বৈরাগ্যাদি সহায়হীনা হইয়া নিরন্তর ক্লেশ পাইতেছেন, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানের উদয় জন্য যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্যা হইতে পারিতেছেন না ইতিকষ্টভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর শরীরধারী মাত্রেই ভাবনাস্বরূপ অগ্নিতে যে দগ্ধ হইয়া থাকে তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নকিঞ্চিদপীতি)।

ন কিঞ্চিদপিদৃশ্যেঽস্মিন্ সত্যং তেন হতাত্মনা।
চিত্রং দগ্ধশরীরেণ জনতাবিপ্রলভ্যতে ॥ ৫৭ ॥

যদাদৃশ্যবর্গেণ কিঞ্চিদপিসত্যং তদাতদন্তঃপাতি শরীরমপিতথৈবেতি স্বতএবদগ্ধ প্রায়েণাসত্যাপিশরীরেণ জীবসমূহঃ প্রতার্য্যতে চিত্রমাশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! ইহসংসারে দৃশ্যজাত বস্তুমাত্রের মধ্যে কিছুই সত্য নহে, যাহাকে আপনার শরীর বলিতেছি, সেও মিথ্যা, তথাপি দাবদগ্ধপ্রায় জন সকল অসৎ শরীর-কর্ত্তৃক নিয়ত প্রতারিত হইতেছে, একি চমৎকারের বিষয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—জগৎ মিথ্যা, শরীর মিথ্যা, কার্য্য মিথ্যা, বস্তু মিথ্যা, তথাপি শরীরধারি জীবসকল উন্মত্তবৎ উদ্ধতরূপে আপনাকে অখণ্ড অব্যয়জ্ঞানে শরীর সৌন্দর্য্য বুদ্ধি-দ্বারা কতই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, বিবেচনা করিলে শরীর দগ্ধপ্রায়ই আছে, শরীর যে অতি অসৎ এজ্ঞান প্রায়ই কাহার হয় না, সুতরাং এই ভাবে জীব শরীরকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইতেছে বলিয়াছেন, ইহাই ইহার স্বরূপার্থ হয়, নতুবা জড়শরীরের কর্ত্তৃত্ব কি? ॥৫৭

অনন্তর লোকতঃ বিপ্রলম্ভকদ্বারা শরীরের যদিও কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হয়, তথাপি তাহাতে মুক্ত হওয়া উচিত, ফলে তাহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ইত্যর্থে শ্লোকদ্বয়ে শ্রীরামচন্দ্র, মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দিনৈঃ কতিপয়ৈরিতি)

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব নির্ঝরাম্বুকণা যথা।
পতত্যয়মযত্নেন জরঠঃ কায়পল্লবঃ॥ ৫৮॥

যদিজনতাবিপ্রলম্ভেন কায়স্যকিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্যাত্তদায়ুজ্যেতাপিতদপিনাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যাং॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! পর্ব্বতেনির্ঝরের জলকণা অনায়াসে পতিত হইলে যেমন কিছুদিন তৎস্থান আর্দ্র থাকে, তাহার ন্যায় এই দেহ পল্লব কিছুদিনের নিমিত্ত কোমল, পরে অনারাধিত তাহার কর্কশতা আপনিই উপস্থিত হয়॥ ৫৮॥

তাৎপর্য্য।—পর্ব্বত নির্ঝরস্থান অতি কঠিন, কিন্তু জলকণা সিঞ্চন হেতু কিঞ্চিৎ কাল আর্দ্রথাকে, দেহও সেই রূপ কঠিন পদার্থ কেবল যৌবনরূপ জলসিঞ্চনে কিঞ্চিৎ কাল লাবণ্যযুক্ত হইয়া কোমলরূপ দেখায়, পরে গতযৌবনে বিনাযত্নে আপনিই জরঠ হইয়া উঠে, অতএব ইহাতে আদর কি? ইতিভাবঃ॥ ৫৮॥

অনন্তর জলবিম্ববৎ মিথ্যা দেহের স্বরূপ বর্ণনাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কায়োয়মচিরেতি)।

কায়োয়মচিরাপায়ো বুদ্বুদোম্বুনিধাবিব।
ব্যর্থং কার্য্যপরাবর্ত্তে পরিস্ফুরতি নিষ্ফলঃ॥ ৫৯॥

কার্য্যাণিসাংসারিকধারণানোবপরঃ আবর্ত্তোঽস্তসাংভ্রমঃ ব্যর্থং স্বার্থশূন্যং যথাস্যাত্তথানিষ্ফলঃ পরমার্থশূন্যোপীত্যর্থঃ॥ ৫৯॥

হে মহর্ষে! জীবের এই কলেবর সমুদ্রের জলবিম্বের ন্যায়, অচিরাপায় অর্থাৎ ক্ষণবিধ্বংসী হয়, কার্য্যরূপ আবর্ত্তে অর্থাৎ ঘূর্ণমধ্যে পতিতপ্রায় পরমার্থ পথ হারা হইয়া নিরর্থ ক্ষণকালের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে॥ ৫৯॥

পুনঃ পুনঃ দেহের নশ্বরতা সাধক প্রমাণদ্বারা রঘুনাথ কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(মিথ্যাজ্ঞান বিকার ইতি)

মিথ্যাজ্ঞানবিকারেস্মিন্ স্বপ্নসম্ভ্রমপত্তনে।
কায়েস্ফুটতরাপায়ে ক্ষণমাস্থানমে দ্বিজ॥ ৬০ ॥

কুতঃ কায়াদিদৃশ্যবর্গস্যাসত্যত্বং তত্রাহমিথ্যেতি যতোমিথ্যাভূতস্যাজ্ঞানস্য বিকারই-ত্যর্থঃ স্বপ্নসম্ভ্রমনগরতুল্যে অথবাস্বপ্নেভ্রান্তীনামাধারে শরীরএব স্বপ্নদর্শনাৎ। স্বেশরী-রেযথাকামং পরিবর্ত্ততইতিশ্রুতেঃ নাগরস্যনাগরিকব্যাপারতুল্য সত্তাকত্বাদিত্যর্থঃ।৬০॥

অস্যার্থঃ।

ভোব্রহ্মন্! এই মিথ্যাজ্ঞান-বিকারভূত দেহ, স্বপ্নবৎ ভ্রান্তির আলয়, মরণের সুব্যক্ত পাত্র, অতএব এদেহের প্রতি আমি ক্ষণমাত্র আস্থা করিতে পারি না॥ ৬০ ॥

তাৎপর্য্য।—মিথ্যাজ্ঞান বিকারপদে অসত্যে সত্য প্রতীতির প্রধান উপকরণ এই দেহ, সমস্ত প্রকার ভ্রান্তির এক ভবন, বিনাশের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ সুতরাং এদেহের বিশ্বাস কি? ইতিভাবঃ॥ ৬০ ॥

কেবল অবহুদর্শী মূঢ়লোচন ব্যক্তির দেহের প্রতি সত্যবৎ প্রতীতি হয়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(তড়িৎস্বিতি)

তড়িৎসুশরদভ্রেষু গন্ধর্ব্বনগরেষুচ।
স্থৈর্য্যং যেন বিনির্ণীতং সবিশ্বসিতু বিগ্রহে॥ ৬১ ॥

বিশ্বসিতুবিশ্বাসকরোত্ববিগ্রহেদেহে॥ ৬১ ॥

অস্যার্থঃ।

ভোবিজ্ঞানবান্ মহর্ষে! অচিরপ্রভা বিদ্যুতের প্রতি, ও অচিরস্থায়ি শরৎকালের বারিদপ্রতি এবং ক্ষণবিলোপি গন্ধর্ব্বনগরের অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার প্রতি, চির-স্থায়ি বলিয়া যাহারা নিশ্চয় করে, তাহারাই এই অচিরস্থায়ি দেহের প্রতি চিরস্থায়ি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে?॥ ৬১ ॥

অনন্তর নিঃসার হঠবৃত্তি সকল হইতেও ক্ষণবিনাশী, এমত শরীরাবস্থার প্রমাণ দর্শনার্থে রঘুনাথ ঋষিবর কৌশিককে কহিতেছেন। যথা—(সততভঙ্গুরেতি)।

সততভঙ্গুরকার্য্যেপরস্পরা বিজয়িজাত জয়ং হঠবৃত্তিষু।
প্রবলদোষমিদন্ত কলেবরং তৃণমিহমপোহ্য সুখংস্থিতঃ ॥ ৬২॥

ইতি মোক্ষোপায়ে বৈরাগ্যপ্রকরণে বাশিষ্ঠ রামায়ণে কায়জুগুপ্সা নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

হঠবৃত্তিষুভঙ্গুরত্বাস্বস্বোৎকর্ষখ্যাপনায় বলাৎপ্রবৃত্তেষু পদার্থেষু মধ্যেসততভঙ্গুর কার্য্যসমূহবিজয়িনোযেযেতড়িজ্জলদভ্রাদয়স্তেভ্যোপিজাতজয়ং লব্ধোৎকর্ষং তৎকুতস্তত্রাহ প্রবলদোষমিতি নাশদোষহেতুসামগ্রী বাহুল্যাদিত্যর্থঃ অপোহ্যতুচ্ছবুদ্ধ্যানিরস্য ॥ ৬২॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! হঠবৃত্তি অর্থাৎ অচিরস্থায়ি যত বিষয়, তন্মধ্যে অনবরত ক্ষণভঙ্গুর যে যে বস্তু সকল আছে, তাহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা, শরন্মেঘ, এবং ভোজবাজী অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহাকেও জয় করিয়া প্রবলতর দোষালয় এই দেহ বিজয়ী হইয়াছে, এক্ষণে আমি এই কলেবরকে তৃণতুল্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করতঃ পরম সুখে সুখী হইয়া রহিয়াছি॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য্য।—তারতম্যদ্বারা বিশেষ বিশেষরূপে ক্রমশঃ দেহের অচিরস্থায়িত্ব দৃষ্টান্তে অর্থাৎ বিদ্যুৎ, শরৎ মেঘ, ঐন্দ্রজালিকক্রীড়াদিরা ক্ষণবিনাশীরমধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য, ইহাদিগকেও তুচ্ছীকৃত করিয়া সম্যক্ দোষালয় এই শরীর জয়ী হইয়াছে, অর্থাৎ চক্ষুর নিমেষার্দ্ধকাল মধ্যেই দেহের পতন হয়, প্রবল দোষালয় পদে বিনাশ কারণ বস্তু বাহুল্য রচিত কলেবর, ইহাকে আমি ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছি, ইত্যর্থে শরীর ত্যাগ নহে, শরীরে আসক্তি ত্যাগ করাই ইহার মুখ্যার্থ জানিবেন॥ ৬২ ॥

এই বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে কায়জুগুপ্সা নামে অষ্টাদশ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১৮ ॥

—০০-✱-০০—

ঊনবিংশতিঃ সর্গঃ।

ঊনবিংশতি সর্গে টীকাকার কেবল মনুষ্যের বাল্যাদি অবস্থার পরিনিন্দা করিয়া মুখবন্ধ শ্লোকের ফল জানাইতেছেন। অর্থাৎ অজ্ঞানতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, অশুচিত্বাদি দোষে দূষিত, গমনাদি রহিত, পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষিদিগের ন্যায় সমানাবস্থা প্রাপ্ত বাল্যাবস্থার সকল দোষ কথিত হইয়াছে, ইহাই ঊনবিংশতি সর্গের সম্যক্ ফল হয়। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। (লব্ধ্বাপীতি)।

শ্রীরাম উবাচ।

লব্ধ্বাপ্যিতরলাকারে কার্য্যভাব তরঙ্গিণি।
সংসার সাগরে জন্ম বাল্যং দুঃখায় কেবলং॥ ১॥

অজ্ঞানক্ষুত্তৃষারোগাশৌচ চাপল্যদূষিতং। তির্য্যগ্গন্তু সমাবস্থং বাল্যমপাত্র নিন্দ্যতে। মনুনদেহস্যসর্ব্বা অবস্থাদুঃখরূপাঃ তদ্বাল্যেস্য সর্ব্বজনস্পৃহনীয়তয়ারম্যতরত্বাদযথা মহারাজোবামহাব্রাহ্মণো বা মহাকুমারো বা অতিশ্রীমানানন্দস্য গত্বাশয়ীতেতিশ্রুত্যাপি বাল্যস্যানন্দবহুলত্ব প্রতিপাদনাদিত্যাশঙ্ক্যাবিস্তরেণাতস্যানর্থবহুলতাং প্রপঞ্চয়িতুং প্রতিজানীতেলব্ধ্বাপীতিকার্য্যভাবৈর্নানাকর্ত্তব্যাভিনিবেশৈঃ প্রকৃত্যাতৃতীয়াধান্যোনধনবান্নিতি বত্তদ্ধিত প্রকৃতার্থেঽভেদেনান্বয়ঃ। তরলা অস্থিরা আকারাশ্চতুর্ব্বিধশারীরাণিযস্মিন্ অনাত্রচঞ্চল স্বভাবে সংসারসাগরেজন্ম মনুষ্যজন্ম বাল্যং কেবলং দুঃখায়ৈবলভতেজন্তুর্বিতিশেষঃ অপিবামনুষ্যজন্মনঃ অতিদৌর্লভ্যং দ্যোত্যতেতথাচশ্রুতিঃ ততোবৈখলুদুর্নিঃশ্রেয়তরমিতি॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! বাল্যাবস্থায় জীব অতি চঞ্চলাকার বিশিষ্ট, অকর্ত্তব্যকার্য্যে অভিনিবেশ রূপ তরঙ্গবত্ত, ইহসংসারে জীব জন্মগ্রহণ করতঃ প্রথম প্রাপ্ত বাল্যকাল দুঃখের নিমিত্ত হয়॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—বাল্যকালে সুকুমারত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বজনের স্পৃহনীয়তা রূপে রম্যতর বোধ হয়, ফলে তদ্বাল্যাবস্থা কেবল দুঃখপ্রদায়িনী, যেহেতু সম্যক্ জ্ঞানস্ফূর্ত্তি রহিত, ইন্দ্রিয়াদির জড়তাপ্রযুক্ত অভিনিবেশিত কার্য্যসাধনে অক্ষম, এবং পরবশ্যতায় স্বীয়াভিলাষের অপূর্ণতা জন্য নিয়ত অসন্তোষ এবং চাপল্য জন্য মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া থাকে, যদি বল বাল্যাবস্থায় অনেকপ্রকার সুখ-বোধের হেতু দর্শন আছে, কেননা কেহ রাজকুমার, কেহ বা ব্রাহ্মণকুমার, অন্যে আঢ্যতমজনের কুমার শ্রীমান্ বলিয়া সম্মানিতরূপে সর্ব্বজন মাত্রেরি ক্রোড়শায়ী হয়, সুতরাং এমন বাল্যকাল বহুতর আনন্দপ্রদ হয়? এ আশঙ্কা নিরাস করিয়া বাল্যাবস্থার দুঃখ বহুলতাই বর্ণিত হইয়াছে, যেহেতু নানাবিধ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রাপ্ত হইলে অভিনিবেশ দ্বারা তৎকর্ম্ম তৎকালে সাধনে অক্ষম, মনের দুঃখ মনেই নিবারণ করিয়া থাকিতে হয়, অতি বাল্যে সর্ব্বজ্ঞানশূন্য, কেবল মাত্র জননীকেই চিনিতে পারে, বাক্শক্তি রহিত, ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়া কেবল রোদন মাত্রই করিয়া থাকে, অপরের হাস্য বা হস্ততালি কি অঙ্গুলিস্ফোট ধ্বনি শ্রবণে হাস্যযুক্ত হয়, এই মাত্র আনন্দ চিহ্ন যাহা প্রকাশ পায়, তদ্ভিন্ন বাল্যাবস্থায় আর কোন সুখ নাই শুদ্ধ দুঃখের কারণ এই অবস্থা জানিবেন। কেবল বাল্যাবস্থাই কেন? এই দেহের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবনাবস্থাদি সকল অবস্থাই সংপূর্ণরূপ দুঃখপ্রদায়িনী ইহা নিশ্চয় অবধারিত আছে॥ ১॥

পুনরপি বাল্যাবস্থায় প্রতিজ্ঞাতার্থ বিষয়সাধন করিতে অক্ষম তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(অশক্তিরিতি)।

অশক্তিরাপদস্তৃষ্ণামূকতা মূঢ়বুদ্ধিতা।
গৃধ্নুতালোলতাদৈন্যং সর্ব্বং বাল্যে প্রবর্ত্ততে॥ ২॥

প্রতিজ্ঞাতার্থং প্রপঞ্চয়তি অশক্তিরিত্যাদিনা গৃধ্নুতাসাভিলাসতা তৃষ্ণা ভক্ষণাদি বিষয়ে গৃধ্নুতা ক্রীড়া কৌতুকাদি বিষয়তদলাভে দৈন্যমিতি ভেদঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর! বাল্যকালে অসমর্থতা প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাত কার্য্যসাধনে অশক্ত, নানা প্রকার আপদে অন্বিত, দংশমষকাদি দংশন নিবারণে অক্ষম, তৃষ্ণায় পানীয় পান ও ক্ষুধাকালে ভক্ষণাদি বিষয়ের ইচ্ছায় তৎকালে পরাধীনতা প্রযুক্ত তদপ্রাপ্তে দীনতা, অভিলাষাদি বিষয়ের অপূর্ণতাজন্য দুঃখিত্ব, বাক্য ও বুদ্ধির জড়তাপ্রযুক্ত মনোরথ পূরণে অক্ষম ও চাঞ্চল্য, এবং ক্রীড়া কৌতুকাদি দর্শন বিষয়ে ইচ্ছামত প্রবৃত্তি সত্ত্বেও প্রবৃত্ত পারা যায় না, অতএব বাল্যকালে এই সকল দোষ সমুপস্থিত হয়॥ ২॥

অনন্তর বাল্যাবস্থার আরো নিন্দা করিয়া শ্রীরাম মুনিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(রোষরোদনেতি)।

রোষরোদনরৌদ্রাস্থ দৈন্য জর্জ্জরিতাসুচ।
দশাস্বুবন্ধনং বাল্যমালানং করিণামিব ॥ ৩ ॥

চকারোঽনুক্তানন্তদুর্দশাসমুচ্চয়ার্থঃ বন্ধন অধিকরণেল্যুট আলানং গজবন্ধন স্তম্ভঃ ।৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! বাল্যাবস্থা জীবমাত্রেরি রোষজনিকা ও রোদনজনিকা, এবং ভয়জনিকা হয়, দীনতা ও জীর্ণতা জননী, এবং সকল দশার মধ্যে এই বাল্যকাল বারণ বন্ধন স্তম্ভের ন্যায় কেবল দুঃখজনক জানিবেন॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—বাল্যাবস্থায় অহেতুক বা সহেতুক হউক্ উভয় মতেই অনায়াসে ক্রোধ ও অনায়াসে ক্রন্দন উপস্থিত হয়, ভীরুতাপ্রযুক্ত পদেপদে ভয়োৎপন্ন হয়, অর্থাৎ "ভুত, পিচাশ, বুড়, হুমো, জুজু" ইত্যাদি শব্দ ব্যাহরণমাত্রেই ভীত হইয়া জননীর ক্রোড়াঞ্চলে লুক্কায়িত হয়, যেমন স্তম্ভেবদ্ধ হস্তী নিয়ত দীনতা ও জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবকে এই বাল্যকাল দীনভাবে নিয়ত রাখিতেছে, ইতিভাবঃ। ৩ ॥

সর্ব্বাবস্থাপেক্ষা বাল্যাবস্থায় দুঃখাতিশয় হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ন মৃতৌ ন জরারোগইতি)।

ন মৃতৌ ন জরারোগ ন চাপদি ন যৌবনে।
তাশ্চিন্তাবিনিক্লন্তন্তি হৃদয়ং শৈশবেষুযাঃ॥ ৪ ॥

জরারোগেসমাহারদ্বন্দ্বে একবদ্ভাবঃ তাস্তাদৃশাঃ পরিতঃ কৃন্তন্তি ছিন্দন্তীবপীড়য়ন্তিযা যাদৃশাঃ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি কুশিকবর! শৈশবকালে যাদৃশ দুঃখজনক চিন্তা উৎপন্না হয়, জীবের জরাকালে কি রোগাবস্থায়, বা মরণকালে, বা আপৎকালে, অথবা যৌবনাবস্থায় তাদৃশ দুঃখ ও পীড়াদায়ক চিন্তা উৎপন্না হয় না॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পারবশ্যপ্রযুক্ত বাল্যাবস্থায় সর্ব্বদাই দুঃখোৎপন্ন হয়, যেহেতু পরাধীনের সুখ কখনই' নাই, পরাধীন ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হয়, ইতিভাবঃ॥ ৪ ॥

অনন্তর বাল্যাচার অতি হেয়, তদুদাহরণদ্বারা রঘুবর্য্য মুনিবর্য্য কুশিকাত্মজকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(তির্য্যগ্জাতীতি)।

তির্য্যগ্জাতি সমারম্ভঃ সর্ব্বৈরেবাবধীরিতঃ।
লোলোবাল সমাচারো মরণাদপিদুঃসহঃ॥ ৫ ॥

তির্য্যগ্জাতয়ঃ পক্ষ্যাদয়স্তৈসহ আরম্ভঃযস্য অবধীরিতোভৎর্সিতঃ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! পশুপক্ষী, সর্প সরীসৃপাদি হিংস্র জন্তুর সহিত বালকেরা অকুতোভয়ে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করে; তদ্দৃষ্টে গুরুগণেরা সকলেই তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া থাকে, তাহাতে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হয়, এতাদৃশ চঞ্চল যে বাল্য সমাচার সে মরণাপেক্ষাও দুঃসহ সমূহ দুঃখ প্রদায়ক হয়॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বাল্যকালে হিতাহিত বোধশূন্যতা প্রযুক্ত যে সকল আচরণ করে, প্রায়ই তাহাতে মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব জনগণেরা তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ পতন নিধনাদি ভয়শূন্যতা অসদৃশ কার্য্যসম্পাদনের চেষ্টা প্রায়ই বাল্যাবস্থায় হইয়া থাকে, এমত কালকে সুখজনক কোনমতেই বলিতেপারি না॥ ৫ ॥

বাল্যাবস্থায় অজ্ঞানতাজন্য দুঃখোদ্ভববিষয়ক দৃষ্টান্তে শ্রীকৌশল্যানন্দন কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(প্রতিবিম্বঘনাজ্ঞানমিতি)।

প্রতিবিম্ব ঘনাজ্ঞানং নানাসঙ্কল্পপেলবং।
বাল্যমালূন সংশীর্ণং মনঃ কস্য সুখাবহং॥ ৬ ॥

পুরস্থিতং প্রতিবিম্বমিবস্ফুটং ঘনং নিবিড়ং অজ্ঞানং প্রতিক্ষণং চিত্তেতত্তদ্বিষয় প্রতিবিম্বনৈর্বাঘনানি বহুলানিভ্রান্তিজ্ঞানানি যস্মিন্ অতএব নানাসংকল্পৈঃ পেলবং মৃদুতুচ্ছমিতি যাবৎ তত্তৎ সঙ্কল্পিত বিষয় লাভাদালনং সর্ব্বতশ্ছিন্নমিবসং শীর্ণমিবসদাদুঃখিতং মনোযস্মিন্॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ব্রহ্মন্! বাল্যকালের যে জ্ঞান সে জ্ঞানের প্রতিরূপ মাত্র, ফলে অতি গাঢ় অজ্ঞান, তৎপ্রযুক্ত তদুপযোগি মনোগত নানাপ্রকার তুচ্ছ বিষয় প্রাপ্তি যদি হয়, তবেই ক্ষণকাল মাত্র চিত্ত আহ্লাদিত থাকে, যদিস্যাৎ সেই মনোগত বিষয়প্রাপ্তি না হয়, তবে মহাদুঃখে খেদিত হয়, অতএব এরূপ অসুখপ্রদ বাল্যাবস্থা কোন্ ব্যক্তির সুখাবহ হয়? ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—বাল্যাবস্থায় পদে পদে দুঃখ, সর্ব্বদা পরবশ্যতা প্রযুক্ত বিনা প্রহারে বা বিনা রোদনে দিবসাতিপাত হয় না, অর্থাৎ অভিলষিত বিষয় লাভেচ্ছায় মাতা পিতার নিকট প্রার্থনাসূচক বানি করিলে কদাচিৎ প্রাপ্ত হয়, কখন বা প্রহারপ্রাপ্তেই তদভিলাষের পরিপূর্ণতা হইয়া থাকে, ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর বাল্যাবস্থায় সর্ব্বদাই ভীতি উপস্থিত হয় তদর্থে রঘুনাথ মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জলবহ্ন্যনিলেতি)।

জলবহ্ন্যনিলাজস্রজাতভীত্যা পদে পদে।
যদ্ভয়ং শৈশবেবুদ্ধ্যা কস্যাপদিহি তদ্ভবেৎ॥ ৭ ॥

ভয়ং লক্ষণং যদ্দুঃখং মুখ্যমেববাভয়াদপি ভয়ান্তরোৎপত্তেঃ অবুদ্ধ্যা অজ্ঞানেনহি শব্দোঽপ্যর্থে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! অজ্ঞানতা জন্য বাল্যকালে অজস্র অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা অগ্নি জল বায়ু হইতে পদে পদে ভয়োৎপন্ন হয়, এবং তদ্ভয় হইতে আরও ভয়ান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব শিশুকালে যে রূপ পদে পদে ভয় জন্মে, কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলে মহা আপদকালেও সেরূপ ভয় উৎপন্ন হয় না॥ ৭ ॥

অনন্তর বাল্যকালের কর্ম্ম সকল কেবল মোহের নিমিত্ত, এতদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(লীলাস্বিতি)।

লীলাসু দুর্বিলাসেষু দুরীহাসু দুরাশয়ে।
পরসংমোহমাধত্তে বালোবলবদাপতৎ॥ ৮ ॥

সামান্য বিশেষাভ্যাং মানসত্বেন চ লীলাদীনাং ভেদঃ মোহংসারতাভ্রমং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞানবান্ মহর্ষে! বাল্যকালে লীলাদি অর্থাৎ বাল্যক্রীড়াদি সময়ে, দুশ্চেষ্টায়, এবং দুরাশয় বিষয়ে বাঞ্ছা, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সারে অসার, অসারে সারজ্ঞানরূপ মহামোহ আগত হইয়া থাকে, অতএব বাল্যাবস্থা অতি হেয়, ইতি পূর্ব্বোত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—বাল্যকালে বিশেষ জ্ঞানের সঞ্চারাভাবে সদসৎ বিচারহীনতা প্রযুক্ত অসার কার্য্যেই প্রায় তৎপর হয়, একারণ বাল্যাবস্থা সর্ব্বদাই পরিনিন্দনীয় জানিবেন ॥ ৮ ॥

বাল্যকাল অতিশয় নিন্দনীয় তদর্থে শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(বিকল্পকলিতারম্ভমিতি)।

বিকল্পকলিতারম্ভং দুর্বিলাসং দুরাস্পদং।
শৈশবং শাসনায়ৈব পুরুষস্য ন শান্তয়ে ॥ ৯ ॥

নিষ্ফলেপি কর্ম্মণিবালপ্রমত্ত বচনাদপি কৌতূহলেন কল্পিত মহারম্ভং দুরাস্পদং দুষ্প্রতিষ্ঠং শাসনায় গুর্ব্বাদিকৃতশাসনতাড়নাদি দুঃখায়ৈব ন বিশ্রান্তয়ে ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! বাল্যে বালক নিষ্ফলকর্ম্মে প্রমত্ত, দুষ্টবিষয়ে বিলাসী, সমস্ত দুষ্কর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ, সুতরাং এই বাল্যকাল কেবল গুরুগণকর্ত্তৃক শাসন তাড়নাদি দুঃখের নিমিত্ত, শান্তিসুখের নিমিত্ত নহে ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি কেহ কখন কোন কর্ম্মারম্ভে কোন বিষয়ের ত্রুটীদৃষ্টে কোন কর্ম্ম কর্ত্তাকে ইঙ্গিতানুশাসনে বালক বলিয়া উল্লেখ করে, তবে ঐ পুরুষ সেই ঘৃণিত বাল শব্দ উচ্চারণ রূপ কষা তাড়িত হইয়া যৎপরোনাস্তি মনোবেদনাযুক্ত হয়, অতএব বাল্যাবস্থা অতিশয় হেয়, যখন বালশব্দ প্রয়োক্তব্য হইলে জ্ঞানবান্ পুরুষের পক্ষে তিরস্কার করা হয়, তখন বাল্যাবস্থা যে হেয় তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৯ ॥

অনন্তর সর্ব্বদোষাশ্রিতা বাল্যাবস্থা, তদর্থে রঘুপুঙ্গব মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যে দোষাইতি)।

যে দোষা যে দুরাচারা দুঃক্রমা যে দুরাধয়ঃ।
তে সর্ব্বে সংস্থিতা বাল্যে দুর্গর্ত্তইব কৌশিকাঃ ॥ ১০ ॥

দুঃক্রমা দুরুত্তরা কৌশিকাবায়সারাতয়ঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র! যে সকল দুরাচারান্বিত দোষ, আর যে সমস্ত দুরন্ত মনঃ পীড়া, যে সকল কর্ম্ম দুঃক্রমণীয়, সেই সকল দোষ দুর্গর্ত্তাবরুদ্ধ কৌশিকের ন্যায়, বাল্যে জীবের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—কাকশত্রু কৌশিক অর্থাৎ পেচক যেমন দিবসে দুঃক্রম অর্থাৎ বাহিরে দুঃখেও বিচরণ করিতে পারে না, সেইরূপ আধিব্যাধি, দুষ্টাচারাদি দোষ সকল দিবসে গর্ত্তাবরুদ্ধ পেচকের ন্যায় বাল্যাবস্থায় অবস্থিতি করে, অতএব বাল্যাবস্থা অত্যন্ত দোষাশ্রিতা হয়, বাল্যকালে কোনমতেই স্বচ্ছন্দ সুখলাভ হয় না, ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

বাল্যপ্রশংসুক ব্যক্তিদিগকে তিরস্কার করতঃ শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বাল্যং রম্যমিতি)।

বাল্যং রম্যমিতি ব্যর্থং ধিয়ঃ কল্পয়ন্তি যে।
তান্মূর্খ পুরুষান্ ব্রহ্মন্ ধিগস্তু হতচেতসঃ ॥ ১১ ॥

দুঃস্থং কৃত্বা বাল্যং রম্যত্বেনিতিতত্রাহ বাল্যমিতি শ্রুতিস্মরণাদি বিক্ষেপাপ্ররো-হেস্বাভাবিকাত্মসুখাবির্ভাব সংভাবনার্থান্ বাল্যেরম্যতাপরেতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীন্দ্র গাধিতনয়! যে সকল ব্যক্তি বাল্যকালকে রমণীয় বলিয়া কল্পনা করে তাহারা ব্যর্থবুদ্ধি, হে ব্রহ্মন্ সেই সকল হতবুদ্ধি মূর্খ পুরুষগণকে ধিক্।

তাৎপর্য্য।—বাল্যরম্য যাহারা বলে, তাহাদিগের মনোবিবেচনা এই যে আমরা যাদৃশ রাগাদি দোষে লিপ্ত হইয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই আমাদ বাল্যাদির অপ্রকাশ বিধায় বাল্য সুকোমল, সুরম্য এবং আপনাদিগকে বাহ্য বিষয় লিপ্সুতা প্রযুক্ত নানাপ্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত দেখে, বাল্যে সেইরূপ বাহ্য বিষয়ে বালকদিগকে উপদ্রুত হইতে দেখে না, সুতরাং বাল্যাবস্থাকে সুখপ্রদায়িনী বলিয়া বোধ করে, ফলিতার্থ তাহারা নিতান্ত হতবুদ্ধি ধিক্কার ভাজন হয় ॥ ১১ ॥

অনন্তর বাল্যকাল অতি অমঙ্গল্য, এজন্য তাঁহার পরিনিন্দা করিয়া রঘুনাথ মহর্ষি কুশিকনন্দনকে কহিতেছেন। যথা—(যত্রদোলাকৃতীতি)।

অতঃপর, বাল্যের আরো অস্থিরতাধিক্য বর্ণনাদ্বারা রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন যথা—(সর্ব্বেষামিতি)।

যত্র দোলাকৃতি মনঃ পরিস্ফুরতি বৃত্তিষু।
ত্রৈলোক্যাভব্যমপি তৎকথং ভবতি তুষ্টয়ে॥ ১২॥

সর্ব্বেষামেবসত্বানাং সর্ব্বাবস্থাভ্য এবহি।
মনশ্চঞ্চলতামেতি বাল্যেদশগুণাং মুনে॥ ১৩॥

তদরম্যতা মেবোপপাদয়তি যত্রেত্যাদিনা ত্রৈলোক্যেঽভব্য অমঙ্গলং মনুষ্যাণামেবাভব্যমপি তুস সর্ব্বজন্তূনামিত্যাহ সর্ব্বেষামিতি মনশ্চাঞ্চল্যাতিশয়স্য দুঃখাতিশয় হেতুতা প্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ॥ ১২॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! ত্রিলোক মধ্যে জন সকলের সম্যক্ অভব্য অর্থাৎ অমঙ্গল সম্ভাবনা যাহাতে এবং যে অবস্থাতে বিষয়বৃত্তিপ্রতি মন দোলায়মান হয়, অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য শ্রবণ দর্শনাদি মাত্রেই মনের ব্যগ্রতা জন্মে, এমন বাল্যাবস্থা কি রূপে তুষ্টির নিমিত্ত হইতে পারে?॥ ১২॥

হে মুনিবর্য্য! এই ত্রিলোকীতলস্থ সমস্ত জীবগণের অন্য সম্যক্ অবস্থাতে বিষয় বিশেষে যেরূপ চিত্তচঞ্চল হয়, তদপেক্ষা দশগুণ প্রমাণে বাল্যাবস্থায় মন চঞ্চল হইয়া থাকে॥ ১৩॥

অনন্তর মন ও অবস্থার চাঞ্চল্য বর্ণনা দ্বারা অপরিত্রাণ বিষয়ক দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মনইতি)।

মনঃ প্রকৃত্যৈবচলং বাল্যং চঞ্চলতাবয়ং।
তয়োঃসংশ্লিষ্যতস্ত্রাতা কইবান্তঃকুচাপলে॥ ১৪॥

সংশ্লিষ্যতোর্শ্মিমতোঃ কুচাপলেতৎ প্রযুক্তানর্থে॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিরাজতনয়! স্বভাবতঃ মনুষ্যের মন চঞ্চলস্বভাব, তাহাতে বাল্যাবস্থা আমাদিগের অতিশয় চপলা, সুতরাং উভয় চঞ্চল তরঙ্গ একত্র মিলিত হইলে তাহার শেষ করিয়া জীবের পরিত্রাণ কর্ত্তা আর কে হইতে পারে? ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—মন আর বাল্য উভয়ের চঞ্চলতা আছে অর্থাৎ উভয়ই সাগরোপম ঊর্ম্মিমালী, ইহার একের তরঙ্গেই প্রলয় হয়, তাহাতে উভয় তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট হইলে যে আত্মরক্ষা করা অর্থাৎ আপনাকে সাবধানে রাখা, তাহা অতিশয় কঠিন সাধ্য কর্ম্ম হয়॥ ১৪ ॥

অনন্তর সমস্ত প্রকার চঞ্চল পদার্থ হইতে বালচিত্তকে অধিকতর রূপে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরাম ঋষিবরকে কহিতেছেন! যথা—(স্ত্রীলোচনৈরিতি)।

স্ত্রীলোচনৈস্তড়িৎপুঞ্জৈর্জ্বালাজালৈস্তরঙ্গকৈঃ।
চাপলং শিক্ষিতং ব্রহ্মন্ শৈশবাক্রান্তচেতসঃ॥ ১৫ ॥

শৈশবেনাক্রান্তাচ্চেতসশ্চিত্তাৎ সকাশাৎশিক্ষিতমভ্যস্তং নূনমিতিউৎপ্রেক্ষা॥১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! হে বৈদর্ভীতনয় মহর্ষে! উদ্ভিন্ন যৌবনা ললনাদিগের নয়নযুগল, আর তেজঃপুঞ্জ তড়িৎ, ও জাজ্বল্যমানা অগ্নিশিখা, এবং মহোর্ম্মিমালী নদনদীপতির তরঙ্গ সকলকে যে চঞ্চল প্রকৃতি বলা যায়, সে কেবল এই শিশুচিত্তকে চঞ্চল দেখিয়া তাহারা চাঞ্চল্য শিক্ষা করিয়াছে, এমত অনুভব হয়॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শিশুদিগের চিত্ত যেমন চঞ্চল, ত্রিলোক মধ্যে এমন চঞ্চলতা আর কাহাতেও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং বাল্যাবস্থা শুদ্ধ দোষের আবাসভূতা জানিবেন, ইতিভাবঃ॥ ১৫ ॥

মনের সহিত বাল্যের সমত্ব দর্শন করাইয়া অনন্তর রঘুশার্দ্দূল ঋষিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(শৈশবঞ্চেতি)।

শৈশবঞ্চ মনশ্চৈব সর্ব্বাস্বেবহি বৃত্তিষু।
ভ্রাতরাবিবলক্ষ্যেতে সততং ভঙ্গুরস্থিতী॥ ১৬ ॥

ভঙ্গুর স্থিতি নূনভাবশ্চাঞ্চল্যঃ চপল স্বভাবে॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিতনয় মহর্ষে! ক্ষিতিভঙ্গুর মনঃ ও বাল্য, উভয়ই সকল বৃত্তিতে সততই সমান রূপ চঞ্চল হয়, অতএব ইহাদিগকে দুই সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেছি ॥১৬॥

তাৎপর্য্য।—মন ও বাল্যাবস্থার উভয়েই সমান প্রবৃত্তি অর্থাৎ চঞ্চল স্বভাব ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কল্পের অস্থিরতা, বাল্যকালে একরূপ বাসনা নহে, ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কল্প ভঙ্গ হইয়া যায়, মনের ও সঙ্কল্প ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে কত প্রকার ভাবনাই উদয় হয় তাহার স্থিরতা করা যায় না, সুতরাং মনকে ও শিশুতাকে সমধর্ম্মিরূপে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে ইহারা যথার্থই যে ভ্রাতা- তাহা নহে ভ্রাতার ন্যায় বলিয়া বর্ণনার জন্য কহিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

অন্তর সমস্ত দোষ দুঃখাদি বাল্যে অধিষ্ঠিত হয়, তদর্থে কৌশল্যাতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বাণীতি)।

সর্ব্বাণি দুঃখভূতানি সর্ব্বদোষা দুরাধয়ঃ।
বালমেবোপসর্পন্তি শ্রীমন্তমিব মানবাঃ ॥ ১৭ ॥

দুঃখভূতানি প্রভূত দুঃখানি দুর্মনাদীনি ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিকুল বিশ্বামিত্র! যেমন অর্থাকাঙ্ক্ষি জনগণ শ্রীমান্ পুরুষদিগের নিয়ত অনুগত থাকে, সেইরূপ দুঃখজনক যেসকল সামগ্রী, আর অনিষ্টসাধক যে সকল দোষ, এবং মনঃপীড়াদায়ক যে সকল কর্ম, সে সমুদয়ই প্রায় বাল্যাবস্থার অনুগত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ এ অবস্থা অতি নিন্দনীয়া ইতিভাবঃ ॥ ১৭ ॥

শিশুকালে নবীন সামগ্রী নিয়ত প্রার্থনা করে, তদর্থে শ্রীরাম ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা—(নবংনবমিতি)।

নবং নবং প্রীতিকরং নশিশুঃ প্রত্যহং যদি।
প্রাপ্নোতি তদসৌ যাতি বিষবৈষম্যমূর্চ্ছতাং ॥ ১৮ ॥

তত্তদা বিষবৎ দুঃসহেন বৈষম্যেন চিত্তবিকারেণ মূর্চ্ছিতাং মূর্চ্ছাং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভূসুরবর বিশ্বামিত্র! মনঃপ্রীতিকারক বস্তু যদি বালক প্রত্যহ প্রাপ্ত না হয়, তবে বিষবৎ বিষম চিত্তের বিকারহেতু সতত মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অসন্তোষহেতুতেই কালাতিপাত করিতে থাকে ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর বালকের স্বভাবের সহিত কুক্কুরের স্বভাব দৃষ্টান্ত দিয়া গাধেয়কে কৌশলের শ্রীরাম কহিতেছেন। যথা—(স্তোকেনেতি)।

স্তোকেন বশমায়াতি স্তোকেনৈতিবিকারিতাং।
অমেধ্যএবরমতেবালঃ কোলেয়কোযথা ॥ ১৯ ॥

কেলেয়কঃ শ্বাবিশেষণানি সাধারণানি ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিতনয়! কুক্কুরের স্বভাব অল্পেই সন্তুষ্ট, অল্পেই অসন্তোষ হয়, বালকের স্বভাবও সেইরূপ জানিবেন, অল্পেতেই বশীভূত, এবং অল্পেই অভিমানী হয়। কুক্কুর যেমন অমেধ্যস্পর্শে ঘৃণাশূন্য হইয়া অপবিত্ররূপে ক্রীড়া করে, বালক তদ্রূপ ঘৃণাহীন অপবিত্ররূপে খেলা করিয়া থাকে, অর্থাৎ শৌচাশৌচ বোধশূন্য মূঢ়ের ন্যায় স্বভাব ইতি॥ ১৯ ॥

বর্ষোত্তপ্তা ভূমির দৃষ্টান্তে বালকের মালিন্য বর্ণন করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(অজস্রেতি)।

অজস্রবাস্পবদনঃকর্দমাক্তোজড়াশয়ঃ।
বর্ষোক্ষিতস্য তপ্তস্য স্থলস্যসদৃশঃ শিশুঃ ॥ ২০ ॥

বাস্পমশ্রুউষ্মোদ্গমশ্চজড়াশয়োঽস্য বুদ্ধিরচেতনশ্চ বর্ষোক্ষিততপ্তভূমাবপি বাস্পাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! যেমন অচেতনা ভূমি সূর্য্যকরসন্তপ্তা, বারিদবর্ষণে বর্ষধারাভিষিক্তা হইলে ধূলি কর্দমে উষ্মাযুক্তা হয়, ধূলি ম্রক্ষিত জড়বুদ্ধি বালকও সেইরূপ অজস্র অশ্রুধারাভিষিক্ত কর্দমাক্তকলেবর উষ্মাভিপ্রায়ক হইয়া থাকে, অতএব বাল্যাবস্থা অতি কুৎসিতা হয়॥ ২০ ॥

অনন্তর বালকের অব্যবস্থিত চিত্ততা বর্ণনাদ্বারা দাশরথি শ্রীরাম গাধেয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(ভয়াহারপরমিতি)।

ভয়াহারপরং দীনং দৃষ্টাদৃষ্টাভিলাষিচ।
লোলবুদ্ধিবপুর্ধত্তেবাল্যং দুঃখায়কেবলং ॥ ২১ ॥

ভয়ঞ্চাহারশ্চ ভয়াহারৌদৃষ্টং সন্নিহিতং অদৃষ্টং অসন্নিহির্তং লোলেবুদ্ধিবপুষীযস্য।২১।

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! স্বীয় অবস্থানুসারে বালক সর্ব্বদাই ভয়যুক্ত থাকে, সর্ব্বদাই আহারাসক্ত হয়, ও সতত দুঃখিত স্বভাব, দেব দ্বিজাগ্রভাগ ভাবনাহীন, তদ্গ্রহণ লিপ্সা সম্মুখস্থ আহারীয় দ্রব্য দেখিলেই ভোজনাভিলাষী হয়, কখন বা অনুপস্থিত অদৃষ্ট দ্রব্যের প্রতিও অভিলাষ করিয়া থাকে, বালকের চিত্ত যেমন চঞ্চল, আকৃতিও সেইরূপ চঞ্চল হয়, সুতরাং এরূপ অব্যবস্থিত বাল্যাবস্থা শুদ্ধ দুঃখেরই কারণভূতা জানিবেন॥ ২১॥

অলভ্য সুলভ্য জ্ঞানরহিতত্ব প্রযুক্ত নিন্দ্য বালকস্বভাব বর্ণনদ্বারা শ্রীরাম মহর্ষিকে কহিতেছেন। যথা—(স্বসংকল্পাভিলষিতানিতি)।

স্বসংকল্পাভিলষিতান্ ভাবানপ্রাপ্যমূঢ়ধীঃ।
দুঃখমেত্যবলোবালো বিনিকৃতইবাশয়ে॥ ২২॥

ভাবান্ পদার্থান্ বিনিকৃতঃছিন্নঃ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! মনোভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বালকের নিরাশচিত্ত হয়, এবং অসামর্থ্যপ্রযুক্ত উপায়চেষ্টা রহিত হইয়া কেবল দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন মাত্র করিয়া থাকে॥ ২২॥

বাল্যকালের চেষ্টা সকল দুঃখের নিমিত্ত হয়, তাহা ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা—(দুরীহেত্যাদি)।

অনন্তর বালকের অসন্তোষতার কারণ আরো জানাইবার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(বালোবলবতাস্বেনেতি)।

দুরীহালব্ধলক্ষ্যাণি বহুবক্রোল্বণানিচ।
বালস্যযানি দুঃখানি মুনেতানি নকস্যচিৎ॥ ২৩॥

বালোবলবতাস্বেন মনোরথবিলাসিনা।
মনসাতপ্যতেনিত্যং গ্রীষ্মেণেববনস্থলী॥ ২৪॥

দুরীহাভির্দুশ্চেষ্টাভিঃ দুষ্টমনোরথৈর্বালব্ধলক্ষ্যাণি প্রাপ্তেপ্সিতানি বহুভির্বক্রের মৃজুভির্বচনোপায়ৈঃ উল্বণানিব্যক্তানি॥ ২৩॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর! বহুকষ্টে বহুচেষ্টায় বালকদিগকে লক্ষিত বস্তু অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ লাভ হয়, এবং বহুবিধপ্রকারে বহুবিধ কষ্টজনক বক্র বাক্যদ্বারা তাহা ব্যক্ত হয়, এরূপ কষ্টসাধ্য বাল্যাবস্থায় যাদৃশ দুঃখোৎপত্তি হয়, জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তিরও তাদৃশ দুঃখ হয় না॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—অনেক কষ্টে বালকের অভিলাষের পূর্ত্তি হয়, বালকে বক্রকথা না কহিলে কেহই তাহাকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে না, সুতরাং বাল্যাবস্থায় যে কষ্ট সে কষ্ট অন্যাবস্থায় কাহারও নাই ইতিভাবঃ॥ ২৩॥

হে ঋষিবর! স্বেচ্ছাচারি বালকগণ স্বীয় মনোরথ পূরণে নিত্য বিলাসী, কিন্তু অবশীভূতচিত্ত দ্বারা তদপূরণে সর্ব্বদাই সন্তাপযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন গ্রীষ্মকালে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে বহু তাপিত বনস্থল সন্তপ্ত হয়॥ ২৪॥

বালকদিগের গুরু সন্নিধিবাসে যে রূপ যন্ত্রণা হইয়া থাকে, তাহা শ্রীরাম বিশ্বামিত্র ঋষিকে ইঙ্গিতক্রমে নিবেদন করিতেছেন। যথা—(বিদ্যাগৃহেতি)।

বিদ্যাগৃহগতোবালো হপরামেতিকদর্থনাং।
আলানইবনাগেন্দ্রো বিষুবৈষম্য ভীষণাং॥ ২৫॥

অপরাং প্রাগুক্তদৈন্যানপিকদর্থনাং পারবশ্যকশাঘাতাদ্যনিষ্টপরম্পরং॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! স্তম্ভেনিবদ্ধ, বিষতুল্য বিষয় ভয়ঙ্কর অঙ্কুশাঘাত প্রাপ্ত করীন্দ্র যেমন যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিদ্যাগৃহগত অর্থাৎ পাঠশালায় গিয়া অবরুদ্ধ থাকিয়া গুরুকর্ত্তৃক বেত্রাদি আঘাত প্রাপ্ত বালকগণ নিরত যাতনা প্রাপ্ত হয়॥ ২৫॥

অনন্তর বাল্যাভিলাষ কেবল দুঃখজনক তদর্থে রঘুবর্য্য কুশিককুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(নানামনোরথেতি)।

নানামনোরথময়ীমিথ্যাকল্পিত কল্পনা।
দুঃখায়াত্যন্ত দীর্ঘায় বালতাপেলবাশয়া॥ ২৬॥

নথ্যাবস্তুষ্বেবকল্পিতা কল্পনাসক্তাস্তা বুদ্ধির্যস্যাং॥ ২৬॥

হে মহর্ষে! বালককালে বাল্যস্বভাব প্রযুক্ত যেপ্রকার নানাবিধ বাসনা জন্মে, ও মিথ্যা বস্তুর প্রতি সর্ব্বদা চিত্তের যে অভিনিবেশ হয়, সে কেবল অত্যন্ত দুঃখপ্রদায়ক জানিবেন, অর্থাৎ বাল্যাবস্থা কোনক্রমেই সুখপ্রদায়ক নহে॥ ২৬॥

অনন্তর যে বাল্যে, প্রতারণা বাক্যে বিশ্বাস করতঃ কালযাপন হয় তদ্দোষ জ্ঞাপনার্থ রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সংহৃষ্টোভুবন মিতি।)

সংহৃষ্টোভুবনং ভোক্তুমিন্দুমাদাতু মম্বরাৎ।
বাঞ্ছতেযেনমৌর্খ্যেন তৎসুখায়কথং ভবেৎ॥ ২৭॥

কদাচিদ্ভোজনেচ্ছয়া রুদন্ বালো ভুবনং তে ভোজনং দাস্যামীতি প্রতারণেন সংহৃষ্টস্তদেবভোক্তুং বাঞ্ছতে বাঞ্ছতীতি প্রসিদ্ধং॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি শার্দ্দূল! গুরুজন গণ মিথ্যা প্রতারণা বাক্যে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দিব, এই কথা বলিলেই শান্ত হয়, ইহা যে প্রতারণা তাহা বোধ করিবার সাধ্য নাই, এবং অনিত্য লোভে খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা শূন্য, সমস্ত জগৎ ভোজন করিতেই ইচ্ছা হয় ও আকাশের চন্দ্রকে অলভ্য বোধ না করিয়া বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ধরিতে বাসনা করে, অর্থাৎ সম্যক্ অনিত্য বাক্যে আহ্লাদিত হয়, এরূপ অজ্ঞানাপন্ন বাল্যাবস্থাকে কিরূপে সুখের কারণ বলিয়া মান্য করা যায়?॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য। বাল্যাবস্থায় জ্ঞানস্ফূর্ত্তি না থাকা প্রযুক্ত আত্ম হিতাহিত বোধ মাত্র থাকেনা, সুতরাং অপকৃষ্ট অজ্ঞানাবস্থার সুখ কি? ইতিভাবঃ॥ ২৭॥

অনন্তর স্থাবরবৎ বালকের অবস্থা বর্ণনা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে দুঃখ নিবেদন কহিতেছেন। যথা—(অন্তশ্চিতৈরিতি)।

অন্তশ্চিতেরশক্তস্য শীতাতপনিবারণে।
কোবিশেষোমহাবুদ্ধে বালস্যোর্ব্বীরুহস্তথা॥ ২৮॥

অন্তর্মনসিচিতিঃ শীতাতপাদিদুঃখ সংবেদনং যস্য উর্ব্বীরুহোবৃক্ষস্য॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে। উদ্ভিদগণের অন্তরে চেতনা আছে কিন্তু অচলত্ব প্রযুক্ত বাহিরে জড় সমান, শীত বাত রৌদ্রাদি নিবারণে অক্ষম হইয়া নিয়ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে,

কিন্তু অন্তরে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, বাহে জ্ঞানের কার্য্য কিছুমাত্র প্রকাশ পায়না, সেই রূপ বাল্যাবস্থায় বালকদিগের দুঃখ শান্তি নাই ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃক্ষের যেমন বাহ্যে জ্ঞান নাই কিন্তু অন্তর চৈতন্য বিশিষ্ট, দুঃখাদির অনুভব করিয়াও বাহ্যে তন্নিবারণে অসমর্থ, তদ্রূপ বাল্যকালে বৃক্ষধর্ম্মি বালকেরা অন্তশ্চৈতন্যবিশিষ্ট, সুখ দুঃখ বোধ বিলক্ষণ আছে, শীত, বাত, রৌদ্র এবং দংশ মষাকাদি দংশনে যাতনার অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু বাহিরে হস্ত পাদাদির জড়ত্ব প্রযুক্ত তাহার নিবারণ করতঃ শান্তিলাভ করিতে পারেনা, সুতরাং বৃক্ষের সহিত বাল্যাবস্থার বিশেষ কি? এবং এ অবস্থাতে দুঃখব্যতীত সুখসম্বন্ধ কি আছে? ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৮ ॥

অনন্তর পক্ষিদেগের উড্ডীন বাঞ্ছার সহিত বালচেষ্টার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরঘুনাথ কুশিববর বিশ্বামিত্রকে করিতেছেন, এতদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(উড্ডীতুমিতি)।

অনন্তর শিশু পৌগণ্ডাবস্থার ফল বর্ণনা দ্বারা শ্রীরাম চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(শৈশব ইতি)॥

উড্ডীতুমভিবাঞ্ছন্তি পক্ষাভ্যাং ক্ষুৎপরায়ণাঃ।
ভয়াহারপরানিত্যং বাল্যবিহগ ধর্ম্মিণঃ ॥ ২৯ ॥
শৈশবে গুরুতোভীতি র্মাতৃতঃ পিতৃস্তথা।
জনতোজ্যেষ্ঠবালাচ্চ শৈশবং ভয়মন্দিরং ॥ ৩০ ॥

উড্ডীতুমুড্ডয়িতুং ডড়গুণাভাবশ্ছান্দসঃ পক্ষাভ্যাং লক্ষয়া বাহুভ্যাং বিহঙ্গধর্ম্মিণঃ পক্ষিসমাঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র! ক্ষুধার্ত্ত পক্ষীগণে যেমন নভোমণ্ডলে উড়িতে বাঞ্ছা করে, কিন্তু শীত রৌদ্রাদি পীড়িত জন্য পক্ষদ্বয় সত্ত্বেও উড্ডীন ক্রিয়ায় অসমর্থ হয়, এবং সর্ব্বদা ভয়াহার বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেইরূপ বিহগধর্ম্মি বালকেরও অবস্থা জানিবেন ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন বিহগগণ ক্ষুধাতুর হইয়া আহারার্থ আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করে, শীত রৌদ্র জন্য কাতর হইয়া পক্ষাবলম্বন করিয়াও উড়িতে পারে না, সেইরূপ উত্তানশায়ি বালকের স্বভাব, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উঠিয়া আহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অবয়বের অবশতা প্রযুক্ত হস্তপাদাদি সত্ত্বেও গমন গ্রহণ বিষয়ে অসমর্থ হয়, শুদ্ধ আহারার্থ ব্যাকুল হইয়া অঙ্গ বিক্ষেপাদি করিতে থাকে। ইতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥

হে মহর্ষি কুশিকবর! হে মহাবুদ্ধে! শিশুকাল কোনমতেই সুখপ্রদ নহে, যে-হেতু বালককালে মাতা হইতে ও পিতা হইতে এবং গুরুজন হইতে, ভয় উৎপন্ন হয়, কিঞ্চিৎ বয়স বৃদ্ধি হইলে অন্যান্য জন হইতে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বালক হইতে ভয় জন্মে অতএব কুৎসিত বাল্যকাল কেবল ভয়েরই আবাস জানিবেন॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—প্রথম মাতৃতঃ তাড়ন ভয়, পরে লেখাপড়া না করণজন্য পিতা তাড়না করেন, এবং গুরু মহাশয়ও তাড়ন ভর্ৎসনাদি করিয়া থাকেন, তজ্জন্য ভয় জন্মে, এজন্য বালক্রীড়াতে সুখ নাই, আপনার বয়স জ্যেষ্ঠ বলিষ্ঠ বালকাদিরাও প্রহার করে, সে নিমিত্তও ভীত থাকিতে হয়, অতএব শৈশবকাল কেবল ভয়েরই মন্দির, অর্থাৎ সর্ব্বদা শশঙ্ক থাকিতে হয় ইতিভাবঃ॥ ৩০॥

বাল্যাবস্থা সর্ব্ব সম্বন্ধে যে অসন্তোষের কারণ, ইহা জানাইবার নিমিত্ত দশরথনন্দন গাধিনন্দনকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সকল দোষেতি)॥

সকলদোষ দশাভিহতাশয়ং শরণমপ্যবিবেক বিলাসিনঃ।
ইহনকস্যচিদেব মহামুনে ভবতিবাল্যমলং পরিতুষ্টয়ে॥ ৩১॥

ইতি বাশিষ্ঠে বাল্যজুগুপ্সানাম একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

সকলাভির্দ্দোষ দশাভির্ব্বিহতাশয়ং দূষিতান্তঃকরণং অবিবেকলক্ষণস্য বিলাসিনো নিরঙ্কুশ বিহারশীলস্যচেদিতি নিপাতোপ্যর্থে এবকারোভিন্নক্রমঃ কস্যাপিপরিতুষ্টয়ে সুখায় অলং অত্যর্থং নৈবভবতীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে একোনবিংশঃ সর্গঃ॥ ১৯॥

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! সকল দোষে দূষিত বাল্যাবস্থা দ্বারা সর্ব্বদা অন্তঃকরণ দূষিত হয়, এই অবস্থা অবিবেকের আলয় এবং নিরঙ্কুশ বিহারী হয়, সুতরাং এই জগতের মধ্যে বাল্যকাল কাহারই অত্যন্তরূপ তুষ্টির কারণ হয়না॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—সকল দশা হইতে বাল দশায় চিত্ত অতি দূষিত থাকে, কেবল অবিবেক লক্ষণেই বিলাসী হয়, নিরঙ্কুশ বিহার শীল, অর্থাৎ পুর্ব্বাপর অনুবন্ধের অপেক্ষা না করিয়া চিত্তে উদয়মাত্রেই তাহাতে নিপুণ হয়, এবং সর্ব্বদাই বালকের অসন্তোষতা প্রযুক্ত মনের স্থিরতা থাকে না, সুতরাং কাহারই এ অবস্থা সুখকরী নহে। শ্লোকে এবম্প্রকার প্রয়োগ জন্য অন্যাবস্থা হইতে ভিন্নক্রম দেখাইয়াছেন, তাহা উত্তর সর্গে ব্যক্ত হইবে ইতি॥ ৩১॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বাল্য জুগুপ্সা নামে একোনবিংশঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১৯॥

—০০-*-০০—

বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

বিংশতি সর্গে টীকাকার যৌবনাবস্থার দোষ দর্শন করাইয়া সমস্ত সর্গের ফল কহিতেছেন। লোভ, দ্বেষ, অসূয়া, অভিমান, মাৎসর্য্যাদিতে পরম দূষিত যৌবন কাল, অনর্থকর কামাদির ভবনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যদি কেহ এমত মনে করেন যে, বাল্যকালে সুখাসক্তি পরাধীনত্ব প্রযুক্ত অনেক দুঃখ জন্য সন্তোষ জন্মে না, তদ্ভিন্ন যৌবনকাল অতি সুখদ, স্বীয় স্বাধীনতা সাধ্য জন্য নানাপ্রকার ভোগ রসাদি রঞ্জিত হেতু অতি সুখকর, এজন্য যৌবনকাল সকলের স্পৃহনীয় হয়? তদর্থে যৌবনাবস্থার দোষ সকল বর্ণন করতঃ, শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(বাল্যানর্থমিতি)॥

শ্রীরামউবাচ।

বাল্যানর্থমথত্যক্ত্বা পুমানভিমতাশয়ঃ।
আরোহতিনিপাতায় যৌবনং সম্ভ্রমেণতু ॥ ১ ॥

লোভদ্বেষ মহাসূয়া মানমাৎসর্য্যদূষিতং। কামাদ্যনর্থসদনং যৌবনঞ্চাত্রসিদ্ধ্যতি। অস্তুবাল্যমতি সৌখ্যাসক্তিপারতন্ত্র্যৈনৈবদুঃখবহুলং যৌবনন্ত তদভাবান্নানাভোগ রসরঞ্জিতত্বাচ্চসুখহেতুরেবেতি স্পৃহনীয় মেবেত্যাশঙ্ক্যতস্যসুতরামহেতুতাং প্রপঞ্চয়িতুমুপক্রমতে বাল্যানর্থমিত্যাদিনাসংভ্রমেণ ভোগোৎসাহেন ভ্রান্ত্যাবক্ষ্যমাণ পিশাচাদিনাবা অভিহতাশয়োদূষিতান্তঃকরণঃ আচতুর্দ্দশবর্ষং মাণ্ডব্যেন মর্য্যাদাকরণাত্তথাবাল্যং নিপাতায় যৌবনন্তুনিপাতায়ৈবেতিভাবঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি কুশিকাত্মজ! অনর্থক বাল্যকালকে অতিক্রম করিয়া হতবুদ্ধি জন সকল নিপাতের নিমিত্ত ভোগবিলাস উৎসাহ বর্দ্ধক সম্ভ্রম দ্বারা যৌবন সময়কে আরোহণ করে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষেরা অতি আনন্দিত হয়, মহাউৎসাহ যুক্ত চিত্তে নানা ক্রীড়া, নানা ভোগ, নানা বিলাসে মত্ত হয়, বাল্যাবস্থার ক্লেশানুস্মরণ

করিয়া যৌবনকালে মহাহর্ষের আহরণ করিয়া থাকে। ফলিতার্থ বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনাবস্থা সুখকরী মনে করে, কিন্তু যৌবন কেবল আত্মনিপাতের কারণ বুঝিতে পারে না, নিপাত শব্দে নিধন এবং নরকপাতকেও বলা যায়। বাল্যকালে কেবল পারবশ্য, ও পিশাচাদি অভিহতাশয় ন্যায়ং অন্তঃকরণ দূষিত মাত্র হয়, কিন্তু নিপাত অর্থাৎ নরক পাতাদি ভয় থাকে না, যেহেতু আচতুর্দ্দশ বর্ষপর্য্যন্ত মাণ্ডব্য মুনিকর্ত্তৃক এই মর্য্যাদা স্থাপিতা হইয়াছে, যে বালকের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম করণে পাপোদ্ভব হইবে না, যৌবনকালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে, সুতরাং বাল্যাপেক্ষা যৌবন অতি দুঃখ জনক হয়। ইতিভাবঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর যৌবন কালের স্বরূপ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পদ্মপলাশাক্ষ রঘুরাজ মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(তত্রানন্তেতি)॥

তত্রানন্তবিলাসস্য লোলস্য স্বস্যচেতসঃ।
বৃত্তীরনুভবন্ যাতিদুঃখাদ্দুঃখান্তরং জড়ঃ ॥ ২ ॥

তত্রযৌবনে অনন্তবিলাসাচেষ্টাযস্যবৃত্তীঃ রাগদ্বেষাদি পরিণা মানজড়ো মুর্খঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! যৌবন কালে অসংখ্য বিলাস, ও আপনার চঞ্চল চিত্তবৃত্তির অনুভব করিয়া মুর্খ জীব সকল দুঃখ হইতেও দুঃখান্তরে অধিগমন করে॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—অসংখ্য বিলাস পদে নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ জন্য আকৃষ্ট, সর্ব্বদা নানা বিষয়ে চঞ্চল স্বীয় মনের বৃত্তি অর্থাৎ রাগাদ্বেষাদির অনুভব জন্য ক্রমে দুঃখ হইতে দুঃখান্তর প্রাপ্ত হয়, ইত্যর্থে. প্রথম আপনি একা থাকে, তাহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখ মাত্র আত্মার্থে উৎপন্ন হয়, পরে বিবাহ করিলে ঐ দুঃখের দ্বৈগুণ্য হয়, তদনন্তর পুত্র কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রাদি জন্মিলে ক্রমে অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া জ্বালাতন হয়, এজন্য দুঃখ হইতে দুঃখান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়াছেন। ইতিভাবঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর পিশাচাভিনিবিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার দৃষ্টান্তে যৌবনাবস্থ পুরুষের স্বভাব বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(স্বচিত্তেতি)॥

স্বচিত্তবিল সংস্থেন নানাসংভ্রমকারিণা।
বলাৎ কামপিশাচেন বিবশঃ পরিভূয়তে ॥ ৩ ॥

পরিভূয়তেবিবেকং তিরস্কৃত্যাবশীক্রিয়তে ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর বিশ্বামিত্র! স্বীয় চিত্তস্বরূপ গর্ত্ত সংস্থিত, নানা প্রকার ভ্রম জনক কামরূপ পিশাচ আসিয়া পুরুষের স্কন্ধে ভর করিয়া নিজবলে তাহাকে অবশ করিয়া বিবেক বৈরাগ্যের তিরস্কার করণ পূর্ব্বক আত্মবশীভূত করে ॥ ৩ ॥

যৌবন কালের চঞ্চলতা দর্শনার্থে বিশ্বামিত্রকে শ্রীরাম চন্দ্র কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে ॥ যথা।—(চিন্তানামিতি)॥

চিন্তানাং লোলবৃত্তীনাং ললনানামিবাবৃতীঃ।
অর্পয়ত্যবশং চেতো বালানামঞ্জনং যথা ॥ ৪ ॥

অতএব অবশং অস্বতন্ত্রং চেতোললনানাং যুবতীনামিব লোলবৃত্তীনাং চঞ্চলস্থিতি-কানাং চিন্তানাং অবৃত্তীঃবরণং বৃত্তিস্তিরোধানং [illegible]বানস্বৈর প্রসবামিতিযাবৎ অর্পয়তি প্রযচ্ছতি যথানিধাদিদর্শনায়বালানাং করতলেপিতং সিদ্ধাঞ্জনং লোলবৃত্তীনাং তন্নয়নপ্রভানাং অবৃত্তীঅনাবরণানিভূমিশিলাদি ব্যবধানতিরস্কারেণ স্বৈরং নিধিদর্শন সমর্থতামিতি যাবৎ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সুবুদ্ধি সম্পন্ন মহর্ষে! অবশ লোলবৃত্তী যুবতিদিগের চিত্তের ন্যায় চঞ্চল বৃত্তি যৌবনাবস্থায় পুরুষ সকল নিয়ত চঞ্চল থাকে, কোনমতে আপনার চিত্তকে বশ রাখিতে সমর্থ হয়না, যেমন অবশচিত্ত বালকদিগের হস্তে নিধি দর্শক সিদ্ধাঞ্জন অর্পণ ন্যায় নানা চিন্তার উদয় করে, তদ্রূপ পুরুষের যৌবনাবস্থা পুরুষকে অস্থির করিয়া নানা প্রকার চিন্তাকে জন্মায় ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—চিন্তা স্বভাবা যুবতীগণের চিত্ত স্বরূপ চঞ্চল, ও বালহস্তার্পিত সিদ্ধাঞ্জন যাহাতে অপহৃত নিধি দর্শন হয়, অর্থাৎ তাহাতে বালক যেমন প্রলাপবৎ নানা কথা কহে, তদ্রূপ যৌবনাবস্থাতে জন সকল নিয়ত চঞ্চল ও নানাবিধ প্রলাপালাপে কাল ক্ষেপণ করে, এমন কুৎসিতাবস্থা যৌবন, ইহাকে মূর্খেই আদর করিয়া থাকে। ৪ ॥

অনন্তর যৌবনোদ্ভব দোষ সঙ্কুলের অনুবর্ণন করতঃ রঘুনাথ মুনি নাথ কুশিক তনয়কে কহিতেছেন। যথা।—(তেতে দোষাইতি)॥

তেতেদোষা দুরারম্ভাস্তত্র তস্থাদৃশাশয়ং।
তদ্রূপং প্রতিলুম্পন্তি দৃষ্টান্তেনৈবয়ে মুনে ॥ ৫ ॥

তত্রযৌবনেতাদৃশাশয়ং কামচিন্তাদি বশীকৃতচিত্তমতএব তদ্রূপং তং প্রায়ং তং পুরুষং নরকাদিহেতুত্ত্বাদ্বায়ক্লেশসাধ্যত্বাচ্চদুষ্টাঃ। আরম্ভাঃ স্ত্রীদ্যূতকলহাদি ব্যসনারম্ভাযেভ্যস্তে তথাতেতেপ্রসিদ্ধা রাগদ্বেষাদিদোষাঃ প্রতিলুম্পতি বিনাশয়তি যেদোষাস্তেন যৌবনেনৈবদুষ্টাঃ অতিশয়ং নীতাইত্যর্থঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! যে যে দোষ সকল কামের বশীভূত, সেই২ দুরারম্ভক দোষ সকল পুরুষের যৌবন কালে উৎপন্ন হয়, সুতরাং দুরাশয় কালের বশীভূত চিত্ত ব্যক্তিকে তাহারা অসংশয় বিনষ্ট করে॥ ৫॥

তাৎপর্য্য।—দুরারম্ভ দোষপদে দুরদৃষ্ট জনক কর্ম্ম, অর্থাৎ দ্যূত ক্রীড়া, বেশ্যাসক্তি, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা কলহ, অসন্তোষাদি ব্যসন জনক অর্থাৎ দুঃখোৎপাদক কর্ম্ম সকল মহাদোষরূপে পরিগণিত হয়, ইহারা প্রায়ই * কামের অনুচর, কামও যৌবনকালে পুরুষের মনে সহচরগণের সহিত উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল দোষদ্বারা কামাক্ত চিত্ত ব্যক্তির মহাকষ্টদায়ক হয়, কেবল কষ্টও নহে, বরং পরিণামে বিনাশও করে। ইতিভাবঃ॥ ৫॥

এবং জিতযৌবন পুরুষের প্রশংসা সূচক বাক্যে রঘুবর ঋষিবরকে আত্মবেদনা নিবেদন করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মহানরকেতি)॥

মহানরকবীজেনসন্তত ভ্রমদায়িনা।
যৌবনেঽনেনযেনষ্টা নষ্টানান্যেন তেজনাঃ॥ ৬॥

অতএবমহানরকেতিস্পষ্টং॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর! এই যৌবন কাল অতি ভয়ঙ্কর, মহানরক বীজ, নিয়ত সাধু দিগের ভ্রান্তিদায়ক, তৎকর্ত্তৃক যে সকল ব্যক্তি নষ্ট না হয়, তাহাকে অন্য আর কেহই নষ্ট করিতে পারে না॥ ৬॥ (তাৎপর্য্য সুগম)।

---

* কামের অনুচর পদে কামেরগণ, ইহারা প্রায়ই কর্ত্তাকে নষ্ট করে, প্রসঙ্গতঃ কদাচিৎ অপরেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। মনুসংহিতায় দশটি দুর্ভাগ্যজনক দোষকে কামের গণ বলিয়াছেন। যথা।—(মৃগয়াক্ষো দিবা স্বপ্ন পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ। তৌর্য্যত্রিকং বৃথাটাচ কামজো দশকোগণ ইতি)। মৃগয়া অর্থাৎ বন পর্য্যটন দ্বারা প্রাণী বধ, দ্যূতক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরগৃহানুসন্ধান, বেশ্যাসক্তি, মত্ততাকারক দ্রব্যের পরিগ্রহ, বৃথা নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি, অনর্থপর্য্যটন, এই দশকে কামের গণ বলিয়াছেন।

অনন্তর নিরুদ্বেগে উত্তীর্ণযৌবন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিয়া যৌবনাবস্থাকে ভূমিরূপে বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নানা রসময়ীতি)।

নানারসময়ীচিত্র বৃত্তান্তনিচয়োম্ভিতা।
ভীমাযৌবন ভূর্যেনতীর্ণাধীরঃ সউচ্যতে॥ ৭॥

রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ কট্বাদয়ো বিষয়াভিলাষা দুস্তরজলানিচ প্রাচুর্য্যেময়ট রাগ লোভাদীনাং চৌরব্যাঘ্রসর্পাদীনাঞ্চ চিত্রৈরাশ্চর্য্যহেতুভির্বৃত্তান্তনিচয়ৈরুম্ভিতা পুরিতাভূয়ো বনারণ্যভূমিঃ॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর গাধিনন্দন! এই যৌবনস্বরূপ অরণ্যভূমি অতি ভয়ঙ্করী, অথচ আশ্চর্য্য বৃত্তান্তসমূহে পরিপূর্ণা, এবং নানাবিধ রস সমন্বিতা, অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি নানারসযুক্তা, যে ব্যক্তি এই যৌবনভূমি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনিই এতজ্জগতে পণ্ডিতরূপে বিখ্যাত হন্॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—যৌবনকাল সমূহ অনর্থজনক অতি ভয়ঙ্কর ইহাকে পার হওয়া অতি কঠিনতর ব্যাপার, যথা—(যৌবনং ধন সম্পত্তিং প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমুতত্র চতুষ্টয়ং) ইতি॥ যৌবন, ধনসম্পত্তি, আর আপনার স্বাধীনাবস্থা, এবং অবিবেকতা, এই চারি অনর্থমূলক, চারির কথা কি? একেই সকলপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে, অতএব যৌবনকালকে যে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই ধীর ইতিভাবঃ॥ ৭॥

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে যৌবনাবস্থসম্বন্ধে আত্মহৃদয়স্থ গূঢ়ভাব উদাস করিয়া কহিতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(নিমেষভাস্বরাকারমিতি)।

নিমেষভাস্বরাকার মালোলঘনগর্জ্জিতং।
বিদ্যুৎপ্রকাশমশিবং যৌবনং মেনরোচতে॥ ৮॥

ঘনানি বহুলানির্গর্জ্জিতানিরসাভিমানোক্তোঘনানাং মেঘানাং গর্জ্জিতানিচ যস্মিন্ অতএব বিদ্যুদিব প্রকাশমানং॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রাজ্ঞসত্তম মহর্ষে! নিমেষকাল মাত্র উদ্দীপ্ত, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক প্রকাশমান

অতি চঞ্চল, ঘনগর্জ্জনের ন্যায় ঘনগর্জ্জিত, এমন অমঙ্গলস্বরূপ যৌবন আমার অনুরাগের বিষয় নহে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—নিমেষমাত্র উদ্দীপ্তপদে শাস্ত্রান্তরোক্ত—"যৌবনং কুসুমোপমমিতি" প্রস্ফুটিত পুষ্পন্যায় এই যৌবন অর্থাৎ যৌবনের ক্ষণিক সৌন্দর্য্যমাত্র। বিদ্যুতের ন্যায় অচিরপ্রভ, অর্থাৎ চিরপ্রকাশিত নহে, ঘন মেঘগর্জ্জনবৎ রসাভিমানোক্তিতে বাক্যব্যূহ উচ্চারিত হয়, সুতরাং এই যৌবনকাল পুরুষের অকল্যাণ কারণ, ইহাতে আমার অভিরুচি নাই ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

এই যৌবনকাল অতি বিরস, তদর্থে রঘুনাথ কুশিককুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মধুরং স্বাদুতিক্তঞ্চেতি)।

মধুরং স্বাদুতিক্তঞ্চদূষণং দোষভূষণং।
সুরাকল্লোলসদৃশং যৌবনং মেনরোচতে ॥ ৯ ॥

ভোগকালে মধুরং অতএব স্বাদু হৃদ্যং তিক্তং পরিণামতঃ। দূষণং নিন্দাহেতু দোষাণাং ভূষণং অলঙ্কারায়মাণং সুরায়াঃ কল্লোলামদবিলাসাঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! এই যৌবনকাল ভোগকালে কিঞ্চিৎ মধুর স্বাদু, একারণ অনেকেরই প্রিয় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে তিক্তন্যায় অতিশয় কটু, অতি দূষণ অর্থাৎ নিন্দনীয়, সমস্তপ্রকার দোষ ইহার ভূষণস্বরূপ হয়, সুরামত্ততা ন্যায় মত্ততাজনক, ইহাকে বিনাশভূত জানিয়া আমার পরিগ্রহণে অভিলাষ হয় না ॥ ৯ ॥ (অন্যার্থসুগম)।

অচিরস্থায়ি যৌবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব জানাইয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(অসত্যমিতি)।

অসত্যং সত্যসংকাশ মচিরাদ্বিপ্রলম্ভদং।
স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গসমং যৌবনং মেনরোচতে ॥ ১০ ॥

বিপ্রলম্ভদং বঞ্চনপ্রদং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকাত্মজ! এই যৌবনকাল অসত্য হইয়াও ক্ষণকালমাত্র সত্যবৎ প্রতীয়মান, আশু বঞ্চক, স্বপ্নকালে স্ত্রীসঙ্গে যেরূপ সুখবোধ হয় তাহার ন্যায় অসারত্ব, সুতরাং এই যৌবনাবস্থাকে আমি আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ১০ ॥ অন্যার্থ সুগম।

অনন্তর ঐন্দ্রজালিক স্বরূপ যৌবনের মনোহরত্ব বর্ণনা দ্বারা রঘুবর ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বস্যাগ্রেসরেতি)।

সর্ব্বস্যাগ্রেসরং পুংসঃক্ষণমাত্র মনোহরং।
গন্ধর্ব্বনগরপ্রখ্যং যৌবনং মেনরোচতে॥ ১১॥

সর্ব্বস্যক্ষণমনোহরস্য বস্তুজাতস্য মধ্যে অগ্রে অগ্রেসরং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ গন্ধর্ব্বনগর দর্শনস্য মরণচিহ্নত্বাৎ তৎপক্ষেসর্ব্বস্যবয়সোগ্রে অন্তেইত্যর্থঃ॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! পুরুষের মনোহর বস্তু যত আছে, তন্মধ্যে যৌবনকাল সকলের অগ্র্য মনোহর বস্তু হয়, গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অচির স্থায়ী অর্থাৎ ভোজাবাজীরন্যায় মিথ্যা কাণ্ড, অতএব এ অবস্থাকে আমি অভিলাষ করি না॥ ১১॥

অনন্তর লক্ষ্যভেদক বাণের দৃষ্টান্তে যৌবনের প্রীতিদ বিষয় বর্ণনা করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথকে কহিতেছেন। যথা।—(ইষুপ্রপাতমাত্রমিতি)।

ইষুপ্রপাতমাত্রং হি সুখদং দুঃখভাসুরং।
দাহদোষপ্রদং নিত্যং যৌবনং মেনরোচতে॥ ১২॥

জ্যামুক্তইষুর্যাবতাকালেন লক্ষ্যং প্রতিপততিতাবৎকালং সুখদং॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! ধনুঃসন্ধানে বাণ যেমন লক্ষিত পুরুষের উপরি পতিত মাত্রই প্রীতি দায়ক হয়, তদ্বৎ যৌবনকাল সুখপ্রদ হয়, অনন্তর প্রচুরতর দুঃখদায়ক, ও অন্তর্দ্দাহাদি দোষ জনক হয়, সেইরূপ যৌবনাবস্থার ভাব অতএব তাহার প্রতি অভিলাষ নাই॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—লক্ষিত পুরুষকে জ্যামুক্ত বাণে ভেদ করিবামাত্র সুখ জন্মে, পরে পরহত্যা জন্য শোকে দন্দহ্যমান হইতে হয়, সেইরূপ যৌবনে লব্ধ লক্ষ্যমাত্র ক্ষণিক সুখ, পরিণামে তৎকালকৃত অনিষ্ট কর্ম্মের অনুস্মরণ করিয়া পরিতাপিত হইতে হয়, আপনি ইষ্বস্ত্র পারগ বটেন, অতএব হে মুনে! আপনিই বিচার করিয়া দেখুন্ না কেন॥ ১২॥

অনন্তর বেশ্যা সঙ্গমবৎ পরিণামে দুঃখদ যৌবনের ভাব বর্ণনাদ্বারা ঋষিবরকে রামচন্দ্র কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(আপাতমাত্ররমণমিতি।)

আপাতমাত্ররমণং সদ্ভাবরহিতান্তরং।
বেশ্যাস্ত্রীসঙ্গমপ্রখ্যং যৌবনং মেনরোচতে॥ ১৩॥

রমণং রমণীয়ং সদ্ভাবঃ শুভচিত্ততা॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! এই যৌবন আপাত রমণীয়, মধ্যে শুভজনক ভাব রহিত, অতএব বেশ্যা স্ত্রী সঙ্গ সদৃশ এ অবস্থা আমার সন্তোষ জনিকা নহে॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—প্রথমত যৌবনকাল অতি মনোহরণীয় হয়, কিন্তু মধ্যে তাহার কোন শোভন ভাব নাই, যেমন বেশ্যাদিগের সহিত সঙ্গ করায় আপাতত মনোরঞ্জন হয়, কিন্তু তাহাদিগের অন্তরে সদ্ভাবের অবস্থিতি নাই, অর্থাৎ কপটতা মাত্রই লক্ষ্য হয় সুতরাং বেশ্যাবৎ যৌবনাবস্থার সমাদর কি?॥ ১৩॥

অনন্তর প্রলয়কালের আপ্রদদুত্থানের ন্যায় যৌবনকালে সকল আপদিই উত্থিত হয়, তদ্দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র, ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা।—(যে কেচনেতি)।

যেকেচন সমারম্ভা স্তে সর্ব্বেসর্ব্বদুঃখদাঃ।
তারুণ্যেসন্নিধিং যান্তিমহোৎপাতাইবক্ষয়ে॥ ১৪॥

সর্ব্বেষাং দুঃখদাযেকেচনসমারম্ভাস্তেসর্ব্বে ইত্যন্বয়ঃক্ষয়ে প্রলয়ে॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মহর্ষে! মনুষ্যের ক্ষয়কালে যে কিছু কর্ম্মারম্ভ হয়, সে সমুদায়ই দুঃখ দায়ক হইয়া উঠে, সেইরূপ যে কোন কর্ম্ম করুক না কেন যৌবন সন্নিধানে যে সকল কর্ম্মই উৎপাতের ন্যায় আগত হয়॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—ক্ষয় শব্দে প্রলয়, এ প্রলয়কে শ্রীরাম অহরহ জীবের মরণ কালকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন। মুমূর্ষুকালে যে কিছু কর্ম্ম করে সে সকলই দুঃখের নিমিত্ত হয়, যেহেতু তৎকালে বুদ্ধির স্থিরতা নাই লোকের মতিচ্ছন্ন হয়, সুতরাং অশুভ জনক কর্ম্মই সেই সময় উদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যৌবনকালেও বুদ্ধির অস্থিরতা প্রযুক্ত যে যে ভোগ বিলাসার্থ কর্ম্ম করে, সেই সেই কর্ম্ম তারুণ্যাবস্থার নিকটে আসিয়া দুঃখের কারণ হইয়া উঠে ইতিভাবঃ॥ ১৪॥

অনন্তর অন্ধকারা রাত্রির সহিত যৌবনাবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়া রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(হার্দান্ধকারেতি)।

হার্দ্দান্ধাকরকারিণ্যা ভৈরবাকারবানপি।
যৌবনাজ্ঞানযামিন্যা বিভেতি ভগবানপি ॥ ১৫ ॥

ভৈরবাকারবান্ ভগবানীশ্বরোপি যৌবনযুক্তা জ্ঞানরাত্রেস্থূর্নং বিভেতি। কথমন্যথাসদৈববিবেকজ্ঞানচন্দ্রং ধারয়তীতিভাবঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! অজ্ঞান যামিনী স্বরূপা, হৃদয়ান্ধকারকারিণী যৌবনাবস্থা, ভৈরবাকার হইয়াও ভগবান্ ভূতনাথ ভয় পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ যৌবনাবস্থায় জীব বিবেক শূন্য হয় ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ভয়ে যৌবনাবস্থাকে ত্যাগ করিয়া সকল সিদ্ধের ঈশ্বর ভব, ভীষণ মূর্ত্তি যদিও তথাপি যে ভীত হইয়াছেন এমন বোধ হয়, নতুবা তিনি বার্দ্ধাক্যাবস্থাই বা গ্রহণ কেন করেন, যেহেতু চন্দ্রমৌলিব্যাজে বিবেক স্বরূপ নির্ম্মল চন্দ্রকে ললাটে ধারণ করিয়াছেন। ইতিভাবঃ ॥ ১৫ ॥

অতঃপর মোহোৎপাদক যৌবনকালের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবংশ তিলক, কুশিককুল প্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সুবিস্তৃতমিতি)।

সুবিস্তৃতং শুভাচারং বুদ্ধিবৈধুর্য্যদায়িনং।
দদাত্যতিতরাং ব্রহ্মন্ ভ্রমং যৌবনসম্ভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥

ভ্রমং ভ্রান্তিং সম্ভ্রমোমোহঃ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! যৌবনকালে পুরুষের হৃদয়ে যে মোহ উদয় হয়, সেই মোহ সদাচার ও সদ্বুদ্ধির বৈলক্ষণ্যদায়ক, আর অত্যন্তরূপে বিধুরতাজনক ভ্রমকে বিস্তার করিয়া দেয় ॥ ১৬ ॥

দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের দৃষ্টান্তে শ্রীরাম ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(কান্তেতি)।

কান্তা বিয়োগজালেন হৃদিদুঃস্পর্শবহ্নিনা।
যৌবনেদহ্যতে জন্তুস্তরুর্দাবাগ্নিনা যথা ॥ ১৭ ॥

দুঃস্পর্শঃস্প্রষ্টুমশক্যঃ শোকবহ্নি স্তেনহৃদিচিন্তেদহ্যতে ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! দাবাগ্নি যেমন বনস্থিত বৃক্ষগণকে দাহ করে, সেইরূপ কামিনী বিরহ অসহ্য অগ্নিস্বরূপ জ্বালাতে প্রাণিগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকে॥ ১৭ ॥

বর্ষকালের নদীর দৃষ্টান্ত দিয়া যৌবনকালের অবস্থা শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সুনির্ম্মলাপীতি)।

সুনির্ম্মলাপি বিস্তীর্ণাপাবন্যপি হি যৌবনে।
মতিঃ কলুষতামেতি প্রাবৃষীবতরঙ্গিণী॥ ১৮॥

দোষমার্জ্জনেন নির্ম্মলাঔদার্য্যেণবিস্তীর্ণা গুণধানেন পাবনী চকারঃ শৈত্যমাধুর্য্যাদ্যনুক্ত সমুচ্চয়ঃ॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! সুবিস্তীর্ণা, নির্ম্মলা, পবিত্রজলা হইয়াও বর্ষাকালের নদী যেমন মলিনা হয়। তদ্রূপ বিস্তীর্ণা, গুণশালিনীপুরুষের উদারা মতিও যৌবনকালে মলিনা হইয়া থাকে॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—বর্ষাকালের মলিন জল পড়িয়া নদীর নির্ম্মল জলকে মলিন করে, এবং মহাবেগবতী করিয়া তটভঙ্গে দেশ প্লাবন করতঃ জন সকলকে উপদ্রুত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যৌবনাবস্থা পুরুষের মতিকে মলিনা করে, কেবল মলিনাও নহে বরং উদ্ধতরূপে আত্মপর সকলেরই মহাউদ্বেগকে জন্মায় ইতিভাবঃ॥ ১৮॥

অনন্তর যৌবনাবস্থার উল্লংঘন করা কঠিনতর কর্ম্ম, তদুপলক্ষে শ্রীরঘুনাথে কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(শক্যতইতি)।

শক্যতে ঘনকল্লোলাভীমা লঙ্ঘয়িতুং নদী।
নতু তারুণ্যতরলাতৃষ্ণাতরলিতান্তরা॥ ১৯॥

তারুণ্যেন তরলাচঞ্চলাচিত্তবৃত্তিঃ ভোগতৃষ্ণায়া তরলিতানি আন্তরানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর বিশ্বামিত্র! প্রবল তরঙ্গাকুলা ভয়ঙ্করী চঞ্চল লহরীমালিনী নদীও

যদি কোন পুরুষ কর্ত্তৃক লঙ্ঘনীয়া হয়, তথাপি তৃষ্ণাতরলিত অন্তরা তারুণ্যাবস্থা তরলা নদীর স্বরূপ যৌবনাবস্থার পার হইতে কোন ক্রমেই পারে না ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—তারুণ্যতরলা পদে যৌবনাবস্থা অতি চঞ্চলা নদী, মধ্যে বাসনারূপ প্রবল ঘোরতর ভয়ঙ্কর তরঙ্গ বহিতেছে, চিত্তবৃত্তিরূপ বীচিমালা মণ্ডিতা, ইন্দ্রিয় ক্ষোভযুক্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল জলাবর্ত্ত অর্থাৎ জলের পাক্কা, এমন ভীষণা যৌবনাবস্থার পার হইতে কেহই পারে না ইতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অতঃপর যৌবনাবস্থ ব্যক্তির অনিত্য চিন্তন বিষয়ের বৈফল্য বর্ণন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সাকান্তেতি)।

সাকান্তাতৌস্তনৌপীনৌ তে বিলাসাস্তদাননং।
তারুণ্যইতি চিন্তাভির্যাতি জর্জ্জরতাং জনঃ ॥ ২০ ॥

জর্জ্জরতাং শৈথিল্যং ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপাবন মহর্ষে! সেই কমনীয় ভোগ বিলাসিনী বর কামিনী, সেই উচ্চপীন ঘন কঠিন কুচকলসদ্বয়, সেই সকল রহস্য কেলিবিলাস, সেই নির্ম্মল শশধর সম বনিতার সুচারুবদন, এই অনিত্য চিন্তাতেই যৌবনাবস্থায় পুরুষ সকল জর্জ্জরতা প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—যৌবনকালে কামোদ্রিক্ত চিত্তপ্রযুক্ত কামিনী চিন্তাই প্রবলতরা হয়, তন্নিমিত্ত অনবরতঃ কান্তানন, কান্তার লাবণ্য, কান্তাকুচমণ্ডল, কান্তা বিলাসাদি চিন্তাতেই নিরত থাকে, তদালাপ ভিন্ন তৎকালে অন্য কথা তাহার শ্রবণ প্রীতি কারিণী হয় না, সুতরাং এই অনর্থক ভাবনায় কেবল ঐ অবস্থায় পুরুষ জর্জ্জরীভূত হয়, অতএব এ অবস্থা আমার প্রীতিজনিকা নহে ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ছিন্ন তৃণের তুল্য যৌবনাবস্থ পুরুষের দৃষ্টান্ত দিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নরংতরলতৃষ্ণার্ত্তমিতি)।

নরং তরলতৃষ্ণার্ত্তং যুবানমিহসাধবঃ।
পূজয়ন্তি নতুচ্ছিন্নং জরত্তৃণলবং যথা ॥ ২১ ॥

তরলাস্তৃষ্ণার্ত্ত যোযস্মিননকেবলং নপূজয়ন্তি কিন্তুবমন্যন্তে অপ্রীতিদ্যোতনায়তু শব্দঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি শার্দ্দূল! চঞ্চলচিত্ত অনিত্য বাসনায় পীড়িত যৌবনাবস্থ ব্যক্তি সকলকে সাধুগণেরা জীর্ণ ছিন্ন তৃণকণের তুল্য সমাদর করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এমত ব্যক্তি ছিন্ন তৃণ তুল্য হয়, বরং ছিন্ন তৃণকেও আদর করেন, তথাপি এরূপ কাপুরুষকে পুরুষ বলিয়াও গণনা করেন না॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—যৌবনকাল অতি কুৎসিত, তদবস্থায় ভোগ তৃষ্ণার্ত্ত পুরুষ অতি হেয়, তাহাকে সামান্য ছিন্নতৃণের ন্যায়ও সাধুজনেরা মান্য করেন না নিয়তই অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২১ ॥

এই যৌবনকাল পুরুষের সর্ব্বতঃ প্রকারে পৌরুষ হানি কারক হয়, তদ্দৃষ্টান্তে রঘুবর হস্তী বন্ধন স্তম্ভের প্রমাণ দিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নাশায়ৈবেতি)।

নাশায়ৈবমদার্ত্তস্য দোষমৌক্তিকধারিণঃ।
অভিমানমহেভস্য নিত্যালানং হি যৌবনং॥ ২২ ॥

মানভঙ্গস্তুমনস্বিনাং মরণোপমইত্যাহনাশায়ৈবেতি অভিমানএবমহেভস্তস্য অভিমানৈর্ম্মহেভবৎ স্তব্ধস্যাবিবেকি পুরুষস্যনাশায় অধঃপাতায়মিত্যালানং অভীক্ষ্ণং বন্ধনায় স্তম্ভঃ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! এই যৌবন শুদ্ধ অভিমানমত্ত দোষমৌক্তিকধারি পুরুষের নাশেরই নিমিত্তে জানিবেন, আলান যেমা মদমত্ত মহাভিমানী মৌক্তিকধারি করিবরের দর্পহারক হয়॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—আলান শব্দে স্তম্ভ, স্তম্ভবদ্ধ হস্তীর মদগর্ব্বের খর্ব্বতা হয়, সেইরূপ যৌবন পুরুষবন্ধন স্তম্ভের ন্যায়, অভিমান মদমত্ত বারণবর, সদৃশ উদ্ধত পুরুষের বিনাশ কারণ হয়, অর্থাৎ এই বিনাশ সাক্ষাৎ মৃত্যু নহে, অবিবেকিপুরুষের নরক পাতের কারণ হয়, এবং ইহলোকে যৌবনাবস্থ কামাশয় পুরুষ অপমানিত হয়, সুতরাং মনুষ্যদিগের মানভঙ্গ ও মরণোপম হয় ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২২ ॥

অনন্তর যৌবনাবস্থাকে বনরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মনোবিপুলমূলানামিতি)।

মনো বিপুলমূলানাং দোষাশীবিষধারিণাং।
শোষরোদনবৃক্ষাণাং যৌবনং বত্তকাননং॥ ২৩॥

ইষ্টালাভবিয়োগাভ্যাং মন্তর্দ্দাহাচ্ছোষস্তদযুক্ত রোদনান্যেববৃক্ষাঃ দোষাএবাশীবিষাঃ সর্পাঃবতেতিখেদে॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! কি খেদের বিষয়ী পুরুষের এই যৌবন নিবিড় ঘন কানন স্বরূপ হইয়াছে, ইহাতে রোদন স্বরূপ শুষ্কবৃক্ষ, মন তাহার বিস্তীর্ণ মূল, দোষ সকল প্রখর বিষধর সদৃশ তাহাতে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—যৌবনকাল শুদ্ধ পুরুষের দুঃখের কারণ, এজন্য খেদ করিয়া বন স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ দারাবিরহজ রোদনকে শোষণ কারণ তরু বলিয়া তদুৎপাদক মনকে তাহার বিপুল মূল কহিয়াছেন, এবং জ্বালাপ্রদায়ক দোষ সকলকে ঐ বৃক্ষে বেষ্টিত বিষাস্য সর্পরূপে বর্ণনা করিয়া জানাইয়াছেন, অর্থাৎ যৌবন কাননে দুঃখব্যতীত সুখলেশ মাত্র নাই। ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৩॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র পদ্মরূপে যৌবনকালের বর্ণনা করিয়া ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(রসকেশর সংবাধমিতি)।

রসকেশরসং বাধং কুবিকল্পদলাকুলং।
দুশ্চিন্তাচঞ্চরীকানাং পুষ্করং বিদ্ধিযৌবনং॥ ২৪॥

রম্যতেইতিরমঃ সুখলবমকরন্দস্তেন কে সুখে বিষয়েসরন্তি প্রসরন্তীতিরাগাদয়এব কেশরাস্তৈশ্চসংবাধং নিবিড়িতং দলানি পত্রাণি চঞ্চরীকাভ্রমরাঃ পুষ্করং পদ্মং॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! পুরুষের এই যৌবনাবস্থা, সুচারু মনোহারিণী কমলিনী ন্যায়, ইহাতে যে সুখলেশ তাহাই ইহার মধুস্বরূপ, দুশ্চিন্তা সকল অর্থাৎ বিষয়চিন্তা ভ্রমরীগণ রূপে ঝঙ্কারধ্বনি করিতেছে, রাগাদিই ইহার কেশর, অনিত্য সুখই এপদ্মের নিবিড়রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সমূহ, অসদ্ভাব ইহার কর্ণিকার প্রধান দল, এবং অসদ্বিষয়ে যে মনের বিক্ষেপ তাহাই পত্ররূপে বিকীর্ণ হইয়াছে॥ ২৪॥

তাৎপর্য্য।—পদ্মাকার যৌবনের বর্ণনের এই অভিপ্রায়, যে পদ্ম যেমন প্রসাদরূপে জন সকলের আনন্দদায়ক, পুরুষের যৌবনকালও তদ্রূপ প্রসন্নতাজনক হয়, সুতরাং

এরূপে পদ্মরূপকে তদুপকরণ বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ, পুরুষের শরীররূপ জলে উৎপন্ন যৌবনরূপ পদ্ম, সুখলেশ মকরন্দ, অনুরাগাদি কেশর, চিত্তভ্রমর, অসদ্ভাব কর্ণিকার, ইন্দ্রিয় বৃত্তি প্রধান দল মনোবিক্ষেপ পত্র, ইহাতে পদ্ম বর্ণনার সুন্দর সঙ্গতি হইয়াছে॥ ২৪ ॥

পুরুষের যৌবনকে সরোবর রূপে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র, কুশিকবংশতিলক বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কৃতাকৃতকুপক্ষাণামিতি)।

কৃতাকৃতকুপক্ষাণাং হৃৎসরস্তীরচারিণাং।
আধিব্যাধি বিহঙ্গানামালয়ো নবযৌবনং॥ ২৫ ॥

কৃতং পাপমকৃতং পুণ্যং লৌকিককার্য্যাণিবা কৃতাকৃতানি পতনহেতুত্বাৎকুপক্ষাঃ আলয়োনীড়ং॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো গাধিনন্দন মহর্ষে! হৃদয়সরোবরচারী কৃতাকৃত পক্ষদ্বয় বিশিষ্ট আধিব্যাধি সকল পক্ষীরূপ হয়, তাহারদিগের আলয়স্বরূপ পুরুষের এই নবযৌবন জানিবেন।২৫।

তাৎপর্য্য।—বাহিরে সরোবর জলে যেমন হংস, সারস, কাদম্ব, সরালি, চক্রবাক দাত্যূহাদি পক্ষি সকল চরিত হয়, সেইরূপ পুরুষের অন্তরে কৃতাকৃত, অর্থাৎ পাপ পুণ্যরূপ পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট ক্লেশদায়ক মানসপীড়া ও দৈহিক পীড়া সকল পক্ষীরূপে পুরুষের হৃদয় সরোবরে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, জীবের নবযৌবনই তাহাদিগের বাসস্থান হয়, ইতিভাবঃ॥ ২৫ ॥

অনন্তর সাগরোপম নবযৌবন দৃষ্টান্তে শ্রীরঘূত্তম, মুনিসত্তম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জড়ানাঙ্গতসংখ্যানামিতি)।

জড়ানাং গতসংখ্যানাং কল্লোলানাং বিলাসিনাং।
অনপেক্ষিতমর্য্যাদো বারিধির্নবযৌবনং॥ ২৬ ॥

অসংখ্যত্বাদেবগতসংখ্যানাং কল্লোলানাং বিকল্পতরঙ্গাণাং বিলসনশীলানাং অনপেক্ষিতমর্য্যাদঃ অনবধিঃ অনপেক্ষিত মনিষ্টজরাদিদুঃখ মেবমর্য্যাদাপর্য্যবসান ভূর্যস্যেতিবা॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি কুশিকবর! অজ্ঞান স্বরূপ অসংখ্য জলবিশিষ্ট যৌবনরূপ সাগর, মনোবিকল্প রূপ অলঙ্ঘনীয় বিলাসাদি তরঙ্গযুক্ত, জরামরণাদি যাহার মর্য্যাদাভূমি হয়॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞানস্বরূপ অগাধজলে পরিপূর্ণ, হাস্যবিলাসাদি অপারণীয় কল্লোল, অনপেক্ষিত মর্য্যাদ অর্থাৎ সাগরের মর্য্যাদাভূমিবেলা, ইহার বেলাভূমি জরামরণ, তাহাকে অপেক্ষা না করিয়া পুরুষের যৌবনসমুদ্রের তরঙ্গ বহিতেছে, ইত্যর্থে সাগরাপেক্ষাও যৌবনসাগর বলবান্, যেহেতু সাগরবেলাকে উল্লঙ্ঘন করেন না, কিন্তু যৌবনসমুদ্র তাহাকে অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ জরামরণাদি ভয়ে বাধিত নহে, ইতিভাবঃ॥ ২৬ ॥

অনন্তর নবযৌবনকে বায়ুরূপে বর্ণন করিয়া রঘুবর রামচন্দ্র, মুনিবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বেষাং গুণসর্গাণামিতি)।

সর্ব্বেষাং গুণসর্গাণাং পরিরূঢ় রজস্তমঃ।
অপনেতুং স্থিতিং দক্ষোবিষমোযৌবনানিলঃ॥ ২৭॥

চিন্তাকাশে প্রসাদবিবেকদুর্ব্বাসনাদীনাং সর্ব্বেষাং গুণানাং সৃজ্যান্তেসাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র প্রযত্নাদিভিরুৎপাদ্যন্তে ইতি সর্গাস্তেষাং বিশেষণবিশিষ্যভাবে কামচারাৎ পরনিপাতঃ প্রযত্নসহস্রসাধনানামপি সদ্গুণানামিতিযাবৎস্থিতিং স্থৈর্য্যং অপনেতুং দক্ষঃ সমর্থঃ অনিলপক্ষে গুণসর্গাণাং লূতাসৃষ্টতন্তূনাঞ্চ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর! পুরুষের রজস্তম পরিপূর্ণ নবযৌবন স্বরূপ বায়ু অতি বিষম, সাধুসঙ্গজন্য এবং বহুসহস্র শাস্ত্রালোচনও সাধনাদ্বারা জনিত অর্থাৎ উৎপন্ন বিবেককে স্থিতি শূন্য করিতে সমর্থ হইয়াছে॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য। বায়ু যেমন বেগে ধুলা উড়াইয়া অন্ধকার করতঃ লোকের স্থিতি বিনাশে ক্ষমতাবান্ হয়, যৌবনস্বরূপ বায়ুও রজোগুণ ও তমোগুণদ্বারা উদ্ধূতরূপে সাধুশাস্ত্রজনিত বিবেকের স্থিরতাকে দূরীকৃত করিয়া থাকে, মাকড়াশার জালকে যেমন অক্লেশে বায়ু উড়াইয়া দেয়, তদ্বৎ। অর্থাৎ যৌবনকাল এমনি বিষম, যে বিবেককে কোনমতেই হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে দেয় না, ইতিভাবঃ॥ ২৭ ॥

অনন্তর শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে পুরুষের যৌবনের রুক্ষতা বর্ণন করিয়া কহিতেছেন। যথা—(পাণ্ডুতামিতি)।

নয়ন্তিপাণ্ডুতাং বক্ত্র মাকুল্যাবকরোৎকটাঃ।
আরোহন্তিপরাং কোটিং রুক্ষাযৌবনপাংশবঃ॥ ২৮॥

পাণ্ডুতামিতি বিষয়বাসনোত্থরোগৈরিত্যর্থঃ আকুলৈশ্চালিতৈরবকরৈ রুক্ষাশুচিতৃণ পর্ণাদিতুল্যৈ রিন্দ্রিয়ৈরুৎকটাঃ দুঃসহাঃ পরাং কোটিং দোষোৎকর্ষমূৰ্দ্ধদেশঞ্চ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! পুরুষের এই যৌবনপাংশু সমস্তপ্রকার গুণরাশিকে আচ্ছন্ন করতঃ দোষসমূহকে উদ্ভাবন করে, এবং নানাপ্রকার বিলাসোল্লাসজ রোগদ্বারা বিগত শ্রী করিয়া তুলে॥ ২৮॥

তাৎপর্য্য।—এই রুক্ষ যৌবনরেণু পুরুষের বিবর্ণতাকে জন্মায়, অর্থাৎ যৌবনকালে নানাপ্রকার বিষয়বাসনা রূপ উত্থিত রোগদ্বারা পুরুষ বিবর্ণ হয়, আর এই যৌবন রুক্ষরেণুযুক্ত বায়ুস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতারূপ অপবিত্র তৃণপত্রাদিদ্বারা দুঃসহ করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোনমতেই সৎপথে পাদসঞ্চালন করিতে দেয় না, এবং উৎকট দোষ রাশিকে উদ্ভাবন করতঃ গুণরাশিকে বিনাশ করিয়া সকল অবস্থার উপরিভাগে যৌবন আরূঢ় হইয়াছে, অতএব এরূপ দোষাকর যৌবনকাল অতি হেয়, ইতিভাবঃ। ২৮॥

পুনর্ব্বার ঐ যৌবনাবস্থাকে দোষশালিনী বলিয়া শ্রীরাম তাহার বারবার নিন্দা করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(উদ্বোধয়তীতি)।

উদ্বোধয়তিদোষালিং নিকৃন্ততিগুণাবলিং।
নরাণাং যৌবনোল্লাস বিলাসোদুষ্কৃতশ্রিয়াং॥ ২৯॥

দোষানামালিং সমূহং দুষ্কৃতশ্রিয়াং পাপসম্পদাং বিলসনহেতুস্তদ্বিলাসঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিনাথ বিশ্বামিত্র! পুরুষের যৌবন সমস্ত দোষের উদ্বোধক, ও সমস্তপ্রকার গুণরাশির বিনাশক হয়। এবং পাপ সম্পত্তিশালী, সম্যক্ অপকৃষ্ট সুখবিলাসে পুরুষকে যুক্ত করে॥ ২৯॥ তাৎপর্য্যসুগম।

অনন্তর পদ্মে বদ্ধ ভ্রমররূপ উপমাদ্বারা শ্রীরঘুরাজ মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে পুরুষের অবস্থা কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(শরীরপঙ্কজেতি)।

শরীরপঙ্করজশ্চঞ্চলাং মতিষটপদীং।
নিবধ্নন্ মোহয়ত্যেষ নবযৌবনচন্দ্রমাঃ॥ ৩০॥

রজোগুণপরাগনিরুদ্ধবিবেক পঙ্কত্বাদ্দেহপঙ্কজ এবচঞ্চলাং মতিষটপদীং বুদ্ধিভ্রমরীং অর্থাত্তদভিমানকোশে নিবধ্নন্মোহয়তি ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর বিশ্বামিত্র! পুরুষের শরীররূপ শতপত্রকে যৌবনরূপ শশধর কিরণদ্বারা মুদ্রিত করতঃ বিষয়বাসনারূপ রেণুম্রক্ষিত বুদ্ধিরূপা ভ্রমরীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন মধুপানাসক্ত ভ্রমর পঙ্কজমধ্যে পতিত হইলে চন্দ্রকিরণে পদ্মকে মুদ্রিত করতঃ তন্মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ পুরুষের এই দেহ স্বরূপ প্রফুল্ল পদ্মমধ্যে সুখস্বরূপ মধুপানাসক্তা বিষয়বাসনা রজেরঞ্জিতা ভ্রমররূপা বুদ্ধিকে যৌবন রূপ চন্দ্রমা শরীর স্বরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধরূপে আবদ্ধা করিয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ সেইরূপ দেহাভিমানী জীবকে যৌবনমুগ্ধ করিয়াছে, ইতিভাবঃ॥ ৩০ ॥

অনন্তর বনলতা মণ্ডিত গৃহরূপে দেহস্বরূপ বর্ণনা করিয়া শ্রীরাম ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(শরীরখণ্ডকোদ্ভূতেতি)।

শরীরখণ্ডকোদ্ভূতা রম্যা যৌবনবল্লরী।
লগ্নমেব মনোভৃঙ্গং মদয়ত্যুন্নতিঙ্গতা॥ ৩১ ॥

শরীরলক্ষণেখণ্ডকে অল্পেবনখণ্ডকে কুঞ্জেবাবল্লরীপুষ্পমঞ্জরী মদয়তি মোহয়তি উন্নতি মুৎকর্ষমূর্দ্ধদেশঞ্চ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্র! পুরুষের এই শরীররূপ বনকুঞ্জ অর্থাৎ লতাবিতান গৃহস্বরূপ পুরুষের কলেবর, তাহাতে প্রফুল্লিত কুসুমমঞ্জরীন্যায় যৌবনাবস্থা, দেহাসক্ত মনকে মধুপানাসক্ত মধুকরের ন্যায় নিয়ত মত্ত করিতেছে॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—যৌবনাবস্থা নিয়তই দেহাভিমানী পুরুষের মনকে মমতা জালে আবদ্ধ করিয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে ইতিভাবঃ॥ ৩১ ॥

অনন্তর অরণ্যে মরীচিকাসক্ত গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হরিণদৃষ্টান্তে শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থেউক্ত হইয়াছে। যথা—(শরীরমরুতাপোত্থামিতি)।

শরীরমরুতাপোত্থাং যুবতামৃগতৃষ্ণিকাং।
মনোমৃগাঃ প্রধাবন্তঃ পতন্তিবিষয়াবটে॥ ৩২ ॥

শরীরমেব মরুভূমিস্তত্রকামাতপতাপউত্থাং প্রতিভাতাং যুবতাযৌবনং সৈবমৃগ-তৃষ্ণিকাতাং প্রতিধাবন্তঃবিষয়লক্ষণে অবটেগর্ত্তে ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! যেমন মরুভূমি মধ্যে রবির তাপে উত্তপ্ত মৃগযুথ উত্থিত মরীচিকাকে জলবোধ করিয়া পিপাসাতুর হয় এবং পানীয় পানাশয়ে ধাবমান হইয়া অসংশয় নিবিড় গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হয়, সেইরূপ পুরুষের শরীররূপ মরুভূমিগত যৌবনস্বরূপা মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া সুখরূপ সলিলপানেচ্ছু মনোরূপ মৃগ বিষয়গর্ত্তে নিরন্তর পতিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ তাৎপর্য্য সুগম।

শ্রীরামচন্দ্র যৌবনের বিচিত্র রূপ শোভা বর্ণন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতে-ছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(শরীরশর্ব্বরীতি)।

শরীরশর্ব্বরীজ্যোৎস্না চিত্ত কেশরিণঃ সটা।
লহরীজীবিতাম্ভোধের্যুবতা মেনতুষ্টয়ে ॥ ৩৩ ॥

শরীরমেব শর্ব্বরীরাত্রিস্তস্যাঃ জ্যোৎস্নাচন্দ্রিকা চিত্তলক্ষণস্যকেসরিণঃ সটাস্কন্ধলো-মত্তেন হি সশোভতে লহরীবীচিমালা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ব্রহ্মন্! পুরুষের শরীররূপ রাত্রিতে জ্যোৎস্না স্বরূপা, যৌবনাবস্থা চিত্তরূপ সিংহের জটা স্বরূপা, জীবন রূপ সাগরের তরঙ্গ অর্থাৎ লহরী স্বরূপা, সুতরাং এ যৌবন আমার কোনমতে তুষ্টিদায়ক নহে ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—"শ্রীরামের অভিপ্রায় এই যে" ঘোরান্ধকারময়ী যামিনী স্বরূপ এই দেহ, যেমন অন্ধকার রাত্রিতে কিছুই দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ শরীরাভিমানী জনেরাও শরীরাবস্থার কিছুই অবলোকন করিতে পারে না, তাহাতে সৌন্দর্য্যাতিশয়প্রযুক্ত যৌবনকে জ্যোৎস্নারূপে বর্ণন করেন, অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রিতে চন্দ্রালোকের ন্যায় কুৎসিত মনুষ্যকেও কিঞ্চিৎকাল সুন্দর দেখায়, আর সিংহ যেমন জটাবিক্ষেপ দ্বারা ভয়ঙ্কর হয়, সেইরূপ জীবের চিত্তও সিংহবৎ অবশ্য, যৌবনাবস্থা তাহার ভীষণত্ব দর্শনীয়া জটারূপিণী হইয়াছে। অপর পুরুষের পরমায়ুর ইয়ত্তার নিশ্চয় নাই, যেমন তরঙ্গমালী সমুদ্র, সেইরূপ জীবের জীবিতসাগরের তরল তরঙ্গ ন্যায় যৌবনের ভয়ঙ্করত্ব বর্ণন করিয়াছেন, ইতিভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর শরৎকালের সহিত যৌবনকালের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দিনানিকতিচিদিতি)।

দিনানিকতিচিদ্বেয়ং ফলিতাদেহজঙ্গলে।
যুবতাশরদস্যাংহি নসমাশ্বাসমর্হথ ॥ ৩৪ ॥

যেয়ং যুবতানেয়ং হি,যুবতা দেহজঙ্গলে কতিচিদ্দিনানি ফলিতাসংজাতফলাশরৎকালঃ অচিরাদেবক্ষয়মেষ্যতীতিভাবঃ। অতোঽস্যাং সমাশ্বাসং নার্হথেতি স্বজনান্ প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! পুরুষের দেহস্বরূপ কাননে শরৎকালের ন্যায় যৌবনকাল কিছুদিনের নিমিত্ত প্রকাশ পায়, অতএব এমত ক্ষণ বিকাশি যৌবনের প্রতি বিশ্বাস কি? ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—বনমধ্যে শরৎ শোভা কিছুদিন মাত্র, সেইরূপ পুরুষের যৌবনের শোভাও কিছুদিন মাত্র থাকে, যত্ন করিলেও কোনক্রমে চিরকাল রাখা যায় না, এমন যৌবনের সমাদর করা বিফল, এবিষয়ে শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু যৌবনগর্ব্বিত সভাস্থ সমস্ত স্বজন মাত্রকেই ছলে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যৌবনের গর্ব্ব করিহ না, এই যৌবনাবস্থার অল্পদিনেই অবসান হয়, ইতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

যৌবনকালের অতি সত্বর নাশ হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ছয় শ্লোকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কে কহিতেছেন। যথা—(ঝটিত্বীতি)।

ঝটিত্যেব পলায়ন্তে শরীরাদ্যুবতাখগঃ।
ক্ষণেনৈবাল্পভাগ্যস্য হস্তাচ্চিন্তামণির্যথা ॥ ৩৫ ॥

উক্তমেবপ্রপঞ্চয়তিঝটিত্যাদিভিঃ ষড়্‌ভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর গাধিনন্দন! পুরুষমাত্রেরই শরীর রূপ পিঞ্জর হইতে অতি সত্বর পক্ষী স্বরূপ যৌবন পলায়ন করে, যেমন মন্দভাগ্য জনের হস্ত হইতে ক্ষণকাল মধ্যেই চিন্তামণি অন্তর্হত হয় ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—চিন্তামণিপদে চিন্তিতার্থ অর্থাৎ দরিদ্রের প্রাপ্যধন ক্ষণমধ্যেই হস্ত হইতে অবসরিত হয়, যেহেতু তাহার ব্যয়ার্থ মাত্র আহৃত ধন ব্যয়াবশিষ্ট সঞ্চিত হইতে পারে না, সেইরূপ মন্দপ্রজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তার্থ স্বরূপ যৌবনধন মন্দকার্য্যেই ঝটিতি ব্যয় হইয়া যায়, অর্থাৎ সে যৌবনে তাহার বিশেষ উপকার দর্শেনা ইতিভাবঃ ।। ৩৫।।

যৌবন যে কেবল জীবের বিনাশের নিমিত্ত সমুদয় হয়, তদর্থে রঘুনাথ, কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যদাযদেতি)।

যদাযদাপরাং কোটিমধ্যারোহতি যৌবনং।
বলান্তিসজ্জরাকামা স্তদানাশায়কেবলং ।। ৩৬ ।।

পরাং কোটিং উৎকর্ষকাষ্ঠাং বলান্তিগচ্ছন্তিবৃদ্ধিমিতি· যাবৎসজরাঃ সন্তাপাঃ পূর্ব্বত্র বীপ্সাদর্শনাত্তদাতদেতি পরিণেয়ং ।। ৩৬

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞবর কৌশিক! যেমন২ পুরুষের যৌবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমন তেমন কামাদি রিপুগণ প্রবল হইয়া তাহার বিনাশের কারণ হয় ।। ৩৬ ।।

তাৎপর্য্য।—কামাদিগণ বলাতেই আদিপদে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অহংকারাদির উৎকর্ষতা অর্থাৎ প্রবলতা হয়, বিনাশ কারণতার এই অর্থ যে নরকপাতের নিমিত্ত হয়, ইতিভাবঃ ।। ৩৬ ।।

যৌবনকে যামিনীরূপে বর্ণনা করিয়া দাশরথি গাধেয়কে কহিতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(তাবদেবেতি)।

তাবদেববিবলান্তি রাগদ্বেষপিশাচকাঃ।
নাস্তমেতি সমস্তেষা যাবদ্যৌবনযামিনী ।। ৩৭ ।।

বিবলান্তিবিশেষেণ সঞ্চরন্তি যামিনীরাত্রিঃ ।। ৩৭ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিসত্তম! যে পর্য্যন্ত পুরুষের যামিনীরূপ যৌবনাবস্থার অবসান না হয়, সেই পর্য্যন্ত রাত্রিঞ্চর ক্রূর পিশাচবৎ রাগ দ্বেষাদি সকল দেহমধ্যে বিচরণ করিতে থাকে ।। ৩৭ ।।

তাৎপর্য্য।—ভূত প্রেত পিশাচগণেরা যেমন রাত্রিমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে,সেই রূপ জীবের যামিনীরূপ যৌবনাবস্থায় পিশাচরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, রাগ, দ্বেষাদি প্রবলরূপে বিচরিত হয় ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর ম্রিয়মাণ পুত্র প্রতি পুরুষের করুণার দৃষ্টান্তে যৌবন স্নেহ বর্ণন. করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে প্রার্থনাসূচক বাক্য কহিতেছেন। যথা—(নানা বিকারেতি)।

নানাবিকারং বহুলেবিবেকক্ষণনাশিনি।
কারুণ্যং কুরুতারুণ্যে ম্রিয়মাণেসুতেযথা ॥ ৩৮ ॥

বিকারাশ্চিত্তবিকারা বাললীলাশ্চ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! মরণাপন্ন সন্তানের প্রতি পুরুষের যরূপ কারুণ্য প্রকাশ করা হয়, সেইরূপ নানাপ্রকার বিকার বহুল বিশিষ্ট, চিত্তউন্মাদক, এবং বিবেক চক্ষুর বিনাশক এই যৌবন, অতএব হে করুণাময়ন্। তারুণ্যরূপ মুমূর্ষাবস্থা দৃষ্টে আমার প্রতিও আপনি কারুণ্য প্রকাশ করুন্ ॥ ৩৮ ॥ অন্যদর্থসুগম।

যৌবনোন্মত্ত পুরুষকে হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার রঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(হর্ষমায়াতীতি)।

হর্ষমায়াতিযোমোহাৎপুরুষঃ ক্ষণভঙ্গিনা।
যৌবনেন মহামুগ্ধঃ সবৈনরমৃগঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষণভঙ্গিনাযৌবনেন মোহাদ্যোহর্ষমায়াতিসনরমৃগোমনুষ্যঃ সন্নপিপশুতুল্যঃ যতোহসৌ মহামুগ্ধঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! এই ক্ষণভঙ্গুর যৌবনোদ্রেকে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে পুরুষের হর্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহাকেই মহামুগ্ধ পুরুষপশুরূপে মান্য করা যায়, যেহেতু তাহার বিবেক সম্পত্তির অভাব হয় ॥ ৩৯ ॥ অন্যার্থ সুগম।

অনন্তর যৌবনাভিলাষি-ব্যক্তির তিরস্কার করিয়া কৌশল্যানন্দন শ্রীরাম, গাধিরাজনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(মানমোহাদিতি)।

মানমোহান্মহোন্মত্তং যৌবনং যোঽভিলষ্যতি।
অচিরেণ সুহৃবুর্দ্ধিঃ পশ্চাত্তাপেনযুজ্যতে॥ ৪০॥

মোহাদভিমানসহিতাদজ্ঞানাৎ অভিলষ্যতিসারবুদ্ধ্যাসজ্জতে॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষে! যে ব্যক্তি অজ্ঞানপ্রযুক্ত মোহবিশিষ্ট, আর অভিমান মদে উন্মত্ত হইয়া যৌবনাবস্থার প্রতি অভিলাষ করে, পশ্চাৎ সেই হতবুদ্ধি ব্যক্তি অচিরকালের মধ্যেই সন্তাপযুক্ত হয়॥ ৪০॥ অন্যার্থ সুগম।

। জিতযৌবনব্যক্তিদিগের প্রশংসা করিয়া কুশিকরাজতনয় বিশ্বামিত্রকে রঘুরাজতনয় শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা—(তেপূজ্যাইতি)।

তেপূজ্যাস্তেমহাত্মানস্তএব পুরুষাভুবি।
যেসুখেন সমুত্তীর্ণাঃ সাধোযৌবন সঙ্কটাৎ॥ ৪১॥

সুখেনাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাদ্যনুপক্ষয়েন॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

হে সাধো! সেই সকল ব্যক্তিই এই ত্রিলোকীতলে পূজ্যতম, সেই সকল ব্যক্তিই মান্য পুরুষ, তাঁহারাই মহাত্মা পদ বাচ্য, যাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে ঘোরতর যৌবনসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন॥ ৪১॥

তাৎপর্য্য।—সুখে যৌবনসঙ্কট সমুত্তীর্ণ পদে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্যাদির বিনা-ব্যাঘাতে যৌবনকালকে ক্ষেপ করণ, ইতিভাবঃ॥ ৪১॥

অনন্তর যৌবনের দুর্লঙ্ঘনীয়তা বর্ণনাদ্বারা রঘুকুলপ্রদীপ শ্রীরাম, কুশিককুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সুখেনেতি)।

সুখেন তীর্য্যতেঽম্ভোধিরুৎক্রুষ্টমকরাকরঃ।
নকল্লোলবলোল্লাসিসদোষং হতযৌবনং॥ ৪২॥

উৎক্রুষ্টানাং মহতাংমকরাণামাকরঃখনিঃ রাগাদিকল্লোলানাং বলেনোল্লসনশীলং হতংনিন্দিতং কুৎসিতাবিকুৎসিতৈরিতিতৎপুরুষঃ॥ ৪২॥

ভো ব্রহ্মন্! প্রকাণ্ডাকার মকরনিকর পরিপূর্ণ মকরালয়কেও বরং সন্তরণদ্বারা জন সকলে অনায়াসে পার হইতে পারে, কিন্তু মকরাকার রাগ লোভাদি পরিপূর্ণ, দোষ-তরঙ্গদ্বারা উল্লাসিত এই তুচ্ছ যৌবনরূপ সাগরকে কেহই প্রায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না॥ ৪২॥ তাৎপর্য্য সুগম।

অনন্তর যৌবনকালে সাধুতার দৌর্লভ্য বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বিনয়ভূষিতমিত্যাদি)।

বিনয়ভূষিতমার্য্যজনাস্পদং করুণয়োজ্জ্বলমাবলিতং গুণৈঃ।
ইহহিদুর্লভমেব সুযৌবনং জগতিকাননমম্বরগং যথা ॥০॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে যৌবনগর্হানাম
বিংশতি সর্গ॥ ২০॥

নমুবাল্যবার্দ্ধকয়োর্মৌগ্ধ্যাসক্তিভ্যাং পুরুষার্থসাধনযোগ্যত্বাদ্যৌবনস্যাপি দোষবহুলত্বান্নাস্তিকদাপি পুরুষস্যসাধনসংপত্ত্যা পুরুষার্থপ্রত্যাশেত্যাশঙ্ক্যসর্ব্বং যৌবনং নিন্দ্যতে কিন্তুদুর্যৌবনমেবসুযৌবনন্তু পুরুষার্থপর্য্যবসিতমেবেতি লক্ষণৈস্তদ্দর্শয়ংস্তস্যদুর্লভত্বমাহ বিনয়েতি আর্য্যাঃ পূজ্যামুনিজনাআস্পদং স্থানং যস্যআর্য্যজনানাং সাধূনাং আস্পদং আবাসস্থানবদ্বিশ্রান্তিদমিতিবাগুণৈঃ শান্তিদান্ত্যাদিভিঃ জগতিসংসারেহিশব্দোহপ্যর্থে ইহাস্মিন্মনুষ্যজন্মন্যপি সুদুর্লভং কিমন্যত্রেত্যর্থঃ অম্বরগংকাননং নন্দনবনং তৎপক্ষেবা ন পক্ষিণোনয়ন্তি প্রাপয়ন্তি স্বসন্নিধিমিতিবিনয়াঃ কল্পবৃক্ষাঃতৈর্ভূষিতং আর্য্যজনাদেবাস্তেযামাস্পদং অতএব করুণয়াদয়য়া উর্জ্জিতং গুণৈঃ ফলপুষ্পসমৃদ্ধ্যাদিভিঃ কল্পলতাগুণৈরাবলিতং বেষ্টিতমিতিবাইহভুবি সুদুর্লভমিতিযোজ্যং॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীবাসিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে বিংশতিঃ সর্গঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম কুশিকবর! প্রচুরকল্পপাদপমণ্ডিত, সর্ব্বশোভালঙ্কৃত, দেবোপদেবগণ পরিশোভিত, সর্ব্বানুকম্পি দেবোদ্যান যেমন মনুষ্যলোকের দুর্লভ, তদ্রূপ বিনয়ালঙ্কৃত, দয়াপূর্ণ সাধুসেবিত শম দমাদি গুণভূষিত সুযৌবন নরলোকে দুষ্প্রাপ্য হয়॥ ৪৩॥

অস্যার্থঃ।

তাৎপর্য্যঃ।—বাল্য বার্দ্ধক্যাবস্থায় যদি পুরুষের সাধন সম্পত্তির অভাবজন্য তদবস্থার বিফলতা সিদ্ধি হইল, তবে যৌবনাবস্থাতেই সাধনসম্পত্তির ভাবসিদ্ধ করিতে

হয়, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাহারও বৈকল্য দর্শন করাইলেন, সুতরাং দেহিদিগের দেহ ধারণে আর কিরূপে পরতত্ত্বের প্রাপ্তি হইবে? অতএব এবিধায় জীবের অনুৎপত্তিই মঙ্গল বিধায়িনী, তাহাতেও বিশ্বোৎপত্তির ব্যাঘাৎ হয়, এরূপ সন্দিহান ব্যক্তিদিগের সন্দেহাপনয়নার্থে শ্রীরামচন্দ্র দুর্যৌবনের নিন্দা করিয়া সুযৌবনের দৌর্লভ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ পূজ্যতম সাধু মুনিজনের আস্পদস্বরূপ যে যৌবন, সেই সুযৌবন, বিশ্রান্তি সুখদায়ক, যাহাতে শান্তি ক্ষান্তি দয়াদির অবস্থান, সুতরাং ইহ-সংসারে এমন যৌবন দুষ্প্রাপ্য, যেমন স্বর্গীয় দেবোদ্যান নন্দনবন প্রাকৃত মনুষ্যের দুর্লভ, তদ্বৎ। বিনয় স্বরূপ কল্পবৃক্ষে অলঙ্কৃত, দেববৎ সাধুদিগের পরিসেবিত, দয়ারূপা ফল পুষ্পবতী লতাতে পরিমণ্ডিত, এরূপ সুযৌবনকে নন্দনোদ্যানরূপে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ সুযৌবন ধারণে মোক্ষ উপায় হইতে পারে ইতিভাবঃ ॥৪৩॥

ইতি বাশিষ্ঠ রামায়ণে তাৎপর্য্য প্রকাশে যৌবনগর্হা নামে
বিংশতিতম সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ২০ ॥

—00-*-00—

একবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

একবিংশতি সর্গের সম্যক্ ফল নারীনিন্দন, তাহা টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নরকসমূহ সম্পন্নার্থ সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গভূত স্ত্রীরূপ, অতএব তাহার পরিনিন্দা করিয়াছেন।

পুরুষ মাত্রেরই নরকোৎপাদিকা স্ত্রী, তদ্রূপে যুবা পুরুষদিগের যে রমণীয়তাভ্রম, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া তন্নিন্দা প্রদর্শনার্থ শ্রীরঘুরাজ মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তিতি)।

শ্রীরামউবাচ।

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঙ্গপঞ্জরে।
স্নায্যস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনং॥ ১॥

প্রত্যক্ষ নরকব্রাতনিষ্পন্ন নিখিলাঙ্গিকাঃ। স্ত্রিয়োপাত্রবিনিন্দ্যান্তে পুংসাং নরকজন্মদাঃ॥ যেষু স্ত্রীপিণ্ডেষু যূনাং রমণীয়তাভ্রমস্তেষাং স্বরূপং বিবিচ্যদর্শয়িতুমুপক্রমতে। মাংসেত্যাদিনাস্নায়বঃ শিরাঃ গ্রন্থনংগ্রন্থিঃ তেনশালিন্যাঃ সোভমানায়াঃ মাংসময্যাঃ পাঞ্চালিকায়াঃ প্রতিমায়াঃ স্ত্রিয়াঃ শকটাদিযন্ত্রমিবলোলে চঞ্চলে অঙ্গপঞ্জরেশোভনমিবযন্মন্যন্তেতৎ কিং নকিঞ্চিদিত্যর্থঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! মাংসপিণ্ড রচিত পুত্তলিকার ন্যায় স্ত্রীরূপ, এবং অস্থিতে নাড়ী গ্রন্থিযুক্ত, শকটবৎ লোলাগতিবিশিষ্ট রমণীদিগের অঙ্গপঞ্জর, তাহাকে যে সুন্দর দেখে, সে সুন্দরতার শোভন কি?॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—আপাতত দর্শনমাত্র স্ত্রীরূপের রমণীয়তা বোধ হয়, কিন্তু বিবেচক সাধুদিগের পক্ষে তাহার কিছুমাত্র শোভনীয়তা নহে ইতি ভাবঃ।

ক্রমশঃ স্ত্রীরূপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া রঘুবর্য্য শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ত্বঙ্মাংসরক্তেতি)।

ত্বঙ্মাংসরক্ত বাষ্পাম্বু পৃথক্কৃত্বাবিলোচনং।
সমালোকয়রম্যঞ্চেৎ কিংমুধাপরিমুহ্যতি ॥ ২ ॥

উক্তমেবপ্রপঞ্চয়িষ্যন্প্রথমং যূনাং যত্রনেত্রে বিলাসবিভ্রমস্তত্রবিবেকে অশোভনতাং দর্শয়তিত্বগিতিসমাহারদ্বন্দ্বঃ রম্যঞ্চেৎ সজ্জস্ব কিংমুধেতিনোচেদিতিশেষঃ মুধাব্যর্থং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবংশপ্রসূত! চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্পজল পরিপূর্ণ নয়নাদি অবয়বকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচার করিয়া দেখিলে, রমণীয়তার বিশেষ বোধ হয়, অর্থাৎ বিচারে যদি রম্য বোধ হয় তবে তদাসক্ত মনে তৎশোভাকে উত্তম বলিয়া অবলোকন করুক্ নতুবা মুধামুগ্ধ হইবার ফল কি? ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—স্ত্রীরূপের সৌন্দর্য্যাদৃষ্টে মুধা অর্থাৎ ব্যর্থ মোহিত হইলে অনিষ্টব্যতীত ইষ্টলাভ হয় না, কেবল রস, রক্ত, মেদ, মাংসমণ্ডিত দেহ, জলদ্বারা লোচনসৌন্দর্য্য, তাহাতে তাহার শোভনীয়তা কি? শুকোপনিষদে শুকদেব বেদব্যাসকে স্ত্রীরূপের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন। যথা—(মাংসপিণ্ডং দ্বিধাভূতং গর্ত্তং মূত্রপুরীষয়োঃ। ক্ষীয়ন্তে তত্রসর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানিচ ইতি।) স্ত্রীলোকের রমণীয় স্তনমণ্ডল যাহাকে বলে, সে শুদ্ধ দ্বিধাভূত মাংসপিণ্ড মাত্র, যাহাকে রতিগৃহ বলিয়া তাহাতে ক্রীড়ামুগ্ধ হইতেছে, সে শুদ্ধ বিষ্ঠা মূত্র গর্ত্ত মাত্র, তাহাতে জীবন যৌবন ধন মান বলাদি সকলই ক্ষয় পায়, অতএব স্ত্রীরূপের ইষ্টফলপ্রদাতৃত্ব গুণ কি আছে? ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর বিবেকবুদ্ধিব্যক্তির পক্ষে নিন্দনীয় স্ত্রী স্বরূপের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করতঃ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ইতঃ কেশাইতি)।

ইতঃকেশাইতোরক্তমিতীয়ং প্রমদাতনুঃ।
কিমেতয়ানিন্দিতয়া করোতি বিপুলাশয়ঃ ॥ ৩ ॥

বিপুলাশয়োবিবেক বিস্তীর্ণবুদ্ধিঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! স্ত্রী লোকের রমণীয়রূপ বিশিষ্ট এইত শরীর মনোহারী, ভ্রমর নিকরোপম এইত কেশরাজী সুশোভন, রসরক্ত ক্লেদ পূর্ণ এইত জুগুপ্সিত অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ, ইতি বিবেচনায় সুবিস্তীর্ণ বিশুদ্ধ বিবেকবুদ্ধিপণ্ডিতেরা স্ত্রী রূপকে নিন্দার বিষয় জানিয়া হেয় করিয়া থাকেন, এমন কামিনীতে কি প্রয়োজন? তাহা হইতেই বা কি সুখ লাভ হইতে পারে? ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—স্ত্রীরূপাসক্ত হইলে নিয়তই নিপাতই হয়, এবং জনন মরণ রূপ শৃঙ্খলে অবিরত আবদ্ধ থাকিতে হয়, ইহা পুরাণান্তরেও কহিয়াছেন। যথা।—(ভবকারাগৃহে ঘোরেনিগড়াগাঢ বর্দ্ধিনীতি) সংসাররূপ কারাগারে দৃঢ় শৃঙ্খলরূপা, গাঢ় বন্ধনকারিণী কামিনীতে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

ব্যর্থ সুখাভিলাসে স্ত্রী রূপের পরিচর্য্যা করা হয়, তদর্থে কৌশল্যাতনয় গধিতনয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(বাসোবিলেপনৈরিতি)।

বাসোবিলেপনৈর্যানি লালিতানি পুনঃ পুনঃ।
নান্যঙ্গান্যঙ্গলুণ্ঠন্তি ক্রব্যাদাঃ সর্ব্বদেহিনাং ॥ ৪ ॥

অঙ্গেতিকোমলাঙ্গেনলুণ্ঠন্তি উপঘ্নন্তিক্রব্যাদা মাং সাশিনোগৃধ্রগোমায়্বাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! বস্ত্রালঙ্কারাদিভূষণে ভূষিত, ও শুভগন্ধানুলেপনদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত করিয়া ললনাগণের যে কলেবরের রমণীয়ত্ব সম্পাদিত হয়, পরিণামে প্রমদাগণের সেই কলেবরকে মাংসভুক্ শৃগাল কুক্কুরগণে শ্মশানে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে ॥ ৪ ॥ অস্যার্থ সুগম।

অনন্তর কামিনী কুচকলসের পরিণামাবস্থা বর্ণন করিয়া বিশ্বামিত্রকে জগন্মিত্র রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা।—(মেরুশৃঙ্গ তটোল্লাসীতি)।

মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসিগঙ্গাজলরয়োপমাং।
দৃষ্টাযস্মিং স্তনেমুক্তাহারস্যোল্লাস শালিতা ॥ ৫ ॥

রয়ঃপ্রবাহঃমুক্তাহারস্য উল্লাসশালিতাশোভাযস্মিংস্তনে সএবললনাস্তনইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! প্রবাহিত সুরধুনীর সলিল লহরীমালায় উত্তুঙ্গ সুমেরুশৃঙ্গ যেমন শোভা পায়, সেইরূপ মুক্তামালায় মণ্ডিতবরযুবতীগণের পীনোত্তুঙ্গ কুচগিরিকেও শোভায় মান দেখা যায়॥ ৫ ॥

কুক্কুরভক্ষ কামিনী স্তনের শোভনীয়তা কি? ইহা শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(শ্মশানেম্বিতি)।

শ্মশানেষু দিগন্তেষু সএবললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ডইবান্ধসঃ॥ ৬॥

আস্বাদ্যতেরুচ্যাভক্ষ্যতেঅন্ধসঃ ওদনস্য॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! প্রাপ্তকালে নগরোপান্তে শ্মশান ভূ মধ্যচারি কুক্কুরগণেরা সেই বর কামিনীর পয়োধর যুগলকে সদ্যোত্তম অন্নপিণ্ড জ্ঞানে সুতৃপ্তাশায় মহানন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—সুগন, অর্থাৎ কামিনীদিগের ব্যর্থ লাবণ্য, পরিণামে স্থায়ী নহে, ইতিভাবঃ॥ ৬ ॥

জানিয়াও পুরুষেরা কেন স্ত্রীলাবণ্য সংভোগে যত্নবান হয় ইত্যাক্ষেপোক্তি দ্বারা শ্রীরাম বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(রক্তমাংসাস্থীতি)।

রক্তমাংসাস্থি দিগ্ধানিকরভস্য যথাবনে।
তথৈঙ্গাঙ্গানিকামিন্যাস্তানি প্রাপ্যানিকোগ্রহঃ॥ ৭॥

দিগ্ধান্যুপচিতানিকরভস্য খরস্যোষ্ট্রস্যবাগ্রহঃ আগ্রহঃআশাতিশয়ইতি যাবৎ॥ ৭

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! বন মধ্যে করভের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেমন রক্ত মাংসাস্থি ম্রক্ষিত, সেইরূপ কামিনীগণেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শোণিতাদি ভূষিত, ইহা জানিয়াও তৎপ্রাপ্ত্যর্থে এত আগ্রহ কেন করা যায়? এবড় আশ্চর্য্য॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—করভ পদে হস্তী শিশু, খা গর্দ্দভ, কি উষ্ট্র, তাহাদিগের শরীর রক্ত মাংসাস্থিযুক্ত বনমধ্যে অবস্থিত, সেইরূপ কামিনীদিগেরও অঙ্গসৌষ্টব, অতএব তাহাতে এত অতিশয় আশা কি? ইতিভাবঃ॥ ৭॥

অপর আরো কামিনী স্বভাব নিন্দা করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(আপাত রমণীয়ত্বমিতি)

অপাতরমণীয়ত্বং কল্পতে কেবলং স্ত্রিয়ঃ।
মন্যেতদপিনাস্ত্যত্র মুনে মোহৈককারণং॥ ৮॥

অবিচারজংজ্ঞানমামাপাতঃ পতনাবধীতিবাকল্পতে যুজ্যতেতত্তামোহৈককারণং চিত্ত বিভ্রমৈকনিমিত্তং তৎনহিতথাবিধং শুক্তিরজতাদাস্তীতিভাবঃ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিসিংহ বিশ্বামিত্র! স্ত্রীলোকমাত্রকে দেখিলেই আপাতত মনোহারিণী বলিয়া সকলে কল্পনা করে; অর্থাৎ মরণকালাবধি এইরূপ যৌবন থাকিবে এ কেবল কল্পনা মাত্র, ফলে পরিণামে তাহাদিগের রমণীয়ত্ব কিছুই নাই, শুদ্ধ একমাত্র মহামোহের কারণ বলিয়াই আমি মান্য করি॥ ৮॥ তাৎপর্য্য সুগম।

অনন্তর মদ্যের সহিত কামিনীর দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(বিপুলোল্লাস দায়িন্যামিতি)।

বিপুলোল্লাসদায়িন্যা মদমন্মথপূর্ব্বকং।
কোবিশেষোবিকারিণ্যা মদিরায়াস্ত্রিয়াস্তথা॥ ৯॥

বিকারিণ্যাঃস্বতঃকামঃকিংকিণ্যাদিবিকারবত্যাঃ স্বসনকলহাদিবিকারকারিণ্যা বা। ৯।

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! প্রচুরতর উল্লাসদায়িনী, চিত্তবিকারকারিণী, এবং কামমত্ততা প্রকাশিনী কামিনী হইতে মদ্যের বিশেষ কি? অর্থাৎ মদিরা যেমন মত্ততা ও উল্লাসদায়িনী, স্ত্রীও তাদৃশী, অতএব এতদুভয়ের কিছু মাত্র বিশেষ নাই॥ ৯॥ অন্যার্থ সুগম।

হস্তী বন্ধনীয় আলান স্তম্ভরূপে কামিনীরূপ বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ললনালানেতি)।

ললনালানসংলীনামুনে মানবদন্তিনঃ।
প্রবোধং নাধিগচ্ছন্তি দৃঢ়ৈরপি সমাঙ্কুশৈঃ ॥ ১০ ॥

সম্যক্‌লীনাঃ মহামোহাৎসুপ্তপ্রায়াঃপ্রবোধং বিবেকং জাগরণং॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর ! স্ত্রীরূপ পুরুষ মাতঙ্গ বন্ধনের স্তম্ভস্বরূপ হয়, তাহাতে আবদ্ধ পুরুষ মাতঙ্গ উপায়রূপ দৃঢ়তর অঙ্কুশাঘাতেও প্রবোধ প্রাপ্ত হয় না॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—মদমত্ত হস্তী স্তম্ভে বদ্ধ হইলে দৃঢ়াঙ্কুশাঘাতেও যেমন শান্ত হয় না, তদ্রূপ কামমত্ত হস্তীরূপ পুরুষ স্ত্রীরূপ স্তম্ভে আবদ্ধ হইলে দৃঢ়তর উপদেশোপায় দ্বারা ও সে ক্ষান্ত হয়না ইতিভাবঃ॥ ১০ ॥

অনন্তর অগ্নিশিখার ন্যায় কামিনী ভাব বর্ণন করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(কেশকজ্জলধারিণ্য ইতি)।

কেশকজ্জলধারিণ্যো দুঃস্পর্শালোচনপ্রিয়াঃ।
দুষ্কৃতাগ্নিশিখানার্য্যো দহন্তিতৃণবন্নরং॥ ১১ ॥

নার্য্যঃস্ত্রিয়ঃ দুষ্কৃতাগ্নীনাং শিখাঃজ্বালাঃ তদেবতদ্ধর্ম্মৈরুপপাদয়তি কেশেতিকেশইবকজ্জলানিকেশানকজ্জলানিচধারয়িতুং শীলং যাসাং দুস্পর্শাঃস্পৃষ্টুমশক্যাঃ লোচনপ্রিয়াঃপ্রিয়দর্শনাঃ অতএবনরং তৃণবদ্দহন্তি॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো ! শিখাগ্র কজ্জলবৎ কেশধারিণী,লাবণ্যরূপ উজ্জ্বলরূপ প্রভা বিশিষ্টা, দাহকস্পর্শবৎ অযোগ্যস্পর্শা, এবম্ভুত দুষ্কৃতস্পর্শা অগ্নিশিখাস্বরূপানারী নরগণকে তৃণতুল্য দাহ করিয়া থাকে। অতএব কামিনী অগ্রহণীয়া ইতিভাবঃ॥ ১১ ॥

নরকাগ্নিদীপনীয়া কাষ্ঠবৎ কামিনীগণের নিন্দা করিয়া শ্রীরঘুনাথ কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন. তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জ্বলতামিতি)।

জ্বলতামতি দূরেপিসরসা অপিনীরসাঃ।
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনা মিন্ধনঞ্চারুদারুণং॥ ১২॥

অতিদূরেসংযমিন্যাং দারুণং যথাস্যাত্তথাজ্বলতামপিনরকাগ্নীনাং অপিনার্য্যশ্চারু ইন্ধনমিন্তিকারণতঃ সরসাঅপিনীরসাইতি স্বতশ্চবিরোধাভাসঃ যথাদারুণমিত্যপীন্ধন বিশেষণমেব তথাচতত্রাপিস্বতএব বিরোধাভাসঃ পরিহারস্তুবাসনাদৃষ্টত্বাৎ সরসাআপাততঃ নীরসাঃপরমার্থতঃ এবং চারুআপাততঃদারুণং ফলতইতি॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মহর্ষে! এই কামিনীরূপের আশ্চর্য্য দাহকতা শক্তি, অর্থাৎ অতি দূরে থাকিয়াও গাত্রদাহ প্রদান করে, আপাতত রসপূর্ণা রসদায়িকা জ্ঞান হয়, কিন্তু পরিণামে রস শূন্যা, প্রথমতঃ দেখিতে মনোহারিণী কামিনী, কিন্তু পরে অতি নিদারুণ স্বভাব প্রকাশিনী, এরূপ প্রমদাগণকে নরকাগ্নির উদ্দীপক কাষ্ঠস্বরূপা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ অতি নিন্দনীয়া জানিবেন, ইতিভাবঃ॥ ১২ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘ শর্ব্বরী সদৃশ নারীরূপ বর্ণন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বিকীর্ণাকারেতি)।

বিকীর্ণাকারকবরীতরত্তারক লোচনা।
পূর্ণেন্দুবিম্ববদনা কুসুমোৎকর হাসিনী॥ ১৩ ॥
লীলাবিলোল পুরুষাকার্য্য সংহারকারিণী।
পরং বিমোহনং বুদ্ধেঃ কামিনীদীর্ঘযামিনী॥ ১৪ ॥

যামিন্যাআকারোন্ধকারসএব সইববাকবরীকেশবেশোযস্যাঃ তরল্যাভ্রমন্ত্যাস্তারকা নক্ষত্রাণেবলোচনানিতানীবচতরত্তারকেচলৎকনীনিকেবালোচনেযস্যাঃ এবমিন্দুবিম্বমেব ইন্দুবিম্বমিববাবদনং যস্যাঃ কুসুমোৎকরএব কুসুমোৎকরঃ ইবহাসোযস্যাস্তাস্ত্রীতিবিগ্রহঃ॥ ১৩॥ শৃঙ্গারলীলাভির্বিলোলাঃপুরুষাযস্যাং অতএবতেষাং কার্য্যানাং অবশ্য কর্ত্তব্যানাং ধর্ম্মবিবেক বৈরাগ্যাদীনাং সংহারস্যকারিণী দীর্ঘযামিনীবব্যর্থমায়ুর্নাশায়েতিভাবঃ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর মহর্ষে! এই কামিনীরূপ যামিনী পুরুষের মোহকারিণী হয়। অন্ধকার স্বরূপ বিগলিত কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ, উদিত তারকার ন্যায় চঞ্চল নয়নযুগল শোভিত, সুপূর্ণ শশধর সদৃশ বদনারবিন্দ, বিকশিত কুসুমোৎকর সদৃশ সুচারু হাস্য যুক্তা॥ ১৩ ॥ শৃঙ্গারাদি ভাব বিস্তারিণী, অতি চঞ্চলা, পুরুষের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া বিবেক বৈরাগ্যাদিধর্ম্ম বিনাশিনী হয়, এবং প্রজ্ঞাবিমোহিনী, কামিনীদীর্ঘ যামিনীরূপা, কেবল পুরুষের পরমায়ু নাশকারিণী জানিবেন॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—রাত্রিরূপে স্ত্রীরূপ বর্ণন করার অভিপ্রায় এই যে, ঘোরান্ধকারস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ বিগলিত কবরীভার, চঞ্চল নয়নদ্বয় নক্ষত্ররূপ, শর্ব্বরীনাথ উদিত হইলে যেমন রাত্রি শোভনীয়া হয়, সেইরূপ নারীবদন মনোহর কুমুদিনীকান্ত স্বরূপ, বিকশিত পুষ্প তুল্য হাস্যসংযুক্তা অর্থাৎ রাত্রিতে পুষ্প সকল প্রস্ফোটিত হয়, তাহাতে যেমন রজনী আনন্দদায়িনী, তদ্রূপ স্ত্রীমুখ মণ্ডলোদ্ভূত হাস্য পুরুষের আনন্দ প্রদায়ক হয়॥ ১৩ ॥

শৃঙ্গারাদি ভাব পদে লীলা, হেলা, হাব, ভাব, প্রকাশিনী চঞ্চলা স্ত্রী, যাহারা পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কর্ম্মাদির ব্যাঘাৎকারিণী, এবং বৈরাগ্যাদি বিনাশিনী, অতএব সুদীর্ঘ রজনীরূপা রমণী নিরর্থ পরমায়ুনাশিনী হয়। যথা।—"শতংজীবতিযদায়ুং নিদ্রাতস্যার্দ্ধহারিণীতি" প্রমাণে রাত্রি জীবের নিদ্রাবশে অর্দ্ধেক পরমায়ুকে গ্রাস করে, কামিনীরাও সুরতব্যাপার কেলিবশে জীবের পরমায়ুকে গ্রাস করিতেছে, সুতরাং এরূপ দীর্ঘ রজনীস্বরূপা রমণী গ্রহণে আমার অভিলাষ নাই ইতিভাবঃ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিষলতাকাররূপে কামিনীরূপ বর্ণনাদ্বারা রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে শ্লোকদ্বয় কহিতেছেন। যথা—(পুষ্পাভিগমেত্যাদি)।

পুষ্পাভিগমমধুরা করপল্লবশালিনী।
ভ্রমরাক্ষীবিলাসাঢ্যা স্তনমস্তকধারিণী॥ ১৫ ॥

নকেবলং পুরুষার্থবিঘাতিতা, অপিত্বনর্থহেতুতাপীত্যাহ। পুষ্পেত্যাদিনাদ্বাভ্যাং। ভ্রমরাইব ভ্রমরাএববাঅক্ষিবিলাসাস্তৈরাঢ্যাএবং স্তনাবেবস্তনাবিব॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিপ্রবর! পুষ্প সাধারণ কালে অতি মনোহরা, অতি মধুরা, করপল্লব শালিনী, মধুকর নয়না, বিবধ বিশালাসিনী, স্তনরূপমস্তক ধারিণী, বিষলতিকা প্রায়া কামিনী॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যদ্রূপ বসন্তকালে বিষবল্লরী অর্থাৎ বিষলতা বন মধ্যে শোভা পায়, তদ্রূপ বিষলতিকাপ্রায় যুবতী ললনা এতৎ সংসারগহনে পরিশোভিতা, অর্থাৎ বসন্ত কালে লতা যেমন মধুরাকৃতি সুচারুরূপা, কামিনীগণও তদ্রূপ মধুর, পুষ্পিতা লতা যেমন ভ্রমরযুক্তা, যুবতীগণের নয়নযুগলও তাদৃশ ভ্রমর তুল্য হয়, লতা যেমন শাখা পল্লব শালিনী, প্রমদাগণও সেইরূপ করশাখা পল্লব শালিনী, লতামস্তক গুচ্ছরূপে পরিশোভিত, যুবতী জনের স্তনাগ্র ও লতামস্তক রূপে সুদৃশ্য, অতএব বিষলতিকা-কারা বামনয়নারা কেবল পুরুষার্থ ঘাতিনী এমত নহে, সর্ব্ব প্রকার অনর্থের কারণভূতা জানিবেন॥ ১৫ ॥

অনন্তর কামিনীরূপা বিষলতিকার মহিমানু বর্ণনদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে আপন মনোগত ভাব জানাইতেছেন। যথা।—(পুষ্পকেশরেতি)।

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গীনরমারণ তৎপরা।
দদাত্যুন্মত্তবৈবশ্যং কান্তাবিষলতা যথা॥ ১৬॥

পুষ্পকেশরৈঃপুষ্পকেশরানীববাউন্মত্তানাং কামোন্মাদাৎস্বসেবিনাং মূর্খানাং মূর্চ্ছা-মরণাদিবৈবশ্যং দদাতি॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ! পুষ্প কেশর সুবর্ণা বিষলতিকা যেমন নরপ্রাণাপহারিণী, সেই রূপ রূপসৌন্দর্য্য সমন্বিতা অর্থাৎ সুবর্ণা গৌরাঙ্গী ললনাগণ বিষলতিকাকারা শুদ্ধ পুরুষ মারণ তৎপরা, নিয়ত চিত্তের উন্মাদ ও বিবশতা প্রদায়িনী হয়॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—যেমন পুষ্প কেশর সৌন্দর্য্যা শোভনবর্ণাবিষলতা, সেইরূপ কামিনী গণেরাও অঙ্গসৌন্দর্য্য ভূষণশোভনা, কামোন্মত্তস্বেচ্ছাচারিমূর্খপুরুষগণের মূর্চ্ছা ও মরণাদি বৈবশ্য প্রদান করিয়া থাকে, অতএব কামিনী সঙ্গ অতি হেয়॥ ১৬॥

অনন্তর ভল্লকী যেমন গর্ত্তস্থ সর্পকে আকৃষ্ট করিয়া ধারণ করে, কামিনীগণেরও স্বভাব তদ্রূপ হয়, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সৎকার্য্যেতি)।

সৎকার্য্যোচ্ছ্বাসমাত্রেণ ভুজঙ্গদলনোৎকরা।
কান্তয়োদ্ধ্রিয়তে জন্তুঃ করভ্যেবোরগোবিলাৎ॥ ১৭॥

করভ্যাএবভল্লকীসাহিবিলস্থান্‌সর্পাদীন শ্বাসবলেনাকৃষ্যভক্ষয়তীতিপ্রসিদ্ধং তথাসৎ-কার্য্যৈরলীকসৎকারৈরুচ্ছ্বাসং আশ্বাসনং তাবন্মাত্রেণভুজঙ্গানাং বিটানাং দলনেবিত্ত-চিত্তাপহারেণবিনাশে সোৎকণ্ঠয়াকান্তয়াজন্তুরুদ্ধ্রিয়তে বশীক্রিয়তে ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর মহর্ষে! ভল্লকীগণেরা যেমন নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, ফুৎকার দ্বারা আশ্বাস প্রদানচ্ছলে বিলস্থ সর্পকে গ্রহণ করে, সেইরূপ কামিনীগণেরাও সৎকার্য্যরূপ আশ্বাসে বিশ্বাস দিয়া বিলস্থ সর্পবৎ লম্পটপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করতঃ আত্ম বশীভূত করে॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—ভুজঙ্গ কদনোৎসুকা ভল্লকী জন্তুবিশেষঃ নিঃশ্বাসদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া বিলস্থ সর্পকে গ্রাস করিয়া থাকে, অথবা ভল্লকী শব্দে ব্যালগ্রাহী অর্থাৎ মালেরা যেমন গর্ত্ত মধ্যে ফুৎকার দিয়া আকর্ষণ করত ভুজঙ্গগণকে আপনার বশে আনয়ন করে, সেইরূপ যুবতীগণও মনোহর মধুরালাপ প্রসঙ্গ রঙ্গে সদ্ব্যবহার ক্লেশ আশ্বাস প্রদানে পুরুষের চিত্তবিত্তাপহরণ করতঃ পরিণামে যথেষ্ট সঙ্কটে নিয়োজন করে, এমন অপকৃষ্ট স্ত্রীজন সঙ্গে আমার বাসনা নাই ইতিভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর পক্ষী ধারণ ব্যাধের জাল দৃষ্টান্তে কামিনীভাব বর্ণন দ্বারা শ্রীরঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কামনাম্নেতি)।

এবং কামিনীসঙ্গে মুগ্ধ নর বদ্ধহস্তীরন্যায় হয়, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ললনেতি)।

কামনাম্নাকিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাং।
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গবন্ধনবাগুরাঃ ॥ ১৮ ॥
ললনাবিপুলালানে মনোমত্তমতঙ্গজঃ।
রতিশৃঙ্খলয়া ব্রহ্মন্বদ্ধস্তিষ্ঠতি মূকবৎ ॥ ১৯ ॥

বিকীর্ণাঃ প্রসারিতাঃ বাগুরাঃ জালানি ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! কামনামে কিরাত পক্ষীরূপ মূঢ় বুদ্ধি পুরুষকে ধরিবার কারণ বন্ধন বাগুরা অর্থাৎ কামিনীরূপ জাল বিস্তার করতঃ পাতিয়া রাখিয়াছে। অতএব সে জালে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না ইতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! যেমন আলানে বদ্ধ হইয়া হস্তী অবস্থান করে, সেইরূপ প্রমদারূপ বন্ধনস্তম্ভে রতিক্রিয়ারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মত্তমাতঙ্গ প্রায় মন জড়বৎ অবাক হইয়া অবস্থান করে। সুতরাং এমন স্ত্রীসঙ্গে কেবল পরকাল মাত্রই নষ্ট হয় ইতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বড়িশ মৎস্য প্রসঙ্গে নরনারী ভাব বর্ণনাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জন্মপল্ললেতি)।

জন্মপল্লল মৎস্যানাং চিত্তকর্দ্দমচারিণং।
পুংসাং দুর্ব্বাসনারজ্জু নারীবড়িশপিণ্ডিকা ॥ ২০ ॥

বড়িশং মৎস্যবন্ধনং কণ্ঠকং তত্রত্যাপিষ্টপিণ্ডিকা ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! জন্মরূপ জলাশয়ে মনোরূপ কর্দ্দমচারি মীন দুর্ব্বাসনা স্বরূপ সূত্রে বদ্ধ, নারীরূপ বড়িশি বিদ্ধ হইয়া গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য! যেমন সরোবর জলে পঙ্ক মধ্যে বিচরণ করে মৎস্য সকল, কিন্তু সূত্রে বদ্ধ পিটালিতে লৌহময় বড়িশ আচ্ছন্ন, লোভাকৃষ্টচিত্তে আহারাশয়ে আগত হইয়া সেই বড়িশে বিদ্ধ হইয়া গাঁথা থাকে, আর পলাইতে পারে না, সেইরূপ ইহ সংসারে মানব সকল জন্ম গ্রহণ করতঃ পঙ্কবৎ মলিন মনের গতিতে দুষ্টবিষয়বাসনাতে বদ্ধ, ভোগ লিপ্সু হইয়া প্রমদারূপ বড়িশে ছদ্রূপে গ্রথিত হয়, আর আপন ইচ্ছামত ভ্রমণে সুখী হইতে পারে না, অর্থাৎ মনে করে যুবতী সঙ্গ রঙ্গে সুখ ভোগ করিব, কিন্তু সে আশায় হতাশ হইয়া আশা রজ্জুতে বদ্ধ থাকিয়া পরিণামে নিয়ত কষ্ট ভোগ মাত্র করিতে থাকে ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর পুরুষ বশী করণের কারণ স্ত্রীরূপ, ইহা বিস্তার করিয়া রঘুবর্য্য বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মন্দুরঞ্চেতি)।

মন্দুরঞ্চতুরঙ্গানামালানমিব দন্তিনাং।
পুংসাং মন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা ॥ ২১ ॥

মন্দুরং মন্দুরাবাজিশালা ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ঋষিপুরন্দর! বামলোচনাগণ, মন্দুর অর্থাৎ অশ্বশালার ন্যায়, এবং দ্বিরদগণের বন্ধন স্তম্ভেরন্যায়, ও ভুজঙ্গ বন্ধন মন্ত্রৌষধিরন্যায়, পুরুষ বন্ধনের উপায় হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—অশ্ব যত বড় দুরন্ত হউক্ কিন্তু শালা মধ্যে বদ্ধ হইলে আর তাহার দৌরাত্ম্য থাকে না, হস্তী মদমত্তও যদি হয় কিন্তু স্তম্ভে বদ্ধ হইলেই শান্ত হয়, ভুজঙ্গ যতই গর্জ্জন করুক্ না কেন, কিন্তু মন্ত্রৌষধি প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়, সেইরূপ পুরুষমাত্র যতই চতুরতা ও শৌর্য্য বীর্য্য দাক্ষিণ্য সম্পন্ন হউক না কেন, কিন্তু প্রমদা জনের প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে আর তাহার কোন কার্য্যেই স্বাধীনতা থাকে না, একারণ যুবতিগণকে পুরুষবশের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

স্ত্রীরূপ লোভের অভাবে বিশ্বস্থিতি হইতে পারে না তদর্থে শ্রীকৌশল্যা নন্দন, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নানারসবতীতি)।

নানারসবতীচিত্রা ভোগভূমিরিয়ং মুনে।
স্ত্রিয়মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহহি সংস্থিতিঃ ॥ ২২ ॥

ইয়ং ভোগভূমির্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণা ইহসংসারেপরাং দৃঢ়াং সংস্থিতিং চিরস্থিতিং সংযাতাপ্রাপ্তা ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি কেশরিন্! এই সংসারে নানাপ্রকার রসবিশিষ্টা এবং বহুরূপ আশ্চর্য্য সমন্বিতা, এই ভোগ ভূমি পৃথিবী, কেবল যুবতীগণকে সমাশ্রয় করিয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—এই পৃথিবীতে যদি স্ত্রীরূপের সৃষ্টি না হইত, তবে কোন ক্রমেই ধরিত্রী লোকালয়বতী হইতে পারিতেন না, অর্থাৎ স্ত্রী সম্ভোগ লোভ না থাকিলে সকলেই বৈরাগ সমাশ্রয় করিত, আর কে সংসারধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া পরমার্থে বঞ্চিত হইয়া নিরর্থ কষ্ট ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইত? ইতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর দোষ পেটিকা স্বরূপে কামিনীরূপ বর্ণনা দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সর্ব্বেষামিতি)।

সর্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্রিকয়ানয়া।
দুঃখশৃঙ্খলয়ানিত্য মলমস্তু মমস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥

সুসমুদ্রিকয়া সংপুটিকয়াঅলং পর্য্যাপ্তং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ কৌশিক! সমস্ত দোষস্বরূপ রত্নের মুদ্রিকা অর্থাৎ পেটিকা স্বরূপা কামিনী, তাহাতে দুঃখরূপ শৃঙ্গল, যদ্দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এমন যুবতি দ্বারা কি ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে? অতএব আমার নারীতে কোন প্রয়োজন নাই ইতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ব্যর্থ স্ত্রীরূপে সারতা মাত্র নাই ইহা শ্রীরঘুবর মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(কিংস্তনেনেতি)।

কিং স্তনেন কিমক্ষ্ণাবা কিং নিতম্বেন কিং ভ্রুবা।
মাংস মাত্রৈকসারেণ করোম্যহমবস্তুনা ॥ ২৪ ॥

অবস্তুনাতুচ্ছেন ॥ ২৪ ।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! কামিনীস্তনমণ্ডলের কি শোভা? বিশাল লোচনদ্বয়েই বা কি? স্মর শরাসনসদৃশ ভ্রূযুগলেই বা কি শোভা আছে? কেবল মাংস মাত্রই সার, অতএব নারীর রূপ লাবণ্যাদিকে আমি অসার বস্তুর সহিত তুলনা করি॥ ২৪॥

তাৎপর্য্য।—অসারতাপ্রযুক্ত স্ত্রীরূপকে আমার তুচ্ছবোধ হইতেছে, একারণ স্ত্রীতে আমার কোন প্রয়োজন হয় না, ইতিভাবঃ॥ ২৪॥

অনন্তর কিঞ্চিৎ পরেই মনোহর স্ত্রীরূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্য জন্মায় একারণ স্ত্রীরূপের নিন্দা করিয়া শ্রীরাম মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ইতোমাংসমিতি)।

ইতোমাংসমিতোরক্ত মিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতাং॥ ২৫॥

বিশরারুতাং বিশীর্ণতাং॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! এই স্ত্রীলাবণ্য মাংস শোণিত অস্থিমাত্র, কতিচিৎ বাসরের মধ্যেই বিশরারুতা হইয়া যায়, অর্থাৎ বিশীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া অতি বিকৃতাকার হইয়া উঠে, এমন স্ত্রীরূপে মনকে আসক্ত করা অতি অবিহিত ইতিভাবঃ॥ ২৫॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র নারীরূপ অচিরস্থায়ী, তদর্থে বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যাস্তাতেতি)।

যাস্তাতপুরুষৈঃ স্থূলৈর্ল্ললিতাস্মনুজৈঃ প্রিয়াঃ।
তা মুনে প্রতিভক্তাঙ্গ্যঃ স্বপন্তিপিতৃভূমিষু॥ ২৬॥

স্থূলৈরসূক্ষ্মদর্শিভিঃ ললিতালালিতাঃ পিতৃভূমিষু শ্মশানেষু॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

হে তাত! হে পিতৃবন্মান্য মহর্ষে! যে সকল রূপবতী যুবতিগণকে স্থূলবুদ্ধিজনে প্রিয়ারূপে লালন পালন করিয়া থাকে, পরিণামে সেই সকল নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন রূপে নিপতিত হইয়া পিতৃভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—স্থূলবুদ্ধি অর্থাৎ কামিনী রসরঙ্গামোদি বিমুগ্ধ পুরুষগণেরা সুখাধানী রূপে ললনাগণকে অতিশয় প্রিয়তমা বলিয়া মান্য করতঃ তাহাদিগের লালন পালন

করতঃ স্থিরযৌবনা রাখিতে যত্ন করে, কিন্তু কোনমতেই রক্ষা করিতে পারে না, কালবশে শ্মশানভূমিতে সেই প্রিয়তমারা বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিভক্তাঙ্গ রূপে শয়ন করে, অতএব এমত অসার তুচ্ছবস্তুতে আসক্ত হওয়াই মূর্খের কার্য্য। ইতিভাবঃ ॥২৬॥

নরনারীর পরস্পর নশ্বরতার দৃষ্টান্তে শ্রীরঘুকুলপাবন, কুশিককুলপাবন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যস্মিন্ ঘনতরস্নেহমিতি)।

যস্মিন্ ঘনতরস্নেহং মুখে পত্রাঙ্কুরাঃ স্ত্রিয়াঃ।
কান্তেন রচিতা ব্রহ্মন্ পীয়তে তেনজঙ্গলে ॥ ২৭ ॥

কর্পূরগোরোচনাচন্দনাদিকৃতাস্তিলকরচনাবিশেষাঃ। পত্রাঙ্কুরাঃ। পীয়তেশুচ্যতে বৈশোষৃণে অকর্ম্মকত্বাদ্ভাবেণঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! যে সকল কামিনীকান্ত পুরুষেরা কান্তাগণের শশাঙ্কসদৃশ মনোহর মুখমণ্ডলকে অতি স্নেহে তিলকাদি এবং অলকাদি রচনাদ্বারা সুশোভনীয় করে, যখন ঐ প্রিয়তমা বরাঙ্গনারা শ্মশানভূমিশায়িনী হয়, তখন সেই কান্তগণ তাহাদিগের সেই মুখচন্দ্রে অনলপ্রদান করিয়া দগ্ধ করে, অতএব এমন অসারে সারতা জ্ঞান করা অতিশয় মূর্খতা ইতিভাবঃ ॥ ২৭ ॥

অনন্তর আরো বিশেষরূপ স্ত্রীরূপের হেয়ত্ব পরিগ্রহার্থ শ্রীরাম, ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কেশাঃ শ্মশানবৃক্ষেষ্বিতি)।

কেশাঃ শ্মশানবৃক্ষেষু য়ান্তি চামরলেখিকাং।
অস্থীন্যুড়ুবদাভান্তি দিনৈরবনিমণ্ডলে ॥ ২৮ ॥

স্ত্রিয়ঃকেশাঃ লেখউল্লেখঃ। উৎপ্রেক্ষাসৈব লেখিকা তাং ভস্মধূরষত্বাজ্জীর্ণচামরবদুৎপ্রেক্ষ্যতায়াস্তি উড়ুবন্নক্ষত্রবৎ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! শ্মশানশায়িনী কামিনীগণের বিশীর্ণ দেহানন্তর কিছুদিনে কেশ সকল শ্মশানভূমিরুহের শাখায় সংলগ্ন হইয়া চামরলেখার ন্যায় বীজিত হইতে থাকে, কঙ্কালমালা সকল নক্ষত্রমালার ন্যায় বিচরিত হইয়া শ্মশানভূমিতে সুপ্রকাশিত হয়, অতএব ইহা চিন্তা করিয়া স্ত্রীপরিগ্রহে বাসনা হয় না ইতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥

পরে এই দেহের অবশিষ্ট কিছু মাত্র থাকে না, ইহা রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(পিবন্তীতি)।

পিবন্তি পাংশবোরক্তং ক্রব্যাদাশ্চাপ্যনেকশঃ।
চর্ম্মাণিচ শিবাভুঙ্‌ক্তে খং যান্তি প্রাণবায়বঃ॥ ২৯॥

পিবন্তিশোষয়ন্তি পাংশবোধূলয়ঃক্রব্যং মাংসমদন্তীতিক্রব্যাদাঅনেকশঃসন্তীতিশেষঃ। শিবাশৃগালী॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! মৃতকামিনীকায় শ্মশানভূমিতে পতিত হইলে * পাংশু সকল তাহার রক্ত পান করে, অনেকানেক † ক্রব্যাদগণে তাহার মাংস ভোজন করে, অবশিষ্ট শিরাচর্ম্মাদি ‡ শিবাগণে আহার করিয়া থাকে, প্রাণবায়ু সকল আকাশে লীন হইয়া যায়, অর্থাৎ অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না॥ ২৯॥

শ্রীরামচন্দ্র নারীরূপের চরমাবস্থার ফল বিশ্বামিত্রকে কহিয়া পরে যাহা কহিতেছেন, তাহা অত্রশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ইত্যেষেতি)।

ইত্যেষাললনাঙ্গানামচিরেনৈব ভাবিনী।
স্থিতির্মায়াবঃ কথিতা কিং ভ্রান্তি মনুধাবথ॥ ৩০॥

স্থিতিঃপরিণতিঃ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ কুশিকাত্মজ! অচিরকালের মধ্যে কামিনীগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে অবস্থা হয়, তাহা আমি কহিলাম, ইহাতে কি ভ্রান্তি আছে, তাহা আপনারা অনুধাবন করুন॥ ৩০॥

* পাংশু সকল রক্তপান করে, ইত্যর্থে ধূলাতে শোণিত শোষণ হয়।

† অনেকানেক ক্রব্যাদগণে মাংস ভোজন করে, ইত্যর্থে ক্রব্যশব্দে মাংস, মৃতমাংস ভুক্‌কে ক্রব্যাদ বলে, অর্থাৎ কঙ্ক গৃধ্র কুক্কুরাদিরা ক্রব্যাদভুক্।

‡ শিবাপদে শৃগাল।

স্ত্রীরূপের উৎপত্তি বিষয়ে মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা—(ভুতপঞ্চকসংঘট্টেতি)।

ভুতপঞ্চক সংঘট্ট সংস্থানং ললনাভিধং।
রসাদভি পতত্যেতৎ কথং নামধিয়ান্বিতঃ॥ ৩১॥

সংঘট্টং সংঘট্টস্তৎকৃতং সংস্থানং সন্নিবেশং রসাৎ রাগাৎধিয়ান্বিতো বুদ্ধিমান্ কথমভিপততু অর্হেন্নত্যইচশ্চেতি চকারেণলোডপি সমচ্চিয়ত ইতিকেচিৎ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! পঞ্চভুত বিনির্ম্মিত দেহকে নারীনামে খ্যাত করা যায়, ইহাতে অন্য পদার্থে আর কিছুই নাই, অতএব এই সকল ঘৃণিত অবয়বের প্রতি অনুরাগী হইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কেন নিরর্থ পতিত হয়? ইহাই আশ্চর্য্য॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—সকল দেহেরই এই অবস্থা, তাহাতে নারীজুগুপ্সা কথন নিমিত্ত স্ত্রীরূপেরই প্রার্থনারূপে নশ্বরতা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ এই পরমা রূপবতী বলিয়া স্ত্রীরূপে মগ্ন হওয়া অনুচিত অর্থাৎ যে পতিত হয়, তাহাকে বুদ্ধিমান্ কে বলে? ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৩১॥

অনন্তর যুবতিচিন্তক পুরুষের চিন্তাকে লতারূপে বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা—(শাখা প্রতান গহনেতি)।

শাখাপ্রতানগহনাকট্বম্লফলশালিনী।
সুতালোত্তানতামেতি চিন্তাকান্তানুসারিণী॥ ৩২॥

পারলৌকিকং দুঃখং কটুকফলং ঐহিক শোকরাগাদিকন্ত্বীষৎ সুখলবসিশ্রত্বাৎ কট্বম্লং সুতালেতি লতাবিশেষঃ। তৎপক্ষেশলাটূনাং পটুভাবালানামম্লতা উত্তানতাং ঊর্দ্ধং বিস্তীর্ণতাং॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! কামিনীচিন্তক পুরুষের কান্তানুসারিণী চিন্তা সুতালাখ্যা লতা গহনাকারস্বরূপা, অতি উত্তানতা প্রাপ্তা হইয়াছে, অর্থাৎ উর্দ্ধে বিস্তৃতা হইয়াছে, এবং কটু অম্লরসযুক্তা ফল শালিনী হয়॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য।—যেমন সুতালালতার ফল কটু অথচ অম্লরসযুক্ত, পুরুষের কান্তানুসারিণী চিন্তালতার ফল ও কটুও অম্লরস যুক্ত হয়, অর্থাৎ পারলৌকিক দুঃখদায়ক

ইত্যর্থে কটু, ঐহিকে শোক রাগাদি ঈষৎ সুখরস লেশ হেতুক অম্ল, সুতরাং কটুম্ল-রসান্বিত ফল ব্যাখ্যা করেন ইতিভাবঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর যুবতি ভরণার্থ পুরুষের ব্যস্থতা বর্ণন করিয়া রঘুবর মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(কাদৃগ্ভূততয়েতি)।

কাদিগ্ভূততয়াচেতো ঘনগর্দ্ধান্ধমাকুলং।
পরংমোহমুপাদত্তে যূথভ্রষ্টমৃগোযথা ॥ ৩৩ ॥

আকুলং উক্ত চিন্তয়েতিগম্যতে অতএব ঘনেন নিবিড়েনগর্দ্ধেন ধনাভিলাসেনান্ধং কাং দিশং গমিষ্যামিক্কধনং লপ্স্যামীত্যেবং ভূততয়া চেতোমোহমুপাদত্তে ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! যেমন সযূথ ভ্রষ্ট মৃগ ব্যাকুলতা প্রযুক্ত মুগ্ধ হইয়া কোন্ দিগে ধাবমান হইবে তাহার নিশ্চয় করিতে পারেনা, তাহার ন্যায় কামিনী ভরণ চিন্তক পুরুষও ব্যাকুলতা প্রযুক্ত মুগ্ধ হইয়া গাঢ়তর বিষয়াভিলাষে গাঢ়তর অন্ধ প্রায় দিগবলোকন করিতে পারেনা, অর্থাৎ, কোন দিগে কোথায় গিয়া ধনপ্রাপ্ত হইবে এই চিন্তাতেই মহামোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তাৎপর্য্য সুগম।

অনন্তর করি করেণুর উপমায় শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে স্ত্রীবশ্য ব্যক্তির দুরবস্থা কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(শোচ্যতাং পরমং যাতীতি)।

শোচ্যতাং পরমাং যাতি তরুণস্তরুণাপরং।
নিবদ্ধঃকারিণী লোলোবিন্ধ্যখাতে যথাগজঃ ॥ ৩৪ ॥

খাতে গর্ত্তে ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌষিক! করীগণ যেমন করেণুর বশীভূত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বত সন্নিহিত খাতের মধ্যে নিপতিত হইয়া বদ্ধ হয়, এবং বন্ধন জন্য শোচ্যমান হয়, তাহার ন্যায় যুবতিগণের বশীভূত হইয়া যুবাগণ শোকের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—বন্য হস্তী ধারক গণেরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট খাত করিয়া পালিত করিণী দ্বারা বন্যগজকে প্রলোভিত করতঃ করিণীর বশে আনিয়া গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া বন্ধন করে, সেই বদ্ধ হস্তী পরিণামে মহাশোকে মগ্ন হয়, তদ্রূপ কামিনী লোকে

মগ্ন পুরুষ মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া সংসাররূপ গর্ত্তে পড়িয়া নিরন্তর শোকে পরিতাপিত হইতে থাকে, ইতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর স্ত্রী পরিত্যাগে যে সুখ সম্ভাবনা, তদর্থে শ্রীরঘুনাথ কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছেতি)।

যস্যস্ত্রী তস্যভোগেচ্ছানিস্ত্রীকস্যকভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বাজগত্ত্যক্তং জগত্যক্ত্বাসুখাভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

ভবনং ভূঃ সম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মুনিবর! যে ব্যক্তির স্ত্রী আছে তাহারি ভোগে ইচ্ছা হয়, স্ত্রী বিহীন জনের ভোগস্পৃহা থাকেনা, অতএব যে ব্যক্তি স্ত্রী পরিত্যাগী সেই জগৎ পরিত্যাগী, যেহেতু জগৎ পরিত্যাগ না করিলেও অখণ্ড সুখভোগী হইতে পারে না, অর্থাৎ জগৎ পরিত্যাগ করিলেই সুখী হইতে পারে, ইতিভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ তাৎপর্য্য সুগম।

রঘুকুলপ্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে বিতৃষ্ণতা সূচক আত্মাভিমত শ্রীকুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(আপাতমাত্রেতি।

আপাতমাত্রমরণেষু সুদুস্তরেষু
ভোগেষু নাহমলিপক্ষতিচঞ্চলেষু।
ব্রহ্মন্নমেমরণ জন্মজরাদিভীত্যা
শাম্যাম্যহং পরমুপৈমিপদং প্রযত্নাৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে স্ত্রী জুগুপ্সানামৈক
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

পক্ষতিঃ পক্ষমূলং মরণং জন্মজরাদিভীত্যাভোগেম্বহং নরমে ইতিসম্বন্ধঃ শাম্যাম্যুপরতোস্মি। উপৈমীতি বর্ত্তমানমাসীপোবর্ত্তমানবৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রী বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে স্ত্রীজুগুপ্সানামে
একবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! ভ্রমরের পক্ষমূলের ন্যায় চঞ্চল, এই বিষয় জাতমাত্র বিনাশী, অতিশয় সুদুস্তর, অতএব জন্ম জরা মরণাদি ভীতিপ্রযুক্ত বিষয় ভোগে আমার চিত্ত রঞ্জনা

হয়না, এক্ষণে বিশ্রান্তি হেতু যত্ন দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি, অর্থাৎ কিরূপে আমি সেই বিষ্ণুর পরমপদে অধিগমন করিতে পারি তাহারি যত্ন করিতেছি॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয় অতি চঞ্চল, জাতমাত্র বিনাশি অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর, অথচ দুস্তর অর্থাৎ দুঃখেও বিষয় পার হইতে পারেনা, যে বিষয় পরিগ্রহে পুনঃ২ জন্ম, পুনঃ২ মৃত্যু পুনঃ২ জরাবস্থা গ্রহণ করিতে হয়, সেই ভয়ে বিষয় ভোগে বাসনা আমার হয়না, কেবল যোগিধ্যেয় অর্থাৎ যোগিদিগের চিন্তনীয় যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, কোন ভয় নাই, সর্ব্বদাই অখণ্ড সুখে বিহার হয় সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত্যর্থেই যত্ন হইতেছে ইতিভাবঃ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামের নারী জুগুপ্সানামে একবিংশতি সর্গঃ সমাপনঃ॥ ২১ ॥

—০০-*-০০—

দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

দ্বাবিংশতি সর্গের সম্যক্ ফল বৃদ্ধাবস্থার পরিনিন্দায় টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যথা শোক, মোহ, বিয়োগ, রোগ, বিষাদ. এবং মদ মত্ততা অর্থাৎ মমতা সমূহ আসিয়া বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, সুতরাং চিন্তা ও পরিভবের বাসস্থান ভূত বৃদ্ধত্ব, অতএব বৃদ্ধাবস্থার নিন্দা করিতেছি॥ ০ ॥

শ্রীরামউবাচ।

১ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র বাল্য ও যৌবনাবস্থার বিফলত্ব জানাইয়া বৃদ্ধাবস্থার নিন্দা করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(অপর্য্যাপ্তংহীতি)।

অপর্য্যাপ্তংহি বালত্বং বলাৎপিবতি যৌবনং।
যৌবনঞ্চ জরাপশ্চাৎ পশ্যকর্কশতাং মিথঃ॥ ১ ॥

শোকমোহবিয়োগার্ত্তি বিষাদমদসংকুলং।চিন্তাপরিভবস্থানং বৃদ্ধত্বমিহ নিন্দ্যতে॥ নম্নু কামাদি দোষপ্রাবল্যামাস্তু যৌবনে সুখং বৃদ্ধাবস্থায়াং তু তদুপশান্তৌবিনীতৈঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্গৃহে সেব্যমানস্য বহুতরং সুখং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য তত্র দুঃখস্থানানা-মানন্ত্যং বিস্তরেণবিবক্ষুঃ প্রথমং স্বকুলগ্রাসিসর্পাণাং দয়াপরকুলে কুতইতি ন্যায়েন কর্কশতমত্বমাহ অপর্য্যাপ্তমিতি। অপর্য্যাপ্তমসংপূর্ণং ক্রীড়াকৌতুকাদ্যভিলাষেপিবতি-গ্রসতি যৌবনঞ্চস্নানাদি ভোগাভিলাষে অপর্য্যাপ্তমিতিযোজ্যং॥ ১ ॥

অন্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! পুরুষের অসংপূর্ণ বাল্যকাল ক্রীড়া কৌতুকাভিলাষ প্রদর্শন দ্বারা পুরুষ মাত্রকে গ্রাস করিয়া থাকে, অনন্তর যৌবনকাল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাভিলাষে বলপূর্ব্বক সকলকে গ্রাস করে, পশ্চাৎ ভয়ঙ্কর জরাবস্থা আসিয়া ঐ যৌবনাবস্থাকে দূরীকৃত করিয়া সর্ব্বগ্রাসক হয়, বিবেচনা করিলে পরস্পর কোন অবস্থাই পুরুষের সুখ জনিকা নহে॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি বাল্যকালে পরাধীনত্ব প্রযুক্ত অভিলষিত সুখে বঞ্চিত ও যৌবনে প্রবলতর কামাদিদোষ হেতুক পরিশুদ্ধ সুখাভাব হয়, তবে বৃদ্ধাবস্থায় তত্তদ্দোষো-

পশান্তিজন্য সুখবোধ হইতে প্যারে? অর্থাৎ বিনীত পুত্র পৌত্র কন্যাদৌহিত্রাদি কর্ত্তৃক পবিসেবিত্ব জন্য বহুতর সুখানুভব হইবে, জীবের এই আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বৃদ্ধাবস্থার কর্কশতা বর্ণনা দ্বারা অনন্ত দুঃখের স্থান স্বরূপ বৃদ্ধকালের বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন, অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা যে পুরুষ প্রতি কর্কশ না হইয়া দয়া প্রকাশ করিবে ইহার সম্ভাবনা কি? এই শরীরের অবস্থা সকল সর্পবৎ পরস্পর হিংসা করিয়া থাকে, অতএব স্বকুল গ্রাসক সর্পের পরকুলের প্রতি দয়া কি? এই ন্যায়ে অবস্থা প্রতি বিশ্বাস নাই সকল অবস্থাই দুঃখ দায়িনী ইতিভাবঃ॥ ১ ॥

অনন্তর জরাবস্থা যে জীবের বিশেষরূপ বিনাশিকা হয়, তাহার বহুল দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরঘুনাথ কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(হিমাশনিরিতি)।

হিমাশনি রিবাম্ভোজং বাত্যেব শরদম্বুকং।
দেহং জরানাশয়তি নদীতীর তরুং যথা॥ ২ ॥

পামরাণাং পুরপ্রেমাস্পদসুখায়তনস্য দেহস্যৈবশিথিলীকরণে কতত্র সুখপ্রত্যাশেত্যাহ হিমাশনিরিবেত্যাদিনা হিমং অশনির্বজ্রমিবেতি হিমাশনিঃ অম্বুকং অম্বুকণং তৃণাগ্রস্থমিতি যাবৎ জরঠরূপিণীত্যেৎপ্রেক্ষিতং যদি স্বয়ং তথানস্যাৎ কথমন্যাং স্তথাকুর্য্যাদিতিবিষলবোমুক্ত ইতি শেষঃ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! হিম যেমন বজ্রতুল্য পদ্মফুল নাশক, প্রবল বাত্যা অর্থাৎ ঝটিকাতে যেমন শরৎকালীন জলকণাকে বিনাশ করে, নদী যেমন তটস্থ বৃক্ষের বিনাশিকা হয়, সেইরূপ জরাবস্থাও পুরুষের দেহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধত্ব অতি নিন্দনীয় ইতিভাবঃ॥ ২ ॥

বৃদ্ধাবস্থাতে পুরুষ স্ত্রী সন্নিধানে সর্ব্বদাই তর্জ্জিত হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মুনিচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(শিথিলেতি)।

শিথিলা দীর্ঘসর্ব্বাঙ্গং জরাজীর্ণ কলেবরং।
সমং পশ্যন্তি কামিন্যঃ পুরুষং করভং যথা॥ ৩ ॥

সমশব্দোঽত্র সর্ব্বপর্য্যায়ঃ। কামিন্যা জরাজীর্ণকলেবরং সর্ব্বপুরুষং করভং উষ্ট্রং যথাতথাপশ্যন্তিতদেবোপপাদয়ন্তিশিথিলেতি শিথিলানাদীর্ঘাণিসর্ব্বাঙ্গানি যস্যতং। ৩

হে মুনিবর কৌশিক! জরাজীর্ণ কলেবর, অবশীভূত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুরুষ সকলকে যুবতীগণেরা নাশাবিদ্ধ করভ ন্যায় অনুদর্শন করিয়া থাকে অর্থাৎ নিয়ত আজ্ঞাধীন করিয়া রাখে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—জরাজীর্ণ পুরুষকে করভ ন্যায় কামিনী গণেরা যে দেখে, তাহার এই অভিপ্রায়, করভ শব্দে হস্তীশিশু বা গোবৃষ এবং উষ্ট্রশিশুকে বলে অর্থাৎ এখানে গোবৃষ ও উষ্ট্রকে বুঝাইতেছে যেহেতু নাশাবিদ্ধ গোবৃষ কি উষ্ট্র বাহকের বশীভূত হইয়া তদনুসারে ভারাদিবহন করিয়া থাকে, লৌকিকে নাকফোড়া বলদ বলিয়া উক্ত করে, যেমন পরাধীনতায় জীবন অতিপাত করে, তাহার ন্যায় জরাবস্থ পুরুষেরা কামিনীর আজ্ঞাবহ হইয়া তদনুমতিতে সংসার ভার বহন করিয়া কালক্ষেপ করে কোনমতে আত্মসুখানুভব করিতে পারেনা ॥ ৩ ॥

অনন্তর জরাবস্থায় পুরুষের যে বুদ্ধি বিলোপ হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা রঘুবর মুনিনাথ কৌশিককে কহিতেছেন। যথা।—(অনায়াসেতি)॥

অনায়াস কদর্থিন্যা গৃহীতেজরসাজনে।
প্রলাপ্যগচ্ছতি প্রজ্ঞা সপত্ন্যেবাহতাঙ্গনা ॥ ৪ ॥

অনায়াসেন বিনৈবায়াসং কদর্থয়িতুং দৈন্যং প্রাপয়িতুং শীলং যস্যাঃ। আহতা পরিভূতা ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম মুনিবর! স্বভাবত দৈন্য প্রদায়িনী জরাবস্থা পুরুষকে বশীভূত করিলে পর সহজেই প্রজ্ঞানাম্নী সর্ব্বভাব নিশ্চয় কারিণী প্রিয়া বুদ্ধি ঐ জীর্ণ পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, যেমন সপত্নী কৃত তাড়িতা হইলে] অন্যা স্ত্রী আক্ষেপ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়া থাকে তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য!—যেমন এক পুরুষের পত্নীদ্বয় থাকিলে বিরোধোপস্থিত হয়, তাহাতে নবীনাস্ত্রী বলবতী হইয়া পূর্ব্ব পরিণীতা পত্নীকে তিরস্কার করিলে, সে সহ্য করিতে না পারিয়া আক্ষেপ যুক্তা হইয়া স্বামী গৃহ ত্যাগ করতঃ পিত্রালয়ে গমন করে, তাহার ন্যায় পুরুষের জরাবস্থা কর্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া আক্ষেপ যুক্তা প্রজ্ঞা তদ্দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, অর্থাৎ জরাবস্থায় বুদ্ধিলোপ হয়, ইতিভাবঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর জরাবস্থ পুরুষমাত্র হাস্যাস্পদ ভাজন হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(দাসাইতি)।

দাসাঃ পুত্ত্রাস্ত্রিয়শ্চৈব বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
হসন্ত্যুন্মত্তকমিব নরং বার্দ্ধককম্পিতং ॥ ৫ ॥

উন্মত্তকমিতিকুৎসায়াং কন্ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষে! দারাপত্য দাস দাসী বন্ধু বান্ধব সুহৃদগণ সকলেই জরাবস্থায় পুরুষকে কম্পিত দেখিয়া উন্মত্তবৎ জ্ঞানে হাস্য করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃদ্ধাবস্থা অতি নিষ্ফলা, তাহাতে পুরুষকে সকলেই উপহাস করে, অর্থাৎ পাগলকে দেখিয়া যেমন সকলে পরিহাস করে, সেইরূপ কম্পিত কলেবর জরাবস্থ পুরুষ হাস্যাস্পদ জানিবেন, সুতরাং এ অবস্থা কাহার সুখদায়িনী হয়? তাহা বলুন্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর বৃদ্ধাবস্থায় বিষয় তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়, তদভিপ্রায়ে রঘুবংশ প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দুষ্প্রেক্ষমিতি)।

দুঃপ্রেক্ষং জরঠং দীনং হীনং গুণপরাক্রমৈঃ।
গৃধ্রোবৃক্ষমিবাদীর্ঘং গর্দ্ধোহভ্যেতি বৃদ্ধকং ॥ ৬ ॥

আদীর্ঘমতি দীর্ঘং গর্দ্ধোভিলাষাতিশয়ঃ। বৃক্ষপক্ষে সফল শাখাবিটপবিস্তারণেন পরেষাং পক্ষ্যন্তরাণাং আক্রমণৈঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! গৃধ্র পক্ষী যেমন বৃক্ষ সকলের উচ্চ স্থানকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিষয় বাসনাও জরাজীর্ণ দুষ্প্রেক্ষ অর্থাৎ দৃষ্ট কুৎসিত চক্ষুহীন গুণ পরাক্রম বর্জ্জিত বৃদ্ধ পুরুষকে সমাশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—জরাকালে পুরুষকে শোভাহীন, দৃষ্টিহীন, ভোগহীন, কুদৃশ্য, পরাক্রম হীন, গুণকার্য্যহীন করে, কেবল ধনাশাও জীবিতাশাই বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধি পায় একারণ বিষয়াভিলাষকে শকুনিরূপে বর্ণন করিয়া পুরুষকে উচ্চতর বৃক্ষাকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ বৃদ্ধকালে সর্ব্বসুখ বর্জ্জিত হইয়াও আশার নিবৃত্তি হয় না ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর বৃদ্ধাবস্থায় দিনদিন বাসনার বৃদ্ধি হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দৈন্যদোষময়ীতি)।

দৈন্য দোষময়ীদীর্ঘা হৃদিদাহপ্রদায়িনী।
সর্ব্বদা মে বালসখী বার্দ্ধকে বর্দ্ধতেস্পৃহা ॥ ৭ ॥

দৈন্যদোষ প্রচুরা ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলচূড়ামণে! দীনত্বাদি দোষপ্রচুরা, এবং অন্তর্দ্দাহপ্রদায়িনী দীর্ঘতমা বাসনা, আমার বালসখীরন্যায় বৃদ্ধকালে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—বালসখী অর্থাৎ জরা পুরুষের নবীনা যুবতীর ন্যায় যেমন দিন দিন বাড়িতে থাকে, সর্ব্বকার্য্যাক্ষম বৃদ্ধপুরুষ তেমন তাহাকে দেখিয়া অনুদিন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হয়, এবং দৈন্যদোষ সমূহ অন্বিত হয়, অর্থাৎ তাহার ঐ নবযুবতী উপভোগের যোগ্য হয় না, সেইরূপ জরাজীর্ণ পুরুষের বিষয় বাসনাও দৈন্য সন্তাপপ্রদায়িনী; অর্থাৎ বাসনানুরূপ সুখসম্ভোগ করিতে অক্ষম, এবিধায় জরাবস্থাকে গ্রহণ করিতে কাহারই বাসনা হয় না, ইতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধাবস্থায় সহসা সর্ব্বপ্রকার ভয় উপস্থিত হইতে থাকে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কর্ত্তব্যং কিমিতি)।

কর্ত্তব্যং কিং ময়াকষ্টং পরত্রাপ্যতি দারুণং।
অপ্রতীকার যোগ্যংহি বর্দ্ধতে বার্দ্ধক্যে ভয়ং ॥ ৮ ॥

কষ্টমিতিদৌর্ম্মনস্যদ্যোতকোৎপাতঃ ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! হা? কি কষ্ট, এখন কি উপায় কর্ত্তব্য, ও পারত্রিকের অনিবার্য্য নিদারুণ, ভয়, বৃদ্ধকালে সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হইতে থাকে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃদ্ধাবস্থায় পূর্ব্বকৃত সদসৎ কর্ম্মের অনুস্মরণ করতঃঃ বিষণ্ণতা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ হায় আমি কি করিয়াছি এখন আমি কি করি, কিরূপে পরকালে পরিত্রাণ পাইব এই অনিবার্য্য নিদারুণ ভয় হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তন্নিমিত্ত নিয়ত সন্তাপিত থাকে, অতএব বৃদ্ধাবস্থা বড় ভয়ঙ্কর, ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বোৎসাহবর্জ্জিত ক্ষুদ্র পুরুষের বৃদ্ধাবস্থা বৈমনস্য কারণ, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কোহমিতি)।

কোহং বরাকঃ কিম্বিব করোমি কথমেবচ।
তিষ্ঠামি মৌনমেবেতি দীনতোদেতি বার্দ্ধকে ॥ ৯ ॥

কোহমিত্যাদিদীনতায়া এবোল্লেখঃ কিং কথং শব্দৌ সাধ্যসাধনপরৌ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! আমি কে, এখন কি করি, হা? আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, অতি দীন হইলাম, কাহা হইতে আমার দুঃখ শান্তি হইবে, কাহার সহিত বা আলাপ করিয়া সুখী হইব, এখন আমি মৌন হইয়াই থাকি, বৃদ্ধাবস্থায় এইরূপ চিন্তায় দিন দিন পুরুষের দীনতা বৃদ্ধি হইতে থাকে ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে যৌবনাদি সময়ে যেরূপ উৎসাহ থাকে, পরে বৃদ্ধাবস্থায় সকলের নিকট তদ্বিনিময়ে অনাদর প্রাপ্তে অত্যন্ত খেদিত হইতে হয়, এবং বিষণ্ণতাযুক্তচিত্ত ও ক্ষোভিত হইতে হয়, ইহাই জানাইয়াছেন অর্থাৎ সেই আমি, এই অবস্থায় আছি, ইতি সন্তাপ মাত্র ॥ ৯ ॥

অনন্তর বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদাই লোভ জন্মে, সুস্বাদুদ্রব্য ভোজনের স্পৃহা হয়, তদপ্রাপ্তে দুঃখ জন্মে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কথংকদামইতি)।

কথং কদামেকিম্বিব স্বাদুস্যাদ্ভোজনং জনান্।
ইত্যজস্রং জরাচৈষাং চেতোদহতিবার্দ্ধকে ॥ ১০ ॥

বার্দ্ধকেজনান্ প্রাপ্যএষা উক্ত লক্ষণা অপরাপি চেতোদহতি ইতিসম্বন্ধঃ ইহপূর্ব্বশ্লোকেচ ইবশব্দৌ বিষয়বিসংবাদদ্যোতনার্থঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি প্রবর! বৃদ্ধাবস্থায় জরা আসিয়া উপস্থিত হইলে সর্ব্বদাই পুরুষের আহারার্থ লোভকে উপস্থিত করে, কি প্রকারে কখন কিরূপ স্বাদুদ্রব্য ভোজন হইবে, এই চিন্তায় নিয়ত চিত্তকে দগ্ধ করেঃ ॥ ১০ ॥ তাৎপর্য্য সুগম।

এবং প্রাচীনাবস্থায় সকল সুখ খাট হয় কেবল আশারই বৃদ্ধি, তদর্থে কৌশলেয় শ্রীরাম গাধিতনয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(গর্দ্ধোভ্যুদেতীতি)।

গর্দ্ধোভ্যুদেতিনোল্লাসমুপভোক্তুং ন শক্যতে।
হৃদয়ং দহ্যতেনূনং শক্তিদৌস্থ্যেন বার্দ্ধকে ॥ ১১ ॥

ভোক্তুং শক্তৌ জরসাশক্তিস্তচ্ছক্তৌ ভোক্তুমশক্তিরিত্যাদিশক্তিদৌস্থ্যং ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি ঋষভ! বৃদ্ধকালে পুরুষের সকল বিষয়েই ভোগ বাসনা জন্মে, কিন্তু কোন বিষয়েরই উপভোগ করিবার সামর্থ্য থাকে না, তন্নিমিত্ত কেবল আত্ম শক্তির দুস্থতায় নিশ্চিত হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে এইমাত্র ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃদ্ধকালে গতি রতি মতি প্রভৃতির হীনতা জন্মে, কিন্তু আশা অতি বলবতী হয়, তন্নিমিত্ত নিয়ত বাসনানুসারে সুখ ভোগেচ্ছু হইয়া সকল বিষয়ে আগ্রহতা হয়, কিন্তু কিছুই ভোগ করিতে পারে না অথচ বিরক্তও হয় না, নিরন্তর মনোগ্নিতাপে দন্দহ্যমান হইতে থাকে, অর্থাৎ যখন ভোগ সামর্থ থাকে, তখন জরা প্রবলা হইতে পারে না, যখন জরা আক্রমণ করে তখন ভোগ সামর্থ্য রহিত হয়, পূর্ব্বাবস্থানুস্মরণে জরায় চিন্তাকুল হয়, অতএব জরাবস্থা অতি নিন্দনীয়া ইতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর ক্রৌঞ্চীর বৃক্ষাগ্রস্থিতির দৃষ্টান্তে জরাবস্থার স্বরূপতা বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—জরাজীর্ণবকীতি)।

জরাজীর্ণবকী যাবৎ কায়ক্লেশাপকারিণী।
রৌতিরোগারগাকীর্ণা কায়দ্রুমশিরস্থিতা ॥ ১২ ॥

কায়ক্লেশৈঃ পীড়নৈরপকারিণীবকা অপি স্বাশ্রয়দ্রুমপীড়িকাত্বং প্রসিদ্ধং রোগলক্ষণেনোরগেণাকীর্ণাগ্রস্তা যাবদ্রোগিতা তাবৎমরণ কৌশিকঃ কুতোপ্যাগতএবছশ্যত ইতিসম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দন! যদবধি কায়ক্লেশপ্রদায়িনী জীর্ণকরী, বিশেষ শরীরাপকারিণী বকীস্বরূপা জরাবস্থা দেহস্বরূপ বৃক্ষের উপরিস্থিতা হয়, তদবধি রোগরূপ সর্প বেষ্টিতা হইয়া নিরন্তর শব্দ করিতে থাকে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—বৃক্ষাগ্র বাসিনী বকী সর্পকুলকর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়া তাবৎ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, যাবৎ পেচককুলেরা আসিয়া মস্তক চ্ছেদন করিয়া না ফেলে? তদ্রূপ

জীবের জরাবস্থাও দেহস্বরূপ বৃক্ষের উপরিভাগে স্থিতা নানা প্রকার কায়ক্লেশ দ্বারা অপকারিণী হয়, রোগ রূপ সর্পগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া মরণরূপ পেচকা গনন পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, অর্থাৎ সংসার মমতা প্রকাশক শব্দ নিয়ত ব্যাহৃত হয় ইতিভাবঃ॥ ১২ ॥

অন্যদপি মরণাশঙ্কার সমাগতিচ্ছলে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(তাবদাগত ইতি)।

তাবদাগত এবাশু কুতোপি পরিদৃশ্যতে।
ঘনান্ধ্যাতিমিরাকাঙ্ক্ষী মুনেমরণকৌশিকঃ॥ ১৩ ॥
সায়ং সন্ধ্যাং প্রজাতাংবৈতমঃ সমনুধাবতি।
জরাং বপুষি দৃষ্টেব মৃতিঃ সমনুধাবতি॥ ১৪ ॥

ঘনমান্দ্যমূর্চ্ছাতদেবহিতমঃ অন্ধকারঃ॥ ১৩ ॥ পূর্ব্বাক্যার্থে দৃষ্টান্তঃ প্রজাতাং সংভূতাং॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! যেমন উপস্থিত সায়ংকালে পরিপূর্ণ অন্ধকার আসিয়া প্রবিষ্ট হইলে ঘনান্ধকারাকাঙ্ক্ষী পেচকগণ কোথা হইতে আগত হয়, তদ্রূপ পুরুষের শরীরে অন্ধকার স্বরূপ জরাবস্থার আগমন দৃষ্টে মরণরূপ কৌশিক অর্থাৎ পেচকবৎমৃত্যু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ তাৎপর্য্য সুগম। অর্থাৎ জরা হইলেই মৃত্যু অতি নিকট হয় ইতিভাবঃ।

অনন্তর মরণকে মর্কটবৎ দৃষ্টান্তে বৃক্ষাকার দেহ বর্ণন করিয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জরা কুসুমিতমিতি)।

জরাকুসুমিতং দেহদ্রুমং দৃষ্টেব দূরতঃ।
অধ্যাপততি বেগেন মুনে মরণমর্কটঃ॥ ১৫ ॥

অধি উপর্য্যাপততিতদ্বিনাশায়েতিভাবঃ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! জরারূপ পুষ্পিত বৃক্ষস্বরূপ কলেবরকে দেখিয়া বানর স্বরূপ মৃত্যু দূরে হইতে বেগে আসিয়া তাহাতে আরোহণ করে॥ ১৫ ॥

জরাবস্থা যে পুরুষের সুদর্শনীয়া নহে, তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরাম মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন।' যথা—(শূন্যাংনগরমাভাতীতি)।

শূন্যং নগরমাভাতি ভাতিছিন্নলতোদ্রুমঃ।
ভাত্যনাবৃষ্টিমান্ দেশো ন জরাজর্জ্জরং বপুঃ॥ ১৬॥

আভাতি ঈষচ্ছোভতেতি॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! বরং শূন্য নগরও সুদৃশ্য অর্থাৎ লোক বসতি শূন্য নগরও ভাল দেখায়, লতাবর্জ্জিত তরুবরও সুদর্শনীয় হয়, বৃষ্টি শূন্য দেশও বরং ভাল, তথাপি জরা জীর্ণ পুরুষদেহ রম্য হয় না॥ ১৬॥

অনন্তর গৃধ্রবৎ জরা যে জীবের মৃত্যুসূচক ধ্বনি করিয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা—(ক্ষণান্নিগরণায়েবেতি)।

'ক্ষণান্নিগরণায়ৈব কাশক্কণিতকারিণী।
গৃধ্রীবামিষমাদত্তেতরসৈব নরং জরা॥ ১৭॥

কাশঃক্বণিতং ধ্বনিস্তৎকরণশীলা গৃধ্রী আমিষমিবনরং জরসাবেগেন নিগরণায়ৈবাদত্ত ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! যেমন গৃধ্র পক্ষিণী চিৎকার করতঃ তৎক্ষণমাত্র বলপূর্ব্বক মাংস গ্রহণ করে, তদ্রূপ জীবের জরাবস্থা কাশ ধ্বনি করণপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই জীবকে গ্রাস করিয়া থাকে॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—গৃধ্রী পক্ষিণী পদে কাক্ মরণসূচক কা কা শব্দ করিয়া মৃত্যুবার্ত্তা দেয়, অথবা চিল্ল চিৎকার করতঃ চক্ষুর নিমিষে জনহস্ত হইতে আমিষ গ্রহণ করে, তদ্রূপ জরাবস্থা জীবের শরীরে কাশের শব্দ উদ্ভাবন করতঃ নাশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ জরাবস্থায় মৃত্যুসূচক কাশ রোগের উৎপত্তি হয় ইতিভাবঃ॥ ১৭॥

অনন্তর বিচ্ছিন্ননালীকপুষ্পাবস্থার দৃষ্টান্তে রঘুনাথ কুশিকনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দৃষ্টৈবেতি)।

দৃষ্ট্বৈব সোৎসুকেবাশু প্রগৃহ্য শিরসি ক্ষণং।
প্রলূনাতি জরাদেহং কুমারীকৈরবং যথা ॥ ১৮ ॥

প্রলুনাতিবিনাশয়তি কুমারী বালিকাকৈরবং কুমুদং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর বিশ্বামিত্র! বালিকারা যেমন বাল্যক্রীড়ার্থ আনত করতঃ কুমুদ পুষ্পের মস্তক ছেদন করিয়া লয়, তদ্বৎ এই জরাবস্থা শোভন কুমুদপুষ্পের ন্যায় পুরুষের যৌবন দেখিয়া আনন্দে পুলকিতা ও সোৎসুকা হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে অবিলম্বে পুরুষের মস্তককে নম্র করিয়া দেহকে বিনষ্ট করে॥ ১৮ ॥ তাৎপর্য্য সুগম।

শীতকাল যেমন ধূলাদ্বারা বৃক্ষাবলিকে বিশীর্ণ করে, তাহার ন্যায় জরা শরীরকে জীর্ণ করে, তদ্দৃষ্টান্তে শ্রীরাম ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা—শীৎকারেতি)।

শীৎকারকারিণী পাংশু পরুষাপারজর্জ্জরং।
শরীরং শাতয়ত্যেষাবাত্যেবতরুপল্লবঃ ॥ ১৯ ॥

বাত্যাত্রশিশিরর্ত্তু বায়ুসমূহঃ সাহিশীৎকারাদিকারয়তি শরীরং তরুপল্লবঞ্চ পাংশু ধ্বস্তং কৃত্বাবিদারয়ত্যেবং জরাপি ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! শিশিরকালের বায়ু যেমন সপল্লব তরু সকলকে ধূলি ধূষরিত করিয়া পত্রাদিকে বিচ্ছিন্ন করে, তদ্রূপ এই জরাবস্থা সাবয়ব শরীরকে কম্প কম্পান্বিত করিয়া রুজরজে ধূষরিত করতঃ নিয়ত বিদীর্ণ করিয়া থাকে॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—সুগম অর্থাৎ জরাকালে শরীরের যে কম্প ও হস্ত পাদ মস্তকাদির বন্ধন শৈথিল্য হয়, ইহাই জানাইয়াছেন ইতিভাবঃ॥ ১৯ ॥

অনন্তর হিমকণা যেমন পদ্ম শ্রেণীকে মলিন করে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জরার অবস্থা কহিতেছেন। যথা—(জরসোপহত ইতি)।

জরসোপহতোদেহো ধত্তেজর্জ্জরতাং গতঃ।
তুষারনিকরাকীর্ণাং পরিম্লানাম্বুজশ্রিয়ং ॥ ২০ ॥

পরিম্লানাম্বুজস্য শ্রিয়ং সাম্যং॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! পুরুষের এই দেহ জরাবস্থার উপঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া বিগতশ্রীবিশিষ্ট হয়, যেমন হিমকণার উপঘাতে সরসিজ ফুলের মালিন্য জন্মিয়া থাকে॥ ২০ ॥

চন্দ্রজ্যোৎস্নায় কুমুদিনীর প্রকাশ দৃষ্টান্তে জরাবস্থার পুনর্ব্বর্ণন করিয়া রঘুনাথ মুনি-নাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জরাজ্যোৎস্নেতি)।

জরাজ্যোৎস্নাহিতৈরেয়ং শিরঃ শিখরিপৃষ্ঠতঃ।
বিকাশয়তি সংবদ্ধং বাতকাশ কুমুদ্বতীং॥ ২১ ॥

জরৈব জ্যোৎস্নাকৌমুদীশিরএব শিখরিপৃষ্ঠং পর্ব্বতোর্দ্ধদেশঃ বাতকাশৌ রোগৌ তাবেব কুমুদ্বতীং কুমুদলতাং সংবদ্ধং সোদ্যোগং বিলাসয়তি॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! পর্ব্বতোপরিস্থিতা লতাবিশেষ কুমুদ্বতী পুষ্পকে প্রাপ্তমাত্রে যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা প্রকাশিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জরাবস্থাও পুরুষের পলিত শিরোপরি বাত রোগ এবং কাশ রোগের প্রকাশিনী হয়॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—জরাবস্থায় শ্বাস কাশ বাত রোগাদির উদ্ভাবন হয়, যেমন পর্ব্বতোপরি বিকশিত কুমুদ্বতী পুষ্প অথবা কুশ কাশ বাতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে ইতিভাবঃ॥২১

কালরূপি ভগবান্ জরাজীর্ণ পুরুষকে কুষ্মাণ্ড ফলবৎ আহার করিয়া থাকেন, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(পরিপক্কমিতি)।

পরিপক্কং সমালোক্যজরাক্ষার বিধূসরং।
শিরঃকুষ্মাণ্ডকং ভুঙ্‌ক্তেপুংসাং কালঃকিলেশ্বরঃ॥ ২২ ॥

জরৈবক্ষারো লবণাদিচূর্ণং তেনবিধূসরং উপস্কৃতমিতি যাবৎ। ঈশ্বরঃস্বামীশিরঃ কুষ্মাণ্ডস্য তেনৈবউৎপাদ্যবর্দ্ধিতত্বাৎ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! পরমেশ্বরকাল, পুরুষের মস্তককে পরিপক্ক কুষ্মাণ্ড ফলাকার তুল্য দেখিয়া, জরারূপ লবণাক্ত করিয়া কবলিত করিয়া থাকেন॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—কালই জগৎভক্ষক, কালই সকলকে গ্রাস করেন, সুতরাং কালেপরিপক্কফলরূপ পুরুষের শীর্ষবলি কালের আস্বাদনীয় হয়, ইত্যর্থে মরণোন্মুখ জরাবস্থ ব্যক্তির মরণই নিশ্চয় জানিবেন ইতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

গঙ্গাতটস্থ তরু সকল কালে যে উচ্ছিন্নমূল হয়, তদর্থে রঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জরাজহ্নুসুতেতি)।

জরাজহ্নুসুতোযুক্তা মূলান্যস্য নিকৃন্ততি।
শরীরতীরবৃক্ষস্য চলত্যাযুষিসত্বরং ॥ ২৩ ॥

জহ্নুসুতাগঙ্গা অভিরাম্নাদুদয়ুক্তেব আয়ুঃপ্রবাহেসত্বরং চলতিসেতি ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর গাধিতনয়! জলবেগদ্বারা সুরতরঙ্গিণী যেমন তীরস্থ বৃক্ষকে উন্মূলন করেন, বৃদ্ধাবস্থাও সেইরূপ দ্রুতগামী পবনায়ুর বেগদ্বারা জীবের শরীরকে উচ্ছিন্ন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ তাৎপর্য্য সুগমঃ।

অনন্তর মুষিক মার্জ্জার দৃষ্টান্তে জরাবস্থার পুনবর্ণন করতঃ রঘুরাজ মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(জরামার্জ্জারিকেতি)।

জরামার্জ্জারিকাভুঙ্‌ক্তে যৌবনাখুংতথোদ্ধতা।
পরমুল্লাসমায়াতি শরীরামিষগর্দ্ধিনী ॥ ২৪ ॥

যৌবনমেবাখনতিবিষয়বিলম্বিতাখুস্তং ভুঙ্‌ক্তেতথা শরীরামিষস্যগর্দ্ধিনীভক্ষণেষু ।২৪

অস্যার্থঃ।

ভো ঋষিশার্দ্দূল! মাংসগৃদ্ধিনী বিড়ালী যেমন উদ্ধতরূপে আহারার্থ ইন্দুরকে ধৃত করিয়া মহা আহ্লাদে ভোজন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মার্জ্জাররূপা মাংসাদিনী জরাবস্থা মূষিকাবৎ জীবের সশরীর যৌবনাবস্থাকে গ্রাস করিয়া পরমানন্দ যুক্তাহয় ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য!—বিড়ালে যেমন ইন্দুর গ্রহণে সত্বর হইয়া বেগ প্রকাশ করে, জরাবস্থাও তদ্রূপ যৌবন বিনাশার্থে সত্বর বেগবতী হয়, অর্থাৎ পুরুষের রূপ লাবণ্য যৌবন অতি অল্পকালেই বিনষ্ট হয় ইতিভাবঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর অমঙ্গল্য শিবাকৃত দৃষ্টান্তে জরালক্ষণ বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে! যথা—(কাচিদস্তীতি)।

কাচিদস্তিজগত্যস্মিন্না মঙ্গলকরীতথা।
যথাজরাক্রোশকরী দেহজঙ্গলজম্বুকী॥ ২৫॥

জরৈবদেহজঙ্গলে জম্বুকীশিবা আক্রোশোরোদনং আরাবশ্চ॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! যেমন জঙ্গল মধ্যে অমঙ্গল করী শৃগালের রোদন ধ্বনি তদ্রূপ জীবের শরীরেও জরার চিৎকার ধ্বনি অমঙ্গলকারিণী হয়, অর্থাৎ এমত অশুভ করী ধ্বনি ত্রিজগৎ মধ্যে আর নাই॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—যেমন বনমধ্যস্থ শৃগাল ধ্বনি, জীবের কলেবর রূপ কাননেও জরারূপা জাম্বুকী নিত্য অধিষ্ঠিতা থাকিয়া কাশধ্বনি স্বরূপ সেইরূপ অমঙ্গল শংসিনী হয়, অর্থাৎ জরাবস্থায় জীবের কোনমতে ভদ্রতা নাই ইতিভাবঃ॥ ২৫॥

বিশেষ রূপে আরো জরাবস্থার দৌরাত্ম্য সূচক ভাববর্ণন দ্বারা রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(কাশশ্বাসেতি)।

কাশশ্বাসসশীৎকারা দুঃখধুমতমোময়ী।
জরাজ্বালাজরত্যেষা যস্যাসৌদগ্ধএবহি॥ ২৬॥

আর্দ্রকাষ্ঠেদহ্যমানে জ্বালায়ামপিশীৎকারঃ প্রসিদ্ধঃ॥ ২৬॥

হে কুশিক তনয় মহর্ষে! দুঃখস্বরূপ ধূমায় অন্ধকারময়ী, এবং শ্বাস কাশাভিভূতা শীৎকারযুক্তা শব্দকারিণী জরাবস্থা জীবের শরীরকে নিয়ত জর্জ্জরীভূত করে, এমন জরাবস্থাযুক্ত পুরুষ আর্দ্রকাষ্ঠবৎ সতত দগ্ধ হইয়া থাকে॥ ২৬॥ তাৎপর্য্য সুগমঃ।

অনন্তর নমিতা পুষ্পলতার দৃষ্টান্তে জরাবস্থপুরুষের নম্র শরীর যষ্টীবর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জরসাবক্রতামিতি)।

জরসাবক্রতামেতি শুক্লাবয়বপল্লবা।
তাততন্বীতমুম্মূর্ণাং লতাপুষ্পলতাযথা॥ ২৭॥

তন্বীঅল্পতনুঃ শরীরং॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! কাননস্থ কুসুমলতা যেমন পুষ্পভারে নমিতাগ্র মৌলিনী হয়, সেইরূপ পুরুষের এই ললিতাবয়বক ক্ষুদ্র শরীররূপ লতাও নতমস্তকযুক্ত হইয়া নম্রতা ধারণ পূর্ব্বক কুব্জীভূতা হয়॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—বার্দ্ধক্যে যে পুরুষমাত্র কুব্জ হয় ইহা এই দৃষ্টান্তে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ জরাবস্থা মনুষ্য মাত্রকেই ক্ষুদ্র করিয়া থাকে, ইতিভাবঃ॥ ২৭॥

কদলীবনমর্দ্দন হস্তীর ন্যায় জরা জীর্ণ কলেবর দৃষ্টান্তে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জরাকর্পূর ধবলমিতি)।

জরাকর্পূরধবলং দেহকর্পূরপাদপং।
মুনেমরণমাতঙ্গো নূনমুদ্ধরতিক্ষণাৎ॥॥ ২৮॥

কর্পূরপাদপং কদলীতরুং উদ্ধরতি উন্মূলয়তি॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে তাত! হে বিশ্বামিত্র! কদলী বৃক্ষকে মত্তমাতঙ্গ যেমন বিদলনপূর্ব্বক উৎপাটন করে, তদ্বৎ জরাবস্থায় মৃত্যু চক্ষু নিমেষমাত্রে পুরুষের এই দেহকে বিদলন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া থাকে॥ ২৮॥ তাৎপর্য্য সুগমঃ।

অনন্তর রাজরূপ মৃত্যুর সৈন্য সামন্ত কল্পনায় শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা।—(মরণস্যেতি)।

মরণস্যমুনেরাজ্ঞো জরাধবলচামরা।
আগচ্ছতোগ্রেনির্যাতি স্বাধিব্যাধিপতাকিনী॥ ২৯॥

আগচ্ছত আগমিষ্যতঃ বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ জরাধবলচামরোযস্যাঃ। স্বা স্বীয়া আধিব্যাধীনাং পতাকিনীসেনা॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! মৃত্যুরূপ রাজা অতিসত্বর সমাগমন করিবেন, তজ্জন্য জরারূপ তাহার প্রধান মন্ত্রী, আধি ব্যাধিস্বরূপ সৈন্য সামন্তও পরিচারক দ্বারা শ্বেত চামর লইয়া যেন অগ্রগামী হইতেছে?॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য।—প্রাচীনকালে পুরুষের শুক্লশিরোরুহ সকল বায়ুতে উড্ডীয়মান হইতে থাকে ইত্যর্থে শুক্লচামর কহিয়াছেন, দৈহিকরোগ, ও মানসি পীড়া সকল সৈন্য সামন্ত পরিচারকরূপ, মৃত্যুকেই রাজাও বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ রাজার শুভাগমনের পূর্ব্বে মন্ত্রীগণেরা সৈন্য সামন্ত সহিত চামর হস্ত হইয়া রাজানয়ন জন্য অগ্রসার হয়, সেইরূপ জরা মৃত্যুরূপ রাজাকে আনয়নার্থ, পক্ককেশচ্ছলে শ্বেতচামর হস্ত হইয়া আধি ব্যাধি সৈন্যদল সহিত যেন অগ্রসর হইতেছে, ইতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥

জরা কর্ত্তৃক অপরাজিত ব্যক্তির প্রভাব দৃষ্টান্তদ্বারা ইক্ষ্বাকুনাথ রামচন্দ্র মহর্ষি কুশিকনাথকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নজিতাইতি)।

নজিতাঃশত্রুভিঃ সংখ্যেবৃষ্টায়েবাদ্রিকোটরে।
তেজরাজীর্ণ রাক্ষস্যাপশ্যাশুবিজিতামুনে ॥ ৩০ ॥

অদ্রিকোটরেদুঃ প্রবেশেপর্ব্বতবিবরেপি ধৌর্য্যেণপ্রবিষ্টাঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ গাধিনন্দন! যে সকল মানবেরা গিরিগুহা প্রবিষ্টবৎ কামাদি রিপুগণকর্ত্তৃক অপরাজিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কদাপি এই জরারূপা জীর্ণারাক্ষসী পরাজয় করিতে সমর্থা হয়না ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—কামাদি রিপুগণ পদে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষাদি শত্রুদল যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই, অর্থাৎ গিরিকোটর সদৃশ যোগ বিবরে যে যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই জরা সেই সকলব্যক্তির নিকট পরাজিতা হয়, ইতি যথা। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।—"পৃথ্ব্যাপ্যতেজোনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগ গুণে প্রবৃত্তে নতস্য রোগো নজরা নমৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমিতি" পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চাত্মক দেহ হইতে চিত্তকেউঠাইয়া যে সকলব্যক্তি যোগ গুণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যোগাগ্নিময় শরীরপ্রাপ্ত সেই সকল যোগিদিগের শরীরে জরা রোগ, মৃত্যুর প্রভাব নাই ইতি, অতএব কেবল যোগী জনেই জরাকে জয় করিতে সমর্থ হন্ ইতিভাবঃ ॥ ৩০ ॥

হিমার্দ্র গৃহে বালকের জড়তা দৃষ্টান্তে জরাবস্থ পুরুষের ইন্দ্রিয়ের অবশতা বর্ণন করিয়া ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে রঘুরাজ রামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা—(জরাতুষারেতি)।

জরাতুষারবলিতে শরীরসদনান্তরে।
শক্তু বন্ত্যক্ষশিশবঃ স্পন্দিতুং নমনাগপি ॥ ৩১ ॥

তুষারোইনং তেন বলিতে সঙ্কুতে অক্ষাণীন্দ্রিয়াণোব শিশবোবালাঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যেমন শীতার্ত্ত বালক হিমাবৃত গৃহাভ্যন্তরে অবয়বের অবশতা প্রযুক্ত ক্রীড়া করণে অশক্ত হয়, সেইরূপ জরাক্রান্ত শরীরে অবশতা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হয় ॥ ৩১ ॥ তাৎপর্য্য সুগমঃ।

অনন্তর শোভন বাদ্যে নর্ত্তকীর নর্ত্তন দৃষ্টান্তে জরার স্বভাব বর্ণন করতঃ রঘুরাজ বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(দণ্ড তৃতীয়পাদেনেতি)।

দণ্ডতৃতীয়পাদেন প্রস্খলন্তীমুহুর্মুহুঃ।
কাসাধোবায়ুমুরজা জরাযোষিৎ প্রনৃত্যতি ॥ ৩২ ॥

দণ্ডোবলং বলযষ্টিতদ্রূপেণ তৃতীয়পাদেনোপলক্ষিতাঃ কাসাধোবায়ুমুরজাবাদ্য-বিশেষোযস্যাঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষি পঞ্চানন! মুরজ বাদ্যতালে যষ্টি ধারণপূর্ব্বক নর্ত্তকীগণেরা তৃতীয় পাদ প্রক্ষেপ রূপ যেমন পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ বলযষ্টি ধারণ করতঃ উর্দ্ধকাশ ধ্বনি, অধঃ নিঃসরিত বায়ুধ্বনিরূপ মুরজ বাদ্যে তাণ্ডবীরূপা জরাও এই দেহ-নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ নৃত্যমানা হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন মুরজের দক্ষিণ বামভাগে বাদ্য বাজে, সেইরূপ উর্দ্ধ অধঃকাশ ও বাতকর্ম্মধ্বনি রূপ মুরজবাদ্য বাজিতেছে, তাহাতে জরারূপা নটী নৃত্যপরায়ণা হইয়া দেহরঙ্গে অসৎগোষ্ঠীর আনন্দ জন্মাইতেছে ইতিভাবঃ ॥ ৩২ ॥

রাজোপকরণ চামরাদি তুল্য দেহের জরাবস্থার বর্ণন করিয়া রঘুনাথ মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(সংসার সংসৃতেরিতি)।

চন্দ্রচন্দ্রিকারূপে জরার দৃষ্টান্ত দিয়া মৃত্যুকে কৈরব রূপে বর্ণনা করতঃ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(জরাচন্দ্রোদয়েতি)।

পুনশ্চ মঙ্গলধানী পুরাভ্যন্তর দৃষ্টান্তে দেহাভ্যন্তর বর্ণনাদ্বারা রঘুবংশতিলক কুশিকবংশতিলক বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন যথা—(জরাসুধারেপেতি)।

সংসারসংস্থতেরস্থাগন্ধকুড্যাং শিরোগতা।
দেহযষ্টীং জরানাম্নীচামর শ্রীর্বিরাজতে॥ ৩৩॥
জরাচন্দ্রোদয়শিতে শরীরনগরেস্থিতং।
ক্ষণাদ্বিকাশমায়াতি মুনেমরণকৈরবং॥ ৩৪॥
জরাশুভ্রালেপশিতে শরীরান্তঃপুরান্তরে।
অশক্তিরার্ত্তিরাপচ্চ তিষ্ঠন্তিসুখমঙ্গলাঃ॥ ৩৫॥

অস্যাঃ প্রসিদ্ধায়াঃ সংসারাখ্যস্যরাজ্ঞঃ সংস্মৃতের্ব্যবহারস্য সম্বন্ধিনীগন্ধয়ৰ্তিরাগাদিভির্ব্বাসয়তি চিত্তং সতাঞ্চেতিগন্ধো বিষয়ভোগঃ কস্তুরাদিগন্ধদ্রব্যঞ্চ তস্যকুড্যাং আশ্রয়ভূতায়াং দেহযষ্ট্যাং শিরোগতা জরানাম্নীচামর শ্রীর্বিরাজতেসৌকুমার্য্যাসৌরভ্য মন্দবায়ুপ্রসবাদিভিরিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥ ৩৪॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! যেমন সুগন্ধ চন্দনাদিদারুদণ্ডের উপরিভাগে সংলগ্ন রাজব্যবহার্য্য চামর দোলায়মান রূপে উপরীজিত হয়, সেইরূপ মনুজবর্গের সুগন্ধ সংযুক্ত দেহ দণ্ডের উপরিভাগে সংলগ্ন জরারূপা মৃত্যুরাজের ব্যবহার্য্য চামর লেখিকা ইহসংসারে যাতায়াতরূপ পুনঃ পুনঃ দোদুল্যমান রূপে ব্যজ্যমানা হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ৩৩॥ হে মুনে! হে কৌশিক! যেমন চন্দ্রোদয় হইলে নগর মধ্যে সমস্ত কুমুদপুষ্প তৎক্ষণ মাত্র বিকশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পলিত শরীর রূপ নগর মধ্যে চন্দ্রবৎ জরার উদয়ে তৎক্ষণমাত্র মরণরূপ কুমুদকুল সুপ্রফুল্ল হয়॥ ৩৪॥ হে তাত! হে পিতৃবন্মান্য মহর্ষে! চূর্ণলেপদ্বারা শুক্লীকৃত বাটীর অভ্যন্তরে অন্তঃপুর মধ্যে যেমন অনেক প্রকার সুখজনক মঙ্গলকার্য্য প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ মনুজবর্গের জরাকৃত শুক্লবর্ণ পলিত শরীর মধ্যে দৌর্ব্বল্য, আধি, ব্যাধি এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আপদ সকল সুখসূচক মঙ্গলকার্য্যবৎ নিয়ত প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—রাজোপকরণ চামর যেমন পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধাধঃ দোদুল্যমান হয়, সেইরূপ মৃত্যুর উপকরণ স্বরূপ, পক্ককেশ সকল চামর জনন মরণরূপ বারংবার ঊর্দ্ধাধঃ গমনে দোদুল্যমান হয়, এইরূপক সজ্জায় জরা যে মৃত্যুসূচিকা ইহাই জানিয়াছেন, ইতিভাবঃ॥ ৩৩॥ শুক্লনগর পদে চূর্ণলেপিত শ্বেতবর্ণ অট্টালিকাময় নগর, শুক্ল শরীরপদে সুপক্ক শুক্লবর্ণ রোমরাজী মণ্ডিত দেহ, অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে যেমন কুমুদের হর্ষাগম, সেইরূপ মানবশরীরে জরোদয়ে মৃত্যুর সমাগমন হয় ইতিভাবঃ॥ ৩৪॥ বার্দ্ধকে শরীরস্থ লোমরাজি শুক্লবর্ণ হয়, এবং যে সকল দুঃখজনক কর্ম্ম তাহাকেই

মঙ্গলসূচক কর্ম্ম বলিয়া বোধ জন্মে, অর্থাৎ মমতাধিক্য প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ যন্ত্রণা যাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই শুভকর্ম্ম বলিয়া সম্পাদন করা হয় ইতিভাবঃ॥ ৩৫॥

কালে শরীরে যে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(অভাবাগ্রেসরীতি)।

অভাবাগ্রেসরীযত্রজরাজরতি জন্তুষু।
কস্তত্রেহসমাশ্বাসোমমমন্দমতের্মুনে॥ ৩৬॥

বেসনং বসঃসরণং সরঃসোঽস্যাস্তীতিসরী অবশ্যং আগন্তেত্যন্বয়ঃ। অভাবাগ্রেস রীতিপাঠশ্চেৎস্পষ্টঃ। তত্রতেষু শরীরেষু মধ্যেইহাস্মিন্ শরীরে মমকঃসমাশ্বাসোবিস্রম্ভঃ। নম্বুবশিষ্ঠাদীনা মপিতুল্যমেতদিত্যাশঙ্কাহমমমন্দমতেরিতি অতত্ত্বজ্ঞাস্তেত্রিষাবৎ॥ ৩৬।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিসিংহ বিশ্বামিত্র! প্রাণিমাত্রের এই শরীর কালে ভাবান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে পরিণামে জরা প্রবলা হইয়া থাকে, সকল শরীরধারি জনগণের অন্তবর্ত্তি জরাযুক্ত আমারও এই শরীর, অর্থাৎ আমার তাদৃক্ প্রাকৃতশরীর নহে, অথচ আমি তত্ত্বজ্ঞানীও নহি, যেহেতু মন্দমতি, সুতরাং কিরূপে অবস্থার প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি? ৷৩৬৷

তাৎপর্য্য।—আমি সকল শরীরীর তুল্য নহি, ইহাতে বশিষ্ঠাদি ঋষি তুল্য শরীরী যদি কেহ বলেন তাহাও নিরাস করিয়াছেন, যে আমি তত্ত্বজ্ঞানী নহি, অতএব আমার এদেহে বিশ্বাস কি? ইত্যর্থে শ্রীরামচ্ছলে আপন পূর্ণতা জানাইয়াছেন, অর্থাৎ আমি প্রাকৃতশরীরী নহি, এবং বশিষ্ঠাদি তত্ত্বজ্ঞের সদৃশও আমার শরীর নহে, এবিষয়ে উভয় শরীরীর মধ্যে তিনি গণনীয় হইলেন না, অর্থাৎ ঐশ্বররূপ, যেহেতু অতত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ উভয়েরই শরীর অলীক্ সুতরাং এরূপে বিশ্বাস কি? আমি শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ হই ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৩৬॥

দুঃখ স্বরূপ দেহ ধারণে পুনঃ পুনঃ যে জরাগ্রহণ করিতে হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কিন্তেনেতি)।

কিন্তেনদুর্জীবিত দুগ্রহেণজরাগতেনাপিহিজীব্যতেযৎ।
জরাজগত্যামজিতাজনানাং সর্ব্বৈষণাস্তাততিরস্করোতি॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠরামায়ণে জরাজুগুপ্সানাম দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

দুর্জীবে দুঃখজীবনে দুগ্রঁহোদুরাগ্রহ স্তেন কিং ব্যর্থমিত্যর্থঃ। সর্ব্বৈষণাসর্ব্বানভি-লাষান্॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামের জরা জুগুপ্সানামে দ্বাবিংশত্তিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! সেই হেতু এই দুঃখময় শরীর ধারণে দুরাশয় করাতে কিছুমাত্র ফল নাই, যেহেতু তাহাতে জরাগ্রস্থ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, দেখ, এই সংসার বিজয়িনী হইয়া জরা সকলকেই অভিলাষে হতোদ্যম করে, কিন্তু জরাকে জয় করিতে কেহই পারেন না, জরা অতি বলবতী এ জরাকে গ্রহণ করিতে আমার কি? কাহারই ইচ্ছা নাই॥ ৩৭॥ তাৎপর্য্যংসুগমঃ।

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে জরাজুগুপ্সা নামে দ্বাবিংশতি সর্গঃ সমাপনঃ॥ ২২॥

—oo-*-oo—

ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

এই ত্রয়োবিংশতি সর্গের সম্যক্ ফল সময়গর্হা, টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে তাহা কহিতেছেন, অর্থাৎ আত্মবিলাসাদি দ্বারা ও সর্ব্ব প্রাণিদিগের রঞ্জন ও প্রিয়তম কার্য্য সম্পাদন যে করে, এবং গুণ বা দোষ বা বল, কি উৎকর্ষযুক্ত হয়, সে সকল পুরুষের কার্য্য নহে, শুদ্ধ কালই তাহার প্রধান কারণ হয়।। ০ ।।

শ্রীরামউবাচ।

মন্দবুদ্ধি জনেরা যে আমি করি ও না করি বলে সে ভ্রমমাত্র, তদর্থে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। (বিকল্পেতি)।

বিকল্পকল্পনানল্পজল্পিতৈরল্পবুদ্ধিভিঃ।
ভেদৈরুদ্গুরুতাংনীতঃ সংসাররকুহরেভ্রমঃ।। ১ ।।

রময়নস্ববিলাসাদ্যৈঃ সর্ব্বপ্রাণিক্রিয়াং প্রিয়াং। গুণদোষবলোৎকর্ষৈঃ কালএকোত্র বর্ণ্যতে। ইহ ভোগ্যাবাঃ স্ত্রিয়োভোগতৃষ্ণায়া ভোগাবসরভূত বাল্যাদ্যবস্থানাঞ্চদোষপ্রপঞ্চনেন দুরন্তদুঃখমাত্রপর্য্যবসানোপপাদনেনচ স্বস্যেহামুত্রার্থফলভোগ বিরাগোদর্শিতঃ সংপ্রতিকামাদি স্বভাব প্রপঞ্চেনমুখেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকং দর্শয়িতুং ভূমিকামারচয়তিবিকল্পেতি। মমেদং ভোগ্যইহমস্যভোক্তা ইদানিচ তৎসাধনানি অনেনেদমিথং সংপাদ্যচিরং ভোক্ষ্যামি ইদমন্যময়ালভ্যামিমং প্রাপ্স্যেমনোরথ নিত্যাদ্যনন্ত মনোবিকল্পনৈরনল্পানি জল্পিতানি ব্যবহারবচনানি অল্পেদেহে আত্মবুদ্ধিঃ অল্পেষুসুখলবেষু পরমপুরুষার্থবুদ্ধিশ্চ যেষাং তৈর্মূঢ়জনৈঃ শত্রুমিত্রোদাসীনাদিভির্হেয়োপাদেয়োপেক্ষ্যাদিভেদৈ স্তৎপ্রযুক্তরাগদ্বেষাদিভেদৈশ্চ। সংসরত্যস্মিন্নিতি সংসারোব্রহ্মাণ্ডঃ তস্যকুহরে ছিদ্রে ভ্রমোন্যথাগ্রহঃ উদগুরুতাং অতিগুরুতাং দুরুচ্ছেদতা নিভিযাবৎ নীতঃ প্রাপিতঃ।। ১ ।।

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! এই সংসাররূপ গহ্বরমধ্যে অনল্পজল্পিত অল্পবুদ্ধি জনগণ কর্ত্তৃক বিকল্প কল্পনাভেদ দ্বারা অতিশয়রূপে গুরুতর ভ্রমকে আনয়ন করিতেছে, অর্থাৎ অসত্য বিষয়কেও সত্যরূপে প্রতিপন্ন করা হইতেছে।। ১ ।।

তাৎপর্য্য।—এই সংসারকূপে ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীবিষয়, এতদুভয় তৃষ্ণা আসববৎ উন্মত্তকারক. ভোগস্থান রূপ বালাদি অবস্থা সকলের প্রবঞ্চনাতে পর্য্যবসানে দুরন্ত দুঃখ মাত্র উৎপন্ন হয়, এতন্নিমিত্ত ইহা মূত্র ফলভোগ বিরাম অর্থাৎ বৈরাগ্য দর্শিত হইয়াছে, সংপ্রতি প্রপঞ্চ কামাদির স্বভাব বর্ণন দ্বারা সুখ নিরাসার্থ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক দর্শন জন্য ভূমিকা রচনা করিতেছেন। বিকল্পকল্পনা অর্থাৎ আমার এই ভোগ্যবস্তু, আমি ইহার ভোক্তা, এই সাধ্য কর্ম্মের সাধন, ইহাদ্বারা আমি সকল সম্পন্ন করিয়া চিরসুখভোগ করিব, এই মাত্র আমার সংপ্রতি লভ্যবস্তু, ইহা প্রাপ্ত হইলে মনোরথ পূরণ হইবে, এই অনন্ত মানস কল্পনাকে বিকল্পকল্পনা বলে, এরূপ বহুতর জল্পিত ব্যবহার্য্য বাক্য সকল যাহারা জল্পনা করে, তাহারাই মূঢ়বুদ্ধি, সুতরাং অল্প সুখাকর দেহগেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, অল্প সুখলেশ মাত্রকেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধিবোধ করে, এবং শত্রু মিত্রপক্ষ উদাসীনবদাসীনতা দ্বারা হেয় উপাদেয়, উপেক্ষ্যাদি ভেদ, এবং রাগ দ্বেষাদি ভেদদ্বারা, এতদুভয়ই অনিত্য চিন্তা, তৎপ্রযুক্ত প্রাকৃত মনুষ্য-সকল বুদ্ধির অল্পতাজন্য সংসারকূপে নিপতিত হয়, তাহাদিগেরই গুরুতর রূপে অসারে সারভ্রম জন্মে, কোনমতে সে ভ্রান্তির শান্তি হয় না, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা আত্মাই সত্য, এই নিত্যজ্ঞানের অনুদয়ে নিয়ত সংসারগর্ত্তে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, ইতিভাবঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর প্রতিবিম্ব প্রতি গ্রহণে আগ্রহ কে করে? এতদর্থে শ্রীরঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সতাংকথমিতি)।

সতাং কথমিবাস্থেহজায়তে জালপঞ্জরে।
বালাএবাত্তুমিচ্ছন্তিফলং মুকুরবিম্বিতং ॥ ২ ॥

জালমিবদূরাদপ্যা কৃষ্যাবন্ধকোবিশেষঃ পঞ্জরমিবপরিচ্ছিদ্য বন্ধকোদেহস্তয়োঃ সমাহারেভ্রান্তিসিদ্ধত্বা দেবাবস্তুভূতে ইহসংসারেসতাং বিবেকিনাং আস্থাকথমিবজায়তে তৎপ্রকারে দৃষ্টান্তোপ্যপ্রসিদ্ধ ইতি সূচনায়ৈবকারঃ তদেবদৃষ্টান্তেন দ্রঢয়তিবালাএবেতি মুকুরেদর্পণে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র! জাল পঞ্জর স্থিত এই দেহের প্রতি সজ্জনদিগের আস্থা কি প্রকারে হইতে পারে? কেবল অল্প বুদ্ধি বালকেই মুকুর মধ্যগত প্রতি বিম্বিত ফল দেখিয়া তদ্ভোজনে প্রত্যাশা করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—এই জীব দেহ শুদ্ধ মায়া জালে বদ্ধ, সুতরাং বিবেকী সাধু সদাশয় ব্যক্তিদিগের এ দেহের সত্যতা প্রতি বিশ্বাস নাই, এই সকল বিষয় সুখভোগ যে শরীর

দ্বারা হয় সে অলীক, অতএব সুজ্জনেরা ইহাতে ব্যগ্র হয়েন না। অবোধ বালকগণেরা দর্পণোদরগত ফলচ্ছায়া দৃষ্টে সত্য জ্ঞানে তদ্ভোজনে যেমন আগ্রহতা প্রকাশ করে, সেইরূপ অজ্ঞ লোকেরাই দেহাভিমানী হইয়া মায়া প্রতিবিম্বিত এই দেহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তদুপচিত সুখরূপ ফলভোজনে স্পৃহা করিয়া থাকে॥ ২ ॥

অতঃপর খণ্ড সুখাভিলাষে যত্নপরদিগের সেই অভিলাষ কালকর্ত্তৃক ছেদ্য হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ইহাপীতি)।

ইহাপিবিদ্যতেযেষাং পেলবাসুখভাবনা।
আখুস্তন্তুমিবাশেষং কালস্তামপিকৃন্ততি॥ ৩॥

ইহঈদৃশেপিসংসারে যেষাং পেলবাক্ষুদ্রাসুখভাবনা সুখাশা তাং আখুর্বিলতৃণাগ্রাৎ কূপেলম্বমানং তন্মাত্রাবিলম্ব্যাজিজিবিষুং কীটাবলম্বিতাগ্রং লূতাতন্তুমিব প্রশেষং. নিরবশেষং যথাস্যাত্তথা॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর মহর্ষে! এই সংসারে যাহাদিগের অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ অতি তুচ্ছ বিষয় সুখভোগ ভাবনাআছে, সেই হতপ্রজ্ঞদিগের লম্বমান বাসনা রজ্জুকে ইন্দুর ন্যায় অজিন তন্তুবৎ কাল ছেদন করিয়া থাকে॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—নশ্বর সংসার সুখ ভাবনাকে কাল বিচ্ছিন্ন করে, অর্থাৎ ইন্দুর বিল মধ্য তৃণাগ্রস্থিত লূতাতন্তু পরিবৃত লম্বমানতন্তুমাত্রকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ছেদন করিয়া যেমন তাহার শেষ করে, সেইরূপ জীবের সংসার সুখ আশা জালকে কালও কালক্রমে পরিশেষ করিয়া থাকেন, ফলিতর্থ আশাপাশ যন্ত্রিত জীব অর্থাৎ পর পর সুখভোগ করিব এইআশাকে অবলম্বন করিয়া থাকে,কিন্তু পরিণামে অতৃপ্তকাম জীবের সেই আশার পূরণ না হইতে হইতেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ইতিভাবঃ। ৩ ॥

অনন্তর সমুদ্র ও বাড়বানল দৃষ্টান্তে জীবের শরীর ও কালের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবংশ তিলক শ্রীরাম বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নতদস্তীতি)।

নতদস্তীহযদয়ং কালঃসকলঘস্মরঃ।
গ্রসতেতজ্জগজ্জাতং প্রোত্থাব্ধিমিববাড়বঃ॥ ৪ ॥

ইহাস্মাং ব্যবহারভূমৌ জগজ্জাতং উৎপন্নং তত্তাদৃশং. বস্তুনাস্তিযৎকালোনগ্র-

সত ইতিনঞা আবৃত্ত্যাসম্বন্ধঃ। ঘস্মরোভক্ষকঃ চন্দ্রোদয়াদিনিমিত্তৈঃ প্রোত্থং উপচিতমব্ধিং বাড়বোবড়বানলঃ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! ইহ সংসারে উৎপন্ন জীব মাত্রকেই সর্ব্বভক্ষককাল গ্রাস করিয়া থাকেন, যেমন উত্থিত সমুদ্র জল রাশিকে বাড়বানল ভস্মীভূত করে॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ইহ সংসারে এমন বস্তু কিছুই নাই যে উৎপন্ন হইলে কাল তাহাকে গ্রাস না করে? অর্থাৎ কোন বস্তুই কালগ্রাসের অন্তর হইতে পারে না, যেমন চন্দ্রোদয়ে উথলিত সমুদ্র জলকে বাড়বানল গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্বৎ সর্ব্বগ্রাসক কালও উৎপন্ন সকল বস্তুকে গ্রাস করেন। ইতিভাবঃ॥ ৪ ॥

অগ্নি স্বরূপ সমস্ত বস্তুকেই কাল দগ্ধ করেন তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সমস্ত সামান্যতয়েতি)।

সমস্তসামান্যতয়াভীমঃ কালমহেশ্বরঃ।
দৃশ্যসত্ত্বানিমান্ সর্ব্বান্ কবলীকর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ৫॥

সমস্তসামান্যতয়াসর্ব্বপদার্থসাধারণ্যেন কালএবমহেশ্বরঃ সংহারকোরুদ্রঃ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! কালই মহেশ্বর, কালই সকলের ভয় জনক, কালই কালে কালাগ্নিরুদ্ররূপে, এই সংসারে দৃশ্যজাত সাধারণ পদার্থমাত্রকেই কবলীকৃত করিতে নিয়ত উদ্যত হয়েন। অর্থাৎ কালই সকলকে গ্রাস করিয়াছেন, করিতেছেন, এবং করিবেন ইতিভাবঃ॥ ৫ ॥ তাৎপর্য্য সুগমঃ।

সাধারণ বস্তু কি? অন্যদপি বিরাট স্বরূপ কালপুরুষ সকল বিশ্বকেই গ্রাস করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন।—(মহতামপীতি)।

মহতামপিনোদেবঃ প্রতিপালয়তিক্ষণং।
কালঃ কবলিতানন্ত বিশ্বোবিশ্বাত্মতাংগতঃ॥ ৬॥

মহতামপীতিকর্ম্মণএবশেষ বিবক্ষায়াং ষষ্ঠীবলবুদ্ধি বৈভবাদিনা মহান্তাপিভূতানি ক্ষণমপি ন প্রতিপালয়তি নহীক্ষতে সদাএবনিহন্তীত্যর্থঃ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! এই অখণ্ড দণ্ডায়মান বিশ্বরূপ কাল, মহাভূতাদি সকলকেই গ্রাস করেন, তাহাতে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করেন না, অর্থাৎ বিশ্বে বিশ্বে প্রতি বিশ্বে বিশ্বাত্মক রূপে দেদীপ্যমান কাল বিশ্বান্তর্গত বস্তু সহ অবিরত বিশ্ব সমূহকে গ্রাস করিতেছেন॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—কালই পরমেশ্বর রূপত্রয়ধারণ পূর্ব্বক সৃজন পালন নিধনাদি করেন, এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ বৈরাগ্যোদয় জন্য উৎপত্তি স্থিতি প্রশংসা না করিয়া নিধনাবস্থারই বিবৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কালের মহিমা বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ কালই সকলকে গ্রাস করিবেন, ইতিভাবঃ॥ ৬॥

কালের কোন বিশেষ অবয়ব নাই তথাপি দৃশ্যমান্ হয়েন, যথা।—(যুগবৎসর কল্পাখ্যৈরিতি)। এবং পন্নগাশন গরুড়োপম কালের প্রভাব বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থেও এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(যেরম্যা ইতি)।

> যুগবৎসরকল্পাখ্যৈঃ কিঞ্চিৎপ্রকটতাংগতঃ।
> রূপৈরলক্ষ্যরূপাত্মা সর্ব্বমাক্রম্যতিষ্ঠতি॥ ৭॥
> যেরম্যাযেশুভারম্ভা সুমেরুগুরবোপিযে।
> কালেনবিনির্জীর্ণাস্তে গরুড়েনেব পন্নগাঃ॥ ৮॥

রূপৈঃ ক্রিয়োপাধিকরূপৈঃ আক্রম্যবশীকৃত্য॥ ৭॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

ভোগাধিনন্দন! এই অনন্ত মহিম কালের কোন রূপ দেখা যায় না, কেবল যুগ, বৎসর, কল্পাদি অবয়বমাত্র প্রকাশে অলক্ষ্যরূপী হইয়াও কাল, এ রূপে সমস্ত জগৎকে আক্রান্ত করিয়া স্বয়ং অখণ্ড দণ্ডায়মান রহিয়াছেন॥ ৭॥ হে মহর্ষিপ্রবর! যে সকল ব্যক্তি রমণীয় রূপবান্, এবং সুমেরু তুল্য গৌরবযুক্ত, কালক্রমে তাহাদিগকেও বলিয়ান্ কাল জীর্ণ করিয়া থাকেন, যেমন প্রবল প্রতাপী পতগবর বিনতাসুত নাগ সকলকে জর্জ্জরীভূত করেন॥ ৮॥

তাৎপর্য্য।—কাল যাহাকে সময় বলে, তাঁহার বিশেষ চাক্ষুস প্রত্যক্ষ কোন রূপ নাই, ত্রুটি, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, পল, দণ্ড, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ, কল্পাদিই

তাঁহার রূপ, সেইরূপেই প্রকাশিত থাকিয়া সর্জ্জন, পালন, বিধন করেন, ফল পুষ্পাদিকেও সময়ে সময়ে উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, সুতরাং এই সকলকেই কালপুরুষ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ সময়েই সকল হয়। ইতি কালবাদী মত ব্যাখ্যার ভাবঃ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

কালকে জয় করিতে কেহই সমর্থ নহে, তদর্থে শ্রীদাশরথি গাধেয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নির্দ্দয় ইতি)।

নির্দ্দয়ঃ কঠিনঃ ক্রূরঃ কর্কশঃ কৃপণোধমঃ।
নতদস্তিযদদ্যাপিনকালোনিগিরত্যয়ং ॥ ৯ ॥

পাষাণবৎকঠিনঃ ব্যাঘ্রাদিবৎক্রূরঃ ক্রকচাদিবৎ কর্কশঃ নিগিরতিগ্রসতি ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিনাথ বিশ্বামিত্র! কি নির্দ্দয়, কি কঠিন, কি ক্রূর, কি কর্কশ, কি কৃপণ, কি অধম এমন কাহাকে দেখিতে পাই না যে অদ্যাবধি কাল তাহাকে গ্রাস করেন না, কোন বস্তুও এমন নাই যে তাহাকে এই করালকাল গ্রাস করিতে পারেন না? ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—কিরাতবৎ নির্দ্দয়, পাষাণবৎ কঠিন, ব্যাঘ্রাদির ন্যায় হিংস্র, ক্রকচাদিবৎ কর্কশ, কৃপণ, অধম ইত্যাদি সকলকেই এই কাল গ্রাস করেন, অর্থাৎ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তসকলেই কালের কবলে আছে। ইতিভাবঃ॥ ৯ ॥

অনন্তর কাল যতই গ্রাস করেন, ততই তাঁহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় তদর্থে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(কালঃকবলেতি)।

কালঃকবলনৈকান্তমতি রত্তিগিরীনপি।
জগতৈস্তৈরপিলোকৌঘৈর্নায়ং তৃপ্তোমহাশনঃ॥ ১০ ॥

কবলনবিষয়ৈকান্তমতির্নিয়তচিত্তঃ একং গিরমপরমত্তি গিরীনপীতিস্পষ্টং॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর! এই মহাশন কাল, জগৎ গ্রাসে একান্ত মতি, অর্থাৎ এককে গ্রাস করিয়াছেন, অপরকে গ্রাস করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্যকে গ্রাস করিবেন বলিয়া অবলোকন করিয়া থাকেন, এরূপ জগৎ ভক্ষক মহাশন কাল গিরি দরী খেট খর্ব্বট নদ নদী সাগর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে গ্রাস করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় না॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—যখন কালেই সকল নাশ হয়, কালের বশীভূত সকল, তখন সংসার মার্গে আরূঢ় স্বল্পায়ুষ্মান জীবের ভোগাশায় ভ্রমণ করাতে কেবল পরতন্ত্রে পরাংমুখ হওয়াই হয়, সুতরাং এ জীবনে কা ভরসা ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর নটবৎ কাল চর্য্যা বর্ণন করিয়া রঘুবর মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(হরত্যয়মিতি)।

হরত্যয়ং নাশয়তিকরোত্যত্তিনিহন্তিচ।
কালঃসংসারবৃত্তং হি নানারূপং যথানটঃ ॥ ১১ ॥

হরণাদিযৎকিঞ্চিল্লক্ষনাদৌপ্রসিদ্ধং তৎসর্ব্বং জগৎকর্ত্তৃকরূপেণস্থিতঃ কালএবকরোতীতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! এই কাল সংসার রূপ নাট্যশালে নিয়ত নানাবিধ নাট্যাবতরণ করিতেছেন। অর্থাৎ নট যেমন নানারূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করে, কালও সেই মত নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হরণ, নাশন, অদন, নিধন, প্রভৃতি নানা রূপে নাট্যক্রীড়াকে বিস্তৃতা করেন, যেমন নটগণেরা সামান্য রঙ্গভূমে নানাবিধ রূপে নানাবিধ নাট্য লীলা করিথা থাকে॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—যেমন নটের দিগের ক্রীড়ার সন্ধান জানিতে, কেহই পারে না, সেই রূপ ইহ সংসারে এককাল নানানাট্য বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা কাহারই বোধগম্য হইবার বিষয় নহে, এক কাল তিন রূপ ধারণ করেন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ তাহাতেও কত রূপ আছে, অর্থাৎ সর্জ্জন পালন নিধন, বাল্য যৌবন জরা, হিম শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ, দেখিতে দেখিতে শীতে জড়ীভূত করে, আবার ক্ষণান্তরেই কুসুমাকরের উদয়ে প্রস্ফোটিত পুষ্পরাজী পিকালিবলি বল্গিত মনোহর ধ্বনি জন চিত্তে সম্পূর্ণ আনন্দোদয় করিয়া থাকে, ক্ষণাদূর্দ্ধ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপোত্তপ্ত জন সকল সুশীতল সামগ্রী সেবা করিবার বাসনা করে, দেখিতে দেখিতে বর্ষা প্রভাবে ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডল হইতে বারি ধারা পতনে জগতীতলে বর্ত্ম সকল দুরবগম্য হইয়া উঠে, অতএব নটোবর কাল কখন কাহাকে হরণ করেন, কখন নাশন অর্থাৎ কাহাকে আঘাত করেন, কখন কাহাকে গ্রাস করেন, কখন বা কাহাকে নিধন করেন, তাহার কিছুই অনুধাবনা হয় না, ইতিভাবঃ॥ ১১ ॥

দাড়িমী বিদারক শুক পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবর শ্রীরাম ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেয়ছন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভিনত্তীতি)।

ভিনত্তিপ্রবিভাগস্থ ভূতবীজান্যনারতং।
জগত্যসত্ত্বয়াবন্ধাদ্দাড়িমানি যথাশুকঃ ॥ ১২ ॥

প্রতিভাগোব্যাকৃতাবস্থা তৎস্থানাণ্ডজাদি চতুর্ব্বিধভূতবীজানি অসত্ত্বযাবন্ধাৎনাশেন অসত্তাপাদনাৎভিনত্তি বিদার্য্যভক্ষয়ত্যুৎ প্রেক্ষাদৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! অসৎ ত্বগাবৃত দাড়িমীফলকে বিদারণ করতঃ শুক পক্ষী যেমন তাহার বীজকে আহার করিয়া থাকে। তদ্বৎ এই কাল অসত্য উপাধি আচ্ছাদিত প্রযুক্ত দাড়িমী ফল বৎ জগৎকে বিদীর্ণ করতঃ বিভাগ ক্রমে বীজবৎ চতুর্ব্বিধ জীবকে অবিরত গ্রাস করিতেছেন॥ ১২।

তাৎপর্য্য।—এই জগৎ অত্যন্ত অসৎ, দাড়িমী ফলবৎ, প্রজারূপ বীজপুরিত, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এই চতুর্বিধ জীবকে বীজবৎ নিয়ত গ্রাস করেন, চতুর্ব্বিধ জীব পদে উদ্ভিজ্জ তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষ পর্ব্বতাদি। স্বেদজ। মসক মৎকুন ক্রমি কীট পতঙ্গাদি। অণ্ডজ। মৎস্য, কূর্ম্ম, পন্নগ পক্ষীত্যাদি। জরায়ুজ। গ্রাম্যারণ্য ভেদে চতুর্দ্দশ পশু, অর্থাৎ গ্রাম্য নর শ্বাবিক গো প্রভৃতি সপ্ত, আর বন্য সিংহ শার্দ্দূল মহিষ গবয়াদি সপ্ত, এই সকলকে দাড়িমী বীজবৎ কাল গ্রাস করেন, অর্থাৎ কালের কবল হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না, ইতিভাবঃ॥ ১২ ॥

করীমর্দ্দিত জগৎ দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র গাধিরাজ তনয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(শুভাশুভেতি)।

শুভাশুভবিষাণাগ্র বিমূলজনপল্লবঃ।
স্ফূর্জ্জতিস্ফীতজনতা জীবরাজীবনীগজঃ॥ ১৩ ॥

স্ফীতাঅভিমানাদ্যুপচিতা যা জনতাজনসমূহস্তেষাং জীবরাজীজীবসমূহঃ সৈববনী মহদ্বনং তত্রত্যাগজঃ কালঃ জীবরাজীতিপাঠেতু কমলিনীতস্যাঃ বিনাশনৈগজ ইত্যর্থঃ। তদনুরূপং বিশিনষ্টি শুভাশুভেতিস্ফূর্জ্জতি গর্জ্জতি॥ ১৩।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি প্রবর! বন্যগজ যেমন শুণ্ডাগ্রভাগে আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ দণ্ডাগ্র দ্বারা সপল্লব তরুরাজীকে সমূলে উৎপাটন করতঃ বিনাশ করে, সেইরূপ কালও জগৎজনকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতেছেন॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য! জীব পল্লবিত, জগদ্রূপ বৃক্ষকে, শুভাশুভ স্বরূপ বিষাণবান্ হস্তী স্বরূপ কাল, বাসনারূপ শুণ্ডে আকৃষ্ট করিয়া সমূলে উৎপাটন করিতেছেন, অর্থাৎ কালে সজন এই বিশ্বের মূল বিচ্ছিন্ন হইতেছে, ইতিভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর জগৎকে ব্রহ্ম কানন রূপে বর্ণনা করিয়া কালকে তদাবরক রূপ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(বিরিঞ্চিভূতেতি)।

বিরিঞ্চিভূতব্রহ্মাণ্ড বৃহদ্দেবফলদ্রুমং ॥
ব্রহ্মকাননমাভোগি পরমাবৃত্যতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

বিরিঞ্চিরপঞ্চীকৃত ভূতাত্মামূলং যেষাং তথাবিধা ব্রহ্মাণ্ডাএবমহান্তো দেবতারূপ ফলবিশিষ্টা দ্রুমাঅস্মিং স্তথাভুতবেষঃ কৃত্রিম আভোগোনায়িক জগদ্রূপং তদস্যাস্তীতি আভোগিদ্বেবাবব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চেতিশ্রুতেঃ সপ্রপঞ্চমিত্যর্থঃ ব্রহ্মৈব কাননং দুস্তরত্বাদরণ্যং পরমত্যর্থং আবৃত্যসর্ব্বতোব্যাপ্যকাল স্তিষ্ঠতিকালোদরএব সর্ব্ব বস্তুনামুৎপত্তিস্থিতিনাশা দর্শনাদিতিভাবঃ বিরিঞ্চনজব্রহ্মাণ্ডমহদ্দিবফলদ্রুমমিতিপাঠ স্যোবসার্ব্বত্রিকত্বেতু বিরিঞ্চিমুক্তং ব্রহ্মাণ্ডকারণ মায়াসবলমিতিযাবৎ অজাশ্চতুর্মুখাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং তস্যৈবলীলাবিগ্রহা স্তৎ সহিতং ব্রহ্মাণ্ডং জাতাবেকবচনং তদেবমহৎ দিবাদেবাগুণাভাবশ্ছান্দসঃ তদুপলক্ষিত চতুর্ব্বিধভূতান্যেব তত্তৎকর্ম্মফলযুক্তা দ্রুমা- যস্মিন্তথাবিধং আভোগীকৃত্রিনবেশবৎ ঈষদ্ভোগযুক্তং সর্ব্বতঃ সর্ব্বব্যাপ্তপ্রায়ং বা ব্রহ্মকাননং আবৃত্যতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে জগদারাধ্য মহর্ষিবর! এই মহিমান্ কাল মায়াতে জগৎ প্রকাশক হইয়াছেন, এবং জগদ্রূপ ব্রহ্ম কাননকে আবরণ করিয়া থাকেন। অপঞ্চীকৃত ভূতাত্মার কৃত জন্য বিশ্বব্রহ্মকানন এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মারণ্যের মহাবৃক্ষ দেবগণ সকল সেই মহত্তরু- বরের ফল স্বরূপ হয় ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্ম কানন পদে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, এই বিশ্ব, সুতরাং অপঞ্চীকৃত ভূতাত্মা ব্রহ্মা তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, জীব সকল ঐ মহারণ্যে মহদ্বৃক্ষরূপ, জগৎ প্রকাশক কাল মায়াদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ জীবরূপ মহাবৃক্ষের ফল স্বরূপ দেবরূপ ইন্দ্রিয়গণ, কেবল কালকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, অরণ্য পদে দুস্তর গহন অর্থাৎ অতি দুঃখে সংসাররূপ বনকে তরিতে হয়, কালই সকলকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন, ইত্যর্থে সর্ব্ব ব্যাপককাল, কালই ব্রহ্ম, একএব কাল সর্ব্ব বস্তুর

উৎপাদক স্থাপক বিনাশক হয়েন, অর্থাৎ কালে উৎপত্তি, কালে স্থিতি, কালে বিনাশ হয়, সকলই কালে লয় পায়, কালই ব্রহ্মরূপ সর্ব্ব শাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদিকে কালপুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। "ব্রহ্মৈবকাননং ব্রহ্ম কাননং" অতএব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মকানন, চতুর্ব্বিধ জীবকে মহাবৃক্ষ, দেব সর্গ ইন্দ্রিয়াদিকে তৎফল রূপে বর্ণন করেন, ফলিতার্থ কালই সকল কর্ত্তা ইতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

জগৎ সর্জ্জন করিয়াও কালের শ্রান্তি নাই তদর্থে রঘুবর্য্য শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে পুনঃ কহিতেছেন। যথা —(যামিনীতি)।

যামিনীভ্রমরীপূর্ণা রচয়ন্দিনমঞ্জরীঃ।
বর্ষকল্পকলাবল্লীর্নকদাচনখিদ্যতে ॥ ১৫ ॥

যামিন্যোরাত্রয়ঃ ভদ্রূপৈর্ভ্রমরৈরাপূর্ণাঃ দিনান্যহান্যেবমঞ্জর্য্যোযাসু তাঃ বর্ষঃ সংবৎসরঃ কল্পোব্রহ্মাহঃ কলাস্ত্রিংশৎকাষ্ঠাস্তেতোবং রূপাঃ বল্লীর্লতাঃ রচয়ন কালপুরুষো ন কদাচন খিদ্যতে খেদাদ্বিরমতীতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! কালস্রষ্টা দিনরূপ পুষ্পমঞ্জরী, রাত্রিরূপিণী ভ্রমরীযুক্তা কাষ্ঠা দণ্ড, পল মাস বৎসর রূপ পল্লবমণ্ডিত কল্প লতার রচনা করিয়াও কালের খেদ নিবৃত্তি হয় নাই, অর্থাৎ নিয়তই প্রত্যেক২ সময় সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতেও শ্রান্তি নাই অর্থাৎ পরিশ্রম বোধ হয় না ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—কালাবয়বকে লতা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কল্পলতা পদে * ব্রহ্মদিবস তাহাকেই লতা বলিয়া তদবয়বকে দিন যামিনী প্রভৃতি উপকরণ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফলিতার্থ কালই এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর কালের চতুরতা বর্ণনদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ভিদ্যত ইতি)। এবং কালের অপরিসীম ক্ষমতার অনু-

---

* ব্রহ্মদিবার নাম কল্প, সেই কল্পরূপ ব্রহ্মদিবাই লতারূপা, একারণ কল্পলতার বর্ণনা হয়, অর্থাৎ অতি দীর্ঘা যেহেতু ব্রহ্মার দিবস অতি দীর্ঘ, নরমানে চারি যুগে এক দিব্যযুগ, একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবা, অতএব ইহাতেও কালের শেষ হয় নাই, উপরি উপরি আরো বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও কালে অবসান হয়।

বর্ণন করিয়া রঘু রাজা শ্রীরামচন্দ্র ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(একেনৈবেতি)।

ভিদ্যতেনাবভগ্নোপি দগ্ধোপিহিনদহ্যতে।
দৃশ্যতেনাপিদৃশ্যোপিধূর্ত্ত চূড়ামণির্মুনে॥ ১৬॥
একেনৈবনিমেষেণ কিঞ্চিদুৎপাদয়ত্যলং।
কিঞ্চিদ্বিনাশয়ত্যুচ্চৈর্ম্ম নোরাজ্যবদাততঃ॥ ১৭॥

তত্তৎকার্য্যাত্মনা অবভগ্নোদগ্ধোবা স্বরূপেণ ভঙ্গাদি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ১৬॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! হে কুশিকবর! এই কাল অতি ধূর্ত্তচূড়ামণি, কালের ভেদ হইলেও ভেদ হয় না, দগ্ধ করিলেও দগ্ধ হন না, ইহাকে দেখিলেও দেখা যায় না॥ ১৬॥ হে কুশিককুল প্রদীপ মহর্ষে! এই কাল অতি বলবান, মনোরাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত অর্থাৎ মানস ভাবনার ন্যায় এক নিমেষ মাত্রেই জগতে যে কিছু বস্তু আছে তাহাকে উৎপন্ন নিধন করিতে পারেন, সুতরাং কাল অতি মহান্, অতি বিস্তার, কালের তুল্য সামর্থ্য কাহারই নাই॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—কাল অভেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, অপচ্য, যদিও কার্য্য বিশেষে ছেদ ভেদাদি কল্পনা করা যায়, তথাপি সে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, কারণ বশতঃ কার্য্যরূপে দগ্ধ হইলেও দগ্ধ নহেন, যদিও কথঞ্চিৎ দৃষ্ট, কিন্তু স্বরূপে কখনই দৃষ্ট পদার্থ নহেন, ইতিভাবঃ॥ ১৬॥ ১৭॥

কালের সহিত চেষ্টাই জীবনিকায়ের পরিবর্ত্তনের কারণভূতা হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(দুর্বিলাসবিলাসিন্যা ইতি)।

দুর্বিলাসবিলাসিন্যা চেষ্টয়াকষ্টপুষ্টয়া।
দ্রঢেকরূপক্রদ্রূপং জনমাবর্ত্তনস্থিতঃ॥ ১৮॥
তৃণং পাংশুমহেন্দ্রঞ্চসুমেরুং পর্ণমর্ণকং।
আত্মম্ভরিতয়া সর্ব্বমাত্মসাৎকর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ১৯॥

তত্তৎযুগাত্মরূপচেষ্টৈব স্বকীয়দুর্বিলাসেষুবিলাসিনীপ্রাণিনাং কষ্টেনৈবপুষ্টাকালস্য ভার্য্যাতয়াদ্রব্যৈঃ ভুক্তিকদেহেন্দ্রিয়াদিভিস্তাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ একরূপকৃৎরূপং যস্তৎ তং জনং জীবং স্বর্গনরকাদিষ্বাবর্ত্তনস্থিতঃ॥ ১৮॥

আত্মম্ভরিতয়াস্বকুক্ষিপূরণমাত্রস্বভাবেন আত্মসাৎস্বাধীনং কর্ত্তুং গ্রসিতুমিতি-যাবৎ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি কৌশিক! যুগানুসারে কষ্টদায়ক মিথ্যাভিলাষ ও বিলাস চেষ্টা এবং তত্তদ্বাসনা রূপা ব্যবহার শালিনী স্পৃহা, পুরুষের স্বর্গ নরকভাগিদেহের সহিত অভিন্ন হইয়াছে, সেই কালমহিলারূপিণী দুর্বিলাস বিলাসিনী চেষ্টা জীবগণকে স্বর্গ নরকাদি ভোগ দ্বারা আবর্ত্তন করিতেছেন, অবান্তর চেষ্টার সহিত মিলিত হইয়া কাল আকীট তৃণপর্ণ, মহেন্দ্র সুমেরু সমুদ্রাদি সকলকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন॥ ১৮॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—যুগানুসারে অর্থাৎ সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের ব্যবহার রূপাচেষ্টা কাল-ভার্য্যারূপে জীবের দেহে অভিন্ন আছেন, অর্থাৎ দেহধারির দেহে সংমগ্ন আছেন, তদ্বশে জীব সকল স্বর্গ নরক ভোগোপযোগিকর্ম্ম করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা জীব সুখ দুঃখ ভোগী হয়, কিন্তু তাহার প্রতোষিকা ঐ দুর্বিলাস বিলাসিনী চেষ্টাই পুনঃ পুনঃ ইহসংসারে ভ্রমণ করাইতেছেন। আকীট মহেন্দ্র পর্য্যন্ত ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেই কালগ্রাসে নিপতিত হয়, ইতিভাবঃ॥ ১৮॥ ১৯॥

কালেই সদসৎস্বভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদর্থে রঘুনাথ মুনিবর্য্য বিশ্ববন্ধু কৌশিককে কহিতেছেন। যথা।—(ক্রৌর্য্যমত্রৈবেতি)।

ক্রৌর্য্যমত্রৈবপর্য্যাপ্তং লুব্ধতাত্রৈবসংস্থিতা।
সর্ব্বদৌর্ভাগ্যমত্রৈব চাপলম্বাপিদুঃসহং॥ ২০॥

পর্য্যাপ্তংসমগ্রং অত্রাস্মিন্‌কালে॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! কাল অতি দুরত্যয়, কালেতেই জীবের স্বভাবের ব্যত্যয় হইয়া থাকে, লোভ, মোহ, খলতা, এবং দুর্ভাগ্য সূচক দুঃসহ চাঞ্চল্য স্বভাবাদিকে কালই উদ্ভাবন করেন॥ ২০॥

কালক্রীড়নক উপকরণ প্রদর্শন দ্বারা শ্রীরঘুবংশ তিলক বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে বালক্রীড়নক প্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা (শ্রীরয়মিতি)।

প্রেরযন্লীলরার্কেন্দুং ক্রীড়তীবনভস্থলে।
নিক্ষিপ্তলীলযুগলো নিজেবালইবাঙ্গনে॥ ২১ ॥

নিক্ষিপ্তং পুনঃপুনরাস্ফালিতং লীলার্থং কন্দুকযুগলংযেন॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুল প্রসূতমহর্ষে! ইহসংসারে বালকের ন্যায় কাল স্বয়ং কন্দুক ক্রীড়া করিতেছেন। অর্থাৎ নিজ নিজ গৃহাঙ্গনে বালকেরা যেমন কন্দুক যুগল অর্থাৎ ভাঁটাদ্বয় প্রেরণা প্রেরণরূপ ক্রীডা করিয়া থাকে, মহীয়ান্‌কালও সেইরূপ গগণাঙ্গনে যুগল কন্দুকবৎ চন্দ্র সূর্য্যের প্রেরণাপ্রেরণ অর্থাৎ গতায়াত রূপ নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—বালককে ঐ ক্রীড়া যেমন ভুলাইয়া রাখে, অর্থাৎ শিশুগণেরা যেমন তাহাতে আত্মাহার বিহারাদি ভুলিয়া থাকে, সেইরূপ শশী মিহির গতায়াতে জীবনিকায় বয়োধিক কালে ভোগ সুখের স্পৃহাদ্বারা জগৎ বঞ্চক কাল কর্ত্তৃক আত্ম পরম শ্রেয়ঃ ভুলিয়া রহিয়াছে, ইতিভাবঃ॥ ২১ ॥

কাল যে জগৎকে কবল করিয়া পরিণামে তাহাকেই ভূষণ করেন, তদ্দৃষ্টান্তে শিবরূপে কালের বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সর্ব্ব ভূতাস্থিমালাভিরিতি)।

সর্ব্বভূতাস্থিমালাভিরাপাদবলিতাকৃতিঃ।
বিলসত্যেবকল্পান্তেকালঃ কলিতকল্পনঃ॥ ২২ ॥

কল্পিতকল্পনোনাশিত প্রাণিবিভাগঃ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! কল্পান্তকালে এই কাল, প্রাণিনিকায়ের বিনাশ করতঃ আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত তদস্থিমালায় কল্পিতাঙ্গবিলাসে পরিশোভিত হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—কাল জগৎগ্রাসকপ্রলয়ে জগৎকে শ্মশান ভু করিয়া নরাস্থিমালী হয়েন এ নিমিত্ত কালকে জগৎ সংহারক বলা যায়, ইত্যর্থে স্পষ্টীকৃত করা হইল, যে মহাকাল রূপে মহাদেবকে অস্থিমালী শ্মশান নাটক, তৎশক্তি মহাকালীকে নৃমুণ্ড-

মালিনী শ্মশানালয়বাসিনী বলিয়া আগমে বর্ণনা স্মরণ, অর্থাৎ কাল কালশক্তি চেষ্টা, চেষ্টা শব্দে মায়া, সেই মায়াযোগে মায়িক মহাকাল কলিত কল্পান্তে জগৎকে কবল করিয়া থাকেন, ইতিভাবঃ॥ ২২ ॥

অনন্তর কালের অপরিসীম পরাক্রম বর্ণনা দ্বারা দাশরথি শ্রীরাম, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অস্যোড্ডামর বৃত্তস্যেতি)।

অস্যোড্ডামরবৃত্তস্য কল্পান্তেঙ্গবিনির্গতৈঃ।
প্রস্ফুরত্যম্বরে মেরুর্ভূর্জত্বগিববায়ুভিঃ॥ ২৩ ॥

উড্ডামরং নিরঙ্কুশং বৃত্তং চরিত্রং যস্যঅঙ্গেভ্যোনির্গতৈ র্বাতাভির্মেরুর্ভূর্জ ত্বগিবসর্ব্বতোবিশীর্য্যমানঃ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! এই উড্ডামরবৃত্ত কালের অঙ্গ সকল হইতে উদ্ভূত প্রলয়কালে বায়ু দ্বারা আহত সুমেরু পর্ব্বত বিশীর্ণ হইয়া ভূর্জপত্রের ছালের ন্যায় উড্ডীয়মান গগণান্তরালে বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—উড্ডামর নিরঙ্কুশবৃত্ত অর্থাৎ অনিবার্য্য চরিত্র কাল, কালে সুমের পর্ব্বতও খণ্ড খণ্ড হয়, অন্যাপরে কা কথা ইতিভাবঃ॥ ২৩ ॥

যে পর্য্যন্ত সৃষ্টিকার্য্য প্রকাশ, সেই পর্য্যন্তই কালাবয়ব লক্ষিত হয়, ইত্যাং শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(রুদ্রীভূত্বেতি)।

রুদ্রীভূত্বাভবত্যেষ মহেন্দ্রোথপিতামহঃ।
শক্রোবৈশ্রবণোবাপি পুনরেবনকিঞ্চন॥ ২৪ ॥

রুদ্রীভূত্বাইতি কালাগ্নি স্বরূপ ইতি॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি তিলক বিশ্বামিত্র! প্রলয়ে এই কাল কালাগ্নি রুদ্ররূপ হইয়া জগৎকে সংহার করেন, পরে আকাশের ন্যায় শূন্য মাত্র রূপে অবস্থিত হন, তখন ইন্দ্র ব চন্দ্র সূর্য্য, কি পিতামহ ব্রহ্মা, বা বৈশ্রবণ কুবেরাদি[illegible]হই থাকেন না, শুদ্ধ তমোময়মাত্র দৃষ্ট হয়॥ ২৪ ॥

কাল আপনাতেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই পরিশোভিত হন্, তদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ধত্তেঽজস্রোত্থিত ইতি)।

ধত্তেঽজস্রোত্থিতোধ্যস্তান্ সর্গানমিতভাস্বরান্।
অন্যান্দধদ্দিবানক্তং বীচীরব্ধিরিবাত্মনি ॥ ২৫ ॥

অন্যান্‌সসর্গান্‌দধাতিধারয়ন্নেবার্থা দন্যানজস্রউত্থিতানধ্যস্তাংশ্চসর্গান্‌ধত্তেঅজস্রোত্থতোনিত্যোদয়ুক্তইতিকালবিশেষণং বা বীচীস্তরঙ্গান্ ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! নদনদী পতি সমুদ্র যেমন বায়ু সহযোগে নিয়ত আপনাতেউপর্য্যুপরি তরঙ্গমালা প্রকাশ করতঃ পরিশোভিত হন্। জগৎরূপকালও সেইরূপ মায়াসহকারে উদ্যোগি হইয়া পরিকল্পিত দিবানিশি সৃষ্টিধারা আপনাতে প্রকাশ করিয়া সুশোভিত হইয়া থাকেন॥ ২৫ ॥

জগদ্রূপ বৃক্ষের ফল পাতন দৃষ্টান্তে কালের মাহাত্ম্য শ্রীরঘুবর শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(মহাকল্পাভিধানেভ্য ইতি)।

মহাকল্পাভিধানেভ্যো বৃক্ষেভ্যঃ পরিশাতয়ন্।
দেবাসুরগণান্‌পক্কান্ ফলভারানিবস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

শাতয়ন্‌পাতয়ন্ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! মহাকল্পসংজ্ঞক বৃক্ষ সকল হইতে কালরূপী পুরুষবর দেবগণকে ও অসুরগণকেও পরিপক্ক ফলরূপে পাতিত করিয়া ভোজন করেন॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—দৈনন্দিনাদি কল্পকেও বৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়া সামান্য জীবকে তৎফলবৎ অহরহ নিপাতন করেন, কিন্তু মহাকল্প বৃক্ষে সংস্থিত দেবাসুর রূপ পরিপক্ক ফলকেও পাড়িয়া কালগ্রাস করেন, অতএব কালই জগৎগ্রাসক হন্ ইতিভাবঃ॥ ২৬ ॥

অনন্তর যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষরূপ কালের স্বরূপ বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কালোয়মিতি)।

কালোহয়ং ভূতমশকঘুঙ্ঘুমানাং প্রপাতিনাং।
ব্রহ্মাণ্ডোডুম্বরৌঘানাং বৃহৎপাদপতাংগতঃ॥ ২৭॥

ভূতানিপ্রাণিনএবমশকাস্তেঘুঙ্ঘুমানাং ঘুঙ্ঘুমিতিধ্বনন্তাং• ব্রহ্মাণ্ডোডুম্বরফলৌঘানাং॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর কৌশিক! প্রাণিস্বরূপ মশকের শব্দযুক্ত প্রপতন শীল ব্রহ্মাণ্ডাখ্য সমূহ যজ্ঞোডুম্বর ফল, তাহার ধারক স্বরূপ কাল বৃহৎ বৃক্ষ হয়েন॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—উডুম্বরাখ্য বৃহৎ বৃক্ষস্বরূপ কাল, তাহার বহু সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডাখ্য প্রপাতী ফল, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড চিরস্থায়ী নহে, জীব সকল মশক স্বরূপ, তন্নিকটবর্ত্তী, নিরন্তর স্বস্ব ব্যাপারভূত শব্দব্যাহরণ করিতেছে, মশক ধ্বনির ইতিভাবঃ॥ ২৭॥

স্বভার্য্যা সহিত কাল নিয়ত দীপ্তি পাইতেছেন, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সত্তামাত্রেতি)।

সত্তামাত্রকুমুদ্বত্যা চিজ্জ্যোৎস্নাপরিফুল্লয়া।
বপুর্ব্বিনোদয়ত্যেকং ক্রিয়াপ্রিয়তয়ান্বিতঃ॥ ২৮॥

চিৎসর্ব্বাধিষ্ঠানচৈতন্যমেবজ্যোৎস্নাচন্দ্রিকাতৎসন্নিধানমাত্রেণপরিতঃ ফুল্লয়াব্যক্তয়া জগৎসত্তাসামান্যলক্ষণয়াকুমুদ্বত্যাকুমুদিন্যা বিনোদহেতুভূতয়া তত্তৎপ্রাণিশুভাশুভ ক্রিয়ালক্ষণপ্রিয়তয়াঅন্বিতঃসন্‌একং অদ্বিতীয়ং বপুঃস্বরূপং বিনোদয়তি বিনোদাহিবিহারকৌতুকৈঃকালক্ষেপঃ তত্রকালস্যবিহর্ত্তুঃ কালান্তরাপ্রসিদ্ধেঃ স্ববপুরেববিনোদয়তীতিভাবঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! চৈতন্য স্বরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা সত্তারূপা কুমুদিনী প্রফুল্লিতা হয়, শুভাশুভ ক্রিয়ারূপা প্রিয়াকামিনীর সহিত অদ্বিতীয় কাল নিজ শরীরকে নিয়ত আনন্দিত করিতেছেন॥ ২৮॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূত চৈতন্যই চন্দ্রিকাস্বরূপ, তৎসন্নিধান মাত্রে অর্থাৎ তৎসত্তায় অসৎকে সত্তাবৎ প্রতীত করতঃ তদধিষ্ঠান মাত্র ভূত রাশিকে প্রফুল্ল করিতেছেন,. অর্থাৎ সর্ব্ব সন্তোষযুক্ত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন যে শুভাশুভ ক্রিয়া তিনিই কালের প্রিয়াভার্য্যা, তাহার সহিত কাল নিয়ত ক্রীড়া পরা-

য়ণ হইয়াছেন। অজ্ঞানান্ধকার মগ্ন জীবের মোহনকারিণী ক্রিয়ার সহিত কাল বিহার করিতেছেন, কিন্তু জীবের কিছুতেই কিছু ক্ষমতা নাই, কেবল চৈতন্য সত্তার চৈতন্যবৎ প্রতীত, চেতনের ন্যায় ব্যাপার করিয়া থাকে ইতিভাবঃ॥ ২৮ ॥

অনন্তর কালের স্থায়িত্ব বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবংশপ্রদীপ শ্রীকুশিক কুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অনন্তাপারপর্য্যন্তেতি)।

অনন্তাপারপর্য্যন্তবদ্ধপীঠ নিজংবপুঃ।
মহাশৈলবদুত্তুঙ্গ মবলম্ব্যাব্যবস্থিতঃ॥ ২৯॥

অনন্তেঅপরিছিন্নেঅনন্তায়াং ভুবিচঅতএবঅপারপর্য্যন্তে পূর্ব্বোত্তরাবধিশূন্যে ব্রহ্মণি প্রদেশেচবদ্ধপীঠং প্রতিষ্ঠিতং॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিনাথ বিশ্বামিত্র! যেমন অতি উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে বদ্ধমূল হইয়া শুদ্ধ নিজ শরীরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছে, তদ্রূপ অপরিচ্ছিন্ন অতি বৃহদাকারবান কালও ব্রহ্ম বস্তুতে বদ্ধমূল হইয়া কেবল স্বশরীরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছেন, অর্থাৎ কালের ইয়ত্তা হয় না ইতিভাবঃ॥ ২৯ ॥

বিচিত্র কার্য্য সম্পাদক কালের মহিমানুবর্ণন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদভিপ্রায় এই। যথা।—(ক্বচিৎশ্যামতম ইতি)।

ক্বচিৎশ্যামতমঃশ্যামং ক্বচিৎকান্তিযুতংততং।
দ্বয়েনাপিকর্চিদ্রিক্তং স্বভাবং ভাবয়নস্থিতঃ॥ ৩০ ॥

ক্বচিন্নিশীথাঞ্জনাদৌশ্যামৈস্তমোভিঃ তমইববাশ্যামং ক্বচিদ্দিনবাকাশ্যান্যাদৌক্বচিৎ কুড্যকুসূলাদৌরিক্তং শূন্যং স্বভাবং স্বকার্য্যং॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! এই কাল কখন শ্যামতমঃ স্বরূপ, কখন বা দ্যুতিমান্ শোভন কান্তিযুক্ত, কখন বা এতদ্দ্বয়ের অতিরিক্ত স্বভাব ভাবন হইয়া সংস্থিতি করেন॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—এই কাল আলোক রহিত যামিনীতে শ্যামতা ধারণ করেন, কচিৎ আদিত্যোদয়ে আলোকময় কান্তিমান্ হন্। এই দুয়ের অতিরিক্ত পদে পর্ব্বত ন্যায়

ভিত্তিস্থ তমোরূপ, কখন বা শূন্যত্ব প্রযুক্ত স্বল্প শ্যামল হন্, কাল কালে কালে কালানুসারে তরতমরূপে কালিমা ধারণ করেন, অর্থাৎ সকলই কালের স্বভাব, কালপ্রকৃত বিচিত্র কার্য্য সম্পাদক, কালকে জয় করিতে কেহই পারে না ইতিভাবঃ॥ ৩০ ॥

অনন্তর পর্ব্বতোপম কালের স্বরূপতা ও কালের অব্যয় রূপ বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংলীনেত্যাদি)।

সংলীনাসংখ্য সংসারসাররাস্বাত্মসত্তয়া।
উর্ব্যেবভারঘনয়ানিবদ্ধ পদতাঙ্গতঃ॥ ৩১ ॥
নখিদ্যতেনাদ্রিয়তেনপাতিনচগচ্ছতি।
নাস্তমেতিনচোদেতি মহাকল্পশতৈরপি॥ ৩২ ॥

সংলীনানামসংখ্য প্রাণিসংসারাণাং সারবৎপরিনিষ্টয়া স্বাত্মসত্তয়াস্বরূপস্থিত্যাসর্ব্বাধারস্বাভারঘনয়ানিবদ্ধ পদপ্রতিষ্ঠিতস্তদ্রূবং॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! মহীধর যেমন মহীকর্ত্তৃক বদ্ধমূল, তদ্রূপ অসংখ্য জীবযুক্ত এই সংসারে সকলের আধার স্বরূপ সারকাল স্বকীয় ঘন আত্ম সত্তাতে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাৎ কালই সকলের আশ্রয়স্বরূপ হন্ ইতিভাবঃ॥ ৩১ ॥ হে ব্রহ্মন্! শত শতকল্প অতীত হইলেও কালের আদর বা খেদ নাই, কালের গমনও নাই এবং স্থিতিও নাই, অস্ত বা উদয় নাই এক ভাবেই চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—জগৎ উৎপাদনে হর্ষ, জগৎ বিনাশে কালের খেদ নাই, চিরকালও কাহার পালন বা সংহরণ করেন না, এবং উদয়াস্ত নাই, সকলি কালে গমন করে, কালের গমন কোথাওনাই, অর্থাৎ কোটি২ কল্পের খণ্ড হইতেছে, কিন্তু অখণ্ড দণ্ডায়মান এক রূপেই কাল অবস্থিত আছেন ইতিভাবঃ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

এক কালই এই সৃষ্টি প্রকাশক হন্ ইত্যর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(কেবলং জগদারম্ভেতি)॥

কেবলংজগদারম্ভলীলয়াঘনহেলয়া।
পালয়ত্যাত্মনাত্মান মনহঙ্কারমাততং॥ ৩৩ ॥

ঘনহেলয়াঅনাস্থয়াপালয়তিনবিনাশয়তিঅনহঙ্কারং নিরভিমানং যথাস্যাত্তথাআততং বিস্তীর্ণং॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! কালের অপরিসীম মহিমা, যে হেতু এই প্রগাঢ় জগৎ কার্য্যই কেবল যাহার লীলাতে সম্পাদিত হইতেছে এবং বিস্তৃত অমহংকারতাপ্রযুক্ত আপনা হইতে অবহেলাতে জগৎ পরিপালন এবং নিধন করিতেছেন। অতএব কালের স্বরূপ লক্ষণ কহিবার সাধ্যনাই। নিরভিমানতা অর্থাৎ এতবড় কার্য্য করিয়াও অহংকার প্রকাশ করা নাই। ইতিভাবঃ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর কালকে সরোবর রূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যামিনীপঙ্ক কলিতামিতি)॥

যামিনীপঙ্ককলিতাং দিনকোকনদাবলীং।
মেঘভ্রমরিকাং স্বাত্ম সরস্যারোপয়ন্স্থিতঃ॥ ৩৪ ॥

যামিনীরাত্রিসৈবমালিন্যাৎ পঙ্কস্তস্মাৎকলিতাং উদ্গতাং দিনান্যেবকোকনদাবলী রক্তোৎপলসমূহঃ স্বাত্মাকালস্বরূপমেবসরস্তস্মিন্॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! এই কাল সরোবররূপে দেদীপ্যমান, ইহাতে রাত্রিরূপ পঙ্কে পরিপূর্ণ, উদ্ভূত দিন রূপ প্রফুল্ল কোকনদ, তাহাতে মেঘ স্বরূপ ভ্রমরাবলি আরোপিত হইয়াছে॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য। ভ্রমরীযুক্ত হইয়া পঙ্কজাত রক্তোৎপল যেমন সরোবরকে আশ্রয় করিয়া শোভা পায়, সেইরূপ দিন রাত্রি মেঘাগমনাদি সকল এক কালকে আশ্রয় করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া শোভিত থাকে ইতিভাবঃ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর দুঃখী লোকের স্বর্ণাহরণ উপমাতে কালের চরিত্র বর্ণন করিয়া রঘুবর্য্য শ্রীরামচন্দ্র, মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(গৃহীত্বা কৃপণ ইতি)॥

গৃহীত্বাকৃপণঃ কৃৎস্নাংরজনীং জীর্ণমার্জনীং।
আলোককনকক্ষোদানাহরত্যভিতোগিরিং॥ ৩৫ ॥

কৃপণোলুব্ধঃ অতএবসূতনসংমার্জন্যন্তরসংপাদনাসমর্থঃ সকৃন্মার্জনেনবহুতরলাভে ঘসংতুষ্টশ্চেতিভাবঃগিরিং কনকাচলং অতএবকনকক্ষোদানগিরেঃ শীর্ণানিতিগম্যতে॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র! দুঃখিলোকে যেমন স্বর্ণ লুব্ধ হইয়া জীর্ণমার্জ্জনী দ্বারা স্বর্ণাকর অচলবরের চতুর্দ্দিগে কনক কণার আহরণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় বহুসংখ্যক রজনীরূপাসং মার্জ্জনী দ্বারা কাল পুরুষ এই জগদ্রূপ স্বর্ণাচল মূলে জীব রূপ সুবর্ণ কণাকে নিয়ত সংগ্রহণ করিতেছেন॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—জীর্ণসংমার্জ্জনী বলাতে নূতন সংমার্জ্জনী নহে, অর্থাৎ নূতন মার্জ্জনীর অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয় না, এজন্য পুরাতন সংমার্জ্জনী বলিয়াছেন, বহু কালীয় মার্জ্জনা দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্র হয় তাহাতে একবারেই সকল আহৃত হয়, ইহাতে এই অভিপ্রায় যে ক্রমে বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ এই জগৎ দিন রাত্রি রূপা সংমার্জ্জনীর আঘাতে ক্রমে পরিক্ষয় হইয়া যাইবে ইতিভাবঃ॥ ৩৫ ॥

জগদালোকন পরায়ণ কালের ক্রিয়া কৌশল বর্ণনা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(সঞ্চারয়ন্নিতি)॥

সঞ্চারয়ন্ক্রিয়াঙ্গুল্যা কোণকেষ্বর্কদীপিকাং।
জগৎপদ্মনিকার্পণ্যাৎ ককিমস্তীতিবীক্ষ্যতে॥ ৩৬ ॥

প্রকারান্তরেণতস্যকার্পণ্যমাহসঞ্চারয়ন্নিতি কোণকেষুদিক্কোণেষু॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! যেমন দীনজনে অঙ্গুলি সঞ্চার দ্বারা দীপবর্ত্তিকে প্রজ্বলিত করিয়া গৃহভান্তরে কোথায় কি আছে দেখিয়া থাকে, তদ্বৎ কালও শুভাশুভ ক্রিয়ারূপাঙ্গুলি দ্বারা দীপবৎসূর্য্যকে প্রকাশ করিয়া সংসার মধ্যে সকল বস্তুকে নিয়ত অবলোকন করিতেছেন॥ ৩৬ ॥

পক্কবৎ অপক্ক ফলভুক্ কাল জগৎজীবের গ্রাসক হইয়াছেন, তদর্থে রঘুনন্দন মুনিনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন।—যথা—(প্রেম্নাহ র্বিনিমেষেণেতি)।

প্রেম্নাহর্বিনিমেষেণ সূর্য্যাক্ষ্ণাপাকবস্ত্যলং।
লোকপালকলান্যত্তি জগজ্জীর্ণবনাদয়ং॥ ৩৭ ॥

সূর্য্যাক্ষোন্মুরূপোঽহর্বিনিমেষস্তেন॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! যেমন ইহ সংসারে লোকেরা বনমধ্যস্থ বৃক্ষ হইতে অপক্ক উত্তম উত্তম ফল আনায়ন করতঃ গৃহমধ্যে বহ্নির উত্তাপে কৃত্রিম রূপে পক্ক করিয়া অত্যন্ত প্রীতি সহকারে তাহাকে ভোজন করে, তাহার ন্যায় এই কাল অগ্নিবৎ যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা অপক্ক ফলরূপ মনুষ্যগণকে সূর্য্যোপাসন ক্রিয়া বিধানে পরিপক্ক করিয়া অনিমিষত্ব প্রদান পূর্ব্বক দেবরূপ ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দিগকে প্রীতি পূর্ব্বক গ্রাস করিতেছেন॥ ৩৭ ॥

অর্থাৎ কাল দেবতির্য্যক্ নরাদি ও স্থাবরাদি কোন বস্তুকেই ত্যাগ করেন না, ক্রমে সকলকেই কবলিত করিয়া থাকেন ইতিভাবঃ॥ ৩৭ ॥

পেটিকোদরে রত্ন স্থাপন দৃষ্টান্তে কালপেটিকার প্রমাণ দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জগজ্জীর্ণ কুটীতি)॥

জগজ্জীর্ণকুটীকীর্ণা নর্পরত্ন্যগ্রকোটরে।
ক্রমেণগুণবল্লোক মণীন্মৃত্যুসমুদ্রকে॥ ৩৮॥

জগদেবজীর্ণাকুটীতৃণগৃহং তত্রকীর্ণানপ্রমাদাৎ পতিতান্মৃত্যুরেবসমুদ্রকঃ সংপুটকস্তস্মিন্॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিক কুলপ্রদীপ! জীর্ণ গৃহমধ্যে পতিত রত্নাদিকে দেখিয়া গৃহস্বামী যত্ন পূর্ব্বক পেটিকা মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখে। তাহার ন্যায় জগৎরূপ গৃহস্বামী এইকাল সংসারে পতিত গুণবান জন সকলকে রত্নের ন্যায় যত্নপর হইয়া পেটিকারূপ মৃত্যুর উদর মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখেন। অর্থাৎ সজ্জন ব্যক্তিমাত্রকেই কাল বিনাশ করিয়া থাকেন ইতি ভাবঃ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—ইত্যর্থে গুণবান ব্যক্তিকেই নাশ করেন, মূর্খকে কি বিনাশ করেন না এমত নহে, এই গুণবান পদে সকাম ক্রিয়া পর ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর উদরে সংস্থাপনা করেন, তদিতর নৈর্গুণ্যাপন্ন যোগিদিগকে পুনঃ পুনঃ তদুদরে স্থাপন করিতে পারেন না, যেহেতু তাহারা যোগ প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। একারণ শ্লোকে গুণবান্ বলিয়া উক্ত করেন ইতি মর্ম্মার্থঃ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর কালের বিচিত্রগুণ বর্ণন করতঃ কৌশল্যানন্দন শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(গুণৈরাপূর্য্যত ইতি)।

গুণৈরাপূর্য্যতেযৈবলোক রত্নাবলীভূশং।
ভূষার্থনিবতামঙ্গে কৃত্বাভূয়োনিকৃন্ততি ।। ৩৯ ।।

গুণৈস্তন্তুভিরিত্যবিনয়াদিভিশ্চলোকোজনঃ অঙ্গেস্বাবয়বেকৃত ত্রেতাদৌযর্দ্দাপিসর্ব্বং নিকৃন্ততিতথাপিগুণবতাং বিনাশএবপ্রসিদ্ধিমায়াতীতি শ্লোকদ্বয়েতদুক্তিঃ ।। ৩৯ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! অশেষ গুণ নিধানকাল লোক সকলকে রত্নমালার ন্যায় গ্রন্থন করতঃ স্বকীয় অঙ্গের ভূষণ করেন, কিন্তু পুনর্ব্বার ঐ মণিমালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন, তাহাতে কিছু মাত্র মমতা করেন না ।। ৩৯ ।।

অপূর্ব্ব ভূষণে ভূষিত কালের শোভা বর্ণনা করিয়া রামচন্দ্র ঋষি শার্দ্দূল বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দিনহংসাম্বুস্থতয়া ইতি)।

দিনহংসাম্বুস্থতয়ানিশেন্দীবর মালয়া।
তারাকেশরয়াজস্রং চপলোবলয়ত্যলং ।। ৪০ ।।

তারাদীনিদীর্ঘানি নক্ষত্রাণিবাকেশরাণিযস্যাং উৎপলমালায়াং হেয়াংসনিবেশস্থানৌচিত্যদ্যোতনায় চপলইতিবলয়তিবলয়বদ্ধারয়তি পঞ্চষষ্ঠ্যুলিকবৎসরকর প্রকোষ্ঠে ইতিশেষঃ ।। ৪০ ।।

অস্যার্থঃ।

ভো গাধিনন্দন! দিনরূপ সরোজ এবং তারকারূপ কেশর বিশিষ্ট যামিনী রূপা ইন্দ্রীবর মালামণ্ডিত, পঞ্চষষ্ট্যুত্তর ত্রিশত পরিমাণে দিবারাত্রি বলয়াকারে কালের সাবনবর্ষরূপ কর ভূষণ হয়, ঐ বলয়া অজস্র চঞ্চলা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমাণা হইয়া থাকে ।। ৪০ ।।

তাৎপর্য্য।—কালের কর বৎসর দিন রাত্রিরূপ রত্নমণ্ডিত বলয়া হয়, অথবা কালের করবৎসর দিনযামিনী রূপ পদ্মেন্দীবর সদৃশ মণিমালা মণ্ডিত চঞ্চল বলয়া করভূষণ স্বরূপ হয়, অর্থাৎ দিনযামিনী মাস পক্ষ অয়নবৎসরাদিই কালের অঙ্গোপাঙ্গ হয় ইতিভাবঃ ।। ৪০ ।।

অনন্তর জনশোণিতপায়িরূপে কালের স্বরূপতা বর্ণনা দ্বারা রঘুবীর কুশিক বীর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(শৈলার্ণবাধরা ইতি)।

শৈলার্ণবাম্বুধরাশৃঙ্গ জগদ্ভুর্ণায়ুসৌনিকঃ।
প্রত্যহং পিবতেপ্রেক্ষ্য তারারক্ত কলানপি॥ ৪২॥

অর্ণাঃ অর্ণবাঃ দ্যৌর্লোকঃ শৈলাদয়শ্চত্বারঃ প্রধানত্বাচ্ছৃঙ্গানিযেষাং জগল্লক্ষণানাম্‌-র্ণায়ূনাং মেষাণাং শূনাহিংসাস্থানং তত্রভবঃ সৌনিকোহিংসকঃকালঃ নভোঙ্গনবিকীর্ণান্ তারানক্ষত্রাণ্যেবরক্তকণাস্তানপি প্রেক্ষ্যপ্রত্যহং অহন্যহনিপিবতোনটীত্যুৎ প্রেক্ষা আত্মনেপদং ছান্দসং॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি প্রবর! জগৎ হিংসক এইকাল, শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ, পৃথিবী এই চতুষ্টয় প্রধান শৃঙ্গধারী মেষরূপ জগৎকে বিনাশ করতঃ আকাশ রূপ অঙ্গনে বিকীর্ণ নক্ষত্র রূপ শোণিতকণা দেখিয়া প্রত্যহ পান করিয়া থাকেন, শৈল স্বর্গ অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদি, সকলকেই কাল গ্রাস করেন ইতিভাবঃ॥ ৪১॥

কালের করালত্ব বর্ণনা দ্বারা ভুয়ঃ শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথকে কহিতেছেন। যথা—(তারুণ্যনলিনীসোমেতি)।

তারুণ্য নলিনীসোম আয়ুর্মাতঙ্গকেশরী।
নতদস্তি নযস্থায়ং তুচ্ছাতুচ্ছস্য তস্করঃ॥ ৪২॥

তুচ্ছস্যক্ষুদ্রস্যাতুচ্ছস্য মহতশ্চবস্তুজাতস্য ন খোযস্যায়ং তস্করোনভবতিতন্নাস্তীতি সম্বন্ধঃ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর বিশ্বামিত্র! এই ভয়ঙ্কর রূপবান্ কাল, ত্রিজগৎমধ্যে এমন কোন বস্তু দেখিনা যে তাহাকে হরণ না করেন? ইনি জীবের যৌবন স্বরূপপদ্মে প্রতিচন্দ্র, পরমায়ুস্বরূপ হস্তীর প্রতি সিংহ রূপ আচরণ করেন॥ ৪২॥

তাৎপর্য্য।—কাল জগৎহারক, অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে যেমন কমলিনী মলিনাহয়, সেই রূপ কালের উদয়ে জীবের যৌবনাবস্থাও মলিনা হয়, মত্তকেশরী যেমন মত্ত হস্তীকে বিদারণ করে, সেইরূপ জীবের পরমায়ুকেও কাল বিদারণ করিয়া মৃত্যুমুখ দর্শন করাইয়া থাকেন ইতিভাবঃ॥ ৪২॥

এইকাল নিত্যানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ হয়েন, তদর্থে শ্রীদশরথতনয় গাধিতনয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কল্পকেলিবিলাসেনেতি)।

কল্পকেলি বিলাসেন পিষ্টপাতিত জন্তুনা।
অভাবো ভাববাসেন রমতেস্বাত্মনাত্মনি ॥ ৪৩ ॥

পিষ্টাঃ সংচূর্ণিতাঃ মৃত্যুমুখেপাতিতাশ্চ জন্তবোযেনতথাভূতেনকল্পঃ সংবর্ত্তঃ তদ্রূপেণকেলিবিলাসেন নবিদ্যন্তেভাবাযস্তথাভূতঃসন্ সুষুপ্তাৰ্ব্বিভাবরূপাজ্ঞানাবভাসকেনস্বাত্মনাস্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যেনতস্মিন্নেবাত্মনিরমতে বিশ্রাম্যতিনততঃ পৃথগ্বিভজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিক কুলপ্রদীপ মহর্ষে! এই মহেশ্বরকাল, কল্পান্তরূপ ক্রীড়াদ্বারা সমস্ত প্রাণী বধ এবং জন্যবস্তু মাত্রকে বিনাশ করতঃ সুসুপ্ত্যবস্থার ন্যায় তম প্রকাশক রূপে স্বয়ং ব্রহ্ম চৈতন্যকে সমাশ্রয় করিয়া পরিণামে বিশ্রাম করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইয়া একমাত্র থাকেন ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—যাবৎ সৃষ্টিকার্য্য তাবৎকাল ক্রীড়া, কার্য্যাত্যয়ে তাঁহার ক্রীড়া থাকেনা তুরীয় সান্নিধ্য অবস্থা সুসুপ্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তখন কেবল তমোময় মাত্র ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর সৃষ্ট্যারম্ভে সর্ব্বারম্ভ সহিত প্রকাশ হইয়া যাহা করেন, তাহা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(কর্ত্তা ভোক্তেতি)।

কর্ত্তাভোক্তাথ সংহর্ত্তা স্মর্ত্তাসর্ব্ব পদঙ্গতঃ।
সকল মথকলাকলিতান্তরং সুভগদুর্ভগ রূপধরং বপুঃ।
প্রকটয়ৎসহসৈবচগোপয়দ্বিলসতীহহিকালবলং নৃষু ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ রামায়ণে কালাপবাদো নাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

শ্রীরামচন্দ্রউবাচ।

এবং প্রলয়েবিশ্রাম্যার্থ পুনসর্গকালেবিশ্বস্যকর্ত্তা ভোক্তাসংহর্ত্তাস্মর্ত্তেত্যাদিসর্ব্ববস্তুভাবঙ্গতঃ স্বয়মেবভবতীতিশেষঃ নকলাভিবুদ্ধিকৌশলৈঃ কলিতং কেনাপ্যনিশ্চিতং আন্তরং রহস্যং যস্যতত্তথাসুভগং পুণ্যফলভোগানুরূপং তদ্বিপরীতং দুর্ভগং তদ্রূপং তস্যধরং সকলমপিবপুঃ প্রকটয়ৎগোপয়চ্চপসংহরচ্চবিলসতিহীতি প্রসিদ্ধৌইহজগতিকালস্যবলং নৃষুপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ • ॥

হে মুনিবর কৌশিক! মহাপুরুষ কাল প্রলয়ে বিশ্রাম করতঃ সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার স্বরূপের প্রকাশ করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা, ভোক্তা, সংহর্ত্তা, স্মর্ত্তাদি সর্ব্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব কালের গতি বোধ করা অতি কঠিন হয়॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—অপারমহিমকালের স্বরূপাগতি বোধ হয় না, কেবল সাধন সিদ্ধ কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় সুমার্জ্জিতবুদ্ধিকৌশলে নিগূঢ়কাল বৃত্তান্ত ও তৎ পরাক্রমজানিতে পারেন, কালই সর্ব্বময় ব্রহ্মরূপ, উত্তমাধম সকল বস্তুরই স্রষ্টা এবং প্রলয়রূপ ক্রীড়াচ্ছলে এই জগৎকে সংহার করিয়া খেলা মাত্র করিয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বোপরি কালের বলবত্তা ইহা সর্ব্বতোভাবে জগৎ প্রসিদ্ধ আছে, ইতিভাবঃ॥ ৪৪ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে কালাপবাদ নামে
ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

চতুর্ব্বিংশতি সর্গের সম্যক্ ফল কালের বিলাস, তাহা টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। চণ্ডবিক্রমামায়া কালের প্রিয়তমাভার্য্যা তাহার সহিত রাজপুত্র ন্যায় কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে মৃগয়া ব্যাজে এই সংসাররূপ কাননে কাল ভ্রমণ করিতেছেন। ০।

সংপ্রতি কালকে মৃগয়াকৌতুকবিহারিরাজপুত্রভাবে রূপকবর্ণনাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অস্যোড্ডামরেতি)।

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ।

অস্যোড্ডামরলীলস্য দূরাস্তসকলাপদঃ।
সংসার রাজপুত্রস্য কালস্যাকলিতৌজসঃ॥ ১॥

সএব বর্ণ্যতেকাল শ্চণ্ডীপ্রিয়তমান্বিতঃ। মৃগয়াকৌতুকাবিষ্ট রাজপুত্রতয়াধুনা॥ সাংপ্রতং তমেবকালং মৃগয়াকৌতুক বিহারি মহারাজপুত্রভাবেন রূপয়িতুং প্রতিজ্ঞানীতে অস্যেতি উড্ডামরাঃ উদ্ভটাঃ লীলাযস্য দূরে অস্তাঃ নিরস্তাঃ সকলাপদোযস্য অকলিতৌজসঃ অচিন্তপরাক্রমস্যপ্রসিদ্ধ সূর্য্যচন্দ্রাদীনপি প্রকাশয়নদীপ্যতইতিরাজপরং ব্রহ্মতস্যঅনাদিমায়া মহিষীসম্বন্ধ লব্ধস্বরূপত্বাৎ জগদৌবরাজ্য সম্পন্নোক্ত্বাচ্চপুত্রস্য কালস্যবর্ণ্যতইতিশেষঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! উড্ডামর লীল অর্থাৎ উদ্ভট লীলা বিশিষ্ট কাল, অচিন্তনীয় পরাক্রমশালী, সকল আপদ যাহাতে নিরস্ত, মহারাজপুত্রের ন্যায় কাল এই সংসারগহনে মৃগয়াছলে কৌতুক বিহারী হইয়াছেন॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—কালকে রাজপুত্র রূপে বর্ণনার অভিপ্রায়, এই যে এতদ্বিশ্ব রাজ্যের রাজা পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতে উৎপন্ন বিধায় কালকে মহারাজপুত্র বলা যায়, তদ্বন শব্দে শ্রুতি ব্রহ্মাণ্ডকে কহেন, এনিমিত্ত সংসারকে বনরূপে বর্ণন করিয়াছেন, মৃগয়া শব্দে পর্য্যটন, সুতরাং সংসার মধ্যে নিয়ত কালের ভ্রমণ হইতেছে, কালের

খেলাও অচিন্তনীয়া, এজন্য উড্ডামর লীলা অর্থাৎ উদ্ভট লীলা বলা যায়, অভাবনীয় কালের পরাক্রম এবিধায় তাঁহাকে অকলিতৌজা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি যাঁহার দীপ্তিতে দেদীপ্যমান, তিনি স্বয়ংদেব স্বপ্রকাশক জন্য রাজা ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে উৎপন্ন কালের রাজপুত্রবদ্ভাবঃ অনাদি মায়া ভার্য্যাসম্বন্ধ লব্ধ জগৎ যৌবরাজ্য সম্পৎ ভোক্তৃত্ব প্রযুক্ত রূপক ব্যাজে কালকে রাজপুত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বারাজ্যে সাম্প্রত কালেরই কর্ত্তৃত্ব ইতিভাবঃ॥ ১ ॥

অনন্তর কালের মৃগয়া বিহারোপকরণ বর্ণনা দ্বারা শ্রীরঘুবর্য্য মুনিবর্য্য বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(অস্যৈবাচরতইতি)। কালের কল্পিত উদ্যান সসরোজ সরোবর বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে পুনরপি কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(একদেশোল্লসদিতি)।

অস্যৈবাচরতোদীনৈ র্মুগ্ধৈর্ভূতমৃগব্রজৈঃ।
আখেটকং জর্জ্জরিতেজগজ্জাঙ্গল জালকে॥ ২ ॥
একদেশোল্লসচ্চারুবড়বানলপঙ্কজা।
ক্রীড়াপুষ্করিণীরম্যা কল্পকালমহার্ণবঃ॥ ৩ ॥

অস্যৈবকল্পকালমহার্ণবঃ ক্রীড়াপুষ্করিণীকৃত ইত্যুত্তরত্রসম্বন্ধঃ মুগ্ধৈরজ্ঞৈঃ ভূতান্যেব মৃগব্রজাস্তৈঃ বধ্যানামপিবধকবিনোদহেতুত্বাৎতৃতীয়াআখেটকং মৃগবিনোদং। ২। ৩।

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকরাজপুত্র! এই জগৎরূপ অরণ্যমধ্যে মায়াজালে পতিত এবং বিষয় বিষময় স্বরসন্ধানে জর্জ্জরীভূত মৃগবৎ অজ্ঞানী দীন প্রাণি নিকরের বিনাশনই কালের মৃগয়া বিহার সিদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ কাল এই সকল ভুতগণকে গ্রাসার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন ইতিভাবঃ॥ ২ ॥ হে মহর্ষিবর! কল্পান্তকালে জগৎ প্লাবন কর্ত্তা যে একার্ণব, সেই মহার্ণবই কালের কল্পিত মনোহরক্রীড়াপুষ্করিণী হয়, একার্ণবের কোন কোন স্থানে যে প্রজ্বলিত বড়বানল, সেই বড়বাগ্নিই প্রফুল্লিত পদ্মমালার ন্যায় সুশোভিতা হইয়া থাকে॥ ৩ ॥

অনন্তর কালের প্রাতর্ভোজন বিষয়ের উপহারাদি বর্ণন করিয়া শ্রীরঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(কটুতিক্তাম্লভূতাদ্যৈরিতি)।

কটুতিক্তাম্লভূতাদ্যৈঃ সদধিক্ষীরসাগরৈঃ।
তৈরেব তৈঃ পর্য্যুষিতৈর্জ্জগদ্ভিঃ কল্যবর্ত্তনং॥ ৪ ॥

ভূতপদং প্রত্যেকং সম্বধ্যতেদধিক্ষীরাদিসাগরসহিতৈঃ তৈস্তৈরেব প্রত্যহমেকরূপৈঃ পর্য্যুষিতৈশ্চিরস্থিতৈর্জগদ্ভিঃ কল্যবর্ত্তনং প্রাতরশনং তস্যেত্যন্ময়ঃ জ্যতেকটুতিক্তাম্ল দধ্যাদিসহিত পর্য্যুষিত প্রাতরশনদ্রবিড়েষুপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র! লবণাম্ল মধুরাদি রসযুক্ত, দধিক্ষীরাদি সাগর সহিত এই জগৎরূপ পর্য্যুষিত অন্ন কালের প্রাতঃকালের আহারীয় উপকরণ হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রাতঃ পর্য্যুষিতান্ন ভোজন দ্রবিড়াদিদেশে চিরকাল প্রসিদ্ধ রূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ অম্লরসযুক্ত পর্য্যুষিত অন্নে যেমন দধি লবণাদি মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টরস সংযোগে আহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ জগৎভক্ষক কাল জগৎরূপ বাসি অন্ন অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রলয়ে দিনান্তরে প্রত্যুষ কালে সপ্তসাগর জল প্লাবনচ্ছলে মধুর লবণাম্লাদি রসযুক্ত প্রায় জগৎকে কাল প্রতিদিন প্রাতর্ভোজন করিয়া থাকেন, ইতিভাবঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর কালরাত্রিকে, কালভার্য্যারূপে বর্ণন করিয়া কৌশল্যাতনয় কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(চণ্ডীচতুরসঞ্চারেতি)।

চণ্ডীচতুরসঞ্চারা সর্ব্বমাতৃগণান্বিতা।
সংসারবনবিন্যস্তাব্যাঘ্রী ভূতৌঘঘাতিনী ॥ ৫ ॥

তস্যাস্বরূপাং প্রিয়ামাহচণ্ডীতিব্যাঘ্রীবদ্ভূতৌঘঘাতিনী সংসারবনে বিন্যস্তাবিহর্ত্তুং বিনিযুক্তাচণ্ডীকালরাত্রিঃ তস্যপ্রিয়েতিশেষঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর কৌশিক! কালের প্রিয়াভার্য্যা চণ্ডরূপা কালরাত্রি, তিনি ব্যাঘ্রীর ন্যায় জীব সমূহকে বিনাশ করিয়া থাকেন, সমস্ত মাতৃগণে পরিবৃতা হইয়া এই সংসারারণ্যে বিহারার্থে নিযুক্তা হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—কালরাত্রি পদে মৃত্যুকন্যা তিনি ব্যাঘ্রীরন্যায় প্রচণ্ড পরাক্রম বিশিষ্টা সর্ব্ব মাতৃগণে অর্থাৎ গোমায়ুগণ মণ্ডিতা, গোমায়ু পদে শৃগাল, এখানে রোগাবলীকে মাতৃগণ কহিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা সংসারে কালপ্রিয়া কালরাত্রি সমস্ত জীবনিকায়কে নিয়তই গ্রাস করিতেছেন, ইতিভাবঃ ॥ ৫ ॥

অপর কালের পানপাত্ররূপাঅবনী তাহা উপমাচ্ছলে রঘুবীর মুনীন্দ্রবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(পৃথ্বীকরতলে ইতি)।

পৃথ্বীকরতলে পৃথ্বীপানপাত্রীরসান্বিতা।
কমলোৎপলকহ্লারলোলজালকমালিতা ॥ ৬ ॥

অস্যপানপাত্রীমাহপৃথ্বীতি পৃথ্বীভূরেবঅস্য করতলে পৃথিবীমহতীপানপাত্রী আসবসৌগন্ধ্যশোভাদ্যর্থং পানপাত্র্যাঅপিকমলোৎপলাদিজালসমাবৃতত্বং সম্ভবতি ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজ! নানাবিধ সুগন্ধ রসযুক্ত এবং প্রফুল্লিত কমলোৎপল কুমুদ কহ্লারাদি সৌগন্ধিক কুসুমগন্ধে সুগন্ধিতা গন্ধগুণময়ী সর্ব্বরসবতী পৃথিবী কালের করতলে অসাধারণী পান পাত্রী স্বরূপা হইয়াছেন। অর্থাৎ পৃথিবীস্থ সমস্ত রসকেই কাল পান করিতেছেন ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর রাজপুত্রবৎ কালের মৃগয়ার উপযোগিশ্যেনপক্ষীর স্বরূপ বর্ণন করিয়া রঘুবর নৃসিংহাবতার প্রস্তাব মুনিবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(বিরাবীতি)

বিরাবীবিকটাস্ফোটোনৃসিংহো ভুজপঞ্জরে।
সটাবিকটপীনাংসঃকৃতঃ ক্রীড়াশকুন্তকঃ ॥ ৭ ॥

তস্যভুজাবষ্টব্যেপঞ্জরেনৃসিংহাবতারোদানবাদিবধক্রীড়ার্থং বাজাখ্যঃশকুন্তক পক্ষীকৃতঃ সকীদৃক্‌বিরাবী গর্জনশীলঃ বিকটো দুঃসহআস্ফোটোভুজস্ফালন ধ্বনির্যস্য- সটাভিঃ কেশরৈর্বিকটোদুর্দর্শঃপীনোংহং সঃস্কন্ধোযস্য ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষি সত্তম বিশ্বামিত্র! ঘোরতর রববিশিষ্ট, উন্নতস্কন্ধ জটালম্বিত শিরোভাগ, অতি ভয়ঙ্করাকৃতি নৃসিংহরূপ পক্ষিধর্ম্মীর ন্যায় কালের ক্রোড়গত বাজ পক্ষী তাহাকে লইয়া কাল মৃগয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নৃসিংহ বাহুস্ফোটন শব্দ বাজের পাখসাটধ্বনির ন্যায় ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—কালই কালে নানারূপে দৈত্য দানবাদিকে বধ করিয়া নাট্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কালরূপী ভগবান কালে কালে নানারূপ বিশিষ্ট হয়েন, ইতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তর কালের মধুর এবং ভীষণাকৃতি বর্ণনা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অলাবুবীণেতি)।

অলাবুবীণা মধুরঃ শরদ্ব্যোমলসচ্ছবিঃ।
দেবঃ কিলমহাকালো লীলাকোকিল বালকঃ ॥ ৮ ॥

মহাকালঃ পাষাণাখ্যাপিকায়াং বক্ষ্যমাণঃ সংহারভৈরবোলীলার্থং কোকিলবালকঃ কৃতঃ সোপিকীদৃকত্রস্তব্রহ্মাণ্ডমালাধারিত্বাৎ নানালাবুঘটিতবীণেবস্বরূপতো ধ্বনিতশ্চ মধুরঃ যদ্যপিতত্ত্বরূপধ্বনীঅন্যেষাং ভীষণো তথাপিতত্তোপ্যুগ্রশীলানাং তুষ্টানাং মধুর বেবেতিতথোক্তিঃ শরদ্ব্যোমেবশ্যামলঃ স্বচ্ছকান্তিঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! এই ব্রহ্মাণ্ডমালাধারি কাল মধুরশব্দায়মানাবীণার অলাবুর ন্যায়, এবং শরৎকালের নীলবর্ণ নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি লীলাকোকিল বালকবৎ সংহার ভৈরবাখ্য দেবকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—সংহার ভৈরবাখ্য কোকিলবালককৃত ইত্যর্থে ব্রহ্মাণ্ড সমূহ ধারিত্ব প্রযুক্ত অলাবুঘটিত বীণার ন্যায়, পুত্র মিত্র কলত্র প্রতি স্নেহদ্বারা উচ্চারিত বাক্যরূপ মধুরধ্বনি বিশিষ্ট, কিন্তু মুমূর্ষু দশায় অন্ধকার স্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর দর্শন, আকাশবৎ নির্ম্মল শূন্যরূপে অবলোকিত, পাষাণবৎ কঠিনতর, অর্থাৎ এই কাল সর্ব্বরূপ, কোন সময় অতি মধুর, কোন সময় অতি কঠিন, কদাপি ভয়ঙ্কর; কখন কমনীয় রূপ বিশিষ্ট হয়েন, ইতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

এই মহাকালাখ্য ভৈরবের সংহার স্বরূপ আয়ুধ বর্ণনা করতঃ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—[অজস্রেতি]।

অজস্রস্ফূর্জ্জিতাকারো বান্তদুঃখশরাবলিঃ।
অভাবনামকোদণ্ড পরিস্ফুরতি সর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

স্ফূর্জ্জিতং টঙ্কারধ্বনিঃ বান্তানিঃসারিতা দুঃখশরাবলির্যেনতস্যাভাবঃ সংহার স্তন্নামকোদণ্ডধনুঃ সর্ব্বতঃ পরিস্ফুরতি ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনি শার্দ্দূল! অভাবরূপ টঙ্কারধ্বনিযুক্ত এই মহাকাল ভৈরবের সংহার রূপ ধনুঃ হয়, এবং দুঃখরূপ পরম মর্ম্মভেদি শরসন্ধানে নিয়ত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। কাল অতি ভয়ঙ্কর, এজন্য কালকে ভৈরব বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, মৃত্যুই ইহার অজেয় কোদণ্ডধনুঃ, হায় কোথায় গেল এই রোদনধ্বনিই অভাব রূপ টঙ্কারধ্বনি হয়, আত্মীয় বিচ্ছেদ রূপ অসহ্য দুঃখ সমূহই মর্ম্মভেদন বাণস্বরূপ, সুতরাং কালের করাল হস্তে কাহারই পরিত্রাণ নাই, ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর কালের মৃগয়া পর্য্যটন, স্বরূপেবর্ণনা করিয়া শ্রীকৌশল্যানন্দন, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অনুত্তম ইতি)।

অনুত্তমস্তুধিক বিলাস পণ্ডিতো
ভ্রমংশ্চলন পরিবিলসন্ বিদারয়ন্।
জরজ্জগজ্জলিত বিলোলমর্কটঃ
পরিস্ফুরম্বপুরিহ কালঈহতে ॥ ১০ ॥

ইতি বাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে কালবিলাসো নাম
চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

ভ্রমত্বপিলক্ষেষুস্বয়ং চলমপ্যমোঘকারণত্বাল্লক্ষবিদারয়ন্ অতএবসর্ব্বেভ্যোলক্ষবেধিভ্যঃ মর্কটঃ মর্কটবচ্চপলবৃত্তয়োবিষয়লম্পটজনাযেনসতথাবিধঃ কালোরাজকুমারঃ পরিস্ফুরদ্বপুর্বিরাজমানশরীরৈঃ ঈহতেমৃগয়াবিহারেণচেষ্টতে মর্কটত্বেনিরূপণস্তুপ্রক্রম বিশেষণানুগুণত্বাদনভিপ্রেতং ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

অস্যার্থঃ।

হে গাধিতনয়মহর্ষে! যেমন রাজকুমারেরা মর্কট মণ্ডিত প্রাচীন প্রাচীন নিবিড়ারণ্যে, মৃগয়ার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণবিলাসে বাসনাযুক্ত হয়, সেইরূপ এই কালরূপী রাজপুত্র, দুঃখস্বরূপ মর্কটমণ্ডিত সংসারাখ্য প্রাচীন বন মধ্যে ভ্রমণ বিলাসার্থ বাসনাযুক্ত হইয়া জীবরূপ মৃগের প্রতি ধাবমান হইতেছেন, এবং এক জীবকে বধ করিয়া আহ্লাদে পুলকিত ন্যায় হইয়া অপরাপর জীবের প্রতি লক্ষানুসন্ধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত রাজপুত্র বৎ ধনুর্দ্ধরকাল সকল জীবমাত্রেরই বিনাশোদ্যত, কিন্তু এক সময় নহে, অর্থাৎ কেহ মরিয়াছে, কেহ মুমূর্ষু হইয়াছে, কেহ বা কিঞ্চিৎ পরে মৃত্যুকর্ত্তৃক লক্ষিত হইবে, ফলে কেহই কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে কালের বিলাস নামে
চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

পঞ্চবিংশতি সর্গের সম্যক্ ফল টীকাকার বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ কাল এক, কিন্তু ক্রিয়া ও তৎফল বিচিত্রতা নিমিত্ত নিয়তিকে নাটিকারূপে বিস্তার করিয়াছেন ॥ ০

শ্রীরাম উবাচ।

পূর্ব্ব সর্গে রাজ পুত্ররূপে কালের বর্ণনা করিয়া অত্র শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র তাহার উপাধিভূত দুইকালাবয়ব বিশ্বামিত্রকে জানাইতেছেন, যথা।—(অত্রৈবেতি)।

অত্রৈবদুর্বিলাসানাং চূড়ামণিরিহাপরঃ।
করোদ্যন্তীতিলোকেস্মিন্ দৈবং কালশ্চ কথ্যতে ॥ ১ ॥

অপরস্যাত্রকালস্যক্রিয়াতৎফলরূপিণঃ চিত্রোনিয়তিকাং তস্যনৃত্যবিস্তরঙ্গৈর্য্যতে। এবং মহাকালং রাজপুত্রত্বেনোপবর্ণ্যতদুপাধিভূতং ক্রিয়াত্মকংকালং তদ্বিনোদায়দ্বৈরূপ্যেণ নর্ত্তকত্বেনপরিকল্প্যবর্ণয়িতুমুপক্রমতে অত্রৈবেত্যাদিনা। দুষ্টোবিলাসোযেষাং তেষু-চূড়ামণিরিবশ্রেষ্ঠঃ। অপরঃ পূর্ব্বোক্তাদন্যঃ দীব্যতিব্যবহরতিপ্রাণিনাং কর্ম্মফলদানেনেতিদৈবং ফলাবস্থঃ কৃতান্তঃ কলয়ত্যবশ্যফলং সংপাদয়তীতিক্রিয়াকালইত্যেব-পূর্ব্বোক্তব্যবস্থাভেদেনদ্বেধাকথ্যতইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবিশ্বামিত্র! অত্যন্ত দুর্ব্বিলাসিকাল, এই জগন্মণ্ডলে উপাধিভেদে একরূপে উৎপাদন, অপররূপে বিনাশন করেন, অর্থাৎ একরূপ ফল জনক দৈব, অপর রূপ ক্রিয়াকাল হয় ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য। কাল এক, কিন্তু উপাধি ভেদে দুই রূপ ধারণ করেন, ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, শিবরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন। ফলজনকদৈবপদে কর্ম্মকাল, তদ্ভিন্ন ক্রিয়াকাল, যদ্বশে জগজ্জীবে স্বস্বকার্য্য সম্পাদন করে, কালের বিলাস অতি গহ্বরে নিষণ্ণ, তাহা সামান্য জীবের বুদ্ধিতে আসিতে পারে না ॥ ১ ॥

অনন্তর কালের অদ্বিতীয়ত্ব সূচক সূচিকটাহন্যায় দ্বারা প্রথম ক্রিয়াফল সিদ্ধিঃ প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র, কালের বিলাস পুনরপি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ক্রিয়ামাত্রেতি)।

ক্রিয়ামাত্রাদৃতে যস্য সপরিস্পন্দরূপিণঃ।
নান্যদালক্ষ্যতেরূপং তেনকর্ম্ম সমীহিতং ॥ ২ ॥

তত্রদ্বিতীয়ং সূচিকটাহন্যায়েনপ্রথমঃসংক্রিয়েতিক্রিয়াফলসিদ্ধঃসমীহিতমভিলষিতং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর্য্যকুশিকতনয়! শরীরের আয়াসসাধ্য অর্থাৎ পরিশ্রমসাধ্যকর্ম্মের ফললাভমাত্রই জীবের প্রয়োজন হয়, সেই হেতু কালবশে লোকের যে কোন কর্ম্ম করণে সময়ে২ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহার নাম ক্রিয়াকাল ॥ ২ ॥

অপর কৃতকর্ম্ম ফলে জীবের বিনাশ হয়, তাহাকেই দৈবরূপে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জানাইতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা —(-তেনেয়মিতি-)।

তেনেয়মখিলাভূত সন্ততিঃ পরিপেলবা।
তাপেন হিমমালেব নীতাবিধুরতাং ভৃশং ॥ ৩ ॥

ভূতসন্ততিঃ প্রাণিনিকায়ঃ। তাপেনাতপেনহিমমালানীহারপটলীবিধুরতাং বিনাশিতাং সর্ব্বস্যাপ্যনর্থস্য স্বকর্ম্মকৃতত্বাদিতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! যেমন প্রখরতর রবিকর দ্বারা হিমরাশির বিনাশ হয়, সেইরূপ কর্ম্ম বশীভূত নিখিল প্রাণিনিকায়ের কৃতকর্ম্ম দ্বারা বিনাশ হইয়া থাকে, ইহার নাম ফল জনক দৈবকাল হয় ॥ ৩ ॥

অনন্তর এতজ্জগৎকে নর্ত্তনাগার রূপে বর্ণনা করিয়া রঘুবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(-যদিদমিতি-)।

যদিদং দৃশ্যতেকিঞ্চিজ্জগদাভোগিমণ্ডলং।
নত্তস্যনর্ত্তনাগার মিহাসাবতি নৃত্যতি ॥ ৪ ॥

আভোগিবিস্তীর্ণং জগন্মণ্ডলং, নর্ত্তনাগারং নৃত্যশালারাগদ্বেষাদি প্রযুক্তপ্রবৃত্ত্যাতিশয়স্যনর্ত্তপ্রাণিপ্রত্যক্ষত্বান্নৃত্যমস্যবিস্তরেণবর্ণ্যতে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ! এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন আভোগিমণ্ডলজগৎ, ভোগোন্মত্ত জনগণের নাটশালা অর্থাৎ নাচঘরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, ইহাতে নিয়ত ঐ কাল আশার সহিত নৃত্য করিতেছেন॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। আভোগিমণ্ডল অর্থাৎ অতিবিস্তীর্ণ এতজ্জগতে জীবমাত্রেই আপন২ কালে আপন২ বিষয় বলিয়া নানাবিধ ভোগ বিলাসে উন্মত্তবৎ হইয়া যে ক্রিয়ার আচরণ করিয়া থাকে, তাহাই জগৎরূপ নাচঘরে কালের নৃত্য বিলাস হয়॥ ৪ ॥

অনন্তর কালরূপে তৃতীয় প্রস্তাব শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সাদরে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তৃতীয়শ্চেতি)।

তৃতীয়শ্চ কৃতান্তেতি নামবিভ্রৎ সুদারুণং।
কাপালিক বপুর্মত্তং দৈবং জগতি নৃত্যতি॥ ৫॥

আদ্যন্তংশাস্ত্রৈকগম্যত্বাৎবিশ্বাসদার্ঢ্যায়বিস্তরেণ বর্ণয়িতুমুপক্রমতে তৃতীয়মিত্যাদিনা পূর্ব্বসর্গোক্তপ্রক্রিয়াতৃতীয়ং কাপালিকবপুঃ কাপালিকবেশং॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো গাধিনন্দন! কৃতান্ত নামধারি তৃতীয়রূপ কাল অতি নিষ্ঠুর, কাপালিক বেশধারী হইয়া উন্মত্তবৎ এই জগন্মধ্যে নিয়ত নৃত্য করিতেছেন॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য। জগৎ সংহারক মৃত্যু, তাঁহাকেই কৃতান্ত বলিয়া উক্ত করা যায়, তিনি অতি নির্দ্দয়, নিয়ত জীব সংহার করিয়া নরকপালপাণি হইয়া যেন উন্মত্তের ন্যায় শ্মশান নাটক রূপে জগন্মধ্যে নাচিয়াবেড়াইতেছেন। অর্থাৎ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ হইবার উপায় নাই, ইতিভাবঃ॥ ৪ ॥

অনন্তর মৃত্যুর ভার্য্যা নিয়তি, তাঁহাতেই তাঁহার নিয়ত রতি হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নৃত্যতোহীতি)।

নৃত্যতোহি কৃতান্তস্য নিতান্তমিব রাগিণঃ।
নিত্যং নিয়তি কান্তায়াং মুনে পরমকামিতা॥ ৬॥

নিয়তিঃ কৃতস্যকর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাবনিয়মঃ তস্যাঁমতিরাগিণঃ অবশ্যফলং প্রযচ্ছতইত্যর্থঃ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! নৃত্যকারি[illegible] অত্যন্ত অনুরাগের সহিত নিয়তিরূপা প্রিয়তমা ললনাতে নিয়ত অভিলাষী হইয়া রহিয়াছেন, অর্থা[illegible] কৃ[illegible] জগৎবিনাশে উদ্যত হটেন কিন্তু নিয়তি বিনা তাঁহার ঘটনা হয় না. ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর কালের যজ্ঞোপবীতের বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মধর্ম্মত্বে কালকে জানাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(শেষ ইতি)।

শেষঃ শশিকলা শুভ্রো গঙ্গাবাহশ্চতৌত্রিধা।
উপবীতে অবীতেচ উভৌ সংসার বক্ষসি॥ ৭ ॥

তস্যাঙ্গেষুভূষণানাগঃশেষ ইতি। ইতি ত্রিধাপ্রসিদ্ধো গঙ্গা[illegible] গঙ্গাপ্রবাহঃ [illegible]সমুচ্ছিতয়োরে[illegible]শেষেণভাবিতিপরামর্শঃ। অবীতেপ্রাচীনাবীতে সংসার[illegible] সংসারস্ত্রৈলোক্যং তদেববক্ষঃ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! জগদ্রূপকাল ব্রহ্মধর্ম্মে সংযুক্ত, ত্রৈলোক্য অর্থাৎ সংসাররূপ বক্ষঃস্থলে [illegible] ত্রিধাবেষ্টিত যজ্ঞসূত্র স্বরূপ, অনন্ত, চন্দ্রকলা, ও গঙ্গা প্রবাহকে ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ উদ্ধেচন্দ্র, অধঃ অনন্ত, মধ্যে গঙ্গাপ্রবাহ, ইহারাই ত্রিবৃৎসূত্র[illegible]রূপ যজ্ঞোপবীত ও অবীত অর্থাৎ প্রাচীনাবীত হইয়াছে, ইতিভাবঃ॥ ৭ ॥

অনন্তর কালাভরণবর্ণনাদ্বারা কৌশল্যানন্দন, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। [illegible] উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চন্দ্রার্কমণ্ডল ইতি)।

চন্দ্রার্কমণ্ডলে হেম কটকৌ করমূলয়োঃ।
লীলাসরসিজং হস্তে ব্রহ্মন্ব্রহ্মাণ্ডকর্ণিকা॥ ৮ ॥

করমূলযোঃ প্রকোষ্ঠয়োঃ ব্রহ্মাণ্ডকর্ণিকামেরুঃ॥ ৮॥

হে গাধিতনয়বিশ্বামিত্র! চন্দ্রমণ্ডল এবং সূর্য্যমণ্ডল, এই মণ্ডলদ্বয় কালের করাল করে কটক অর্থাৎ তাড়স্বরূপ হইয়াছে, এরূপ ভূষণে ভূষিত কাল সুমেরু গিরিকে লীলা পদ্মরূপে পাণিতলে ধারণ করিয়া পরিশোভিত হইয়াছেন।—অর্থাৎ যাহাদিগকে অখণ্ড বলিয়া লোকে জ্ঞান করে, তাহারা সকলেই কালের করতলস্থ ইতিভাবঃ॥ ৮ ॥

অপর কালের পরিচ্ছদ বর্ণন করিয়া অনন্তর রঘুবীর কুশিকবীরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদভিপ্রায়ে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তারাবিন্দুচিতমিতি)।

তারা বিন্দুচিতং লোলপুষ্করাবর্ত্ত পল্লবং।
একার্ণবপয়োধৌত মেক মম্বরমম্বরং॥ ৯॥

বিন্দবশ্চিত্রবিন্যাসঃ পুষ্করাবর্ত্তৌ সম্বর্ত্তমেঘৌ পল্লবৌ দশে যস্য ধৌতং ক্ষালিতং অন্তরমাকাশমেবাম্বরং বস্ত্রং কাপালিকানাংমধ্যেছিদ্রকন্থাবসিক্তৈককস্থাম্বরধারণপ্রসিদ্ধেঃ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! তারারূপ বিচিত্র বিন্দুশোভিত বিস্তীর্ণআকাশমণ্ডল কালের পরিধেয় বস্ত্র, পুষ্কর ও আবর্ত্তাদি মেঘগণ সেই বস্ত্রের দশা হয়, মলিন হইলে একার্ণব জলে তাহাকে ধৌত করিয়া থাকেন॥ ৯॥

তাৎপর্য্য।—আকাশ বস্ত্রপক্ষে অপরিচ্ছিন্ন কাল, প্রলয়ে পুষ্করাদি মেঘ বর্ষণে একার্ণব হইলে সেই আকাশ পরিপূর্ণ হয়, এইরূপবর্ণনার অভিপ্রায় যে কাল চিরকালই থাকেন, তদ্ভিন্ন সকল বিনাশ হয়॥ ৯॥

অনন্তর কালকামিনীর নৃত্যাবেশ বর্ণনা দ্বারা রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(এবং রূপস্যেতি)।

এবং রূপস্যতস্যাগ্রে নিয়তির্নিত্য কামিনী।
অনস্তমিত সংরম্ভমারম্ভৈঃ পরিনৃত্যতি॥ ১০॥

অনস্তমিতসংরম্ভমবিরতপ্রযত্নং প্রাণিসম্যগ্‌ভোগানুকূলকার্য্যারম্ভৈঃ॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিপঞ্চানন! এরূপে নিয়তি নাম্নী কালকামিনী কৃতান্ত সম্মুখে সর্ব্বারম্ভের সহিত সর্ব্ব সুখ জনক প্রকৃষ্ট রূপে নিয়ত নৃত্য করিতেছেন॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—কালের অগ্রে অগ্রে অবিরত সম্ভোগানুকূলকার্য্যপ্রযত্নে প্রাণিগণ আপন মৃত্যুকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ নিয়তিই সকলকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, ইতিভাবঃ॥ ১০॥

অতঃপর নিয়তির নৃত্য দর্শনাদি ও কার্য্যের ফল প্রদর্শনার্থ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(তস্যানর্ত্তনলোলায়েতি)।

তস্যানর্ত্তন লোলায়া জগন্মণ্ডল কোটরে।
অরুদ্ধস্পন্দরূপায়া আগমাপায় চঞ্চুরে॥ ১১॥

অরুদ্ধস্পন্দরূপায়াঃ অপ্রতিবন্ধক্রিয়াশক্তিঃ নৃত্যদ্রষ্টৃপ্রাণিনাং আগমাপায়াভ্যাং চঞ্চুরেচঞ্চলেচরিতেঃ পচাদ্যচিযত্তু কিচরফলোশ্চেতি অভ্যাসস্থলুক উৎপত্তস্যাত ইতিউক্তং॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর্য্য! এতজ্জগন্মণ্ডলরূপ নৃত্যশালাতে নৃত্য বিলাসচঞ্চলা নিয়তিরূপ রূকান্তকামিনীর নৃত্য দর্শনেচ্ছু প্রাণিবর্গের নিয়ত আগমাপায় হইতেছে, অর্থাৎ নিয়ত গতায়াত হইতেছে, ইত্যর্থে অনবরত স্পন্দনযুক্তা নিয়তিরবশে নিয়ত জীবের জনন মরণ রূপ যন্ত্রণাভোগ হইতেছে॥ ১১॥

অনন্তর নিয়তির অঙ্গভূষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(চারুভূষণমিতি)।

চারুভূষণমঙ্গেষু দেবলোকান্তরাবলী।
আপাতালং নভোলম্বং কবরীমণ্ডলং বৃহৎ॥ ১২॥

দেবসহিতলোকান্তরাণাং ভুবনভেদানাং আবলিঃতস্যানিয়তেঃ অঙ্গেষুচারুভূষণং ভবতীতিপ্রতিবাক্যং কল্প্যং আপাতালং পাতালপর্য্যন্তং নভঃতস্যাঃ লম্বমানং কবরীমণ্ডলং শ্যামত্বাৎ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকনন্দন! দেবলোকান্তরাদি লোক সকল নিয়তির মনোহর অঙ্গভূষণ হয়, এবং আপাতাল বৃহদাকার লম্বমান যে নভোমণ্ডল, সেই তাঁহার লম্বমানকবরীমণ্ডল। অর্থাৎ পাতালাদি দেবলোকপর্য্যন্ত ব্যাপ্তময়ী নিয়তি, ইতিভাবঃ॥ ১২॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মৃত্যুভার্য্যানিয়তির অঙ্গাভরণ বর্ণন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নরকালীচেতি)॥

নরকালীচমঞ্জীর মালা কলকলোজ্বলা।
প্রোতাদুষ্কৃত সূত্রেণ পাতালচরণেস্থিতা ॥ ১৩ ॥

কলকলৈঃ রোদনকোলাহলৈঃ উজ্বলানরকালীতস্যাঃ, পাতাললক্ষণচরণেস্থিতা মঞ্জীরমালামঞ্জীরশব্দেনপাদকিংকিণ্যোলক্ষ্যন্তেঅন্যথাসূত্রপ্রোতত্বানুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! দুষ্কৃত সূত্রে গ্রথিত নরকালিস্থিত রুদ্যমান প্রাণিনিকর, পাতাল স্বরূপ নিয়তির চরণে চরণাভরণ অর্থাৎ ক্রন্দন শব্দযুক্ত উজ্বলামঞ্জীরমালা রূপে মণ্ডিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য! দুষ্কৃত শব্দে পাপ, ঐ পাপসূত্রে গাঁথা মঞ্জীর অর্থাৎ ঘুঙ্গুরমালা, নরকশ্রেণিস্থিত প্রাণীবর্গে আর্ত্তস্বরে যে ক্রন্দন করিয়া থাকে, সেই ক্রন্দনধ্বনিই পদে কিংকিণীধ্বনি স্বরূপ হয়, অতএব মৃত্যুমহিষীনিয়তি এরূপে অলঙ্কৃতাহইয়া সংসার রঙ্গে নৃত্যমানা হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অপর বয়স্যাগণ কর্ত্তৃক অনুলেপিতাঙ্গিনিয়তির শোভা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কস্তূরিকেতি)।

কস্তূরিকাতিলককং ক্রিয়াসখ্যোপকল্পিতং।
চিত্রিতং চিত্রগুপ্তেন সমে বদনপাদকে ॥ ১৪ ॥

প্রাণিকর্ম্মসৌরভাপ্রকটনহেতুত্বাৎকস্তূরীভূতেনচিত্রগুপ্তোবিরাজতে। পাদাননয়োরাদ্যন্তাবয়বয়োঃ কল্পাবতদ্বদিতরাবয়বমাক্রপ্তির্যথা যোগ্যামর্থাদ্বোধ্যা ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! ক্রিয়ারূপাসখীগণ দ্বারা আনীত কস্তূরীপিষ্টতিলক, তদ্দ্বারা চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নিয়তির আপাদতল পর্য্যন্ত অবয়বসকল রাগযুক্ত সমান রূপ মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সুচিত্রিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য! জীব নিকায়ের শুভাশুভ ক্রিয়া সকল নিয়তির সখী, তত্তৎ ক্রিয়াজনিত ফল সকল কস্তুরিকা পিষ্টতিলক স্বরূপ হয়, বেশকারিচিত্রগুপ্ত তাহাতেই নিয়তির চরণতলকে রাগযুক্ত করিয়া, মুখমণ্ডলকে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ কামিনী রূপ বর্ণনায় তদনুরূপ রূপকব্যাজে বেশভূষারও বর্ণনা করিয়াছেন, ইতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর নিয়তিকামিনীর নৃত্যাবেশ বিশেষ বর্ণনা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন,। যথা—(কালাস্যমিতি)।।

কালাস্যংসমুপাদায়'কল্পান্তেষুকিলাকুলা।
নৃত্যত্যেষাপুনর্দেবীস্ফুটচ্ছৈলঘনারবং ।। ১৫ ।।

কালাস্যংপত্যুঃআস্যং লক্ষণয়ামুখবিলাসভ্রূভঙ্গকটাক্ষাদি সূচিতমভিপ্রায়ংস্ফুটতাং শৈলানাংঅরবাঃশব্দাযস্মিন্কর্ম্মণিতত্তাৎ ।। ১৫ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর্য্যবিশ্বামিত্র! পুনর্ব্বার ঐ নর্ত্তনশীলানিয়তি, প্রিয়পতিকালের আস্যবিলাসাদি অর্থাৎ ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষাদি ইঙ্গিতজ্ঞা নিয়তি কালের অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্যাকুলা হইয়া কল্পান্তকালে নৃত্য করিয়া থাকেন, তৎকালে পর্ব্বতাদিভঙ্গের যে ভয়ঙ্করশব্দ, সেই শব্দই তাঁহার চরণ চালন রূপ নর্ত্তনধ্বনি হয়।। ১৫ ।।

অর্থাৎ প্রলয়দশাতে নিয়তির দ্বারা কাল এই জগৎকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদভিপ্রায় বর্ণনাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হয়। ১৫ ।।

অনন্তর ছয়শ্লোকে নিয়তির নৃত্যপ্রকার বিশেষ রূপ বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(পশ্চাৎ প্রালম্বেতি) ।।

পশ্চাৎপ্রালম্ববিভ্রান্ত কৌমারস্মুতবর্হিভিঃ।
নেত্রত্রয়বৃহদ্রন্ধ্র ভূরিভাঙ্কারভীষণৈঃ ।। ১৬ ।।

তস্যানৃত্যপ্রকারমেবপ্রপঞ্চয়তিষড়্ভিঃ। পশ্চাৎপৃষ্ঠতঃবর্হিভির্ময়ূরৈঃ সর্ব্বেষাং তৃতীয়ান্তানাংরাজত ইতিপঞ্চম্যন্তেনসম্বন্ধঃ ভীষণৈরিত্যন্তস্যহরমূর্দ্ধভিরিত্যনেনান্বয়ঃ। ভাঙ্কারোধ্বনিবিশেষঃ ।। ১৬ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! নিয়তির পশ্চাৎ ভাগে কুমার বাহন শিখীনিয়ত নৃত্য করিতেছে, তদ্দ্বারা পরিশোভিত কাল, এবং কালের নেত্রত্রয়কোটর অতি বৃহদাকার হয়, যাহাতে নির্গত ঘোরতর শব্দ অতি ভয়ঙ্কর ।। ১৬ ।।

তাৎপর্য্য! নিয়তির পশ্চাতে ময়ূর নর্ত্তনাভিপ্রায় এই যে, প্রলয়কালে প্রজ্বলিত কালাগ্নি রুদ্র তনু হইতে উদ্ভূত শিখা অর্থাৎ কৌমারস্মুত প্রলয়াগ্নি ময়ূরন্যায় নৃত্যমান্

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয় বৃহদাকার কোটর বিশিষ্ট কালের লোচনত্রয়, তাহা হইতে উৎপন্ন পলকস্বরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ, তাহাকেই ভাঙ্কার ভীষণধ্বনি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ অগ্নিসূত কার্ত্তিকেয়, তদ্বাহন ময়ূর রূপে প্রলয়াগ্নি নৃত্য করেন, তদ্দৃষ্টে অগ্রে অগ্রে নিয়তি নৃত্য করিয়া থাকেন ইতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর হরগৌরীরূপে কালনিয়তির নৃত্যশোভার অনুবর্ণন করিয়া শ্রীরঘুকুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।— (লম্বলোলেতি)॥

লম্বলোলজটাচন্দ্রবিকীর্ণহরমূর্দ্ধভিঃ।
উচ্চরচ্চারুমন্দার গৌরীকবরচামরৈঃ॥ ১৭ ॥

চন্দ্রান্তবহুব্রীহি আদিকর্ম্মধারয়ঃ। কবরাঃকেশাঃ স্কন্ধপেশচামরৈঃ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! এইকাল মহাকালস্বরূপ গৌরীরূপানিয়তির সহিত নৃত্য করিতেছেন, আলুলায়িত, লম্বমানচঞ্চলজটাযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রোপরি শোভিত ললাটফলক, এবং পঞ্চাননে বিরাজমান, মনোহর মন্দার পুষ্পমালা পরিশোভিত কেশ চামর দ্বারা গৌরী তাঁহার সহিত শোভমানা হয়েন॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য। হর গৌর্য্যাত্মক কালনিয়তির রূপ কর্ম্মাদি বর্ণিত হয়, গৌরীপদে গৌরবর্ণনা নহে, রবিকিরণমালাকে গৌরীবলে, অতএব দ্বাদশাদিত্য উদয় কালে কিরণশক্তি প্রকাশে জগৎকে আলোকময় করে, একারণ নিয়তিকে গৌরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মনোহর নক্ষত্রমালামণ্ডিত পুষ্করাদি জলদমালা নিয়তির দোধূয়মান কেশাপাশ স্বরূপ হয়, এইরূপ গৌরীরূপা নিয়তি। অপর কালরূপকে হর পঞ্চানন বলার এই তাৎপর্য্য। আয়ু, বিত্ত, কর্ম্ম, বিদ্যা, নিধন, এই পঞ্চ কালানন, প্রলয় মেঘে বিদ্যুৎ চমক চঞ্চল রূপ জটামণ্ডিত মস্তক, অর্দ্ধার্দ্ধ মাত্রাকে অর্দ্ধচন্দ্র বলাযায়, অর্থাৎ চন্দ্র শব্দেমন, মনের কার্য্য সংকল্প, বিকল্পই এই সংকল্প বিকল্প কাল কালীর অর্দ্ধচন্দ্ররূপে ললাটভূষণ হয়, সুতরাং প্রলয় কল্পকে হরগৌরীকল্পে, কাল নিয়তির কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন॥ ১৭ ॥

কল্পান্ত সময়ে কাপালিক বেশধারিণী নিয়তির চরিত্র বর্ণন করিয়া রঘুবীর কুশিক বীরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(উত্তাণ্ডবাচলাকারেতি)॥

উত্তাণ্ডবাচলাকার ভৈরবোদরতুম্বকৈঃ।
রণৎশতসরন্ধ্রেস্তু দেহভিক্ষাকপালকৈঃ॥ ১৮ ॥

অচলাঃপর্ব্বতাস্তদাকারৈস্তুম্বকৈরলাবুপাত্রৈঃ তৈঃকাপালিকব্যবহারস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ শতশব্দস্যকৃতৈক শেষস্যবহুবচনান্তস্য বহুব্রীহিস্তেনসপ্তোত্তর সহস্রলাভঃ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজবিশ্বামিত্র! কল্পান্তে নৃত্যবিলাসিনী, ভৈরবাকাররূপিণীনিয়তি কাপালিক ব্রতধারিণী, পর্ব্বতাকার বৃহৎ উদর স্বরূপ তুম্বা ধারিণী, মধ্য শূন্য শব্দায়মান্ শত শত নৃকপাল তাঁহার ভিক্ষা পাত্র হয় ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য। কালপ্রিয়া কপালিনী নিয়তি, ইহার উদরই বৃহৎ তুম্বা, কালে যত জীব নিহত হইতেছে, তাহাদিগের কপালই ইহার ভিক্ষাপাত্র অর্থাৎ কাল ও নিয়তিকেই কপালী ও কপালিনী রূপে বর্ণন করিতেছেন, যেহেতু কাল সর্ব্বহারক নিয়তি সহকারিণী হয়েন ॥ ১৮ ॥

নিয়তি আপনার অবয়ব দৃষ্টে আপনিই ভীতাহন্ তদর্থে রঘুনাথ নিয়তির ভীষণত্ব বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।— (শুষ্কশারীর খণ্ডাঙ্গেতি)॥

শুষ্কশারীরখণ্ডাঙ্গ ভরৈরাপূরিতাম্বরং।
ভীষয়ত্যাত্মনাত্মানং সর্ব্বসংহারকারিণী ॥ ১৯ ॥

শারীরংশরীরাবয়বভূতং। পৃষ্ঠাস্থিভীষয়তিভীষয়তীব জনোষাং ভয়ার্থং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে! কালকামিনী নিয়তি আত্মশরীর দর্শনে আপনিই ভীতিযুক্তা হন্। অর্থাৎ তিনি স্থাবরজঙ্গমাদি বস্তু সকলের সংহার করিয়া জীবের কঠিনতর পৃষ্ঠদণ্ডাস্থি সমূহ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আকাশ মণ্ডলকে পরিপূর্ণ করেন ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। নিয়তি নিয়ত নরাশন করিয়া পৃথিবীকে কঙ্কালমালিনী করতঃ নরাস্থি রাশিতে গগণতলকে পরিপূর্ণ করিতেছেন। অর্থাৎ নিয়তিই কালে জগৎনাশিনী হন্, আপনিই আপন শরীর দৃষ্টে যে ভয় পান্, একেবল অন্য জীবের ভয়ার্থ ভীতির উৎকর্ষতা বর্ণনা মাত্র অথবা কালে কালের ও নিয়তিরও বিনাশ হয়, ইহা প্রদর্শন করাইয়াছেন। যথা "মৃত্যোর্ম্মৃত্যুঃ পরাৎপর ইতি পুরাণং" জগৎগ্রাসক মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, ইতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর পুষ্করমালিনী কপালিনী নিয়তির নৃত্য বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বিশ্বরূপশিরশ্চক্রেতি)॥

বিশ্বরূপশিরশ্চক্র চারুপুষ্করমালয়া।
তাণ্ডবেষুবিবলান্ত্যা মহাকল্পেষুরাজিতে॥ ২০ ॥

বিশ্বরূপাণিনানাকারাণি যানি শিরশ্চক্রাণিমস্তকবৃন্দানি তান্যেব পুষ্করমালা তয়া-বিবিধং বলান্ত্যাভ্রমন্ত্যা॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! নানাকাররূপবিশিষ্ট জীবেরমস্তকসকল নিয়তির গলদেশে পুষ্করমালার ন্যায় অর্থাৎ পদ্মমালারন্যায় দোদুল্যমানা হইয়াছে, কল্পান্তকালে নিয়তির সেই উদ্ভট নৃত্যবিলাসে ও তদঙ্গভঙ্গীতে সকল শিরোমালা বিচলিত হইতে থাকে, অর্থাৎ একবার গত একবার আগত হয় ইতিভাবঃ॥ ২১॥

অনন্তর নিয়তির নৃত্যকালে বাদ্যোপকরণ বর্ণনা করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র মুনিরাজকৌশিককে কহিতেছেন। যথা।—(প্রমত্ত পুষ্করাবর্ত্তেতি)॥

প্রমত্তপুষ্করাবর্ত্তডমরোড্ডামরারবৈঃ।
তস্যাঃ কিলপলায়ন্তে কল্পান্তেতুম্বুরাদয়ঃ॥ ২১ ॥

পুষ্করাবর্ত্তাখ্যাঃ সম্বর্ত্তমেঘাএবডমরোডমরুকং তস্যোড্ডামরারবৈরুদ্ভটশব্দৈঃ তুম্বুরাদয়োগন্ধর্ব্বাঃ॥ ২১॥

অস্যার্থঃ।

ভো ব্রহ্মন্! প্রলয়কালে পুষ্কর ও আবর্ত্তাদিমেঘের যে ঘোর গর্জ্জনধ্বনি, তাহাই কাল কামিনীর নৃত্যতালবাদ্য ধ্বনি হয়, সেই বাদ্য শ্রবণে তুম্বুরু প্রভৃতি দেব গায়ক গন্ধর্ব্বগণেরা কোথায় পলায়ন করে। অর্থাৎ নিয়তির নর্ত্তন বাদ্যের ধ্বনি শ্রবণাসহ, যেহেতু দেবগন্ধর্ব্বাদি কাহারও তাহাতে নিস্তার নাই ইতিভাবঃ॥ ২১॥

শ্রীরামচন্দ্র সপরিবার সহিত নিয়তির নর্ত্তনবর্ণনানন্তর তদ্ভর্ত্তা কালের নৃত্যভূষণ বর্ণন করতঃ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(নৃত্যতোন্তইতি)।

নৃত্যতোন্তঃ কৃতান্তস্য চন্দ্রমণ্ডল ভাসিনঃ।
তারকাচন্দ্রিকাচারু ব্যোমপিচ্ছাবচূলিনঃ॥ ২২ ॥

ইত্থং নিয়তেঃ সপরিবারং নৃত্যমুপবর্ণ্যতদ্ভর্ত্তুরপিতদ্বর্ণয়ন্ ভূষণান্যাহনৃত্যতইত্যাদিনা। অন্তঃ প্রাগুক্তনৃত্যশালান্তঃ চন্দ্রমণ্ডলেন রক্ষ্যমাণকুণ্ডলভূতেনাভাসিনঃ শোভ-

মানস্তত্তারকাভিশ্চন্দ্রিকয়াতারকালক্ষণ চন্দ্রপ্রতিকৃতিভিশ্চারুমনোহরং ব্যোমৈবপিচ্ছ-স্তেনাবচুলিনঃ ভূষিতকেশস্যকৃতান্তস্যশ্রবণইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবরকৌশিক! আকাশরূপীকাল, জগৎরূপগৃহমধ্যে নৃত্যমান হইয়াছেন, চন্দ্রমণ্ডল তাঁহার শ্রবণৈক কুণ্ডলবৎউদ্ভাসিত হইয়াছে, চন্দ্র চন্দ্রিকা ও চন্দ্রকান্তা তারকাগণচিত্রিতময়ূরপিচ্ছেরন্যায়আকাশমণ্ডল কালের চূড়ারন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। অতএব কালই জগৎ সংহারক শিবরূপ হয়েন ইতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অতঃপর আরো বিস্তার করিয়া শ্রবণদ্বয়শোভি কুণ্ডলের বর্ণন করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(একস্মিন্‌ইতি)।

একস্মিন্‌শ্রবণেদীপ্তা হিমবানস্থি মুদ্রিকা।
অপরেচমহামেরুঃ কান্তাকাঞ্চনকর্ণিকা ॥ ২৩ ॥

একস্মিন্দক্ষিণে শ্রবণে কর্ণে অস্থিময়ীমুদ্রিকাকারং কুণ্ডলং কাপালিকাস্বরূপং অপরে বামে॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! বিরাটরূপিমহাকালের দক্ষিণকর্ণে অস্থি কুণ্ডলবৎ শ্বেতগিরি হিমালয় পরিশোভিত, অপর বামশ্রবণে কনকময়কুণ্ডলাকার কাঞ্চনগিরিসুমেরু শোভা পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত কাপালিকবেশধারি কালেররূপ বর্ণনানুসারে অস্থিকুণ্ডল বলা হইল, ইদানীং বিরাটরূপস্থলে সুমেরু নামক দেবালয় কাঞ্চন গিরিকে কুণ্ডলাকারে বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ এমন সুমেরু ও হিমালয় ও কালকলেবরে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, অথবা কাপালিকব্রতাখ্যানে কালে সকল জীবই হত হয় একারণ অস্থিমালামণ্ডিত কালরূপের বর্ণনা করেন, যথা পূর্ব্বশ্লোকাভিপ্রায়ে চন্দ্রমণ্ডলকে এক কুণ্ডল বলাতে সূর্য্যমণ্ডলকে অপর কুণ্ডল বলিতে হইবে, যেহেতু তাহার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে যথা চণ্ডীরহস্যে। "বামেকর্ণে মৃগাঙ্কং প্রলয় পরিণতং দক্ষিণে সূর্য্যবিম্বং কণ্ঠে নক্ষত্রমালাং পরি বিকট জটাজূটকে কেতুমালা মিত্যাদি)"। মহাকালরূপে কালশক্তির বামকর্ণে চন্দ্র কুণ্ডল, দক্ষিণে সূর্য্য কুণ্ডল হয়, নক্ষত্র মালাকণ্ঠভূষণ, কেতুমালা জটাজূট স্বরূপ, অতএব কালেই জগতের স্থিতি লয় হইতেছে ইতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর চন্দ্র সূর্য্যকেও কুণ্ডলস্বরূপে পুনর্ব্বর্ণন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অত্রৈবেতি)।

অত্রৈবকুণ্ডলেলোলে চন্দ্রার্কৌ গণ্ডমণ্ডলে।
লোকালোকাচলশ্রেণী পর্ব্বতঃ কটিমেখলা॥ ২৪॥

বামকলাভেদাৎকল্পাং ব্রহ্মাণ্ডভেদাদ্বা॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিকবর! প্রকারান্তর ঐ কালের শ্রবণদ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য মণ্ডল কুণ্ডলরূপে গণ্ডস্থলে,আন্দোলিত হইতেছে, অর্থাৎ দৈনন্দিনগতিতে উভয়েই উভয়পার্শ্বে ভ্রাম্যমাণ আর লোকালোকাদি পর্ব্বত শ্রেণী কটিতটে পরিবেষ্টিত, মেখলাস্বরূপ অর্থাৎ কাঞ্চী-রূপে বেষ্টন করিয়া নিতম্ব যুগলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে॥ ২৪॥

অনন্তর নিয়তির করাভরণ এবং বস্ত্রাদি ধারণ বিষয়ক বিস্তার করিয়া রঘুবর বিশ্বা-মিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ইতশ্চেতশ্চেতি)।

ইতশ্চেতশ্চগচ্ছন্তী বিদ্যুদ্বলয়কর্ণিকা।
অনিলান্দোলিতাভাতি নীরদাংশুকপার্ষ্ণিকা॥ ২৫॥

বিদ্যুদ্বলয়ং কর্ণিকা কর্ণিকাকৃতিকঙ্কণং নীরদামেঘাএবনানাবর্ণত্বাদ্বস্ত্রপট্টাদিপটচ্চ-রঘটিতকম্বা॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ! উদ্দীপ্ত বিদ্যুন্মালা পদ্মকর্ণিকাকার ন্যায় কঙ্কণ ও বলয়া স্বরূপ নিয়তির করভূষণ হইয়াছে, সেই বলয়া প্রলয়কালে তাহার নৃত্যাবেশে ইতস্তত হস্তবিক্ষেপভঙ্গীতে দোদুল্যমানা, আর আবর্ত্তাদি নীরদশ্রেণী নানাবর্ণ বিচিত্র অংশুক পার্ষ্ণিকারূপে বায়ুবশে বিচলিত হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—কাপালিকবেশধারিণী কালকামিনী কপালমালামণ্ডিতা হইয়া যখন প্রলয়ে নৃত্য করেন, তখন প্রলয়ানিল বেগে তাহার বসনখণ্ড অর্থাৎ বিচিত্র কন্থাবৎ ঘনরাজী নানা দিগে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, আর প্রচণ্ড বিদ্যুৎমালা করকঙ্কণ বা বলয়া-কারে বিচলিত হয়, সে শোভা দেখিয়া কালই নৃত্য করিয়া বেড়ান ইতিভাবঃ॥ ২৫॥

অতঃপর যে যে উপকরণ দ্বারা অন্তে নিয়তি অন্তক দ্বারা জীবের অন্তকরান্, তাহা ব্যক্ত করিয়া সংক্ষেপে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মুষলৈরিতি)।

মুষলৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈঃ শূলৈস্তোমরমুদ্গরৈঃ।
তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষীণজগদ্বাত কৃতান্তৈরিব সন্তৃতৈঃ॥ ২৬॥

ক্ষীণেভ্যোজগদ্ভ্যঃ পূর্ব্বসর্গেভ্যোবাতৈর্নির্গতৈঃ কৃতান্তৈস্হ্তিভিঃ সন্তৃতৈর্মিলিতৈরিবস্থিতৈর্মুষলাদিভির্বিরচিতাঅস্যমালাশোভতে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর। পূর্ব্বকল্প সৃষ্টবায়ু নির্গত হইয়া ইহকল্পে নানাপ্রকার দ্বারা কাল জীবের মৃত্যুর বিধান করিয়া দেন, তদ্দ্বারা কৃতান্ত নানোপকরণপাণি হয়েন, অর্থাৎ বিবিধ সন্তৃতি দ্বারা জগৎকে পরিক্ষয় করিয়া থাকেন, যথা মুষল, পট্টিশ, প্রাস, শূল, তোমর, মুদ্গর, তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা জগৎকে ক্ষীণ করেন, অতএব সেই সকল অস্ত্রপুগকে মৃত্যুর মালা বলিয়াছেন॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব কল্প হইতে বিনির্গত বায়ু জীবের মৃত্যু বিধান করেন, তদর্থে বায়ুভূতপূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মদ্বারা ইহজন্মে জীবের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহাই জানাইয়াছেন, ইহাতে মৃত্যুরূপী কাল প্রাপ্ত হইয়া সেই কর্ম্মানুরূপ উপকরণে কালের ক্ষমতা যাহাকে নিয়তি বলেন তিনি জীবে প্রবেশ করতঃ তদ্দ্বারা জগৎকে বিনাশ করেন, অস্ত্র শাস্ত্রাদি তন্নিমিত্ত মাত্র হয়, একারণ কৃতান্তকে মুষল, শেল শূলাদি অস্ত্রমালা মণ্ডিত কহিয়াছেন। অর্থাৎ কখন মুষলাঘাতে কখন পট্টিশ প্রাস শূল তোমর মুদ্গর ইত্যাদি তীক্ষ্ণাস্ত্রে জীব নিহত হয়, আদি পদে রোগাদিতেও কদাপি বিনাশ হয়, কখন জলাগ্নি বিষ পতন শৃঙ্গী দংষ্ট্রি প্রভৃতি হিংস্রাদি জীব হইতে বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাও কর্ম্মায়ত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত যে সকল কর্ম্ম সেই সকল কর্ম্মই অন্তে প্রলয় বায়ুরূপে মৃত্যুর যোজক হয় ইতিভাবঃ॥ ২৬॥

অনন্তর জীবমালামণ্ডিতকণ্ঠ কালের স্বরূপাবয়ব বর্ণনদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(সংসার বন্ধনেতি)।

সংসারবন্ধনাদীর্ঘেপাশে কালকরচ্যুতে।
শেষভোগ মহাসূত্র প্রোতেমালাস্য শোভতে॥ ২৭॥

শেষস্থনাগরাজস্যভোগবৎ শরীরং আয়ুধভৃচ্ছরীরসামান্যোপলক্ষণমেতৎ প্রাথমিক-সমুপলব্ধত্বাৎ শেষগ্রহণং তদেবমহাসূত্রং তত্রপ্রোতইবসম্বন্ধেকালস্য পূর্ব্বোক্তরাজ-পুত্রস্যকরাদ্দৈবাৎচ্যুতৈঃসংসরণশীলস্যজীবমৃগসংঘস্যবন্ধনায় আমুক্তেপাশেগ্রথিতা-মালা অস্যকৃতান্তস্যকণ্ঠেশোভতে॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কুশিকরাজ! এই কালের কর বিগলিত অনন্ত শরীরী জীবগণকে আদীর্ঘ ভোগ সূত্রে গ্রথিত করিয়া সংসার বন্ধন হেতু হারস্বরূপে কৃতান্ত কণ্ঠদেশে ভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অত্যন্ত দীর্ঘ মায়াসূত্রকে শেষ ভোগসূত্র কহিয়াছেন, অর্থাৎ অনন্ত-ভোগকে সূত্ররূপ কল্পনা করেন, যেহেতু ভোগ সত্বে শরীরের বিনাশ নাই, একারণ ভূতাদি তন্মাত্র বীজভূত শরীর সকলকে কালের কর বিগলিত বলিয়া উক্ত করেন, কিন্তু তাহাও যে কালের অপরিগ্রহ এমত নহে, যেহেতু পর জন্মাকাঙ্ক্ষায় ভোগসূত্রে গাঁথিয়া হারবৎ কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখেন পরে গ্রাস করিবেন, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৭ ॥

অন্যদপি। পূর্ব্ব উক্ত রাজকুমারবৎ কালচর্য্যায় মৃগয়াব্যাজে পাতিতমায়াসূত্রে বন্ধন করিয়া মৃগবৎ জীব সকলকে আবদ্ধ রাখেন, ইত্যর্থে তৎকাল নিহত ব্যতীত কালান্তর নিপাতি জীবকে পরে বিনাশ করিবেন এতদাকাঙ্ক্ষায় যেমন রাজকুমারেরা মৃগ বন্ধন করিয়া রাখেন, তাহার ন্যায় জগতে কালের এই মৃগয়া কৌতুক ইতিভাবঃ॥ ২৭ ॥

অন্যৎ কৃতান্তরূপিকাল সমুদ্রাদিকেও করকঙ্কণ করিয়াছেন, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জীবোল্লসদিতি)।

জীবোল্লসন্মকরিকা রত্নতেজোভিরুজ্জ্বলা।
সপ্তাব্ধিকংকণশ্রেণী ভুজয়োরস্য ভূষণং॥ ২৮॥

মকরিকাদিলাঞ্ছনানিঅন্যেষাং কঙ্কণেষু নির্জীবানি প্রসিদ্ধানিতদ্বৈলক্ষণ্যার্থং জীবোল্লসদিতি॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! সজীব মকরাদি রত্নবৎ খচিত রত্নাকর সপ্ত সমুদ্রকে ঐ কৃতান্তরূপিকাল করভূষণ কঙ্কণ করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ মকরাদি মালাবিশিষ্ট

সমুদ্রও কালকরতলে নিপতিত আছে,তবে মকর সজীব, কঙ্কণ নির্জীব ইহাতে সাদৃশ্যালঙ্কার গত বৈলক্ষণ্য বোধ হয়, তদুত্তর চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ভিন্ন দৃশ্যজাত জীবাদি সকলই জড়, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর কালকলেবরের লোমাবলী বর্ণন দ্বারা রঘুবংশতিলক কুশিকবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ব্যবহারেতি)।

ব্যবহার মহাবর্ত্তা সুখদুঃখ পরম্পরা।
রজঃ পূর্ণতমঃ শ্যামা রোমালীতস্থ রাজতে ॥ ২৯ ॥

ব্যবহারাঃশাস্ত্রীয়াঃ স্বাভাবাবিকাশ্চতএবমহান্তোলক্ষণভূতারোমাবর্ত্তাঃ রজস্তমসীপ্রকৃতিগুণৌ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দন! লোক শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্যবহারাবলী সকল রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সুখদুঃখ স্বরূপ আবর্ত্ত ইহারাই লোমাবলী হইয়া কাল শরীরে শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ রজ ও তমগুণে মলিনা ভোগ তৃষ্ণা, সে অতি নিবিড় অন্ধকার স্বরূপা, তন্নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণ ব্যাখ্যা করেন। তাহাই কালের কলেবরে শোভিত আবর্ত্তরূপ লোমশ্রেণী হয় ইতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর কল্পে কল্পে কাল এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কালের বিনাশ নাই, তদর্থে রঘুনাথ মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(এবং প্রায়ইতি)।

এবংপ্রায়ঃ সকল্পান্তে কৃতান্ত স্তাণ্ডবোদ্ভবাং।
উপসংহৃত্যনৃত্যোহাং সৃষ্ট্বাসহ মহেশ্বরং ॥ ৩০ ॥

তাণ্ডবস্যোদ্ভবোযস্মাংতথাবিধাং নৃত্যোহাং গাত্রবিক্ষেপেচ্ছাং উপসংহৃত্যচিরং বিশ্রাম্যেতিষাবৎ মহেশ্বরৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ সহিতংপুনঃ সৃষ্ট্বাইমাং নৃত্যলীলাং তনোতীত্যুত্তরেণসম্বন্ধঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিরাজতনয়! কল্পান্তকালে কৃতান্তরূপে ঐ কাল নৃত্য বিলাসে বিরত হইয়া ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সৃষ্টি করতঃ পুনর্ব্বার এইরূপ নৃত্য লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—কল্পাবসানে জগৎ বিনাশের পর কালের নৃত্য বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ কাল বিরাম হয়, তৎকালে ব্রহ্মাদি কীট ও স্থাবরাদি পর্য্যন্ত কোন অবয়ব মাত্র থাকে না, কেবল এককালই বিক্ষেপাভাব দ্বারা স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান থাকেন, পুনঃ সৃষ্টিকালে সিসৃক্ষু হইয়া ব্রহ্মাদিজীবরাশির সৃষ্টি করিয়া, স্থিতিকালে সংস্থিত রাখিয়া, সংহার কালে পুনর্ব্বার নাট্যলীলা প্রকাশে বিনাশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কালই নিত্য, কালেই সকল হয়, অন্যের কোন ক্ষমতা নাই, কালই পরমাত্মাস্বরূপ ইতিভাবঃ॥ ৩০ ॥

অনন্তর বিশেষ রূপ কালের অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করিয়া রঘুবরশ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(পুনর্লাস্যময়ীতি)॥

পুনর্লাস্যময়ীং মৃত্যুর্লীলাং সর্গস্বরূপিণীং।
তনোতীমাং জরাশোক দুঃখাভিভব ভূষিতাং॥ ৩১ ॥

লাস্যময়ীং অভিনয়প্রচুরাং॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! কালকামিনী লাস্যময়ী অর্থাৎ অভিনয় প্রচুরানিয়তি সৃষ্টিরূপিণী লীলা প্রকাশিনী অর্থাৎ জরা, রোগ, শোকাভিভব, তিরস্কারাদিভূষিতা সৃষ্টিস্বরূপিণী লীলা বিস্তার করিয়া পরিণামে সংহাররূপ এই নৃত্য লীলাকে বিস্তার করেন ইতিভাবঃ॥ ৩১ ॥

কাল কর্ত্তৃক চলা ও অচলা সৃষ্টি কালে কালে ক্রমেই হইয়া থাকে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ভূয়ঃকরোতীতি)।

ভূয়ঃ করোতি ভুবনানিবনান্তরাণি
লোকান্তরাণি জনজালককল্পনাঞ্চ।
আচা[illegible] চারুকলনামচলাঞ্চলাঞ্চ।
পঙ্কাদ্যথার্ভকজনোরচনামখিন্নঃ॥ ৩২ ॥

ইতিবাশিষ্ঠে কৃতান্তবিলসিতং নাম পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ॥ ২৫ ॥

আচারাণাং শ্রৌতস্মার্ত্তাদিসৎকর্ম্মণাং চারুকলনাং সম্যক্প্রবৃত্তিং অচলাং কৃতত্রেতয়োঃচলাং কলিদ্বাপরয়োরচলাং ক্রীড়াপুত্রাদিরূপাং॥ ৩২ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর মুনিশার্দ্দূল! এই কাল পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দশ ভুবন ও বন বনান্তর, লোক লোকান্তর, এবং জনসঙ্কুল কল্পনা পূর্ব্বক শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত আচারাদিকে অচল রূপে রচনা করিয়া পুনর্ব্বার চলরূপে তাহার বিনাশ করেন। যেমন পঙ্কদ্বারা বালকেরা অখিন্ন নানাবিধ পুতুল গড়িয়া খেলা করে, কিঞ্চিৎ পরেই মমতাশূন্য হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্বৎ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—সকলই কালকর্ত্তৃক সৃষ্ট, কালেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রথমে অখিন্নরূপে প্রতীতই থাকে, অর্থাৎ সত্য ত্রেতাদি যুগদ্বয়ে শ্রুতিস্মৃতি বিহিত আচারাদির অচলা সৃষ্টি করিয়া ক্রমে দ্বাপর কলি এই যুগদ্বয়ে তাহাকে প্রচলা করেন, অর্থাৎ সত্যাদি যুগের পরিশুদ্ধ আচারকে ক্রমে দ্বাপরাদি যুগে বিনষ্ট করিয়া অপকৃষ্ট আচারের কল্পনা করেন, সুতরাং কালই সদসৎ প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক হন, কালেই জগৎ উৎপত্তি, কালেই নিধন হয়, ইতিভাবঃ॥ ৩২ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে কৃতান্ত বিলাস নামে পঞ্চবিংশতি সর্গঃ সমাপনঃ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

ষড়্বিংশতি সর্গের ফলপ্রকাশ করিয়া মুখবন্ধ শ্লোকে টীকাকার কহিতেছেন। যে কালাদির পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত বৈরাগ্যাদির উপপত্তি বিষয়ে নৈরাশ্য হইতে হয়। যেহেতু আপনার স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই॥ ০ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, যে মনুষ্যের কৃতিত্ব কিছু নাই কেবল দৈবই বলবান্, দৈবে যাহা হয় তাহা পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করা যায়না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বৃত্তেস্মিন্নিতি)।

বৃত্তেস্মিন্নেবমেতেষাং কালাদীনাং মহামুনে।
সংসারনাশিকে রাস্থা মাদৃশানাবহন্তিহ॥ ১ ॥

ইহপ্রপঞ্চ্যতেদোষৈর্ভূরি সংসারদুর্দ্দশা। কালাদিপারতন্ত্র্যেণবৈরাগ্যস্যোপপত্তয়ে॥ করোত্যেবং কালঃ কিং তেনততইত্যাশঙ্ক্যকালাদি সর্ব্ববস্তুষুস্বস্যাদোষদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যংস্তৎফলং। বৈরাগ্যরূপানাস্থাসংপত্তিং দর্শয়তিবৃত্তইত্যাদিনাএবমুক্তরূপেবৃত্তে চরিত্রেআস্থাআশ্বাসঃ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! হে মুনে! যদি কালাদির এবম্ভূত স্বভাবভাবনাদি দৃষ্টে হতাশ হইয়া এমত মনে কেহ করেন, যে তবে আমারদিগের সাধ্য কি? সকলেই কালে হয়। যত্ন করিলেও বৈরাগ্যের উপপত্তি কিরূপে হইতে পারে, বরং যত্নের দ্বারা পুনর্ব্বার সংসার যাতনাই ভোগ হইবার সম্ভাবনা, অতএব কালের এরূপ চরিত্র দেখিয়া তাহাতে যত্ন করিনা॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি কালাদিকর্তৃক সকল সম্পন্ন হয়, পুরুষকারতায় কিছু সিদ্ধ না হয় তবে পরমার্থোপদেশের অপগমতা প্রযুক্ত বৈয়র্থাপত্তি হয়, ফলিতার্থ শ্রীরামচন্দ্র এরূপঅভিপ্রায়ে কহেন নাই, কাল, দৈব, কৃতান্ত, নিয়তির দোষ দর্শনদ্বারা জীবের সংসার বাসনা খর্ব্বতার নিমিত্তে আপনাদিগের দীনতা জানাইয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বরায়ত্ত জগৎ ইতি বিবেচনা করিলে অবশ্যই অহং কর্ত্তা অহং সুখীত্যাদি অভিমানের

শান্তি হয়, সুতরাং অভিমানের উপশম হইলে সহজেই চিত্তে বৈরাগ্যোদয় হইতে পারিবে ইতিভাবঃ। ১ ॥

অনন্তর আরো বিশেষরূপে দৈবাদির দোষ দর্শন পূর্ব্বক আপনাদিগের পরাধীনত্ব প্রকাশ করিয়া মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে রাজরাজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা—(বিক্রীতাইবেতি)।

বিক্রীতাইবতিষ্ঠামএতৈর্দ্দৈবাদিভির্বয়ং।
মুনেপ্রপঞ্চবচনৈর্মুগ্ধাবন মৃগাইব ॥ ২ ॥

দৈবং প্রাক্তনং কর্ম্মআদি প্রধানংযেষাং তৈরেতৈঃ প্রাগুক্তৈশ্চতুর্ভিঃ শব্দাদিবিষয় বচনৈর্মুগ্ধামোহিতাঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! আমরা দৈবাদি প্রপঞ্চ নির্ম্মিত প্রাগুক্ত সুখফলভোগ প্রলোভ বচন দ্বারা মুগ্ধ হইয়া যেন বিক্রীতপশুরন্যায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। অর্থাৎ আমরা দৈব এই প্রপঞ্চবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া বনমৃগনীয় চিরকালই কি মোহিত থাকিব? ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—দৈব শব্দে প্রাক্তন কর্ম্মাদি, যাহারা এই কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া জানে তাহারা কোনকালেই কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কর্ম্মফলে স্বর্গাদি অতুল্য সুখ ভোগ হয়, এই কল্পিত প্রপঞ্চ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বনমৃগেরন্যায় পাশ বদ্ধ হইয়া চিরকালই কি অবিহিত বাক্যে অথবা বিক্রীত দাসবৎ যাবজ্জীন কর্ম্মের দাসত্বে নিযুক্তথাকিবে? অতএব কর্ম্মপাশচ্ছেদনার্থ বৈরাগ্যাস্ত্রকে শাণিত করা উচিত, ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

এতদর্থে রঘুবংশ তিলক শ্রীরামচন্দ্র কালকে নিন্দা করিয়া মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(এষোনার্য্যেতি)।

এষোনার্য্যসমাম্নায়ঃকালঃ কবলনোন্মুখঃ।
জগত্যাবিরতং লোকং পাতয়ত্যাপদর্ণবে ॥ ৩ ॥

অনার্য্যৈঃসমৈঃ আম্নায়শ্চরিত্রাভ্যাসোযস্যঅবিরতং অসমাপ্তভোজীবিতান্তিকঃ সন্ত ভমিতিবাসনাসোক্ত্যাঅনার্য্যাঃ শিষ্টৈরপরিগৃহীতঃ সমাম্নায়োবৌদ্ধাদ্যসচ্ছাস্ত্রোপদেশো

যস্তকবলনোন্মুখউদরভরণমাত্রপরঃ কালনামাধূর্ত্তঃ অসন্মার্গপ্রবর্ত্তনেনলোকং জনমিত্যর্থান্তরমপিগম্যতে॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! এই অনার্য্যশীল, দুরাচার, সংসারসংহারককাল ইহজগতে লোক সকলকে আপৎ স্বরূপ সংসারে অবিরত নিপাতন করিতেছে॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—কাল অতিকুটিল, ভদ্রোপযোগ্য ব্যবহাররহিত, ইত্যর্থে অনার্য্যশীল বলিয়াছেন। সমাম্নায়পদে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রোপদেশতঃ কবলোন্মুখ, অর্থাৎ কেবল স্বোদরভরণ মাত্র। এই কালনামধূর্ত্তচূড়ামণি অসন্মার্গপ্রবর্ত্তক অবিরত অর্থাৎ অসমাপ্ত জীবিত জনসকলকে এই সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমাণ করাইতেছে, অতএব বৈরাগ্যদ্বারা কালকে জয় করাই কর্ত্তব্য ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৩ ॥

অনন্তর অগ্নিসাদৃশ্যে কালের স্বরূপতা নিরূপণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(দহত্যন্তরিতি)।

দহত্যন্তর্দুরাশাভি র্দেবোদারুণচেষ্টয়া।
লোকমুষ্ণপ্রকাশাভির্জ্বালাভি র্দহনোযথা॥ ৪ ॥

দুরাশাভিরন্তর্দহতি দারুণচেষ্টয়াদুশ্চারিত্রেণবহিরপীতিশেষঃ তথাদৃষ্টান্তেপি যোজ্যং॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবরবিশ্বামিত্র! অগ্নি যেমন জগদ্দাহক, অর্থাৎ প্রকাশক্তি শিখাদ্বারা সকল লোককেই দগ্ধ করিয়া থাকেন। অগ্নিবৎ এইকালও অনির্ব্বার্য্য দারুণ চেষ্টারূপ শিখা প্রকাশ দ্বারা দুরাশাভিভূত জনসকলের অন্তর প্রদাহক হয়েন॥ ৪ ॥

অনন্তর কালপ্রিয়া নিয়তির দুশ্চারিত্র প্রকাশ করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ধৃতিং বিধুরয়তীতি)।

ধৃতিং বিধুরয়ত্যেষা মর্য্যাদারূপ বল্লভা।
স্ত্রীত্বাৎ স্বভাবচপলা নিয়তি র্নিযতোন্মুখা॥ ৫ ॥

কালমর্য্যাদারূপকৃতাস্তস্যবল্লভা প্রয়াইন্দ্রিয়াণাং পরাকপ্রবৃত্তিনিয়মলক্ষণানিয়তিনি

য়তেষুসমাধিপরেষু উন্মুখীষ্টত্যক্তাতেষাংধৃতিং ধৈর্য্যংবিধুরয়তি বিযোজয়তিতত্রহেতুঃ স্ত্রীত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! ধূর্ত্ত চূড়ামণিকালের মর্য্যাদাবল্লভা অর্থাৎ মর্য্যাদা প্রতিপালিকা নিয়তিরূপাপ্রিয়তমাকামিনী, ইনিও কালাপেক্ষা গুরুতরকার্য্যসাধিনী হয়েন, অর্থাৎ স্ত্রী স্বভাববশতঃ সহজে অতি চপলা, সমাধিতৎপর যোগিব্যক্তিদিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—কাল প্রিয়াপদে কালমর্য্যাদারূপকৃতান্তেরবল্লভা অর্থাৎ প্রিয়াপ্রেয়সী নিয়ত ইন্দ্রিয়াবৃত্তির অতীতমতিদিগকেও ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য হইতে বিযুক্ত করেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর বায়ু ও সর্প দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র কৃতান্তের ব্যবহার বর্ণনা করিয়া মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(গ্রসতেঽবিরতমিতি)।

গ্রসতেঽবিরতং ভুতজালং সর্পইবানিলং।
কৃতান্তঃ কর্কশাচারোজরাং নীত্বাজরাং বপুঃ ॥ ৬ ॥

অজরং তরুণাং বপুর্জরাং নীত্বাপ্রাপ্য ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! অনিলাশনসর্প যেমন জীর্ণ করিয়া বায়ুকে ভক্ষণ করে। তাহার ন্যায় খলস্বভাবাপন্ন এই দুরন্ত কৃতান্ত ধরণীতলস্থ চরাচর বস্তু মাত্রকেই জরাযুক্ত করতঃ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর ভঙ্গীক্রমে যমের নির্দ্দয়তা প্রতিপাদন করতঃ রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(যমোনির্ঘৃণ ইতি)।

যমোনির্ঘৃণ রাজেন্দ্রোনার্ত্তং নামানু কম্প্যতে।
সর্ব্বভূতাদয়োদারোজনো দুর্ল্লভতাং গতঃ ॥ ৭ ॥

নির্দ্দয়রাজানাং ইন্দ্রস্বামীঅতিনির্দ্দয়ইতিযাবৎ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর! যম অতি নির্ঘৃণ অর্থাৎ ঘৃণা শূন্য ইহাঁর নাম যে রাজেন্দ্র, সে কল্পনা মাত্র, ফলে তাঁহার রোগিদিগেরপ্রতিও দয়ালেশ মাত্র নাই, যে হেতু রাজবৎ ব্যব-

হার। ইনি জগতে সকলের প্রতিই উদারচরিত্র, ও জনদুর্ল্লভ, সমানরূপেই এইরূপ দয়ালু হয়েন, অর্থাৎ যম কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না ইতিভাবঃ॥ ৭ ॥

এরূপ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ও জনসকল জন্ম বন্ধ নিবারণোপায় না করিয়া কেবল ঐশ্বর্য্য ভোগেচ্ছু হয়, অতএব জন মূঢ়তা বর্ণনা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(সর্ব্বএবেতি)।

সর্ব্বএব মুনেকল্গুবিভবা ভূতজাতয়ঃ।
দুঃখায়ৈব দুরন্তায় দারুণোভোগ ভূময়ঃ॥ ৮ ॥

সর্ব্বেব্রহ্মাদ্যাঅপিভূতজাত যঃ প্রাণিজাতয়ঃ বিরক্তদৃশাফলগুবিভবাঃ তুচ্ছৈশ্বর্য্যাদি-ভোগভূময়োবিষয়াঃ লোকা বা॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে! ইহ সংসারে জীবসকল নিয়তই ঐশ্বর্য্যশালী হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এই বিষয় ও ঐশ্বর্য্য যে কেবল অনন্তদুঃখজনক মাত্র হয়, তাহা ক্ষণকাল বিবেচনা করিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য? ইতিভাবঃ॥ ৮ ॥

ইহ সংসারে দেহ ধারণে কি সুখ? ইহাতে আস্থাইবা কিরূপে হইতে পারে? তদর্থে কৌশল্যানন্দন, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, যথা—(আয়ুরত্যন্তেতি)।

আয়ুরত্যন্ত চপলং মৃত্যুরেকান্ত নিষ্ঠুরঃ।
তারুণ্যং চাতিচপলং বাল্যং জড়তয়াহৃতং॥ ৯ ॥

জড়তয়ামোহেনহৃতং অপনীতং॥ ৯ ॥

অস্যাথঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! ইহ জগতে জীবের পরমায়ু অত্যন্তচঞ্চল, তাহাতে কৃতান্ত অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অর্থাৎ যমের দয়া মাত্র নাই, যৌবনাবস্থাও অচিরস্থায়িনী, অজ্ঞানাবৃত বাল্যকাল কেবল জড়েরন্যায় বিফল হয়॥ ৯ ॥

অনন্তর সংসারস্থ জীবের পরিবারাদিবিষয়ের নিষ্ফলতা জানাইয়া দাসরথি শ্রীরাম গাধেয়মুনিবরকে কহিতেছেন। যথা—(কলাকলঙ্কিতইতি)।

কলাকলঙ্কিতো লোকোবন্ধবোভব বন্ধনং।
ভোগাভবমহারোগা স্তৃষ্ণাশ্চ মৃগতৃষ্ণিকাঃ॥ ১০ ॥

কলনং কলাবিষয়ানুসন্ধানং॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! সঞ্চালক বিষয়ানুসন্ধান, অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারে জীবকে গতায়াত করাইয়া থাকে, তাহাকেই বিষয় বলিয়া লোক নিয়ত তাহারই অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে কেবল কলঙ্কিত মাত্র হয়; দারাপত্য স্বজন বন্ধু বান্ধব সকল কেবল ভববন্ধনস্বরূপ, যে সকল বিষয়ভোগ সে সকল শুদ্ধ ভবরোগ স্বরূপ হয়, জীবের যে সংসারবাসনা, সে শুদ্ধ মৃগ তৃষ্ণারন্যায় অনিত্য ভ্রমণ করাইয়াথাকে এই মাত্র, এতদ্ভিন্ন সার ফল কিছু মাত্র নাই ইতিভাবঃ॥ ১০ ॥

অতঃপর দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে রঘুনাথ ঋষিবরবিশ্বামিত্রকে সমাসতঃ ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন। যথা—(শত্রবশ্চেতি)।

শত্রবশ্চেন্দ্রিয়াণ্যেব সত্যং যাতমসত্যতাং।
প্রহরত্যাত্মনৈবাত্মামনসৈবমনোরিপুঃ॥ ১১ ॥

সত্যং পরমার্থতআত্মেতিগৃহীতং দেহাদিবিবেকেঅসত্যতাং অপরমার্থাত্মতাং মনএব বন্ধহেতুত্বাৎ রিপুর্যস্তথাভূত আত্মামনোভিমানাৎমনোভূতং আত্মানং মনসৈবআত্মনা প্রহরতীবদুঃখীকরোতি॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিকুলপ্রদীপগাধিনন্দন! জীবদেহের শত্রুই ইন্দ্রিয়গণ, সে সকলি অসত্য, কেবল আত্মাই সত্য হয়েন, কিন্তু দেহের সহিত অভেদ জ্ঞান হেতুক অসত্যের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। ফলিতার্থ এ আত্মার শত্রু মন, মনই বন্ধন মোক্ষের হেতু কিন্তু মন আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য নহেন, অর্থাৎ মনই সাক্ষাৎ আত্মাই হয়েন, অতএব মনঃস্বরূপ আত্মা আপনিই আপনাকে নিয়ত প্রহার অর্থাৎ নিগ্রহ করিতেছেন ইতিভাবঃ॥ ১১ ॥

অনন্তর দেহাদিবৃত্তির আবৃত্তিদ্বারা সর্ব্ববৃত্তিবর্জ্জিতরঘুবংশতিলক শ্রীরামচন্দ্র জিতনিষ্ঠমহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(অহঙ্কারইতি)।

অহঙ্কারঃ কলঙ্কায় বুদ্ধয়ঃ পরিপেলবাঃ।
ক্রিয়াদুষ্ফলদায়িন্যোলীলাঃ স্ত্রীনিষ্ঠতাং গতঃ॥ ১২ ॥

অহঙ্কারোঽভিমানপ্রধানাত্মঃকরণংকলং কায়লাঞ্ছনায়স্বরূপভূষণা য়েতিযাবৎবুদ্ধযো ঽধ্যবসায়াত্মিকাস্তুচ্ছফলোবহির্মুখত্বাৎ পরিপেলাঃমৃদবঙ্গ স্বরূপনিষ্ঠাদার্ঢ্যশূন্যাঃ ক্রিয়াঃ প্রবৃত্তয়ঃ শারীরাঃ লীলামানসবিলাসাঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিপঞ্চাস্যবিশ্বামিত্র! অহংকার মাত্র জীবের চিত্তকে কলঙ্কিত করে, অর্থাৎ ভ্রান্তির নিমিত্ত ভূত হয়, এবং ক্ষুদ্র বিষয় সুখভোগ সম্বন্ধজন্য বুদ্ধিও নিষ্ঠা শূন্যা হয়। পরিশ্রমদ্বারা শারীরিক বিষয়চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্র কেবল তুচ্ছফলদায়িকা অর্থাৎ কষ্টদায়িকা, অদ্ভুত চেষ্টক মনের গতি ও মনের চিন্তা কেবল স্ত্রীরূপের প্রতিই হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শ্রীরামচন্দ্র ভূয়োপি সংসার মহিমা বিশ্বামিত্রকে কহিয়া বৈরাগ্যোদ্দীপন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বাঞ্ছা বিষয়েতি)।

বাঞ্ছাবিষয়শালিন্যঃ সচ্চমৎ কৃতয়ঃক্ষতাঃ।
নার্য্যোদোষপতাকিন্যো রসানীরসতাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥

সচ্চমৎকৃতয়ঃ আত্মস্ফূর্ত্তিচমৎকারাঃ দোষাণাং পতাকিন্যোধ্বজিন্যঃরসাঃ অনুরাগঃ নীরসতাং প্রত্যয়রাগশূন্যতাং বিষয়স্পৃহনীয়তামিতি বা ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! বিষয় বাসনাশালিনী স্ত্রী, তাহার প্রতিই জীবের যথেষ্ট ইচ্ছা হয়; এবং চমৎকার জ্ঞানে তৎপ্রাপ্ত্যর্থে নিয়ত যত্নবান হয়। সর্ব্ব বিষয় হইতে আত্ম সাক্ষাৎকার যে চমৎকারের বিষয় তাহার প্রতি যত্ন কখনই হয় না, অতএব সমস্ত দোষের ধ্বজ স্বরূপ সমুত্থিত নারীরূপ হয়, সুতরাং দোষাসক্ত জীবের সৎবিষয়ে অনুরাগ না হইয়া শুদ্ধ অসদ্বিষয়েই অনুরাগ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর অনন্তসংসারের অনন্তভাব ব্যাখ্যা করিয়া ভঙ্গীক্রমে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(বস্ত্ববস্তুতয়েতি)॥

বস্ত্ববস্তুতয়াজ্ঞাতং দত্তং চিত্তমহঙ্কৃতৈঃ।
অভাববেধিতা ভাবা ভবান্তোনাধিগম্যতে ॥ ১৪ ॥

বস্তুঅলৌকিকং চিত্তংসত্তং অভিনিবেশিতমিতিষারৎ অভাববেধিতয়াশাগ্রস্তাঃ ॥ ১৪

অস্যার্থঃ।

ভো ভগবন্! ইহ সংসারে জীবের অবস্তুতে যথার্থ বস্তু জ্ঞান নিমিত্ত মনও সর্ব্বদা সাহঙ্কার হয়, এবং মিথ্যা পদার্থ মাত্রকেও বিলাসাস্পদ বলিয়া জানে, অতএব সংসারের যে কি কুহক, তাহার অন্ত পাওয়া ভার ॥ ১৪ ॥

অনন্তর সংসারের সকল বস্তুই অনারাধিত উপস্থিত হয়, কিন্তু বৈরাগ্যকে উপস্থিত হইতে দেখা যায় না, এতদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(তপ্যতে কেবলমিতি)॥

তপ্যতেকেবলং সাধোমতিরাকুলিতান্তরা।
রাগরোগোবিলসতি বিরাগো নোপগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নোপগচ্ছতীত্যাদির্লোকৈরতিদৌর্লভ্যোক্তিঃ নতুস্বপ্রত্যয়স্যাপ্রক্রমবিরোধাৎ॥ ১৫ ॥

হে সাধো! হে ব্রহ্মন্! ইহসংসারে সর্ব্বদাই জীবের মন আপনি ব্যাকুল হয়, এবং সন্তাপও আসিয়াআপনিউপস্থিত হইয়া থাকে। আর রোগস্বরূপবিষয়ানুসন্ধানও সর্ব্বদা প্রকাশিত হয়, কিন্তু বৈরাগ্যের কিছুমাত্রঅংশ আপনি উপস্থিত হয় না, একি আশ্চর্য্য? ইতিভাবঃ॥ ১৫ ॥

অনন্তর সংসারাসক্ত জীবের অজ্ঞান পথেই নিরন্তর গতি, তদর্থে আক্ষেপযুক্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(রজোগুণ ইতি)॥

রজোগুণ হতাদৃষ্টিস্তমঃ সংপরিবর্দ্ধতে।
নচাধিগম্যতেসত্বং তত্ত্বমত্যন্ত দূরতঃ॥ ১৬ ॥

অধিগম্যতেলভ্যতে॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! সংসারিজীবের রজোগুণ দ্বারা জ্ঞান প্রনষ্টপ্রায় অর্থাৎ সমাচ্ছন্ন, তমোগুণ প্রায় সর্ব্বদাই সুপ্রকাশিত হয়। কদাপি সত্বগুণের উদয় হয় না; সুতরাং বৈরাগ্য অনুদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি সুদুরপরাহত॥ ১৬ ॥

জীবের নিতান্ত মূঢ়তাবিষয়ে আক্ষেপোক্তি দ্বারা কোষলাধিপতিসুত গাধিসুতবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(স্থিতিরস্থিরতা মিতি)।

স্থিতি রস্থিরতাং যাতা মৃতিরাগমনোন্মুখী।
ধৃতির্বৈধুর্য্যমায়তো রতি র্নিত্যমবস্তুনি॥ ১৭॥

স্থিতির্জীবনং অবস্তুনিষ্ফলবিষয়ে॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞোত্তমমহর্ষে! ইহসংসারে জীবের অতি অল্পকাল মাত্র স্থিতি, আগতপ্রায় মৃত্যু, ইহা জানিয়াও ধারণা হয় না, অর্থাৎ কি বিশ্বাসে জনসকল নিয়ত অনিত্যবস্তুর-প্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

এই সংসার অতি দোষাকর, তদর্থে সংসার দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মতির্মান্দ্যেনেতি)॥

মতির্মান্দ্যেন মলিনং পাতৈকপরমংবপুঃ।
জ্বলতীবজরাদেহে প্রতিস্ফুরতি দুষ্কৃতং॥ ১৮॥

মান্দ্যেনমৌর্খেনপাতৈকপরমং নাশৈকপর্য্যবসিতং॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! কেবল মূর্খতাদোষেই বুদ্ধির মালিন্য জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ যে শরীরের স্পর্দ্ধা করাযায় সে মৃত প্রায়ই জানিবেন, জরাও দেহধারিরপ্রতি নিয়ত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সংসারে থাকিতে হইলে অনিচ্ছাতেও প্রায় প্রতিদিন পাপ জন্মিয়া থাকে। এমত সংসারে অনুরাগী হওয়ার ফল কি? ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ১৭॥

অনন্তর আত্মোপলক্ষণ দ্বারা রঘুনাথ জীবের চরমোপায় ব্যাখ্যা করিয়া ঋষিবরকে কহিতেছেন। যথা।—(যত্নেন যাতীতি)॥

যত্নেন যাতিযুবতা দূরে সজ্জন সঙ্গতিঃ।
গতির্নবিদ্যতে কাচিৎক্বচিন্নোদেতিসত্যতা॥ ১৯॥

নমুধার্ম্মিকস্তবকথং গতির্নবিদ্যতে তত্রাহক্বচিদিতিস্বর্গাদিগতৈরপি অনিত্যতয়া স্বপ্নসুখপ্রায়ত্বাদিতিভাবঃ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! জীবের এই যৌবন দেখিতে দেখিতে অবসান হয়, সাধুসঙ্গ অতিদূরে অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছাই হয় না, স্বর্গাদিসুখ স্বপ্নবৎ

উপভোগসুখের ন্যায় ক্ষণিক, অতএব আমাদিগের চিত্তের এ কি গতি? যেহেতু সত্য স্বরূপ পরমপদার্থ মনোমধ্যে কদাপি ক্ষণকাল মাত্রও উদয় হয় না, কি আক্ষেপের বিষয় ইতি রামাভিপ্রায় ॥ ১৯ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র আপনার মনো মালিন্যের ভাবোদ্ধার দ্বারা জগজ্জীবের অবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(মনো বিমুহ্যতীতি)॥

মনো বিমুহ্যতীবান্ত র্মুদিতাদূরতাঙ্গতা।
নোজ্জ্বলাকরণোদেতি দূরাদায়াতি নীচতা ॥ ২০ ॥

মুদিতাপরমসুখদর্শনেনসন্তোষঃ নীচতাশব্দেনতচ্ছেতুরসূয়াদিগৃহ্যতে ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিকুশিকাত্মজ! অন্তরে মন অতি মুগ্ধ হইতেছে, মন হইতে সন্তোষ অতি দূরে গমন করিয়াছে, মনোমধ্যে দয়ার লেশো উদয় হয় না, যত নীচ প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিয়া মনোমধ্যে সহসা উপস্থিত হইতেছে। এ কিভাব? তাহা বোধগম্য হয় না ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

সংসারের এ কি বিচিত্রা গতি, তাহা জীবের কিছুই উপলব্ধি হয় না, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা —(ধীরতা ধীরতামিতি)॥

ধীরতা ধীরতামেতি পাতোৎপাত পরোজনঃ।
সুলভোদুর্জ্জনাশ্লেষোদুর্লভঃ সৎসমাগমঃ ॥ ২১ ॥

অধীরতাং অস্থিরতাং পাতোৎপাতৌমরণজন্মনীউর্দ্ধাধোগমনোবা আশ্লেষঃসঙ্গঃ ॥ ২১

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! এই সংসারে জীবের ধীরতা সহসা অধীরতা প্রাপ্ত হইতেছে, প্রাণী মাত্রের জন্ম ও মৃত্যু নিয়তই হয়, সুখ অথবা দুঃখ এই মাত্র ভোগ করিয়া থাকে, অনায়াসে অসৎসঙ্গ সর্ব্বদাই ঘটে, সৎসঙ্গ ঘটনা প্রায় হয় না। ইহারই বা ভাব কি? ইতি রামাভি প্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

সংসারস্থ কার্য্য মাত্রই বিচিত্র, তদ্ভাব ভাবন বহুর বিচারকরিয়া রঘুরাজ মুনিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(আগমাপায়াতি)॥

আগমাপায়িনোভাবা ভাবনা ভববন্ধনী।
নীয়তে কেবলং কাপিনিত্যং ভূত পরম্পরা ॥ ২২ ।

ভাবনাবাসনাভাবেষ্বপগতেষ্বপিসানাপৈতীতিভবেবন্ধনীবন্ধহেতুঃ ভূতপরম্পরাপ্রাণিনিকায়ঃ কালেতিশেষঃ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র! এই সংসারস্থিত বস্তু মাত্রই আগমাপায়ী অর্থাৎ জনন মরণ বিশিষ্ট, বিষয় বাসনাই ভববন্ধনের হেতুভূতা, কেবল প্রাণিদিগের পরিচালিকা মাত্র হয়, অর্থাৎ কোথা হইতে কাহাকে কোথায় লইয়া যায় ইতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর এই জগৎ সমুদায়ই বিধ্বস্ত হয়, ইহাতে প্রাণিদিগের প্রাণের প্রতি কি বিশ্বাস? তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(দিশোপীতি)॥

দিশোপিহিন্দৃশ্যন্তেদেশোপ্যন্যোপদেশভাক্।
শৈলা অপিবিশীর্য্যন্তে কৈবাস্থামাদৃশেজনে ॥ ২৩ ॥

দিশোহ্বাসুকালান্তয়ংনাস্তি অদৃশ্য তদেবপ্রপঞ্চয়তি দেশইতিদিশতি প্রযচ্ছতিপ্রাণিভ্যোবকাশমিতি দেশইতিব্যপদেশাদন্যং বিরুদ্ধং অপদেশং ব্যবহারং স্বস্যৈবনিরবকাশমিতিযাবৎ ॥ ২৩ ॥

হে মুনিবর কৌশিক! দিক্ সকল কালে অদৃশ্য হয়, দেশ সকল ব্যপদেশ বিরুদ্ধ হেতু নামান্তর প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বতাদিও বিশীর্ণ হইয়া যায়, অতএব আমাদিগের এশরীরের প্রতি কি বিশ্বাস হইতে পারে? অর্থাৎ সকলই নশ্বর, ইহাতে গর্ব্বাভিমানে আরূঢ় হওয়া অনুচিত ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥

পরমেশ্বর হইতে সমস্ত উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই লয় পায়, তদর্থে রঘুনাথ ঋষিরাজ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অদাতে ইতি)॥

অদ্যতে সত্তয়াপিদ্যৌর্ভুবনঞ্চাপিভুজ্যতে।
ধরাপিযাতি বৈধুর্য্যং কৈবাস্থামাদৃশেজনে ॥ ২৪ ॥

দ্যৌরাকাশোপিসত্তয়াসন্মাত্রস্বভাবেনেশ্বরেণাদ্যতে ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর আকাশাদিকেও লয় করেন, স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালাদি ভুবন ত্রয়কেও গ্রাস করিয়া থাকেন, এবং এই পৃথিবীও বিধুরতা প্রাপ্তা হয়, অর্থাৎ ক্ষণ ভঙ্গুরা, অতএব অস্মদ্বিধ ব্যক্তিদিগের ক্ষণ বিধ্বংস এই শরীরের প্রতি বিশ্বাস কি? ॥ ২৪ ॥

ভূয়োপি জগতের নশ্বরতা বিদিতার্থ শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(শুষ্যন্তীপীতি)॥

শুষ্যন্ত্যপি সমুদ্রাশ্চ শীর্য্যন্তে তারকা অপি।
সিদ্ধাঅপিবিনশ্যন্তিকৈবাস্থামাদৃশেজনে॥ ২৫॥
দানবা অপিদীর্য্যন্তে ধ্রুবোপ্যধ্রুব জীবিতঃ।
অমরা অপিমার্য্যন্তে কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥ ২৬॥

সিদ্ধাজ্ঞানাবিবিক্তৈর্যোগমন্ত্ররসায়ণাদিভিঃ॥ ২৫॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি প্রবর! এই সাগর সকল পরিশুষ্ক হইবে, তারাগণ সকল বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে, সিদ্ধগণেরাও বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, অতএব আমাদিগের এই ক্ষুদ্র শরীরের প্রতি আস্থা কি আছে? ॥ ২৫ ॥ অপিচ। দানবাদিগণও বিদীর্ণ হইবে, ধ্রুবও নাশ হইবে, যাহাদিগকে অমর বলা যায়, তাহারাও মৃত্যুর বশ হইবেন, অতএব অস্মদ্বিধ শরীরিদিগের শরীরের কি বিশ্বাস? ॥ ২৬ ॥

ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্য শালি কোন ব্যক্তিই চিরস্থায়ী নহেন, তদর্থে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(শক্রোপীতি)॥

শক্রোপ্যাক্রম্যতে বক্রৈর্যমোপিহি নিযম্যতে।
বায়ুরপ্যেত্যবায়ুত্বং কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥ ২৭॥

শক্রোপ্যাক্রম্যন্তেতিতরাং যম্যতে॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ! কালেইন্দ্র দেবরাজও অসুর কর্ত্তৃক পরাহত হন, যিনি জগন্নিয়ন্তা যম, তিনিও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, জগৎ প্রাণ বায়ুরও বিনাশ আছে, অতএব ক্ষুদ্র প্রাণি আমাদিগের প্রাণের প্রতি আস্থা কি? ॥ ২৭ ॥

অনন্তর প্রলয়াবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক জীবের বৈরাগ্য বিষয়ে লীনতা জানাইয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে, কহিতেছেন। তদর্থে কতিপয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (সোমোপীতি)॥

সোমোপিব্যোমতাং যাতি মার্ত্তণ্ডোপ্যেতি খণ্ডতাং।
মগ্নতামগ্নিরপ্যেতি কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥ ২৮॥

ব্যোমতাং শূন্যতাং॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! চন্দ্রমণ্ডলও আকাশে সমতা প্রাপ্ত হইবে, সূর্য্যমণ্ডলও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িবে, অগ্নিও মহা বায়ুতে লীন হইয়া যাইবে, ইহাতে অস্মৎ বিধ জীবের দেহগেহাদির প্রতি বিশ্বাস কি আছে?॥ ২৮॥

পরমেষ্যতি নিষ্ঠাবানদ্ধ্রিয়তেহরিরপ্যজঃ।
ভবোপ্যভাবমায়াতি কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥ ২৯॥

নিষ্ঠাপরিসমাপ্তিঃ দ্ধ্রিয়তেঽংদ্ধ্রিয়তে॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! আর হরি বিরিঞ্চি হর, যাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আদি দেব, তাঁহারাও পরব্রহ্মে লীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে চিরস্থায়ী বলিয়া আমাদিগের এ শরীরপ্রতি বিশ্বাস কিপ্রকারে হইতে পারে?॥ ২৯॥

কালঃ সংকাল্যতেযেন নিয়তিশ্চাপি নীয়তে।
খমপ্যানীয়তেনন্তং কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥ ৩০॥

কালঃপ্রাগুক্তকালস্ত্রিবিধঃ খমত্রবহিরাবরণাকাশঃ। ৩০॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! কালেজগন্নিয়ন্তাকাল, এবং বিশ্বনাটিকা সংহারোপায়কারিণী নিয়তি, ও আকাশাদি মহাভূত সকল অনন্ত শরীরি পরমাত্মাতে লীন হইয়া যাইবে, তাহাতে ক্ষুদ্র শরীরী অস্মদাদিজনের শরীর প্রতি আস্থা কি?॥ ৩০॥

অনন্তর রঘুবংশপ্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র, শুভ স্বরূপতত্ত্বাখ্যান বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার মহিমা বিশ্বামিত্র সমীপে প্রকাশ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অশ্রাব্যেতি)॥

অশ্রাব্যাবাচ্যদুর্দ্দর্শ তত্ত্বেনাজ্ঞাতমূর্ত্তিনা।
ভুবনানিবিড়ম্ব্যন্তে কেন চিন্তুমদায়িনা॥ ৩১॥

অশ্রাব্যং শ্রোত্রেন্দ্রিয়াবিষয়ং অবাচ্যং বাগগম্যং দুর্দ্দর্শঞ্চক্ষুরাদ্যগম্যঞ্চতত্ত্বং সূক্ষ্মং রূপং যস্যমূর্ত্তিঃ স্থূলং রূপং বিড়ম্ব্যন্তেস্বাত্মন্যেবমায়য়াপ্রদর্শ্যন্তে॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর! যিনি অশ্রাব্য, অবাচ্য, দুর্দ্দর্শ, সূক্ষ্মরূপ সেই অব্যাকৃত মূর্ত্তি পরমাত্মা স্বীয়মায়া বিস্তার দ্বারা আপনাতেই আপনার স্থূলরূপ প্রদর্শনকরাইয়া থাকেন॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—অচিন্তনীয় ভগবান্, যিনি অশ্রাব্য অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অবিষয়, অবাচ্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারাতীত, দুর্দ্দর্শ, অর্থাৎ চক্ষুরাদিরঅগম্য, সূক্ষ্ম, অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞানগম্য, তিনি স্বমায়াবিলসিতস্থূলরূপে এই জগৎকে প্রকাশ করিয়া ক্রীড়া করেন, ইতিভাবঃ॥ ৩১॥

অনন্তর ঈশ্বর পরতন্ত্রজগৎ, ইহা জানাইবার জন নন্দনবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে এইকয়েকশ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অহংকার কলামেত্যেত্যাদি)॥

অহংকারকলামেত্য সর্ব্বত্রান্তরবাসিনা।
নসোঽস্তি ত্রিষুলোকেষু যস্তেনেহ নবাধ্যতে॥ ৩২॥

অহঙ্কারকলাং অভিমানাং শংএত্যপ্রাপ্যাস্তিতেষুমধ্যেইতি শেষঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! এমন ব্যক্তি ত্রিলোক মধ্যে কে আছে, যে শরীর ধারণ করিয়া সর্ব্বান্তর্যামিপরমপুরুষপরমেশ্বরের অধীন না হয়েন? অর্থাৎ ঈশ্বরাধীনই সকল ইতিভাবঃ॥ ৩২॥

শিলাশৈলকবপ্রেষু সর্ব্বভূতোদিবাকরঃ।
বনপাষাণবন্নিত্যমবশঃ পরিচোদ্যতে॥ ৩৩॥

সর্ব্ববাধকত্বোপাদায়তস্যনিরঙ্কুশং স্বাতন্ত্র্যমাহ শিলেত্যাদিত্রিভিঃ সোশ্বাশ্বসহিতো রথস্তদ্ভাবং প্রাপ্য স আদিত্যোতিষ্ঠন্নিত্যাদিশ্রুতেঃ স্বাধিরূঢ়েনেশ্বরেণপ্রের্য্যমাণঃ নানাশৈলবপ্রাদিদুর্গমপ্রদেশেষুকিরণশ্বাপাদৈঃ সঞ্চরন্নিবস্থিতোদিবাকরোরথবৎদুৎপ্রেক্ষ্যতেবনং জলযোগাত্তয়াপর্ব্বত শিখরাদ্বেগেনপ্রবহস্তেন যথাবর্ত্তুলাঃ স্ফটিকাদিপাষাণাঅধোধঃ প্রের্য্যন্তেতদ্বদবশোঽস্বতন্ত্রঃ সূর্য্যাদীনামপিনরুৎপ্রবাহেণোহমানাদিতিভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে; এই দিনকরসূর্য্যদেব, যিনি সর্ব্বভূতাশ্রয়, তিনি গোলাকার পর্ব্বতের প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় পর্ব্বতোপরি হইতে প্রস্তরখণ্ড যেমন প্রস্রবণ মার্গে জলের বেগে নিম্নে পতিত হয়, তাহার ন্যায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিলা শৈলবপ্র প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশে করবিস্তার করতঃ অহরহ ভ্রমণ করিতেছেন। ক্ষণকাল মাত্রও আপনবশে অবস্থিতি করিতে পারেন না ॥ ৩৩ ॥

ধরাগৌলকমন্তঃস্থ সুরাসুরগণাস্পদং।
বেষ্ট্যতেধিষ্ঠচক্রেণ পক্বাক্ষোঠমিবত্বচা ॥ ৩৪ ॥

ধরাভূমিঃ সৈবগোলকং জ্যোতিঃশাস্ত্রেতথাপ্রসিদ্ধেঃ ধিষ্ঠংদেবাসুরানামায়তনভূতং চক্রং জ্যোতিশ্চক্রংতেনবেষ্ট্যতেপরিতোব্যাপ্যতেঅক্ষোঠংফলবিশেষঃ যুগাবর্ত্তেষু ভূমের্দাহপ্লাবনাদিবিকারেপ্যাকল্পাং জ্যোতিশ্চক্রস্যাবিনাশাদ্দার্ঢ্যসূচনায়পক্বেতিবিশেষণং ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক। এই গোলাকারাপৃথিবীও ঈশ্বরাধীনে অবস্থিতা, পরিপক্ক অক্ষোটফলের অন্তঃস্থিত শস্য, যেমন ছালে আবৃত তদ্রূপ এই পৃথিবী দেবাসুরাদি বাসস্থান সমন্বিতা জ্যোতিশ্চক্ররূপ ত্বকে বেষ্টিতা হইয়া ঈশ্বরাধীনে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধ গোলাকারধরণীমণ্ডল, অক্ষোট ফলবৎ অর্থাৎ আখরোট ফলবৎ ত্বগাবৃত, ইত্যর্থে পৃথিবীর দাহ ও প্লাবনাদিবিকারজ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাতেই ধরাপেক্ষা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অবিনাশিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে; জ্যোতিশ্চক্রে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালাদি লোকত্রয়ময়ী ধরণী ঈশ্বরাধীনে সুবস্থিতা, কদাপি স্বাধীনা নহেন, ইতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

দিবিদেবাভুবিনরাঃ পাতালেষুচ ভোগিনঃ।
কল্পিতাকল্পমাত্রেণ নীয়ন্তেজর্জ্জরাংদশাং ॥ ৩৫ ॥

কল্পমাত্রেণ সংকল্পমাত্রেণতথাচাত্যন্তপারবশ্যমপিজগতোমহানদোষইতিভাবঃ ॥ ৩৫

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর! স্বর্গস্থিতদেবগণ, মর্ত্তাস্থনরগণ, পাতালস্থনাগগণ, ইহারা সকলেই ঈশ্বর পরতন্ত্রে তদিচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়া তদিচ্ছানুসারে জরাবস্থা পাইয়া পরে বিনাশপথে ধাবমান হয়, অতএব আপনবশে ক্ষণমাত্রও থাকিতে কেহ পারে না ॥ ৩৫ ॥

কামশ্চজগদীশান বললব্ধপরাক্রমঃ।
অক্রমেণৈববিক্রান্তো লোকমাক্রম্যবল্গতি ॥ ৩৬ ॥

দোষান্তরাণ্যাহকামইত্যাদিনা অক্রমেণঅনুচিতপ্রকারেণ স্বাত্মবশীকৃত্যানিয়ন্তরীশ্বরাদ্বিভেতিচেন্নবিশৃংখলঃ স্যাৎ নাসৌতথেত্যাহজগদীশানেতি ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! এইকন্দর্পকে জগৎজেতা যে বলাযায়, সেই জেতৃত্বও ঈশ্বরাধীন, অর্থাৎ কামদেব জগদীশ্বরপ্রসাদে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ত্রিলোকস্থ আকীট দেবপর্য্যন্ত জনসকলকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঈশ্বরাতীত স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই ॥ ৩৬ ॥

বসন্তোমত্তমাতঙ্গোমদৈঃ কুসুমবর্ষণৈঃ।
আমোদিত ককুচ্চক্রশ্চেতো নয়তিচাপলং ॥ ৩৭ ॥
অনুরক্তাঙ্গনালোললোচনা লোকিতাকৃতেঃ।
স্বস্থীকর্ত্তুং মনঃশক্তো ন বিবেকোমহানপি ॥ ৩৮ ॥

বসন্তএবমত্তমাতঙ্গঃ কুসুমবর্ষণমেবমদবর্ষণমিতি ব্যস্তরূপকংচাপলমিত্তয়োন্মাদ ভাবদ্বয়সংভেদঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনে! মদমত্ত হস্তী যেমন মদক্ষরণদ্বারা দিশোদশকে আমোদিত করে, তদ্রূপ কামসহ বসন্তঋতু বিকশিতকুসুমরাশিবর্ষণদ্বারা ঈশ্বরাধীনে দিক্‌চক্রকে সুবাসিত

করিয়া লোক সকলের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেও তাহার স্বাধীনতা নাই ইতিভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! ঈশ্বরায়ত্তৈরূপবতী নারীগণ অনুরাগবিশিষ্ট সর্ব্বভাবাবেশে যদি বক্রনয়নে একবার অবলোকন করে, তবে মহাধৈর্য্যশালি বৈরাগ্যযুক্ত মহাশয়েরাও ধৈর্য্যদ্বারা আপন চিত্তকে স্থির রাখিতে পারেন না। কিন্তু ইহাও ঈশ্বরাধীন নারীলোকের স্বীয়াক্ষমতা ইহাতে কিছুমাত্র নাই ইতিভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সমস্ত দুঃখোপশমন হেতু উপায় প্রদর্শন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(পরোপকার কারিণ্যেতি) ॥

পরোপকারকারিণ্যা পরার্ত্তিপরিতপ্তয়া।
বুদ্ধএবসুখীমন্যে স্বাত্মশীতলয়াধিয়া ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধঃবুদ্ধতত্ত্বঃ পুরুষঃ বোধশ্চাতিদুর্লভইতিভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! বুদ্ধ জনগণেরা পরোপকার কারিণী, ও পরদুঃখে সন্তাপযুক্তা স্নিগ্ধা অর্থাৎ শীতলা বুদ্ধিদ্বারা যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারে, তবে এই দুঃখসঙ্কট সংসারে থাকিয়াও সুখী হয় ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য :—বুদ্ধ জনগণ পদে জ্ঞাততত্ত্বজন, ইহা অতি দুর্লভ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ হইলেই সুখী হয়, তদ্ভিন্ন হয় না, তল্লক্ষণ এই যে যাহাদিগের শুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ত পরদুঃখে দুঃখিনী, পরোপকার নিরতা, এমন ব্যক্তিরই চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয, তাহা হইলে আর কোন দুঃখ থাকে না ইতিভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর রূপকব্যাজে ভবসমুদ্রের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(উৎপন্নধ্বংসিন ইতি)।

উৎপন্নধ্বংসিনঃ কালবড়বানলপাতিনঃ।
সংখ্যাতুং কেনশক্যান্তে কল্লোলাজীবিতাম্বুধেঃ ॥ ৪০ ॥

ধ্বংসিত্বেহেতুঃ কালেতিভাবাইতিশেষঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিকবর! এই ভবরূপমহাসমুদ্রে ক্ষণবিনাশরূপ মহাতরঙ্গ উঠিতেছে, এবং কালস্বরূপ বড়বানল নিয়ত প্রজ্বলিত আছে। কিন্তু এই দুষ্পারজন্মসাগরে পতিত

যে কতপদার্থ তাহার পরিমাণ করিতে কে সমর্থ? অর্থাৎ কেহই ইহার নির্ণয় করিতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অতঃপর বনবদ্ধমৃগ সাদৃশ্যে জন্মবন্ধে পতিত জীবের অবস্থা বর্ণন করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(সর্ব্বএবেতি)॥

সর্ব্বএবনরামোহাদ্দুরাশা পাশপাশিনঃ।
দোষগুল্মকসারঙ্গা বিশীর্ণাজন্মজঙ্গলে ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বোক্তদোষলক্ষণেষুগুল্মকেষুস্থিতাঃ সারঙ্গামৃগাঃ পক্ষিণোবাদুরাশাপাশেনপাশিনো বদ্ধসন্তোজন্মজঙ্গলেবিশীর্ণা ইতিসম্বন্ধঃ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! অরণ্যমধ্যে লতাপাশে আবদ্ধ কাতরমৃগেরন্যায় মনুষ্যগণেরা অজ্ঞান বশতঃ মিথ্যা বাসনাস্বরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া ভবাটবীমধ্যে নিয়ত কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণকাল মাত্র তাহারা বন্ধন মোচনার্থ উপায় চিন্তা করেন ইতিভাবঃ॥ ৪১ ॥

অনন্তর জীবের জন্ম বন্ধনপাশাদির আরো বিশেষ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—সংক্ষীয়তে জগতীতি)॥

সংক্ষীয়তে জগতিজন্মপরম্পরাসু
লোকস্যতৈরিহ কুকর্ম্মভিরায়ুরেতৎ।
আকাশপাদপলতা কৃতপাশকল্পং
যেষাং ফলং নহিবিচারবিদোপিবিদ্মঃ॥ ৪২ ॥

তৈরুক্তদোষপ্রযুক্তৈঃ কুকর্ম্মভিঃ কাম্যনিষিদ্ধাচরণৈরায়ুঃ সংক্ষীয়তেফলংস্বর্গ নরকাদিআকাশস্চেত্যাদয়স্তত্রলতাশিক্ষ্যাস্তৎকৃতকণ্ঠপাশাবলম্বনসদৃশং অসারং নিরালম্বনদুঃখ পতনাবসানস্থিতিকমিত্যর্থঃ আস্তাংতন্নিবৃত্যুপায়োরেতচ্চিন্তাপিদুর্ল্লভেত্যাহন-হীতি॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে! এই জগতে জন্ম পরম্পরা মনুষ্যলোকেরা কাম্যনিষিদ্ধাদি কুৎসিত কর্ম্মফলেচ্ছু হওয়াতে বৃথা পরমায়ুর পরিক্ষয় হইতেছে। ফলিতার্থ ভোগার্থ যে কর্ম্ম তাহার ফল অলীক, যদ্রূপ আকাশবৃক্ষলতার ফল অলীক তদ্রূপ অসার

কেবল জন্ম বন্ধন পাশের ন্যায় হয়, তবে যে লোক তাহাতে কেন আসক্ত হয়, ইহা বিচারবিৎ পণ্ডিতেরাও বুঝিতে পারেন না, ফলিতার্থ এ যে কি কুহক, তাহা কুহকৃৎ নট পুরুষই জানেন ইতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর নিরর্থ সংসারামোদে মগ্নজীবের জীবনক্ষয়বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া রঘুনাথ মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অদ্যোৎসব ইতি)।

অদ্যোৎসবোয় মৃতুরেষতথেহযাত্রা
তেবন্ধবঃ সুখমিদং সবিশেষভোগাঃ।
ইত্থং মুদৈবকলয়নস্নুবিকল্পজাল
মালোলপেলবমতির্গলতীহলোকঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি বাশিষ্ঠে দৈবদুর্ব্বিলাসবর্ণনং নাম ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬॥

তৎপ্রমোদসামগ্রীভুপ্রতিক্ষণমতিস্থূলভেত্যাহঅদ্যেতিগলতিবিশীর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে দৈবদুর্ব্বিলাস নাম
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিরাজতনয়বিশ্বামিত্র! ইহসংসারে মনুজবর্গেরা নিরর্থাভিলাষে মগ্ন হইয়া আমোদ করিয়া থাকে, অদ্য আমাদিগের এস্থানে এসময় মহামহোৎসব হইবে ইহাতে মহাযাত্রা প্রসঙ্গে অনেক লোক আসিবে, তজ্জন্য বন্ধুলাভে মহাসুখ লাভ করিব, অদ্য মিষ্টান্নাদি বহুতর সুস্বাদু দ্রব্য ভোজনে রসনা পরিতৃপ্তা হইল, ইত্যাদি বহুতর অমিত্যাহ্লাদসূচকক্রিয়া প্রকাশে অস্থিরব্যক্তিসকল স্বীয় স্বীয় মনোরচিত কার্য্যবর্গে আবৃত হইয়া, সুদুর্ল্লভ অল্পপরমায়ুকে বৃথা ব্যয় করিতেছে। কিন্তু ইহারা প্রকৃতার্থে ক্ষণ মাত্রও ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে না, কি আশ্চর্য্য? ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে দৈবদুর্ব্বিলাস নামে ষড়্বিংশতি
তমঃ সর্গ সমাপনঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

সপ্ত বিংশতিসর্গে সংসারের সমস্ত বিষয়ের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদর্থে টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে তাহা বিশেষ করিয়া কহিতেছেন। যথা এই সংসারে মোক্ষ বিরোধি যে সকল ভবিপদার্থ উক্ত হইয়াছে, এবং যাহা২ অনুক্তও আছে, বৈরাগ্য প্রতিপাদনার্থ তাহারও সম্যক্ দোষ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বিস্তার করতঃ শ্রীরামচন্দ্র এই সর্গে কহিয়াছেন ॥ ০ ॥

শ্রীরামউবাচ।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, হে প্রভো! আমি যে সকল ভাব উক্ত করিলাম তাহা শ্রবণ করিলেন, এক্ষণেস্বচিত্ত বিশ্রান্তি হেতু অনুক্ত বিষয় ও দোষান্তর সকল যাহা নিবেদন করিতেছি, তাঁহাও আপনি শ্রবণ করুন। যথা।—(অন্যচ্চেতি) ॥

অন্যচ্চতাতাতিতরামরম্যেমনোরমে চেহজগৎস্বরূপে।
নকিঞ্চিদায়াতিতদর্থজাতং যেনাতিবিশ্রান্তি মুপৈতিচেতঃ ॥ ১ ॥

উক্তানুক্তেষুভাবেষুনিঃশ্রেয়সবিরোধিষু। বিস্তরেণপুনর্দ্দোষা বৈরাগ্যায়েহকীর্ত্তিতাঃ॥ প্রত্যেকমুক্তেষুঅনুক্তেষুচ ভাবেষু সমুচ্চিত্যদোষান্তরাণি প্রপঞ্চয়ন্স্বচিত্তবিশ্রান্তিহেতুলাভংদর্শয়তিঅন্যচ্চেত্যাদিনা। অন্যচ্চশৃণ্বিতিশেষঃ। আপাততোমনোরমেবস্তুত স্ত্বরম্যেনজগৎস্বরূপেণলব্ধেন, চেতোঽতিবিশ্রান্তিং পূর্ণকামতামুপৈতিতত্তাদৃশং কিঞ্চিদপি অর্থজাতং নায়াতিচেতসিতভোহন্যচ্চতত্ত্বং নায়াতিনলভাতইতিবার্থঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবিশ্বামিত্র! এই জগৎ অমনোরমহইলেও আপাততঃ মনোরম দেখা যায়, বস্তুতঃ অমনোরম পরিণামে মিথ্যা, ইহাতে এমন কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না, যে তদ্দ্বারা চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ হইতে পারে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—জগৎ জাত বস্তু মাত্রই অসৎ তাহাতে চিত্ত পূর্ণকাম লাভ করিতে পারে না, কেবল পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ যন্ত্রণাই হয় এমত বস্তুই সকল, ইহাতে আসক্ত হইলে জীবের বিশ্রান্তি নাই, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প পরম পদ লাভ কখনই হয় না, ইতিভাবঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর জীবের অবস্থানুসারে ক্রমে আক্ষেপ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্র[redacted]হিতেছেন। যথা।—(বাল্যেগতে ইতি)॥

বাল্যেগতেকল্পিত কেলিলোলে মনোমৃগেদারদরীষুজীর্ণে।
শরীরকেজর্জরতাং প্রয়াতে বিদূয়তেকেবলমেবলোকঃ॥ ২॥

দারাএবদর্য্যোগিরিগুহাঃ বিশেষেণদূয়তেউপতপ্যতেকেবলং পুরুষার্থসাধনশূন্যত-য়াবার্থায়ুঃ ক্ষপণেনেত্যর্থঃ॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! কল্পিত ক্রীড়া কৌতুকে জীবের চঞ্চল বাল্যকাল অবসান হইলে তদনন্তর গিরিগুহাস্বরূপ নারীরূপে মনোমৃগবিহারাসক্ত হইয়া যৌবনকালের পরিসমাপ্তি করে, পরে বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হয়, সেই বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত শরীরও নিষ্ফল, লোক সকল আপন মৃত্যোন্মুখতা জানিয়া আক্ষেপ মাত্র করিয়া থাকে॥ ২॥

তাৎপর্য্য।—বাল্যকাল কেলিবশে যায়, যৌবনকাল কামিনী সম্ভোগকলাপে অবসান হয়, তখন পরমার্থ চিন্তা হয় না, যখন বৃদ্ধকালোপস্থিতে জরা আসিয়া গ্রাস করে, তখন সর্ব্বক্রিয়াতে অক্ষম, পরবশতাপ্রযুক্ত নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ পরমার্থ ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ বিধায় চরম ভাবিয়া নিরন্তর খেদযুক্ত থাকিতে হয়, অতএব ক্ষনকালে তত্ত্ব চিন্তা না করিলে চতুর্থ কালে কিছুই হয় না, ইতিরামাভিপ্রায়ঃ॥ ২॥

শুষ্ক সরোবর দৃষ্টান্তে রঘুকুলতিলক কুশিককুলতিলকবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জরাতুষারাভিহতাং শরীরেতি)॥

জরাতুষারাভিহতাং শরীরসরোজিনীং দূরতরেবিমুচ্য।
ক্ষণাদ্গতে জীবিতচঞ্চরীকে জনস্যসংসারসরোবশুষ্কং॥ ৩॥

জীবিতং সএবজীবনং সএবচঞ্চরীকোভ্রমরঃ সংসারোঐহিকসমারম্ভঃ তদেবসরঃ॥ ৩

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞানরত্নমহর্ষে! যদ্রূপ হিমকণাবর্ষণাভিঘাতে সরোবর স্থিত সরোজ সকল বিনষ্ট হইলে ভ্রমরগণ সরোবরকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরস্থ সরোবরান্তরে গমন করে, তখন সরোবরও ক্রমে হিমাঘাতে শুষ্ক হইয়া যায়। তদ্রূপ জীবের জরাভিঘাতে শরীর জীর্ণ হইলে জীবন প্রস্থানে আর সংসারও থাকে না॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—সংসাররূপ সরোবর, দেহ স্বরূপ পদ্ম, জীবন স্বরূপ ভ্রমর, হিমকণা রূপ জরাবস্থা, সুতরাং জরারূপ তুষারাভিঘাতে পদ্মস্বরূপ দেহ মলিন হইলে, জীবন স্বরূপ ভ্রমর দূরতরে প্রস্থান করে, তখন সংসাররূপ সরোবর আপনি শুষ্ক হইয়া যায়, অর্থাৎ যে সংসারে জীবের নিয়ত অনুরাগ ছিল, তাহারপ্রতি আর একবারও দৃষ্টি পাত করে না, অতএব অবশ্য ত্যজ্যবিষয় জানিয়াও অতিঅনুরাগী হওয়া অনুচিত ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর জীবের দেহকে লতারূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি কুশিকতনয়কে কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(যদাযদেতি)॥

যদাযদা পাকমুপৈতিনূনং তদাতদেয়ং রতিমাতনোতি।
জরাভবানল্পনবপ্রসূনাবিজর্জ্জরাকায়লতানরাণাং ॥ ৪ ॥

রতিংপ্রীতিমাতনোতিমৃত্যোরিতিশেষঃ। নরাণাং কায়এবচলতাবল্লী ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরবিশ্বামিত্র! যেমন যেমন জীবের এই শরীরের পক্কতাদশা উপস্থিত হয়, তেমন তেমন কৃতান্তেরও অতুল্যা প্রীতির বৃদ্ধি হইতে থাকে। অনন্তর শুক্ল কেশাদিরূপ বহুতর পুষ্পশোভিতা জীবের এই দেহলতিকা জরাজন্য বিশীর্ণা হইয়া যায়। অর্থাৎ আর রক্ষা পায় না, সুতরাং তাহাতে এত অনুরাগ কেন! ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর নদীরূপে জীবের বাসনার বর্ণন করিয়া রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(তৃষ্ণানদীতি)॥

তৃষ্ণানদীসার তরপ্রবাহগ্রস্তাখিলানন্তপদার্থজাতা।
তটস্থসন্তোষ সুবৃক্ষমূলনিকাষদক্ষা বহতীহলোকে ॥ ৫ ॥

সারতরোবেগবত্তরোবামুল নিকাষোবপ্রনিকৃন্তনং তত্রদক্ষাসমর্থা ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! যেমন অসীমসাগর হইতে উৎপন্না নদী সকল অত্যন্ত বেগবতী হয়, এবং তীরস্থ বৃক্ষের মূলোৎপাটন করতঃ সম্যক্ বেগে বহিতে থাকে। তাহার ন্যায় অনন্ত বস্তুজাত সাগর তুল্য; তাহা হইতে উদ্ভূতা বেগবতী নদীরূপা জীবের বিষয়

বাসনা, সে অত্যন্তপ্রবলারূপে সন্নিহিত মনোগত সন্তোষরূপ তরুবরের মূলোৎপাটন করিয়া বহিতেছে। ভাবার্থ সুগমঃ। ৫ ॥

অনন্তর সাগরও তরণীর দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(শারীরনৌরিতি)॥

শারীরনৌশ্চর্ম্মনিবদ্ধরূবা ভবাম্বুধাবাকুলিতা ভ্রমন্তী।
প্রলোড্যতে পঞ্চভিরিন্দ্রিয়ার্থে রধোভবন্তীমকরৈরধীরা ॥ ৬ ॥

চর্ম্মণানিবন্ধনেনবদ্ধাচর্ম্মময়ীতরীদক্ষিণ দেশেপ্রসিদ্ধাউর্ম্মিভিরাকুলিতা ব্যাকুলিতাস্ব-তশ্চলঘূর্ণান্ত্রমন্ত্রী অতএবাধোভবন্তীমজ্জনোন্মুখী ইন্দ্রিয়গ্রাহৈরপিপ্রলোড্যতে যতো-হধীরান্ 'বিভ্যন্তেধীরাবিবেকধীমন্তো বৈরাগ্যধৈর্য্যশালিনো বা জীবাবস্থাং তথা-বিধা ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষি গাধেয়! উত্তম নিপুণ নাবিকের অভাবে নৌকা যেমন সমুদ্র তরঙ্গে চঞ্চলা হইয়া প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মকরাদির আস্ফালনে আঘূর্ণিত হইয়া জলমধ্যে ডুবিয়া যায়। তদ্রূপ জীবের এই মাংস পিণ্ডাকার চর্ম্মবদ্ধ দেহতরণী, জীবরূপনাবিক বিবেকী না হইলে, ভব সাগর মধ্যে প্রখরতর তরঙ্গে সুচঞ্চল মকরাদিবৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াস্ফালনে ব্যাকুলা, এবং আঘূর্ণিতা হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায়। ইহাদেখিয়াও জীবের ত্রাস জন্মে না, ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর লতাপ্রধানবনমধ্যে শাখামৃগরূপজীবের মনের দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তৃষ্ণালতেতি)॥

তৃষ্ণালতাকাননচারিণোমীশাখাশতং কামমহীরুহেষু।
পরিভ্রমন্তঃ ক্ষপয়ন্তিকালং মনোমৃগানফলমাপ্নুবন্তি ॥ ৭ ॥

লতাপ্রধানং কাননং লতাকাননং শাখাশতং পরিভ্রমন্তইতিবিশেষণান্মৃগা অত্র-শাখামৃগাঃকালং আয়ুঃক্ষপয়ন্তি ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! আশালতাপ্রধানকানন স্বরূপ এই সংসার, ইহারমধ্যে বহু-শত শাখাবিশিষ্ট কামরূপ পাদপ, তাহার শাখাগত জীবের মানোরূপ শাখামৃগ

নিরন্তরপরিভ্রমণ করতঃ কালক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু কোন ক্রমে শোভন ফললাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—সংসার কানন, আশারূপালতা, শত শত অভিলাষরূপশাখাবিশিষ্ট কামস্বরূপ বৃক্ষ, মনোরূপ বানর তাহার শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতেছে তথাপি তৎফল লাভ করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ মনে কত কত বিষয়ের অভিলাষ করে, কিন্তু অভিলাষানুসারে ফল লাভ করিতে পারে না, কেবল সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায় এই মাত্র, অতএব অনিত্য আশা পাশে বদ্ধ জীব নিরর্থ পরমায়ু ক্ষয় কেন করে? ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তর মহৎব্যক্তির স্বভাব বর্ণনা করতঃ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রঋষিকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কৃচ্ছ্রেষিতি) ॥

কৃচ্ছ্রেষুদূরাস্তবিষাদমোহাঃ স্বার্থেষুনোৎসিক্তমনোভিরামাঃ।
সুদুর্লভাঃ সংপ্রতিসুন্দরীভি রনাহৃতাঃকরণামহান্তঃ ॥ ৮ ॥

কৃচ্ছ্রেষুআপৎসুস্বস্থ্যেষুসংপৎসুনোৎসিক্তেনাগর্ব্বিতেনমনসাঅভিরামাঃ নঞোর্থকো নশব্দোপ্যস্তিতস্যসমাসঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে! ক্লেশের সময়ে কি স্বাস্থ্য সময়ে অথবা আপদে কি সম্পদে অনুৎসিক্ত অর্থাৎ অগর্ব্বিতমনাব্যক্তি, যাহার এই সমস্ত বিষয়ে চিত্ত সমান রঞ্জিত হয়, এমন ব্যক্তি সুদুর্লভ এবং বিদ্যমানা সুন্দরী রমণী কর্ত্তৃক চিত্ত আহৃত যাহার না হয়, সেই ব্যক্তিই মহান পুরুষ পদের বাচ্য হয় ॥ ৮ ॥

অনন্তর সংগ্রাম শূরতা প্রসঙ্গে সাধু প্রশংসা করিয়া রঘুবর শ্রীরাম কুশিকবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(তরন্তীতি) ॥

তরন্তিমাতঙ্গঘটাতরঙ্গং রণাম্বুধিং যেময়িতে ন শূরাঃ।
শূরাস্তএবেহ মনস্তরঙ্গং দেহেন্দ্রিয়াম্ভোধিমিমং তরন্তি ॥ ৯ ॥

ঘটাঃসমূহাঃ তএবতরঙ্গাযস্মিনযেনতরন্তিতেময়িশৌর্য্যোৎকর্ষপরেসতিবিমর্শপরে নশূরাঃ নোৎকৃষ্টশূরাঃ মন্দমতৈস্তিষাবৎযেদেহেন্দ্রিয়াম্ভোধিং বর্ত্তমানং বিবেকবৈরাগ্যাদিনাভাবিনং মূলনাজ্ঞানোচ্ছেদেনতরন্ত্যতিক্রামন্তিতএবশূরাঃ তচ্চদুর্লভমুপায়দৌর্লভ্যাদিতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

হে মহর্ষিবরকৌশিক! বারণ সমূহ যাহার তরঙ্গসংগ্রাম রূপ সাগর এমত সেই রণসমুদ্র নিস্তীর্ণ হইলেও ব্যক্তিসকলকেও আমি শূর বলিয়া ধৃত করি না। হে প্রভো! মনোতরঙ্গ বিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়রূপ সমুদ্রের 'পর পারে যে গমন করিয়াছে, আমার মতে সেই উৎকৃষ্ট শূর, অর্থাৎ বৈরাগ্য বিবেকাদি ভরে ভবার্ণব যে নিস্তীর্ণ হইয়াছে সেই বলবান্। ইতিভাবঃ॥ ৯॥

অনন্তর ক্রিয়া ফল বিন্যাস ও তন্মহিমানুস্মরণার্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অক্লিষ্ট পর্য্যন্তেতি)॥

অক্লিষ্টপর্য্যন্তফলাভিরামা নদৃশ্যতেকস্যচিদেবকাচিৎ।
ক্রিয়াত্বরাশাহতচিত্তবৃত্তি র্যামেত্যবিশ্রান্তিমুপৈতিলোকঃ॥ ১০॥

নম্নুকর্ম্মৈবতত্রোপায়োস্তুতত্রাহ অক্লিষ্টেতিঅপ্যর্থএবকারঃ কস্যচিৎকাচিদপিক্রিয়াঅক্লিষ্টং ক্লেশেননাশেনবারহিতং পর্য্যন্তঃ সংসারাবসানং তদ্রূপং যৎফলং তেনঅভিরামানদৃশ্যতেতদ্যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তএবামুত্রপুণ্যচিতোলোকক্ষীয়তইত্যাদিশ্রুতেঃ॥ কৃতকর্ম্মফলস্যনাশনিয়মাদিষ্টনাশস্যদুঃখপর্য্যবসিতত্বাচ্চেতিভাবঃ। যাং ক্রিয়াংএত্য মাশ্রিত্যাবিশ্রান্তিস্বাস্থ্যং॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধেয়! এই সংসারে এমন ক্রিয়া কিছু মাত্র দেখি না, যে অক্লেশে সংসারে পরিমুক্ত হওয়ায়, শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত যতকর্ম্ম, সে সকলই ভোগলালসাহেতুক সংসার বন্ধন কারণ হয়। কেবল ভোগসুখলম্পটেরাই তত্তৎ কর্ম্ম করিয়া ইহ লোক হইতে স্বর্গে গমন করে, তথা হইতে পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বিশ্রান্তি সুখলাভ করিতে দেখি না ইতিভাবঃ॥ ১০॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সত্ত্বগুণাবলম্বিপুরুষের প্রশংসা করিয়া মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(কীর্ত্ত্যাজগদ্দিক্কুহরমিতি)॥

কীর্ত্ত্যাজগদ্দিক্কুহরং প্রতাপৈঃ শ্রিয়াগৃহং সত্ত্ববলেনলক্ষ্মীং।
যেপূরয়ন্ত্যক্ষর ধৈর্য্যবন্ধানতেজগত্যাং সুলভামহান্তঃ॥ ১১॥

যত্রঅসতিভাগ্যোদয়েকীর্ত্তিপ্রতাপ লক্ষণ্যাতাল্পফলানামপিধৈর্য্যাদি ক্ষতিহেতুরাগলোভাদিপ্রাবল্যাদ্দৌর্লভ্যং তত্রকিংবাচ্যং মহাফলস্যমোক্ষস্যেত্যভিপ্রেত্যাহ কীর্ত্ত্যেতিশ্রিয়াসম্পদাগৃহং অর্থিগৃহং সত্ত্ববলেনসাত্ত্বিকক্ষমাবিনয়ৌদার্য্যাদিবলেনলক্ষ্মীং তেজহিসাপূর্ণেবরাজতে॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপবিশ্বামিত্র! জগন্মধ্যে সত্ত্বগুণাবলম্বিপুরুষসকল সত্ত্ববলে ও কীর্ত্তিতেপ প্রতাপে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে পারে, এবং লক্ষ্মী অর্থাৎ অক্ষয়ঐশ্বর্য্যে যে স্বগৃহ পূরণ করিতে পারে, সেই ধন্যতম মহাপুরুষ, কিন্তু এমন পুরুষ জগতে সুলভ নহে।। ১১ ।।

তাৎপর্য্য।—যদি জগতে অসৎ ভাগ্যোদয়ে কীর্ত্তি প্রতাপ লক্ষ্ম্যাদির অল্প ফল লাভে, অথবা ক্ষতি জন্য রাগলোভাদি প্রাবল্য হেতু যেব্যক্তি মনস্তাপ বিশিষ্ট হয়, সে পুরুষের সামান্য ধন লাভ করাই দুর্ল্লভ, তাহাতে মোক্ষ লাভের কথা কি আছে? যে সকল উদার চরিত্র অর্থাৎ সত্ত্বগুণাবলম্বি ক্ষমা বিনয় ঔদার্য্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কীর্ত্তি প্রতাপে বিখ্যাতাপন্ন হইয়া ইহলোকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া বিরাজিত হয়, অন্তে তাহাদিগের মোক্ষও সুদুর্ল্লভ হয় না। ইতিভাবঃ।। ১১ ।।

অনন্তর সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষে সকল সুলভ, পৌনরুক্তি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে।—যথা (অপান্তরস্থমিতি)।।

অপান্তরস্থং গিরিশৈল ভিত্তের্ব্বজ্রালয়াভ্যন্তর সংস্থিতং বা।
সর্ব্বং সমায়ান্তি প্রসিদ্ধবেগাঃ সর্ব্বাশ্রিয়ঃ সত্ত্বমাপদশ্চ।। ১২ ।।

সতিভাগ্যোদয়েসর্ব্বস্য সর্ব্বত্রসর্ব্বাভিলষিতপ্রাপ্তিঃ সুলভেপুরুষপ্রযত্নবৈয়র্থ্যমিতি-প্রেত্যাহ। অপান্তরস্থমিতিগিরেঃ শৈলশিলাময়িভিত্তিঃ কর্ম্মধারয়নিমিত্তঃ পুংবদ্ভাবঃ। তন্মধ্যেস্থিতমপিবজ্রনির্ম্মিতত্বাদভেদ্যস্যালয়স্যাভ্যন্তরে সংস্থিতমপিবাসর্ব্বং সুভাগ্যজন-মিতিশেষঃ। সিদ্ধয়োঽনিমাদয়স্তেষাং বেগৈস্ত্বরাভিঃসহিতাঃ আপদাহরণং দুর্গা-র্থং।। ১২ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! যেব্যক্তি সত্ত্বগুণাবলম্বী হয়, তাহার দুর্লভ কিছুমাত্র নাই, স্বীয় পুরুষ কারত্বার অযত্নেও দুর্ভেদ্যভিত্তি গিরিগহ্বরস্থবিত্ত, অথবা বজ্রতুল্যঅভেদ্যভবনস্থ বিত্তাদি সকল নিরাপদে মহাবেগে আসিয়া তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হয়।। অর্থাৎ সেইব্যক্তির সন্নিহিত অনিমাদি সিদ্ধিগণও বেগে আগমন করে। ইতিভাবঃ।। ১২ ।।

অনন্তর পুত্রদারাদি দ্বারা কিছুমাত্র উপকার নাই, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বা-মিত্রকে কহিতেছেন। যথা (পুত্রাশ্চেতি)।।

পুত্রাশ্চ দারাশ্চ ধনঞ্চবুদ্ধ্যাপ্রকল্প্যতেতোত রণায় লাভং।
সর্ব্বন্তুতন্নোপকরোত্যথান্তে যত্রাভিরম্যাবিষমুর্চ্ছনৈব ॥ ১৩ ॥

অক্লিষ্টপর্য্যন্তেত্যমুপদোক্তমেব প্রপঞ্চয়তিপুত্রাশ্চেত্যাদিনাপ্রকল্প্যতেবুদ্ধ্যেতিশেষঃ অন্তেমৃত্যুকালে; অতিরম্যা অপিভোগবিষয়াঃ। যত্রবিষমূর্চ্ছনাএব দুঃখায়ৈবভবন্তি ॥১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! হে পিতৃবন্মান্য মহর্ষে! ইহ সংসারে জীবগণের পুত্রকন্যা কলত্র স্বজনাদি হইতে অন্তে কিছুমাত্র উপকার হয় না, ইহারা কেবল ভোগ বিষয় মাত্র, ইহারা মৃত্যুকালে উপকার করিবে এই বুদ্ধি কল্পিত রমণীয় যে অভিলাষ, সে ভ্রান্তিমাত্র, বস্তুতঃ এ সকল বিষমুর্চ্ছনের ন্যায় দুঃখের নিমিত্তই হয়, ইহা অবধারণা করিবেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ধর্ম্মবহিষ্কৃত ব্যক্তির কেবল ক্লেশমাত্র লাভ হয়, ইহা শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা (বিষাদযুক্ত ইতি)॥

বিষাদযুক্তে বিষমামবস্থামুপাগতঃ কায়বয়োবসানে।
ভাবান্স্মরংস্তানিহ ধর্ম্মরিক্তান্জন্তুর্জরাবানিহদহ্যতেন্তঃ ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মরিক্তান্পুণ্যসংগ্রহশূন্যান্॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিকবরমহর্ষে। ইহ জগতে ধর্ম্ম বহিষ্কৃতব্যক্তি সকলের বয়স এবং শরীরাবসানকালে বিষমাবস্থা সমুপাগতা হয়, তখন সেই জরাবান্ ব্যক্তি আত্মদুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া নিরন্তর অন্তরদাহে দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মবহির্মুখ ব্যক্তি কেবল যন্ত্রণামাত্র ভোগ করে, আর আত্মকৃত অধর্ম্মকর্ম্মকে স্মরণ করিয়া সন্তাপিত হয়,অর্থাৎ মনে মনে আপনাকে এই ধিক্কার দেয়, যে আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, কিছুমাত্র ধর্ম্ম সঞ্চয় করি নাই, যাহাদিগের ভরণ পোষণার্থ এত দুষ্কৃত করিলাম, তাহাদিগের দ্বারাও অন্তে কিছু মাত্র সাহার্য্য হইল না, ইতি পূর্ব্ব শ্লোকাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অতন্তর মনুজবর্গের কাম ক্রিয়াদি দ্বারা বৃথাকালক্ষেপ হইয়া যায়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন।—যথা (কামার্থেত্যাদি)॥

কামার্থ ধর্ম্মাতি কৃতান্তরাভিঃ ক্রিয়াভিরাদৌ দিবসানিনীত্বা।
চেতশ্চলদ্বর্হিনপিচ্ছলোলং বিশ্রান্তিমাগচ্ছতু কেনপুংসঃ॥ ১৫॥

আদৌধনার্জনভোগঃ তৃষ্ণাপ্রাবল্যাৎকামার্থাভ্যামেব ধর্ম্মাবাপ্তৌকৃতান্তরাভি রাক্রান্তাভির্লৌকিকক্রিয়াভিঃ বর্হিনোময়ূরস্তস্যপিচ্ছং বর্হমিবলোলং কায়বয়োবসানেইতোতদত্রাপ্যনুসজ্য॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবরকৌশিক!—মানব জীবেরা বাল্যোত্তীর্ণ যৌবনকালে প্রথমতঃ অর্থেহা প্রযুক্ত ধনোপার্জ্জন করে, অনন্তর ভোগবাসনা দ্বারা ক্রমে প্রবলরূপে বিষয় তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইতে থাকে।—অতএব ধর্ম্মার্থকামের প্রাপ্ত্যর্থে তদনুকূলে লৌকিক ক্রিয়া কলাপে নিরন্তর চিত্ত আক্রান্ত হয়, মোক্ষোপায়ার্থ কার্য্য সাধনে সাবকাশ মাত্র থাকে না, কেবল বৃথাকার্য্যে নিরর্থ পরমায়ুর ক্ষেপ করিয়া থাকে, সুতরাং বাতচঞ্চল ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় চঞ্চল যে মনুষ্যের মন, সে মনের শান্তি কি প্রকারে হইতে পারে?। ১৫।

অনন্তর যদি কেহ এমত আশঙ্কা করে, যে ধর্ম্মার্থঅর্জ্জনশীলেরা মোক্ষে বর্জ্জিত, কিন্তু তৎশূন্য ব্যক্তিদিগের মোক্ষোপায় সুসাধ্য, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামলাভ জন্য ক্রিয়াদি না করিলেই মোক্ষ হয়? তাঁহারও নিরাস করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষিকে শ্রীরাম কহিতেছেন যে যুষ্মদাদিরা পরিবারাদিযুক্ত ধর্ম্মার্থকামলাভ জন্য যাগাদি সাধনে অর্থাৎ ক্রিয়া কলাপে আবৃতথাকিয়াও তৎফললাভ প্রযুক্ত চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, তদর্থে শ্রীরাম কহিতেছেন।—যথা। (পুরোগতৈরিতি)॥

পুরোগতৈরনবাপ্য স্বল্পৈস্তরঙ্গিণীতুঙ্গ তরঙ্গ কল্পৈঃ।
ক্রিয়া ফলৈর্দৈববশাদুপেতৈ বিড়ম্ব্যতে ভিন্নরুচির্হিলোকঃ॥ ১৬॥

নন্বস্মাস্তুধর্ম্মার্জ্জনশূন্যানাং চেতসিবিশ্রান্তিঃতদর্জনবতাং ভবদাদীনাং তৎফলাভাবাৎকুতোনসেত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মফলস্বর্গপুত্রাদেরপ্যসারতামাহপুরোগতৈরিতিতরঙ্গবদ্ভঙ্গুরৈরতএবানপ্রাপ্তরূপৈরপ্রাপ্তপ্রায়ৈঃ হিযস্মাদ্ভিন্নেতনাত্মনিরুচির্যস্য লোকোজনোবিড়ম্ব্যতেঅয়ংভাবঃ সত্রবাহিলাভইত্যুচ্যতেযল্লব্ধং নাপৈত্যনর্থোবানপর্য্যবস্যতি অন্যস্তুলাভোবিড়ম্বনামাত্রং যথাঅল্পায়ুঃপুত্রলাভো যথামৎস্যবড়িশামিষলাভঃ তথাচশ্রুতিঃ। সযোন্যদাত্মনঃ প্রিয়ংব্রুবাণং ব্রূয়াৎপ্রিয়ংরোৎস্যতীতি। তথাচনতল্লাভাদাশ্বাসইতি॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজবিশ্বামিত্র! এই বিষয় প্রাপ্তি হইলেও হয় না। এবং অপ্রাপ্তেও হয় না, অর্থাৎ যাহারদিগের বিষয় নাই তাহারাও মনে করে যে কখন না কখন বিষয়

আমারদিগের নিকট উপস্থিত হইবে, কিন্তু তাহা বোধের অগম্য, যেহেতু তদ্বিষয়ের কিছুই নিশ্চয় নাই কিন্তু তদর্থে নানাবিধ কর্ম্ম করে সেই সকল কর্ম্মফল নদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গের ন্যায় আশু বিনাশি, অদৃষ্টাধীন, ক্রিয়াফল ও লাভালাভ সমন্বিত, যে সকল কর্ম্ম তাহাই জীবগণকে নিয়ত বিড়ম্বনা করিতেছে। যেহেতু তদভিলাষে অনিত্য বিষয় ও অনিত্য বস্তু প্রতি আকিঞ্চন হয়, সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকে লাভ করিতে কাহারই প্রবৃত্তি হয় না ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয়লাভ ও অলাভ এতৎ উভয়ই লোক বিড়ম্বক, যাহার বিষয় নাই সেও বঞ্চিত, যাহার আছে সেও বঞ্চিত হয়, কেবল আশাই লোক বঞ্চনার মূল কারণ, সুখস্বর্গাদিলাভার্থে যে সকল কর্ম্ম করণীয় হইয়াছে, তাহার ফল স্বর্গ ও পুত্রাদিলাভ, বিবেচনায় অনাত্মভূত এতদুভয়েরই অসারতা সিদ্ধি আছে, ইহাতে প্রবৃত্তিকে ধাবমানা করিয়া নিরর্থ লোক সকল বিড়ম্বিত হইতেছে।—চিরসুখপ্রদ যে পরমাত্মতত্ত্ব, সেই লাভই পরম লাভ, তাহাতে রুচি প্রায় হয় না। যথা শ্রুতিঃ। সযোন্যদাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি॥ (তল্লাভাদাশ্বাস ইতি)॥ আত্মাভিন্ন অন্য প্রিয় যে বলে সেই মূঢ়, আত্মাই পরমপ্রিয়, যাহাতে পরমা শান্তি আছে। ইতি ভাবঃ॥ ১৬ ॥

অনন্তর জীবের আশার শান্তি নাই—আশাতে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর জীর্ণ হইতেছে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন।—যথা (ইমান্যমূনীতি)॥

ইমান্যমূনীতি বিভাবিতানি কার্য্যাণ্যপর্য্যন্ত মনোরমাণি।
জনস্য জায়াজন রঞ্জনেন জরাজ্জরান্তং জরয়ন্তি চেতঃ॥ ১৭ ॥

উক্তমেবার্থমাসুরসংপদ্বিস্তারপ্রদর্শনেন প্রপঞ্চয়তিইমানীত্যাদিনাইমানিসন্নিহিতানিসদ্যঃ কর্ত্তব্যানিঅমূনিবিপ্রকৃষ্টানি দেশকালান্তরেকর্ত্তব্যানীতি বিভাবিতানিনিরন্তরং চিন্তিতানিঅপর্য্যন্তমনোরমাণি পরিণামেঅনর্থরূপাণিজায়ানাংজনানাংচরঞ্জনেনপ্রিয়াচরণেনদেহজরান্তং চেতোপিজরয়ন্তিবিবেকান্ধ্যং শয়ন্তীতিবাবৎ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! অদ্য এই কার্য্য কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ সময়ান্তরে স্থান বিশেষে এই সকল কর্ম্ম করিব, জীবের এই মনোরম অসীমচিন্তাসকল, যাহা পরিণামে অনর্থরূপ হয়, তৎকর্ত্তৃক নিরন্তর বঞ্চিত হইতেছে, জায়া, পুত্র স্বজনাদির প্রিয় সাধনার্থ দেহকে জরাযুক্ত এবং চিত্তকেও সুজীর্ণ করিতেছে, অর্থাৎ চিত্তকে বৈরাগ্যে ভ্রষ্ট করিতেছে, ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ১৭ ॥

অনন্তর তরুস্থিত জীর্ণপত্রের দৃষ্টান্তে জীবের অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (পর্ণানীতি)॥

পর্ণানি জীর্ণানি যথাতরূণাং সমেত্য জন্মাশুলয়ং প্রয়ান্তি।
তথৈবলোকাঃস্ববিবেকহীনাঃসমেত্যনশ্যন্তিকুতোপ্যহোভিঃ॥ ১৮॥

কুতোপ্যহোভিঃ কতিপয়ৈরেবদিনৈঃ॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতমকুশিকবর! যেমন বৃক্ষগণের পত্র সকল জীর্ণ হইয়া পতিত হয়, পুনঃ উত্থিত হইয়া পুনঃ জীর্ণ হইয়া পুনঃ পতিত হইতেছে। সেইরূপ বিবেক হীন জীব সকল ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করতঃ পরে জীর্ণ হইয়া স্বল্পকালের মধ্যে বিনাশ হইয়া, পুনরুৎপন্ন হয়, অনন্তর জীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বিনাশ হইয়া থাকে, তদ্বৎ জনসকল বিবেক বিহীনতা প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ জনন মরণ যন্ত্রণানুভব করিয়া থাকে, ইতিভাবঃ॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—যেমন বৃক্ষের পত্রাদি উৎপত্তি নিধন হয়, তদ্রূপ সংসাররূপ বৃক্ষের পত্রস্বরূপ জীবগণেরাও নিরন্তর উৎপন্ন নিধন হইতেছে, ইতিভাবঃ॥ ১৮॥

অনন্তর—জীবেরা অনর্থ দিবসাতিপাত করে এবং সুখসম্ভোগেও মৃত্যু কর্তৃক বঞ্চিত হয়, তদর্থে রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে শ্লোকদ্বয় কহিতেছেন,।—যথা (ইতস্তত ইত্যাদি)॥

ইতস্ততোদূরতরং বিহৃত্য প্রবিশ্য গেহং দিবসাবসানে।
বিবেকিলোকাশ্রয়সাধুকর্ম্মরিক্তে[illegible]রাত্রৌকউপৈতিনিদ্রাং॥ ১৯॥
বিদ্রাবিতে শত্রুজনে সমস্তে সমাগতায়ামভিতশ্চলক্ষ্ম্যাং।
সেব্যেতএতানি সুখানিযাবত্তাবৎ সমায়াতি কুতোপি মৃত্যুঃ॥ ২০॥

অহ্নিদিবসেবিবেকিজনানামনুস্মরণেন [illegible]কর্ম্মভিশ্চরহিতেসতিকঃ নিদ্রামুপৈতিবিনা-মূঢমিতিশেষঃ॥ ১৯॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! জীব সকল ইতস্তত দূর দূরন্তর পর্য্যটন করিয়া দিবসাবসানে আপন আপন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে বিবেকসম্পন্নলোকেরা আত্মাশ্রিত সাধুকর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিবেকশূন্য মূঢতমলোক ব্যতীত কে আপনাদিগের কল্যাণপ্রদ সাধুকর্ম্ম বিহীনে কেবল সুখ নিদ্রা মাত্র ভজনা করে? ॥ ১৯॥

এবং যাহারা সুসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যবানব্যক্তি, তাহারা যদি নিঃস্বপত্ন হয় অর্থাৎ যাহাদিগের শত্রু দূরতরে পলায়িত হইয়াছে, এবং সর্ব্বতোভাবে বিষয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সমস্ত উদ্বেগ শূন্য হইয়া বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে আরম্ভ মাত্রকরে, তাহাদিগের এমত সময়ে কোথা হইতে দুর্দ্দান্ত কৃতান্ত আসিয়া হটাৎ তাহাদিগকে গ্রাস করে, সুতরাং জীবের বিষয়ভোগও স্বচ্ছন্দে হয় না, কেবল নিরর্থ ক্লেশ পর্য্যটন মাত্র সার ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর বিষয়ের অনিত্যতা ও মৃত্যুরনিত্যতা জানাইয়া রঘুবর মুনিবরকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে।—যথা। (কুতোপি সংবর্দ্ধিতেতি।) ॥

কুতোপি সংবর্দ্ধিততুচ্ছবদ্ধৈর্ভাবৈরমীভিঃ ক্ষণনষ্ট দৃষ্টৈঃ ॥
বিলোড়মানা জনতাজগত্যাং নবেত্ত্যুপায়ান্তু মহোপযাতং ॥ ২১ ॥

কুতোপ্যনিন্দোবিততত্বাদ্ধেতোঃ সম্বর্দ্ধিতৈঃ ভাবৈর্বিষয়ৈর্বিলোড্যমানা ভ্রাম্যমাণাযান্তং মৃত্যুংজাতমিতিপাঠেউপায়ান্তং আগতংযাতংগতঞ্চাহঃ নবেত্তি ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে!—এই সংবর্দ্ধিত অতি ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছরূপ বিষয় সংপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তচিত্তলোকসকল মুগ্ধপ্রায় রহিয়াছে, দিন দিন পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, এবং মৃত্যুও যে নিকটে আসিতেছে, ইহা কিছুই জানিতে পারিতেছে না ॥ ২১ ॥

অতঃপর গর্ব্বিতব্যক্তিদিগের পরিণাম দর্শাইবার জন্য রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন। যথা—(প্রিয়াসুভিরিতি)।

প্রিয়াসুভিঃ কালমুখং ক্রিয়ান্তেজনৈড়কাস্তেহতকর্ম্মবদ্ধাঃ।
যৈঃ পানতামেববলাদুপেত্য শরীর বাধেন নতে ভবন্তি ॥ ২২ ॥

সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রিয়ত্বেনপ্রসিদ্ধৈরসুভিঃ প্রাণৈর্যজমানৈস্তএবজনৈড়কামেষাঃ পশবঃহতশব্দঃ কুৎসায়াং কুৎসিতকর্ম্মলক্ষণেষু যূপেষুবদ্ধাসন্তোদোষাঙ্গৈনৈঃ কালবর্ণং মুখং যথাস্যাৎতথাক্রিয়ন্তেত্বেকে যৈর্বিষয়শক্তিদেহপোষণাদিবলাৎ পীনতামেবোপেত্যস্থিতং ন বিবেক বৈরাগ্যাদ্যাঁহমিত্যার্থঃ অতএবাবহিতে রোগবদ্ভিঃ সংজ্ঞপন বিশসনা শরীরস্য বাধেন নাশেন হেতুনা ন ভবন্তি অসৎ প্রায়াভবন্তীত্যুৎপ্রেক্ষা, অসন্নেবসভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেদিতিশ্রুতেঃ যজ্ঞ বিশেষেষুমেষানপি পশুত্বং প্রসিদ্ধং ঐড়ক শব্দস্য যাগেষুবালক্ষণা আবয়স্তেরেবজনৈড়কৈঃ পোষকৈঃ স্বয়ং পীনতামুপেত্যাস্থিতাস্তএব জনৈড়কাঃ প্রিয়াসুভির্বলাদ্ধতকর্ম্মপাশৈর্বদ্ধাঃ কাম্যমৃত্যোমুখং প্রতিক্রিয়ন্তে উপক্রিয়ন্তে

অতএবকৃতঘ্নাঅসবঃ শরীরবাঁধেনহেতুনা তে প্রিয়াসবোনভবন্তিকিন্তুপ্রিয়াঃশত্রবঃ তথাচ-প্রাণপোষণমাত্রপরেণ্ডভাব্যমিতি অথবাঅসুপোষণ পরাঅপিনমূঢ়জনাঃ প্রিয়াসসবস্তেষাং মৃত্যুমুখপ্রবেশোপায়াচরণেনপ্রত্যুত প্রাণনিঘাতকত্বাৎ কিন্তুতত্ত্বজ্ঞাত্রবহি প্রিয়াপ্রাণা-ন্তরত্বহশানিত্যাত্মভাবমাসাদ্যরক্ষত্বাৎ অতস্তৈঃপ্রিয়াসুভির্হতকর্ম্মবদ্ধাস্তেপ্রসিদ্ধাঃ মূঢ়-জনৈড়কাঃ। কালমুখনিবক্রিয়ন্তেইতিযাবৎ॥ কস্ত্বেতিশয়স্তত্রাহযৈস্তত্ত্বজ্ঞানবলাচ্ছরীর ত্রয়বাধেনদীনতামপরিছিন্ন। তামেবোপেত্যস্থিতমিতি হেতোস্তেজনৈড়ক বদ্ধেহাত্মমত-ধোনভবন্তীত্যয়মেবাতিশয়ইত্যর্থঃ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকুশিকাত্মজ! ইহসংসারে জন্মিয়া যাহারা আপন প্রাণকে প্রিয়তম বলিয়া জানে, এবং অন্যের মৃত্যু দর্শন করিয়া মুখভঙ্গী করে, তাহারা যূপকাষ্ঠে বদ্ধ মেষবৎ আত্ম শরীর পোষণ দ্বারা বল পুষ্টিযুক্ত হইয়া ক্ষণকাল রহে এইমাত্র, পরে বিনাশদশা আগতে আর কেহই থাকে না, অতএব তাহাদিগের সেই মুখভঙ্গীই বা কোথায় অবস্থান করে॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—যজ্ঞে বলি নিমিত্ত আহৃত মেষাদি বহুপশু একত্রে বদ্ধ থাকিলেও বলি সময়ে একের মৃত্যু দেখিয়া অন্য পশু মুখভঙ্গীদ্বারা তাহাকে অবজ্ঞা বা তন্নিমিত্ত শোক করে, তথাপি বন্ধনদশায় থাকিয়াও স্বশরীর পুষ্টির নিমিত্ত অভিলাষ করিয়া তৃণপর্ণাদি বিলক্ষণ আহার করে, কিঞ্চিৎ পরে সময়ে যখন তাহাকেও নাশ করিয়া থাকে, তখন তাহার আর সে মুখভঙ্গী থাকে না। তদ্রূপ ইহসংসারে জন্মিয়া আত্ম প্রাণপ্রিয় ব্যক্তি সকল কর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ, তাহারাও অপরের মৃত্যু দর্শনে মুখ বিকার প্রকাশক হয়, তথাপি আত্ম শরীর পোষণার্থ সুখাহারে অপ্রসক্ত হয় না, কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে, তখন আর তাহার সে ভাব কিছুই থাকে না, ফলিতার্থ এই জগৎ ক্ষণভঙ্গুর হয়, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২২॥

অন্যদপি, শরীর বাধে আর তাহারা কেহই থাকে না, ইত্যর্থে বৈরাগ্য লক্ষণ উদাহৃত হইয়াছে, যাহারা প্রাণপ্রিয়, তাহারাও মরিষ্যমাণ, যাহারা তত্ত্বজ্ঞ কেবল তাহারাই জন মৃত্যুদর্শনে আত্মমৃত্যু নিবারণোপায় যোগাবলম্বন দ্বারা ঔষধবৎ আহারমাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু স্বকৃত কর্ম্মক্ষয়ার্থ তৎপর হয়, তাহাদিগের দেহের যে পীনত্ব অর্থাৎ পুষ্টিতা, সে কেবল জ্ঞানের অপরিচ্ছিন্নতাসূচক হয়, অর্থাৎ তাঁহারা মেষবৎ হন্যমান্ হন্ না ইতিভাবঃ॥ ২২ ॥

অনন্তর জীবের যাতায়াত অনির্নীত বিষয়, ইত্যর্থে রঘুকুলপ্রদীপ শ্রীরাম, বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(অজস্রমাগচ্ছতীতি)।

অজস্রমাগচ্ছতি সত্বরৈবমনারতং গচ্ছতিসত্বরৈব।
কুতোপিলোলাজনতাজগত্যাং তরঙ্গমালাক্ষণভঙ্গুরেব ॥ ২৩ ॥

যথা আগচ্ছতিএবং সত্বরৈবগচ্ছতিকুতোপীত্যুক্ত্যানারত, আগচ্ছতিযত্রচগচ্ছতিতিজ্জিজ্ঞাসিত ব্যমিতিসূচিতং ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ! এই জগতীতলে নদীতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণধ্বংসি লোকসকল অনবরত কোথা হইতে কোথায় আগমন করে, এবং কোথা হইতে কোথায়ই বা অনবরত গমন করিতেছে, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারা যায়না ॥ ২৩ ॥

অনন্তর যুবতিগর্হণদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(প্রাণাপহারৈরেকেতি)।

প্রাণাপহারৈরেকপরানরাণাং মনোমহাহারিতয়াহরন্তি।
রক্তচ্ছদাশ্চঞ্চলষট্পদাক্ষ্যো বিষদ্রুমালোলালতাস্ত্রিয়শ্চ ॥ ২৪ ॥

রক্তচ্ছদারক্তৌষ্ঠোরক্তবস্ত্রাবারক্তপল্লবাশ্চষট্পদাইবষট্পদাএবচাক্ষিণীযাসাং বিষদ্রুমাশ্চালোলালতা বিষলতাঃ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! রক্তবর্ণ পত্রবিশিষ্টা ও চঞ্চল ভ্রমরযুক্তা, রক্তবর্ণ ফলবিশিষ্ট বিষলতাকারা কামিনীগণ মনোহর রূপলাবণ্য দর্শন করাইয়া, তদ্দ্বারা পুরুষগণের প্রাণমাত্র অপহরণ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—রক্তপত্রা, রক্তফলা, ভ্রমরযুক্তা বিষলতাস্বরূপা নারী, অর্থাৎ নারীগণের দেহস্বরূপ বিষলতা, তাহার পত্র লোহিতবর্ণ পরিচ্ছদ, রক্তবর্ণফলস্বরূপ, ওষ্ঠাধর, চঞ্চল ভ্রমরন্যায় নয়নদ্বয়, সুতরাং এরূপ রূপসম্পদসম্পন্না বিষলতিকাকারা ললনাগণে কেবল নরঘাতন করিতেছে, অর্থাৎ স্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তিরা জন্ম মরণধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হয়, একারণ নারীদিগকে বিষলতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় ॥ ২৪ ॥

জনোৎসব সংদর্শন ন্যায় ইহ সংসারে লোকের যে আগমন হয়, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ইতোন্যতইতি)।

ইতোন্যতশ্চোপগতামুধৈব সমানসঙ্কেত নিবন্ধভাবাঃ।
যাত্রাসমাসঙ্গসমানরাণাং কলত্রমিত্ররব্যবহারমায়াঃ ॥ ২৫ ॥

ইতোমনুষ্যলোকাদন্যতঃ স্বর্গনরকাদিভ্যশ্চমুধারার্থমেবইহাস্মাভির্ম্মিলিতব্যমিতি পরস্পরাভিপ্রায়নিবন্ধঃ সঙ্কেতস্তেনসম্পাদিত স্বরূপাদেবোৎসবাদিযাত্রায়াং সমাসঙ্গঃ সমাক্রমেলনং ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! যেমন কোন যাত্রা বা মহোৎসব দর্শনেচ্ছুজনগণেরা কেহ অগ্রগামী কেহ পশ্চাৎগামী হয়, কিন্তু পরস্পর পরামর্শ করিয়া এক সঙ্কেত স্থান নির্ণয় করিয়া কহে, যে যেদিক হইয়া যে যাও, কিন্তু সকলেই তথায় সঙ্কেতস্থানে একত্র মিলিত হইব, সেইরূপ লোক সকল ইহলোক হইতে স্বর্গ বা নরকে যায়, এবং স্বর্গ বা নরক হইতে কর্ম্মবশে সঙ্কেতস্থানরূপ ইহসংসারে আগত হইয়া পুত্র মিত্র কলত্রাদিরূপে একত্র মিলিত হয় এই মাত্র, অর্থাৎ ইহলোকে যে অন্য অন্য পরিজন সঙ্গতি সে সমস্তই মিথ্যাকাণ্ড ইতিভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অনন্তর তৈলবর্ত্তী ও প্রদীপের দৃষ্টান্তে কর্ম্মাবসানে জীবের বিশ্লেষভাব বর্ণনাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(প্রদীপ শান্তিষ্বেতি)।

প্রদীপশান্তিষ্বিবভুক্ত ভূরি দশাস্বতিস্নেহ নিবন্ধনীষু।
সংসারমালাস্বচলাচলাস্থ নজ্ঞায়তে তত্ত্বমতাত্ত্বিকীষু ॥ ২৬ ॥

সংসারাঃ জন্মমরণ পরম্পরাস্তেষাং মালাসু প্রদীপানাং শান্তিষু ক্ষণিকস্থালোপরা প্রবাহেষ্বিবতত্ত্বং পারমার্থিকং বস্তু নজ্ঞায়তেইতিসম্বন্ধঃ। সর্ব্বাণিবিশেষণান্যুভয়সাধারণানিদশাবল্যাদয়োবর্ত্তিকাশ্চ স্নেহোরাগস্তৈলঞ্চচলাচলাসুচঞ্চলাসু অতাত্ত্বিকীষু মিথ্যাভূতাসু ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! যেমন প্রদীপে তৈল যে পর্য্যন্ত থাকে, সেই পর্য্যন্তই বর্ত্তী উজ্জ্বলিত হয়, তৈলাবসানে আপনিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ এইসংসারকে চলাচল রূপে দেখা যায়, যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ সংসার, কর্ম্মাবসানে তাহার অবসান হয়, অতএব ইহার মধ্যে স্বরূপ তত্ত্ব কি? তাহা জানা যায় না, ফলিতার্থ সংসার অতাত্ত্বিক অর্থাৎ মিথ্যাভূত ইতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর কুলালচক্র ও বর্ষণ জলবিম্ব দৃষ্টান্তে ভ্রাম্যমাণ জগতের অস্থিরতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সংসার সংরম্ভেতি)।

সংসারসংরম্ভকুচক্রিকেয়ং প্রাবৃট্পয়োবুদ্বুদভঙ্গুরাপি।
অসাবধানস্থজনস্থ বুদ্ধৌ চিরস্থিরপ্রত্যয়মাতনোতি॥ ২৭॥

যথাকুলালচক্রিকাভ্রমত্যপ্যসাবধানপুরুষবুদ্ধৌ চিরংস্থিরৈবেয়ং নভ্রমতীতিপ্রতীতিং জনয়তিএবমিয়ং সংসারপ্রবৃত্তিকুচক্রিকা বার্ষিক জলবুদ্বুদবদনিত্যাপি৷ রস্থায়িতাপ্রতীতিং জনয়তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরগাধিনন্দন! যেমন কুম্ভকারদিগের চক্র ভ্রাম্যমাণ হইলে মন্দবুদ্ধি জনের বুদ্ধিতে তৎকালে তাহাকে স্থির বলিয়া বিশ্বাস হয়, কিন্তু সে অতি অস্থির এবং বর্ষাকালের বর্ষণ জলবিম্ব হয়, ক্ষণভঙ্গুর তাহারন্যায় ঘূর্ণায়মান অতি অস্থির ও ক্ষণিক স্থায়ি এই সংসারচক্র, কিন্তু অসাবধান অতত্ত্ববিৎ জনের চিত্তে সে স্থিরত্ব ও চিরস্থায়িত্ব রূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে, অতএব এই সংসার বড় আপৎ ইতিভাবঃ॥ ২৭॥

জীবের রূপ সম্পদাদি যে বিফল, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরঘুনাথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(শোভোজ্জ্বলেতি)।

শোভোজ্জ্বলাদৈববশাদ্বিনষ্টা গুণাঃ স্থিতাঃ সংপ্রতিজর্জ্জরত্বে।
আশ্বাসনাদূরতরং প্রযাতাঃ জনস্যহেমন্তইবাম্বুজস্য॥ ২৮॥

জনস্যঅম্বুজস্যেব সংপ্রতিযৌবনেশরদিচ যেসৌন্দর্য্যসৌগন্ধাদয়োগুণাঃ শোভোজ্জ্বলাঃ স্থিতাঃ তএবগুণাঃ বার্দ্ধকেনজর্জ্জরত্বেহেমন্তেচ দৈববশাদ্বিনষ্টাঃসন্তঃ আশ্বাসনাযাশ্চক্ষুসমাধানস্য আঘ্রাণস্যচ দূরতরং প্রাযাতাদুর্ল্লভাতবিষাস্তীতি নতেষু বিশ্বাস ইতিভাবঃ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজবিশ্বামিত্র! যেমন শরৎকালের প্রস্ফুটিতপদ্মের উজ্জ্বলশোভা সৌন্দর্য্য ও সদ্গন্ধ, তাহা দৈবাধীন হেমন্তকালে নয়নের ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়, অর্থাৎ দুর্ল্লভ হয়, সেইরূপ জীবের যৌবনাবস্থায় প্রকাশ্যসৌন্দর্য্যাদিগুণ সকলও দৈববশাৎ বার্দ্ধক্যাবস্থায় নষ্ট হইলে মনোনয়নের অগোচরজন্য দুর্ল্লভ জ্ঞান হয়। অতএব রূপলাবণ্য সৌন্দর্য্যাদি অচিরস্থায়ী, তাহার প্রতি এমন বিশ্বাস কি? যে তন্নিমিত্ত দম্ভ করা যাইতে পারে?॥ ২৮॥

কেবল অশুভকর্ম্মকৃৎজনের মৃত্যু হয়, শুভকর্ম্ম করিলে যে মৃত্যু হয় না এমত নহে, তদর্থে দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(পুনঃ পুনরিতি)।

পুনঃপুনর্দ্দৈববশাদুপেত্য স্বদেহভারেণকৃতোপকারঃ।
বিলূয়তেযত্রতরুঃ কুঠারৈরাশ্বাসনেতত্রহিকঃ প্রসঙ্গঃ ॥ ২৯ ॥

যত্রসংসারে ভূতজলপবনাদিদৈববশাৎপুরুষোপকার মনপেক্ষৈরিতিযাবৎজন্মাদিভি বৃদ্ধিফলপুষ্পাদিসমৃদ্ধিমুপেত্য স্বদেহস্যভরেণধারণেনপুনঃপুনর্জনেভ্যশ্ছায়াপত্রপুষ্প ফলাদিভিঃ কৃতোপকারোহনপরাধ্যপিতরুঃবৃক্ষঃ কুঠারৈর্ব্বিলূয়তেতত্রসংসারে প্রতি-পদপ্রসক্তাপরাধস্যাকৃতোপকারস্যচ মনুষ্যস্যাশ্বাসনেকঃ প্রসঙ্গঃ। তথাচমৃত্যুরনপ-কারিণ মপিহনিষ্যত্যেব ইতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! এই জগতীতলে বৃক্ষগণ স্বভাবতঃ পুষ্পফল প্রদান দ্বারা লোকের উপকারী হয়, অর্থাৎ ইহাদিগের পরের উপকারার্থ বিশেষ যত্ন করিতে হয় না, ইহারা স্বদেহভার দ্বারা স্বতঃ সিদ্ধ স্বভাবতঃ নিয়ত উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মস্বার্থ-ত্যাগী হয়, এরূপ উপকারী হইলেও তাহাদিগকে লোকে তীক্ষ্ণকুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া থাকে, অতএব সেইরূপ মৃত্যুও অপকারী ও উপকারী এই উভয়কেই বিনাশ করেন, অর্থাৎ মৃত্যু অতি নির্দ্দয়, তিনি কাহাকেই ত্যাগ করেন না ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের এই বলা হইল, যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মৃত্যু জিত হইতে পারেনা শুভাশুভ কর্ম্ম করিলে অবশ্যই মৃত্যু হইবে। কেবল ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলেই মৃত্যু হইতে পরিমুক্ত হইতে পারা যায় ইতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥

যদি কেহ এমন বলেন যে পরজন সম্ভাবন প্রতি এরূপ দোষ সম্ভবে, কিন্তু হিতৈষি স্বজন সম্ভাবন প্রতি কি রূপে এ দোষ সম্ভবিতে পারে? তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মনোরমস্যাপীতি)॥

মনোরমস্যাপ্যতি দোষবৃত্তেরন্তর্বিঘাতায় সমুত্থিতস্য।
বিষদ্রুমস্যেবজনস্য সঙ্গাদাসাদ্যতে সংপ্রতিমূর্চ্ছ নৈব ॥ ৩০ ॥

নন্বন্যত্রদোষস্তথাপি হিতৈষিষুস্বজনেষু কোদোষস্তত্রাহমনোরমস্যেতি অতিশয়িতি দোষঃ স্নেহভোগাদিবৃত্তয়োদাহভ্রমণাদিবৃত্তয়শ্চযস্মাৎ অন্তরুপশমস্যজীবস্যচাবিঘা-তায়োদ্যুক্তস্য উৎপন্নস্যচ মূর্চ্ছ নামূঢ়তাকশ্মলং বা আসাদ্যতইত্যয়মেবদোষ ইতি-ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! স্বজনগণ মনোরম হইলেও অতি দোষগ্রস্ত হয়। কেন না স্বজন সকল জীবের অন্তর বিনাশের কারণ বিষ বৃক্ষের স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ দারাপত্য বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গ করায় কেবল মোহমাত্র উপস্থিত হয়॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—অপরের সঙ্গাপেক্ষা স্বজন সঙ্গ অতিশয় উৎপাতের কারণ, নিরন্তর স্বজন সঙ্গদোষে চিত্তে বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়, যেহেতু স্বজনসঙ্গই মমতার কারণ, মমতাই সম্যক্‌প্রকার দুঃখের হেতু হয়, ইহা শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন॥ ৩০ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দোষরূপে সংসারের তিরস্কার করিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কান্তাদৃশো ইতি)॥

কান্তাদৃশোযাসুনসন্তিদোষাঃ কান্তাদৃশোযাসুনদুঃখদাহঃ।
কান্তাঃ প্রজায়াসুনভঙ্গুরত্বং কান্তাঃ ক্রিয়াযাসুনানামমায়া॥ ৩১ ॥

সংসারদৃষ্টিষুকাস্তাদৃশোদৃষ্টয়ঃ ক্রিয়ালৌকিক্যঃ মায়াছলং॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীশ্বর! ইহ সংসারে এমন দৃষ্টিবৃত্তি কি আছে, যে তাহাতে দোষ নাই? এমন বিষয় কি যে তাহাতে দুঃখদাহ নাই? এমন প্রজা কে আছে যে যাহার ক্ষণ ভঙ্গুরত্ব নাই? অর্থাৎ বিনাশরহিত কে আছে? এমন ক্রিয়াই বা কি আছে, যে যাহাতে মায়া সম্বন্ধ নাই?॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—এই সংসার প্রবঞ্চনা মাত্র, সমস্ত দোষাশ্রয়, সমস্ত আপদের আকর, স্বজন মাত্রই বিনাশি দুঃখদায়ক, ক্রিয়ামাত্রই সকল বন্ধনের কারণ হয়। ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৩১ ॥

যদ্যপি কেহ এমত আপত্তি করেন, যে নরমাত্রের জীবন অল্পকাল তন্মধ্যে বিঘ্ন ও বিনাশ সম্ভাবনা রহিত বহুকাল জীবিতও তো আছে, অতএব এমত বিষয় কিরূপে শোচ্য হইতে পারে? তদাপত্তিখণ্ডনার্থে রঘুনাথ মুনিনাথকে কহিতেছেন। যথা।(কল্পাভিধানেতি)॥

কল্পাভিধানেক্ষণজীবিতোহি কল্পোঘসংখ্যাকলনেবিরিঞ্চ্যাঃ।
অতঃকলাশালিনিকালজালে লঘুত্বদীর্ঘত্বধিয়োপ্যসত্যাঃ॥ ৩২॥

নম্বন্যসাং প্রজানাং ভঙ্গুরত্বেপিবিরিঞ্চ্যাসালোক্যপ্রাপ্তানাং কল্পায়ুষাং নভঙ্গুরত্বনিত্যাশঙ্ক্যাহকল্পেতি কল্পৌঘানাং অতীতানাগতানন্তানাং সংখ্যায়ামকলনেগ্রা পরিজ্ঞানে প্রাণন্ত্যাদিবিশেষাৎ কল্পাঅপিবিষ্ণুরুদ্রাদিহৃশাক্ষণাষাবেতি বিরিঞ্চ্যাবিকল্পোভিধানক্ষণজীবিনরাবাপ্লুতোবয়বশালিনি কালসমূহে লঘুত্বদীর্ঘত্বধিয়শ্চজীব নবুদ্ধ্যয়ো বিষ্টকল্পনাধীনত্বাদসত্যাঃ তুল্যন্যায়েনব্রহ্মাণ্ডান্যপ্যনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডদৃশাং অনববাধেত্যনুমহত্বাদিবুদ্ধয়োপ্যসত্যাবুদ্ধ্যবোধ্যা ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিসত্তম! কোন জীব কল্পান্তজীবী আছে বটে, কিন্তু বহু কল্পান্তজীবীজনের নিকট তাহারা ক্ষণভঙ্গুর, বহুকল্পান্তজীবীরাও ব্রহ্মার নিকট ক্ষণবিনাশী, অতএব দিন বৎসর কল্প এ বিষয়ে সমান রূপে পরিণত অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ সকলি নাশ্য, কাল সংখ্যানুসারে অল্পত্ব ও দীর্ঘত্ব যে বুদ্ধি সেও অসত্য জানিবেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর সংসারস্থ জীবাদির প্রকৃত ভুতত্ব বিকার বশতঃ সংজ্ঞাভেদ মাত্র, ফলে সকলি অসত্য, নিষ্প্রপঞ্চ এক মাত্র বস্তু সত্য হয়। তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। যথা।—(সর্ব্বত্রেতি) ॥

সর্ব্বত্রপাষাণময়া মহীধ্রামৃদামহীদারুভিরেববৃক্ষাঃ।
মাংসৈর্জনাঃ পৌরুষবদ্ধভাবানাপূর্ব্বমন্তীহবিকারহীনং ॥ ৩৩ ॥

এবং প্রকৃতিদৃষ্টৌ বিকারজাতমেবমসত্যমেব প্রতিভাতীত্যাহ সর্ব্বত্রেতিস্বার্থেময়ট্। প্রকৃত্যাচারুরিত্যাদি বদভেদেতৃতীয়ামহীধ্রাঃ বস্তুতঃ পাষাণাএবমহীভৃদেবজনাঃ মাংসাদীন্যেব। কথং তর্হিপর্ব্বতাদিবিশেষ বুদ্ধিস্তত্রাহপৌরুষেতিব্যবহারায় পুরুষকৃতৈর্নামরূপসঙ্কেতৈঃ প্রতিনিয়ত স্বভাবাইত্যর্থঃ পরমার্থতস্তুঅপূর্ব্বং পূর্ব্বসিদ্ধকারণাদন্যত্রাস্তি তথাচসর্ব্বত্রন্যায়সাম্যাদ্বিকারহীনং পরিত্যক্তং বিকারং সর্ব্বজগৎপ্রকৃতিভুতমেব পরমার্থবস্তুস্তীতিযুক্ত্যাসংভাব্যতইত্যর্থঃ। অথবাবস্তুপর্ব্বতাদিকারণামসত্যত্বই তৎপ্রকৃতীনাং পাষাণমৃদাদীনাং মহাভুতমাত্রত্বমুক্তং॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর বিশ্বামিত্র! ইহসংসারে যাহাকে পর্ব্বত বলাযায়, সে পাষাণময়, যিনি পৃথিবী, তিনি মৃণ্ময়ী, যে সকল বৃক্ষ তাহারা কাষ্ঠময়, নর সকল মাংসপিণ্ড রচিত, অতএব সকলি জড় ইহাতে ভেদ কি? কিন্তু বৃক্ষ পর্ব্বতাদিরা স্থাবর, মানবেরা মাংসপিণ্ড হইলেও ঈশ্বরকৃত নাম রূপভেদকল্পনাদ্বারা পুরুষভাবাপন্ন হয়। অর্থাৎ বিকারবৎ জড় ব্যতীত পরিশুদ্ধ বস্তুজগতে কি আছে? ইতিভাবঃ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—আত্মাই সত্য জগৎ মিথ্যা, কেবল তৎসত্বাতে প্রকৃতি গুণে নামরূপে ব্যাকৃত জগৎ নানা উপাধি দ্বারা নানা বিধ বিষয়ে নিপুণ হয়, ফল নির্ব্বিকার বস্তু কিছুই নাই এ সমস্তই নাশ্য ইতিভাবঃ॥ ৩৩॥

অনন্তর বিবেকশূন্য জনেরা প্রপঞ্চভূতময় বস্তুতে পৃথকবুদ্ধি করিয়া থাকে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(আলোক্যন্ত ইতি)॥

আলোক্যন্তেচেতনয়ানুবিদ্ধা পয়োনুবদ্ধোস্তনয়োনভঃস্থা।
পৃথগ্বিভাগেণ পদার্থলক্ষ্যাএতজ্জগন্নেতরদস্তিকিঞ্চিৎ॥ ৩৪॥

স্ফুটয়তিআলোক্যত ইতি অনুস্বিৎহাইতিচ্ছেদঃ পয়োজলং তদনুবন্ধস্তৎকারণত্বেন তদিন্ধনত্বেনবাতৎসম্বন্ধোবহ্নিঃ যদ্যপিভৌমোবহ্নিঃ পার্থিবেন্ধনস্তথাপি কাষ্ঠাদ্যন্তর্গতা-প্যস্নেহাংশমাত্রদাহিত্বাৎ পয়োনুবদ্ধএবঅস্তং নয়তিসূর্য্যচন্দ্রাগ্ন্যুদকাদীনি ইত্যস্তন-য়োবায়ুঃ নভঃ আকাশঃ তিষ্ঠতিনবনবতীতিস্থাপৃথিবীইত্যেতন্মহাভূত পঞ্চকমেবানু-বিধ্যতেপরস্পরং সম্বধ্যতেইত্যনুবিংমিলিতং সৎগোঘটাদ্বিনানাপদার্থলক্ষ্যা এতজ্জগ-চ্চেতনয়া বুদ্ধ্যাআলোক্যতে অবিবেকিভিঃ। হাইতিখেদাবদ্যোতকোনিপাতঃ বিবেকদৃশা পৃথগ্বিভাগেন পর্য্যালোচনেতুইতরংপঞ্চভূতাতিরিক্তং নকিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। তথাচশ্রুতিঃ যদগ্রেরোহিতরূপং তত্তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপ্যাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্যঅপাগাদগ্রে রগ্নিত্বং বাচারম্ভং বিকারোনামধেয়ং ত্রীনিরূপাণীত্যেবসত্যমিতি॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিসত্তম কৌশিক! অবিবেকিলোকেরা বুদ্ধি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক পদার্থকে তদ্ভিন্ন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া মান্য করিয়া থাকে, কিন্তু যোগমার্জ্জিত নির্ম্মলবুদ্ধি বিবেকিজনগণেরা নিশ্চয় করিয়াছেন, যে পঞ্চভূতাতিরিক্ত বস্তু জগতে কিছুমাত্র নাই। অর্থাৎ যাঁহারা সম্যক্ বিকারজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা আর কোন বস্তুকেই সত্য বলিয়া মান্য করেন না ইতিভাবঃ॥ ৩৪॥

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, যে সংসারজাত বস্তু যদি অসত্যই হয়, তবে লোক সকল তাহা চমৎকার বোধে কেন ব্যবহার করিয়া থাকে? যেহেতু শুক্তিতে রজতজ্ঞান যদিও কদাচিৎ হয়, কিন্তু মিথ্যাপদার্থ জন্য তাহাতে কঙ্কণাদি কোন রুচক অর্থাৎ অলঙ্কার গঠন হয় না, এ রূপ ভ্রান্তিমূলক জগদ্বস্তু হইলে জ্ঞানবান ব্যক্তিও কেন তদ্ভোগে চমৎকৃত হয়, এতদাপত্তি খণ্ডনার্থ রঘুবর মুনিবর বিশ্বামিত্রকে সম্বো-ধন করিয়া কহিতেছেন। যথা।—(চমৎকৃতিশ্চেহেতি)॥

চমৎকৃতিশ্চেহমনস্বিলোকে চেতশ্চমৎকারকরীনরাণাং।
স্বপ্নেপিসাদ্যোবিষয়ং কদাচিৎকেষাঞ্চিদভ্যেতি ন চিত্ররূপা॥ ৩৫॥

নন্বেবং পদার্থানামসত্ত্বাত্বেকথং জনানাং ব্যবহারভোগচমৎকারঃ। নহিশুক্তিরজতেনকঙ্কণং কর্ত্তুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহচমৎকৃতিরিতি ইহমিথ্যাভূতেপিপদার্থজাতে ব্যবহারকুশলতয়ামনস্বিনাং প্রেক্ষাবতামপিলোকানাং চেতসিভোগচমৎকারকরীব্যবহার চমৎকৃতিরপি প্রসিদ্ধানচিত্ররূপানাশ্চর্য্যাভূতাযতস্তথাবিধাচমৎকৃতিঃ কদাচিৎকেষাঞ্চিৎনরাণাং স্বপ্নেমিথ্যাভূতমপিবিষয়মভিলক্ষ্যএতিপ্রাপ্নোতিদৃশ্যতইতিযাবৎ যদ্যপি সর্ব্বেষামেব স্বপ্নেভোগাঃ প্রসিদ্ধাস্তথাপি সুখদুঃখাতিশয়ভোগারম্ভেঝটিত্যেবজাগরণদর্শনাৎ প্রবলকামাদ্ভবেৎসত্যেবচিরভোগচমৎকৃতিঃ যথাহরিশ্চন্দ্রস্যস্বর্গনরকভোগয়োরিতি সূচনায়কদাচিৎকেষাঞ্চিৎইত্যুক্তং॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ।

হে সাধো! এই মিথ্যা জগৎ ও মিথ্যা জগৎ বস্তু তাহাতে জ্ঞানবান পণ্ডিতজনেরও চিত্তচমৎকারজনক ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহার কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কেননা মনুষ্যদিগের স্বপ্নলব্ধ মিথ্যাবস্তু দর্শনে ও স্বপ্ন উপভোগেও চমৎকার বোধ হয়, ফলিতার্থ সে সকলি অলীক, সেই রূপ মায়ানিদ্রাভিভূত জনগণের স্বপ্নলব্ধ বস্তুর ন্যায় এই জগৎ চমৎকারের বিষয় হইয়া থাকে ইতি ভাব॥ ৩৫॥

যদি বলেন, যে বিষয়ভোগচমৎকৃতপুরুষদিগের পূর্ব্ব বয়সে ভোগ করিয়া উত্তর বয়সে অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় ভোগতৃষ্ণা রহিত প্রযুক্ত সংসারে বিরাগ জন্মিতে পারে! তাহা পারে না, ইত্যর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি কৌশিকরাজকে কহিতেছেন। যথা।—
(অদ্যাপীতি)॥

অদ্যাপিযাতেপিচ কল্পনায়া আকাশবল্লীফলবন্মহত্বে।
উদেতিনোলোভ লবাহতানামুদারিবৃত্তান্ত মরীকথৈব॥ ৩৬॥

নন্বযদ্যস্তিভোগচমৎকৃতিঃ তর্হিকিমধুনৈববিরজ্যসেভোগান্ ভুক্ত্বা উত্তরেবয়সিবাতেস্মিন্ত্তরেপিচবয়সিবিরজ্যাৎ প্রবিচারস্তকর্ত্তুং যুক্তত্বাৎইত্যাশঙ্ক্য ভোগাসক্তৌবৈরাগ্যবিচারস্তচ সদৈবদৌর্লভ্যামিত্যাহঅদ্যেতি অদ্যাধুনাজনেপূর্ব্বেবয়সিযাতেস্মিন্ত্তরেপিচবয়সি আকাশবল্লীফলবন্মিথ্যাভূতায়া অপিভোগাসক্তিকল্পনায়াঃ অরিচাম্নহত্বেসতি ভোগতৎসাধনাদিলোভলবেনাহতানাং নাশিতানাং পুরুষাণাং যদ্যপ্যাসক্তিমহত্বেন লোভবৈফল্যমস্ত্যেব তথাপিবিনাশেতস্যলোভোৎপন্নমিতি সূচনায়লবগ্রহণং উদারস্য

সর্ব্বোৎকৃষ্টস্য পরমাত্মনোযোবৃত্তান্তঃ স্বরূপনিরূপণবার্ত্তা তৎ প্রচরাকথৈবনোদেতি নিরন্তরং তদ্বিচারস্তদূরনিরস্তইতিভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! এই জগতে ভ্রমজনক মিথ্যাভূত বস্তুতে লুব্ধভ্রান্তজীবের চিত্তে আকাশলতার বৃহৎফললাভের ন্যায়, বৈরাগ্যজনক উত্তম বৃত্তান্তঘটিত কথার কখনই উদয় হয় না ॥ ৩৬ ॥

লোভাসক্তপুরুষেরা পুরুষার্থহানিকর বিষয়কেই মহাপুরুষার্থকর বিষয় জ্ঞানে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে যে পতিত হয়, সে শুদ্ধ ভ্রান্তির কার্য্য, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(আদাতুমিচ্ছন্নিতি) ॥

আদাতুমিচ্ছন্পদমুত্তমানাং স্বচেতসৈবাপহতোদ্যলোকঃ।
পতত্যশঙ্কং পশুরদ্রিকূটাদানীলবল্লীফলবাঞ্ছয়েব ॥ ৩৭ ॥

আসক্তৌনকেবলং পুরুষার্থহানিঃ প্রত্যুতমহানর্থোপীত্যাহ আদাতুমিতি। উত্তমানাং উৎকৃষ্টভোগশালিনাং পদংস্থানং সাম্যং রাজ্যং ধনাদিবা আদাতুং সম্পাদয়িতুং ইচ্ছন্স্বৈবং যতমানো কঃ রাগলোভাদিমূঢ়েনস্বচেতসাহপহতঃ সন্ অদ্যাস্মিন্পূর্ব্বযস্মেব অশঙ্কয়তিঅমুমর্থমর্থান্তরন্যাসেনদ্রঢ়য়তিপশুরিত্যাদিনাপশুশ্ছাগাদিঃ যততীত্যম্বুসজ্যতে আনীলাহরিতাবল্লী অর্থাদ্বিষমস্থাকরীবাবল্লীগৃহ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিপ্রবর! যেমন হরিৎবর্ণ লতা দৃষ্টে তৎফললাভের আকাংক্ষায়, জড়চিত্ত ছাগাদি পশুগণেরা উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মরণাশঙ্কা ত্যাগ করিয়া অধঃস্থলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভ্রান্তপুরুষেরা উত্তম ভোগবান পুরুষগণকে দেখিয়া কামলোভাদি পরিপূর্ণ চিত্তপ্রযুক্ত তাহার ন্যায় পদ প্রাপ্তির ইচ্ছায় সংসারে নিপতিত হইয়া এক-কালে বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর নবযুবকদিগের ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদিগের সহিত দুর্গবগর্ত্তস্থ বৃক্ষলতার দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অবান্তরেতি) ॥

অবান্তরন্যস্তনিরর্থকাংশচ্ছায়ালতা পত্রফলপ্রসূনাঃ।
শরীরএবক্ষতসম্পদশ্চ শ্বভ্রদ্রুমাঅদ্যতনানরাশ্চ ॥ ৩৮ ॥

অবান্তরেদুর্গমেগর্ত্তোদর এব নান্তান্যতএবনিরর্থকাংশান্যশতোপিপ্রাণিভিরমুপ-ভোগাত্বাদ্বার্থানীতিষাবৎছায়াদীনিযেষাং তথাবিধাঃ শ্বভ্রদ্রুমাঃ শরীরেশরীরপোষণা ষৈকোপযোগাৎক্ষমতাব্যর্থং নাশিতাবিদ্যাবিনয়ধনাদি সম্পদাযৈস্তথাবিধানরাশ্চতুল্যা-এবব্যর্থজন্মত্বাদিত্যর্থঃ নিরর্থকাংশে ইতি পাঠে সপ্তম্যা অলুকছান্দসঃ।। ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধেয় ঋষিবর! দুর্গমগর্ত্তস্থিতবৃক্ষ ও লতার পত্র ও পুষ্প এবং ফল ছায়াদি ঐ দুর্গম গর্ত্তমধ্যেই পতিত হয়, অন্য কোন প্রাণিমাত্রেরই তাহা উপভোগের নিমিত্ত হয় না। সেই রূপ নব্য যুবাগণেরা কেবল আত্মশরীরপুষ্টি ও বেশ ভূষাদি উপভোগার্থে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাতে আর কোন ব্যক্তির উপকার দর্শে না, কেবল গর্ত্তেপতিত পুষ্প ফলবৎ তাহারই নিজ পোষণমাত্র হয়, সুতরাং শ্বভ্রোত্থিত বৃক্ষ ও আত্মপোষ পুরুষ এই উভয়ই সমানরূপ নির্গুণ হয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, 'যদিও সংসারে কদাচিৎ ধার্ম্মিক ও প্রচুরতর অধার্ম্মিকলোক পাওয়া যায় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত উভয়বিধলোকই সংসারে আছে, কিন্তু বিবেকি একজনমাত্র প্রাপ্তহওয়া অতিদুর্লভ, ইত্যর্থে উক্তহইয়াছে। যথা—(ক্বচিদিতি)

ক্বচিজ্জনার্মার্দ্দবসুন্দরেষু ক্বচিৎকঠোরেষুচ সঞ্চরন্তি।
দেশান্তরালেষু নিরন্তরেষু বনান্তখণ্ডেম্বিবকৃষ্ণসারাঃ ।। ৩৯ ॥

যদ্যপি ক্বচিদ্ধার্ম্মিকাপিসন্তি তথাপিবিবেকিনোদুর্লভা ইতিবক্তুংজনদ্বৈবিধ্যমাহ-ক্বচিদিতি দেশান্তরালশব্দেনাত্র প্রকৃত্যাসারাৎচিত্তভূতভূনয়োগৃহন্তেমার্দ্দবং দয়াদাক্ষিণ্য ক্ষমাদি সৌন্দর্য্যবিদ্যাবিদ্যাদি নয়াদিচতদ্বৎসুকঠোরেষু ক্রোধলোভনৈষ্ঠুর্য্যশালিষু বন-মধ্যভোগান্যং খণ্ডেষ্ববয়বেষু॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দুল! যেমন কৃষ্ণসার হরিণগণ কখন দুর্গম অরণ্য মধ্যে, কখন বা লোকগম্য বনখণ্ডে বাস এবং পর্য্যটন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সংসারে লোক সকল কখন বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বদান্য উদারচিত্ত দয়ালুজন সন্নিধানে বাস করে, কখন বা নিষ্ঠুর দারুণকর্ম্মকৃৎ ক্রোধ লোভাদিযুক্ত অসৎলোকের নিকট বসতি করে। অর্থাৎ মৃগবৎ মনুষ্যগণ সংসাররূপ বনমধ্যে সংসার ভরণার্থ দ্বিবিধ স্থানেই পর্য্যটনাদি করিয়া কালহরণ করে, কিন্তু বৈরাগ্য চিন্তা মাত্রও করে না ইতিভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

এই সংসার যদিও সম্যক্ রূপকষ্টদায়ক, তথাপি ইহার কার্য্য দ্বৈবিধ্য ইহাতে মুগ্ধ না হয় এমত ব্যক্তি দুর্লভ, ইত্যাশয়ে লোক সকলের দুর্দ্দশা দেখিয়া অতি দুঃখিত হইয়া

রঘুনাথ দৈবকে নিন্দা করতঃ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ধাতুর্ন-বানীতি॥)

ধাতুর্নবানিদিবসং প্রতিভীষণানি
রম্যাণিবাবিলুলিতান্তমাকুলানি।
কার্য্যাণিকষ্টফল পাকহতোদয়ানি
বিস্মাপয়ন্তি নশরস্যমনাংসিকেষাং॥ ৪০ ॥

জনানাং দুর্দ্দশাং দৃষ্ট্বাদুঃখতস্তন্নিমিত্তং দৈবং নিন্দতিধাতুরিতি। শরস্যাচেতনত্বাৎ মৃতকল্পস্যধাতুর্দৈবস্যযদিজীবনং স্যাত্তেহশোনির্দয়ঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ দিবসং প্রতিদিনে-দিনেকর্ম্মপ্রবচনীয়েনৈববীপ্সাদ্যোতনাত্রদ্বির্বচনং কৃতং ফলতোভীষণান্যাপাততো-রম্যাণিবাশব্দঃ সমুচ্চয়েবিলুলিতান্তভৈঃ রাগাদিভিরত্যন্তব্যাকুলিতচিত্তৈরাকুলানিপরি-ণামেকষ্টফলপাকেন ভূষিতায়স্তাভ্যুদয়ানিনবনবানিকার্য্যাণিযেষাং বিবেকিনাং মনাং সিনবিস্ময়াপয়ন্তি॥ ৪০

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! অতি মনোহর অথচ অতি ভয়ঙ্কর হয়, রাগান্ধচিত্ত ব্যক্তি-সমূহেতে এই সংসার পরিপূর্ণ; পরিণামে অতি কষ্টদায়ক, কিন্তু ইহার আরম্ভ সুখকর হয়, সুতরাং নিষ্ঠুরবিধাতার নিত্য নূতন নূতন অশুভজনক কার্য্যসকল, কোন্ বিবেকীর চিত্তকে বিস্ময়যুক্ত না করে? অর্থাৎ বিষামৃতময় সংসার কেবল দুঃখের নিমিত্তই হয় ইতি ভাবঃ॥ ৪০ ॥

কেবল জনসকলের দুঃখোপসংহরণ নিমিত্ত ভগবান্‌রামচন্দ্র জন দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই প্রচ্ছন্নভাবে আপনার চিত্তোদ্বেগ জনিত ক্লেশ সকল বিশ্বামি-ত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(জনইতি।)

জনঃকামাসক্তো বিবিধকুকলা বেষ্টনপরঃ
সতুস্বপ্নেপ্যস্মিন্‌জগতি সুলভোনাদ্যসুজনঃ।
ক্রিয়াদুঃখাসঙ্গাবিধুরবিধুরান্নূন মখিলা
নজানেনেতব্যঃ কথমিবদশা জীবিতময়ী॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ রামায়ণে অনিত্যপ্রতিপাদনং সপ্তবিং শতিতমঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

উক্তার্থমনুদ্যোপসংহরংস্তন্নিমিত্তং স্বক্ষোভেণং দর্শয়তিজনইতিকুকলাভিঃ কৌটিল্যচাতুর্য্যৈঃ সুজনোবিবেকীদুঃখৈরসঙ্গোহসংবদ্ধঃ তদবিধুরৈঃ তত্রহিতভিন্নৈরত্যন্তং দুঃখরহিতৈঃ সাধনৈঃ ফলৈর্বাবিধুরারহিতাঅবশ্যাং দুঃখানুবন্ধিন্যোবেত্তিযাবৎ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে সপ্তবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর্য্য বিশ্বামিত্র! ইহ সংসারে জন সকল নানাপ্রকার অভিলাষে আসক্ত হইয়া নানাবিধ কার্য্যে কুটিলতা ও চাতুর্য্য প্রকাশদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কদাপি স্বপ্নেও তাহাদিগের বিবেকযুক্ত সজ্জনের সঙ্গলাভ হয় না, যে সকল ক্রিয়াসম্পাদিতা হইতেছে সে সমস্তই দুঃখদায়িনী ক্রিয়া, অতএব এই জীবদ্দশা যে কি রূপে যাপনা করা যাইবে, তাহার উপায় কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ইতি রামাক্ষেপ বাক্য ॥ ৪১ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে বিষয়ের অনিত্যতা প্রতিপাদন নামে সপ্তবিংশতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

ইহসংসারে সর্ব্ব প্রকার ভোগ্য বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রতিপত্তির নিমিত্ত এবং সর্ব্ব ভাবের স্বভাবতঃ বিপরীত ভাবের উৎপত্তি নিমিত্ত শ্রীরামোক্তি প্রবন্ধে অষ্টাবিংশতি সর্গের ফল টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরাম উবাচ।

এই জগৎ সম্যক্ ভাবে যে অলীক পদার্থ হয়, তাহাই স্বরূপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা।—(যচ্চেদমিতি)।।

যচ্চেদংদৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
তৎসর্ব্বমস্থিরং ব্রহ্মন্ স্বপ্নসঙ্গমসন্নিভং।। ১।।

ইহসর্ব্বেষুভোগ্যেষুবৈরাগ্য প্রতিপত্তয়ে। বর্ণ্যতেসর্ব্বভাবানাং বিপর্য্যাসস্বভাবতা। সর্ব্বভাবানাং অবিরতবিপর্য্যাস স্বভাবতাদর্শনাদপি নস্তেষ্বাশ্বাসইত্যাহযচ্চেদমিত্যাদিনা স্বপ্নেসংগমঃসমাজং মেলনং।। ১ ।।

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! সচরাচর এই জগৎ যাহা দেখিতেছ, এ সমস্তই মিথ্যা, স্বপ্নলব্ধের ন্যায় অস্থির হয়। অর্থাৎ ভ্রান্তি প্রযুক্ত ভ্রান্তপুরুষেরা চিরস্থায়ি রূপে অসত্যকে সত্যবৎ অবলোকন করে এই মাত্র।। ১ ।।

অনন্তর শুষ্ক সমুদ্রবৎ সংসারের অভিবর্ণন করিয়া রঘুনাথ কুশিকনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(শুষ্কসাগরসংকাশ ইতি)।

শুষ্কসাগরসঙ্কাশো নিখাতোযোদ্যদৃশ্যতে।
সপ্রাতরভ্রসংবীতোনদীসম্পদ্যতেমুনে।। ২ ।।

নিখাতোগর্ত্তঃ প্রাতগ্রহণং কালান্তরোপলক্ষণং।। ২ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! এইসংসার শুষ্কসাগরমধ্যঘোরান্ধকারগর্ত্তেরপ্রায় যে দেখা যায়, সেই গর্ত্ত প্রাতঃকালীন পরিব্যাপ্ত মেঘ বর্ষণ জলে পূর্ণ হইয়া নদী রূপে বহিতে থাকে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রাতঃশব্দ সময়ের উপলক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ দৈনন্দিনপ্রলয়ে ব্রহ্ম রাত্রিতে তমঃ ব্যাপ্তজগৎ শুষ্কসাগরবৎ শূন্যপ্রায় হয়, পুনঃ হিরণ্যগর্ব্ভের প্রাতঃকালে অর্থাৎ সৃষ্ট্যারম্ভে কার্য্যবর্গ নদী প্রবাহরূপে বহিতে থাকে। যেমন তমঃব্যাপ্তসাগরগর্ত্ত বারিদঘটায় ব্যাপ্ত হইয়া বর্ষণজলে নদীরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জগতে সৃষ্টি প্রবাহ প্রবাহিত হয়, ফলিতার্থ এ সকলিই অলীক পদার্থ ইতিভাবঃ ॥ ২ ॥

দৃঢতর পর্ব্বতাদিও যে অল্পদিন স্থায়ি হয়, তদর্থে রঘুবর মুনিবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন।—যথা (যৌবনব্যূহেতি) ॥

যৌবনব্যূহবিস্তীর্ণো বিলীঢ়গগনোচলঃ।
দিনৈরেবব্রযাত্যুর্ব্বী সমতাংকূপতাংততঃ ॥ ৩ ॥

বনব্যূহেনবনসমূহায়েনবিলীঢ় গগনশ্চুম্বিতনভস্তলং উন্নতইতিযাবৎ দিনৈকৈশ্চিদেব ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! বনব্যূহে পরিব্যাপ্ত গগনস্পর্শি অত্যুচ্চ পর্ব্বত সকলও কিছু দিনের নিমিত্ত স্থায়ী হয়, পরে পৃথিবীর সমান হইয়া যায়, কালে মৃত্তিকাতলে পোথিত প্রায় হইলে তদুপরি লোকে বাপীকূপ তড়াগাদি খনন করিয়া থাকে। ইহাতে অবশ্য নাশ্য নরদেহর স্থায়িত্ব বিষয়ে বিশ্বাস কি? ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর, দেহের অতিনশ্বরতা বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে কতিপয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(যদঙ্গমদ্যেত্যাদি) ॥

যদঙ্গমদ্যসংবীতং কৌশেয়স্রগ্বিলেপনৈঃ।
দিগম্বরং তদেবশ্বোদূরেবিশরিতাবটে ॥ ৪ ॥

অবটেগর্ত্তেবিশরিতাবিশীর্ণং ভবিতাস্থিত ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিচূড়ামণে! অদ্য যে শরীরকে দিব্যগন্ধ বস্ত্র মাল্য চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপিত করা যায়, কল্য সেই শরীর বসন ভূষণ মাল্য চন্দনাদি বিহীন বিশীর্ণবৎ দূরস্থিত গর্ত্তাদি মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হইবে। মূঢ় জীবেরা ইহা ক্ষণকালমাত্র চিন্তা করে না, গর্ত্তে নিঃক্ষিপ্ত পদে রাক্ষসাদিকে কটাক্ষ করিয়া কহিয়াছেন, অর্থাৎ অপরিমিতায়ু রাক্ষসের দের অবটে গতি হয়, আদিপদে অগ্নি জলাদিতেও নিঃক্ষিপ্ত হয়, ইতিভাবঃ॥ ৪ ॥

যত্রাদ্যনগরং দৃষ্টং বিচিত্রাচারচঞ্চলং।
তত্রৈবোদেতিদিবসৈঃ সংশূন্যারণ্যধর্ম্মতা॥ ৫ ॥

চঞ্চলং অস্থিরং স্থিতিশূন্যঞ্চ বা॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! অদ্য যে সকল নগরকে চঞ্চল ব্যবহার যুক্ত মানবগণে পরিপূর্ণ দেখা যায়, কল্য সেই সকল নগর নির্ম্মনুষ্যভূত অরণ্য প্রায় হইয়া থাকে॥ ৫ ॥

যঃ পুমানদ্যতেজস্বী মণ্ডলান্যধিতিষ্ঠতি।
সভস্মকূটতাং রাজন্ দিবসৈরধিগচ্ছতি॥ ৬ ॥

অধিগচ্ছতিপ্রাপ্নোতি॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজ! অদ্য অতিশয় প্রতাপশালি যে সকল পুরুষকে মণ্ডলাধিপত্য করিতে দেখিতেছ, কল্য বা কিছু দিনের মধ্যেই সেই সকল পুরুষ ভস্মরাশি প্রায় হইয়া যাইবে॥ ৬ ॥

অরণ্যানীমহাভীমা যা নভোমণ্ডলোপমা।
পতাকাচ্ছাদিতাকাশা সৈবসংপদ্যতেপুরী॥ ৭ ॥

মহারণ্যমরণ্যানী বিস্তীর্ণতয়ানীলতয়াচনভোমণ্ডলোপমা॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! অদ্য যে সকল বনপ্রদেশ অতিশয় ভয়ঙ্কর, বিস্তীর্ণ আকাশ মণ্ডলের ন্যায় নীলবর্ণ বৃহৎবৃহৎ বৃক্ষেতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিছুদিনের পরে সেই

গগণসদৃশ মহদ্বিপিনরাজী নভোমণ্ডলাচ্ছাদক উদ্ধৃত পতাকামালিনী শোভনপুরীরূপে বিখ্যাতা হইবেক ॥ ৭ ॥

যা লতাবলিতাভীমাভাত্যদ্যবিপিনাবলী।
দিবসৈঃসরেবসাযাতি পুনর্মেরুমহীপদং ॥ ৮ ॥

লতাভির্বলিতা সংবৃতামেরুমহ্যাঃ পদংলক্ষণং নির্ব্বৃক্ষজনতাং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকরাজতনয়! অদ্য যে সকল বনভূপ্রদেশকে অশেষলতাসমূহে ব্যাপ্ত দেখা যাইতেছে, কিছুদিবসের মধ্যে সেইসকল অরণ্যভূমিকে নিষ্পাদপ সুমেরুপর্ব্বতের ভূভাগের স্বরূপ অর্থাৎ স্বর্গভূমির তুল্য দেখা যাইবেক ॥ ৮ ॥

সলিলং স্থলতাংযাতি স্থলীভবতিবারিভূঃ।
বিপর্য্যস্যতিসর্ব্বং হি সকাষ্ঠাম্বুতৃণংজগৎ ॥ ৯ ॥

বারিভূরুদকস্থানং বিপর্য্যস্যতি বিপরীতাবস্থামাপদ্যতে ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজেন্দ্র! কালে জলসংকুলজলাশয়সকল, নির্জ্জলস্থলেরন্যায় হয়, আর জলহীন স্থলও বৃহৎজলাশয় হইয়া যায়, অতএব এতজ্জগতে তৃণ, কাষ্ঠ, স্থল, জলপ্রভৃতি কাহারই চিরস্থায়িত্ব নাই, কিছুদিনের মধ্যেই সকলের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অনন্তর সংসারস্থপদার্থ বৃন্দেরও নিয়ত স্বভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদর্থব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(অনিত্যমিতি)।

অনিত্যং যৌবনংবাল্যং শরীরং দ্রব্যসঞ্চয়াঃ।
ভাবাদ্ভাবান্তরং যান্তিতরঙ্গবদনারতং ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বস্বভাবাৎ স্বভাবান্তরং ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিসত্তমবিশ্বামিত্র! ইহসংসারে জীবের বাল্য, যৌবন, জরাদি অবস্থাবিশিষ্ট শরীর, এবং সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয়, এসকলই নদীতরঙ্গেরন্যায় অনিত্য, বিধাতা কর্ত্তৃক

নিয়তই একভাব হইতে অন্যভাবকে প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ সকলই অচিরস্থায়ী ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

বহুবাতায়নগত দীপশিখার ন্যায় জগৎ অতি চঞ্চল, তদর্থে রঘুরাজ শ্রীরামচন্দ্র ঋষিরাজবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(বাতান্তর্দীপকেতি)।

বাতান্তর্দীপকশিখালোলং জগতিজীবিতং।
তড়িৎস্ফুরণসঙ্কাশা পদার্থশ্রীর্জগত্রয়ে ॥ ১১ ॥

অশ্লোদীপ্তকঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিসত্তম! বায়ুসঞ্চরণস্থান গবাক্ষ, তৎসন্নিহিত সংস্থাপিত দীপের শিখা যেমন চঞ্চলা হয়, তদ্রূপ জগতীতলে জীবের জীবন অতিরিক্ত চঞ্চল হয়, আর জগন্মধ্যে যে সকল পদার্থজাতের উদ্দীপ্ত শোভা সন্দর্শন হইতেছে, সে সকলই অনিত্য, বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষণিক উদ্দীপ্ত মাত্র হয়। অর্থাৎ সকলই বিফল ইতিভাবঃ ॥ ১১

অনন্তর জীবের নিত্য পরমায়ুব্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুবংশতিলকশ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বিপর্য্যাসমিয়মিতি)।

বিপর্য্যাসমিয়ংযাতি ভূরিভূতপরম্পরা।
বীজরাশিরিবাজস্রং পূর্য্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

যথাকুশূলাদৌ অজস্রং পুনঃ পুনঃ পূর্য্যমাণোধান্যাদি বীজরাশির্ব্যয়েন বিপর্য্যাসংক্ষেত্রেউপ্তোজলেন পূর্য্যমাণো বোঙ্কুরন্যাঙ্কুরসস্যাদিভাবেন বিপর্য্যাসমিত্যর্থঃ।১২।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিপঞ্চানন! যেমন সংস্থিত কুশূলস্থ সংপূর্ণ ধান্যরাশি, পুনঃ পুনঃ ব্যয়ে, ক্রমে ক্ষয় পাইয়া শূন্য হয়, তদ্রূপ জীবের দেহস্বরূপ কুশূলে অর্থাৎ মরাই বা গোলাতে ধান্যরূপ পরমায়ু নিয়ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ব্যয় করাতে ক্ষয় পাইতেছে। অর্থাৎ উপমামাত্র, ধান্য ক্ষয় হইলে শূন্যকুশূলে পুনঃ পূরণ করা যায়, কিন্তু পরমায়ু ক্ষয় যে হইল, সেই হইল, আর পূরণ করিবার উপায় নাই, ইতিভাবঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর সংসাররচনা নটীরন্যায় বাতোদ্ধূত রজদ্বারা যে মলিনতা প্রাপ্তা হয় তাহা বর্ণনাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মনঃপবনইতি)।

মনঃপবনপর্য্যস্ত ভূরিভূতরজঃপটা।
পাতোৎপাত পরাবর্ত্তপরাভিনয়ভূষিতা ॥ ১৩ ॥
আলক্ষ্যতেস্থিতিরিয়ং জগতীজনিতভ্রমা।
নৃত্যাবেশবিবৃত্তেব সংসারারভটীনটী ॥ ১৪ ॥

ইয়ং জগতীস্থিতিরেবসংসারস্থ কর্ত্তৃভোক্তৃতা সন্তানলক্ষণা যা আরভটীআড়ম্বরাতিশয়ঃ সৈবনটীনর্ত্তকী স্বকৌশলাতিশয় প্রকটনায়নৃত্যে আবেশেনবিবৃত্তাপরিবর্ত্তমানেব জনিতভ্রমাআলক্ষ্যতইতিসম্বন্ধঃ তদনুরূপং বিশিনষ্টিমনএব পবনস্তেনপর্য্যস্তং উদ্ধূতং ভূরিভূতং প্রাণিলক্ষণং রজোবৃন্দমেবপটোযস্যাঃ অতএবপ্রাণিনাং পাতোনরকাদাবুৎপাতঃ স্বর্গেপরাবর্ত্তোমধ্যমলোকেএবং পরাউৎকৃষ্টা অভিনয়াভাবব্যঞ্জক চেষ্টাস্তাভিভূষিতা ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! ইহসংসারে জীবের স্বর্গ নরকাদিগমনরূপ ওপ্রোত তন্তু সন্ততি গ্রথিত উভয় চেষ্টারূপ বস্ত্রযুগল, নিয়ত মনঃস্বরূপ বায়ুকর্ত্তৃক উদ্ধূত প্রাণীরূপ ধূলাতে মলিন কারণপরিবৃতা সংসাররচনাক্রিয়ারূপা নটী পরিভূষিতা হইয়াছে, ইতিভাবঃ ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! এই সংসাররচনা স্বরূপা নটী নৃত্য কৌশল প্রকাশ করিবার জন্য যেন ভ্রমণ করিতেছেন, জগতের স্থিতি এইরূপ দেখিতেছি ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য। এই সংসাররচনাকে নৃত্যকীরূপে বর্ণনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকার্থে তাহার স্বরূপ বেশভূষাদির বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার স্বর্গ নরকাদি গমন রূপ কর্ম্মই বস্ত্রযুগল, মনরূপ পবনে উদ্ধূত প্রাণীস্বরূপ ধূলা উড্ডীয়মানা, তাহাতেই সমাচ্ছন্ন বসন ভূষিতা হইয়াছে, ইতিভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র নটীরন্যায় এইজনরঞ্জিনী বিশ্বরচনারবর্ণন করিয়া পুনঃ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(গন্ধর্ব্বনগরাকারেত্যাদি)॥

গন্ধর্ব্বনগরাকার বিপর্য্যাসবিধায়িনী।
অপাঙ্গভঙ্গুরোদার ব্যবহারমনোরমা ॥ ১৫ ॥

তামেববর্ণয়তিদ্বাভ্যাং বিপর্য্যাসোভ্রান্তিঃ বংশনটীনাং নেত্রপিধান গারুড়বিদ্যাপ্রসিদ্ধা অপাঙ্গাইবভঙ্গুরৈশ্চপলৈরপাঙ্গপাতৈশ্চ ভঙ্গুরৈর্ব্যবহারৈর্মনোরমা ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! বাজীকরাঙ্গনানটী যেমন ভ্রান্তিজনক কুটিল কটাক্ষাদি দ্বারা উদারচারিত্রে লোকের মনোহরণ করে, তদ্রূপ মহানটী মায়াবিনী এই বিশ্ব-রচনা, নয়নাচ্ছাদন গারুড় মন্ত্র প্রসিদ্ধ বৎ অস্বরূপে স্বরূপদর্শিনী, আর ক্ষণ-ভঙ্গুরব্যবহাররূপ কার্য্যবর্গ তাহার অপাঙ্গপাত, তদ্দ্বারা জগতে জন সকলের মনোহারিণী হইয়াছে। অর্থাৎ এই বিশ্বকার্য্য দৃষ্টে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না ইতিভাবঃ ॥ ১৫ ॥

তড়িত্তরলনালোক মাতন্বানা পুনঃ পুনঃ।
সংসাররচনারাজন্নৃত্যাসক্তেবরাজতে ॥ ১৬ ॥

তড়িতমেব তড়িদিবতরলং আলোকং আলোকনং ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

এবং নর্ত্তকী যেমন তড়িৎচঞ্চলবৎ বারম্বার নয়নভঙ্গিবিস্তারে সকলকে অবলোকন করে, তাহার ন্যায় নর্ত্তকীরূপা সংসাররচনাও বিদ্যুৎ বিলোকন বিস্তার করতঃ দীপ্য-মানা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—এই বিশ্বরচনা যেন যথার্থই সংসার রঙ্গে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। যেমন নর্ত্তকীরা ক্ষণে ক্ষণে নয়ন ভঙ্গী করে, বিশ্বরচনাও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ প্রকা-শিনী হয়, অপাঙ্গপাত যেমন ক্ষণিক, বিদ্যুদ্দীপ্তিও সেইরূপ ক্ষণিক হয়, অর্থাৎ এই সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর ইতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

এই বিশ্বরচনার দৃষ্টান্তে জগৎযে নাশ্য এঅভিপ্রায়ে শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বা-মিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(দিবসান্তইতি)॥

দিবসাস্তে মহান্তস্তে সম্পদস্তাঃ ক্রিয়াশ্চতাঃ।
সর্ব্বং স্মৃতিপথং যাতং যামোবয়মপিক্ষণাৎ ॥ ১৭ ॥

তে উৎসবিভবশালিনঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! এই দিবস সকল, ও মহামান্যব্যক্তি সকল, এই সমস্ত সম্পদ, এই ক্রিয়াসকল, যাহা বর্ত্তমান কালে সুদর্শনীয় হইয়াছে, সে সকলই বিনাশ

প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আমারদিগের এই লঘু শরীরের প্রতি বিশ্বাস কি? আমরা তো ক্ষণকাল মধ্যেই নিধন দশা প্রাপ্ত হইব ॥ ১৭ ॥

ঐন্দ্রজালিকখেলবৎ অস্থিরজগৎকার্য্য, তাহার অস্থায়িত্ব বিষয়ে রঘুনাথ ঋষিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(প্রত্যহংক্ষয়মায়াতীতি)।

প্রত্যহং ক্ষয়মায়াতি প্রত্যহং জায়তেপুনঃ।
অদ্যাপিহতদগ্ধায়ানান্তোস্যাদগ্ধসংসৃতেঃ ॥ ১৮ ॥

হতদগ্ধশব্দৌনিন্দাবচনৌ ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিদ্বন! এই বিশ্বস্থপদার্থমাত্রই প্রত্যহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং প্রত্যহ সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম দিবসে উৎপন্ন রাত্রিতে বিনাশ হয়। কিন্তু এই পোড়া সংসারের অদ্যাপিও শেষ হইল না, একি বিস্ময়ের কার্য্য? ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—সংসারের নিত্যত্ব সিদ্ধেও শ্রীরাম কি নিমিত্ত ইহার পরিসমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার এই অভিপ্রায় যে জীবের সংসারবৃত্তি নিবারণের নামই সংসারের শেষ, অর্থাৎ জীবের জনন মরণ নিয়তই হইতেছে, ইহার পরিশেষ দেখি না, ইতি আক্ষেপ মাত্র ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সংসারি জীবের অতি কর্ম্মের বিচিত্রাগতি, তদর্থে কৌশল্যানন্দন শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(তির্য্যক্ ত্বমিতি) ॥

তির্য্যক্‌ত্বং পুরুষাযান্তি তির্য্যঞ্চোনরতামপি।
দেবাশ্চাদেবতাং যান্তিকিমিবেহবিভোস্থিরং ॥ ১৯ ॥

তির্য্যক্‌ত্বং পশ্বাদিজন্ম ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! কর্ম্ম ফলে মানবগণেরও পশু পক্ষীত্যাদি তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তি হয়, এবং পশু পক্ষীরাও কদাপি মনুষ্যত্ব পায়। আর দেবতারও অদেবত্ব হয়, অদেবও দেবরূপ হয়, অতএব এ জগতের কিছুই স্থিরতা নাই ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—এইসংসারের অস্থিরতা বিষয়ে কর্ম্মেরই প্রাধান্য বলা হইয়াছে, যে হেতু শাস্ত্রান্তরে প্রমাণ আছে, যথা।—(দেবত্বং নথমানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং

তথা। ক্রমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়তে চ স্বকর্ম্মভিরিতি)॥ দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশু, পক্ষী, ক্রমি, স্থাবরত্বাদি, জীবের স্বকর্ম্ম দ্বারা হয়, অতএব জীবেরা বন্ধন মোচনোপায় কর্ম্ম কেন না করে? এই শ্রীরামের আক্ষেপ বাক্য ইতিভাবঃ॥ ১৯॥

অনন্তর কালকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া রঘুবর কুশিকবরর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(রচয়ন্রশ্মিজালেনেতি)॥

রচয়ন্রশ্মিজালেন রাত্র্যহানি পুনঃ পুনঃ।
অতিবাহ্যরবিঃকালো বিনাশাবধিমীক্ষ্যতে॥ ২০॥

কালঃ কালাত্মারবিঃ সূর্য্যঃ রচয়ন্ভূতজাতমিতিশেষঃ। রাত্র্যহানিঅতিবাহ্য বিনাশাবধিং স্বরচিতস্য ভূতজাতস্যেতিশেষঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকুশিকাত্মজ! সূর্য্যদেব যেমন এইসংসারে জীবসমূহের উৎপাদন করতঃ স্বকীয় কিরণ বিস্তারে অহরহ তাহাদিগের নিধন পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছেন। সূর্য্যরূপিকালও করবৎ সমূহ স্বাবয়ববিস্তারে প্রাণী সমুদয়কে রচনা করিয়া অতন্দ্রিত দিবস যামিনীকে অতিক্রম করিয়া সকলের বিনাশ পর্য্যন্ত ঈক্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কালে সকল উৎপন্ন কালেই বিনাশ হয় ইতি ভাবঃ॥ ২০॥

কালে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তৃগণও বিলীন হন তাহাতে জীবের কথা কি? তদভিপ্রায়ে শ্রীরাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চেত্যাদি)॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চসর্ব্বেবাভূতজয়াতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীবাড়বং॥ ২১॥

অনুধাবন্ত্যনুসরন্তিবাড়বং বড়বানলং॥ ২১॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! যেমন বিশ্বদাহক বাড়বানল জল হইতে প্রকাশ হইয়া দগ্ধ করতঃ পুনঃ সলিলে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদির এক কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরাও এই জগৎ প্রকাশ করতঃ পুনর্ব্বার কালে বিনাশ প্রাপ্ত হন, এবং অন্যান্য প্রাণীও সকল বিনাশ হইয়া থাকে, অতএব কালই বলবান্ হয়, ইতি ভাবঃ॥ ২১॥

অনন্তর কাল জলস্থাগ্নি বাড়বন্যায় জগৎ ভক্ষক হন, তদভিপ্রায়ে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(দ্যৌঃক্ষমাবায়ুরিত্যাদি)॥

দ্যৌঃ ক্ষমাবায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতোদিশঃ।
বিনাশবাড়বস্যৈতৎসর্ব্বং সংশুষ্কমিন্ধনং॥ ২২॥

বাড়বস্যভাগলক্ষণয়াবহ্নেঃ প্রসিদ্ধস্যানিন্দনত্বেন সংশুষ্কবিশেষণানুপযোগাৎ॥২২।

হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! এইস্বর্গ, এইপৃথিবী বায়ু, আকাশ, নদী, এবং পর্ব্বত দিক্, পরিধি প্রভৃতি, ইহারা সকলেই বিনাশী, শুদ্ধ বাড়বানলের ভক্ষণীয় শুষ্ক কাষ্ঠ রূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, অর্থাৎ বাড়বানলরূপকাল কালে ইহাদিগকে এক কালিন্ গ্রাস করিবেন, ইতিভাবঃ॥ ২২॥

মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর, মৃত্যু ভয়ে সকলেই কম্পিত, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(ধনানীত্যাদি)॥

ধনানিবান্ধবাভৃত্যামিত্রাণি বিভবাশ্চযে।
বিনাশভয়ভীতস্যসর্ব্বং নীরসতাঙ্গতং॥ ২৩॥

বিনাশভয়ভীতস্যসর্ব্বং নিষ্ফলং॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! ধন, জন, বন্ধু, বান্ধব, মিত্র ভৃত্যাদি সম্পত্তি সকলই সরস বিষয় হয়, কিন্তু মৃত্যু ভয়ে ভীতব্যক্তির পক্ষে সরস হইয়াও ইহারা নীরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মৃত্যু হইবে এই ভয় উপস্থিত হইলে আর ধন জন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব স্বজন মিত্রাদির প্রতি সরস বোধে আনন্দের উদয় হয় না ইতি ভাবঃ॥ ২৩॥

অনন্তর সংসারস্থ স্বজনাবৃত থাকিতে প্রবৃত্তি তাবৎকাল থাকে, যাবৎ মৃত্যু ভয় উপস্থিত না হয়, তদর্থে রঘুনাথ ঋষিবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন যথা।—(স্বদন্তে ইতি)॥

স্বদন্তে তাবদেবৈতে ভাবাজগতিধীমতে।
যাবৎস্মৃতিপথং যান্তিনবিনাশ কুরাক্ষসঃ॥ ২৪॥

স্বদন্তেরোচন্তে॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

হে ধীমতে! ইহ সংসারে সংসারিব্যক্তির ধন জনাদি প্রতি যত্ন ও তদ্রক্ষণে তাবৎ প্রবৃত্তি থাকে, যাবৎ ভয়ঙ্কর অতি কুৎসিতরাক্ষসস্বরূপমৃত্যু স্মৃতি পথে আগমন না করে। অর্থাৎ মরিতে হইবে ইহা যখন স্মরণ হয়, তখন আর কখনই জগৎ পদার্থে রুচি হয় না ইতি ভাবঃ।।২৪।।

এইসংসার কার্য্য কিছু চিরস্থায়ী নহে অর্থাৎ আপৎ সম্পৎ সকলি ক্ষণিক, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিতেছেন। যথা।—(ক্ষণমৈশ্বর্য্যমিতি)।।

ক্ষণমৈশ্বর্য্যমায়াতি ক্ষণমেতিদরিদ্রতাং।
ক্ষণং বিগতরোগত্বং ক্ষণমাগতরোগতাং।। ২৫।।

ক্ষণং অল্পকালং জনইতিশেষঃ।। ২৫।।

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দনমহর্ষে! ইহসংসারে জীবগণের ক্ষণ মধ্যেই ঐশ্বর্য্যাগম, আর ক্ষণ কাল মধ্যেই দরিদ্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষণকাল রোগশূন্য হইয়া আহ্লাদিত শরীরে অবস্থান করে, আর ক্ষণকালমধ্যেই রুগ্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়।। ২৫।।

তাৎপর্য্য।—অতএব সকলিই ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হইতেছে কখনই জীবের এক ভাব যায় না, ইহাতে অভিমানী হইয়া আপনাকে দম্ভাচলে অধ্যারূঢ় করা অবিহিত ইতি রামাভিপ্রায়ঃ।। ২৫।।

কিন্তু সংসারে এমনি মায়ার কুহক, যে জানিয়াও লোকে অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না, তদর্থে কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধন শ্রীরাম গাধিরাজ সুত বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা।—(প্রতিক্ষণ বিপর্য্যাসদায়িনেতি)।।

প্রতিক্ষণবিপর্য্যাসদায়িনানিহতাত্মনা।
জগদ্ভ্রমেণ কেনামধীমন্তোহি ন মোহিতাঃ।। ২৬।।

নিহতশব্দোনিন্দাবচনোনশ্বরবচনোবা।। ২৬।।

অস্যার্থঃ।

ভো ব্রহ্মন্! নষ্ট চরিত্র কুৎসিত-ব্যবহার এই সংসার ভ্রম, প্রতিক্ষণই বিপরীত দর্শন করাইয়া থাকে অর্থাৎ অস্বরূপে স্বরূপ দর্শন করায়, সেই ভ্রম কর্ত্তৃক কোন্

বিদ্বান্ এ সংসারে মুগ্ধ না হইতেছে? তাহাদিগেরই বা নাম কি? অর্থাৎ সকলেই মোহিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

অনন্তর এইসংসার ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদর্থে শ্রীরামকর্তৃক শ্লোকত্রয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তমঃ পঙ্কসমালব্ধমিত্যাদি) ॥

তমঃ পঙ্কসমালব্ধং ক্ষণমাকাশমণ্ডলং।
ক্ষণং কনকনিষ্পন্দকোমলালোক সুন্দরং ॥

আনয়তাস্থিতি মেবোদাহরণেন পঙ্কেন প্রপঞ্চয়তি। তমইত্যাদিত্রিভিঃ আকাশমণ্ডলোদাহরণং দৃষ্টান্তার্থঃ। তমোলক্ষণেন পঙ্কেন সম্যগালব্ধং স্পৃষ্টং কনকস্যনিষ্পন্দো দ্রবইবরম্যেণ কোমলেন দুঃখস্পর্শেন চন্দ্রাদ্যালোকেন ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! নির্ম্মল আকাশমণ্ডল যেমন তমঃস্বরূপ পঙ্কে মৃক্ষিত হইয়া ক্ষণে মলিন প্রায় হয়, আর ক্ষণে উজ্জ্বল কনকদ্রবপ্রায় কোমল আলোকময় হইয়া লোকের নিকট সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, এই সংসারও সেইরূপ হয় ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—নভোমণ্ডল যামিনীযোগে অন্ধকারময় হইয়াও পরে দিবান্তে কনকগৌরাঙ্গবৎ উদ্দীপ্ত রবি করে আলোকময় হয়, কখন বা চন্দ্রোদয়ে কোমল কিরণচ্ছটাতেও আনন্দরূপ আলোকবিশিষ্ট হয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

ক্ষণং জলদনীলাব্জ মালাবলিতকোটরং।
ক্ষণমুড্ডামররবং ক্ষণং মূকমিবস্থিতং ॥ ২৮ ॥

জলদাএবনীলাব্জমালাস্তাভির্বেষ্টিতোদরং উড্ডামররবঃ ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজবিশ্বামিত্র! এই আকাশমণ্ডলের মধ্যদেশ নীলোৎপলমালা সদৃশ নীলনীরদমণ্ডিত হইয়া ক্ষণে গম্ভীরগর্জ্জন করিতে থাকে, আবার ক্ষণমধ্যে মেঘান্তরিতকালে সুনির্ম্মল প্রকাশমান হইয়া মূকবৎ অবস্থিতি করে, অর্থাৎ এই সংসারও সেইরূপ কখন জনকোলাহল শব্দযুক্ত, কখন বা নিঃশব্দ রূপ হয় ইতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ক্ষণংতারাবিরচিতং ক্ষণমর্কেণভূষিতং।
ক্ষণমিন্দুকৃতাহ্লাদং ক্ষণংসর্ব্ববহিষ্কৃতং॥ ২৯॥

আলোকাতিরিক্তৈঃ পর্য্যায়েণবা পূর্ব্বোক্তৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বহিষ্কৃতং রহিতং॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! কখন বা আকাশে তারাগণমণ্ডিত বিরচিত শোভা সম্পাদিত হয়, ক্ষণে বা উদ্দীপ্ত রবিকিরণজ্বালমালাভূষিত হইয়া প্রচণ্ডতা লাভ করে, ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত বহিষ্কৃতরূপে চন্দ্রচন্দ্রিকা ভূষণে জগদাহ্লাদজনক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ এই জগৎও সেইরূপ অব্যস্থিত লক্ষণাক্রান্ত হয়, ইতিভাবঃ॥ ২৯॥

আগমাপায়পরমাক্ষণমস্থিতি নাশয়া।
নবিভের্তিহ সংসারে ধীরোপিকইবানয়া॥ ৩০॥
আপদঃক্ষণমায়ান্তি ক্ষণমায়ান্তিসম্পদঃ।
ক্ষণং জন্ম ক্ষণং মৃত্যুর্মুনে কিমিবলক্ষণং॥ ৩১॥

ইবশব্দোনর্থকোদৃষ্টান্তদৌর্লভ্যার্থোবাএব মুত্তরত্রাপি অনয়াজগৎস্থিত্যা॥ ৩০॥৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! এই অপরিসীম জগন্মণ্ডল কদাপি প্রকাশিত, কখন বা বিনাশিত হয়, অর্থাৎ কখন প্রকাশ্য, কখন বিনাশ্যরূপে উদয় হইয়া জনচিত্তে প্রতিভাত হয়, অতএব এ রূপ ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তনে আগমাপায়ি এই জগতেব স্থিতি দর্শনে কোন্ ধীর ভীতিযুক্ত না হয়? অর্থাৎ সকলের পক্ষেই এই জগৎ অতি ভয়ঙ্কর হয়, ইতিভাবঃ॥ ৩০॥ হে সাধো! আমি অতিবিস্ময়যুক্ত হইয়াছি, এতজ্জগতে ক্ষণে সম্পৎ ক্ষণে বিপৎ, ক্ষণে জন্ম, ক্ষণেই মৃত্যু হইতেছে, অতএব এই জগৎকে কি আশ্চর্য্যরূপ দেখা যায়॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—এই জগৎ ভগবানের বিচিত্র কার্য্য, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না, এরূপস্থলে কি রূপে ধীরগণেরা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সংসারে প্রবৃত্ত হয়, হা? ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি, কোন মতে এসংসারে,ইহাতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করি না, ইতি রামাভিপ্রায়ঃ॥ ৩১॥

অনন্তর অনবস্থিত বিকারবৎ কার্য্যবর্গহেতু জগতের বিচিত্রতা বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে কতিপয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।— (প্রাগাসীদিত্যাদি)॥

প্রাগাসীদন্যদেবেহজাত স্তন্যোনরোদিনৈঃ।
সদৈকরূপং ভগবন্ কিঞ্চিদস্তি ন সুস্থিরং॥ ৩২।

ইহসদৈকরূপং সুস্থিরং নকিঞ্চিদস্তীতিসম্বন্ধঃ॥ ৩২॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! পূর্ব্বে যে এ অন্য রূপ ছিল, সেইরূপ হইতে ইহসংসারে কিছুদিন পরে এইরূপে এ মনুষ্য হইয়া জন্মে, হে ভগবন্! সর্ব্বদা এমত একরূপ নিয়মে জগতের স্থিরকার্য্য কিছুই নাই। অর্থাৎ কে যে কি রূপে কোথায় কি হইবে তাহার নিশ্চয় করা যায় না, সুতরাং এজগৎ বড় ভয়ঙ্কর, ইতিভাবঃ। ৩২॥

ঘটস্য কার্য্যরূপস্য পটস্যাপিজড়স্থিতিঃ।
নতদস্তি ন যদ্দৃষ্টং বিপর্য্যস্যতি সংস্থতৌ॥ ৩৩॥

ঘটস্যকার্য্যাসক্তেত্রেবিশীর্ণস্য কার্পাসপরিণামক্রমেণ পটতাদৃষ্টেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! মৃত্তিকারেতে ঘটকার্য্য, এবং কার্পাসবিকারে সুত্রবস্ত্রাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু কার্য্যমাত্রই অচেতন স্বরূপে স্বীয়কারণ মৃত্তিকাদিরূপে অবস্থিতি করে, অতএব এতৎ সংসারে এমত বস্তু কিছু মাত্র দেখি না যে সেই বস্তু বিকার প্রাপ্ত না হয়? অর্থাৎ সকলই বিকারী, বিকারহীন ন্য হইলেও বিশ্রান্তি নাই ইতিভাবঃ॥৩৩॥

তনোত্যুৎপাদয়ত্যত্তি নিহন্ত্যাসৃজতিক্রমাৎ।
সততং রাত্র্যহানীব নিবর্ত্তন্তেনরং প্রতি॥ ৩৪॥

বৃদ্ধিবিপরীণামাপক্ষয় বিনাশপুনর্জন্মাখ্যাঃ। পঞ্চভাববিকারাস্তনোত্যাদিভিরুচ্যন্তে তান্ক্রমেণপ্রাপ্নুবানং নরদেহাভিমানিনং প্রতি তেভাববিকারা নিবর্ত্তন্তেনচিরং তিষ্ঠন্তীতি তেপিবিপর্য্যস্যন্তীত্যর্থঃ যদ্যপাস্তীতিতত্রাপিভাববিকারেষু যাস্কেনপদাতেতথাপি স্য অধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্তাদিরোধো ন বিকারইতিভাবঃ॥ ৩৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিরাজগাধিনন্দন! যেমন দিবস ও যামিনীর ক্রমশঃ বিকারপ্রাপ্তে নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেইরূপ বিকারবান জীবাদি বস্তুমাত্রেরই ক্রমশঃ জন্ম মরণ, ও বৃদ্ধি ক্ষীণতাদি প্রাপ্তে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অর্থাৎ একবার নাশ, ও একবার উৎপন্ন হয়, কখনই এক ভাবে চিরকাল সুস্থির থাকিতে পারে না ইতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

জগতে আপন আপন উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রূপের পরিগ্রহ করিয়া কেহই অভিমানী হইতে পারেন না, যেহেতু এই জগৎবিকারী হয়, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অশূরেণ হত ইতি) ॥

অশূরেণহতঃশূর একেনাপিহতং শতং।
প্রাকৃতাঃ প্রভুতাংযাতাঃ সর্ব্বমাবর্ত্ততেজগৎ ॥ ৩৫ ॥

আবর্ত্ততেবিপর্য্যস্যতে ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর কৌশিক! এই সংসারে কখন দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবান ব্যক্তিকে বিনাশ করে, কদাপি একব্যক্তি হইতেও শত শত বলিষ্ঠব্যক্তি নিহত হয়, কখন সামান্যকুলভব প্রাকৃত নরও নরপতি হইয়া সকলের উপর প্রভুতা করে, সুতরাং এতজ্জগতে সকলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন জগৎ, এ জগতে জীবের অধীন কিছুমাত্র বস্তু নাই ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর বিকারবৎ মনুষ্যোরস্বরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরঘুবর্য্য মুনিবর্য্যবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(জনতেয়মিতি) ॥

জনতেয়ং বিপর্য্যাসমজস্রমনুগচ্ছতি।
জড়স্পন্দ পরামর্শাত্তরঙ্গানামিবাবলী ॥ ৩৬ ॥

জনতাচেতনসমূহঃ জড়স্যাচেতনস্য প্রাণকরণাদেঃ জড়য়োরভেদাজ্জলস্যচস্পন্দেন পরামর্শাৎসংসর্গাৎ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রসূত মহর্ষে! এই জগতে জড়বৎ জনসকল নিয়তই বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন সলিলস্পন্দন দ্বারা তরঙ্গশ্রেণীর উদ্ভাবন হয়, অর্থাৎ জলভিন্ন তরঙ্গ অন্য বস্তু নহে, শুদ্ধ বায়ুর আঘাতে স্পন্দিত কল্লোলে যেমন ঢেউ উঠে, সেই রূপ সংসারে কার্য্যবর্গের উৎপত্তি হয় ॥ ৩৬ ॥

জীবেরদের নিজ শরীরেরই স্থিরতা নাই, তাহাতে বাহ্যবস্তুর প্রতি আস্থা কি? তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(বাল্যমল্পদিনৈরিতি)।

বাল্যমল্পদিনৈরেব যৌবনশ্রী ততোজরা।
দেহেপিনৈকরূপত্বং কাস্থাবাহ্যেষু বস্তুষু॥ ৩৭॥

অল্পদিনৈর্যাতিইতিশেষঃ॥ ৩৭॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর! এতৎ শরীরের বাল্যাবস্থা অতি অল্পদিনেই অবসান হয়, পরে যৌবন শ্রী প্রকাশ পায়, সেই যৌবনও অল্পদিনের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া, অনন্তর ভয়ঙ্করী জরাবস্থা আসিয়া উপস্থিতা হয়, অতএব বাল্য যৌবনাদি অবস্থাই মনুষ্যের এক দেহে একরূপে স্থির থাকেনা, তাহাতে বাহ্যবস্তু যে একভাবে সমানরূপে চিরকাল তাহাতে বিশ্বাস কি? ॥ ৩৭॥

অনন্তর মনের গতি অতি বিচিত্রা, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ক্ষণমানন্দিতামেতীতি)।

ক্ষণমানন্দিতামেতি ক্ষণমেতিবিষাদিতাং।
ক্ষণং সৌম্যত্বমায়াতি সর্ব্বস্মিন্নটবন্মনঃ॥ ৩৮॥

নটোযথাহর্ষবিষাদাদ্যভিনয়তিতদ্বৎ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! মন কখন আনন্দিত থাকে, কখন বা বিষাদিত হয়, কখন বা সাম্যরূপে অবস্থান করে, এইরূপ ভাল মন্দ বিষয় লইয়া মন ইহ সংসারে নটের ন্যায় নিয়ত নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, অর্থাৎ মন কখনই কাহার বশীভূত নহে সর্ব্বদাই অস্থিরস্বভাব হয়, ইতিভাবঃ॥ ৩৮॥

বালকের ন্যায় মনের চঞ্চলস্বভাব হয়, তদর্থে রঘুকুলপ্রদীপ শ্রীকুশিককুলপ্রদীপ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ইতশ্চান্যদিতি)।

ইতশ্চান্যদিতশ্চান্য দিতশ্চান্যদয়ং বিধিঃ।
রচয়ন্ বস্তুনাযাতিখেদং লীলাস্বিবার্ভকঃ॥ ৩৯॥

ত্রিভিরিত আদিশব্দৈঃ হর্ষবিষাদমোহহেতবোবিচিত্রাউচ্যন্তে॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! ইহসংসারে লোকের চিত্ত বালবৎ অব্যবস্থিত, কখন এমত চিন্তা করে যে অগ্রে এই বস্তুদ্বারা এই এই কর্ম্ম করিব, পরে অন্যরূপে অন্যৎকর্ম্মসকল সম্পাদিত হইবে, তাহাতে কখন প্রহর্ষ কখন বা বিষাদিত হয়, যেমন বালকেরা অগ্রে পুত্তলিকাদি রচনা করিয়া খেলা করে, পরে তাহাকে বিনষ্ট করতঃ খেদিত হইয়া পরে অন্যরূপে খেলা করিবার মানস করে, অর্থাৎ অগ্রে এইরূপে খেলা হউক্, পরে অন্যরূপে খেলা করিব, সেইরূপ মানস সংকল্পদ্বারা লোক সকল ইহসংসারে বালকের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ইতিভাবঃ॥ ৩৯॥

অনন্তর মনুষ্যসকল বিষয় ব্যাপারে মগ্ন হইয়া তচ্চিন্তাতেই সমস্ত কালক্ষেপ করিয়া থাকে, তদর্থে আক্ষেপ করিয়া রঘুনাথ মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(চিনোত্যুৎপাদয়ত্যত্তীতি)।

চিনোত্যুৎপাদয়ত্যত্তি নিহন্ত্যাস্বজতিক্রমাৎ।
সততং রাত্র্যহানীব নিবর্ত্তন্তেনরং প্রতি॥ ৪০॥

চিনোতিব্রীহ্যাদীব সঞ্চয়নোপচয়ং নয়তিতৈরন্যামুৎপাদয়তি, তাশ্চনিহন্ত্যাত্তিভক্ষয়তিতোলব্ধাস্বাদস্তথৈবনিরন্তরং মোক্তুমন্যানপিজন্তূনামৃজতিবিধিঃ সৃষ্টঞ্চনরং প্রতি হর্ষবিষাদাদয়োরাত্র্যহানীবসদাপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তেইত্যর্থঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ।

হে [illegible]বিবরকৌশিক! মনুষ্যগণে ক্রমে ধান্যাদির উপচয় করে, পরে তাহা হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং তাহাকে নিহত করিয়া আহারাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তদাস্বাদ লাভে অন্য জন্তু প্রতি হিংসা করিয়া তাদৃশ বস্তুর সর্জ্জন করা হয়, এইরূপ হর্ষ বিষাদ প্রাপ্ত জনসকলের রাত্রিদিন নিবর্ত্ত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

তাৎপর্য্য।—মনুষ্যমাত্রেই পরমার্থতত্ত্বকে বিস্মৃত হইয়া কিসে ধনাগম হইবে, কিসেই বা ধনবৃদ্ধি পাইয়া অন্যধনের উপচয় হইবে, কি রূপে সুখাহার করিয়া কাল যাপনা করিব, আর কিসে সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম পদ লাভ করিব, তদর্থে অন্যের প্রতি ঈর্ষাসূয়াদি প্রকাশ করতঃ নিরর্থ দিবারাত্রিক্ষেপে অবিরত আত্ম পরমায়ু ক্ষয় করিয়া থাকে, ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? ইতি রামাভিপ্রায়ঃ। ৪০॥

অচিরস্থায়ি জনসম্পদ দৃষ্টে বিষাদিতান্তঃকরণে দশরথনন্দনশ্রীরাম, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(আবির্ভাবেতি)।

আবির্ভাব তিরোভাব ভাগিনোভবভাগিনঃ।
জনস্যাস্থিরবৃত্তাংযান্তি নাপদোনচসম্পদঃ॥ ৪১॥

তদেবহেত্বর্থে র্যেন বিনোদয়তি আবির্ভাবেতি॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

"হে ঋষিশার্দ্দূল! সংসারসুখভোগেচ্ছু জনগণের এই দেহ গেহ ধনাদির কখন আবির্ভাব, কখন বা তিরোভাব হয়, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি কখন প্রকাশ, কদাপি অপ্রকাশ হয় এই মাত্র, আপৎ সম্পৎ দেহ গেহাদি কাহারই কখন একরূপে চিরদিন সমভাবে স্থির থাকে না। ইহা দেখিয়াও মূঢ়জনেরা পরমার্থ পথের পান্থ না হয় কেন, ইহাই বা কি আশ্চর্য্যের বিষয় ইতিভাবঃ॥ ৪১॥

অনন্তর আপদ সম্পৎ দ্বিবিধরূপধারি কাল, নিয়ত সংসারবিহারী হইয়া থাকেন, তদর্থে শ্রীরঘুনাথ মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কালইতি)।

কালঃক্রীড়ত্যয়ং প্রায়ঃ সর্ব্বমাপদিম্যাত্মনঃ।
হেলাবিচলিতাশেষ চতুরাচারচঞ্চুরঃ॥ ৪২॥

হেলয়াঅনাদরেণৈববিচলিতাঃ পরিবর্ত্তিতা অশেষাশ্চগুণাশ্চতুরাঃ সমর্থা অপি যেন তথাবিধেআচরণেচঞ্চুরঃ কুশলঃ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! এই কাল অশেষরূপ গুণ পরিবর্ত্তনকারি, সর্ব্বব্যবহার পটু, অবলীলা-ক্রমে এই সংসারনাট্য প্রকাশ করিতেছেন, জনসম্বন্ধে আপৎকালে প্রায়ই দুঃখজনক হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ৪২॥

তাৎপর্য্য।—কালই সুখ দুঃখ স্বরূপ হন, লোকে বলে দুঃখের দিন বৃদ্ধি পায়, সুখের দিন শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, তাহার অভিপ্রায় এই যে দুঃখ যাতনা অসহ্য বিধায় আক্রান্ত হয়, সুখে উৎসাহপ্রযুক্ত দিনের লঘুত্ব বোধ হয় এই মাত্র, সুতরাং এবিষয়ে সময়কেই প্রধান কহিতে হইবে, প্রায় শব্দ প্রয়োগাভিপ্রায়ে কেবল দুঃখজনক কাল এমত নহে সম্পৎকালে সুখজনকও বটেন, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪২॥

অনন্তর সংসাররূপ মহত্তরুবরের স্বরূপাবস্থিতির বর্ণনা করিয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে এইশ্লোক উক্তহইয়াছে।—যথা (সমবিষমেতি)।

সমবিষমবিপাকতো বিভিন্নাস্ত্রিভুবনপরম্পরাফলৌঘাঃ।
সময়পবনপাতিতাঃ পতন্তিপ্রতিদিনমাতত সংসৃতিদ্রুমেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীযোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে অবিরতবিপর্য্যাস
প্রতিপাদনং নামাষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

কর্ম্মণাং রসানাঞ্চসমবিষমবিপাকতোনানাবিধাস্ত্রৈলোক্য প্রাণিনিকায় লক্ষণাংফল সমূহা সংসৃতয়ঃ সংসারাঃ প্রতিজীবং ভিন্নাস্তল্লক্ষণেভ্যোদ্রুমেভ্যঃ সময়ঃ কালঃ তল্লক্ষণেনপবনেনপাতিতাঃ প্রতিদিনং পতন্তিতথাচপতনপর্য্যবসিতং সর্ব্বং দৃষ্টমেবেতিন ক্বচিদাস্থাযুক্তেতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে, বৈরাগ্যপ্রকরণে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

হে কৌশিকবরমহর্ষে! শুভাশুভ কর্ম্মজনিত যে ফল, তৎপরিণামে উৎপন্ন যে প্রাণীসকল, তাহারাই সংসাররূপ মহাবৃক্ষের ফলস্বরূপ হইয়াছে, ইহার পক্কাপক্ক উভয়মতেই কালরূপবায়ুকর্ত্তৃক পাতিত হইয়া প্রতিদিনই পতিত হইতেছে। অর্থাৎ কালে জীবসকল যে নিয়ত নিধন হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যের অভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে অবিরত বিপর্য্যাস প্রতিপাদন
নামে অষ্টাবিংশতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ।

সংসারের সম্যক্‌রূপ দোষ প্রদর্শনদ্বারা আপনার নির্ব্বেদতা অর্থাৎ বিষয়বিতৃষ্ণতা জন্মাইয়া সর্ব্বজীবের প্রশান্তিলাভার্থ শ্রীরাম মুনিবর্য্যবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, উনত্রিংশৎ সর্গের এই সংক্ষিপ্ত ফল, টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীরামউবাচ।

শ্রীরামচন্দ্র সমস্তপ্রকার বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া বিষয় দোষ দর্শনপূর্ব্বক মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(ইতিমেদোষেতি)।

ইতি মে দোষদাবাগ্নিদগ্ধে মহতি চেতসি।
প্রস্ফুরন্তিনভোগাশামৃগতৃষ্ণাসরস্স্বিব॥ ১॥

দোষাণাং দর্শনাৎ সর্ব্ব নির্ব্বেদঃ স্বস্থবর্ণ্যতে। রামেণ তৎ প্রশান্ত্যর্থ মুপদেশঃ তথার্থ্যতে॥ ইত্থং দোষদর্শনাৎ স্বচিত্তেতত্ত্ববুভুৎসাপর্য্যবসিতং নির্ব্বেদং দর্শয়তি ইতীত্যাদিনা দোষপদেনতদ্দর্শনাৎ লক্ষ্যতে দোষাণামেববাবিবেকবুদ্ধ্যারূঢ়ানাং দগ্ধত্বো বিবক্ষ্যতে এবং দগ্ধে দগ্ধাবস্থাবীর্জ্জেন ইতি বিবেক বিপুলেমরুষ্বেবহিমৃগতৃষ্ণাস্ফুরন্তিন সরস্সু॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! সরোবরে যেমন মৃগতৃষ্ণার স্ফূর্ত্তি হয় না, সেইরূপ দোষদাবাগ্নি দগ্ধ মনে বিবেকপ্রভাবে আমার বিষয়ভোগ বাসনা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—অবিবেক বুদ্ধিতেই বিষয়বাসনা স্ফূর্ত্তিকে পায়, কিন্তু বিবেকযুক্ত মনে তাহার কখনই স্ফূর্ত্তি হয় না, যেমন মরুভূমিপ্রান্তরে মৃগতৃষ্ণার স্ফূর্ত্তি হয়, সরোবরে মৃগতৃষ্ণার দীপ্তি নাই। অর্থাৎ জীবের চিত্ত যাবৎ বাড়বাগ্নিবৎ অজ্ঞানদোষে দগ্ধ হয়, তাবৎ ভোগবাসনার উদয় হয়, নির্ব্বেদযুক্ত হইলে আর ভোগতৃষ্ণা থাকে না, ইতিভাবঃ॥ ১॥

অনন্তর পরিণামবশে জীবের বুদ্ধি পক্কতা হইলে সংসর্গগুণে বিষয়ের প্রতি গাঢ়ানুরাগ জন্মে, তদর্থে রঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(প্রত্যহমিতি)।

প্রত্যহং যাতিকটুতা মেতিসংসারসংস্থিতিঃ।
কালপাকবশাল্লোলাঃ রসানিম্বলতা্ যথা ॥ ২ ॥

এষেতিপাঠেস্পষ্টং এতেতিপাঠেতুপ্রত্যহমহন্যহনিষাতিসতি সংসারস্থিতিরপিকটুতা-মৈষ্ঠ্যাতিশয়ং বৈরস্যাতিশয়ং বাএতীতিযোজ্যং কালেনপাকপ্রকর্ষবশাদল্পকটুকটুতর মিত্যেবমবস্থাভেদৈর্লোলাঃ কটুরসাঃযথানিম্বানাংলতাঃ কালবৃক্ষানুবার্ত্তিতদ্বৎ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবরমহর্ষে! এই সংসারে সংসক্তব্যক্তির তৎসংসর্গে স্থিতিকরণ জন্য নিকৃষ্টভোগাকৃষ্টতায় দিন দিন স্বভাব কটুতাকে প্রাপ্ত হয়, যেমন ভূমিগত চঞ্চল রস নিম্বলতাকে* আশ্রয় করিয়া দিন দিন গাঢ়রূপে তিক্ততাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সংসর্গগুণেই সকল হয় ইতিভাবঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর করঞ্জকর্কশন্যায় জীবের চিত্তের দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(বৃদ্ধিমায়াতীতি)।

বৃদ্ধিমায়াতিদৌর্জন্যং সৌজন্যং যাতিলাঘবং।
করঞ্জকর্কশেরাজন্ প্রত্যহং জনচেতসি ॥ ৩ ॥

প্রত্যহং ধর্ম্মপাদাপচয়াদধর্ম্মপাদোপচয়াচ্চেতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! হে মহর্ষিবিশ্বামিত্র! বিষয়াসক্তজীবের চিত্ত, করঞ্জ ফলেরন্যায় কর্কশ তাহাতে দিন দিন দৌর্জন্যের বৃদ্ধি, ও সৌজন্যের হ্রাসতা হইয়া থাকে। অর্থাৎ করঞ্জফল প্রথম অল্পাম্লরসবিশিষ্ট, পরে যেমন যেমন পরিপক্ক হইতে থাকে, তেমন তেমন সুরসতাকে ত্যাগ করিয়া কর্কশ অম্লরসকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবের বাল্যকালে বিষয়বোধ সংসর্গরহিতপ্রযুক্ত চিত্ত অল্পদোষান্বিত থাকে, ক্রমে যত বয়স বৃদ্ধি হয়, ততই বিষয়াসক্তি জন্মে তজ্জন্য ধর্ম্মপাদের হ্রাস হইয়া অধর্ম্মপাদ সংপূর্ণ-রূপে বর্দ্ধিত হয়, ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

---

* নিম্বলতাপদে নিম্বের দ্বৈবিধ্যরূপ, এক বৃক্ষরূপ অপর লতারূপও আছে, অথবা চিরতা লতাও তিক্তরসান্বিতা, তাহাকে ভূনিম্ব বলিয়া উক্ত করে।

অনন্তর শুষ্ক মাষশিম্বী অর্থাৎ মটরকলাইচর্ব্বণধ্বনির দৃষ্টান্তে জীবের কটূকোক্তির প্রমাণ করিয়া মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা—(ভুজ্যতে ভুবিমর্য্যাদেতি)।

ভুজ্যতে ভুবিমর্য্যাদাঝটিত্যেবদিনং প্রতি।
পাকশুষ্কমাষশিম্বী টঙ্কারকরবম্বিনা ॥ ৪ ॥

দিনং প্রতিদিনং নমুবীপ্সায়াং দ্বির্ব্বচনাভাবেঅবশ্যং নিত্যেনাব্যয়ীভাবেনভাব্যং সত্যং তথাপিচ্ছান্দসত্বাৎসনকৃতঃ পরিপাকশুষ্কমাষাণাং শিম্বীকাশিম্বীবমাষশিম্বী টঙ্কার রবেন ভুজ্যতে মর্য্যাদাতুতং বিনাত্রতথেতরান্বিশেষইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! যেমন শুষ্কমাষশিম্বী অর্থাৎ মটরকলাই পরিশুষ্ক হইলে তাহার চর্ব্বণে কট্ কট্ শব্দ হয়, সেই শব্দ শ্রবণে যেমন জনসকল বিরক্ত হয়। তাহার ন্যায় এই পৃথিবীতলে কেবল বিষয়ানুরাগিবৈরাগ্যশূন্য কঠিনচিত্ত জীবেরা কর্কশ কটূক্তি শব্দ প্রয়োগদ্বারা জনমর্য্যাদাকে নিয়ত গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নিয়ত একাগ্র বিষয়চিন্তা করা অতি বিফল, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(রাজ্যেভ্যইতি)।

রাজ্যেভ্যোভোগপূগেভ্যশ্চিন্তাপহোমুনীশ্বর।
নিরস্তচিন্তাকলিতাবৎসমৈকান্তশীলতা ॥ ৫ ॥

আকলিতাস্বীকৃতা একান্তঐকাগ্র্যং ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! রাজ্য কি ভোগবিষয়ে একান্ত অনুরাগ, বা তদর্থে নিয়ত ঐ চিন্তা করা উচিত হয় না। যেহেতু একান্তশীলতা ও চিন্তা ত্যাগ করা, এবিষয়ে ঐ উভয়ই সমান রূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ অত্যন্ত অনুরাগে পরমার্থ হানি, এবং চিন্তা ত্যাগ করিলেও বিষয় বিচ্যুতি হেতু ব্যাকুল থাকিতে হয় তাহাতেও পরমার্থ হানি ইতিভাবঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র আত্ম চিন্তার উপরতি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া জনহিতার্থে বিশ্বামিত্রঋষিকে কহিতেছেন। যথা—(নানন্দায়েত্যাদি)।

নানন্দায়মমোদ্যানং ন সুখায়মমস্ত্রিয়ঃ।
নহর্ষায়মমার্থাশা শাম্যামিমনসাসহ ॥ ৬ ॥

অর্থাশালক্ষণয়া ধনপ্রাপ্তিঃ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! এই মনোহরউদ্যান সকল আমার আনন্দের নিমিত্ত হয় না, ও সুন্দরীবরকামিনীগণও আমার সুখোৎপাদিকা নহে, অর্থেরআশাও আমার হর্ষের নিমিত্ত নয়, যেহেতু আমি স্বীয় মনের সহিত শমতাকে লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ মনে মনে শান্ত হইয়াছি ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

শান্তিবিনা অনুরাগনিবৃত্তির আর কোন কারণ নাই. তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিকে কহিতেছেন। যথা—(অনিত্যশ্চেত্যাদি)।

অনিত্যশ্চাসুখোলোকে তৃষ্ণাতাতত্বরুদ্বহা।
চাপলোপহতং চেতঃ কথং যাস্যামি নির্বৃতিং ॥ ৭ ॥
নাভিনন্দামিমরণং নাভিনন্দামি জীবিতং।
যথাতিষ্ঠামি তিষ্ঠামিতথৈব বিগতজ্বরং ॥ ৮ ॥

শান্তিং বিনানান্যোনিবৃত্তিহেতুরস্তীত্যাহ অনিত্যশ্চেতি ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজবিশ্বামিত্র! হে পিতৃবন্মান্যমহর্ষে! ইহলোকে অনিত্য সুখলালসা অত্যন্ত দুরুদ্বহা অর্থাৎ কেবল দুঃখজনিকা মাত্র, তাহাতে নিরন্তর চিত্তচাপল্যযুক্ত হয়, অতএব বিষয়সুখচিন্তা সত্বে আমি কি প্রকারে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব? ॥ ৭ ॥

হে মুনে! আমি জীবিত বা মরণ ইহার উভয় অবস্থাতেই আহ্লাদ করি না, যেহেতু এ উভয়ই যন্ত্রণাদায়ক, মনঃ ক্লেশ রহিত হইয়া যে অবস্থায় যেখানে যে রূপে অবস্থান করি, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠকল্প হয় ॥ ৮ ॥

কিং মে রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ কিমর্থেন কিমীহিতৈঃ।
অহংকারবশাদেতৎ সএবগলিতোমম ॥ ৯ ॥

ঈহিতৈরাজ্যাদিবিষয়ৈরভিলাষৈঃ চেষ্টিতৈর্বাএতৎ রাজ্যাদি ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরবিশ্বামিত্র! রাজ্য কি ভোগ বা অর্থচেষ্টার প্রতি আমার মন নাই,

এক্ষণে তাহাতে আর কি হইবে, যেহেতু এসকল বিষয় কেবল অহংকারদ্বারা প্রকাশ পায়, আমার সেই অহংবুদ্ধির শমতা হইয়াগিয়াছে, ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে আত্মপরিমোচনোপায় করে, সেই মহাপুরুষবাচ্য, তদভিপ্রায়ে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(জন্মাবলীতি)।

জন্মাবলি বরত্রায়া মিন্দ্রিয়গ্রন্থয়োদৃঢ়াঃ।
যেবদ্ধাস্তদ্বিমোক্ষার্থং যতন্তেযে ত উত্তমাঃ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়াণোবদৃঢ়াগ্রন্থয়ো বিষয়াসঙ্গস্যদুস্ত্যজত্বাৎতৈর্গ্রন্থিভি র্যে জন্মাবলীলক্ষণায়াং বরত্রায়াং চর্ম্মরজ্জ্বৌবদ্ধাজীবাস্তেষাং মধ্যেযেতদ্বিমোক্ষার্থং যতন্তেতএবোত্তমা ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরবিশ্বামিত্র! এই সংসারেমনুষ্যজন্মে ইন্দ্রিয়রূপদৃঢ়গ্রন্থিযুক্ত চর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ দেহপ্রাপ্ত যে সকল পুরুষ, তন্মধ্যে যাহারা তদ্বন্ধন মোচনের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে, তাহারাই উত্তম পুরুষ হয়। অর্থাৎ এই অপকৃষ্ট দেহ ধারণ করতঃভোগ লম্পট হইয়া যাহারা দিবসক্ষেপ করে, তাহারাই মহামূঢ় ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর করিকন্দর্পতুল্য দৃষ্টান্তে, কমলবৎ জীবের পরিমর্দ্দন ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরঘুরাজ মহর্ষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(মথিতমিতি)।

মথিতং মানিনীলোকৈর্ম্মনো মকরকেতুনা।
কোমলং খুরনিষ্পেষৈঃ কমলং করিণাযথা ॥ ১১ ॥

মকরকেতুনাকর্ত্রামানিনীলোকৈঃ করণৈর্ম্মথিতং হিংসিতং ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবরমহর্ষে! যেমন তীক্ষ্ণ খুরাঘাতদ্বারা সুকোমল কমলবনকে মত্তকারণগণে উন্মথন করিয়া থাকে, সেইরূপ উন্মদমন্মথ মানিনীকামিনীগণেরদ্বারা পুরুষ গণের মনকে মথন করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

অর্থাৎ ইহসংসারে ভোগিপুরুষদিগের কোন মতেই নিস্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, ইতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

যদি বাল্যকালে পরকালের চিন্তা না করা যায়, তবে জরাকালে কিছু হইতে পারে না, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(অদ্যচেদিতি)।

অদ্যচেৎ স্বচ্ছয়াবুদ্ধ্যা মুনীন্দ্রনচিকিৎস্যতে।
ভূয়শ্চিত্ত চিকিৎসায়াস্তৎ কিলাবসরঃকুতঃ॥ ১২॥

অদ্যাস্মিন্ বাল্যেবয়সিতত্তর্হিযোনরঃ সুদ্ধরোবৃক্ষোরূঢ়স্কন্ধোদ্ধুরুদ্ধরইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনীন্দ্র! যদি নির্ম্মল বুদ্ধিরূপ-ভেষজদ্বারা প্রথমবয়সে বিকারাপন্ন চিত্ত রোগের চিকিৎসা না করা যায়, তবে চিত্ত স্বাস্থ্য নিমিত্ত তৎ চিকিৎসার পুনর্ব্বার আর কোন্ সময়ে সাবকাশ প্রাপ্ত হইবে? ॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—কৌমার্য্যবয়োগ্যকে দেবগণেরা বাঞ্ছা করেন, যৌবনকালে কামোন্মথিতচিত্তপ্রযুক্ত কামিনীসঙ্গামোদে ও বিবিধ কেলিকলাপে সময়াতিপাত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় সংসারস্থ পুত্রামাত্য, বন্ধুবান্ধব সহালাপে ও সমূমরক্ষার্থে কাল যায়, জরাবস্থায় রোগ শোকাদিতে অবিভূত থাকিতে হয়, সুতরাং পরমার্থ চিন্তা করিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব প্রথম বয়সেই তচ্চিন্তা করা কর্ত্তব্য ইতিভাবঃ॥ ১২॥

অনন্তর বিষ হইতেও বিষয় বিষম যন্ত্রণাদায়ক হয়, তদর্থে শ্রীকৌশল্যানন্দন গাধিনন্দনমহর্ষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বিষংবিষয়বৈষম্যমিতি)।

বিষং বিষয়বৈষম্যং নবিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্নাবিষয়া একদেশহরং বিষং॥ ১৩॥

বিষয়লক্ষণং বৈষম্যং অনার্জ্জবং জন্মান্তরেষ্বপিম্নন্তিমৃত্যুং প্রাপয়ন্তীতিজন্মান্তরঘ্নাঃ॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! বিষও গুরুতর বিষ নহে যেমন এই বিষয় বিষমবিষ হয়, যেহেতু বিষ ও বিষয় এতদুভয়ের বিশেষ কিছু নাই, শুদ্ধ বৈষম্য মাত্র এই যে বিষ একজন্ম মাত্রকে নষ্ট করে, বিষয় জন্মজন্মান্তরকে নষ্ট করিয়া থাকে, এতদর্থে বিষহইতে বিষয় অতি গরীয় বিষ হয়॥ ১৩॥

যে বিষয়, জীবের আত্মবন্ধনের নিমিত্ত সে জ্ঞানির বন্ধনের নিমিত্ত নহে, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(নসুখানীতি)।

নসুখানি নদুঃখানি নমিত্রাণি নবান্ধবাঃ।
নজীবিতং নমরণং বন্ধায়জ্ঞস্য চেতসঃ॥ ১৪॥

নহুতত্ত্বজ্ঞা অপিবিষয়াজ্ঞানাং সুখাদিভাগিনোদৃশ্যন্তেতথা চ তেষুকোবিশেষস্তত্রাহ নেতিজ্ঞানিনআত্মজ্ঞস্য॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে কৌশিকরাজ! সুখ, দুঃখ, মিত্র, বন্ধুবান্ধব, এবং জীবিত বা মরণ ইত্যাদি কিছুই আত্মতত্ত্বজ্ঞজনের আত্ম বন্ধনের কারণ নহে। অর্থাৎ কেবল বিষয়লম্পট অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইহাতে বাঁধা পড়িয়াছে, ইতিভাবঃ॥ ১৪॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রঋষির নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত্যাকাংক্ষায় প্রার্থনা করিয়া, শ্রীরঘুনাথ জনোপকারার্থে আত্মদৈন্য জানাইতেছেন। তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(তদ্ভবামিযথা ব্রহ্মন্নিতি)।

তদ্ভবামি যথাব্রহ্মন্ পূর্ব্বাপর বিদাংবর।
বীতশোক ভয়ায়াসোজ্ঞস্তথোপদিশাশুমে॥ ১৫॥

সর্ব্বদুঃখাসংসর্গমূলোচ্ছেদিত্বাৎজ্ঞত্বমেবমহান্ পুরুষার্থইতিতদর্থমুপদেশং প্রার্থয়তেত-দিতিতস্মাদুক্তহেতোঃ যথাঽজ্ঞঃ সন্ বীতশোকভয়ায়াসোভবামিশীঘ্রং ভবিষ্যামিবর্ত্তমা-নসামীপ্যেলৃটতথৈবাশুউপদিশেতিসম্বন্ধঃ॥ ১৫॥

অন্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! আপনি পরাবরজ্ঞ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ, আমি আপনার মত ভয় শোকাদি রহিত হইয়া যাহাতে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারি, আমাকে আশু সেইরূপ স্বরূপ উপদেশ করুন্ ইত্যর্থে বিলম্বাসহ ইতিভাবঃ॥ ১৫॥

অনন্তর বনরূপে অজ্ঞানের বর্ণন করিয়া দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদভিপ্রায়ে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(বাসনাজালেতি)।

বাসনাজাল বলিতাদুঃখ কণ্টক সঙ্কুলা।
নিপাতোৎপাত বহুলাভীম রূপাজ্ঞতাটবী॥ ১৬॥

উপদেশবিলম্বায়স্বস্য দুঃখাতিশয়াসহিষ্ণুতানির্ব্বেদৌৎকর্ষং দর্শয়তিবাসনেত্যাদিনা-বাসনালক্ষণৈর্জালৈঃ লতাসঙ্কটৈঃ বাগুরাভির্ব্বাবলিতাবেষ্টিতানিপতন্তি উৎপতন্তিচানয়োরিতি নিপাতোৎপাতৌ নিম্নোন্নতপ্রদেশৌবিপৎসংপদৌনিরয়স্বর্গৌবাতচ্ছন্নৈর্ব্বাটবী অরণ্যং ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিকরাজ! বাসনাস্বরূপজালবেষ্টিত, সমূহ দুঃখরূপকণ্টকে আবৃত, জনন মরণরূপউচ্চনীচস্থানবিশিষ্ট, এই অজ্ঞান স্বরূপ ভয়ঙ্কর কানন হয়, অর্থাৎ ইহা হইতে যে কিরূপে নিস্তীর্ণ হইব তাহার উপায় নাই, আপনি কৃপা করিয়া উপায় বলুন্ ইতি পূর্ব্বশ্লোকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন, ইতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

করাতদন্তঘর্ষণধ্বনিবৎ কালের ভয়ঙ্করত্ব ও বিষয়বাসনারূপ তাহার দন্তের বর্ণন করিয়া, রঘুনাথ মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(ক্রকচাগ্রেতি)।

ক্রকচাগ্রবিনিষ্পেষং সোঢুংশক্নোম্যহং মুনে।
সংসারব্যবহারোগ্রং নাশাবিষয়বৈসসং ॥ ১৭ ॥

ক্রকচস্যাগ্রৈর্দশনৈর্বিনিষ্পেষং ঘর্ষণং আশাবিষয়াভ্যাংততং বৈশসং বিনাশনং। ১৭।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! বিষয় ও বাসনা, করাতদন্তের অগ্রন্যায় কালের উভয়রূপে দন্ত-পংক্তি, ইহার বিনিষ্পেষধ্বনি অর্থাৎ কট্‌কট্ শব্দেরন্যায় অসহ্য সংসার ব্যবহার জনিত বিনাশার্থ দুঃখসকল, তাহাকে আমি সহ্য করিতে পারি না, অতএব আমাকে সত্বর পরতত্ত্বোপদেশ করুন্ ইতি পূর্ব্বাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর সংসারব্যবহারকে ঘোরতর ভ্রমরূপে বর্ণনা করিয়া রঘুবরশ্রীরামচন্দ্র, মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(ইদংনাস্তীতি)।

ইদং নাস্তীদমস্তীতি ব্যবহারাঞ্জনভ্রমঃ।
ধুনোতীদং চলচ্চেতোরজোরাশিমিবানিলঃ ॥ ১৮ ॥

ইদমনিষ্টমস্তীতিভঙ্গিবারণেইদমিষ্টং নাস্তীতিসম্পাদনচপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদিব্যবহাররূপোঅবিদ্যাঞ্জনপ্রযুক্তোভ্রমঃ স্বভাবতএবচলচ্চেতোরজোরাশিমিবানিলইতি পাঠেতু-দাহোলক্ষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিকুশিকবর! এই অনিষ্ট, এই ইষ্ট, ইহাই কর্ত্তব্য, ইহা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু অনিষ্ট নিবারক যে ইষ্ট তাহা জগতে কিছুমাত্র নাই, এইরূপ অঞ্জনবৎ ঘোরান্ধকারস্বরূপ যে সংসারিক ব্যবহারভ্রম, সেই ভ্রম আমার চিত্তকে নিয়ত উড্ডীয়মান করিতেছে, যেমনী মহাবেগবান বায়ু রজোরাশিকে উড্ডীয়মান করিয়া থাকে। অর্থাৎ সংসার ব্যবহারাদিকার্য্যবর্গেই চিত্তকে নিরন্তর চঞ্চল করিয়া রাখে ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর মুক্তামালার উপমাদ্বারা জীবের স্বরূপাবস্থার বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(তৃষ্ণাতন্ত্বিতি)।

তৃষ্ণাতন্তুলবপ্রোতং জীবসঞ্চয় মৌক্তিকং।
চিচ্ছচ্ছাঙ্গতয়ানিত্যং বিকসচ্চিত্তনায়কং ॥ ১৯ ॥

তৃষ্ণৈবতন্তুতত্রপ্রোতং গুম্ফিতং জীবসঞ্চয়াজীব সমূহাএবমৌক্তিকাযস্মিন সাক্ষিচিচ্ছান্যাতৈজসত্বেনস্বচ্ছরূপতয়াচবিকসৎ বিশেষেণদীপ্যমানং চিত্তমেবনায়কঃপ্রধানঃশিখামণিযস্মিন্তথাবিধং॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবর! বাসনারূপসূত্রে গ্রথিত মুক্তারন্যায় সংসারস্থানীয় জীবসমূহ মালাবৎ হয়, চৈতন্যমার্জ্জিত নির্ম্মলচিত্ত ঐ মাল্যের সাক্ষিস্বরূপ। অর্থাৎ বিষয়রাগ সমন্বিত চিত্তগ্রন্থিযুক্তজীবরূপ মুক্তামালা অতি সুন্দর দৃশ্যাশোভনীয়া হয়, ইতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর কালভূষণমুক্তাদামরূপ সংসারপাশচ্ছেদনাভিপ্রায়ে শ্রীরঘুনাথ মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা। (সংসারহারমরতিরিতি)।

সংসারহারমরতিঃ কালব্যালবিভূষণং।
ত্রোটয়াম্যহমক্রূরং বাগুরামিবকেশরী ॥ ২০ ॥

কালোমৃত্যুঃসএবব্যালঃ যিঙ্গস্তস্যবিভূষণং অলঙ্কারভূতং সংসারলক্ষণংহারং মুক্তাহারং অরতির্বৈরাগ্যাদিসম্পন্নো অস্বচ্ছমনোবা অহমক্রূরক্রোধহিং সাদিতীক্ষ্ণোপায়ং যথা স্যাত্তথাবাগুরাং কেশরীবত্রোটয়ামি ভবদুপদেশজন্য জ্ঞানেনেতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! কালব্যালের ভূষণস্বরূপ সংসাররূপকণ্ঠসূত্র, এক্ষণে অক্রোধ ও অহিংসাদি উপায়দ্বারা ভবদুপদেশে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সেই কালভূষণ সংসার

রূপ কণ্ঠহারকে আমি ছেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেমন অরণ্যমধ্যে পাতিত মৃগবন্ধনীয়জালকে মৃগরাজ সিংহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—কাল মৃত্যু, ব্যালখল, অর্থাৎ কালই মহাখল, এই সংসারসূত্র তাহার ভূষণ, আমি তাহাকে আপনার উপদেশে অরতিশস্ত্রে অর্থাৎ বৈরাগ্যশস্ত্রে ছেদন করিয়া বিগতজ্বর হইব, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২০ ॥

অনন্তর সংসারনিস্তিতীর্ষু হইয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(নীহারমিতি)।

নীহারং হৃদয়াটব্যাং মনস্তিমিরমাশুমে।
কেনবিজ্ঞানদীপেন ভিন্দিতত্ত্ববিদাম্বর॥ ২১ ॥

হৃদয়ং হৃৎপুণ্ডরীকস্থানং তদেবদুষ্প্রবেশত্বাদটবীতস্যজাড্যাবরণ হেতুত্বান্নীহারং মিহিরাভূতং তত্ত্বাত্মতত্ত্বান্বেষণপ্রবৃত্তস্যমনসস্তিমিরণেববিবেকনেত্রপিধায়কমজ্ঞানং কেনস্মুখকরণেনেনশিবইবপ্রধানেনবা বিজ্ঞায়তেতত্ত্বনেনেতি বিজ্ঞানমুপদেশঃ সএবদীপস্তিদিশ টতিদীপঃ সূর্য্যস্তেনভিন্দিবিদাম্বর॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে তত্ত্ববিদাম্বর! আমার এই হৃৎপুণ্ডরীক অতি দুষ্প্রবেশঅরণ্যপ্রায়, জড়তারূপ নীহারে আবৃত জন্য অন্ধকারপ্রায়হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ বিবেক স্বরূপ লোচনাচ্ছাদকমানসঅজ্ঞানরূপ তিমিরাবৃত হয়, হে প্রভো! বিজ্ঞান দীপদ্বারা ঐ অন্ধকার কি রূপে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ইহা আপনি তত্ত্বোপদেশ স্বরূপ মিহিরোদয়ে আশু বিদারণ করুন্ ইতিভাবঃ॥ ২১ ॥

অনন্তর সাধুসঙ্গপ্রশংসা করিয়া রঘুনন্দন গাধিনন্দনবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(বিদ্যন্তএবেহেতি)।

বিদ্যন্তএবেহনতেমহাত্মন দুরাধয়োনক্ষয়মাপ্নুবন্তি।
যেসঙ্গমেনোত্তমমানসানাং নিশাতমাংসীবনিশাকরেণ॥ ২২ ॥

উত্তমমানসানাং সঙ্গেনতৎফলেনোপদেশেনক্ষয়ং নাপ্নুবন্তিতথাবিধাদুরাশয়োসম্পত্তি নবিদ্যন্তএবেতি সম্বন্ধঃ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! এমন দুরাধি জগতে কি আছে যে সাধুসঙ্গে তাহা বিনষ্ট না হয়? অর্থাৎ দুঃখদায়ক মনঃপীড়া এমন কিছুই নাই। যেমন রজনীকান্ত উদিত হইয়া ঘোরতর যামিনীধ্বান্তকে বিনাশন করেন, তদ্বৎ সাধুসঙ্গ দ্বারা অনায়াসে কায়ক্লেশ ও মানসিকক্লেশাদি সকল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ২২॥

অনন্তর আয়ুর নশ্বরতা প্রতিপাদনজন্য রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(আয়ুর্ব্বায়ুরিতি)।

আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীলম্বাম্বুবস্তুঙ্গরং
ভোগামেঘবিতান মধ্যবিলসৎ সৌদামিনীং চঞ্চলাং।
লোলাযৌবনলালসা জলবয়শ্চেত্যাকলয্যদ্রুতং
মুদ্রৈবাদ্যদৃঢার্পিতানন্যময়াচিত্তেচিরং শান্তয়ে॥ ২৩॥

ইতি সকলাবস্থানাস্থাপ্রতিপাদনং নামৈকোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

নন্বশাস্ত্যাদিদার্ঢ্যশূন্যোবালেত্বয়িকুতোপ্যুপদেশঃ কথং ফলিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাস্বস্যশান্ত্যাদি দার্ঢ্যং দর্শয়তিআয়ুরিতি যথা রাজ্ঞাবহুম্বধিকারলিপ্সুসুসৎসুযেষুলোভকাতরাদিদোষৈঃ রাষ্ট্রেপীড়াপরিক্রমাদি প্রসক্তিস্তানবিহায়কস্মৈচিদেব গুণবতেসমর্থায় প্রধানাধিকার মুদ্রাসমর্প্যতেতথাময়াপ্যাস্মিন্নপিবয়সি আয়ুর্ভোগযৌবনাদিষুতৃষ্ণাচাপল্যাদিদোষৈশ্চিত্তে দুঃখনাশাদানর্থমাকলয্যতানিবিহায় সর্ব্বদোষ রহিতায়ৈ সমর্থায়ৈচশান্তয়েপ্রশমায়ৈবস্বচ্ছা অচলাচিত্তে বিষয়ে অধিকারমুদ্রাঅর্পিতেত্যর্থঃ। বায়ুঘটিতায়াং অভ্রপটল্যাং লম্বমানং যদম্বুতদ্ভঙ্গুরং মেঘানাং বিতানেবিস্তারঃ বিতানমিববিস্তৃতাবামেঘাস্তেষাংমধ্যেবিলসন্তী সৌদামিনীবিদ্যুদিবচঞ্চলাঃ যৌবনসম্বন্ধিন্যোলালসাশ্চিত্তবিনোদাঃ ইবার্থেচশব্দঃ জলস্য বয়োবেগইবলোলাঃ তুল্যয়োরেবোৎসর্গতঃ সমুচ্চয়োক্তইত্যর্থাদ্বাইবার্থলাভঃ দ্রুতং শীঘ্রং আকলয্যবিধার্য্য॥ ২৩॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণেএকোনত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! জীবের পরমায়ু অতি ক্ষণভঙ্গুর, বায়ুকর্ত্তৃক আহত ঘননিঃসৃত জলবিন্দুরন্যায় চঞ্চল হয়, বিস্তীর্ণ মেঘান্তরস্থবিদ্যুদ্দীপ্তিরন্যায় ভোগবিষয় সুচঞ্চল ও লম্বমান জলবেগের ন্যায় অচিরস্থায়িনী অর্থাৎ জলস্রোতের ন্যায় অস্থির

যৌবনলালসা, ইহা নিশ্চিত অবধারণা করিয়া মনোরাজ্যকে সম্যক্ স্থিরাধিকার করতঃ এক্ষণে শান্তিকে রাজোপঢৌকনবৎ সত্বর সম্যক্ ভার সমর্পণ করিতেছি, অর্থাৎ আর আমার নশ্বর জগতে চিত্তের অভিনিবেশ নাই, আমি ধন জন যৌবনাদি সমস্ত সম্পত্তি এককালে শান্তিকে সমর্পণ করিতেছি, ইতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে সকল অবস্থার অনাস্থা প্রতিপাদন নামে একোনত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ।

শ্রীরামচন্দ্র অত্রসর্গে সম্যক্ হেতুপ্রদর্শন দ্বারা স্বীয় চিত্তের উদ্বেগ প্রকাশপূর্ব্বক, তাঁহার নিরাসার্থ, এবং বিশ্রান্তি সুখলাভের প্রত্যাশায় বিশ্বামিত্রের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাই ত্রিংশৎসর্গের সম্যক্‌ফল টীকাকার মুখবন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরামউবাচ।

অনন্তর শ্রীরঘুনাথ, নানাপ্রকার হেতু প্রদর্শনদ্বারা আপনার চিত্তোদ্বেগের বিষয় প্রকাশ করিয়া বিশ্রান্তিলাভের নিমিত্ত মহর্ষিসন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন, তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা—(এবমিতি)।

এবং সমুত্থিতানর্থশতসংকটকোটরে।
জগদালোক্যনির্মগ্নং মনোমননকর্দমে ॥ ১॥

স্বচিত্তোদ্বেগমেবেহহেতুভিঃ সংপ্রকাশয়ন্তন্নিরাসায়বিশ্রান্ত্যৈ প্রার্থয়ত্যুপদেশনং স্বচিত্তোদ্বেগমেবহেতুভিঃ প্রপঞ্চয়ন্বিশ্রান্তিহেতুভূতোপদেশমেব বিস্তরেণপ্রার্থয়তিএব মিত্যাদিএবমুক্তপ্রকারৈরনর্থশতৈঃ সংকটৈর্নিবিড়িতে অর্থাৎসংসারান্ধকূপস্থকোটরে ছিদ্রে জগজ্জীবজাতং নির্মগ্নমালোক্যমনোমননমত্ত চিত্ততল্লক্ষণেকর্দ্দমেনিমগ্নংমমেতিশেষঃ ॥ ১

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর! সমুত্থিত অনর্থ সমূহদ্বারা নিবিড়ান্ধকারস্বরূপ সংসারকূপ, অতি গভীর, মানসসংকল্পরূপ পঙ্কে পরিপূর্ণ, এমত সঙ্কটরূপ জগৎকে দেখিয়াও আমার চিত্ত মন মননরূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইতেছে। ইহা হইতে যে কি রূপে উদ্ধার হইব, তাহা আমাকে উপদেশ করুন, ইহাও উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর সংসারভীতি প্রদর্শনার্থে আরও বিস্তারিতরূপে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(মনোমেভ্রমতীবেদমিতি)।

মনো মে ভ্রমতীবেদং সম্ভ্রমশ্চোপজায়তে।
গাত্রাণিপরিকম্পন্তে পত্রাণীবজরত্তরোঃ॥ ২॥

সম্ভূমোতয়ং জরন্তরোর্জীর্ণবৃক্ষস্য ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! সংসারকুহকে আমার মন নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ এবং অশেষ-প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া আমার এই দেহ নিয়ত কম্পান্বিত হইতেছে, যেমন পবনাহত জীর্ণতরুর পত্রসকল প্রকম্পিত হয় ॥ ২ ॥

দুর্ব্বলপতির সহায়ে বালা যুবতির ভীতিপ্রদর্শন করাইয়া অনপ্তরপ্রাপ্ত সন্তোষের বিষয় শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি কুশিকরাজকে কহিতেছেন। যথা—(অনাপ্তোত্তমেতি)।

অনাপ্তোত্তমসন্তোষ ধৈর্য্যোৎসঙ্গাকুলামতিঃ।
শূন্যাস্পদাবিভেতীহবালেবাল্পবলেশ্বরা ॥ ৩ ॥

নআপ্তঃ নআপ্তঃ উত্তমঃ সংতোষাধৈর্য্যলক্ষণঃ মাতুরুৎসঙ্গোপপাসামতিঃ শিশুস্থানীয়া বিভেতিঅল্পবলোরক্ষণাসমর্থঈশ্বরঃ পতির্যস্যাঃ সাবালাস্ত্রী যথারণ্যাদৌবিভেতিতদ্বৎ।৩।

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর! যেমন অরণ্যাদিজনশূন্যস্থানে অল্পবলি পতিকে সহায় করিয়া থাকিতে বালাযুবতি ভীতা হয়, তদ্রূপ আমার মতিও উত্তম সন্তোষের সহায় অপ্রাপ্তে আশ্রয়শূন্যা হইয়া অল্পবলি বৈরাগ্যাশ্রয়ে থাকিয়া ভীতা হইতেছে, ইত্যর্থে বৈরাগ্যের দুর্ব্বলতা নহে,আপনাতে অপ্রাপ্ত সম্যক্ বৈরাগ্যজন্য বৈরাগ্যকে অল্পবলী বলিয়াছেন। ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর প্রচ্ছন্নকূপে পতিত হরিণদৃষ্টান্তে আত্মোদ্বেগ বিবরণ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বা-মিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(বিকল্পেভ্যইতি।

বিকল্পেভ্যোলুঠন্তে তাশ্চান্তঃকরণবৃত্তয়ঃ।
শ্বভ্রেভ্যইবসারঙ্গাঃ তুচ্ছালম্ববিড়ম্বিতাঃ ॥ ৪ ॥

তুচ্ছৈর্বালৈর্বিষয়ৈর্বিড়ম্বিতাঃ বঞ্চিতাঃ অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ বিকল্পেভ্যোবিক্ষেপদুঃখে-ভ্যোবিক্ষেপদুঃখানিপ্রাপ্তুং ক্রিয়ার্থোপপদস্যকর্ম্মাণি ন স্থানিনইতিকর্ম্মণি চতুর্থীলুঠন্তি গচ্ছন্তিদুঃখগর্ত্তে পতন্তীতিযাবৎ যথা সারংগা মৃগাস্তুচ্ছলম্বমান তৃণাদিবঞ্চিতাঃ শ্বভ্রেষু পতন্তিতদ্বৎ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! যেমন তৃণ লোভিতহরিণগণ বিড়ম্বনামূলক লম্বমানতৃণাচ্ছাদিতগর্ত্তে পতিত হয়, তদ্বৎ আমার অন্তঃকরণ বৃত্তিসকল, নানা বিষয়ে চিত্ত বিক্ষেপ জন্য দুঃখ পাইবার নিমিত্তে সুখবোধে সংসারকূপে নিপতিত হইতেছে॥ ৪॥

ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তির অসত্তাবর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অবিবেকাস্পদেতি)।

অবিবেকাস্পদাভ্রষ্টাঃ কষ্টেরূঢানসৎপদে।
অন্ধকূপমিবাপন্নাবরাকাশ্চক্ষুরাদয়ঃ॥ ৫॥

তত্রহেতুমাহ অবিবেকেতি ন বিদ্যতেবিবেকোযেষাং পুরুষাণাং তদাস্পদাঃতদাশ্রিতাশ্চক্ষুরাদয়ো যতঃ কষ্টেসংসারস্থানএবরূঢাশ্চিরপরিচয়েন দৃঢবাসিতানতুসৎপদেপরমার্থবস্তুনীত্যর্থঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! অবিবেকাস্পদ সৎপথভ্রষ্ট চক্ষুরাদি ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়গণ কষ্টারূঢ় হইয়া অন্ধকূপে চিরকাতররূপে দৃঢ় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে. কোনমতে সৎপদে আসক্ত নহে॥ ৫॥

তাৎপর্য্য।—অবিবেকিপুরুষকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্রাভিলাষী চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ভ্রষ্ট হইয়াছে, কষ্টপ্রদায়ক সংসাররূপ অন্ধকূপে চিরকালের নিমিত্ত পতিত হইয়া দৃঢ় বন্ধন প্রাপ্ত হইতেছে, পরমার্থতত্ত্ব বিচারে কোনমতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিরন্তর যাতায়াতরূপ সংসৃতি যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে, বিশ্রান্তি সুখ লাভার্থ উপায়মাত্র করে না, ইতিভাবঃ॥ ৫॥

অনন্তর জীবও চিন্তাকে পতিপত্নীভাবে বর্ণন করিয়া শ্রীরঘুপতি কুশিককুলপতি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(নাবস্থিতিমিতি)।

নাবস্থিতিমুপায়াতি নচযাতিযথেপ্সিতং।
চিন্তাজীবেশ্বরায়ত্তাকান্তেব প্রিয়সদ্মনি॥ ৬॥

জীবএবেশ্বরঃপতিঃ তস্মিন্নাপন্নানিবদ্ধা অবস্থিতিং উপরমং যথেপ্সিতং বিষয়ং দেশঞ্চ যাতিপ্রাপ্নোতি॥ ৬॥

অস্যার্থঃ।

হে সাধো! নারী যেমন পতির অধীনা হইয়া পতির গৃহেই আসক্তা থাকে, আত্মেচ্ছাবশে অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে না। তাহারন্যায় চিন্তাও জীবের অধীনা হইয়া দেহে অবস্থিতি করিতেছে; যথাভিলষিত স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিতেছে না॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—কুলবধূরন্যায় চিন্তা, জীবরূপপতির অধীনা, সুতরাং তদ্বশে অবস্থিতা হইয়া অভিলষিত তত্ত্বাস্পদ প্রাপ্তা নহে, অর্থাৎ চিন্তা কেবল বিষয়েই ব্যাকুলা, বাঞ্ছিত পরমতত্ত্ব প্রাপ্তাভিলাষিনী নহে, ইতিভাবঃ॥ ৬॥

হিমাগমে নীরসতাপ্রাপ্তালাতার উপমাদ্বারা ধীরতার দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(জর্জ্জরাক্রুত্যেতি)

জর্জ্জরাঃক্রুত্যবস্তুনিত্যজতীবিভ্রতীতথা।
মার্গশীর্ষান্ত[illegible]ব ধৃতির্বিধুরতাঙ্গতা॥ ৭॥

বস্তুনিবিষয়ান পর্ণাদীং শ্চবিবেকহিমোপদ্ব্যতাত্যজতীরসাবশেষাৎকানিচিদ্বিভ্রতীরসোপ্যাস্তপরং দৃষ্টানিবর্ত্ততইতিভগবদ্বচনাদ্বিনাত্মদর্শনং রসানিবৃত্তেঃ মার্গশীর্ষান্তাস্তঃ পৌষারম্ভঃ॥ ৭॥

অস্যাথঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! অগ্রহায়ণমাসের অবসানে প্রাপ্ত পৌষমাসে হিমাঘাতে জীর্ণালতা যেমন নীরসতাপ্রযুক্ত পত্রাদিকে ত্যাগ করে, কখন বা কোনরূপ রসাভিষেক প্রাপ্তা হইয়া পত্রাদি ভূষিতা থাকে, তাহার ন্যায় জীবের ধীরতা ভগবৎ কথারূপ রস বিহীনে নিরন্তর জীর্ণ হইয়া পত্ররূপ স্বাঙ্গাবয়বকে ত্যাগ করিতেছে, কখন বা রসবৎ সাংসারিককার্য্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়া কাতর হইতেছে, ফলিতার্থ উভয়মতেই ধীরতার অধীরতা সম্পন্ন হইয়াছে ইতিভাবঃ॥ ৭॥

অনন্তর চিত্তের অনবস্থিতি বিষয়ে রঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অপহস্তিতেতি)।

অপহস্তিতসর্ব্বার্থ মনবস্থিতিবাস্থিতা।
গৃহীত্বোৎসৃজ্যচাত্মানং ভবস্থিতিরবস্থিতা॥ ৮॥

তামন্তরাবস্থামেবক্লেশবহাং স্বস্যপ্রপঞ্চয়তি অপহস্তিতেতেতি উক্তাচিত্তস্যানবস্থিতাইস্তাদপগমিতাঃ সর্ব্বেষাং সাংসারিকাঃ পারমার্থিকাশ্চার্থঃ সুখানিযস্মিং স্তদযথাস্যাস্তথা আস্থিতাস্তথাচোভয়ভ্রংশঃ সম্পন্নইতিভাবঃ। যতঃ আত্মানং মাং সংসারস্থিতিঃ স্ববিবেক মাত্রেণার্দ্ধ প্রবোধাদর্দ্ধমুৎসৃজ্যার্দ্ধঞ্চ গৃহীত্বাবস্থিতেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষে! চিত্তের অনবস্থিতি অর্থাৎ জীবের চিত্তের স্থিতি আপনার হস্তগত না হইয়া, সংসারে সর্ব্বসুখাশ্রিত বস্তুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ আত্মাকে অর্দ্ধাবলম্বন করিয়া, অর্দ্ধ পরিত্যাগ করতঃ সংসারে অবস্থান করিতেছে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—চিত্তের সংসার বিষয়ে অর্দ্ধস্থিতি, অর্দ্ধ আত্মাবলম্বনে স্থিতি হয়, অর্থাৎ বিষয়লাভসূচকপুরুষকারতার প্রতি বিশ্বাস করিয়া, বিপদাগমে আত্মাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, যখন সুখসাধন কার্য্যে লাভাদি হয়, তখন জীবের আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি, যখন বিপদোপস্থিত হয়, তখন ঈশ্বরাধীন, এই উভয়প্রকারে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে চিত্তের অবস্থান, ফলিতার্থ ইহাতে মঙ্গল নাই, উভয়ই ভ্রষ্ট হয়, ইহাকেই অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ বলে ইতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর তত্ত্বাবলম্বন বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া শ্রীরঘুনাথ মুনিনাথবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(চলিতা চলিতেনান্তরিতি)।

চলিতাচলিতেনান্তরবষ্টম্ভেনমেমতিঃ।
দরিদ্রাচ্ছিন্নবৃক্ষস্য মূলেনেববিড়ম্বতে ॥ ৯ ॥

অন্তরবষ্টম্ভআত্মতত্ত্বনিশ্চয়াবলম্বনং তেনদরিদ্রাৎরহিতেতিযাবৎ মে মতিশ্ছিন্নবৃক্ষস্য মূলেনস্থাণুনাযথা মহান্ধকারেস্থাণুর্বানরোবেতি সত্যাসত্যকোটিদ্বয়চলিতাচলিতেন সংশয়েনবিড়ম্বতেতদ্বদিদং তত্ত্বং স্যাদিদং বালত্বমিতিসংশয়েন বিড়ম্বতইত্যর্থঃ। অথবা উক্তলক্ষণামেমতির্দোষদর্শনজন্য বৈরাগ্যাদ্দার্ঢ্যাদ্রাগেভ্য শ্চলিতেন মূলাজ্ঞানামুচ্ছেদাদচলিতেনচবাসনা প্ররোহেনতুনচ্ছিন্নবৃক্ষস্যমূলেন মূলামুচ্ছেদাৎপুনঃ প্ররোহবন্মুখেনবিড়ম্বতে অনুক্রিয়তইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে আমার মতি অতি সংশয়াপন্না হইয়াছে, যেমন বিড়ম্বিত শাখাপল্লবাদি ছিন্ন সংস্থিত মুড়া বৃক্ষের মূলেরন্যায় বিড়ম্বিতা হইতেছে, অর্থাৎ অন্ধকারস্থ ব্যক্তি দূরস্থিত শাখাপল্লবাদি রহিত বৃক্ষের মূল দেখিয়া ভ্রমপ্রযুক্ত বিতর্ক

করে, যে পুরস্থিত দৃষ্ট হইতেছে, ঐ বস্তু বৃক্ষের মূল কি দণ্ডায়মান চৌর নরশরীর, তাহার নিশ্চয় করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের স্বরূপাবস্থিতির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মতিও বঞ্চিতা হইতেছে ॥ ৯ ॥

অনন্তর চিত্তের অত্যন্তচাঞ্চল্য বিষয়ে আত্মদীনতা বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(চেতশ্চঞ্চলমিতি)।

চেতশ্চঞ্চলমাভোগি ভুবনান্তর্বিহারি চ।
নসংভ্রমং জহাতীদং স্ববিমানমিবাসবঃ ॥ ১০ ॥

স্বতএবচঞ্চলং আভোগিনানাভোগবাসনাবিস্তীর্ণং ভুবনান্তর্বিহরণেনচদৃঢ়াভ্যস্তচাপলং অতাবলান্নিগৃহ্যমানপিতত্ত্বজ্ঞানাবষ্টম্ভাৎ সম্ভ্রমঞ্চাপলং নজহাতি বিমানপক্ষে আভোগিনানাভোগসামগ্রীপূর্ণং ১০

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবর! নানাপ্রকার ভোগবাসনা ব্যাপ্ত এই জগন্মধ্যে অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তর চারি বিহারশীলচিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল, সে কোনক্রমেই আপনার চপলতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, যেমন প্রাণসকল শরীরস্থ আপন আপন আশ্রয়স্থানকে পরিত্যাগ করে না। অর্থাৎ চঞ্চলতাই মনের আশ্রয় স্থান হয়, ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র আত্মার বিশ্রাম স্থান জিজ্ঞাসু হইয়া মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(অতোঽতুচ্ছমিতি)।

অতোতুচ্ছমনায়াস মনুপাধিগতভ্রমং।
কিন্তৎস্থিতিপদং সাধো যত্রশোকো ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥

অতুচ্ছং পরমার্থসত্যং জন্মমরণায়াসরহিতং দেহাদ্যুপাধিশূন্যং ভ্রমহেতুচ্ছেদাদ্গতভ্রমং স্থিতিপদং বিশ্রান্তিস্থানং যত্রগত্বাযৎপ্রাপ্য ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! আমি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, জন্মমরণাদি আয়াসরহিত, অতুচ্ছ অর্থাৎ যথার্থ সত্য, ভ্রান্তিশূন্য ও দেহাদি উপাধিহীন, সুখাকর বিশ্রামস্থান কোথায়, তাহা আমাকে উপদেশ করুন, যেস্থানে গমন করিলে জীবের শোক মোহাদি কোন উৎপাৎ থাকে না ॥ ১১ ॥

সর্ব্বারম্ভসমারূঢ়াঃ সুজনাজনকাদয়ঃ।
ব্যবহারপরাএবকথমুত্তমতাঙ্গতাঃ॥ ১২॥

যোগিবসর্ব্বেষুদৃষ্টাদৃষ্টফলারম্ভেষু তৎপরাস্তদনুকূললৌকিক বৈদিকব্যবহারপরাএবেত্যর্থঃ॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! জনকরাজা প্রভৃতি অনেকানেক সুধার্ম্মিক সাধুজনেরা শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্মযোগ করিয়া সর্ব্ব ব্যবহারাধীনে কিরূপে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমার এই মাত্র সংশয় সম্প্রতি ছেদন করুন্ ইতিভাবঃ॥ ১২॥

সংসারে থাকিলেই সংসারদোষে লিপ্ত হইতে হয়, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র ঋষিবরবিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা—(লগ্নেনাপীতি)।

লগ্নেনাপিকিলাঙ্গেষু বহুনাবহুমানদ।
কথং সংসারপঙ্কেন পুমানিহনলিপ্যতে॥ ১৩॥

সংসারপঙ্কেনপুণ্যপাপরূপেণ শোকমোহাদিনাচ॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! পঙ্কে সংলগ্ন ব্যক্তির গাত্রে পঙ্ক না লাগিবার বিষয় কি? তদ্বৎ ইহসংসারে আসক্তব্যক্তি সংসারপঙ্কবৎ বহুদোষে সংলগ্ন মনুষ্য, তদ্দোষে লিপ্ত না হইবে কেন? অবশ্যই লিপ্ত হইবেক॥ ১৩॥

পুনরপি মুমুক্ষাবিষয়ের উদ্দেশে বিষয়ানুরাগিরগতির প্রশ্ন করিয়া কৌশল্যাতনয়, গাধিতনয়বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(কাংদৃষ্টিমিতি)।

কাংদৃষ্টিং সমুপাশ্রিত্য বিষয়াভোগভোগিনঃ।
ভঙ্গুরাকারবিভবাঃ কথমার্য্যাস্তিভব্যতাং॥ ১৪॥

বিষয়াভোগাঃ বিষয়যেষাং ভোগিনঃ সর্পাভঙ্গুরোনশ্বরোকুটিলোচাকারবিভবোযেষাং সর্পপক্ষেবিভবোবিষয়সামর্থ্যং ভব্যতাং মঙ্গলতাং॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশার্দ্দূল! এই নশ্বর শরীর ও নশ্বর ঐশ্বর্য্য সংপ্রাপ্ত বিষয়ভোগিজনেরা

বিষম বিষধর সদৃশ বিষয় পরিবেষ্টিত হইয়া কি রূপ জ্ঞানাবলম্বন করিয়া, মঙ্গলাস্পদ হইতে পারে, অর্থাৎ অময়ণ ধর্ম্ম লাভ কি রূপে করিবে, তাহা আপনি উপদেশ করুন্ ইতি পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অভিপ্রায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বুদ্ধি মলিনতার পরিশোধনার্থ প্রশ্নে ঋষিবরবিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা—(মোহমাতঙ্গেতি)। অনন্তর সংসার নির্লিপ্ততা বিষয়েও শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(সংসারএবেত্যাদি)।

মোহমাতঙ্গমৃদিতাকলঙ্ক কলিতান্তরা।
পরং প্রসাদমায়াতি শেমুষীসরসীকথং ॥ ১৫ ॥
সংসারএবনিবহে জনোব্যবহরন্নপি।
নবন্ধং কথমাপ্নোতি পদ্মপত্রেপয়োযথা ॥ ১৬ ॥

মৃদিতাবিলোড়িতাকলঙ্কাঃ কাদার্দয়ঃ কর্দ্দমশৈবালাদয়শ্চপ্রসাদং নৈর্মল্যং শেমুষী-প্রজ্ঞাসৈবসরসীমহৎসরঃ দক্ষিণাপথেমহান্তিসবাংসি সরস্যইত্যুচ্যন্তে ইতি মহাভাগোক্তেঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! মত্তহস্তিকর্ত্তৃক উন্মথিত সরোবরের জল যেমন পঙ্ক ও শৈবালাদি দ্বারা মলিন হইয়া যায়, তদ্রূপ মোহস্বরূপ মত্তমাতঙ্গকর্ত্তৃক উন্মথিতা বুদ্ধিরূপ সরসী পঙ্ক শৈবালবৎ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা মলিনা হইয়া রহিয়াছে, সেই বুদ্ধি যে কি রূপে নির্ম্মল হইবে, ইহার উপায় দেখিতে পাই না, ইতিভাবঃ ॥ ১৫ ॥

হে মহামুনে! এই সংসার প্রবাহে নিপতিত জনসকল, সংসারোচিত ব্যবহারে লিপ্ত থাকিয়াও কি রূপে নলিনীদলগত জলবৎ নির্লিপ্ত হইতে পারে, তাহা আজ্ঞা করেন, অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া সংসার বন্ধন প্রাপ্ত না হয় ইতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর জিতেন্দ্রিয়তা বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জনহিতার্থে বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(আত্মবদিতি)।

আত্মবত্তৃণবচ্চেদং সকলং কলয়ন্জনঃ।
কথমুত্তমতামেতি মনোমন্মথমস্পৃশন্ ॥ ১৭ ॥

নিবহেপ্রবাহরূপে ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপ্রদীপ! ইহসংসারে বিষয়ভোগিজন সকল, আত্মবৎ পরকে দেখিয়া পরদ্রব্যকে তৃণজ্ঞান করিয়া, মানসে মন্মথকে স্পর্শ না করিয়া, কি রূপে উত্তমতা লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ কি উপায়ে এরূপ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হয়, তাহা আজ্ঞা করুন্ ইতিভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষকে দেখিয়া কে না আত্মদৈন্যের অঙ্গীকার করে? তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রশ্ন করিতেছেন। যথা—(কংমহাপুরুষমিতি)।

কং মহাপুরুষং পারমুপযাতং মহোদধেঃ।
আচারেণানুসংস্মৃত্য জনোযাতিনদুঃখিতাং ॥ ১৮ ॥

পরদুঃখাদাত্মবৎ দুঃখাদৌ তৃণবদন্তর্দৃষ্ট আত্মবৎবহির্দৃষ্টতৃণবৎ কল্পয়ন্ পশ্যন্ মনসোমন্মথং কামাদিবৃত্তিং ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

হে প্রভো! এই সংসাররূপ মহাসমুদ্রের পরপারগামি কোন মহাপুরুষকে অর্থাৎ জন্মরূপ মহাসমুদ্রোত্তীর্ণ জীবন্মুক্ত পুরুষকে দেখিয়া, তত্তুল্যাচার বর্জ্জিতজনেরা তদাচার ব্যবহারাদি স্মরণ করিয়া কি দুঃখভাগী হয় না? অর্থাৎ মনে মনে আপনাদিগের দীনতা স্মরণ করিয়া থাকে, ইতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সংসারবিষয়ে স্থিতিযোগ্যতা প্রকাশন জন্য শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(কিন্তৎস্যাদিতি)।

কিন্তৎস্যাদুচিতং শ্রেয়ঃ কিন্তৎস্যাদুচিতং ফলং।
বর্ত্তিতব্যঞ্চসংসারেকথং নামাসমঞ্জসে ॥ ১৯ ॥

মহাপুরুষজীবন্মুক্তং মহদত্রাজ্ঞানং তল্লক্ষণাদুদধেঃ আচারেণচরিত্রেণানুলক্ষীকৃত্য স্ম স্বীতদ্বদেবস্মৃত্বা আচার্য্যোতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিরাজতনয়! জীব সকলের ইহসংসারে কি রূপ উচিত কর্ম্ম করিলে আত্ম নির্বৃতি লাভ হয়, আর কি রূপ কর্ম্মে কি রূপ উচিত ফল জন্মে, এবং অযোগ্য স্থিতি বিষয় যে এই সংসার, ইহাতে কিরূপে অবস্থিতি করা উচিত হয়, হে প্রভো! সেই তত্ত্ব আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ করুন্ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সৃষ্টিকার্য্যের মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পরোপকারার্থে রঘুনাথ মুনিনাথকে প্রশ্ন করিতেছেন। যথা—(তত্ত্বংকথয়েতি)।

তত্ত্বং কথয় মে কিঞ্চিদ্যেনাস্যজগতঃপ্রভো।
বেদ্মিপূর্ব্বাপরং ধাতুশ্চেষ্টিতস্যাসমস্থিতেঃ ॥ ২০ ॥

উচিতমনশ্বরত্বংপ্রাপ্তুং যোগ্যং শ্রেয়োমোক্ষঃ। ফলং কর্ম্মোপাসনাদেঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞবর! আমাকে সেই তত্ত্ব উপদেশ করুন্ যে যে তত্ত্বগ্রহণে পূর্ব্বাপর বিধিকৃত বিষমস্থিতবিচিত্রচিত্রিতবিশ্বকার্য্যের সকলবিবরণ বিজ্ঞাত হইতে পারি। অর্থাৎ ঈশ্বরবৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ হইতে পারে, ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর আত্ম চিত্ত নৈর্ম্মল্য করণ কারণ বিশ্বামিত্রের নিকট সদুপদেশ প্রার্থনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন যথা।—(হৃদয়াকাশ শশিন ইতি)॥

হৃদয়াকাশশশিন শ্চেতসোমলমার্জনং।
যথামেজায়তে ব্রহ্মং স্তথানির্বিঘ্নমাচর ॥ ২১ ॥

চেতন সাভাসাস্তঃকরণস্যামলমজ্ঞানং ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে জনহিতৈষিবিশ্বামিত্র! হৃদয়স্বরূপনভোমণ্ডলে সমুদিত চন্দ্রবৎ যে জীবের মন, নির্ব্বিঘ্নে তাহার মল মার্জ্জন কি রূপে হইতে পারে, আমাকে সেই উপদেশ করুন্॥ ভাবার্থ সুগমঃ ॥ ২১ ॥

তদনন্তর চিত্তের স্থৈর্য্যহেতু রঘুবংশতিলক শ্রীরাম মহর্ষিবিশ্বামিত্র সন্নিধানে পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন। যথা।—(কিমিহস্যাদিতি)॥

কিমিহস্যাত্তুপাদেয়ং কিম্বাহেয়মথেতরৎ।
কথং বিশ্রান্তিমায়াতু চেতশ্চপলমদ্রিবৎ ॥ ২২ ॥

ইতরৎঅহেয়মনুপাদেয়ঞ্চ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ব্রহ্মন্! এই জগন্মধ্যে কোন্ বস্তু উপাদেয়, আর হেয়ই বা কি? অর্থাৎ কি ত্যজ্য আর গ্রাহ্যই বা কি? তাহা আজ্ঞা করেন। এবং অদ্রি কুট প্রায় জীবের চিত্ত, কিন্তু সর্ব্বদাইচঞ্চল, তাহাকেই বা কি রূপে সুস্থির করা যায়, অর্থাৎ চিত্তের বিশ্রান্তি কি করিলে হইতে পারে? ইহাও আমাকে উপদেশ করুন্॥ ২২ ॥

অনন্তর ভবরোগশান্তির উপায়জিজ্ঞাসু হইয়া লোক হিতার্থে হিতৈষি বিশ্বামিত্রকে শ্রীরঘুনাথ প্রশ্ন করিতেছেন। যথা।—(কেন পাবন মন্ত্রেণেতি)॥

কেনপাবনমন্ত্রেণ দুঃখদেয়ং বিষূচিকা।
শাম্যতীয়মনায়াসমায়াসশতকারিণী॥ ২৩॥

রাগানাং পাপমূলকত্বাৎ তন্নিরাসাদ্বাপাবনেন পবনদোষোপশমনহেতুনা বা॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিককুলপাবনমহর্ষে! এমন পবিত্রকারণ বিশুদ্ধ মন্ত্র কি আছে, যে তদ্দ্বারা জীবের শত শত আয়াসকারিণী, দুঃখদায়িনী, বিষূচিকারোগরূপিণী দারুণা সংসৃতির অনায়াশে শান্তি হয়। অর্থাৎ আর দুঃখসংকটসংসারে আসিতে না হয় ইতি ভাবঃ॥ ২৩॥

অপর, আত্ম সুস্থতা প্রার্থনা করিয়া রঘুবীর কুশিকবীরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(কথং শীতলতামিত্যাদি)। এবং আত্ম পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির নিমিত্তেও মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। তদর্থেও উক্ত হইয়াছে, যথা।—(প্রাপ্যান্তঃ পূর্ণতা মিত্যাদি)॥

কথং শীতলতামন্তরানন্দতরুমঞ্জরীং।
পূর্ণচন্দ্রইবাক্ষীণাং ভৃশমাসাদয়াম্যহং॥ ২৪॥
প্রাপ্যান্তঃপূর্ণতাং পূর্ণোনশোচামি যথাপুনঃ।
সন্তোভবন্তস্তত্ত্বজ্ঞা স্তথেহোপদিশন্তুমাং॥ ২৫॥

আনন্দতরোর্মঞ্জরীমিবস্থিতাং শীতলতাং ভৃশং দৈশিকপরিচ্ছেদশূন্যাং অক্ষীণাং কালিকপরিচ্ছেদশূন্যামিতি যাবৎ॥ ২৪॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিরাজবিশ্বামিত্র! আমাকে এই আজ্ঞা করেন, যে অন্তঃকরণরূপ উদ্যানে

আনন্দস্বরূপ তরু, অক্ষীণ পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় সুশীতল তাহার মুঞ্জরীকে আমি কি রূপে লাভ করিতে যোগ্য হই। অর্থাৎ কি সাধনে পরিপূর্ণ আনন্দময় পরমাত্মাতে লগ্ন হইতে পারি, ইতিভাবঃ ॥ ২৪ ॥

হে ঋষিবর্য্যবিশ্বামিত্র! আপনারা সাধু সদাশয় পরম তত্ত্বজ্ঞানী, এক্ষণে যাহাতে আমি অন্তঃকরণে আত্ম পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া সুতৃপ্ত হই, এবং বিষয় রসে মগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার আর খেদযুক্ত না হই, সেই রূপ উপদেশ করুন্ ॥ ২৫ ॥

অনন্তর অপ্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞান হেতু খেদযুক্ত হইয়া রঘুনাথ মুনিবরবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সচ্চিত্তমানন্দপদেতি) ॥

সত্তিমানন্দপদ প্রধানবিশ্রান্তিরিক্তং সততং মহাত্মন্।
কদর্থয়ন্তীহভৃশং বিকল্পাশ্বানোবনে দেহমিবাল্পজীবং ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে আত্মপরিদেবন নাম ত্রিংশৎসর্গঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দপদেপ্রধান বিশ্রান্তিরাত্মস্তিকস্থৈর্য্যং তেনরিক্তং শূন্যং কদর্থয়ন্তি পীড়য়ন্তি। ২৬ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাত্মন্! সংসারাসক্ত সংশয় স্বরূপ বিকল্প কল্পনা সকল বিশ্রান্তি সুখের অন্তর করতঃ আমার চিত্তকে আনন্দপদ হইতে পরিত্যক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতেছে (যেমন অরণ্য মধ্যে কুক্কুর সকল উৎপাত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকলের অতিশয় পীড়াদায়ক হয়।) অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ হইতে কবে আমি স্বতন্ত্র হইব ইতি রামাভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে আত্ম পরিদেবন নামে ত্রিংশত্তমঃ স্বর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৩০ ॥

-oo-

একত্রিংশৎ সর্গঃ।

অনন্তর স্বল্পকালস্থায়ি জীবের পরমায়ু পত্রাগ্রস্থিত বর্ষাকালের জলবিন্দুর ন্যায়, ইহার মধ্যে যাহাতে অখণ্ড সুখাকর পরমপদে জীবের গমন হইতে পারে, তাহারই উপায় বিশ্বামিত্রকে শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাই একত্রিংশৎ সর্গের সম্যক্ ফল মুখ বন্ধ শ্লোকে টীকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ০ ॥

শ্রীরামউবাচ।

অনন্তর সর্গারম্ভে শ্রীরামচন্দ্র ছয় শ্লোকে অস্থিরপরমায়ুর অবস্থিতিকালের মধ্যে মুক্ত্যর্থে যদুপায় কর্ত্তব্য, এই প্রশ্নচ্ছলে বিশ্বামিত্রকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা।—(প্রোচ্চ বৃক্ষচলদিত্যাদি) ॥

প্রোচ্চবৃক্ষচলৎপত্র লম্বাম্বু ক্ষণভঙ্গুরে।
আয়ুষীশানশীতাংশুকলামৃদুনিদেহকে॥ ১॥

সংসারেজীবিতং প্রাবৃড্ভবদুর্জীবিতোপমং। যেনসৌখ্যপদং যাতিসউপায়োত্রপৃচ্ছতে। করিষ্যমাণপ্রশ্নোপোদ্ঘাতত্বেন সংসারেজীবিতং প্রাবৃড্ভবত্বেন কল্পয়তি প্রোচ্চেত্যাদি ষড়্ভিঃ। সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তানাং উপায়ইত্যা.. ভিঃ সম্বন্ধঃ প্রোচ্চঃ প্রাংশুঃ লম্বোলম্বমানোম্বুকণইব ভঙ্গুরেযদ্যপিহেমন্তেহ্ পৌভদস্তিতথাপিবর্ষাস্বাসার পাতাদাশুতর ভঙ্গুরতেতিবিশেষঃ। ঈশানঃ শিবঃ তদ্ভূষণং শীতাংশুঃ কলামাত্রশেষইবমূর্দ্ধনি অল্পেদুর্লক্ষ্য ইতিযাবৎ বর্ষাসুচন্দ্রএবদুর্লক্ষ্য স্তত্রাপিকলামাত্রশেষঃ সুতরামিতিভাবঃ উদয়প্যায়নো বশেষণং কুৎসিতেল্পেবাদেহেদেহকে॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! অতি উচ্চতর বৃক্ষের উপরি শাখাস্থিত বাতোদ্ধূত চঞ্চল পত্রাগ্রাবলম্বিত সলিলকণবৎ জীবের পরমায়ু ক্ষণিক হয়, এবং সর্ব্ব ঈশান মহাদেবের মৌলিস্থিত* চন্দ্রকলার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম রূপে এই দেহে পরমায়ুর স্থিতি হয়, অতএব তাহার প্রতি আশ্বাস কি? ॥ ১ ॥

---

* মহাদেবের মৌলিস্থিত চন্দ্রকলার ন্যায় সূক্ষ্ম পদে প্রতিপদের চন্দ্রকলা অতি সূক্ষ্মা কদাচ দৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ঈশান শব্দ তমঃ প্রধান, তমঃ শব্দে শিব, এবং কুহু, সুতরাং কুহুর শেষভাগের নাম ঈশানমৌলী, এ কারণ ঐ চন্দ্রকলা জীবের অদর্শন জন্য সূক্ষ্ম রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

কেদারবিরটদ্ভেককণ্ঠত্বক্ কোণভঙ্গুরে।
বাগুরাবলয়েজন্তোঃ সুহৃৎসুজনসংগমে ॥ ২ ॥

কেদারেষু শালিক্ষেত্রেষু কোণোঽত্রমধ্যমভাগঃ। সইবভঙ্গুরে অস্থিতেদেহকেইতি পূর্ব্বেণসম্বন্ধঃ সুহৃদাং মিত্রাণাং সুজনানাং আপ্তবুধজনানাং সংগমএব বাগুরাবৎপ্রবৃদ্ধোলতাপ্রতানবলয়ঃ সংগতিমার্গনিরোধকত্বাৎ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! শালিভূমিস্থ কর্দ্দমপানীয়ভুক শব্দায়মান ভেকের গলদেশস্থ আস্ফীতত্বকের কোণ অর্থাৎ মধ্যভাগের স্ফীতচর্ম্ম ন্যায় জীবের পরমায়ু ক্ষণভঙ্গুর হয়,তাহার প্রতি বিশ্বাস কি? এবং ব্যাধবাগুরা অর্থাৎ জন্তু বন্ধনার্থ ব্যাধের বিস্তৃত জালের ন্যায় দুঃখ সংকটপ্রদ এই সুহৃৎ স্বজন বন্ধু বান্ধব কুটুম্বাদি সঙ্গমের প্রতিই বা আস্থা কি? ॥ ২ ॥

অনন্তর শরীরস্থ উপকরণাদির স্বরূপাবস্থান বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(বাসনা বাতবলিতইতি।)

বাসনাবাতবলিতে কদাশাতড়িতিস্ফুটে।
মোহোগ্রমিহিকা মেঘে ঘনং স্ফূর্জ্জতিগর্জ্জতি ॥ ৩ ॥

বাসনালক্ষণেন পুরোবাতেনাবলিতে আবিষ্টতে মোহোগ্রমিহিকামেঘেইত্যন্বয়ঃ মিহিকাতুষারোমেঘানামারম্ভাবস্থাগর্জ্জনং সামান্যতঃ স্ফূর্জ্জনংত্বশনিপাতপর্য্যন্তমিত্যপৌনরুক্তং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর কৌশিক! জীবের বাসনা স্বরূপ বায়ু বহিতেছে, তাহাতে সঞ্চালিত চিত্তাকাশে ভ্রান্তি রূপ তুষারাবৃত, ঘোরতর মোহ মেঘের উদয়, তন্মধ্যে দুরাশারূপা তড়িতের প্রকাশে অহংবাদই বজ্রনিপাত বা ঘন গর্জ্জন হয় ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—জীবের বাসনা রূপ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত দুরাশাই তড়িৎ প্রকাশ হয়, অহংকর্ত্তা, ইত্যাদি যে বাক্য সেই বজ্রধ্বনি সম্বলিত ঘনগর্জ্জনে ঘোরতর হিমানীবেষ্টিত মোহরূপ মেঘোদয়ে জীবের কর্ত্তব্য কি? অর্থাৎ এমন দুর্যোগে পতিত হইলে কি রূপে পরিত্রাণ হইতে পারা যায় ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর মোহ মেঘাগমকালে লোভাদি ময়ূরোৎসাহ বর্ণন করিয়া শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নৃত্যত্যুত্তাণ্ডব মিতি) ॥

নৃত্যভুত্তাণ্ডবং চণ্ডে লোলেলোভ কলাপিনি।
সুবিকাসিনিরাস্ফোটে হ্যনর্থকুটজদ্রুমে ॥ ৪ ॥

লোলেচঞ্চলে কলাপিনিময়ূরে আস্ফোটঃ কলহঃ কলিকাপুটভেদশ্চ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে গাধিনন্দন! উপরি শ্লোকোক্ত মোহমেঘোদয়ে লোভ স্বরূপ শিখণ্ডী নৃত্য করিতে থাকে, এবং অনর্থ স্বরূপ কুরচী বৃক্ষের কলহস্বরূপ কলিকা প্রস্ফুটিত হইলে, সেই সময় জীবের কি কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পরিত্রাণোপায় কি? ইহা উত্তর শ্লোকান্বয় হয় ॥ ৪ ॥

আখু ও আখুভুক্ বিষদন্তের দৃষ্টান্তে জীব ও মৃত্যুর বর্ণনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ক্রূরেকৃতান্তেতি) ॥

ক্রূরেকৃতান্তমার্জারে সর্ব্বভূতাখুহারিণি।
অশ্রান্তেস্পন্দসঞ্চারে কুতোপ্যপরিপাতিনি ॥ ৫ ॥

সর্ব্বভূতান্যেবাখবঃ র্ষ্বাসুখুজন্তুভক্ষণান্মার্জারাণাং বুল। ভশয়ঃ প্রসিদ্ধঃ স্পন্দোজল প্রবাহঃ কুতোভূমিতোপিশব্দান্নভ শ্চাকুতোপাতর্কিতস্থানাদিতিবা ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিপ্রবর! জীবরূপ মুষিক, মুষিকভুক বলিষ্ঠ মার্জ্জাররূপ মৃত্যু, অবিশ্রান্ত নিভৃত স্থান হইতে জন সকলের প্রতি আক্রমণ করিলে তাহা হইতে পরিত্রাণের কি উপায় আছে? ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বিড়াল যেমন অবিশ্রান্ত মুষিকসকলকে আক্রান্ত করিয়া নিভৃত স্থান হইতে অর্থাৎ দুর্গম গর্ত্ত হইতে ধরিয়া গ্রাস করে, তদ্রূপ কৃতান্তও অতি দুর্দ্দান্ত খল স্বভাব, অতি বলবান নিভৃত সঞ্চারি বিড়ালবৎ জীবান্তর হইতে আকৃষ্ট করিয়া প্রাণী সকলকে গ্রাস করিয়া থাকে। হে প্রভো! তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কি উপায় আছে, তাহা আজ্ঞা করেন. ইতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ॥ ৫ ॥

প্রশ্নচ্ছলে উপরি উক্ত শ্লোক সকলের অভিপ্রায়ানুসারে উপায় জিজ্ঞাসু হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে রঘুবর শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ক উপায় ইতি।) ॥

কউপায়োগতিঃ কাবা কাচিন্তা কঃসমাশ্রয়ঃ।
কেনেয়মশুভোদর্কানভবেজ্জীবিতাটবী ॥ ৬ ॥

আরণ্যকবাতবর্ষাদিপীড়ানিবৃত্তৌ ছন্নচ্ছদিকটাদিরূপায়ঃ রসত্ন্যটিকৌষরেলেপাদিক্রতং নিবৃত্তিদূরদেশেগতিঃ সংকটোত্তারক মন্ত্রদেবতাদেশ্চিন্তাস্তত্র গিরিগুহাদেঃ সমাশ্রয়োবাসাধনানি যথালোকেপ্রসিদ্ধানি তথাত্রাপিপৃচ্ছন্তে অশুভমেবোদর্কউত্তরকালিকং ফলং যস্যাস্তথাবিধা নভবেৎ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! ইহসংসার সঙ্কটে আপতিত ব্যক্তির, পরিত্রাণ হইবার কি রূপ চেষ্টা করা বিহিত, আর কি রূপপ্রকার আত্মকল্যাণ চিন্তা করা কর্ত্তব্য, ও সহায়ার্থে কাহাকেই বা অবলম্বন করা উচিত, এবং কি রূপ কর্ম্মে সম্পন্ন হইলে সংসারারণ্যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, ও কি প্রকারে এই মায়া বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায়, তাহা উপদেশ করুন্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অতি বিনয় সহকারে সুধী সাধু বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করিয়া কহিতেছেন। যথা।—(নতদস্তীতি) ॥

নতদস্তিপৃথিব্যাংবাদিবিদেবেষু বা ক্বচিৎ।
সুধিয়ঃ তুচ্ছমপ্যেত ন্নয়ন্তিনরন্যতাং ॥ ৭ ॥

সুধিয়স্তপোজ্ঞানশক্ত্যূর্জ্জিত বুদ্ধয়োভবাদৃশাঃ তুচ্ছমতিফলমপিযদ্বস্তুরম্যতাং ননয়ন্তি নেতুনসমর্থাইতিযাবৎ তদেতৎপৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবিদেবেষু বানাস্তিযতস্ত্রিশংকোস্তাদৃশাগুরুশাপোপ্যাকল্পভোগ্যস্বর্গপরিণতঃ শুনঃশেফস্যচ মৃত্যুর্দীর্ঘায়ুষ্যপর্য্যবসিত ইতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সাধো! এমন বস্তু পৃথিবীতে বা দেবলোক স্বর্গেতে নাই যে যাহাকে ভবদ্বিধ সাধু সুধী মহাত্মাগণেরা লোকের মনোরম্য করিতে না পারেন? অর্থাৎ সাধু জনে অতি তুচ্ছ বস্তুকেও সুরম্য করিতে পারেন, যেহেতু আপনি গুরুশাপিত ত্রিশঙ্কুকে অক্ষয় স্বর্গভোগী, ও অম্বরীষযজ্ঞে শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু করিয়াছেন ইতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

কেবল আপদাশ্রয় ও দুঃখাকর সংসার হইতে জ্ঞান ব্যতিরেকে জীব মুক্ত হইতে পারে না, এতদর্থে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(অয়ংহিদগ্ধসংসার ইতি) ॥

অয়ং হি দগ্ধসংসারো নীরন্ধ্রকলনাকুলঃ।
কথং সুস্বাদুতামেতি নীরসোমূঢ়তাং বিনা।। ৮ ।।

নীরন্ধ্রং নিরন্তরং দুঃখকলনয়াআকুলঃ অতএবনীরসং সুস্বাদুতাং সরসতাং মূঢ়তাং বিনামূঢ়তানিরাসাদ্বাবাকথং কেনোপায়েন সুস্বাদুতামেতীত্যর্থঃ ।। ৮ ।।

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতমমহর্ষে! এই পোড়া সংসার নিরন্তর দুঃখ কলিলে আকুল ও চিন্তা ব্যামোহযুক্ত অতিনীরস, অর্থাৎ রসমাত্রশূন্য, ইহাতে কোন রস নাই, ইহাকে যে সুরস ও সুস্বাদু বলিয়া গ্রহণ করা সে মূর্খতা না থাকিলে হয় না। অর্থাৎ অজ্ঞানতা নিরাস না হইলেই ইহাকে সুস্বাদু বোধ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হইলেই এ অতি বিরস হয় ইতিভাবঃ।। ৮ ।।

অনন্তর আশাপরিত্যাগির পক্ষেও এই সংসার শোভনীয় হয়, তদর্থে মহর্ষিকে রঘুনাথ কহিতেছেন। যথা।—(আশাপ্রতীতি) ।।

আশাপ্রতিবিপাকেন ক্ষীরস্নানেনরম্যতাং।
উপৈতিপুষ্পশুভ্রেণ মধুনেববসুন্ধরা।। ৯ ।।

সর্ব্বদুঃখনিদানভূতায়াআশায়াঃ প্রসিদ্ধস্বভাবপ্রতিকূলোবিপাকঃ পূর্ণকামতাসএব ক্ষীরস্নানং উপৈতিসংসারইতিশেষঃ। পুষ্পৈঃ শুভ্রেণরম্যেণ মধুনাবসন্তেন ।। ৯ ।।

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরবিশ্বামিত্র! যেমন বসন্তকালে শোভাসম্পাদনীয় প্রস্ফুটিত শুক্লবর্ণ কুসুম দ্বারা পৃথিবীর শোভা মনোরমণীয়া হয়। সেইরূপ আশাপরিত্যাগ রূপ দুগ্ধস্নান দ্বারা সাধুদিগের এই দোষনিধি সংসারও মনোরম হয়। অর্থাৎ আশা-ত্যাগীর পক্ষে সকলই আনন্দদায়ক হয় ইতিভাবঃ ।। ৯ ।।

অনন্তর চন্দ্রের সহিত মনের দৃষ্টান্ত দিয়া আত্মপ্রসন্নতা লাভার্থে রঘুনাথ মুনি-নাথ বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করিতেছেন। যথা।—(অয়ং মৃষ্টফলোদেতীতি) ।।

অয়ংমৃষ্টকলোদেতি ক্ষালনেনামলদ্যুতিঃ।
মনশ্চন্দ্রমসঃ কেন তেন কামকলঙ্কিতাৎ।। ১০ ।।

কামেনকলঙ্কিতাৎ মনশ্চন্দ্রমসঃ তেনবিদ্বদনুভবপ্রসিদ্ধেন কেনক্ষালনেনাপমৃষ্টকামাদিমলা অমৃতদ্যুতিরাহ্লাদচন্দ্রিকাউদেতি অন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সর্ব্ববেদবিন্মহর্ষে! মনঃস্বরূপ সুধাকর অভিলাষ রূপ মলাতে মলিন হইয়া রহিয়াছে, কি রূপ ক্ষালন দ্বারা তাহার মালিন্য দূর করিলে তাহা হইতে আনন্দ স্বরূপ সংপূর্ণ জোৎস্নার উদয় হইতে পারে? তাহা উপদেশ করুন্। ১০ ॥

বন বৃক্ষাদির স্বরূপাকারে সংসারের বর্ণনা করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীরাম মহর্ষিকে কহিতেছেন। যথা—(দৃষ্ট সংসারগতিমেতি)—সংসারস্থ জীবের রাগদ্বেষাদিকে রোগরূপে বর্ণনা করিয়া রঘুবর মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা—(রাগদ্বেষেতি)॥

দৃষ্টসং সংসারগতিনা দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশিনা।
কেনেবব্যবহর্ত্তব্যং সংসারবনবীথিষু॥ ১১॥
রাগদ্বেষমহারোগা ভোগপূগাবিভূতয়ঃ।
কথং জন্তুং নবাধন্তে সংসারার্ণবচারিণং॥ ১২॥

দৃষ্টাসংসারস্যগতিরনর্থপর্য্যবসান লক্ষণাযেনদৃষ্টাদৃষ্টে ঐহিকামুষ্মিকভোগৌ বৈরাগ্যদার্ঢ্যাভ্যাং বিনাশিতবতাকেন মহাপুরুষেণেব ব্যবহর্ত্তব্যমস্মাভি স্তমুদাহরতেতিশেষঃ কেনৈবেতিপাঠে ব্যবহারেণেতিশেষঃ॥ ১১॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরকৌশিক! এই সংসার স্বরূপ ঘোরা কাননশ্রেণী, পরিণাম ফল শূন্যা, অর্থাৎ ইহাতে ঐহিক পারলৌকিক ভোগের প্রতি আশ্বাস রহিত, এমন কূটসংসারে কোন্ পুরুষের সহিত আমাদিগের ব্যবহার করা বিধেয় হয়, ইহা আপনি উপদেশ করেন॥ ১১॥—হে কুশিক কুলপাবন মহর্ষে! রাগ দ্বেষাদি ইন্দ্রিয়সকল রোগস্বরূপ হয়, আর নানা প্রকার ভোগ বিষয়ও তাহার বিভূতি অর্থাৎ প্রতিরূপ হয়, সংসারসাগর চারি কোন্ পুরুষকে ইহারা বাধা দিতে না পারে? অর্থাৎ সকলকেই রাগাদিরা আবদ্ধ করিতে পারে, ইতি ভাবঃ॥ ১২॥

অনন্তর অগ্নিতে অদাহ্যপারদ দৃষ্টান্তে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কথঞ্চেতি)॥

কথঞ্চধীরবর্য্যাগ্নৌ পতত্তাপিনদহ্যতে।
পাবকেপারদেনেবরসেন রসশালিনা॥ ১৩ ॥

ধীরবর্য্যেতিসম্বোধনং অগ্নৌঅগ্নিবদ্দাহকেসং সারেরসংজ্ঞানামৃতং তেনশালিনা ॥১৩

অস্যার্থঃ।

হে ধীরবর্য্যবিশ্বামিত্র! অগ্নিতে যেমন পারদ ধাতু পতিত হইলে দগ্ধ হয় না। তদ্রূপ জ্ঞানামৃতশালি মহান্ত জনেরা সংসারাগ্নিতে পতিত হইলেও তাঁহারা দগ্ধ হয়েন না॥ ১৩॥

অনন্তর জলচর সদৃশ সংসারচারি জীবের দৃষ্টান্ত দিয়া রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন, তদভিপ্রায়ে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা;—(যস্মাৎ কিলেতি)॥

যস্মাৎ কিলজগত্যস্মিন ব্যবহারক্রিয়াং বিনা।
নস্থিতিঃ সম্ভবত্যব্ধৌপতিতস্যাজলোযথা॥ ১৪ ॥

নমুব্যবহারোদুঃখং তর্হিসংত্যজ্যতাং তত্রাহযস্মাদিতি ব্যবহারাণাংক্রিয়াঃ সম্পাদনানিবিনা অব্ধৌপতিতস্যজাতস্যমৎস্যাদের্যথাঅজলাস্থিতিঃ নসং ভবতিতদ্বৎ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকরাজতনয়! যেমন সমুদ্র, নদ, নদী, তড়াগাদিজাতমৎস্যাদি জলচরগণেরা বিনাজলে অবস্থিতি করিতে পারে না। তদ্রূপ ইহসংসারে ব্যবহার সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই কাহার স্থিতি সম্ভবে না॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—যখন ব্যবহার সম্পাদনাভাবে সংসারে স্থিতি সম্ভব না হয়, তখন সংসারস্থ জীবকে তৎকার্য্যই নিয়ত করিতে হইবে, সুতরাং মোক্ষলাভ হওয়া অতি সুদূর পরাহত, অতএব তাহার উপায় কি? ইহা আপনি আজ্ঞা করেন, ইতি শ্রীরামের প্রশ্নাভিপ্রায়, ইতি ভাবঃ॥ ১৪॥

অনন্তর সৎ ক্রিয়োপলক্ষে সংসারের ভার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষিবিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা—(রাগদ্বেষবিনির্মুক্তেতি)।

রাগদ্বেষবিনির্মুক্তা সুখদুঃখবিবর্জ্জিতা।
কৃশানোর্দ্দাহহীনেব শিখানাস্তীহসৎক্রিয়া॥ ১৫॥

নম্বস্তুদুর্ব্যবহারেদুঃখং সৎক্রিয়ায়াস্তুনতৎসম্ভাবনেত্যাশঙ্ক্যাহরাগেতি ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষিবরকৌশিক! যেমন দাহিকা শক্তি রহিত হইয়া অগ্নির শিখা থাকে না। তদ্রূপ রাগদ্বেষ শূন্য এবং সুখ দুঃখাদি দ্বৈত ভিন্ন জগতে কোন সৎ ক্রিয়াই নাই। অর্থাৎ কর্ম্ম শূন্য দেহের অবস্থিতি হয় না ইতিভাবঃ ॥ ১৫ ॥

বাহ্য ব্যবহারে মনশ্চাঞ্চল্য সত্ত্বেও তাহার যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, তদর্থে শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন যথা।—(মনোমননশালিন্যা ইতি)॥

অনন্তর মোহ নিবারণোপায় জিজ্ঞাসু হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে রঘুনাথ প্রশ্ন করিতেছেন। যথা।—(তৎ কথমিতি)॥

মনোমননশালিন্যাং সত্তাবা ভুবনত্রয়ে।
ক্ষয়োযুক্তিং বিনানাস্তি ব্রূতামলমুত্তমাং ॥ ১৬ ॥
ব্যবহারবতোযুক্ত্যাদুঃখং নায়াতি মে যথা।
অথবাঽব্যবহারস্যব্রূতাং যুক্তিমুত্তমাং ॥ ১৭ ॥

তিষ্ঠতুবাহ্যেব্যবহারোমনশ্চাঞ্চল্যমেবপরমতস্তৎ চিকিৎসৈবকর্ত্তব্যেত্যাহমনসোমননং বিষয়ালম্বতুচ্ছান্যেবসত্তাবিষয়াবলম্বং ক্ষয়এবমনঃসচসর্ব্ববিষয়বাধকতত্ত্ববোধহেতুযুক্ত্যুপদেশং বিনানাস্তিঅতস্তাং যুক্তিং অমলমত্যর্থং ব্রূতউপদিশন্তুইত্যর্থঃ ॥ ১৬।১৭।

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবর! তত্ত্বজ্ঞান কারণ যে যুক্তি, তদুপদেশ ব্যতিরেকে এই ত্রিলোকে বিষয় প্রতি মনঃ সংযোগের নিবারণ ক্ষয় কিছুতেই হইতে পারে না। অতএব আমাকে তদুপযোগিনী তত্ত্বশালিনী যথার্থ যুক্তি বলুন ॥ ১৬ ॥ হে প্রভো! এবং যেরূপ ব্যবহার করিলে, আর যে রূপ ব্যবহার ত্যাগ করিলে, ইহ সংসারে দুঃখ মাত্র থাকিতে পারে না, এমন উত্তমা যুক্তিও উপদেশ করুন ॥ ১৭ ॥

তৎকথং কেনবা কিম্বাকৃতমুত্তমচেতসা।
পূর্ব্বং যে নৈতিবিশ্রামং পরমং পাবনং মনঃ ॥ ১৮ ॥
যথাজানামিভগবং স্তথামোহনিবৃত্তয়ে।
ব্রূহিমে সাধবোনূনং যেননির্দ্দুঃখতাংগতাঃ ॥ ১৯ ॥

তত্ত্যক্ত্যামোহনিরসনং কেনবাপূর্ব্বং কৃতংকথং কেনপ্রকারেণকৃতং তেনকিম্বা-প্রাপ্তং তত্ত্বং যথাজানাসিতথাব্রুহিইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৮॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ

হে বিদ্বদ্বর! পূর্ব্বকালে সাধুচিত্ত কোন্ ব্যক্তি, কিরূপ সদ্যুক্তির অবলম্বন করিয়া বিগত মোহ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আত্ম মোহ নিবারণ করিয়াছিলেন। এবং মোহ নিবারণে বা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তৎ ফল লাভে পরম পবিত্র চিত্ত হইয়া কি রূপ অতুল্য বিশ্রান্তি সুখ লাভ করিয়াছেন, আমাকে সেই সাধু যুক্তির উপদেশ করুন॥ ১৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! পুরা সাধু সদাশয় জনগণেরা যে রূপ উপায় দ্বারা দুঃখ শূন্য হইয়াছিলেন, যাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন, সেইরূপ মোহ নিবৃত্তির উপায় আমাকে উপদেশ করুন॥ ১৯ ॥

অনন্তর অপ্রাপ্তোপায়ে যৎ কর্ত্তব্য, তাহা আকাঙ্ক্ষায় রাখিয়া ভঙ্গীক্রমে বিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র জানাইতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা।—(অথবেত্যাদি)॥

অথবাত্বাদৃশীযুক্তি র্যদিব্রহ্মন্নবিদ্যতে।
নবক্তি মমবাকশ্চিদ্বিদ্যমানামযিস্ফুটং ॥ ২০ ॥

তাদৃশযুক্ত্যালাভেস্বস্য দেহত্যাগান্তং প্রায়োবেশনমেবজীবনব্যবহারাদয়ইত্যাহ অথবেত্যাদিসপ্তভিঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ব্রহ্মন্! এতাদৃশী যুক্তি যদি কিছু না থাকে, অথবা এরূপ যুক্তি বিদ্যমান সত্ত্বেও যদি কেহ আমাকে ব্যক্ত করিয়া না কহেন? ইতি॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—এই অসমাপ্তিকা ক্রিয়া দৃষ্টে রামাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, ইহা উত্তর শ্লোকের আকাঙ্ক্ষা হয়, অর্থাৎ মোক্ষোপদেশার্থ যদি যুক্তি কিছু না থাকে, কিম্বা থাকিলেও যদি আমাকে কেহ না কহেন, তবে তদ্যুক্তির অভাবে দেহ ত্যাগার্থ প্রায়োপবেশন ব্যবহার আমারই শ্রেষ্ঠকল্প হইবে, ইত্যাক্ষেপঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র আত্মঔদাসীন্য বর্ণন করিয়া বিশ্বামিত্রকে কতিপয় শ্লোক কহিতেছেন। যথা।—(স্বয়ঞ্চৈবেত্যাদি)॥

স্বয়ঞ্চৈবনচাপ্নোমিতাং বিশ্রান্তিমনুত্তমাং।
তদহং ত্যক্তসর্ব্বেহো নিরহং কারতাংগতঃ ॥ ২১ ॥
নভোক্ষ্যেনপিবাম্যম্বু নাহং পরিদধেম্বরং।
করোমিনাহং ব্যাপারং স্নানদানাশনাদিকং ॥ ২২ ॥

স্বয়মেববিচারোনাপ্নোমিতর্হি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিঋষভ! ঐ বিশ্রান্তি সুখলাভ আপনা হইতে হয় না, এ কারণ আমি সর্ব্ব চেষ্টা শূন্য হইয়া অহং বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া রহিয়াছি। অর্থাৎ গুরূপদেশের অপেক্ষায় এপর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছি ইতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

হে মুনীশ্বর! এই বিশ্রান্তি সুখলাভাভাব প্রযুক্ত আমি সময়ে ভোজন, বা পানীয় পান, কি বসন ভূষণাদি পরিধাপন করি না, অর্থাৎ স্নানদানাশনাদি কোন কর্ম্মই করিতে আমার বাসনা হয় না ॥ ২২ ॥

অনন্তর আত্ম বিষয়বিরক্তিতা জানাইয়া ভূয়োপি ভগবান রামচন্দ্র মহর্ষিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নচ তিষ্ঠামীতি ইত্যাদি)।

নচতিষ্ঠামিকার্য্যেষু সংপৎস্বাপৎসুচৈবহি।
নকিঞ্চিদভিবাঞ্ছামি দেহত্যাগাদৃতেমুনে ॥ ২৩ ॥
কেবলং বিগতাশঙ্কো নির্ম্মমোগতমৎসরঃ।
মৌনএবেহ তিষ্ঠামি লিপিকর্ম্মস্বিবার্পিতঃ ॥ ২৪ ॥

মৌনেরাগাদিসর্ব্বব্যবহারাভাবে লিপিকর্ম্মসু চিত্রক্রিয়াসু অর্পিতোলিখিতঃ ॥ ২৩ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে কুশিকবর মহর্ষে! বৈরাগ্যালাভে আমি কোন বিষয় কার্য্যে আর অবস্থিতি করি না, এবং আপদে অনাদর, বা সম্পদের প্রতি সমাদরও করি না, শুদ্ধ আক্ষেপ যুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ মাত্র উদ্দেশে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ২৩ ॥

হে ঋষিবর! কেবল নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও নিঃশঙ্ক রূপে মাৎসর্য্য রহিত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় মৌনমাত্রাবলম্বনে নিস্পন্দ প্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছি। অর্থাৎ সাংসারিক কোন বিষয়েই আমার আগ্রহ নাই ইতিভাবঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সাবয়ব দেহোপন্যাস করণাশয় প্রকাশে রঘুনাথ মুনিনাথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অথক্রমেণেতি)॥

অথক্রমেণসং ত্যজ্যপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাস সংবিদং।
সন্নিবেশং ত্যজামীমমনর্থং দেহনামকং॥ ২৫॥

সন্নিবেশমবয়বসংস্থানরূপং॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিবরকৌশিক! অনন্তর আমি ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস সম্বিদাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বানর্থাশ্রয় বিফল, এই অবয়ব বিশিষ্ট কেবল নাম মাত্র যে কলেবর, তাহাকে কি রূপে ত্যাগ করিব ইহাই চিন্তা করিতেছি ইতিভাবঃ॥ ২৫॥

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র দেহাদির সহিত আত্ম নিঃসম্বন্ধতা জানাইবার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন। যথা।—(নাহমস্যেতি)॥

নাহমস্যনমেনান্যঃ শাম্যাম্যস্নেহদীপবৎ
সর্ব্বমেবপরিত্যজ্য ত্যজামীদং কলেবরং॥ ২৬॥

নমেইদমিতিশেষঃ অন্যোপিনমেঅস্নেহোনিস্তৈলঃ॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিশার্দ্দূল! আমি এদেহের নহি, দেহও আমার নহে, এবং অন্য কোন বস্তুও আমার নহে, আমিও বস্তু সম্বন্ধ রহিত, এতদ্বিবেচনায় তৈলহীন দীপবৎ শান্ত হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে এই সকলকে ত্যাগ করতঃ কি রূপে কলেবরোপন্যাস করিব, তাহাই চিন্তা করিতেছি, ইতি পূর্ব্বাভিপ্রায়ঃ॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—এই দেহ ত্যাগার্থ বিদ্যমান দেহত্যাগ বুঝায় না, অর্থাৎ এমত কর্ম্ম করা উচিত যে আর কখন দেহ ধারণ করিতে না হয়, ইতি মোক্ষাভি-প্রায়ঃ॥ ২৬॥

অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি অরিষ্টনেমি রাজাকে কহিতেছেন, যে বিশ্বামিত্র নিকটে শ্রীরামচন্দ্র এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অতঃপর আর আর যাহা প্রস্তাবিত কথা আছে, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করহ। যথা।—(ইত্যুক্তবানিতি)॥

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবানমলশীত করাভিরামো
রামোমহত্তরবিচার বিকাসিচেতাঃ।
তুষ্ণীং বভূবপুরতোমহতাং ঘনানাং
কেকারবং ভ্রমবশাদিবনীলকণ্ঠঃ॥ ২৭॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠ তাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে রাঘবপ্রশ্নো
নাম একত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

শীতকরঃ চন্দ্রঃ ইতিউক্তবানসন্মহতাং গুরূণাং বশিষ্ঠাদীনাং পুরতঃতুষ্ণীং বভূব যথাকেকারবং উক্তবান্নীলকণ্ঠোময়ূরোঘনানাং পুরতস্তূষ্ণীংভবতিতদ্বৎ॥ ২৭॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে একত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! মহাবিবেকী, পরিশুদ্ধ চিত্ত, এবং শীতাংশু তুল্য শীতল ও মনোহর আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র, বশিষ্ঠাদি প্রমুখ ঋষিগণ সমক্ষে, এই সকল কথা কহিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, মেঘোদয়ে ভ্রমাধীন নীলকণ্ঠ যেমন কেকাধ্বনি করিয়া পরে মৌন হইয়া থাকে তদ্বৎ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে শ্রীরাম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
নামে একত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশৎ সর্গঃ।

শ্রীরাম বাক্য শ্রবণে সভাস্থ সকল মহাত্মাগণের ও স্বর্গস্থ সিদ্ধ ও দেবগণের ভূরি-বিস্ময় জন্মিয়াছিল, এবং তৎকালে জীবহিতৈষি রঘুকুল প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্রের উপরে আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণও হয়, ইহাই একত্রিংশৎ সর্গের সম্যক্ ফল টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণন করেন। এবং এই কথা বাল্মীকি ভরদ্বাজ সমীপে অরিষ্টনেমিকে কহি-তেছেন। যথা।—(বদত্যেব মিতি)॥

শ্রীবল্মীকিরুবাচ।

বদত্যেবং মনোত্তমাহ বিনিবৃত্তিকরং বচঃ।
রামেরাজীব পত্রাক্ষে তস্মিন্রাজকুমারকে॥ ১॥

রামবাক্যং শ্রুতবতাংবর্ণ্যতে ভূরিবিস্ময়ঃ। নরাণামমরাণাঞ্চপুষ্পবর্ষশ্চথাচ্যুতঃ। স্ববিবেকসম্যগ্বিচারমিদং শ্রীরামবচনং জাতংস্বতোবিচারসমর্থানাং মুমুক্ষুণামুপদেশরূপ ত্বাদাদরাভ্যাসাভ্যামুপাদেয়মিতি সূচনায়প্রশংস্যমানস্তদুপর্য্যপিবাদরায়ণঃসংভবাদিতি ন্যায়সিদ্ধং দেবাদীনামপি বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাধিকারং দর্শয়িতুংতৎকৃতাং শ্রীরামবাক্য প্রশংসাং তৎসমাগমসহোৎসবঞ্চবর্ণয়িতুমুপক্রান্তবদত্যেবমিত্যাদিনা রামেএবং বদতিত-স্মিন্ সর্ব্বেবক্ষ্যমাণবিস্ময়রোমাঞ্চাদিবিশিষ্টাবভূবুরিত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন! রাজীবলোচন দশরথরাজতনয় শ্রীমানরামচন্দ্র মানস মোহ নিবারক এই সকল বাক্য সভা মধ্যে কহিলে পর, সভাস্থ সকল লোকেই অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতি উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীরামচন্দ্রের বদনকমলোদ্গলিত বাক্য সকল সম্যক্ বিবেক বিচার সমন্বিত হয়, একারণ দেবাসুর নরাদি সকলের বিস্ময় জন্মিয়াছিল, ইহাতে শ্রীরাম-চন্দ্র মহর্ষিদিগের পুরতঃ প্রশ্ন করাতে এমত বিবেচনা করিতে হইবে না, যে তিনি তত্ত্বিচারে অসমর্থ ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বথাই বিবেক বিচারে সমর্থ, কেবল স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা সূচনার্থ মুমুক্ষুদিগের উপদেশানুসারে যোগাভ্যাসের আদর জানাইয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় দেবাদি সকলেরই অধিকার আছে, ইহা বাদ-

রায়ণের বেদান্ত ন্যায় সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ "তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাদিতি" বেদান্ত ন্যায় সিদ্ধ, একারণ দেবাদির বিস্ময় বর্ণনা করেন। বিস্ময় পদে সকলেরি রোমঞ্চাদি বিশিষ্ট দেহ হইয়াছিল। ইতিভাবঃ ॥ ১॥

অনন্তর রামবাক্য শ্রবণে সভাস্থ সভ্যদিগের যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহাও বিস্তার করিয়া মহর্ষি কহিতেছেন। যথা।—(সর্ব্বেবভূবুরিতি)॥

সর্ব্বেবভূব স্তত্রস্থাবিস্ময়োৎ ফুল্ললোচনাঃ।
ভিন্নাম্বরা দেহরুহৈর্গিরঃ শ্রোতুমিবোদ্ধরৈঃ ॥ ২॥

উক্তাঃশিরঃশ্রোতুং উদ্ধরৈঃ-উৎসারিতজাড্যভাবৈঃ উত্থিতৈরিতিযাবৎ দেহরুহৈ-রোমভিঃ ভিন্নাশ্ছিদ্রিতবস্ত্রা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

হে ভূপতে! ভগবান রামচন্দ্রের সুধাতুল্য বাক্য শ্রবণে সভাস্থ সকলে বিস্ময়োৎফুল্ললোচন হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রোদিত তত্ত্ব কথা শ্রবণেচ্ছা জন্য পরিধিবস্ত্র ভেদ করিয়া সকলের লোমাবলি উত্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সকলেই লোমাঞ্চিত কলেবর বিশিষ্ট অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন ইতিভাবঃ ॥ ২॥

বিরাগবাসনাপাস্তসমস্তভববাসনাঃ।
মুহূর্ত্তমমৃতাম্ভোধে র্বীচীবিলুলিতাইব ॥ ৩॥

বিরাগবাসনয়া অপাস্তাভবহেতুরাগদ্বেষাদিবাসনাযেষাং ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! তৎকালে সকলের চিত্তেই বৈরাগ্যবাসনা উপস্থিত হওয়াতে সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া তথায় মুহূর্ত্ত কাল মাত্র যেন অমৃত সাগরের তরঙ্গ মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—তৎকালে বৈরাগ্য বাসনা দ্বারা সংসার হেতু রাগদ্বেষাদি সকল ভাবের অস্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ সে সময় কাহারই চিত্তে সংসার বিষয়ে কোন বাসনা মাত্র ছিলনা ইতিভাবঃ॥ ৩॥

অনন্তর সর্ব্ব সাধারণের চিত্তের একাগ্রতা বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন। যথা।—(তাগিরইত্যাদি)॥

তাঞ্চিরোরামভদ্রস্য তস্থুচিত্রার্পিতৈরিব।
সংশ্রুতাঃ শৃণ্বুকৈরন্তরানন্দপদপীবরৈঃ॥ ৪॥
বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যৈর্মুনিভিঃ সংসদিস্থিতৈঃ।
জয়ন্তধৃষ্টিপ্রমুখৈ র্মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ॥ ৫॥

শ্রুণুকৈঃ শ্রবণসমর্থৈঃ আনন্দস্যপদেনলক্ষণয়াপীবরৈঃ পুষ্টৈঃ॥ ৪॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! তৎকালে সভাস্থ সকলে তত্ত্বকথা শ্রবণে মনের আনন্দ ভরে অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া রামভদ্রের সুধাসম বাক্যের প্রতি চিত্তার্পিত করতঃ যেন চিত্র পুত্তুলিকার ন্যায় সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন॥ ৪॥ এবং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সভাস্থ ঋষিগণ সকল, আর মন্ত্র কুশল প্রমুখ জয়ন্ত ও ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ সকল, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বাভিপ্রায়ঃ॥ ৫॥

অনন্তর অন্যোন্য রাজাদিরা সকলে এবং পারশবাদি সকলেও মুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা।—(নৃপৈরিত্যাদি)॥

নৃপৈর্দশরথপ্রখৈঃ পৌরৈঃ পারশবাদিভিঃ।
সামন্তৈরাজপুত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণৈ ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ৬॥
তথাভূতৈরমাত্যৈশ্চপঞ্জরস্থৈশ্চপক্ষিভিঃ।
ক্রীড়ামৃগৈর্গতস্পন্দৈ স্তুরঙ্গৈস্ত্যক্তবর্ব্বরৈঃ॥ ৭॥

পারশবাদয়োদেশবিশেষাঃ তত্রাজাদয়ঃ পারশবাদয়ঃ পার্শ্বাদিত্বাদন্॥ ৬॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

ভো রাজন্! মহারাজা দশরথের সদৃশ অন্যান্য রাজাগণের সহিত পারশবাদিরা অর্থাৎ অন্যঅন্য দেশবাসি রাজাগণ, এবং পুরবাসি সামন্ত ক্ষত্রিয়পুত্রগণ, এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ॥ ৬॥ আর রাজভৃত্য, অমাত্যগণ, অন্যাপরেকোকথা পিঞ্জরস্থ পক্ষীগণ ও ক্রীড়া মৃগাদিপশুগণ প্রভৃতি এবং চঞ্চলপদ তুরঙ্গাদিরাও নিস্পন্দ হইয়া আত্ম চঞ্চলা গতিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়াছিল॥ ৭॥

অপর পুরবাসিনী স্ত্রীগণেরাও শ্রীরামের বাক্য শ্রবণে বিস্ময়যুক্ত হইয়াছিলেন, তদর্থে মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন। যথা।—(কৌশল্যেতি)॥

কৌশল্যাপ্রমুখৈশ্চৈব নিজবাতায়নস্থিতৈঃ ।
সংভ্রান্তভূষণারাবৈরস্পন্দৈর্বনিতাগণৈঃ ॥ ৮ ॥

বাতয়নং গবাক্ষঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে অবনীপতে! বাতায়নতলস্থা অর্থাৎ গবাক্ষ দ্বারস্থিতা কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ, নানা লঙ্করণোপেতা অর্থাৎ সর্ব্বাভরণ ভূষিতা বনিতাগণ শ্রীরামের বাক্য শ্রবণে নি শব্দঃ ও স্পন্দরহিতা হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

উদ্যানবল্লীনিলয়ৈ র্ব্বিটঙ্কং নিলয়ৈরপি ।
অক্ষুব্ধপক্ষগতিভি র্বিহঙ্গৈর্বিরতারবৈঃ ॥ ৯ ॥
সিদ্ধৈর্নভশ্চরৈশ্চৈব তথাগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ।
নারদব্যাস পুলহপ্রমুখৈ র্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১০ ॥

সৌধায়কপোতপালিকা ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে রাজন্! উদ্যানস্থালতা ও বৃক্ষোপরিস্থিত পক্ষীগণে ও পারাবতগণে স্পন্দরহিত ও গতিরহিত মূকপ্রায় হইয়া নীরবে শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ এবং আকাশস্থিত সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ, আর বেদব্যাস, নারদ, প্রভৃতি মুনি পুঙ্গবেরা, সকলেই তদ্বাক্য শ্রবণ কুতুহল হইয়াছিলেন, ॥ ১০ ॥

অন্যৈশ্চদেবদেবেশ বিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।
রামস্ততাবিচিত্রার্থা মহোদারগিরঃশ্রুতাঃ ॥ ১১ ॥

দেবেশাদিবস্পতয়ঃ । শ্রুতাইতিসর্ব্বত্রসম্বন্ধ্যতে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে পৃথিবীপতে! অন্যান্য দেবগণ ও ইন্দ্রাদি দেবেশ্বরগণ, ও বিদ্যাধরগণ সকলেই তৎকালে আকাশ বিমানস্থ হইয়া আশ্চর্য্যার্থ সমন্বিত শ্রীরামচন্দ্রের বিচিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণেন্দু সদৃশ বদনোদ্ভূত অদ্ভুত বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করিয়া সকলে আহ্লাদিত হইলেন, শ্রীরামও তুষ্ণীভূত হইয়া থাকিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(অথতুষ্ণীমিতি) ॥

অথতূষ্ণীং স্থিতবতি রামেরাজীবলোচনে।
তস্মিন্নঘুকুলাকাশ শশাঙ্কে শশিসুন্দরে ॥ ১২ ॥

রঘুকুলমেবাকাশোনির্ম্মলত্বাত্তস্যশশাঙ্কে পূর্ণচন্দ্রে পূর্ণেহিশশোলক্ষ্যাতেতর্হিকলঙ্কিতোপিস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহিশশিসুন্দর ইতিসৌন্দর্য্যাতিশয়লাভায়পূর্ণতালক্ষণার্থং শশোপাদানং নস্বার্থমিতিভাবঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ধরাপালক! রঘুবংশস্বরূপ গগনমণ্ডলে পূর্ণ শশধর সদৃশ সমুদিত শ্রীরামচন্দ্র, প্রশস্ত পদ্মপত্রায়ত লোচন, কৌশল্যানন্দন, তৎকালে রাজ সভামধ্যে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর মুমুক্ষুগণেরা ও শ্রীরামকে সাধুবাদ করিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা —(সাধুবাদগিরাসার্দ্ধমিতি) ॥

সাধুবাদগিরাসার্দ্ধং সিদ্ধসার্থ সমীরিতা।
বিতানকসমাব্যোম্নঃ পৌষ্পাবৃষ্টিঃ পপাতহ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধগ্রহণং মুমুক্ষুদেবযোনিমাত্রোপলক্ষণং সার্থঃসদ্যঃ ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! শ্রীরামচন্দ্রের মনোহারিণি, লোকময়ীবাণী শ্রবণে মুমুক্ষুগণেরা অশেষমত শুভাশীর্ব্বচন যুক্ত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এবং আসার ধারাবর্ষণন্যায় দেবগণেরা আকাশহইতে কুসুমধারা বর্ষণদ্বারা শ্রীরামের অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১৩ ॥

দেবকৃত পুষ্প বর্ষণ দ্বারা তৎসভাস্থ লোক সকলের চিত্ত পরমানন্দিত হইয়াছিল, তদর্থে মহর্ষি বাল্মীকি অরিষ্টনেমিকে কহেন। যথা।—(মন্দারকোশবিশ্রান্তেতি)।

মন্দারকোশ বিশ্রান্ত ভ্রমর ঝঙ্কারনাদিনী।
মানবা মধুরামোদসৌন্দর্য্য মুদিতোন্মদাঃ ॥ ১৪ ॥

দ্বন্দং মিথুনং মুদিতাঃসন্তুষ্টাঃ উন্মদা অস্বাধীনচিত্তাঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরদেব! অমরবর্ষিত মনোহর পারিজাত পুষ্প, তাহাতে ভ্রমর ভ্রমরীগণেরা মধুরস্বরে গুণগুণধ্বনি করিতেছে, এবং সুন্দর মন্দার মাধুর্য্যে সৌগন্ধযুক্ত বায়ু সঞ্চালিত হওয়াতে তৎসভা অতি আমোদিত হয়, তদ্গন্ধে সভাস্থ জন সকল উন্মত্তবৎ পরিমোহিত হইয়াছিল॥ ১৪ ॥

অনন্তর স্বর্গবাসিনী অমরস্ত্রীগণের হাস্যের প্রতিরূপ পুষ্পবর্ষণের শোভা বর্ণন করিয়া কহিতেছেন। যথা।—(ব্যোমবাতবিলুনেবেতি)।

ব্যোমবাত বিলুনেব তারকানাং পরম্পরা।
পতিতেবধরাপীঠে স্বর্গস্ত্রীহসিত ছটা॥ ১৫ ॥

নিলুনাপাতিতাঃ হসিতচ্ছটাহাস্যকান্তি॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! আকাশ হইতে পতিত পুষ্পরাশি সকল যেন দেবাঙ্গনাদিগের হাস্যের ন্যায় এবং বায়ুসঞ্চালিত নক্ষত্রমালারন্যায় অবনীতলে পতিত হইয়াছিল॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—ত্রিদিবাঙ্গনাদিগের হাস্যবৎ শোভনীয় অর্থাৎ আকাশ হইতে নিপতিত পুষ্প সকল যেন দেবীদিগের হাস্যকান্তি শোভার ন্যায় শোভিত, এবং বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত আকাশে নক্ষত্রমালাপাতের ন্যায় সুদর্শনীয় হইয়াছিল, ইতিভাবঃ॥ ১৫ ॥

বৃষ্ট্যামূককচন্মেঘলবাবলিরিব চ্যুতা।
হৈম্নং গবীন পিণ্ডানামীরিন্দ্রে-পরম্পরা॥ ১৬ ॥
হিমবৃষ্টিরিবোদারা মুক্তাহারচয়োপমা।
ঐন্দবীরশ্মিজালেব ক্ষীরোর্ম্মীণামিবাততি॥ ১৭ ॥

বৃষ্ট্যাবর্ষণশীলাঃমূকাঃ গর্জন বর্জিতাঃ বিদ্যুদ্ভিঃউদ্দীপ্তাযেমেঘাস্তেষাং লবাবলির্লেশ সমূহঃ॥ ১৬॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! মাধ্বীক রসসমন্বিত ঐ পুষ্প সকল আকাশমণ্ডল হইতে গর্জ্জন রহিত,

বর্ষণশীল সঙ্কুচিত ঘনাবলিগলিত তুষারপিণ্ড এবং ক্ষীরপিণ্ডের ন্যায় অবনীতলে পতিত হইয়াছিল॥ ১৬ ॥

অর্থাৎ তুষার পিণ্ডপদে অতি স্বচ্ছ শুক্লবর্ণ করকাপাত, ক্ষীরপিণ্ড পদে অতি শুক্ল নবনীত পিণ্ড, তদ্বৎ গলিত মাধ্বীকরসবিশিষ্ট শুক্ল পুষ্প সকল নভোমণ্ডল হইতে পরিচ্যুত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইয়াছিল। ইতি শোভাসম্পাদন মাত্র॥ ১৬ ॥

হে ধরণীপতে! মুক্তামালার ন্যায় মহতী তুষার বৃষ্টি যেমন হয় তদ্রূপ, এবং ক্ষীরসাগর তরঙ্গ মধ্যে পতিত শীতাংশু কিরণের ন্যায় আকাশ মণ্ডল হইতে কুসুম রাশি সকল বর্ষিত হইয়াছিল॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে পতিতপদ্মেরও শোভা বর্ণন করিয়া ঋষিবর রাজর্ষিবরকে কহিতেছেন। তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(কিঞ্জল্কাম্ভোজবলিতেতি)।

কিঞ্জল্কাম্ভোজবলিতা ভ্রমদ্ভৃঙ্গ কদম্বকাঃ।
শীৎকারগায়দামোদি মধুরানিললোলিতা॥ ১৮ ॥

কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ তৎপ্রধানৈরম্ভোজৈঃ বলিতাশোভিতাজনানাং স্পর্শসুখাতিশয়-শীৎকারধ্বনির্গায়তামধুরেণমন্দত্বাৎ সুখস্পর্শানিলেনলোলিতাঈষচ্চালিতা॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ

হে ভূপতে! মনোহর কেশরযুক্ত, সুখস্পর্শ বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত শীৎকারধ্বনি সমন্বিত চঞ্চল ভ্রমর মালামণ্ডিত, সুকোমল বিকচ কমলমালাও প্রবর্ষিত হইয়াছিল॥ ১৮ ॥

প্রভ্রমৎ কেতকীব্যূহাঃ প্রস্ফুরৎ কৈরবোৎকরাঃ।
প্রপতৎ কুন্দবলয়াঃ চলৎ কুবলয়াবলয়া॥ ১৯ ॥

ব্যূহাদয়ঃ সমূহার্থাঃ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! ভ্রাম্যমাণ গন্ধাঢ্য কৈতকী কুসুম, ও প্রস্ফুটিত কৈরবকুল, অর্থাৎ কুমুদ কহ্লার কোকনদ প্রভৃতি জলজ প্রসূনরাজী, এবং মলয়গিরি সম্ভূত কুবলয়াদি সুগন্ধ কুন্দ কুসুম সমূহও ঐ পতিত পুষ্প বৃষ্টির মধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল॥ ১৯ ॥

অনন্তর পুষ্প বর্ষণ হৃষ্টে সকলে বিস্ময় হইয়া যে রূপ অবলোকন করিয়াছিল, তাহাও মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে বিস্তার করিয়া কহিতেছেন। যথা।—(আপূরিতেতি)।

আপূরিতাঙ্গনরসা গৃহাচ্ছাদন চত্বরাঃ।
উদ্গ্রীব পুরবাস্তব্যনর নারীবিলোকিতাঃ ॥ ২০ ॥

রসাভূমি আপূরিতানিচত্বরান্তানিযয়াপুরবাস্তব্যৈঃ পুরবাসিভিঃ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষিবর! ঐ পুষ্প বর্ষণ দ্বারা গৃহচত্বর, গৃহাঙ্গন পর্য্যন্ত ধরণীতল পরিপূর্ণ, এবং পুষ্পে পুষ্পে সমস্ত গ্রহ সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, পুরবাসি নরনারীগণে তৎকালে উর্দ্ধমুখ হইয়া গগনান্তরাল হইতে পতিত সেই কুসুমবর্ষণের শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

নিরভ্রোৎপল সঙ্কাশ ব্যোমবৃষ্টিরনাকুলা।
অদৃষ্টপূর্ব্বা সর্ব্বস্য জনস্য জনিতস্ময়ঃ ॥ ২১ ॥

নিরভ্রং অতএবোৎপলসংকাশং যদ্ব্যোমততঃ পতিতাবৃষ্টির্বর্ণিতপুষ্পবৃষ্টিঃ স্ময়োবিস্ময়ঃ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরশার্দ্দূল! মেঘশূন্য উৎপল সংকাশ নির্ম্মল নভোমণ্ডল হইতে অনবরত যে রূপ পুষ্প বর্ষণ হইতেছিল, পূর্ব্বে কেহ কস্মিন্‌কালেও সেরূপ কুসুমবৃষ্টি হইতে অবলোকন করেন নাই, সুতরাং তদ্দৃষ্টে সভ্যলোকেরা সকলেই বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অদৃশ্যাম্বর সিদ্ধৌঘকরোৎকর সমীরিতা।
সামুহূর্ত্ত চতুর্ভাগং পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতহ ॥ ২২ ॥

মুহূর্ত্তস্যচতুর্থভাগোর্দ্ধঘটিকাভাবৎকালং পপাতহকিল ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষে! অদৃশ্যরূপে আকাশ স্থিত দেবগণ ও সিদ্ধগণকরচ্যুতা পুষ্প বৃষ্টি, সেই সভায় প্রায় এক মুহূর্ত্তের চতুর্ভাগ কাল পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ মুহূর্ত্ত চতুর্ভাগ পদে অর্দ্ধ দণ্ডকাল পর্যন্ত পুষ্প বর্ষণ হয়, ইতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর পুষ্প বৃষ্টির উপরতি কালের অবস্থাও বর্ণন করিয়া কহিতেছেন। যথা।—
(আপূরিতেতি)।

আপূরিত সভালোকে শান্তে কুসুম বর্ষণে।
ইমং সিদ্ধগণালাপং শুশ্রুবুস্তে সভাগতাঃ॥ ২৩ ॥

আপূরিতাসুভাতদাতলোকাশ্চয়েনশান্তে উপরতেসতি॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে বিজ্ঞতম নৃপতে! ঐ পুষ্প বৃষ্টির উপরতি হইলে পর পরিপূর্ণ সভার সমস্ত লোকেরা তখন আকাশগত সিদ্ধগণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দেবগণ ও দেবর্ষিগণেরা যেরূপ কথা কহিয়াছিলেন সকলেই সম্ভ্রমের সহিত তাহা শ্রবণ করেন॥ ২৩॥

সিদ্ধ দেবগণেরা আকাশ মণ্ডলে অবস্থিত হইয়া কি রূপ আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে উপবর্ণিত হইয়াছে। যথা।—(আকল্পং সিদ্ধিসেনাস্বিতি)।

আকল্পং সিদ্ধিসেনাসুভ্রমদ্ভিরভিতোদিবং।
অপূর্ব্বমিদমস্মাভিঃ শ্রুতং শ্রুতি রসায়নং॥ ২৪ ॥

দিবং অভিতঃস্বর্গস্থসর্ব্বপ্রদেশেষুশ্রুতিরসায়নং শ্রোত্রামৃতং বেদসারভূতংবা। ২৪।

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! আকাশ গত সিদ্ধ দেবগণেরা এই কথা কহিতে লাগিলেন, যে আমরা কল্পের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত স্বর্গাদি সকল স্থানেই সিদ্ধিসেনা সহিত সিদ্ধগণ মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকি? কিন্তু কুত্রাপি কখন এমন শ্রোত্ররসায়ন অর্থাৎ শ্রবণামৃত তুল্য আশ্চর্য্য বাক্য কোথাও শ্রবণ করি নাই, যাহা শ্রীরামচন্দ্রের বদন কমল হইতে বিনিঃসৃত বেদসার বাক্য সংপ্রতি শ্রবণ করিলাম ইতিভাবঃ॥ ২৪ ॥

যদনেন কিলোদার মুক্তং রঘুকুলেন্দুনা।
বীতরাগতয়াতদ্ধি বাকস্পতেরপ্য গোচরং॥ ২৫ ॥

নগোচরোঅস্মিং স্তথাবিধঃ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরপতে! অনন্তর দেবগণেরা আরও প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন। যে এই রঘুকুলেন্দু শ্রীরামচন্দ্র যে সকল উদার বাক্য কহিলেন, এমন সংসারবাসনা শূন্য বৈরাগ্যানুকূল বাক্য আমরা দেবরূপ হইয়াও কখন শ্রবণ করি নাই॥ ২৫ ॥

অনন্তর সিদ্ধগণেরা আপনাদিগের সুকৃতি স্বীকার করিয়া কৃতার্থতা বিষয়ে কহিতেছেন। যথা।—(অহোবতেতি)।

অহোবত মহৎপুণ্য মদ্যাস্মাভিরিদং শ্রুতং।
বাচংরামমুখোদ্ভূতং মহাহ্লাদকরং ধিয়ঃ ॥ ২৬॥

বস্তুতোতাদৃশবাক্য শ্রবণহীনং জন্মবার্থমিতিখেদে ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজেন্দ্র! দেবগণেরা বিস্ময়যুক্ত হইয়া কহিতেছেন। যে আমাদিগের পূর্ব্বকৃত যে সকল পুণ্য সঞ্চয় ছিল, শ্রীরামচন্দ্রের বদন কমল বিনির্গত মধুরতম মানসানন্দ জনক মহাবাক্য শ্রবণে অদ্য তাহার সফলতা সাধিত হইল। অর্থাৎ পূর্ব্ব পুণ্য বিনা এরূপ বাক্য শ্রবণ হইতে পারে না? যেহেতু এতাদৃশ পরমার্থ যুক্ত বাক্য শ্রবণহীন ব্যক্তির ব্যর্থ জীবন ইতি খেদোক্তি ॥ ২৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে সিদ্ধগণেরদিগের স্বর্গবাসে ও স্বর্গসুখভোগেও তৎকালে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহা বাল্মীকি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন। যথা—(উপশমামৃতেতি)।

উপশমামৃত সুন্দরমাদরাদধিগতোত্তমতাপদমেবযৎ।
কথিতবানুচিতং রঘুনন্দনঃ সপদিতেন বয়ং প্রতিবোধিতাঃ ॥ ২৭ ॥
ইতিনভশ্চর সাধুবাদো নাম দ্বাত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

অধিগতায়াঃ প্রাপ্তায়াঃ জাতিকুলচারিত্র্যধর্ম্মাভিজ্ঞানাদিভিরুত্তমতায়াঃ সার্থক্যাপাদনাস্পদং ত্রাণং রক্ষণভূতং বা যদ্বাক্যংজাতং কথিতবাংস্তেনবয়ং প্রতিবোধিতাঃ স্বর্গাদিসুখানামপ্যসারতামিতিভাবঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি বাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্য প্রকরণে দ্বাত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজপ্রবর! সিদ্ধদেবগণেরা সহর্ষে কহিতেছেন, যে শান্তিগুণে ভূষিত, অমৃত তুল্য প্রীতি জনক, মোক্ষোন্নতিরবৃদ্ধি কারণ যে সকল বাক্য শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, তত্তাবৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রেয়ঃ সাধন বাক্যে প্রতিবোধিত হইয়া দেবতাদিগেরও স্বর্গ সুখ ভোগের প্রতি অসারতা জ্ঞান জন্মিল, অর্থাৎ দেবতারাও তৎকালে স্বস্ব বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছিলেন ইতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে নভশ্চরদিগের সাধুবাদনামে
দ্বাত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ।

রাজা দশরথের সভায় আকাশতল হইতে সিদ্ধদিগের অবতরণ, এবং শ্রীরামচন্দ্রোদিত-বাক্যের মর্ম্মার্থ কথন এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গের সম্যক্ ফল হয়, ইহা টীকাকার মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

সিদ্ধাউচুঃ।

অনন্তর সিদ্ধগণেরা নভোমণ্ডল হইতে অবনীমণ্ডলে অবতরণার্থে পরামর্শ করিয়া যাহা কহিতেছেন, তাহা অত্রশ্লোকে উপবর্ণিত হইয়াছে। যথা।—পাবনস্যা-স্যেতি)।

পাবনস্যাস্য বচসঃ প্রোক্তস্য রঘুকেতুনা।
নির্ণয়ংশ্রোতু মুচিতং বক্ষ্যমাণং মহর্ষিভিঃ॥ ১ ॥

অবতারোত্রসিদ্ধানাং সভায়ামুপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে অবনীপতে! আকাশতলে পরস্পর সিদ্ধগণেরা এই কথা কহিতে লাগিলেন। যে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র সভা সমক্ষে যেসকল সুপবিত্র প্রশ্ন করিলেন, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণেরা তাহার উত্তর প্রদানে কি রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তাহাও আমাদিগের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

অনন্তর সিদ্ধগণেরা সাক্ষেপ বাক্যে ঋষিদিগের আগমনাকাঙ্ক্ষায় পরস্পর কহিতে-ছেন। যথা।—(নারদেতি)।

নারদব্যাস পুলহ প্রমুখামুনি পুঙ্গবাঃ।
আগচ্ছতাশ্ববিঘ্নেন সর্ব্বএব মহর্ষয়ঃ॥ ২ ॥

যথোচিতোপবিষ্টৈস্তৈর্বাক্যপ্রশংসনং সিদ্ধৈঃকৃতাং রামবাক্যাদিপ্রশংসামেবমহীকুর্ব্বং স্তেষাং প্রশ্ননির্ণয়োত্তরশুশ্রূষাং সভাপ্রবেশনাদিকঞ্চবর্ণয়িতুমুপক্রমতে সিদ্ধাউচুরিত্যা-দিনারঘুশব্দেনতদ্বংশোলক্ষ্যতেতস্যকেতুবৎ প্রখ্যাপকেনইত্যর্থঃ। আশু আগচ্ছত অবিঘ্নেনশ্রোতুমিতিশেষঃ। শ্রেয়াংসিবহুবিঘ্নানীতিনবিলম্বনমুচিতমিতিভাবঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষিপ্রবর! বেদব্যাস, নারদ, পুলহ, প্রভৃতি প্রমুখ মুনিগণ সকলে এবং অন্যোন্য মহর্ষি সকলে সত্বরে প্রশ্নোত্তর শ্রবণার্থ আগমন করুন। অর্থাৎ তাঁহারা এখন কোথায় আছেন শুভকার্য্যে বিলম্ব করা অনুচিত হয়, ইতি কটাক্ষাক্ষেপ ॥ ২ ॥

পরে সভা প্রবেশার্থ সিদ্ধগণের বিবেচনা, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা।—(পতামইতি)।

পতামঃ পরিতঃ পূর্ণামেতাং দাশরথীং সভাং।
নীরন্ধ্রাং কনকদ্যোতাং পদ্মিনীমিব ষট্পদাঃ ॥ ৩ ॥

নীরন্ধ্রাং পূর্ণাং অর্থাৎ সম্পদেতিগম্যতে অতএবকনকৈরুদ্যোতভাং উৎকৃষ্টপ্রকাশাং পদ্মিনীপক্ষে কেশরশ্রিয়াকনকৈরিবদ্যোতমানাং ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজশার্দ্দূল! সিদ্ধগণেরা পরস্পর কহিতেছেন। যে সর্ব্ব সম্পত্তিতে পরিপূর্ণা, উদ্দীপ্ত কাঞ্চনেরন্যায় প্রভাযুক্তা, সম্যক্ দোষরহিতা ও অতি পবিত্রা, দাশরথী সভায়, চল আমরা গমন করি, যেমন প্রফুল্লার বিন্দ প্রতি ভ্রমরগণেরা ধাবমান হয় ॥ ৩ ॥

অনন্তর বাল্মীকি মহারাজা অরিষ্টনেমিকে সিদ্ধাগমন প্রকার বিস্তার কহিয়া কহিতেছেন, যদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(ইত্যুক্তেতি)।

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসাসমস্তৈব ব্যোমবাস নিবাসিনী।
তাং পপাত সভাং তত্র দির্ব্যামুনি পরম্পরা ॥ ৪ ॥

ব্যোমবাসোনিবাসস্থানং যেষাং বিমানানাং তেষুনিবাসিনীবিস্তীর্ণায়াং সভায়াং বত্র প্রদেশেরামাদয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে অরিষ্টনেমে! পরস্পর এই কথা কহিয়া সমস্ত ব্যোমবাস নিবাসিনী সভার সভ্যেরা অর্থাৎ স্বর্গবাসি ঋষিগণেরা পরস্পর সকলেই আকাশ হইতে অবতরিত হইয়া মহারাজা দশরথের সভায় আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥

অগ্রস্থিত মনুৎকৃষ্টরণদ্বীণং মুনীশ্বরং।
পয়ঃপীনঘনশ্যামং ব্যাসমেব কিলান্তরা ।।৮৫ ।।

তামেববর্ণয়ত্যষ্টভিঃ অগ্রেপ্রমুখস্থানেস্থিতংন উৎকৃষ্টারণদ্বীণাযেনতং মুনীশ্বরং নারদং পয়সাজলেনপীনপূর্ণোঘনইবশ্যামং ব্যাসমেবচ অন্তরাতয়োরন্তরালেইত্যর্থঃ। অন্তরান্তরেণযুক্তেইতিষষ্ঠ্যর্থেদ্বিতীয়াভৃগ্বঙ্গিরসঃ পুলস্ত্যাদিমুনিনায়কৈর্ম্মণ্ডিতাইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ।। ৫ ।।

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! বীণাবাদন তৎপর মুনীশ্বর নারদ ঋষি, সেই সভায় অগ্রস্থিত উৎকৃষ্ট স্থানে উত্তমাসনে অবস্থিত, আর সজলজলদ ন্যায় শ্যামবর্ণ উদ্দীপ্ত তেজস্বী, বেদব্যাসও তৎসভায় মধ্যস্থানে বিরাজমান আছেন।। ৫ ।।

ভৃগ্বঙ্গিরোপুলস্ত্যাদিমুনিনায়কমণ্ডিতা।
চ্যবনোদ্দালকোশীর শরলোমাদিমালিতা ।। ৬ ।।

ভৃগ্বাদিতেষাং নামানি ।। ৬ ।।

অস্যার্থঃ।

হে ভূমিনাথ! ব্রহ্মপুত্র ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, চ্যবন, উদ্দালক, উশীর, শরলোমা প্রভৃতি মহর্ষিগণেরা সেই মুনি সমাজকে পরিশোভিত করিয়া দিব্যাসনে উপবিষ্ট আছেন ।। ৬ ।।

পরস্পর পরামর্শ ক্ষুব্ধসংস্থান মৃগাজিনা।
লোলাক্ষমালবলয়া সুকমণ্ডলু ধারিণি ।। ৭ ।।

পরমর্ষেণ সংঘর্ষণেন ক্ষুব্ধসংস্থানানিবিস্তরানিমৃগাজিনানি যেষাং ।। ৭ ।।

অস্যার্থঃ।

হে অবনীপতে! সমাগত ঋষিগণেরা পরস্পর আলিঙ্গনাভিবাদন জন্য অঙ্গ সংঘর্ষণে পরিধৃত মৃগচর্ম্ম সকল শ্লথবন্ধ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল, আর করস্থিত অক্ষসূত্র অর্থাৎ জপমালাও দোলায়মানা হইতে লাগিল, এবং ইঁহারা সকলেই উত্তম কমণ্ডলু ধারী হয়েন ।। ৭ ।।

অনন্তর ঋষি সমাজের শোভা সম্পাদনার্থ মহর্ষি বাল্মীকি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(তারাবলিরিবেতি)।

তারাবলি রিবব্যোম্নিতেজঃ প্রসরপাটলা।
সূর্য্যাবলিরিবান্যোন্যং কৃতশোভাতিশায়িনী॥ ৮॥
কৌমুদীবৃষ্টিরন্যেব দ্বিতীয়েবার্কমণ্ডলী।
সংভূতেবাতিকালেন পূর্ণচন্দ্র পরম্পরা॥ ৯॥

তেজঃপ্রসরেণপাটলাশ্বেতরক্তা॥ ৮॥ ৯॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন। আকাশ মণ্ডলে উদ্দীপ্ত নক্ষত্র শ্রেণির ন্যায়, এবং সমুদিত সমূহ সূর্য্য বিম্ব ন্যায় পাটলবর্ণ তেজঃ প্রসরণ দ্বারা ঋষিগণেরা পরস্পর ঐ রাজ সভাকে শোভাতি শায়িনী করিতেছেন, অর্থাৎ সভার অতিশয় শোভা জন্মাইতেছেন॥ ৮॥ একত্র মিলিত ঋষিসমূহের উদ্দীপ্ততেজ যেন দ্বিতীয় তপনমণ্ডল ন্যায় উদয় হইতেছে এবং সাম্যগুণ প্রকাশেও যেমন পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল হইতে সমুদিত সুধাকিরণদ্বারা জগৎ শোভিত হয়, তদ্রূপ ঐ সভাকে পরম রমণীয়া করিতেছেন। অর্থাৎ অসাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ঋষিগণেরা তীগ্ম অথচ শীতল এই উভয় গুণসম্পন্ন হয়েন, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৯॥

রত্নাবলিরিবান্যোন্যং নানাবর্ণ কৃতাঙ্গিকা।
মুক্তাবলিরিবান্যোন্যং কৃতশোভাতি শায়িনী॥ ১০॥
তারাজালইবাম্ভোদোব্যাসোযত্র বিরাজতে।
তারৌঘইবশীতাংশুর্নরদোত্রবিরাজতে॥ ১১॥
দেবেম্বিব সুরাধীশঃ পুলস্ত্যোত্রবিরাজতে।
আদিত্যইব দেবানামঙ্গিরাস্ত্র বিরাজতে॥ ১২॥

অন্যাঃপ্রসিদ্ধা বিলক্ষণাঅতিকালেনচিরেণ সংভূতাএকত্রসঞ্চিতা ব্যাসএকতঃ নারদো হন্যতইতিশেষঃ॥ ১০॥ ১১॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষে। কোন কোন ঋষিগণেরা পরস্পর উজ্জ্বলাঙ্গ সুশোভন বর্ণবিকাশে মুক্তামালার ন্যায় উদ্দীপ্ত শোভায় সভাকে শোভিতা করিয়াছেন॥ ১০॥ এবং উজ্জ্বল নীরদবর্ণ বেদব্যাস ঋষিগণ মধ্যে পরম সুশোভিত হইয়াছেন, যেমন নক্ষত্র

মাল্যামণ্ডিত গগনে নবীন নীল জলধরের শোভা হইয়া থাকে তদ্বৎ ॥ ১১ ॥ এবং যেমন দেবগণ মধ্যে সুরপতি ইন্দ্র, মুনিগণ মধ্যে পুলস্ত্য, আদিত্যগণ মধ্যে তেজস্বী সূর্য্য, তাহার ন্যায় ঋষি সমাজ মধ্যে অতি তেজস্বী অঙ্গিরাঋষি ও তৎ সভায় বিরাজমান হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর সভ্যেরা অবতরিত সিদ্ধগণকে যেরূপ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এই শ্লোকে উপবর্ণিত হইয়াছে। যথা।—(সাধুবাদেতি)।

অথাস্যাং সিদ্ধসেনায়াং পতন্ত্যাং নভসোরসাং।
উত্তস্থৌমুনিসংপূর্ণাতদাদাশরথা সভা ॥ ১৩ ॥

রসাংসমাভূমিংপতন্ত্যাং প্রবিশন্ত্যাং ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরেশ্বর! যৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর শ্রবণেচ্ছু সিদ্ধগণেরা আকাশ মণ্ডল হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া সভাতলে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত রাজা দশরথের সভাস্থ সমস্ত সভ্যগণেরা তাঁহাদিগের সম্মানার্থ সকলেই যুগপৎ গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

তৎকালে একত্র মিলিত অমর নরগণের দীপ্তিতে সেই রাজসভা অত্যন্ত দীপ্যমানা হইল, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(মিশ্রীভূতেতি)।

মিশ্রীভূতাবিরেজুস্তেনভশ্চর মহীচরাঃ।
পরস্পরবৃতাঙ্গাভা ভাসয়ন্তোদিশোদশ ॥ ১৪ ॥

পরস্পরং বৃত্তাভিঃ মিশ্রিতাভিঃ অঙ্গানাংআভাভিঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! স্বর্গস্থ সিদ্ধগণ ও দেবগণ ও ভূমিস্থ ঋষিগণ এবং রাজর্ষিগণ, একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর স্বীয়২ অঙ্গপ্রভা বিস্তার করতঃ ঐ দাসারথীসভার দশদিককে পরম শোভিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

বেণুদণ্ডাবৃত্তকরা লীলাকমল ধারিণঃ।
দুর্ব্বাঙ্কুরাক্রান্তশিখাঃ সচূড়ামণিমূর্দ্ধজাঃ ॥ ১৫ ॥

লীলাকমলধারিণঃ কেচিদিতিযথাযোগ্যং শেষঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষিপ্রবর! পরিশোভিত সভোপবিষ্ট ঋষি সঙ্কুল মধ্যে, কেহ বা বংশদণ্ড ধর, কোন কোন ঋষি ক্রীড়াপদ্ম হস্ত, অর্থাৎ কমলকুসুমতোরণ হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, কোন কোন মুনির শিখাগ্রে দেবপ্রসাদি দূর্ব্বাঙ্কুর পরিশোভিত হইয়াছে, এবং কাহারও বা কুন্তল মধ্যে চূড়ামণির শোভা দীপ্তি পাইতেছে॥ ১৫ ॥

জটাজূটৈশ্চ কপিলামৌলিমালিতমস্তকাঃ।
প্রকোষ্টগাক্ষবলয়ামল্লিকা বলয়ান্বিতাঃ॥ ১৬ ॥

মৌলৌস্বগ্রভাগেমালিতং মালাভির্বেষ্টিতং মস্তকং শিরোযেষাং প্রকোষ্টঃ কর-মূলং॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নৃপশার্দ্দূল! কোন কোন ঋষির পিঙ্গলবর্ণ জটাজূট মণ্ডিত মস্তক, কেহ কেহ স্ফাটিকাক্ষ, রুদ্রাক্ষ বা কুসুম মালায় মস্তককে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। কোন কোন ঋষি জপমালাধারী, কেহবা মল্লীমালা মণ্ডিত হস্ত হয়েন॥ ১৬ ॥

অনন্তর আকাশগামি সিদ্ধগণের সপর্য্যার্থ বশিষ্ঠ ঋষি যেরূপ উপকরণাদির আহরণ করিলেন, তাহা এই শ্লোকে সুবর্ণিত হইয়াছে। যথা।—(বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রাবিতি)।

চীরবল্কলবসংবীতাঃ স্বকৌশেয়াব কুণ্ঠিতাঃ।
বিলোলমেখলাপাশা শ্চলন্মুক্তাকলাপিনঃ॥ ১৭ ॥
বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌতান্ পূজয়ামাসতুঃক্রমাৎ।
অর্ঘ্যৈঃ পাদ্যৈর্বচোভিশ্চ সর্ব্বানেব নভশ্চরান্॥ ১৮ ॥
বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌতে পূজয়ামাসুরাদরাৎ।
অর্ঘ্যৈঃ পাদ্যৈর্বচোভিশ্চ নভশ্চরমহাগণাঃ॥ ১৯ ॥

চীরবল্কলয়োরবান্তরান্তরজাতাভেদঃ। কলাপিনঃ ভূষিতাঃ কর্ম্মধারয়াপ্যতিশায়নে বাইতি॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরকেশরিন্! কোন ঋষি চীরবসন, কেহ বা বল্কল বসন, কেহ কৌশেয়াম্বর পরিধায়ী হয়েন, কেহ বা চঞ্চল কাঞ্চীসূত্রে কটিদেশ বদ্ধ করিয়াছেন, কাহারো বা

কটিতটে মুক্তা মালা পরিবেষ্টিত হয়॥ ১৭ ॥ হে নৃপেন্দ্র! অনন্তর বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র এই উভয় ঋষি স্বর্গাগত সিদ্ধ দেবগণকে স্বাগত সম্ভাষণপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা পূজা করিয়া সম্মানিতরূপে পরিগ্রহণ করিলেন॥ ১৮ ॥ এবং সিদ্ধগণেরাও স্তুতি বাক্য প্রয়োগে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে সমাদর পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি দানে সম্যক্ রূপে পূজা করিলেন। অর্থাৎ পরস্পর সকলেই সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন ইতিভাবঃ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বদেবেষুসিদ্ধৌঘং পূজয়ামাস ভূপতিঃ।
সিদ্ধৌঘৈর্ভূপতিশ্চৈব কুশলপ্রশ্ন বার্ত্তয়া॥ ২০ ॥

কুশলপ্রশ্নসহিতয়াবার্ত্তয়াতৎকালোচিতকথয়া॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

হে অবনীশ্বর! তদনন্তর রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী মহারাজা দশরথও দেবগণ ও সিদ্ধগণকে যথা বিহিত সম্মান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং সিদ্ধ দেবগণেরাও রাজাকে কুশল প্রশ্ন সম্ভাষণ দ্বারা সমাদৃত করেন॥ ২০ ॥

তৈস্তৈঃ প্রণয়সংরম্ভৈরন্যোন্যং প্রাপ্তসৎক্রিয়া।
উপাবিশন্বিষ্টরেষু নভশ্চরমহীচরাঃ॥ ২১ ॥

প্রণয়ঃ প্রীতিঃ তদুচিতৈর্দানমানাদিসংরম্ভৈঃ সৎক্রিয়াপূজাবিষ্টরোবাসনেষু॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

হে অরিষ্টনেমে! স্বর্গীয় সিদ্ধগণ ও ধরণীতলস্থ ঋষিগণ, ইহাঁরা পরস্পর প্রাপ্ত সৎক্রিয়া হইয়া প্রণয়ালাপদ্বারা সন্তোষিত চিত্তে সম্মানিত রূপে কুশাসনে সকলেই উপবেশন করিলেন॥ ২১ ॥

বচোভিঃ পুষ্পবর্ষেণ সাধুবাদেনচাভিতঃ।
রামংতেপূজয়ামাসুঃ পুরঃপ্রণতমাস্থিতং॥ ২২ ॥

বচোভিরুচিতকথালাপৈঃ। সাধুবাদেনপ্রশংসনেন॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষভ! সমস্ত সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ, যথাভিরুচিত বাক্য দ্বারা সাধুবাদ প্রদানে প্রণতরূপে সম্মুখ স্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দ্দিক হইতে কুসুম বর্ষণ দ্বারা

অভ্যর্চ্চনা করিলেন। অর্থাৎ সকলেই শ্রীরামকে সাধুবাদ দিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিলেন ইতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রাদিরা ও অন্যান্য সভ্যজনেরা যেরূপ বেশভূষা পরিচ্ছদাদি মণ্ডিত হইয়া রাজসভায় উপবিষ্ট হইলেন, তাহাও ঋষিবর বাল্মীকি মহারাজা অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন। যথা।—(আসাঞ্চক্রেচেত্যাদি)।

আসাঞ্চক্রেচতত্রাসৌরাজ্য লক্ষ্মীবিরঞ্জিতঃ।
বিশ্বামিত্রোবশিষ্ঠশ্চবামদেবোথ মন্ত্রিণঃ ॥ ২৩ ॥
নারদোদেবপুত্রশ্চ ব্যাসশ্চ মুনিপুঙ্গবঃ।
মরীচিরথতুর্ব্বাসা মুনিরঙ্গিরসস্তথা ॥ ২৪ ॥
ক্রতুঃ পুলস্ত্যঃপুলহঃ শরলোমামুনীশ্বরঃ।
বাৎস্যায়নোভরদ্বাজোবাল্মীকিমুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৫ ॥
উদ্দালকোঋচীকশ্চ শর্য্যাতিশ্চ্যবনস্তথা ॥ ২৬ ॥

তত্রতেষাংমধ্যেঅসৌরামঃ বিশ্বামিত্রাদয়ঃ অথ আস্থিতাউপবিষ্টাইতি সপ্তম্যন্তেন সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষিবর। মহর্ষিবিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, এবং মন্ত্রীগণ সকলে বেশ-ভূষাদি দ্বারা রাজ শ্রীসম্পন্ন ও রাজোপকরণে পরিশোভিত হইয়া সকলেই সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ এবং ব্রহ্ম পুত্র নারদ আর মরীচি, দুর্ব্বাসা, ও অঙ্গিরা ঋষি ॥ ২৪ ॥ অপর, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ও মুনিশ্রেষ্ঠ শরলোমা, বাৎস্যায়ন, ভরদ্বাজ, এবং বাল্মীকি প্রভৃতি বরিষ্ঠ২ ঋষিগণ ॥ ২৫ ॥ এতদ্ভিন্ন মহর্ষিবর উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি এবং ভার্গববংশ চ্যবন প্রভৃতি ঋষি সকলেই তৎসভা মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইহা উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর ইহা ভিন্ন আর যে ঋষিরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাহাও এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা।—(এতেচান্যেচেতি)।

এতেচান্যেচ বহবো বেদবেদাঙ্গ পারগাঃ।
জ্ঞাতজ্ঞেয়ামহাত্মানঃ সংস্থিতাস্তত্রনায়কাঃ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞাতং অবশ্যজ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং জ্ঞেয়মাত্রম্বা যে নায়কাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজসিংহ! উপরিউক্ত এই সকল ঋষি, এবং এতদ্ভিন্ন বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রের পারদর্শী অন্যান্য মহাত্মা পদ বাচ্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণেরাও সেই সভা স্থানে আসনোপবিষ্ট ছিলেন॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—এই সকল ঋষির নাম উল্লেখের তাৎপর্য্য, যে ইহাঁরা সম্যক জ্ঞাতৃ, অর্থাৎ অবশ্য জ্ঞেয় যে আত্মতত্ত্ব, তৎপরিজ্ঞাতা, কেবল তাহাও নহে, ইহাঁরা বিশিষ্ট জ্ঞান নায়ক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা, যেহেতু বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র নির্ম্মন্থন করিয়া সারতত্ত্বকে উদ্ধার করিয়াছেন, ইতিভাবঃ। ইহাতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এতত্ত্রৈকালিক ক্রিয়া পদদ্বারা যে রূপ বর্ণনা আছে, তদনুরূপ ক্রিয়াপদবিশিষ্ট ভাষা প্রবন্ধেও রচিত হইয়াছে। ফলে সকলই ভূতকালিকী কথা, কিন্তু রচনা প্রণালীর অনুসারে কখন বর্ত্তমান, কখন ভূতকাল কখন বা ভবিষ্যৎ কালানুসারিণী ক্রিয়ান্বিতা রচনা বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে সংশয় করা বিধেয় হইবে না, যেহেতু বর্ত্তমান রূপ বর্ণনাই ইহার স্বরূপ মর্ম্ম ব্যাখ্যা হয়॥ ২৭॥

অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদিরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকাদিতে উক্ত করিয়াছেন। যথা —(বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাভ্যামিত্যাদি)।

বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রাভ্যাং সহিতোনারদাদয়ঃ।
ইদমূচুরনূচানাঃ রমমানমিতাননং॥ ২৮॥

অনূচানাঃ আচার্য্যাদ্বিধিবদধীতসাঙ্গবেদাঃ আনমিতাননং বিনয়েন॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্! অনূচান অর্থাৎ বেদ বৈদাঙ্গ পারদর্শী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই ঋষিদ্বয়ের সহিত দেবর্ষি নারদাদি ঋষিগণেরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে বিনয় দ্বারা এই কথা কহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র নতশিরা হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট ছিলেন॥ ২৮॥

অহোবত কুমারেণকল্যাণঃ গুণশালিনী।
বাগুক্তাপরমোদারা বৈরাগ্যবলগর্ব্বিনী॥ ২৯॥

তদুক্তীরেবপ্রপঞ্চয়ত্যহোইত্যাদিভিরষ্টাদশভিঃ কল্যাণৈর্বক্ষ্যমাণষোড়শগুণৈঃ শালিনীশোভমানা॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

ঋষিবর বাল্মীকি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন। হে মহারাজ! পরস্পর সম্বোধনযুক্ত বাক্যে ঋষিগণেরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করিতেছেন। ভো ভো ঋষয়ঃ! তোমারা সকলে শ্রবণ করহ; রাজকুমার এই শ্রীরামচন্দ্র অতি বালক, কিন্তু কিবা সদ্গুণ বিশিষ্ট হইয়াছেন, কি আশ্চর্য্য? ইনি বালক হইয়াও প্রবীণের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য সম্বলিত কিরূপ উপাদেয় বাক্য সকল কহিতেছেন॥ ২৯॥

পরিনিষ্ঠিতবক্তব্যং সবোধমুচিতং স্ফুটং।
উদারং প্রিয়মার্য্যার্হমবিহ্বলমপিস্ফুটং॥ ৩০॥

বিচার্য্যাথমেবেতিব্যবস্থাপিতাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ ব্যক্তর্থাযস্মিনসবোধং পদার্থতত্ত্ব বোধসহিতং সংকল্পনামাত্রব্যবস্থাপিতার্থমিতিযাবৎ অতএববিদ্বৎসভোচিতংস্ফুটং ব্যক্তং উদারউৎকৃষ্টং বহ্বাশয়গর্ভং প্রিয়ং হৃদয়ানন্দনং আর্য্যাণাংঅর্হপূজ্যানাং তর্হিউচিতং অবিহ্বলং চিত্তচাঞ্চল্যপ্রযুক্তদোষশূন্যং স্ফুটমর্থতঃ॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজর্ষিবর! পরস্পর ঋষিগণেরা কহিতেছেন, শুন শ্রীরামচন্দ্র কিবা স্পষ্টাক্ষরযুক্ত ও সদ্গুণালঙ্কৃত বচন সকল কহিতেছেন। অর্থাৎ সদর্থ সম্বলিত, তত্ত্বজ্ঞান মিশ্রিত, পণ্ডিতের মনোজ্ঞ ও শ্রোতব্য, ব্যক্তাক্ষর, ব্যবস্থাযুক্ত, হৃদয়ানন্দজনক, অতি উৎকৃষ্ট কল্প, এবং চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারক, পূজনীয় ব্যক্তিদিগের শ্রবণোপযোগ্য হয়, এমন স্বল্পাক্ষর অথচ বহুতর অর্থযুক্ত ও প্রণালীগত দোষবর্জ্জিত হয়, অর্থাৎ শ্রীরাম কর্ত্তৃক ঈরিত বাক্য সকল, যাহা কথন মাত্রেই তদর্থ সুব্যক্তরূপে বিদিত হওয়া যায়॥ ৩০॥

অভিব্যক্ত পদস্পৃষ্ট স্পষ্টমিষ্টঞ্চতুষ্টিমৎ।
করোতিরাঘবপ্রোক্তং বচঃকস্যনবিস্ময়ং॥ ৩১॥

অভিব্যক্তানিব্যাকরণপরিশোধিতানিপদানিযস্মিন্ইষ্টংহিতং গ্রন্থাদিদোষরহিতং তুষ্টিমৎ তৃষ্ণাক্ষয়প্রযুক্তসন্তোষবৎ॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজশার্দ্দূল! উক্ত রাম বাক্য সকল অতি ব্যক্ত পদাদি স্পৃষ্ট অর্থাৎ ব্যাকরণ সিদ্ধ পদযুক্ত, সর্ব্বজনাভিলষিত তুষ্টিজনক, স্পষ্টার্থসমন্বিত, আর অন্যান্য গ্রন্থাদির বিরোধ

শূন্য, প্রয়োগ মাত্রে তদ্বাক্য আহ্লাদ দায়ক, হয়, এমন শ্রীরামচন্দ্রের লোকময়ী বাণী কার না বিস্ময়কে উৎপাদন করিয়াছে? ॥ ৩১ ॥

শতাদেকতমস্যৈব সর্ব্বোদারচমৎকৃতিঃ।
ঈপ্সিতার্থার্পণৈকান্ত দক্ষাভবতিভারতী ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বেভ্যোবস্তুভ্যঃ সর্ব্বাংশেপিবাউদারাউৎকৃষ্টাচমৎকৃতিঃ। স্বহৃদয়াস্বাদনীয়ং সৌষ্ঠবংরম্যাস্তথাবিধাত্রতএবঈপ্সিতস্যাভিপ্রেতস্যার্থস্যার্পণেবোধনেএকান্ত দক্ষানিয়মেন সমর্থাভারতীবাণীবাগ্মিশতাদপিমুখ্যেষুমুখ্যতমস্যৈববিকাশং স্ফুর্ত্তিমায়াতিনসর্ব্বেষাং পঞ্চমীবিভক্তেইতিশতান্বিভজ্য নির্দ্ধারিতেষুতৃপ্তয়ানির্ব্বাণান্তরপ্রত্যয়াৎ সর্ব্বোদারতোপপত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

হে নরর্ষভ! এই ধরণীতলে, শত শত মনুষ্যের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির বাক্য সকলের বাক্য হইতে সর্ব্বাংশে শ্রবণ চমৎকার হয়। এবং মনোভিলষিত ইচ্ছামত অর্থ সম্পাদন দ্বারা অতি কৌশলে যুক্ত হয় ॥ ৩২ ॥

কুমারঞ্চ বিনাকস্যবিবেক ফলশালিনী।
পরংবিকাশমায়াতি প্রজ্ঞাশরলতোতভা ॥ ৩৩ ॥

প্রজ্ঞাশরইবসূক্ষ্মার্থভেদিনীপ্রজ্ঞাশরইবলতাবল্লীবিকাশং বিচারবৈরাগ্যপুষ্পপল্লবাভ্যামুপচয়ং শকারপাঠেপ্রকাশং ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সভ্যগণ! শ্রীরামচন্দ্র অতিবালক, কিন্তু প্রাজ্ঞ সম্মত বাক্য সকল কহিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরিক্ত এমত বুদ্ধিকার আছে, যে লক্ষভেদিশরের ন্যায় আশুসূক্ষ্মার্থ ভেদ করিতে পারে? অথবা জীবের চিত্তে বিবেকোদয় করিতে পারে? অর্থাৎ শ্রীরাম ভিন্ন এমন ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই ॥ ৩৩ ॥

প্রজ্ঞাদীপশিখাযস্য রামস্যৈবহৃদিস্থিতা।
প্রজ্জ্বলত্য সমালোককারিণীসপুমাংস্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

অসমং অনন্যসাধারণং আলোকং পদার্থতত্ত্বপ্রকাশং করোতিঅসমস্তস্যধ্বান্তদেহেন্দ্রিয়াদিসাম্যাদ্বিবিক্তস্যাত্মনআলোকনং করোতিতস্ত্রীলাবাসএবপুমান্ অন্যস্তপুরুষার্থাসমর্থঃ স্ত্রীপ্রায়ইতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিগণেরা! ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিবেন, যে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিনী বুদ্ধি উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, অতএব এই রামচন্দ্রই জগন্মধ্যে পুরুষ পদ বাচ্য, তদ্ভিন্ন সকলেই যোষিৎ প্রায় হয় ॥ ৩৪ ॥

রক্তমাংসাস্থিযন্ত্রাণি বহ্বন্যতিতরাণিচ।
পদার্থানভিকর্ষন্তি নাস্তিতেষুসচেতনঃ ॥ ৩৫ ॥

উক্তপ্রজ্ঞাহীনাজনাঃ রক্তাদিযন্ত্রাত্মকদেহাত্মকবুদ্ধিবাদিনঃ তানেবশব্দস্পর্শাদিপদার্থান অনুকর্ষন্ত্যপভুঞ্জতে। অন্যশ্চসচেতনআত্মানাস্তীতিচার্ব্বাকতৈবমেতেষাং ফলিতেতি ভাবঃ অথবাআপদিতেষু সবচনস্থাদবশ্যং পুরুষার্থেবতেতৈবষতোনযতন্তেতস্মাদ্ঘটকটটাদিরদচেতনাএবতেইতি নিন্দার্থাপল্লবঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সিদ্ধাঃ! এতজ্জগতে রক্ত মাংস ও অস্থিময় শরীরের প্রতি আত্মাভিমানি হইয়া জন সকল শ্রবণ নয়নাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল সামান্য শব্দ রূপাদি বিষয়কে ভোগ মাত্র করে, কিন্তু তত্তৎ বিষয়ের সদসৎবিচার করিতে পারে না, অর্থাৎ অচেতন বৎ মুগ্ধ হইয়া সেই বিষয় ভোগের প্রতি পরিণাম বিবেচনা মাত্র থাকে না ॥ ৩৫ ॥

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখ মনুযান্তি পুনঃ পুনঃ।
বিমৃশন্তিন সংসারং পশবঃ পরিমোহিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

যেনাবিমৃশন্তিতেপশবঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষয়ঃ! ইহ সংসারে মুগ্ধ জীব সকল কেবল জন্ম মৃত্যু জরাদি দুঃখের পুনঃ পুনঃ অনুভব মাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু এ সংসার সৎ কি অসৎ, তাহার বিচার মাত্রই করে না, কেবল পশুর ন্যায় মুগ্ধ হইয়া থাকে এই মাত্র ॥ ৩৬ ॥

কথঞ্চিৎ কচিদেবৈকোদৃশ্যতেমিবলাশয়ঃ।
পূর্ব্বাপর বিচারার্হোযথায় মরিমর্দ্দনঃ ॥ ৩৭ ॥

অযংরামঃ অরয়ঃ কামাদয়স্তেষাং মর্দ্দনঃ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ।

হে সভ্য ঋষিগণেরা! এই শ্রীরামচন্দ্রকে যেমন সরলান্তঃকরণ জিতেন্দ্রিয় পূর্ব্বাপর বিচারে যোগ্য দেখিতেছি, অর্থাৎ ইঁহার তুল্য ব্যক্তি অতি বিরল, এই পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন এক জনকেও এরূপ তত্ত্বার্থদর্শী দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ৩৭॥

অনুত্তমচমৎকারফলাঃ সুভগমূর্ত্তয়ঃ।
ভব্যাহিবিরলালোকে সহকারদ্রুমাইব॥ ৩৮॥

অনুত্তমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টচমৎকারোমাধুর্য্যবিশেষোযেষাং তথাবিধানিতত্ত্বসাক্ষাৎকারফলানিযেষাং সহকারদ্রুমাআম্রবৃক্ষাঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষয়ঃ! সহকার তরুসদৃশ অর্থাৎ আম্র বৃক্ষের সদৃশ সুদৃশ্য, এবং চমৎকার মধুর রসযুক্ত উত্তম ফলবিশিষ্ট রসাল পাদপ-ন্যায় মধুর মূর্ত্তি, শ্রীরামচন্দ্র, পরম তত্ত্বজ্ঞানী, এবং সর্ব্ব মঙ্গলাস্পদ এতজ্জগতে ইঁহার তুল্য ভব্যব্যক্তি অতি দুর্লভ হয়॥ ৩৮॥

বাল্মীকি অরিষ্টনেমিকে কহিতেছেন। হে রাজন্! ঋষিগণেরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা লইয়া সকলেই আমোদ করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা।—(সম্যগ্দৃষ্টেতি)।

সম্যগ্দৃষ্টা জগদ্যাত্রাস্ববিবেক চমৎকৃতিঃ।
অস্মিন্নান্যবতামস্তরিয়মদ্যৈবদৃশ্যতে॥ ৩৯॥

স্ববুদ্ধিকৃতেনৈববিবেকেনতত্ত্বদর্শনপর্য্যন্তচমৎকৃতিঃ অদ্যাস্মিন্নেববয়সিতচ্চাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

হে সভ্য ঋষিবর্য্যেরা! এই শ্রীরামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই উত্তমরূপে সংসার যাত্রার ফল সন্দর্শী হইয়াছেন, এবং স্বীয় বুদ্ধিকৃত বিবেক দ্বারা সম্যক্ রূপ তত্ত্বদর্শীও হইয়াছেন। ইহাও সামান্য চমৎকারের বিষয় নহে॥ ৩৯॥

অনন্তর সামান্য পুষ্পিত বৃক্ষ দৃষ্টান্তে দৌর্লভ্য বৃক্ষাপ্তি বিষয়ে ঋষিগণেরা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। যথা।—(শুভগাইতি)। এবং সুগন্ধাদি পুষ্পাধার

সমুচ্চয়ার্থে শ্রীরামের প্রশংসা করিয়া মুনিজনেরা রঘুনাথের ভাব বর্ণনাও করিতেছেন যথা।—(বৃক্ষাঃপ্রতিবনমিত্যাদি)।

সুভগাঃ সুলভারোহাঃ ফলপল্লবশালিনঃ।
জায়ন্তেতরবস্তদ্দেশেনতুনন্দনপাদপাঃ॥ ৪০॥
বৃক্ষাঃ প্রতিবনং সন্তিনিত্যং সফল পল্লবাঃ।
নত্বপূর্ব্বচমৎকারোলবঙ্গঃ সুলভঃ সদা॥ ৪১॥

সুভগাঃ সুন্দরাঃদেশেসর্ব্বত্রেতিশেষঃ॥ ৪০॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

হে ঋষিবরেরা! পুষ্প ফল পল্লব বিশিষ্ট সুদৃশ্য সুভগ এবং অনায়াসে আরোহণ করিতে পারা যায় এমত বৃক্ষ সকল সর্ব্ব দেশেই সুলভ হয়, কিন্তু হৃদয়ানন্দ দায়ক সর্ব্বগুণাকর নন্দনবনোদ্ভূত বৃক্ষ অতি দুর্লভ, অর্থাৎ যে বৃক্ষের সমাশ্রয়ে অমৃত ফল লাভ হইতে পারে, এমত বৃক্ষ অতি দুর্ল্লভ তাহা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইতিভাবঃ॥ ৪০॥

হে সভ্য জনগণেরা! ফল পল্লবশালি বৃক্ষ প্রতিবনেই প্রত্যহ দেখা যায়, কিন্তু চমৎকার অপূর্ব্ব যে লবঙ্গতরু, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বল বনে সুলভ নহে॥ ৪১॥

জ্যোৎস্নেবশীতাশশিনঃ সুতরোরিবমঞ্জরী।
পুষ্পাদামোদলেখেবজাতাস্মাচ্চমৎকৃতিঃ॥ ৪২॥

আমোদলেখাপরিমলপংক্তিঃ॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ।

হে মহর্ষয়ঃ! যেমন সুধাকর চন্দ্র হইতে উৎপন্না স্নিগ্ধকারিণী জ্যোৎস্না, যেমন উত্তম তরুবর হইতে উৎপন্না শোভনীয়া পুষ্প মঞ্জরী, এবং পুষ্প হইতে উৎপন্ন দূরপাতিগন্ধ যেমন মনোহারী হয়, সেইরূপ এই শ্রীরাম হইতে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইয়া জন চিত্তমধ্যে পরিপূর্ণ রূপে আনন্দ জন্মাইতেছে॥ ৪২॥

অনন্তর শ্রীরামের প্রশ্নাভিপ্রায়ে ঋষিগণেরা সভ্য সম্বোধনে জ্ঞান প্রশংসা করিয়া কহিতেছেন। যথা—(অস্মিন্দ্রামেতি)।

অস্মিন্ উদ্দামদৌরাত্ম্যদৈব নির্ম্মাণনির্ম্মিতে।
দ্বিজেন্দ্রাদগ্ধসংসারেসারোহত্যন্তদুর্লভঃ ॥ ৪৩ ॥

উদ্দামং দৌরাত্ম্যং যস্যতথাবিধস্যদৈবস্যপ্রাক্তন কর্ম্মণস্তদনুসারিণোবিধাতুর্ব্বা নির্ম্মাণেনসৃষ্ট্যানির্ম্মিতেহেদ্বিজেন্দ্রাঃ সারোবিবেকেনাত্মলাভঃ ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ব্রাহ্মণগণেরা! অনিবার্য্য ফল ভোগ জনক যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, তন্নির্ম্মিত এই সংসার, ইহাতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করা জীবের অতি দুর্লভ হয় ॥ ৪৩।

যতন্তেসারসংপ্রাপ্তৌযে যশোনিধয়োধিয়ঃ।
ধনাধুরিসতাং গণ্যাস্তএবপুরুষোত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥

ধ্যায়ন্তীতিধিয়ঃ সদাতত্বচিন্তনপরাঃ সন্তোযেযত্নন্তেতেধন্যাঃসতাং ধুরিগণ্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

হে দ্বিজেন্দ্রাঃ! এই ধরামণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহারাই যশোনিধি হয়, তাহারাই ধন্য হয়, তাহারাই সাধুর অগ্রগণ্য হয়, তাহারাই পুরুষের যাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় তত্বজ্ঞানান্বেষণ করে ইতিভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

নরামেণসমোস্তীহ দৃষ্টোলোকেষুকশ্চন।
বিবেকবানুদারাত্মা নভবিতেতিমোমতিঃ ॥ ৪৫ ॥

ইহসাংপ্রতং নাস্তিপ্রাগ্দৃষ্টঃ অগ্রেনভাবী ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থঃ।

ভো ঋষয়ঃ! এতদ্ভূমণ্ডলে শ্রীরামচন্দ্রের সদৃশ বিবেকী মহাত্মা পুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না. আমরা অনুমান করি পরেও এমন জ্ঞানী আর কেহ হইতে পারিবেক না ॥ ৪৫

অনন্তর ঋষিগণেরা আপনাদিগের জ্ঞানের সম্পন্নতা সম্পাদনার্থ এই বাক্য কহিতেছেন। যথা।—(সকললোকৈতি)।

সকললোকচমৎকৃতিকারিণোহ্যাভিমতং যদিরাঘবচেতসঃ।
ফলতিনোতদিমেবয়মেবহিস্ফুটতরং মুনয়োহতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবাল্মীকি বিরচিতে মহারামায়ণে দেবদূতোক্ত দ্বাত্রিংশৎ সাহস্র্যাং সংহিতায়াং মোক্ষোপায়ে বৈরাগ্যপ্রকরণে নভশ্চ-রমহীচরসংমেলনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

বৈরাগ্য প্রকরণং সংপূর্ণং ॥

রামমনোরথসম্পত্তেরবশ্যকর্ত্তব্যতাং তৎপ্রশংসনেনোত্তমাধিকারপ্রাপ্তি খ্যাপন মুখেনোক্ত্বা তদুপেক্ষণেদোষমাহুঃ সকলেতিসকললোকানাং সর্ব্বজনানাং চমৎকৃতিগুণ শালিবিষয়াদিভিঃ সমুচিতপ্রষ্টব্যরহস্যোদ্ঘাটনেন আনন্দস্তৎকারিণোরাঘব চেতসোপ্য-ভিমতং তত্ত্বজিজ্ঞাসালক্ষণোমনোরথোযদিফলতি অস্মদাদ্যভিজ্ঞোপদেশেনেতিশেষঃ নোইতিনঞ্‌পর্য্যায়োনিপাতঃ তর্হিহতবুদ্ধয়োদুর্ব্বুদ্ধয়ঃ অভিজ্ঞতানিষ্ফলৈবস্যাদিতি-ভাবঃ তস্মাদবশ্যমুপদেষ্টব্যমিতিসিদ্ধং ॥ ৪৬ ।

ইতিশ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীরামচন্দ্রেন্দ্র সরস্বতীপূজ্যপাদপ্রশিষ্যেণ শ্রীগঙ্গাধরেন্দ্রসরস্বতীপূজ্যপাদপ্রশিষ্যেণ শ্রীমদানন্দবোধেন্দ্রসরস্বত্যাখ্যাভিক্ষণাবিরচিতে বাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশে বৈরাগ্যপ্রকরণে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩৩

বৈরাগ্যপ্রকরণং সংপূর্ণং ।

অস্যার্থঃ।

হে ভব্য জনগণেরা! আমরা সকলে শ্রীরামচন্দ্রের এই চমৎকার জনক হৃদ... মতসিদ্ধ অর্থ শোভন প্রশ্নের উত্তর করিতে যদি না পারি, তবে এই জগন্মধ্যে মুনিগণেরা অবশ্যই নির্ব্বোধ রূপে ব্যক্ত হইবেন অর্থাৎ জনকলেই আমাদিগকে হতবুদ্ধি কহিতে অপেক্ষা করিবেক না ইতিভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ তাৎপর্য্য প্রকাশে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গে ঋষি সংমন্ত্রণ নামে বৈরাগ্য প্রকরণং সংপূর্ণং ।

——oo——